প্রথম প্রকাশক ১৩৫৯

প্রকাশক
অমিয় চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ছেপেছেন
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস
২৭ সি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাংলায় শেকস্‌পীয়র

'O Romeo ! Romeo ! Wherefore art thou Romeo ?
Deny thy farther, and refuse thy name ;
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I'll no longer be a Capulet.'

শেকস্‌পীয়রের 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের উদ্যানদৃশ্যে (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) জুলিয়েটের এই মর্মভেদী স্বগত গত চারশো বছর ধরে ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী হৃদয়কে উদ্বেল করেছে। ইংরেজি না জানা সত্ত্বেও টীক ও শ্লেগেলের অপূর্ব অনুবাদের গুণে ওই একই দৃশ্য কতো না জার্মান যুবকযুবতীর চোখেও আকুল বাষ্প এনে দিয়েছে। শুধু ইংলণ্ড বা জার্মানীর নয়, ইয়োরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, এমন কি জাপান ও কোরিয়ার অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও দর্শকও জুলিয়েটের উক্তির ভাষান্তরিত প্রতিধ্বনিতে মোহিত হয়েছে, চোখের জল ফেলেছে। আমরা বাঙালীরা নানা তুচ্ছ কারণে অনেক চোখের জল ফেলেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন উদ্যানদৃশ্যে জুলিয়েটের কণ্ঠস্বর শুনে ব্যথিত হতে পেরেছি ? যাঁরা পেরেছেন তাঁরা সকলেই ইংরেজি উদ্যানে সান্ধ্যভ্রমণে অভ্যস্ত ইংরেজিশিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতীয়। জুলিয়েটকে তাঁরা কেউই তাঁদের নিজেদের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে দেখতে পাননি, বা জুলিয়েটের কণ্ঠস্বর তাঁদের পরিচিত প্রেমিকার নিবিড় সংলাপের মধ্যে শুনতে পাননি। যদি বা দু' চারজন শুনেছেন, আরো দশজনকে ডেকে শোনাবার জন্য তাঁরা কোনো চেষ্টাই করেননি।

ব্যতিক্রম কি নেই ? অবশ্যই আছে। যেমন হারাণচন্দ্র রক্ষিত। কিন্তু তাঁকেও আমরা সহজেই বিস্মৃত হয়েছি। কারণ আমরা বাঙালী, এবং বাঙালীরা আত্মবিস্মৃত জাতি। অবহেলার বল্মীকস্তূপ অপসারণ করলে হারাণচন্দ্রের যে সামান্য কিছু অক্ষত পৃষ্ঠা দুরধিগম্য লাইব্রেরীর ধুলিধূসর কোণ থেকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব, সেগুলি যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে পড়েন তবে তিনি যথেষ্ট চমকিত না হয়ে পারবেন না। বিংশ শতাব্দী ভূমিষ্ঠ হবার বেশ কয়েক বৎসর আগে এই কলকাতা শহরেই তিনি শেকস্‌পীয়রের শুধু 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটের' নয়, আরো অনেক নাটকেরই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন! উপরের উদ্ধৃত লাইনগুলি তিনি বাঙালী পাঠককে এইভাবে উপহার দিয়েছিলেন :—

'রোমিও! রোমিও! আমার প্রাণের রোমিও! প্রাণেশ্বর! কেন তুমি রোমিও হইলে? আমার অনুরোধে তুমি পিতৃনাম অস্বীকার করো, অথবা আত্মনাম গোপন করো। যদি তুমি ইহাতে সম্মত না হও,—বলো প্রিয়তম! শপথ করো, আমার হৃদয়েশ্বর হইবে,—আমি এই দণ্ডে পিতৃবংশ—ক্যাপিউলেটকুলে জলাঞ্জলি দিই।'

বলা বাহুল্য, এই অনুবাদ সামান্য একটু পরিবর্তন করে নিলেই আধুনিক পাঠক বা দর্শকের সম্পূর্ণ উপযোগী হতে পারে।

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। ঐ সালেই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকাও প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 'ডন' পত্রিকার সূত্র ধরেই ক্রমশ আসে ডন সোসাইটি ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National

Council of Education, Bengal), বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা জানি, 'জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য বিজ্ঞান ও কারুবিজ্ঞান সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতি সংগঠনের' উদ্দেশ্য নিয়েই জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, আবদুল রসুল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, গিরিশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, বিপিনচন্দ্র পাল, আশুতোষ চৌধুরী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিনয় কুমার সরকার, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, নীলরতন সরকার, অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। জাতীয় শিক্ষার অর্থ এই নয় যে, যা ভারতের এবং ভারতীয় কেবলমাত্র তাই আমরা আঁকড়ে থাকবো, বাইরের কিছুই গ্রহণ কোরবো না। শ্রীঅরবিন্দ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে এমন সংকীর্ণতা আমাদের অতীতেও ছিল না এবং ভবিষ্যৎ ভারতেও থাকবার কোনো কারণ নেই। ১৯০৬ সনের ১৪ই আগস্ট রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল প্রতিষ্ঠা উৎসবে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—'It may be said that though love of one's own country and one's own nation is laudable, yet education should not be limited by considerations of nationality, but should proceed upon a cosmopolitan basis.' এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে জাতীয় শিক্ষার উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি প্রভাবশালী অংশ যখন এই অভিমতের পোষক ছিলেন তখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শেকস্‌পীয়রকে ভারতের মাটিতে, বাংলার সাহিত্যে, মঞ্চে ও চিন্তাধারায় স্থান দেবার কথা কি কারো মনে ওঠেনি? হয়তো উঠেছিল, হয়তো বা ওঠেনি। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ভূমিষ্ঠ হবার আগেই জাতীয় শিক্ষার দাবি যখন বাংলার আকাশে বাতাসে সবে ধ্বনিত হতে শুরু করেছে, তখন এক কোণে হারাণচন্দ্রের মতো একনিষ্ঠ বঙ্গসাহিত্যের সেবক স্বদেশী ভাষায় শেকস্‌পীয়রের জন্য পিঁড়ি পাতছিলেন। কিন্তু লজ্জার বিষয়, সেই প্রচেষ্টার পর এক শতাব্দীর তিন পাদ অতিক্রান্ত হতে চললো, এখনও আমরা শেকস্‌পীয়রের জন্য আর খুব বেশি কিছু করে উঠতে পারলাম না। ১৯০৬ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রবীন্দ্রনাথ ডন সোসাইটিতে যে বক্তৃতা দেন তাতে বলেছিলেন ঃ—

'আমরা এই স্বদেশী আন্দোলনে যতটুকু কাজ করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। বাঙালী বড় জাতি বাঙালী অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সকলের মুখেই আজকাল এই কথা শুনা যায়। কিন্তু আমরা ভাবি না যে গর্বের সংগে আমাদের লজ্জার বিষয়ও আছে।'

রবীন্দ্রনাথের উক্তির শেষ অংশটুকুর প্রতি আমরা কখনই গুরুত্ব দিইনি, দিলে লজ্জার বিষয়গুলির প্রতি এতকাল উদাসীন থাকতে পারতাম না।

হারাণচন্দ্রের শেকস্‌পীয়র জোগাড় করে পড়বার পর শিমলা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। দেখতে গিয়েছিলাম মদন মিত্র লেনের কাছে নন্দনকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেনের অস্তিত্ব নতুন নামকরণের হুজুগ সত্ত্বেও এখনো টিঁকে আছে

কিনা। এই দ্বিতীয় গলির ১৭ নম্বর বাড়ী থেকে 'কালিকা প্রেসে' হারাণচন্দ্র রক্ষিতের শেকস্‌পীয়র প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয় ১৮৯৭ সনে; এবং মাত্র দু'বছর পর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় লেখক তাঁর আত্মকথায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পরিচালক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর কাছে তাঁর ঋণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ

'যাঁহার অনুগ্রহে আমি চিরদিন সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত আছি ও থাকিব,—অধিক কি, যাঁহার উৎসাহ ও উপদেশ না পাইলে, শেকস্‌পীয়র প্রকাশে আমি কখনই সাহসী হইতাম না,—সর্বাগ্রে, কৃতজ্ঞ অন্তরে ও ভক্তিভরে, আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আমি কথাগুলি বলিলাম,—সাহিত্যে ও সংসারে তিনি আমার প্রধান সহায়; অনেক ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির তিনি প্রতিপালক ও রক্ষক; এবং এই দরিদ্র বঙ্গদেশে সাধারণের পাঠোপযোগী সরল সাহিত্য প্রচারে তিনিই পথ প্রদর্শক। তাঁহার কৃপায়, আজ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা নানা বিষয়ণী রচনা পাঠ করিতে পাইতেছে। এক্ষণে নানা কারণে তাঁহার হিংসায় অনেকেই জ্বলিয়া মরিতেছেন জানি; তাঁহার গুণকীর্তনে, এই অকৃতী অধমকেও অনেকে জাহান্নামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন, তাহাও বুঝি; তথাপি সত্যের অনুরোধে, তাঁহার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে, আমি ধর্মত বাধ্য। আমার একান্ত ভক্তিভাজন, পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া আমি এই কথাগুলি বলিলাম; বলিয়া আমার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ভার কতকটা লাঘব করিলাম। আত্ম-কৃতিত্ব গোপনেচ্ছু উদারচেতা, আড়ম্বরহীন কর্মযোগী এবং কর্তব্যব্রত, একাগ্রচিত্ত, সংযমশীল যোগেন্দ্রচন্দ্র তদীয় ভক্তের এই হৃদয়-অভিব্যক্তি দূষ্য বোধ করিলেও ক্ষমা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।'

এর পর লেখক দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ভাওয়ালের রাজা 'সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রশিল্পপ্রিয়, মনোহর কলাবিদ্যার অনুরাগী, শেকস্‌পীয়র-ভক্ত' রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করেন, কিন্তু চতুর্থ বা শেষ ভাগ প্রকাশের সময় তিনি আবার তাঁর 'সুখে-দুঃখে চিরসহায়, সাহিত্য জীবনের প্রধান আশ্রয়, সম্পদে-বিপদে হিতৈষী, অভিভাবক' যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকেই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। ১৯০২ সনে হারাণচন্দ্র রক্ষিত শেকস্‌পীয়র চতুর্থ ভাগ প্রকাশ করেন এবং এই সময় লেখেন ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের ঋণ, এতদিনে আমি পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলাম। দীর্ঘ আট বৎসর পরে, আমার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হইল। তৃতীয় ভাগ প্রকাশের সময় লেখক শেকস্‌পীয়র নাটকের অনুবাদ ছাড়া শেকস্‌পীয়রের চারটি নাটকের সমালোচনাও ঐ সঙ্গে যুক্ত করেন। কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া 'আত্মকথায়' তিনি বলেন ঃ 'ব্যাপার যেরূপ কঠিন ও গুরুতর, তাহাতে দুই দশ পৃষ্ঠায় সকল কথা গুছাইয়া বলা একরূপ অসম্ভব। যাহা বলিয়াছি, তাহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুতুল্য। তবে ভরসা এই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইঙ্গিতেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন। 'পৃথিবীর কবি' শেকস্‌পীয়রের মহা নাটক-চতুষ্টয়ের এই অতি ক্ষুদ্রতম সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—সেই ইঙ্গিতমাত্র। কেন না, ইউরোপে শেকস্‌পীয়রের সমালোচনা সম্পর্কীয় এত গ্রন্থাদির প্রচার হইয়াছে যে, কেবলমাত্র সেইগুলিই সংগৃহীত হইলে একটা বড় লাইব্রেরী-বাড়ী ভরিয়া যায়।' মনে রাখা দরকার ঐ মহানাটক-চতুষ্টয়ের উপর এ. সি. ব্র্যাডলি লিখিত গ্রন্থ তখনও প্রকাশিত হয়নি।

দেখা যাচ্ছে হারাণচন্দ্র শুধু বাংলায় শেকস্‌পীয়র নয়, বাংলায় শেকস্‌পীয়র সমালোচনা বিষয়েও সমান আগ্রহী ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আন্দোলন দানা বাঁধার আগেই হারাণচন্দ্রের এই উৎসাহ আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু হারাণচন্দ্রের সংগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সক্রিয় সদস্য ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনাম হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংগে যে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তা তৃতীয়-ভাগের সংগে 'আত্মকথা'য় তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ—'তৃতীয় সাহায্য পাইয়াছি আমার প্রীতিভাজন সুধী-বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তজ ভায়ার নিকট। তিনিও সময়ে সময়ে নানা উপদেশ, নানা গ্রন্থের সাহায্যে, আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।' কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কাছে তাঁর ঋণের কথাও হারাণচন্দ্র এখানে উল্লেখ করেছেন।

হারাণচন্দ্রের শেকস্‌পীয়র সমালোচনার মান কেমন ছিল তা তাঁর সমালোচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিলেই বুঝতে পারা যাবে ঃ—

'মহাকবি শেকস্‌পীয়রের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইউরোপীয় সাহিত্য সমাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে শেকস্‌পীয়রের আদর ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। শেকস্‌পীয়র ইংলণ্ডের কবি হইলেও সমগ্র ইউরোপ তাঁহাকে 'আপনার জন' মনে করেন। শুধু ইউরোপই বা কেন, আমেরিকায়ও শেকস্‌পীয়রের প্রসার ও প্রতিপত্তি কম নহে। ঐ দুই মহাদেশে, মহাকবি শেকস্‌পীয়র দেবতার ন্যায় পূজিত হন। আধুনিক সাহিত্যশিল্প-বিজ্ঞানসমুন্নত সভ্য দেশে প্রায় অর্ধ পৃথিবী ব্যাপিয়া যিনি দেবরূপে পূজা পান, তিনি যে 'জগতের কবি' রূপে সর্বজন-বন্দনীয় হইবেন তাহার আর কথা কি! ফলতঃ শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধীয় সভা, সমিতি ও সোসাইটি, শেকস্‌পীয়র সম্পর্কীয় সমালোচনা, ব্যাখ্যা ও মন্তব্য প্রভৃতির সবিশেষ সংবাদ অবগত হইলে অবাক হইতে হয় যে, একটা ক্ষণজন্মা পুরুষকে লইয়া পাশ্চাত্যদেশ কিরূপ মাতামাতি করিতে পারে। শেকস্‌পীয়র সম্পর্কীয় এত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে যে, একটা লোক এক জীবনে তাহা পড়িয়া উঠিতে পারে না! কবির প্রতি কেন এত সম্মান, কেন এ ঐকান্তিক অনুরাগ? যেহেতু কবি সর্বপ্রথম লোকশিক্ষক, বন্ধু ও গুরু। 'জগতের কবির' যে মহামন্ত্র 'ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয়' তাহা তিনি মানবের সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া দেখাইয়া যাইতেছেন। তাহাতে বক্তৃতা নাই, উপদেশ নাই, 'এই কর' বলিয়া মত প্রচার নাই, সহজ সরল স্বাভাবিক মনোজ্ঞ কথাবার্তা ও ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়া সেই মহামন্ত্র সাধিত হইয়া যাইতেছে। এইজন্য শেকস্‌পীয়র জগৎ-বরেণ্য, 'জগতের কবি'। বাল্মীকি-ব্যাসের দেশে, কালিদাস-ভবভূতির জন্মস্থানেও যে আজ শেকস্‌পীয়রের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, তাহার কারণ শেকস্‌পীয়রের অমানুষী চরিত্রসৃষ্টি। বস্তুতঃ তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির অবিকল অনুকৃতি। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, শেকস্‌পীয়রের চরিতাবলীতেও সেইরূপ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব বিম্বিত হয়। ..বাঙালী কবিও আজ সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গাহিতেছেন ঃ—

বাণী-বরপুত্র তুমি, দেব অবতার।
ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার ॥

বস্তুতঃ হে মহাকবি! তুমি বাণী-বরপুত্র দেব অবতারই বটে. তোমার পাদস্পর্শে মাদৃশজনের 'অপরাধ' হয়ও বটে ; কিন্তু দেব! ক্ষমা কর ; দেব পদধূলি-

স্পর্শে কৃতার্থ হইবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার অতুলনীয় চরিত্রসৃষ্টি, অসাধারণ মানব-চরিত্র-জ্ঞান, অপূর্ব কৃতিত্ব ও নাটকত্বসমাবেশ, অদ্ভুত সৌন্দর্য-চিত্র ও ভীষণ ভয়াবহ ছবি-স্মরণেই চমৎকৃত হইতে হয়; এ ক্ষুদ্র ক্ষীণ শক্তিতে, এ দুর্বল নিস্তেজ লেখনীতে, তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারিব। ..আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, 'জগতের কবি' তুমি, সুতরাং জগৎবাসীরই তুমি বন্দনীয়। এ ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ কি সেই জগৎ ছাড়া? বাঙালীর কি ভাব ও ভাষা নাই যে তোমার চিত্রাবলী আপন ছাঁদে ফেলিয়া, আপনার ভাষায় তোমার এ মহিমা গান করে? বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ঘনরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, শ্রীজয়দেব যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছে, সে জাতির যে কবিত্ব ও অনুভবশক্তি নাই, একথা কিরূপে বলিব? কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবী যে জাতির আদর্শ কবি, সে জাতি যে তোমায় বুঝিবে না, একথা কে স্পর্ধা করিয়া বলিবে? আর কালিদাসাদির অবিনাশী আত্মা যে কর্মভূমি ভারতভূমি ঘুরিয়া ভোগভূমি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যাইয়া তোমাতে পরিণত হয় নাই, তাহাই বা কে সুনিশ্চিতরূপে সাহস করিয়া বলিতে পারে? হে শেকস্‌পীয়র! হয়ত তুমিই সেই 'ভারতের কালিদাস', এখানে সৌন্দর্যের যোলকলা দেখাইয়া ইউরোপে ভোগ ও লালসার চরম স্ফূর্তি দেখাইয়াছ! তাহাতেই মহাপাপ ম্যাকবেথের সৃষ্টি, মহাদুঃখী হামলেটের জন্ম, লিয়রের অরুন্তুদ আর্তনাদ, ওথেলোর বীরত্বসূচক বিলাপ। কে বলিতে পারে যে, পার্বতীর তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যের বিপরীত ভাব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তুমি ক্লিওপেট্রা, মার্গারেট (She-wolf of France) বা লেডী ম্যাকবেথের সৃষ্টি কর নাই? ফল কথা, যেদিক দিয়াই দেখি, তুমি আমাদের বন্দনীয়। অতএব হে মহাকবি! তোমাকে সর্বান্তঃকরণে বন্দনা করিয়া আজ আমি ধন্য হই। ...আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায়ও বলি, মহাকবির মহতী প্রতিভার নিকট আমার এই আলোচনা, সমুদ্রের নিকট সরোবরের তুল্য। তবে যিনি নিজগুণে, ক্ষুদ্র সরোবর দেখিয়া সাগরের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য উপলব্ধি করিবেন, তাঁহার বিচক্ষণতা ও মহানুভবতা অনন্যসাধারণ। এই যা আশা।'

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের সমালোচনার নমুনা আমরা দেখলাম। ডন সোসাইটির পরিমণ্ডল থেকে যে তিনি দূরে নন তা তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের সংগে 'জগতের কবি' শেকস্‌পীয়রকে আপন করে নেবার আকুল তাগিদেই সপ্রমাণ। পার্বতী ও ক্লিওপেট্রার মেলবন্ধনের সম্ভাবনার প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা সমালোচনার জন্যই সমালোচনা না করে তিনি একক প্রচেষ্টায় শেকস্‌পীয়রকে বাঙালী পাঠকের কাছে সুগম করবার জন্য যত্নবান হয়েছেন। 'ওথেলো' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ওথেলো ও ডেসডিমোনার মধ্যে সেই মর্মন্তুদ সংলাপ যেখানে ওথেলো ডেসডিমোনাকে ব্যভিচারিণী বলছেন। মূলের কথোপকথন এরূপ :—

Othello. ......Swear thou art honest.
Desdemona. Heaven doth truly know it.
Othello. Heaven truly knows that thou art false as hell.
Desdemona. To whom, my lord? with whom? how am I false?
Othello. Ah! Desdemona; away, away, away!

Desdemona. Alas, the heavy day !—Why do you weep ?
Am I the motive of these tears, my lord ?
If haply you my father do suspect
An instrument of this your calling back,
Lay not your blame on me ; if you have lost him
Why, I have lost him too.
Othello. Had it pleas'd heaven
To try me with affliction, had he rain'd
All kinds of sores, and shames, on my bare head,
Steep'd me in poverty to the very lips,
Given to captivity me and my utmost hopes,
I should have found in some part to my soul
A drop of patience ; but, alas ! to make me
The fixed figure for the time of scorn
To point his slow and moving finger at ;
Yet could I bear that too, well, very well.
But there, where I have garner'd up my heart,
Where either I must live or bear no life,
The fountain from the which my current runs
Or else dries up ; to be discarded thence !
Or keep it as a cistern for foul toads
To knot and gender in ! Turn thy complexion there,
Patience, thou young and rose-lipp'd cherubin ;
Ay, there, look grim as hell !

হারাণচন্দ্র রক্ষিত উপরের অংশটি এইভাবে বাংলায় পরিবেশন করেছেন'—

'ওথেলো। দেসদিমোনা, সত্য করিয়া বলো, শপথ করিয়া বলো, তুমি অবিশ্বাসিনী নহ।

দেসদিমোনা। ঈশ্বর তাহা জানেন।

ওথেলো। ঈশ্বর জানেন—তুমি অবিশ্বাসিনী, তুমি দ্বিচারিণী।

দেসদিমোনা। আমি অবিশ্বাসিনী ?—আমি দ্বিচারিণী ?

ওথেলো। হাঁ দেসদিমোনা! অ-হ-হ দূর হও! দূর হও। দূর হও।

দেসদিমোনা। হায়! কি দুর্দিন! স্বামিন্! কাঁদ কেন? আমিই কি তোমার এ অশ্রুর কারণ ?

ওথেলো। হায়! আজ যদি ঈশ্বর আমাকে অনন্ত দুঃখের মাঝে ফেলিয়া দিতেন, আজ যদি শত লোকের নিন্দাবাদ, শতপ্রকার আপদ-বিপদ আমার মাথায় পড়িত ; দারিদ্রের কশাঘাতে যদি প্রাণত্যাগ হইত ; চিরজীবনের জন্য যদি সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্দী হইতাম, তথাপি এ হৃদয়ে এমন স্থান পাইতাম, যেখানে এতটুকুও শান্তি মিলিত ; এতটুকুর জন্যও প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারিতাম! কিন্তু হায়! নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া থাকিব ;

কাল অঙ্গুলি বাড়াইয়া, ঘৃণাভরে আমার পানে চাহিবে; তাহাও সহ্য করিতে পারিতাম! সেকথা থাক! কিন্তু যে উদ্যানে এ হৃদয়-তরু রোপণ করিয়াছি, যেখানে থাকিয়া হৃদয়ের স্ফূর্তি বা পরিণতি হইবে আশা করিয়াছি, যে স্রোত-স্বতীতে এ-জীবন প্রবাহ ছুটিয়াছে, সেখান হইতে, সে পবিত্র হৃদয় হইতে প্রাণের চির-আকাংখা দূরীভূত, চিরদিনের জন্য নির্বাসিত! অহো! সে হৃদয়ে পাপের আসন! চঞ্চল হইও না, মুখ বিবর্ণ কবিও না!—পারো, নরকের ন্যায় ভীষণ মূর্তিতে চাহিয়া দেখ!…'

এর প্রায় বিশ বৎসর পর দেবেন্দ্রনাথ বসু ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য (৮ মার্চ, ১৯১৯) 'ওথেলো' নাটক অনুবাদ করেন। উপরের অংশটি দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় রূপান্তরিত করেন এইভাবে:—

'ওথেলো। …শপথ করে বল—তুই নিরপরাধ।
ডেসডিমোনা। প্রভু, আমার অন্তর্যামী জানেন।
ওথেলো। হাঁ, তোর অন্তর্যামী জানেন, তুই ভ্রষ্টা।
ডেসডিমোনা। ভ্রষ্টা? কিসে আমি ভ্রষ্টা, প্রভু? কার সঙ্গে?
ওথেলো। আরে অভাগিনী, যাও, যাও, থেক না হেথায়।
ডেসডিমোনা। কি দুর্দিন আজ!

প্রভু, কেন কাঁদ অধীর হইয়ে?
হায়, হায়, দাসী কি এ অশ্রুপাত-হেতু?
যদি সন্দ মনে, মম পিতার কারণে, ঘটে পদচ্যুতি-অপমান তব,
গঞ্জনার ডালি
কেন দেহ মন শিরে তুলি?
সেই শত্রু তব—হোক পিতা—অরি সে আমার।

ওথেলো। বিধাতা যদি কেবল কঠোর দুঃখ দিয়ে আমায় পরীক্ষা করতেন: যদি হৃদয়ের ক্ষত, অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা অবাধে আমার অনাবৃত মস্তকের উপর জলধারার মত বর্ষিত হত; দারিদ্র্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকতুম; কারাবাসে হতাশ্বাসে আমার দিন যেত,—সে সব সহ্য করবার জন্য অন্তরে কোথাও না কোথাও একবিন্দু ধৈর্য খুঁজে পেতুম। কিন্তু হায়, কালপটে ঘৃণার অঙ্গুলি-নির্দিষ্ট স্থির প্রতিমূর্তি হয়ে একটি একটি দিন গণনা—তাও অনায়াসে সহ্য হত, সুখ সৌভাগ্যের মত! কিন্তু যেখানে আমার হৃদয়ের আশ্রয়, জীবন মরণের নির্দিষ্ট স্থান, যে উৎস হতে আমার প্রাণের প্রাণ প্রবাহিত, নয় শুকিয়ে যায়—সে আশ্রয়ে বঞ্চিত হব, নয় স্বচক্ষে দেখব সে বাঞ্ছিত আশ্রয় জঘন্য কৃমিকীটের সূতিকালয়—এতে ধৈর্যেরও ধৈর্যচ্যুতি হয়! সে দেবশিশুর কুসুমকান্তি নরকের কালিমায় ব্যাপ্ত করে!…'

এর বহুকাল পর স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ১৯৬৭ সনে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত বাংলা অনুবাদ সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অনুবাদ এরূপ—

'ওথেলো।…তুই
সাধ্বী, ধর্ম সাক্ষী বল্।
ডেসডিমোনা। ঈশ্বর জানেন, সত্যি বলছি।

ওথেলো। ঈশ্বর সত্যিই জানে, ভ্রষ্টা তুই নরকের কীট।

ডেসডিমোনা। কী বলছ? কার কাছে? কার সঙ্গে? ভ্রষ্টা আমি কিসে?

ওথেলো। উঃ উঃ ডেসডিমোনা, যাও, যাও, চলে যাও!

ডেসডিমোনা। হায়রে দুর্দিন, তুমি কাঁদছ কিসের জন্যে? স্বামী, তোমার চোখেতে জল? এর কারণ আমি কি? যদি মনে করে থাকো তোমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেওয়ায় আমার পিতার হাত আছে, আমাকে করো না দোষী; তুমি যদি ত্যাজ্য হও তাঁর, আমিও হয়েছি।

ওথেলো। বিধাতা আমাকে যদি
দুঃখ দিয়ে করত যাচাই, অনাবৃত এ মস্তকে
লাঞ্ছনা ও অপমান অবিশ্রান্ত করত বর্ষণ,
আমাকে দারিদ্র্যে দৈন্যে আকণ্ঠ যদি ভরে দিত,
আশাশূন্য কারাবাস এই যদি হতবিধিলিপি,
তবু আমি অন্তরের কোনখানে পেতাম নিশ্চয়
এক বিন্দু ধৈর্যশক্তি; কিন্তু, হায়, আমাকে নিশ্চল
মূর্তিমাত্র করে রাখা, যাতে কাল ঘৃণাভরে তার
ধীর স্থির অঙ্গুলি নির্দেশ তরে···ওঃ ওঃ।
তবুও, তবু তা আমি হাসিমুখে সইতাম;
কিন্তু ওই, যেখানে গচ্ছিত আছে হৃদয় আমার,
যেখানে আমার প্রাণ বাঁচে কিংবা মরে,
যে-উৎসমুখ থেকে আমার জীবনধারা বয়,
অথবা শুকিয়ে যায়, সে আশ্রয় বঞ্চিত হওয়া,
কিংবা তা পঙ্কিল করে রাখা, ঘৃণ্য কৃমিকীট যাতে
জন্ম নেয় কুণ্ডলী পাকায়? ধৈর্য, তুমি দেখ ফিরে,
গোলাপী অধর ওই সুকুমার দেবশিশু
কি বিকট নরকের মত।···'

সুনীলবাবুর অনুবাদ প্রকাশিত হবার আট বছর আগে (১৯৫৯) সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক মায়াধর মানসিংহের ওড়িয়ায় অনূদিত 'ওথেলো' প্রকাশিত হয়। মায়াধর মানসিংহের অনুবাদটি এরূপ:—

'অথেলো। আচ্ছা, শপথ করি কহ ত তমে সতরে পতিব্রতা?

ডেসডিমোনা। ভগবান ক'ণ তাহা জাণন্তি নাহিঁ?

অথেলো। ভগবান জাণন্তি যে তমে সইতান পরি বিশ্বাসঘাতক।

ডেসডিমোনা। কাহা প্রতি নাথ? কাহা সহিত? বা কাহা যোগু মুঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিছি?

অথেলো। আঃ ডেসডিমোনা! যা, যা, যা তু এঠু!

ডেসডিমোনা। কি দুর্দশা! কাহিঁকি অশ্রুপাত করুছ? মুঁ হীনা কি তমর লোতকর কারণ? তমে যদি ভাবুছ যে তমর এই বদলিরে মোর বাপাংক হাত অছি, মোর দোষ হেলা কেউঁঠু? তমে তাংক হরেউছ যে পরি, মুঁ মধ্য তাংকু সেইপরি হরেইছি।

অথেলো। বিধাতা, যেতে প্রকার দুঃখ দুর্দশা সম্ভব, মো উপরে অজাড়ি দেইথান্তা,

দারিদ্র্যরে বুড়েই রখি মোর সকল বাসনাকু ব্যর্থ করিথান্তা—তা হেলে মধ্য এ হৃদয়ের কৌণসি না কৌণসি আশার আশ্রয়ের মুঁ ধৈর্য্য ধরি রহি পারন্তি ; সমগ্র জগতর বা সমগ্র কালর উপহসিত হেবা মধ্য মুঁ সহি নেইথান্ত। কিন্তু যেউঁঠি মোর নিখিল হৃদয়কু ঢালি দেইথিলি, যেউঁঠি মোর সমস্ত—জীবন ও উৎসাহর ধারা নিঃস্যন্দিত হেউথিলা, সেঠু নিষ্কাসিত হেবা বা তাহা শুষ্ক হোইযিবারে ধৈর্যর স্থান আউ কাহিঁ ?......’

আধুনিককালে ওই একই অংশের জয়ন্ত পেটেল-কৃত গুজরাতী অনুবাদটিও তুলনা করে দেখা যেতে পারে ঃ—

ওথেলো। তুঁ তো তারা বিশ্বাসঘাতক আচরণথী অনে শরম বগবনা শব্দোথী বেবডা পাপমাঁ পড়ীছে।

ডেসডেমোনা। ঈশ্বরনী সাক্ষীএ কহুঁছুঁ মালিক ! কে আ জুঠঁ নথী।

ওথেলো। হা, হা, ভগবাননে বিচারানে তো তারী আ নারকী অধমতানো (বেবফাঈনো) পূরেপূরো খ্যাল ছে জ।

ডেসডেমোনা। বেকফাঈ ? কোনী সাথে ? কেবী রীতে ? নাথ !

ওথেলো। ডেসডেমোনা, চাল অহীঁথী তুঁ চালী জা। মারে তারুঁ কালুঁ মোঁ নথী জোবুঁ।

ডেসডেমোনা। হায় ! কেবো দুর্ভাগী দিবস ছে ! আঁপ রডো ছো শা মাটে নাথ ? শুঁ হুঁ জ আ বধানুঁ কারণ ছুঁ ? বেনিস পাছা জবানা হুকম পাছল মারা পিতানো দোরীসঁচার ছে এম আপনে লাগ তুঁ হোয় তো এমাঁ মারো শো বাঁক ? নাথ ! কহুঁ ছুঁ কে হুঁ বিলকুল নির্দোষ ছুঁ। মারা পিতানে আপ জো আপনা দুশমন গণতা হশো তো মারে মাটে পণ এ আজথী পারকা থঈ চুক্যা।

ওথেলো। ঈশ্বরে মারা পর দুঃখনা ডুংগর খড়কীনে মারী পরীক্ষা লীধী হোত, মারা মাথা পর অপমানোনী ঝড়ী বরসী হোত, অকিঞ্চনতানা আতশে হুঁ সলগী গয়ো হোত, তুরংগনা অন্ধকারমাঁ মনে গোন্ধী দেবামাঁ আব্যো হোত, অনে মারী আশা মাত্র হণাঈ গঈ হোত, তো পণ হুঁ মারী ধীরজ ন গুমাবত। পণ ভগবানে মনে এবো ধিক্কারপাত্র বনাবী দীধো ছে কে লোকো এমনী তিরস্কারণী আংগনী মারা তরফ চীংধীনে মনে নিশ্চেট বনাবী রখ্যা ছে। অরে ! এনে পণ হুঁ সহী শক্যো হোত ; পণ জে স্রোত মনে জীবন জীবশান ভাথুঁ পূরুঁ পাডে ছে, জ্যাঁ মেঁ মারা হৃদয়নুঁ নজবাণ ধযুঁ ছে অনে জেনা বিনা হু জীবী শকুঁ এম নথী এ জ জ্যারে মনে এনী আগলথী অলগো করে ত্যারে মারাথী এ শেঁ সহন্যা জায় ? মারা জীবন অনে প্রেমনুঁ আ নবাণ মারে মাটে জো নামনুঁ জ হোয়, অনে মারা ভাগামাঁ, এক গন্দা দুর্গন্ধ মারতা পানীথী ভরেলা অনে জুগুপ্‌সোৎপাদক দেডকাও অনে করচলাওনী বনঝারথী খদবদনা এক খাবোচিয়ারূপে জ এনে জোয়ানুঁ হোয় তো এ মারাথী কেম জোয়ু জায় ? আ পরিস্থিতিনে সুধারী শকায় এম ন হোয় তো হে মারা ধৈর্য ! ভলে তুঁ পোতে কঁঈক জুদো রংগ ধারণ করে ! মনে জে অত্যার সুধী স্বর্গনী অপ্সরা জেবী গুলাবী অনে লাবণ্যবতী লাগতী হতী তে জ আজে মনে নরক জেবী ভয়ানক দেখায় ছে।...’

কতকাংশে গুজরাতী অনুবাদের মতো, তবে কিছুটা সংযত, শিরবাডকর-কৃত

'ওথেলো'র আধুনিক মারাঠি অনুবাদ (১৯৬১)। শিরবাড়কর ওথেলো ও ডেসডিমোনার নাম দিয়েছেন যথাক্রমে মহেশ্বর ও দময়ন্তী! মারাঠী অনুবাদ নিম্নরূপ :—

'মহেশ্বর। ···যে শপথী মী একনিষ্ঠ আহে মহণ্‌ন।
দময়ন্তী। ঈশ্বরালা টাউক আহে কীঁ মী সাঁগ তেঁ তেঁ খরঁ আহে।
মহেশ্বর। ঈশ্বরালা টাউক আহে কীঁ তূঁ কপটী আহেস!
দময়ন্তী। মী—কপটী? পরমেশ্বরা! কায় কেলঁয়্‌ মীঁ?
মহেশ্বর। দময়ন্তী.—মাঝ্যা—জা-জা-জা-ইথুন!
দময়ন্তী। দেবা, কায় অভদ্র দিবস উগবলা হা! মহারাজ, তুমহী রডতাঁ আহাঁত? মীচকা কারণ আছে যালা? কোণতা অপরাধ ঘডলা মাঝ্যাকডুন? মাঝ্যা বডিলাঁনী অমাত্যাঁনা সাংগিতলঁ আণি ম্‌হণ্‌ন ত্যাঁনীঁ আপল্যানা পরত স্বদেশী বোলাবলঁ অসণ্ডর ঝালঁ নাহীঁ? ম্‌হণ্‌ন কা মাঝ্যাবর রোষ হা? পণ মী তরী কায় করুঁ? তে জসে তুম্‌হালা পারখে ঝালে, তসে মলাহি ঝালে আহেত।
মহেশ্বর। সহস্র আপত্তীন্‌চা বজ্রবর্ষার।
মী ঘেতনা অসতা খিটাঈনেঁ মাঝ্যা অনাচ্ছাদিত মস্তকাবর।
জর লিহিলা অসতা ললাটাবর বিধাত্যানঁ।
দারিদ্র্যাচ্যা পাতালগর্তেত পড়লোঁ অসতোঁ রিচত সমাধানানঁ,
সহন কেলে অসতে হৃদয়বিদারী মানভংগ,
সহন কেলঁ অসতঁ জন্মাচঁ দাস্য,
অপারনিরাশা—আণি তরীহি—
যা হৃদয়ান্ত তেবত রাহিলা অসতা এখাদা কিরণ সুখাচা, শান্তীচা!
পণ হায়! হী বেদনাঁ!—
মী বললেঁা আহেঁ পুতলা চৌথ-যাবর খিললেলা
আণি কাল দাখবতো আহে ছদ্‌মী চেষ্টচঁ বেটে মাঝ্যাকডে।
কদাচিত্‌ হেঁহি ঝালঁ নসতঁ অসহ্য—নসতঁ ঝালঁ—
জর বনচিত ঝালেঁা নসতোঁ যা—যা ঠিকানীঁ—
জিথেঁ রাসাবলঁ হোতঁ মাঝ্যা অন্তঃকরণান্তীল সর্বস্ব,
জ্যাচ্যা সান্নিধ্যান্ত হোতঁ মাঝঁ অস্তিত্ব, জ্যাচ্যা দূরাব্যান্ত হোতা মাঝ্যা মৃত্যু,
জ্যা স্থলীঁ হোতঁ মাঝ্যা জীবনজানহবীচঁ জন্মক্ষেত্র।
কুঠেঁ আহে তেঁ মংগলতীর্থ? দিসতো আহে কিলসবাণা চিখল
ত্যান্ত চাললে আহেত ঘাণেরড্যা বেডকানচে ভোগবিলাস,
আণি মী ঝালেঁা আহেঁ পাহরেকরী কেবল পাহণারা!
হী আহে সহনশক্‌তীচী পরিসীমা!···

শেকস্‌পীয়র নাটকের এবং নাটকের চরিত্রাবলীর নাম ভারতীয় নামে রূপান্তরিত করার রেওয়াজ একসময় বহুল প্রচলিত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িককালে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী 'উত্তাল রায়' (বাং ১৩২২; ইং ১৯১৬) এই নামে শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো' নাটকটি বাংলায় রূপান্তরিত করেন। 'ওথেলো' এবং 'ডেসডিমোনা' এই দুই চরিত্রের নতুন নামকরণ করেন 'উত্তাল রায়' ও 'দিব্যাঙ্গনা'। স্বর্গত কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরীর সৌজন্যে এই অনূদিত নাটকটির

পাণ্ডুলিপি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, ভুজঙ্গধর শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের পরও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এখনও এই রচনাটি মুদ্রিত করা সম্ভব হয়নি। ভুজঙ্গধর নিজে একজন হৃদয়বান কবি ছিলেন, কাজেই তাঁর অনুবাদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক। উপরের অংশটি ভুজঙ্গধর রূপান্তরে এরূপ দাঁড়ায় :—

'দিব্যাঙ্গনা। নিষ্পাপ হৃদয় মম জানেন শঙ্করী।
উত্তাল। জানেন শঙ্কর।
চিত্ত তোর কলুষিত নারকিনি নারি।
দিব্যাঙ্গনা। [উঠিয়া দাঁড়াইল] কোন পাপে ?
উত্তাল। দিব্যাঙ্গনা। পায়ে ধরি, দয়া করি মোরে
আঁখি হ'তে ওরূপ মোহন
শ্রুতি হ'তে ও মধুবচন
সরায়ে নে, খুলে দেরে মায়ার বাঁধন।
ওঃ! ওঃ! [রোদন]
দিব্যাঙ্গনা। কাঁদ কেন নাথ ? প্রিয়তম!
এই অশ্রু ঝরে যদি অভাগীর তরে
আশা তবে জাগে এ অন্তরে
হৃদয়ের দাবানল হইবে নির্বাণ
চিত্তকম্প হবে অবসান।
উত্তাল। পরীক্ষিতে অন্তরের দৃঢ়তা আমার
ঢালিতেন শম্ভু যদি লগ্ন শিরে মম
দুঃখরাশি বৃষ্টিধারা সম,
অথবা সে শূলপাণি-শাপে
গলিত-গরলকুষ্ঠ
পূর্ণ হ'ত এ দেহ আমার,
তথাপি হৃদয় মম
বিন্দু নাহি হ'ত বিচলিত।
কিন্তু হায়! এ জীবন-নদী
যেই উৎস-বারি পানে বহিত নিয়ত
এতদিনে অদৃষ্ট আমার শুকাইল সে নির্ঝর তার!
যে মন্দিরে জীবনের যাদু-দণ্ড ধরি
অধিষ্ঠিত ছিল মম দেবীর প্রতিমা
এতদিনে সে মন্দির-চূড়া
গুঁড়া হয়ে পড়িল ভাঙিয়া ?
যেথা শুধু করে অধিষ্ঠান
জড়াইয়া পরস্পরে
দলে দলে ঘৃণিত মণ্ডূক!
জীবনের হেন বিপর্যয়ে
তোরো অয়ি সহিষ্ণুতে! স্বরগ-সম্ভবা!

রক্তগণ্ড হইল পাণ্ডুর,
বর্ণ পাংশু, মৃত্যু-ম্লান মূরতি মধুর।...'

দিবাকর প্রসাদ বিদ্যার্থী-কৃত হিন্দী অনুবাদে (ওথেলো, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৬২) এই দৃশ্যের ভাষান্তর লক্ষ্য করা যাক :—

ডেসডিমোনা। ভগবান সচ-সচ জানতা হৈ কি মৈঁ নির্দোষ হুঁ।

ওথেলো। ভগবান সচ-সচ জানতা হৈ কি তুম পাপিনী ঔর নরককী অধিকারিণী হো।

ডেসডিমোনা। মৈঁনে কিসকে প্রতি পাপ কিয়া হৈ, মেরে দেবতা, কিসকে সাথ পাপ কিয়া হৈ? মৈঁনে ক্যা পাপ কিয়া হৈ? মৈঁ পাপিনী কৈসে হুঈ?

ওথেলো। ছিঃ ডেসডিমোনা! হটো! হটো! হটো!

ডেসডিমোনা। কৈসা দুর্দিন হৈ! আপ রোতে কোঁ্য হৈঁ? য়ে আঁসূ ক্যা মেরে লিএ হৈঁ, মেরে দেবতা? অগর আপকা সন্দেহ য়হ হৈ কি আপকে ইস প্রকার বাপস বুলায়ে জানেমেঁ মেরে পিতাজীকা কোঈ হাথ হৈ তো ইসকা দোষ মুঝে ন দীজিয়ে, ক্যোঁকি অগর আপনে উনসে নাতা তোড় লিয়া হৈ, তো সচ মানিয়ে, মৈঁনে ভী উনসে নাতা তোড়ে লিয়া হৈ।

ওথেলো। অগর দৈবকা য়হ প্রকোপ হুআ হোতা কি মেরী পরীক্ষা মুঝে সংকট মেঁ জল কর লী জয়, অগর মেরে সির পর বিপত্তিয়োঁকা পাহাড় টুট পড়া হোতা, অগর দরিদ্রতামেঁ আকণ্ঠ নিমগ্ন হো গয়া হোতা, অগর মেরী সারী আশএঁ বিফল হো গঈ হোতীঁ ঔর মৈঁবন্দী বনালিয়াগয়াহোত তো মৈঁ একদম অধীর ন হুআ হোতা। কিন্তু হায়, মুঝে ঘৃণাকা পাত্র বনাকর ইস তরহ ছোড় দেনা কি সময়কী নির্দয় উংগলী মেরী ওর হমেশা উঠি রহে! মৈঁ ইসকো ভী সহ লেতা। ঠিক ঠিক, য়হী ঠিক। লেকিন বহাঁ, জহাঁ মৈঁনে আপনা হৃদয় দে রখা হৈ, জহাঁ প্রাণ বসতে হৈঁ, বহ স্রোত জিসকা প্রবাহ মেরে জীবনকা প্রবাহ হৈ ঔর জিসকা সূখ জানা মেরী মৃত্যু হৈ, বহাঁসে তিরস্কৃত হোনা য়া উস স্থানকো ঐসা গন্ধা বনাকর রখনা কি উসমেঁ ঘিনৌনে, জহরীলে জীবজন্তু বিহার কর সকেঁ ঔর জন্ম লে সকেঁ! ও গুলাবী হোঁঠোঁবালী, অপ্সরা-সীসলগনেবালী যুবতি, আপনা মুঁহ ফের লো ঔর আপনা নারকীয় রূপ প্রকট করো, কোঁকি মেরে সংকটকো দেখ কর স্বয়ং ধৈর্যকাভী ধীরজ ছুট সকতা হৈ।'

হিন্দী-অনুবাদক পুরোপুরি গদ্যেই অনুবাদ করেছেন। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ছন্দ-অনুবাদের অস্বাভাবিকতা ও দুরূহতার জন্য হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রদর্শিত গদ্য অনুবাদের রীতিই অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। অসমীয়া, তামিল ও মালয়ালম অনুবাদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেত। কিন্তু আপাতত যে ক'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তাই যথেষ্ট। কারণ উপরের অনুবাদগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী অনুবাদ কোনটিই উনবিংশ শতকের শেষ দিকের অনুবাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে দেবেন্দ্রনাথ বসুর যাত্রার ঢঙের গৈরিশ অনুবাদ একদা স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হয়েছিল, এবং সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পয়ারছন্দে শেকস্‌পীয়রের পদ্য বঙ্গানুবাদকে কবি বিষ্ণু দে ১৯৬৪ সনে মঞ্চসাধ্য বলে প্রশংসা-পত্রও দিয়েছেন! গৈরিশ পদ্য-অনুবাদ ও মঞ্চসাধ্যতা বিচার করলে বরং ভুজঙ্গধর

রায়চৌধুরীর অনুবাদকেই শিরোপা দেওয়া উচিত। কিন্তু পঁচাত্তর বৎসরাধিককাল আগেই হারাণচন্দ্র রক্ষিত বুঝেছিলেন যে স্বাভাবিক অনুবাদ করতে হলে পদ্য নয় গদ্যের আশ্রয় নিতে হবে, এবং এজন্য ভারতীয় ভাষায় যতগুলি অনুবাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল তাদের মধ্যে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের বাংলা অনুবাদই শ্রেষ্ঠ এবং বহুলাংশে গ্রহণীয়। হারাণচন্দ্র যে যুগে অনুবাদ করেছিলেন সে যুগে সাহিত্যে সাধু ভাষা ছাড়া চলিত ভাষার বিশেষ কোন স্থান ছিল না। হারাণচন্দ্রের ক্রিয়াপদগুলি চলিত ভাষার ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত না ক'রে এখন অনুবাদের কথা অবশ্য ভাবাই যায় না। গুজরাতি ও মারাঠি অনুবাদকরা মূলের আনুগত্য রক্ষায় যেমন যত্নবান হতে পারেন নি এবং ভাষায় ওজস্বিতা ফুটিয়ে তুলতেও অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছেন। সে-তুলনায় ওড়িয়া অনুবাদক—তিনি নিজেও একজন কবি—অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ও সফল। সার্থক বাংলা অনুবাদের পথিকৃৎ হারাণচন্দ্রের শেকস্‌পীয়র অনুবাদরীতি অবিলম্বে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ এই কাজটিকে জাতীয় দায় বলে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এবার হারাণচন্দ্রের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহার টানি :—

'আত্মার পরিপুষ্টি করিতে যে উচ্চ আদর্শের প্রয়োজন তাহা বলিয়াছি। কিন্তু তাহা কোথা পাইব? মহাকবির কাব্য-আলেখ্যেই তাহা পাইব। বিশ্বপ্রকৃতির জাগ্রত জীবন্ত ভাব দেখিয়া সেই আদর্শের সৃষ্টি,—তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়, এবং প্রাণের আবেগে বলিতে হয়—'হে কবি! কোথা তুমি? হে প্রকৃতি! তুমি কে?—কবি কে?'—শেকস্‌পীয়র সেই চরম আদর্শ ও অমূল্য কবিত্বধনের অধিকারী হইয়াই জগতে অমূল্য মণিমাণিক্য রাখিয়া গিয়াছেন। আজি চারিদিকের ভক্তবৃন্দ তাহারই অলৌকিক সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছে। এই গুণে শেকস্‌পীয়র কবিকুল শিরোমণি। এবং এই গুণেই এই শ্রেণীর কবি জগতের সর্বপ্রধান শিক্ষক।

'এই জন্য শেকস্‌পীয়র নানা দেশে নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত। বাংলাতেও এই জন্য ইহার অনুবাদের প্রয়োজন। কিন্তু এ পর্যন্ত এই মহদনুষ্ঠানে সম্যকরূপে কেহ অগ্রসর হন নাই। সমগ্র শেকস্‌পীয়র ভাষান্তরিত করিয়া কেহ বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাকে উপহার দেন নাই। ক্ষুদ্র লেখক আমি,—সেই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু একথা ঠিক যে, যোগ্যতর ব্যক্তি এভার গ্রহণ করিলে ভালো হইত। কিয়ৎ পরিমাণে সেই মহাকবিকে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।...'

ইতিমধ্যে পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলায় শেকস্‌পীয়র এখনও অগাধ জলে। হারানচন্দ্র জীবিত থাকলে এখনো বলতে পারতেন—'এ পর্যন্ত এই মহদনুষ্ঠানে সম্যকরূপে কেহ অগ্রসর হন নাই।'

—ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী

ভূমিকা

॥ উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র ঃ জীবন কথা ॥

স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভোন।

ইংলণ্ডের ওয়ারউইকশায়ারের অন্তর্গত ছোট্ট শহর। অ্যাভোন নদীর উত্তর দিকে এই শহর মধ্যযুগে গড়ে ওঠে। 'গোলাপের যুদ্ধ' শেষ হয়ে ইংলণ্ডে টিউডর বংশীয় সপ্তম হেনরী বসলেন সিংহাসনে, দেশে স্থায়ী সরকারের আমলে জনতার মনে এল আনন্দ। এরপর রাজা হলেন অষ্টম হেনরী। যুবরাজ আর্থার আগেই মারা গিয়েছিলেন বলে মেজ ছেলে অষ্টম হেনরী নাম নিয়ে ইংলণ্ডের অধীপ হলেন। তার মৃত্যুর পর রাজা হলেন তার ছেলে ষষ্ঠ এডওয়ার্ড (১৫৪৭-৫৩); তারপর রানী মেরী (১৫৫৩-৫৮), ইনি অষ্টম হেনরীর মেয়ে। এই সময়ের মধ্যেই স্ট্রাটফোর্ডের অনেক উন্নতি হয়েছে, ছোট বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে এর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে বার্মিংহাম, অ্যালচেস্টার, ওয়ারউইক, ইভস্‌হ্যাম, এমন কি লণ্ডনের সঙ্গেও। রানী মেরীর পরে ইংলণ্ডের কর্ত্রী হলেন অষ্টম হেনরীর আরেক স্ত্রী, অ্যানি বলিনের গর্ভজাতা এলিজাবেথ। ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে সেটা ১৫৫৮।

এর ঠিক ছ'বছর পরে ঐ অল্পখ্যাত স্ট্রাটফোর্ড শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারের তৃতীয় সন্তান রূপে উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের জন্ম। দস্তানা প্রস্তুতকারী-ব্যবসায়ী জন শেকস্‌পীয়র এবং তাঁর স্ত্রী মেরী আর্ডেনের প্রিয় পুত্র এই বিল শেকস্‌পীয়র। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে শেকস্‌পীয়রের জীবন সম্পর্কে যা জানা যায় তা সামান্য; আর সে সম্পর্কে শেকস্‌পীয়র বিশেষজ্ঞরা সব সময় একমত নন। তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে আজও তর্ক ওঠে। সম্ভবত ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের জন্মদিন। স্ট্রাটফোর্ডের হোলি ট্রিনিটি গির্জায় ২৬শে এপ্রিল তারিখে এই জন্মের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সাধারণত জন্মের কয়েকদিন পরেই এটা করা হত।

উইলিয়মের বাবা জন স্ট্রাটফোর্ডের একজন বিশিষ্ট নাগরিক; বিয়ে করে-ছিলেন রবার্ট আর্ডেনের কন্যা মেরীকে, ১৫৫৬ থেকে ১৫৫৮-এর মধ্যে কোন এক সময়ে। এর পরেই তাদের কন্যা 'যোয়ান'-এর জন্ম। উইলিয়মের এই দিদির অকাল মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় কন্যা মারগারেট। জন শেকস্‌পীয়রের পেশা নিয়েও পণ্ডিত এবং জীবনীকাররা একমত নন। অধিকাংশ-স্বীকৃত মত, তিনি ছিলেন 'whittawer' অথবা 'glover' অর্থাৎ চামড়ার দস্তানা প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ী। শেকস্‌পীয়রের দুই জীবনীকার—জন অ্যাব্রে লিখেছিলেন (১৬৮১) তাঁর পিতা জন ছিলেন কসাই; নিকোলাস রো লিখেছিলেন (১৭০৯) পশম-ব্যবসায়ী। কোনোটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নয়। জন সম্ভবত চামড়া ব্যবসার সঙ্গে কাঠের এবং বার্লির ব্যবসা করতেন।

জন শেকস্‌পীয়রের নাগরিক জীবন ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। ১৫৬১ থেকে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বিচার বিভাগের সম্মানীয় জুরির পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি 'affeeror' অথবা জরিমানা-নির্দেশকারী রূপেও কাজ করতেন। ১৫৬১ এবং ১৫৬২ এই দু'বছর তাকে 'chamberlain' এর কাজ করতে হয়েছে। তারপর হয়েছিলেন 'alderman'। তাঁর আর্থিক সুসঙ্গতির কথা ধরে নেয়া অসঙ্গত নয়।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে অত্যুচ্চ নাগরিক পদ 'bailiff'-এর চেয়ারে বসেছিলেন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে আবার মুখ্য অল্ডারম্যান হিসেবে 'justice of the peace' নিযুক্ত হন।

স্ট্রাটফোর্ডের কিংস ফ্রী স্কুলে উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র লেখাপড়া শিখেছিলেন। এখানে তিনি লাটিন ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন ; সম্ভবত গ্রীক তেমন শিখতে পারেন নি। স্কুলের লেখাপড়া উইলিয়মের বেশি দূর গড়ায় নি। 'ফ্রী স্কুল' এ ভর্তি করানো থেকেই ধরে নেয়া যেতে পারে তাঁর বাবার অর্থে টান ধরেছিল। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন শেকস্‌পীয়র, তাঁর বাবা, খুব আর্থিক দুর্দশায় পড়েন। প্রচলিত কথা—এই সময় যাতে তিনি বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন সেজন্য তাঁর স্কুলের পাঠ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

আর্থিক সঙ্কটের সাথে সাথে জনের নাগরিক পদ-মর্যাদা এবং সামাজিক প্রতিপত্তিও কমে যেতে থাকে। ১৫৮৬ তে তাঁর জায়গায় নতুন অল্ডারম্যান নিযুক্ত করা হয়। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়, ১৬০৩-এ রানী এলিজাবেথেরও। জনের সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না—একমাত্র হেনলী ষ্ট্রীটের বসতবাড়ী ছাড়া ; যেটা সম্ভবত কবির একমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম যখন আঠার বছরের তরুণ তখন অ্যান হ্যাথওয়েকে বিয়ে করেন। সম্ভবত অ্যান পাশের গ্রাম 'শটারি'র রিচার্ড হ্যাথওয়ের কন্যা। এই শটারি গ্রামের হ্যাথওয়ের বাড়ীর একাংশ এখন 'অ্যানাহ্যাথওয়ের কুটির' নামে দর্শকদের আলোচনার বস্তু হয়ে টিঁকে আছে। বয়সে অ্যান ছিল শেকস্‌পীয়ারের চেয়ে আট বছরের বড়। এতে উইলিয়মের ওপরে কোন প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা জানি না। কিন্তু 'টুয়েলফটথ্‌ নাইট' নাটকে শেকস্‌পীয়র অরসিনোর মুখ দিয়ে ভায়োলাকে লক্ষ্য করে বলিয়েছেন—'স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় হয় তবে তার স্বামীর ভালবাসা হারাবার সম্ভাবনা থাকে।' অনেকে মনে করেন শেকস্‌পীয়রের ব্যক্তিগত জীবনও সুখের ছিল না। অনেকে বলেন, এই বিয়ের ব্যাপারে কোন সমসাময়িক সাক্ষ্য রাখা হয়নি বা গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছিল তার কারণ হয়ত ছাব্বিশ বছরের যৌবনাবতী অ্যান বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়েছিলেন। যাই হোক, উইলিয়ম ও অ্যানের প্রথমা কন্যা সুসানার খৃষ্টীয়করণ হয় ১৫৮৩'র ২৬শে মে। দু'বছর পর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শেকস্‌পীয়রের যমজ সন্তান হয়—পুত্র হ্যামনেট এবং কন্যা জুডি্‌থ। হ্যামনেটের শৈশবে মৃত্যু হলেও জুডি্‌থ কবির মৃত্যুর পরেও বেঁচেছিলেন।

শেকস্‌পীয়রের বিয়ের তারিখ না জানলেও, জানা যাচ্ছে, তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর উরচেস্টার গিয়েছিলেন, যেখানে গির্জার রেজিষ্ট্রারে তাকে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। সম্ভবত উরচেস্টারের কর্ণ বাজারের কাছে সেন্ট মার্টিনের গির্জায় নভেম্বরের শেষে উইলিয়মের সঙ্গে অ্যানের অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। বিয়ের মাত্র পাঁচ মাস পরেই তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়।

১৫৮৪ থেকে ১৫৯২ এই সময়কার কবির কর্মধারা আমাদের অজ্ঞাত, তবু নানা মুনির নানামত—তার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করে বিশেষ কোন লাভ নেই। কেউ বলছেন—কসাইখানায় কাজ শিখতেন, পরে কাজ ভাল না লাগায় ছেড়ে দিয়েছিলেন ; কারো মন্তব্য দস্তানার কাজে বাবাকে সাহায্য করতেন, কারো ধারণা কবি কিছুদিন স্কুলে পড়াতেন, কেউ বলছেন—আইনের ফাইল ঘাটতেন।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে শেকস্‌পীয়র লণ্ডনে এসেছিলেন—ঠিক কোন সময়ে তা

জানার কোন উপায় নেই। এই লণ্ডনে থাকাকালীন উইলিয়ম্ শেকস্‌পীয়র অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান পেয়েছিলেন—অফুরন্ত সেই ভাণ্ডার কাজে লাগিয়েছিলেন অনন্য রচনাসম্ভারে।

এই ষোড়শ শতকের শেষ দশকেই শেকস্‌পীয়রের নাট্যকার হিসেবে আত্ম-প্রকাশ। ১৫৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাট্যকার গ্রীনের মৃতুশয্যা থেকে লেখা এক চিঠি এই সময়কার শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধীয় খবর জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। গ্রীণের চিঠি থেকেই জানা যায় যে তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজি নাট্যকারদের সামনে শেকস্‌পীয়র এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ। শেকস্‌পীয়র এ সময় মঞ্চেও আবির্ভূত হতে শুরু করেন। প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য সে সময় রঙ্গমঞ্চ বন্ধ ছিল। শেকস্‌পীয়র তাঁর কাব্য রচনা করেন ১৫৯৩'তে *Venus and Adonis* |এবং তার পরের বছর *The Rape of Lucrece*। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এই দু'টি কাব্যই মহাকবি উৎসর্গ করেছিলেন Earl of Southampton কে।

এই আর্ল অব সাদাম্পটন ছিলেন শেকস্‌পীয়রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষাক। স্যার উইলিয়ম ডাভেনান্ট, যার বাবা-মা ছিল শেকস্‌পীয়রের বিশেষ বন্ধু—বলেছেন, নাট্য-মঞ্চের সঙ্গে কবির যোগাযোগ অদ্ভুতভাবে। শেকস্‌পীয়র, তার কথা বিশ্বাস করলে, প্রথমে নাট্যমঞ্চের বাইরের অতিথিদের ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। শেকস্‌পীয়রের চাতুর্য এবং আকৃতি অন্যতম অতিথি হেনরী রিওথেসলী, সাদাম্পটনের তৃতীয় আর্লের নজরে পড়ে এবং সেখান থেকে মঞ্চে। প্রথমে কারো অনুপস্থিতিতে বদলী হিসেবে—পরে নিয়মিত অভিনেতা হিসেবে। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে শেকস্‌পীয়র লর্ড চেম্বারলিনের অভিনেতৃদলের অংশীদার হন। ১৫৯৯ সালের পর শেকস্‌পীয়রের অধিকাংশ নাটকই গ্লোব-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। শেকস্‌পীয়রের বিখ্যাত চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটগুলোও এই সময়ে, ১৫৯৫ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, রচিত হয়। যদিও এগুলোর মুদ্রণ বা প্রকাশকাল ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পরে।

বহুবছর স্ট্রাটফোর্ড-এ কাটিয়ে লণ্ডনে এসে প্রথমে শেকস্‌পীয়রের কেমন লেগেছিল? *The Comedy of Errors* নাটকে Syracusan-এর চরিত্রের মধ্যে তিনি লিখে গেছেন একজন লোক কোন নতুন শহরে এলে কিভাবে দিন কাটায়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬১৬—উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের জীবনের এই শেষ ষোল বছরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল। ১৬০১ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর জন শেকস্‌পীয়রকে কবর দেওয়া হয়। দু'বছর পরে ইংলণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যু হলে (২৪শে মার্চ, ১৬০৩) টিউডর রাজত্বের শেষ হয় এবং স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্ব কাল শুরু. ইংলণ্ডের ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা। রাজা হলেন প্রথম জেমস্।

লণ্ডনে শেকস্‌পীয়র প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে শেকস্‌পীয়রের কুলমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা নিজস্ব প্রাবরণ-চিহ্ন (Court of arms) লাভ করেন। এর পরের বছরই তিনি 'New place', নামে তাঁর বাগান বাড়ী কেনেন। ১৫৯৭, ১৫৯৯ এবং ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যে লণ্ডনেই ছিলেন এমন প্রমাণ আছে। শেকস্‌পীয়র নিজেও মাঝে মাঝে অভিনয় করতেন এবং প্রচলিত আছে—তিনি যে সব ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন তারমধ্যে *As You Like It* নাটকে Adam-এর চরিত্র অন্যতম। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন শেকস্‌পীয়রের বড় মেয়ে সুশানার সঙ্গে

জন হল-এর বিয়ে হয়। শেকস্‌পীয়রের মা মেরী মারা যান ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে মহাকবি সম্ভবতঃ তাঁর প্রিয় জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ড-এ ফিরে আসেন। ১৬১৩'র পর বোধহয় তিনি আর কিছু লেখেন নি। ঐ বছরই গ্লোব-রঙ্গালয় আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর মেয়ে জুডিথের সঙ্গে টমাস কুইনসির শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়। এর কয়েকদিন পরে, মার্চের ২৫ তারিখে শেকস্‌পীয়র উইল করে সম্পত্তি ভাগ করেন। ২৩শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। কবি-পত্নী অ্যানের মৃত্যু ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই অগাষ্ট।

শেকস্‌পীয়রের মৃত্যুর আগের কয়েক বছর ঝামেলার মধ্যে কাটছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর এক ভাই গিলবারট মারা যান, ১৬১৩তে মারা যান আরেক ভাই রিচার্ড। তাদের বোন জোয়ান হার্ট, স্বামী-তিন পুত্র নিয়ে সেন্ট হেনলি ষ্ট্রীটের বাড়ীতে রয়েছেন। শেকস্‌পীয়র অবসর সময় পাওয়া সত্বেও (১৬১৩'র পর) কোন নগর-শাসন সংক্রান্ত কাজে নিজে জড়িয়ে পড়েন নি। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তার বড় মেয়ে সুসানাকে জন লেন নামে এক মাতাল আঘাত করে, যদিও তাঁর জামাই ডাঃ হল এরজন্য উরচেস্টারের ধর্মীয় বিচারালয়ে মামলা আনলে জন লেনের শাস্তি হয়। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভোন শহরে এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে অন্ততঃ চুয়াল্লটি বসত বাড়ী পুড়ে যায়, মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যেই। যদিও কবির 'New place' রক্ষা পায়, তবুও এই বিধ্বংসী তাণ্ডবলীলা কবির মনে পীড়া দিয়েছিল।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে শেকস্‌পীয়র মারা যান। দু'দিন পরে নিকটবর্তী প্যারিস চার্চের কাছে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কথিত আছে ড্রেটন, বেন জনসন প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে এক প্রমোদ ভোজনে অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে তার জ্বর হয় এবং সেই জ্বরেই তার মৃত্যু।

শেকস্‌পীয়রের ছেলে হ্যামনেটের ছোট বেলায় মৃত্যু হয়েছিল। বড় মেয়ে সুসানা মারা যায় ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে। ছোট মেয়ে জুডিথ (বিয়ের পরে জুডিথ কুইনসি) মারা যান ১৬৬২ তে। জুডিথের ছেলেমেয়েরা এর আগেই মারা গিয়েছিল। সুসানা হল-এর একমাত্র মেয়ে এলিজাবেথ প্রথমে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে টমাস ন্যাসকে বিয়ে করেন এবং ১৬৪৭-এ ন্যাসের মৃত্যুর পর জন বার্নাডকে। কোন সন্তান না রেখে লেডী এলিজাবেথ বার্নাড,—উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের নাতনি—মারা যান ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে। ফলে, শেকস্‌পীয়রের বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে।

॥ শেকস্‌পীয়রের নাটক ॥

উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র মোট সাঁয়ত্রিশটি নাটক লিখেছিলেন। সেগুলো যথাক্রমে:
Henry VI, Richard III, Comedy of Errors, Titus Andronicus, Taming of The Shrew! Two Gentlemen of Verona, Love's Labour's Lost, Romeo ***and Juliet, Hamlet, Mery Wives of Windsor, Troilus and Cressida, All's Well That Ends Well, Richard II, Midsummer-Night's Dream, King John, The Merchant of Venice, Henry IV, Much Ado About Nothing, Henry V, Julius Cæsar, As You Like It, Twelfth Night, Measure for Measure, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and***

Cleopatra, Coriolanus, Timon of Athens, Cymbeline, Pericles, Winter's Tale, The Tempest, Henry VIII.

এই চৌত্রিশটি ; সেই সঙ্গে *Henry VI* (তিন খণ্ডে), এবং *Henry IV* (দু' খণ্ডে), ফলে মোট সাঁইত্রিশটি ।

এই সাঁইত্রিশটি নাটক ছাড়াও উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র কবিতা এবং ১৫৪টি সনেট রচনা করেন ।

শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলোর মধ্যে উনিশটি বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'শেকস্‌পীয়র নাটক-সমগ্র' একসাথে প্রকাশিত হয় ।
শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলো রচনাকালের ক্রমপর্ব অনুসারে সাধারণতঃ চারটি যুগে বিভক্ত করা হয় । প্রথম যুগ ১৫৯০ থেকে ১৫৯৫ এবং এ যুগের নাটকগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক, ট্রাজেডি, কমেডি সবই আছে । রচনা পড়লেই বোঝা যায় নাটক রচনায় উইলিয়ম এ সময়ে হাত পাকাচ্ছিলেন । তিনি কিছুদিন অন্য লেখকের লেখা সম্পাদনা, সংশোধন এবং নাট্যোপযোগী করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন । সেজন্য কতকগুলো নাটকে কতটা অংশ তাঁর লেখা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায় । রচনা-শৈলী সব সময় একরকম নয় এবং *Richard III* প্রভৃতি কয়েকটি নাটক পরীক্ষা-মূলকভাবে লেখা । এ সময়কার লেখা ঐতিহাসিক *Henry VI*, ট্রাজেডি *Romeo and Juliet* এবং কমেডি *Two Gentlemen of Verona, A Midsummer Night's Dream* প্রভৃতি বিখ্যাত ।

১৫৯৫ থেকে ১৬০১ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ । বিখ্যাত কমেডিগুলো এই সময়ের মধ্যে লেখা । সেই সঙ্গে ফলস্টাফের ভূমিকা সম্বলিত দু'টি ঐতিহাসিক নাটক । এই সময়ে কবি কোন বিয়োগান্ত নাটক লেখেন নি, তাই এই সময়কে 'Comic' যুগ বলা হয় । নাটকগুলো স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল । বিখ্যাত, যেমন *King John, Henry V* প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক এবং কমেডিগুলোর মধ্যে *The Merchant of Venice, As You Like It, Twelfth Night.*

তৃতীয় যুগে, ১৬০১-০৮, শেকস্‌পীয়র আরো পরিণত । আগের যুগে যেমন বিখ্যাত কমেডি ছিল এ যুগে রয়েছে শ্রেষ্ঠ চারটি ট্রাজেডি—*Hamlet, Othello, King Lear,* এবং *Macbeth* । এছাড়া *Julius Cæsar* এবং *Antony and Cleopatra,* এ দু'টো ট্রাজেডিও এই সময়ের রচনা । এই যুগকে এজন্য 'Tragic' যুগ বলা যেতে পারে ।৬

শেষ যুগ হচ্ছে ১৬০৮ থেকে ১৬১২ । এই চার বছরের মধ্যে *Cymbeline, The Winters Tale, The Tempest* এই তিনটি বিখ্যাত কমেডি রচিত ।

॥ উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র ও বাঙালী ॥

১৮৩১ সাল । সেপ্টেম্বরের আটাশ তারিখ ।

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীতে লোকে জমজমাট । এসেছেন হিন্দু কলেজের প্রবীন ছাত্র দল ; হুঁকোর মেজাজ আর ঘুঙুরের তাল ভুলে গিয়ে বহু বাবু এসে জড়ো হয়েছেন ; রক্ষণশীল হিন্দুরাও এসেছেন ; হাজির হয়েছেন প্রগতিবাদীরাও । প্রসন্ন ঠাকুরের নিজস্ব মঞ্চ 'হিন্দু থিয়েটার'-এ দেখান হল জুলিয়াস সীজার নাটকের নির্বাচিত অংশ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই শেকস্‌পীয়র ।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে বাঙালীর নাটক প্রীতির সাথে সাথে শেকস্‌পীয়রের পরিচয়ও হয়ে গিয়েছিল। আঠার শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত কলকাতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে, যেমন: Calcutta Theatre, Chandernagore Theatre, The Athenaeum Theatre, Dumdum Theatre, Baitokhkhana Theatre, Kidderpore Theatre, Chowringhee Theatre, Sans Souri Theatre, Hindoo Theatre,—প্রভৃতিতে শেকস্‌পীয়রের নাটকই অধিকাংশ সময় অভিনীত হত। সুতরাং নাট্য-প্রীতি থেকেই বাংলায় শেকস্‌পীয়র চর্চার শুরু।

অবশ্য 'শেকস্‌পীয়র-চর্চা' বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় তার শুরু—শুধু বাংলাদেশে কেন, সারা ভারতবর্ষে—১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী সোমবার কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) প্রতিষ্ঠার পর। এই কলেজ উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সাথে সাথে শেকস্‌পীয়র পঠনের মূল পীঠ-স্থান রূপেও গড়ে ওঠে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তখন দুটি ভাষা পড়তে হত; যার মধ্যে ইংরেজি ছিল আবশ্যিক। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্য-বিষয়ের অন্যতম ছিল শেকস্‌পীয়রের নাটক।

এই শেকস্‌পীয়রের নাটকের প্রথম শিক্ষক ছিলেন তরুণতম ইংরেজি সাহিত্যের ও ইতিহাসের অধ্যাপক হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, যিনি ১৮২৮ সালে এই কলেজে যোগদান করেন। ডিরোজিওর ছাত্রগণ, যারা পরে নব্যবঙ্গ বা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত হন, শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, মাত্র উনিশ বছর বয়সের একজন তরুণ শেকস্‌পীয়র পড়াতেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ডিরোজিওর মৃত্যু হলে ১৮৩৭ থেকে ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন শেকস্‌পীয়রের অধ্যাপক হন। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক; রিচার্ড-সনের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধুসূদন দত্ত। ১৮১৯ সালে বেঙ্গল আর্মির ক্যাপ্টেন হিসেবে ভারতে এসে শারীরিক কারণে ফৌজের কাজ ছেড়ে রিচার্ডসন কলেজে যোগ দিলে ছাত্ররা তাকে বলত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন।

রিচার্ডসন ছাত্রদের মনে শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করেন। তাঁর পড়াবার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। একবার ভারত সরকারের আইন সচিব এবং শিক্ষা-অধিকর্তা লর্ড মেকলে হিন্দু কলেজে গিয়ে তাকে শেকস্‌পীয়র পড়াতে দেখেন। তিনি পরে রিচার্ডসনকে বলেছিলেন; 'I may forget everything about India, but your reading of Shakespeare, never.'

প্রিয়তম অধ্যাপক ডি. এল. আর-এর শেকস্‌পীয়র পড়ানো একটি ছাত্রের মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল—তার নাম মধুসূদন দত্ত; যার জীবনের আকাংখা ছিল শেকস্‌পীয়রের মত কবি হওয়া। মাইকেল আজীবন শেকস্‌পীয়রের প্রতি অনুরাগ পোষণ করতেন। বিলেত চলে গিয়েও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরে আসেন।

একদিকে হিন্দু কলেজে শেকস্‌পীয়রের পাঠ যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে মহাকবির নাটক সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহের সঞ্চার করছিল তেমনি সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় বাংলাদেশে কবিকে বহুল প্রচারিত করতে

সাহায্য করেছিল। যদিও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'Hindoo Theatre'-এর উদ্বোধন হয়েছিল শেকস্‌পীয়রের নাটক দিয়ে, তাহলেও এই নাট্যশালা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৮৪৮ সালে এক বাঙালী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য কলকাতার সাহেবদের Sans Souri Theatre-এ 'ওথেলো' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। অনুরূপভাবে ১৮৫৩ সালে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার-এ 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগোর চরিত্রে অভিনয় করে বাঙালী তরুণ প্রিয়নাথ দে প্রশংসা অর্জন করেন। এই দল পরের বছর 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অভিনয় করেন। ১৮৫৫ সালে 'হেনরি দি ফোর্থ'-এর মত অচলতি নাটকও তারা করেছিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটা ফাঁক লক্ষ্য করার মত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে শেকস্‌পীয়রীয় নাটকের প্রয়াস খুব বেশি সাফল্য লাভ করছিল না। তার কারণ, কলেজ এবং ১৮৫৭র পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেকস্‌পীয়র পাঠন এবং সৌখীন ও পেশাদার দলের অভিনয় বিপরীতমুখী খাতে প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ যে কারণেই হোক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রসন্ন হতে পারেননি।

অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসনের অন্যতম প্রিয় ছাত্র মাইকেলের মনে গুরু এমনভাবে শেকস্‌পীয়রের রস ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে তা মধুকবির অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর মধুসূদন দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন (দুই স্ত্রী রেবেকা ও হেনরিয়েটা)। এবং তাঁর দ্বিতীয় পত্নীরও মৃত্যু হলে ব্যাধিতে আক্রান্ত শয্যাশায়ী দারিদ্র-নিপীড়িত মাইকেল সান্ত্বনা লাভ করতেন শেকস্‌পীয়রের সেই সুপরিচিত লাইনগুলো মনে করে— লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর পর ম্যাকবেথ যেখানে জীবন-মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী। সেই মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'সাহিত্যপদবাচ্য' নাট্যকার। যেহেতু তিনি ছিলেন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত তাই তদানীন্তন বাংলা নাটকের দৈন্যদশা তার সহজেই চোখে পড়ে। তিনি দেখেছিলেন সংস্কৃত নাটকের নানারকম বিধি-নিষেধ মেনে নেওয়ায় বাংলা নাটকের সমৃদ্ধি হচ্ছে না। সুতরাং মধুসূদন চোখ ফেরালেন পশ্চিমের দিকে এবং শেকস্‌পীয়র পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যে চলে এলেন। উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের চরিত্র নির্ভর পরিকল্পনা, নাটকে শেকস্‌পীয়রীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার, ট্র্যাজিডিতেও 'Comic' বা কৌতুকরসের স্থান—এ সব ব্যাপারেই মধুসূদন শেকস্‌পীয়রের কাছে ঋণী। যদিও তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) কিংবা তারপরের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক তিনটিও শেকস্‌পীয়রের প্রভাবমুক্ত।

কিন্তু এর পরের নাটক 'পদ্মাবতী' নাটকে শেকস্‌পীয়রের প্রভাব পড়েছে। নাট্য কল্পনার মূলবস্তু গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী (Greek Mythology) এবং সেই সঙ্গে নতুন ছন্দের প্রবর্তন।

মধুসূদনের পর বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দ্বিতীয় নাট্যকার হিসেবে উপস্থিত হলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু ছাত্রজীবনে হিন্দু কলেজে থাকার ফলে, ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে, পরিচিত ছিলেন। তার অনেক নাটকে শেকস্‌পীয়রীয় উদ্ধৃতি ছড়ান আছে যার থেকে বোঝা যায় কত গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি শেকস্‌পীয়র পড়েছিলেন।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বাঙ্গালী পাঠকদের তৃপ্ত দিয়েছেন। ১৯০৭ সালে তিনি *Julius Caesar* নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করে শেকস্‌পীয়রীয় নাটকের অনুবাদের ধারাকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র। শেকস্‌পীয়র যে অর্থে মহাকবি কিংবা কালিদাস, উনি সে অর্থে মহাকবি নন। তবে বাংলা নাটকের আদি ও মধ্যযুগের মধ্যে মেল-বন্ধন রচনা করেছিলেন তিনি এবং উনিশ শতকের বাংলা নাট্যকারদের মধ্যে তাঁর নাট্য রচনা সর্বাধিক এবং বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর যোগ সবচেয়ে বেশি। সেই, কবি গিরিশচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন: 'মহাকবি শেকস্‌পীয়রই আমার আদর্শ। তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।' বাস্তবিক, গিরিশচন্দ্রের নাটকের মধ্যে শেকস্‌পীয়রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট—ভাষা, ঘটনা-সংস্থাপনা, প্লট-বা পটভূমি নির্বাচন, চরিত্র পরিকল্পনা, বিভিন্ন Theatrical convention-এর ব্যবহার, ট্র্যাজেডি পরিকল্পনা—সমস্ত রকমভাবে।

আসলে গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিভিন্ন স্থানে শেকস্‌পীয়রের প্রভাব এবং সাদৃশ্য খুঁজলে বহু পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ: 'বিষাদ' নাটকে রাজরানী সরস্বতী বালকের ছদ্মবেশে পতিতাভক্ত স্বামীকে সেবা করার সঙ্গে *The Two Gentlemen of Verona* নাটকের জুলিয়ার প্রেমিক প্রোতিয়াসের সেবা করার তুলনা করা যেতে পারে। যেমন যেতে পারে 'বিষাদ' নাটকে অলর্ককে প্রলুব্ধ করার জন্য ময়ূরপঙ্খী নৌকোতে রূপসী উজ্জ্বলার মাদকতাপূর্ণ সংগীতের সঙ্গে এনোবারবাস্ বর্ণিত সিড্‌নাস নদীতে ক্লিওপেট্রার ব্যবহারের। *Merry Wives of Windsor* মিলনাত্মক নাটকের সঙ্গে 'পূর্ণচন্দ্র' ও 'বাসর' এ দু'টি হাসির নাটকের মিল আছে। সাচি ও সুন্দরা যখন দামোদরকে বাঁদর সাজাচ্ছে কিংবা 'বাসর' নাটকে বিম্বাবতীর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে জগন্নাথ ২.৮ রান্নাঘরে আটকা পড়ছে, আমাদের স্বাভাবিকভাবেই Mrs. Page এর হাতে Fallstaff এর বিড়ম্বিত হওয়ার দৃশ্যটি মনে পড়ে। শেকস্‌পীয়রের 'ভাঁড়' বা Clown জাতীয় চরিত্রও গিরিশচন্দ্রের খুব পছন্দ—'জনা'র বিদূষক, 'পাণ্ডব-গৌরব' এর কোঞ্চুকী, 'সিরাজদ্দৌলা'র করিমচাচা, 'অশোক' এর আকাল, 'শ্রীবৎস-চিন্তা'র বাতুল ইত্যাদি চরিত্র সৃষ্টি Fool বা Clown জাতীয় শেকস্‌পীয়রীয় চরিত্রের মতই। শেকস্‌পীয়রের Fallstaff এর চরিত্রটিও গিরিশচন্দ্র ঘোষের খুব পছন্দ। সেই Fallstaff, যে নিজে না হেঁসে পরকে হাসায়, বাকপটু, প্রত্যুৎপন্নমতি। 'মুকুলচাঁদ' নাটকে বরুণচাঁদ যেমন—। এবং, এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বলতে হবে, বিখ্যাত নট অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এই বরুণচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকে Indian Sir John Fallstaff নামে অনেকেই তাকে ডাকত। Fallstaff-এর ছায়া অবলম্বনে—'মোহিনী প্রতিমা' নাটকের 'জম্মুভয়' এবং 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের 'দামোদর' চরিত্র দু'টি।

গিরিশ-পরবর্তী নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসুর ওপরেও শেকস্‌পীয়রের প্রভাব আছে; যদিও তিনি শেকস্‌পীয়রের অনুসরণ বা অনুকরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। গিরিশ-পর্ব শেষ হওয়ার পর বাংলা নাট্য সাহিত্যের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ডি. এল. রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর শেকস্‌পীয়র প্রীতির অন্যতম কারণ তাঁর দীর্ঘদিন ইংলণ্ডবাস। তিনি ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভোন পর্যন্ত গিয়ে

এসেছিলেন—কালিদাসের দেশে তিনি শেকস্‌পীয়রকে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে মহাকবির কবরের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ডি. এল. রায়ের নাটকের ভাষা-ছন্দ, ঘটনা-পরিকল্পনা চরিত্র-সৃষ্টি, ট্রাজেডি-পরিকল্পনা, সব কিছুকেই শেকস্‌পীয়রীয় প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তারাবাঈ' নাটক দিয়ে লেখা শুরু করলেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পরে নবীনচন্দ্র সেনের পরামর্শে গদ্যে লেখা শুরু করেন। তবু মাঝে মাঝে কাব্যিক-সংলাপও থাকত। যেমন 'সাজাহান' নাটকের ২য় অংকের ২য় দৃশ্যে সাজাহানের সংলাপ। 'তারাবাঈ' নাটকের সূর্যমল ও তমসার কাহিনী Macbeth নাটকের অনুসরণে পরিকল্পিত। 'ভীষ্ম' নাটকের ২য় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে শাল্ব-শল্যবতীর দৃশ্যটি *Richard III*-এর ১ম অংক, ২য় দৃশ্যের প্রভাবে রচিত। 'Hamlet' নাটকে যুবরাজ হ্যামলেট যেমন তার পিতৃ হন্তাকে, যে তার মাকে বিয়ে করেছে—সহ্য করতে পারে না, তেমনি 'নূরজাহান' নাটকে লায়লা, তার পিতৃহত্যাকারী এবং মা নূরজাহানের নতুন স্বামী জাহাঙ্গীরকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু পার্থক্য এখানে—হ্যামলেট পুরুষ আর লায়লা নারী—এই নারীত্বের জন্যই সে দুর্বল। ডি. এল. রায়ের অন্যতম প্রিয় চরিত্র কিং লীয়র। যার সঙ্গে 'মেবারপতন'-এর গোবিন্দ সিংহ, সিংহল-বিজয়-এর সিংহবাহু, প্রভৃতি চরিত্রের অল্প বিস্তর মিল। সংলাপের মিলও দু-এক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। *The Merchant of Venice* নাটকে Shylock এর উক্তি: 'I am a Jew. Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensons, senses, affections, passions?' এর সঙ্গে তুলনীয় 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের মা মুরার উক্তিঃ 'শূদ্রানী। শূদ্র মানুষ নহে। তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই?' দ্বিজেন্দ্রলাল অংকিত অনেক চরিত্রই শেকস্‌পীয়রীয় ছাঁচে গড়া। সাজাহানের 'দিলদার' 'King Lear'-এর Fool-এর সঙ্গে মিল অনেক। Fool এর সংলাপের সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর সংলাপের মিল লক্ষ্য করা যায়। সাজাহানের মত প্রধান চরিত্রের সঙ্গে King Lear-এর মিল ভীষণ-ভাবে চোখে পড়ে। অবস্থাগত মিল, নিদারুণ ট্রাজেডির হাতে নিজেদের ক্রীড়নক অবস্থা, উন্মত্ততা—সব এক। King Lear এর ঝড়ের দৃশ্য পড়া থাকলে 'সাজাহান' নাটকে ৫ম অংকের ৫ম দৃশ্য পড়বার সময় তা মনের পর্দায় ভেসে উঠতে বাধ্য। সাজাহানের নিষ্ফল আর্তিঃ মেঘ! বারবার কি নিষ্ফল গর্জন করছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পার?'—লীয়রের বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, সঙ্গত।

বাঙালী কবিদের কাছে শেকস্‌পীয়রের বক্রোক্তিজীবিত কবিতা কিংবা নিপুণ দৃশ্য রচনা কৌশল, সৌন্দর্যের সমারোহ কিংবা ভাষার বিন্যাস সবই বাংলা ভাষায় অঙ্গীকার করে নেওয়ার অভীপ্সা সেই উনিশ শতকের গোড়া থেকে। মাইকেল মধুসূদন, সম্ভবত ডক্টর জনসনের উপদেশ—প্রত্যেক দেশের একটি নিজস্ব ভাষায়তন (a certain mode of phraseology) আছে—মনে রেখে, ইংরিজির ভাষাচার্য শেকস্‌পীয়রের কাছে হাত পেতেছিলেন ভাষার পাঠ নিতে। সেইসঙ্গে বঙ্গীয় প্রাত্যাহিক লোকায়তনের ভেতর থেকে ভাষার শব্দ শরীরটিকেও বেছে নিয়ে ভাষাকে লাবণ্য-শানিত করার দিকেও তার লক্ষ্য ছিল। কাব্য পিয়াসী মাইকেল

দৃশ্যমূর্তনের প্রয়োজনে শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে কালিদাসের পংক্তি-প্রবাহ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন।

ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য, কবি বিহারীলালের গীতিসর্বস্ব লেখনীতে যা প্রকাশিত,—সেখানেও কালিদাস ও শেকস্‌পীয়রের সমাহার-প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়, যদিও তাঁর প্রধান আগ্রহ অমূর্তন। যে 'বঙ্গ সুন্দরী'র গোড়াতেই, বিহারীলাল কালিদাস উদ্ধৃত করেছেন, তার তৃতীয় সর্গের এই অংশটি অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রোর শেকস্‌পীয়রীয় রূপ বর্ণনার ভাষান্তরিত পুনর্মুদ্রণ :

আহা এই প্রেম-প্রতিমার রূপ
বয়সে বিরূপ নাহিক হবে
চিরদিন সুর কুসুম অনুপ
সমান নূতন ফুটিয়া রবে।

রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীয়রীয় চরিত্র-রচনার রহস্যময় দুরাবগাহ ব্যক্তিসত্তার আত্মগতরূপটিকে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী এবং সেই ব্রতের মধ্যে দিয়ে সেই চেষ্টা বাংলা কাব্যে সংক্রামিত। কোন ব্যক্তি বা চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন অন্তর্জীবনের রূপক রবীন্দ্রনাথে কখনো মূর্ত। তাঁর লেখাতেই 'রাজা ও রানী' বা 'বিসর্জন'-এর মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তিতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিন্যাসের রূপায়ন মূলত শেকস্‌পীয়র প্রেরিত।

দৃষ্টিকোণের বিন্যাসের এই আন্দোলনে সামিল রবীন্দ্র পরবর্তী কবিরাও। শেকস্‌পীয়রের বৃহত্তর অস্মিতার কথা বলে কবি অমিয় চক্রবর্তীর মন্তব্য : 'য়ুরোপীয় সাহিত্যে বোধ হয় শেকস্‌পীয়রের কোরায়ালনাস নাটকে এই যুগ্মদৃষ্টির পরিচয় সবচেয়ে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। সংলাপধর্মী কোন কোন কবিতায় অমিয় চক্রবর্তীকে শেকস্‌পীয়রীয় পথের সমীক্ষক মনে হতে পারে।

টি, এস, এলিয়টের আবিষ্কৃত দুটি সূত্র—আত্মসচেতনতা ও আত্মঅনুভব—যা শেকস্‌পীয়রীয় চিন্তামানসে স্টোয়িক চিন্তার প্রভাব নির্ণয় প্রসঙ্গে মনে পড়ে, তা বাঙালী পাঠক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তে পাবেন, তাঁর আপত সাধর্মের উদাহরণে। যদিও স্বীকার্য শেকস্‌পীয়রের অপ্রকট আত্মতা তাঁর উপাস্য ছিল না।

শেকস্‌পীয়রীয় সনেটকে ভাষান্তরিত করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তিহৃদয়ের অনাত্ম-সিদ্ধি খুঁজেছিলেন। ইংরেজ কবি 'ইয়েটস'-এর রজার তর্জমা-যেমন তাঁর আরো পাঁচটি মৌলিক রচনারই পর্যায়ভুক্ত, সুধীন দত্তের শেকস্‌পীয়র কৃত চতুর্দশপদী কবিতার ভাষান্তরও তেমনি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। সুধীন্দ্রনাথের এই সনেটটি যেমন :

আমার ভয়ার্ত বুদ্ধি, কিংবা সেই চিন্ময় পুরুষ,
যার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি, সমাহিত অনাগত কালে,
জানে না আমার প্রেম কি সত্যের গুণে নিরঙ্কুশ,
কেন তার পরমায়ু ন্যস্ত নয় ভাগ্যের খেয়ালে।

শেকস্‌পীয়রীয় ভাবান্তরে বিস্ময়কর স্থাপত্য রুচি ও চৈত্যগঠন প্রতিভার পরিচয় দিলেও, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শেকস্‌পীয়রীয় সংবৃতহৃদয়ের সাঙ্কেতিকতার বদলে এক ধরনের অব্যর্থ অথচ সংযত আত্মবিবৃতি দিয়েছিলেন। নৈরাত্ম ও বৈচিত্র্য অন্যোন্যনির্ভর বলে সুধীন দত্ত মানেন নি, সেই জন্য 'মহাকবিদের মধ্যেও অদ্বিতীয়' বলে মেনে নেওয়া, শেকস্‌পীয়র প্রদর্শিত পথের পথিক হলেও দুস্তর ব্যবধানে।

• বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত—'এদের কাছে শেকস্‌পীয়রের সনেট নিজত্বের বিন্যাস। বিষ্ণু দের মধ্যে শেকস্‌পীয়রীয় এলিজাবেথীয় বাতাবরণ উপস্থিত, তাঁর সনেট অনুবাদ মুগ্ধতা এবং ব্যক্তিক-নব্যক্তিকতার দিকে অগ্রসরমান। বিষ্ণুদে, ডঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ভাষায়, 'শেকস্‌পীয়রের নাটকের অনুসঙ্গগুলি তাঁর নিজের হৃদয়-বেদনার ছদ্মপ্রচ্ছদ (objective correlative) হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বিষ্ণু দে কৃত সনেট অনুবাদ :

'মৃত্যুর বিশ্রাম চাই. পরিশ্রান্ত আমি এই সবে :
যোগ্যতা জন্মায় কত দেখেছি যে ভিখারীর ঘরে,
আর দীন নেতি ধড়চূড়া পরে দেখেছি উৎসবে
আর শুদ্ধ বিশ্বস্ততা কর্দমাক্ত গ্লানির গহ্বরে
আর স্বর্ণময় মান লজ্জাকর অপাত্রে গচ্ছিত।...

—কবি জীবনানন্দ দাশ শেকস্‌পীয়র থেকে গ্রহণ করেছেন অনেক। দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করার পরিসর ও প্রয়োজন এখানে নেই। উৎসাহী পাঠক অলোকরঞ্জন-লিখিত প্রাগুক্ত প্রবন্ধ দেখতে পারেন।

আরো সাম্প্রতিক কয়েকজন কবির শেকস্‌পীয়রীয় সনেটের অনুবাদের নমুনা :

'সম্পূর্ণ আমার চোখে ভয় করে পাপ আত্মরতি
সমগ্র আত্মায় আর অঙ্গে অঙ্গে তার নির্ভর ;
অন্তরের অন্তস্থলে তার হেন সুবদ্ধ বসতি
প্রতিকারহীন তাই সে কলুষ।' ...... (মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

'এক থেকে বহু হোক এ সংসারে যারা কান্তিমান
সৌন্দর্য গোলাপ যাতে চিরদিন মর্ত্যে বেঁচে রয়,
প্রৌঢ় থেকে ক্রমে বৃদ্ধ, তারপর মৃত্যুতে শয়ান,
তবু তার স্মৃতিটুকু রয়ে যাক সন্তানে অক্ষয়।' (জগন্নাথ চক্রবর্তী)

'চল্লিশ আবর্তে শীত বেষ্টিত তোমার ভুরু যবে,
গভীর খনিত্রক্ষত তোমার সৌন্দর্যক্ষেত্রে আজি,
অধুনানয়নরম্য সভ্রান্ত প্রচ্ছদখানি হবে
নিছক আগাছা, যার দাম খুব বেশি নয় জানি,
কোথা তব রূপরাশি রয়ে গেছে, একথা শুধালে,
এবং কোথায় তব রসোচ্ছল সেই সব দিন,
তোমারি নিমগ্ন চোখে ; উত্তরে একথা বলা হলে,
জলজ্যান্ত মিথ্যা সে যে স্তাবকতা পরিমিতিহীন।' (অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

॥ শেকস্‌পীয়র অনুবাদ প্রসঙ্গে ॥

খুবই আনন্দের কথা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিরোজিয়ান হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' থেকে আরম্ভ করে নতুন দিল্লীর 'সাহিত্য অকাদেমী' প্রকাশিত (১৯৬৭) সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ওথেলো' পর্যন্ত শেকস্‌পীয়র অনুবাদের ধারা অব্যাহত।

'শেকসপীয়র রচনাবলী' এই ধারায় সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং স্মরণীয় ইন্ধন হয়ে থাকবে। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' আজ থেকে একশ' বছর আগে

রচিত হয়েছিল 'The Merchant of Venice' অবলম্বন করে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় সরলতা নামে একই নাটক বাঙালী পাঠকদের উপহার দেন। বিদ্যাসাগর মশাই, এর মধ্যেই Comedy of Errors নিয়ে 'ভ্রান্তিবিলাস' লিখে ফেলেছেন। সেই থেকে আজ অবধি অন্ততঃ বিশ পঁচিশজন লেখক বহু শেকস্‌পীয়রের নাটক অনুবাদ করেছেন। 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের কথা। হরলাল রায়, তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসুর চেষ্টাও দেখতে পাই। মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ হলেও এখন অচল। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পদ্যানুবাদ লঘুপাঠ্য।

শুনেছি, দেখিনি—নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ম্যাকবেথের ছন্দোময় গদ্য অনুবাদ করেছিলেন। আরো পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলায় অন্যতম শেকস্‌পীয়র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের আক্ষরিক অনুবাদ পড়েছি, কোথাও আটকে যেতে হয় নি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' এককালে অনেকেই পড়েছেন, আজকাল আর আমাদের ভাল লাগে না—হয়ত কাব্যিক ছন্দের ফলে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুলিয়াস সীজার', সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মনের মতন' (As you like it), ভেরোনার ভদ্রযুগল (Two gentlemen of Verona) সিম্বেলিন এককালে খ্যাতি লাভ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'ওথেলো' সংশোধন করে দিয়েছিলেন গিরিশ ঘোষ মশাই। ঐ দেবেন্দ্র বসুরই অনুবাদ ছিল 'অ্যাণ্টনী-ক্লিওপেট্রা'। যতীন্দ্র মোহন ঘোষ করেছিলেন 'কিং লীয়র' পশুপতি ভট্টাচার্য করেছিলেন 'টুয়েলফথ নাইট'। এ সব পড়তে আজকাল আর ভাল লাগে না, হয়ত পুরোন ভাষা বলেই।

সাহিত্য সমালোচক কবি বিষ্ণু দে সুন্দর একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন 'সাম্রাজ্যের দূর দরিদ্র প্রদেশের এংলোনেসাক্সে, হয়তো এই সব রকমফের স্বাভাবিক, বিশেষ করে, মহারাণীর ভাষায় আশৈশব আপ্রাণ চেষ্টা করে। যখন দেখা যায় যে মানসের তলে তলে রক্তস্রোতে ইংরেজি চলে না, বরং মননকেই করে দেয় এই শিক্ষার চোটে বিকল, নীরক্ত, তাই নিকটকালীন আধুনিক বা নূতন কবির সাক্ষাতে এ দেশে শিক্ষিত সমাজে এত বিমূঢ়তা। সেই জন্যেই বোধ হয় শিক্ষণ-ব্যবস্থায় এত বছর ধরে শেকস্‌পীয়রের কোনও মৌলিক বা সাহিত্য সংবেদিত সমালোচনা বেরোল না, মূর্খপণ্ডিতী বা গতানুগতিক, পরের মুখের ঝালমিষ্টি খাওয়া ছাড়া, তা সে ইংরেজিতেই হোক বা বাংলাতে। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় একমাত্র ব্যতিক্রম। এবং স্বাভাবিক কারণেই। কারণ, তিনি কবি, কারণ তিনি সাহিত্য মাত্রকেই, ভোগ্য, নন্দনকর জীবন্ত—এই বিচারণায় গ্রহণ করতেন, তাঁর পঠন-পাঠন নিতান্তই শুদ্ধ অর্থাৎ ডক্টর কম্পাউণ্ডার হবার মত মনের মৃত্যুতে খাদ্য সংগ্রহ করার তত্ত্বে তিনি ছিলেন আজীবন—বিরোধী। এবং ইংরেজিতে তাঁর কতৃত্ব জগতবিখ্যাত হলেও তাঁর মন মানুষ হয়েছিল মাতৃভাষার অস্থি মজ্জাগত খনিজ মাধ্যমে।'

তাই আজ চাই বাঙালীর মনের মত, সহজ সরল করে শেকস্‌পীয়র। ১৯৩২ সালে 'বঙ্গীয় শেকস্‌পীয়র পরিষদ' স্থাপিত হয়েছিল, মুখ্যতঃ বঙ্গবাসী কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের আগ্রহে। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন শিশির

কুমার ভাদুড়ী, যিনি কলেজের শেকস্‌পীয়র অধ্যাপনা ছেড়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হয়েছিলেন। ছিলেন শেকস্‌পীয়র বিশেষজ্ঞ ডঃ এম ভট্টাচার্য। শেকস্‌পীয়রের তন্নিষ্ট ছাত্র উৎপল দত্ত। সাহিত্যিক গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার। লোকের মনে আশা জাগলেও বহুল প্রচার অসমাপ্তই রয়ে গেল। এরপর সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় মূলানুগতায় নির্ভর হয়ে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদ করলেন। এর আগেই তাঁর 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অনুবাদ করা হয়ে গিয়েছিল। 'শিক্ষিত সমাজে' সুনীলবাবু ভূয়সী প্রশংসা পেলেন। 'ওথেলো' অনুবাদ ব্যক্তিগতভাবে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে, তবে, আমার আশংকা, পদ্য ছন্দে কাবিক্য উৎকর্ণ বজায় রেখে অত্যন্ত আধুনিক এই অনুবাদ হয়তবা অত্যন্ত সাধারণ ইংরেজি না জানা বাঙালীর কাছে সমাদর পাবে না। হয়ত তাদের জন্য সুনীলবাবু লেখেনও নি। আবার বলি, গিরিশ ঘোষ পরিমার্জিত দেবেন্দ্র বসুর অনুবাদের চেয়ে তার কাজ অনেক উচ্চাঙ্গের কিন্তু সহজ গদ্যেও শেকস্‌পীয়র অবিকৃত রেখে বাঙালী সমাজের কাছে পরিবেশন করা যায়। উৎপল দত্তের নাট্যপ্রচেষ্টায় অনেকে আশান্বিত। একাধিক নাটক তার হাত দিয়ে অনূদিত হয়েছে। অনিল বিশ্বাস এবং মনীন্দ্র রায় শেকস্‌পীয়রের সনেট অনুবাদ করেছেন।

পরিশেষে, এ কথা বলা দরকার যে, অনুবাদ সার্থক শিল্প কর্ম। চাই বাংলা ভাষায় বাঙালী দৃষ্টিতে শেকস্‌পীয়র আলোচনা এবং তার জন্য বাংলায় বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গদ্যে শেকস্‌পীয়রে অনুবাদ। তাহলেই উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে বাঙালীর সবচেয়ে বেশি করে মিলন সেতু রচিত হবে।

১৫ আগষ্ট, ১৯৭৩ —গৌতম নিয়োগী

শেকস্‌পীয়রের নাট্যশিল্প ঃ একটি মূল্যায়ন

।। এক ।।

মনীষা ও স্রষ্টা যত বিরাট, তাকে ঘিরে তর্ক তত বেশি। শিল্পকে উপলব্ধি করে তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন অসমাপ্ত রেখেই আমরা অসংখ্য জিজ্ঞাসার শিকার করি শিল্পীকে, এবং কালক্রমে প্রচলিত ও গতানুগতিক কতকগুলো সিদ্ধান্ত নির্মাণ করে আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকি, সেই স্রষ্টার অন্তর্লীন ধ্যানধারণার গভীরে প্রবেশ না করেই। ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের একচ্ছত্র নায়কপুরুষ শেকস্‌পীয়র যে সাঁইত্রিশ-সংখ্যক নাটকে বহুপ্রজ জনক, এ-তথ্যটুকু ওষ্ঠাগ্রে ধারণ করার মত সমঝদার যে কোন দেশে দুর্লভ, এমন বলিনা ; কিন্তু এর অর্ধেক-সংখ্যক অনন্য কিছু নাটকের সংগে বিশুদ্ধ নিবিড় পাঠসম্পর্ক আছে, মনে হয় এমন একাগ্র পাঠক অনেকক্ষেত্রেই প্রায় বিরল, স্বল্প। অথচ তারা বেশ কিছু ছকে-বাঁধা পরস্মৈপদী প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তকে সহজ নির্লিপ্তিতে অভ্যর্থনাজ্ঞানাতে বিশেষ আগ্রহী, শেকস্‌পীয়র-চর্চায় আন্তরিকতা না দেখিয়েও তারা উত্তপ্ত কন্‌ট্রোভার্সিতে যোগ দেন, আর্ণল্ডের সনেটের—'we ask and ask—thou smilest and art still,/out-topping knowledge'—এ জাতীয় বিশেষ কোন প্রিয়তম পঙক্তিকে উপলক্ষ্যমত প্রয়োগের কথা নিয়মিত ভাবেন, এবং নৈর্ব্যক্তিক নাট্যচর্যায় নিয়োজিত যেহেতু তার প্রতিভা, এতএব জীবনদর্শনের সামান্যতম প্রতিফলনও সেখানে অকল্পনীয়—এমন সনাতন মন্তব্য পোষণ করতেই উৎসুক হয়ে ওঠেন। অবজেক্‌টিভিটি নিশ্চয়ই নাট্যকলার গোড়ার কথা, সারমন্ত্র, এবং শেকস্‌পীয়র 'myriad mind' নিয়ে নিঃসন্দেহেই অনেকক্ষেত্রে আমাদের বোধগম্যতার আয়ত্বের ঊর্ধ্বে,—কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়। এখান থেকেই বিতর্কের বোধন, তর্কের যাত্রা। এখানে তর্ক মানে স্বপক্ষ-বিপক্ষ দু-তরফের উষ্ণ আলোচনা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমদূরত্বের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। ব্যক্তিত্বকে মঞ্চের আড়ালে নির্বাসন দেওয়ায় কোন শিথিল অসতর্ক মুহূর্তেও শেকস্‌পীয়র কোথাও উপস্থিত নন—এমন বক্তব্য বুঝি আজ কিছুটা সেকেলে হয়ে এসেছে ; বরং এখন নতুন থিয়োরির প্রবর্তন দরকার, চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন শেকস্‌পীয়র নাটকের কুশীলবদের মধ্যে দিয়েই কতখানি আছেন কিংবা থাকতে গিয়ে কতখানি নেই। ঠিক এই প্রসঙ্গেই বিখ্যাত মতানৈক্যের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, সনেট সম্পর্কে যেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশ্বাস—'with this same key Shakespeare unlocked his heart'—আক্রান্ত হয়েছিল ব্রাউনিঙের সপ্রতিভ প্রত্যুত্তরে : 'Did Shakespeare ? If so, the less Shakespeare he.' তর্কের সংজ্ঞাই হল।ই, কনট্রোভার্সির এই হল আদর্শ। অবশ্য যে কোন আন্‌কোরা অভিমতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত আটপৌরে চিরাচরিত মন্তব্যের চালচিত্রে এবং সেখানেই তার গুরুত্ব উপলব্ধির সুযোগ থাকে। শেকস্‌পীয়র নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় স্থিত থেকে তার প্রয়োগকর্মের দৃশ্যপটে সত্যি কতখানি দুর্লক্ষ্য, অব্যক্ত ছিলেন, সেটাই আমাদের প্রাথমিক বিচার্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, পরবর্তী পর্যায়ে নির্ধারিত হতে পারবে তার জীবনবেদের স্ফুরণে নাটকগুলি কতখানি সহায়ক ভূমিকা নিতে পেরেছে। বহুগ্রাহ্য সেই প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অবতারণাতেই আলোচনা শুরু করা যাক।

'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে/লয়ে তারিখ সাল'—শেকস্‌পীয়রের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। বিরাট ব্যক্তিত্বকে ঘিরে চুলচেরা ব্যবচ্ছেদ তো আছেই তবু যেন জীবনের অনেক কিছু এখনো 'built upon doubts and thrives upon perplexities.' নাটকগুলির সময়গত ক্রমিক তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারেও যথেষ্ট মতভেদ আছে, মতভেদ আছে পরিমার্জনার পরবর্তী প্রয়াসে এক একটা নাটকের চেহারা কিভাবে রূপান্তরিত হয়েছে—এই নিয়েও। মাত্র কুড়ি বছরের মত অল্প সময়ের ব্যাপ্তিতে এ বিরাট ঐশ্বর্য উন্মেষ কিভাবে সম্ভব, কিংবা সামান্য ল্যাটিন এবং সামান্যতর গ্রীক জানা কারুর পক্ষে যাদুবলে বিশ্বনাট্যকারের খেতাব অর্জন করাটা আরো কত অলৌকিক—এসব প্রসঙ্গের উত্থাপন ঘটলে, শেকস্‌পীয়র শেকস্‌পীয়রই কিনা, এমন আপাতঅবিশ্বাস্য সংশয় এসেও হাজির হয়। বেকন, মার্লো, আর্ল অফ অক্সফোর্ড—এ-জাতীয় বিতর্কিত একগুচ্ছ নাম পরিবেশকে অযথা উত্তেজিত করে তোলে। অথচ বিতর্কের এত গহন অরণ্যে আশ্রয়ের অহেতুক খোঁজ কোন্ ঈপ্সিত অর্থ বহন করবে? যেদিকটায় অবলীলায় দৃষ্টি এড়িয়ে চলা যায়, সেদিকটাতেই মাত্রাতীত অভিনিবেশ কেন?—'কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,/তাহার পানে নজর এত কেন?' নজরটা আসলে মুদ্রিত হওয়া উচিত স্রষ্টার ক্রমবিকাশের ওপর, যেখানে সে স্বয়ংপ্রকাশ। কিংবা, আমার তো মনে হয় শেকস্‌পীয়র শেকস্‌পীয়রে কতখানি উপস্থিত, উদঘাটিত, এ বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এই মুহূর্তেই এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে নতুনতর প্রসঙ্গের দিকে: আমরা শেকস্‌পীয়রে কতখানি আছি এবং ভবিষ্যতে শেকস্‌পীয়রকে আমরা কতখানি আমাদের মধ্যে সঞ্জীবিত করে রাখতে পারব। হাল্কাসুরে মহাসত্যের উচ্চারণ ঘটেছিল 'ক্ষণিকা'র কবিকণ্ঠে: 'কাব্য পড়ে যেমন ভাব/কবি তেমন নয় গো।' হ্যামলেট, লীয়র, ওথেলোর খণ্ড খণ্ড চরিত্রগুলোর একীকরণে শেকস্‌পীয়রের পূর্ণাঙ্গ ইমেজ নির্মিতি সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন একদিকে যেমন আলোড়িত হয়, তেমনি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এর বিপরীত তর্কটাও: শেকস্‌পীয়রের বক্তব্য ভাবুকতার বিভিন্ন অ্যাসপেক্টকে বিশ্লেষ করে, প্রচ্ছন্ন প্রবণতাগুলোকে টুকরো করে তার থেকে রোমিও, ম্যাকবেথ, অ্যান্টনি, ব্রুটাস কি [illegible] এক-একটা পূর্ণায়ত আলেখ্য তৈরী করা যায় কিনা। সূচনা করা যাক [illegible] প্রসঙ্গ দিয়ে যে, নাটক-লেখার সুবাদে এবং ফরমুলা-মাফিক আত্ম-অন্বেষী না হয়ে বরং পর্দার আড়ালে প্রকাশ-বিমুখ সুমহান এক শেকস্‌পীয়রত্ব বজায় রেখেছেন নাট্যকার নিজেই; অনেকক্ষেত্রে হিসেব-নিকেশ, ইঙ্গিত-আভাসের ঊর্ধ্বে স্থাপিত হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব, যা ছকের বাইরে, নিয়ত পরিবর্তনশীল। 'ওথেলো'র খলনায়কের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তিনি অন্যতর নির্দোষ অর্থে ঘোষণা করতে পারেন: 'I am not what I am'; কিংবা ইরসের সঙ্গে কথোপকথনরত অ্যান্টনি উচ্চাকাশের মেঘমালার অনিশ্চিত স্বরূপের যে উল্লেখ করছেন, ভেবে নেওয়া যেতে পারে সে অনির্দেশ্য অনির্দেশ্য অ-স্থির স্বরূপ আসলে শেকস্‌পীয়রেরই:

Sometime we see a cloud that's dragonish,
A vapour sometime like a bear or lion,
A tower'd citadel, a pendent rock,
A forked mountain, or blue promontory

> With trees upon't, that nod unto the world
> And mock our eyes with air.
>
> (*Antony and Cleopatra* Act IV Sc-XIV)

॥ দুই ॥

পত্রাকারে একবার মহাসত্যের উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন কবি জন কীট্‌স :

A poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no identity—he is continually informing and filling some other body.

আমরা এ মন্তব্যের তাৎপর্যকে আরো একটু সূক্ষ্মস্তরে ও বৃহৎ অর্থে কিছু সম্প্রসারিত করতে চাই। শেকস্‌পীয়র-সম্পর্কিত বক্তব্যপ্রতিষ্ঠার দাবিতে এই মুহূর্তে যা করা প্রয়োজন তা হল উপরি-উক্ত ওই মন্তব্যের আলোকে কোন কবিকে বিচারের বিষয় করে না তুলে বৃহৎ অর্থে কোন সাহিত্য শিল্পীকে—বরং কোন নাট্যকারকে নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা। কবির কথা অনুক্ত রেখে নাট্যকারকে নিয়ে অধ্যায়ের সূত্রপাত করার পেছনে যুক্তি আছে ; তা হল এই যে নাটকলেখার অন্তরালে অস্পষ্ট থেকে যায় নাট্যশিল্পী স্বয়ং, সচেতন নৈর্ব্যক্তিকতার কারবারী বলে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তাঁর অবলুপ্ত ব্যক্তিত্বের কথা ভাবতে আমাদের ভালও লাগে যেন। এই নাট্যকারের identity নেই, আত্মগোপনীয়তা আছে ; স্বপ্রচার নেই, objectivity আছে।

এ নিয়মনীতির সার্থক প্রতিফলন শেকস্‌পীয়রে, তাঁর নাট্যকলায় এবং সময়ে সময়ে আত্মাবলোপে। শেকস্‌পীয়রের এই নাট্যরীতির রূপশৈলী বর্ণনায়, 'infinite variety'-তে সে বিচিত্ররূপা, আবার সহস্র উপকরণে গঠিত তাঁর কাহিনী-কাঠামোতেও বিভিন্ন আবেদনের সঞ্চার। মূল আখ্যায়িকার বীজ রচনায় মৌলিকত্বের অভাব থাকলেও সর্বাত্মক আস্বাদে ও চরিত্রচিত্রণের অসাধারণত্বে তাঁর নাটকগুচ্ছ হয়ে উঠেছে জীবনের যথার্থ প্রতিবিম্ব। সবচেয়ে উল্লেখ্য হল এই যে, নাটকের যারা পাত্রপাত্রী তাদের অনুভূতি বা প্রবণতা-প্রবৃত্তির অবাধ বৈচিত্র্যে এবং বেশ একটা সংগতিসূচক দূরত্ব বজায় রেখে নাট্যকারের পূর্ণ মেজাজে শেকস্‌পীয়র ধরে রাখলেন তাদেরই বহুবিধ মানসিকতাকে, মৌন দর্শকের ভূমিকায় লক্ষ্য করলেন তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর বিরোধ-সংঘাত-কুটিলতাকে ; কিন্তু কোনো খানে স্বকীয় মত-প্রতিষ্ঠার আর্তি রইল না, আত্মস্ফুরণের সজ্ঞান প্রয়াসও তেমন চোখে পড়ল না। এই হল objective art-এর পরাকাষ্ঠা। তাঁর হ্যামলেট হ্যামলেট-ই, কিং লীয়র কিং লীয়র ছাড়া আর কিছুই নয়, ওথেলোর মধ্যে ওথেলোই সবকিছু নিয়ে সর্বাঙ্গীণ ; শেকস্‌পীয়রের আপন বক্তব্যের কণাটুকুও এদের কারুর মধ্যে নিয়োজিত নয়। কিংবা যারা মিলনধর্মী কমেডির কর্ত্রীনায়িকা সেই রোসালিণ্ড, পোর্শিয়া, ভায়োলা বা মিরাণ্ডা—এরা প্রত্যেকেই আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ; শেকস্‌পীয়র এদের একজনের প্রতিও পক্ষপাত প্রদর্শন করে বা তাকে সজ্ঞানে মুখপাত্র নির্বাচন করে তার মাধ্যমে নিজের মন্তব্যকে জাহির করতে প্রয়াসী হন নি। এই নিরপেক্ষ নাট্যরীতির প্রশস্তিতে নানাসময়ে মুখর হয়েছেন বিভিন্ন সমালোচক। শেকস্‌পীয়রের এই সাধনালব্ধ নৈর্ব্যক্তিকতা সম্পর্কে ওয়াল্টার র‍্যালের এক সারগর্ভ উক্তির ওপর কিছু আলোকপাত করা যাক :

It was necessary that he should lean no way ; that he should contemplate with absolute equality of judgment, the life of the court, cloistei, and tavern, and be able to sympathise so completely with all his creatures as to deprive himself, together with his personal identity, even of his conscience, as he casts himself in their hearts.

এ সুচিন্তিত মন্তব্যের সমর্থনে নিখুঁত প্রমাণ অজস্র উদাহরণে দেখান যেতে পারে। সে আলোচনার সূক্ষ্মতায় প্রবেশের আগে আরেক ধরণের অভিমত উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয়তা আছে। যে বার্ণাড শ নিজেকে শেকস্‌পীয়রের একতম প্রতিযোগী বলে দাবি করতেন, তার মন্তব্যের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করি : 'The devil can quote Shakespeare for his own pur,ose.' পরিহাস-চ্ছলে শেকস্‌পীয়রের dramatic objectivity-র এতবড় স্তুতিবাদ এত সংক্ষেপে বোধহয় আর কোন প্রতিভাই করতে পারেন নি। হ্যামলেটের দার্শনিকতা ও চিন্তার শিখরশীর্ষে একদিকে যেমন তিনি নাটকের আগাগোড়া অবলীলায় আরোহণ করেছেন,—এ আমাদের সার্বিক বাস্তব অভিজ্ঞতা; আবার অন্যমুহূর্তে এও দেখেছি সেই উঁচু পর্দায় বাঁধা 'out-topping knowledge' কে সংগী করে তাকে বারবার বিভিন্ন চরিত্রের নানাস্তরে পর্যায়ক্রমে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। সম্ভ্রান্ত মহলের রাজকীয় নায়ক-নায়িকার বর্ণাঢ্য সমাবেশ যেমন ছড়িয়ে আছে, তেমনি আছে শঠ শয়তান (ইয়াগো, এডমণ্ড, ক্লডিয়াস), নির্দয় ব্যক্তিত্ব (শাইলক), কৌতুকপ্রিয় হাস্যরসিক (ফল্‌সটাফ, বটম, লন্সিলট, টাচস্টোন), নিষ্ঠুরহৃদয়া নারীচরিত্র (লেডী ম্যাকবেথ, গণেরিল, রিগ্যান), গর্বিতা সম্রাজ্ঞী (ক্লিয়োপেট্রা) কিংবা এক শ্রেণীভুক্ত কিছু বুদ্ধিদীপ্ত 'নির্বোধ' (Wise Fools : ডগবেরি, ভার্জেস; ডাল, কসটারড ও ফেস্ট) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এদের উক্তি-কথন-দার্শনিকতার কোন শিথিল মুহূর্তের ফাঁকে শেকস্‌পীয়র নিজের মানসিকতাকে মূলধন করে একান্তে কিছু বলতে চাননি। যা বলেছেন সে তার নাটকের কুশীলবদেরই বিচিত্র স্তরের ভাষণ। দৃষ্টান্ত কিছু দুর্লভ নয়। মানব জীবনে সদ্‌গুণের (virtue) স্থান সম্পর্কে 'টেম্পেষ্ট' নাটকের মুখ্য ব্যক্তিত্ব প্রসপেরোর এক ধরণের দৃষ্টিভংগিমা :

The rarer action is
In virtue than in vengeance. (Act V. Sc-i)

'ওথেলো'র খলপুরুষ ইয়াগোর স্বীকৃতিতে কিন্তু স্বতন্ত্র চেতনা :

Virtue! a fig!
't is in ourselves that we are thus or thus.(Act I, Sc-iii)

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই দুই জাতের ভিন্নধর্মী মানসিকতা ও মতেরই বিকাশ ঘটানর জন্য শেকস্‌পীয়রকে নাট্য মুহূর্তের সর্বক্ষণই প্রস্তুত থাকতে হয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন চরিত্রের প্রকৃতিকে রূপায়িত করতে হয়েছে এবং সকল সময়েই সংগে সংগে নাট্যায়িত সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় দিতে হয়েছে। দুই গোত্রীয় উক্তির কারুর মধ্যেই স্রষ্টার ব্যক্তিগত চেতনার স্বাক্ষর রইল না। নিজস্ব দর্শনভাবনা নিয়ে মঞ্চের আড়ালে, পর্দার নেপথ্যে যদি কেউ থাকে, তবে সে এই নাট্যকার, এই 'unacknowledged legislator.'

আরো দু'একটি উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যকে আরো কিছুটা প্রমাণ-ভিত্তিক করা যাক। শেকস্‌পীয়রের নাট্যগুচ্ছ পাঠান্তে একটা অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নকে কিভাবে সমাধান করা যাবে—শেকস্‌পীয়রের জীবনদর্শনের স্বরূপ কি? ট্র্যাজেডি-কমেডির বিচিত্র মেজাজের সংগে সংগতি বজায় রেখে এক-এক রূপকল্পে জীবন সম্পর্কে তার এক এক ধরণের অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। নির্বাচন করে দেখান যেতে পারে কত অন্তহীন বৈচিত্র্যে তার বিকাশ ঘটেছে। তবু তার প্রকৃত উপলব্ধির জগত যথারীতি সুদূর রয়ে গেল। 'কিং জন'-এর লুইসের বিবেচনায় চমকহীন জীবনে গদ্যময় একঘেয়েমির পুনরাবৃত্তি : 'Life is as tedious as a twice-told tale/Vexing the dull ear of a drowsy man'; কিং লীয়রের স্বগত-ভাষণে সেই জীবনটা হয়ে দাঁড়াল কিছু নির্বোধের নাটমঞ্চ : 'When we are born, we cry that we are come/To this great stage of fools.' কিংবা 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'-এর মুখবন্ধে ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিই নির্দেশ—'The two hours' traffic of our stage'; এ ছাড়া রয়েছে 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর প্রাণপুরুষ রসিক টাচস্টোনের আপাত লঘুমেজাজে জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত : 'So, from hour to hour, we ripe and ripe/And then from hour to hour, we rot and rot/And thereby hangs a tale.' কিন্তু এইসব নৈরাশ্যচিহ্নিত উক্তিকে ছাপিয়ে আশাবাদের সুরও কিছুটা স্পন্দিত হয়ে উঠল শেষ নাটকের পাতায়। সেখানে জীবনের আরেক দ্যোতনা, স্বপ্নময় তন্ময়তা হয়ে তা দেখা দিল প্রসপেরোর কাছে :

> We are such stuff
> As dreams are made on, and our little life
> Is rounded with a sleep.

প্রশ্ন হল, কোন বক্তব্যের গণ্ডীর মধ্যেই কি শেকস্‌পীয়রের স্বকীয় জীবনচেতনাকে সার্থকভাবে ধরা গেল? ধরা গেল না এইজন্য যে, শেকস্‌পীয়র বিশুদ্ধ নাট্যরীতিকে সমীহ করে চরিত্রের মাধ্যমে আত্ম-উন্মোচনে সজ্ঞানেই নিস্পৃহ ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা, তার বিরাট জীবনদর্শনকে অত অনায়াসে মুষ্টিমেয় চরিত্রের গোটা-কয়েক কথার আঁচড়ে উপলব্ধি করার চিন্তাটাই বাতুলতামাত্র। হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো কিংবা লীয়র—এদের কারুর মধ্যেই শেকস্‌পীয়রের গভীর জীবনবাণীকে তুলে ধরবার মত ক্ষমতা ছিল না। আসলে এদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে আংশিক প্রতিফলন হয়তবা বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে, কিন্তু নাট্যকারের 'life-philosophy' বলতে যা বোঝায়, তার পূর্ণাঙ্গ ইঙ্গিত এদের মধ্যে কোথাও নেই; বরং সকল চরিত্রের স্বপ্নাতীত কিংবা তাদের দর্শন-ভাবনার স্তর পেরিয়েই অজ্ঞাত রইল শেকস্‌পীয়রের অন্তর্লীন জীবনবেদ। ফরমুলা-অতীত বাখ্যার ঊর্ধ্বেও তো কোন কোন প্রশ্ন-প্রত্যয়ের অবস্থান স্বীকার করে নিতে হয় :

> —There are more things in Heaven and Earth,...
> Than are dreamt of in your philosophy. (*Hamlet*, Act I Sc-v)

॥ তিন ॥

ওপরে যে দৃষ্টিভংগী ও আলোচনা পেশ করা হল তার উদ্দেশ্য ছিল শেকস্‌-পীয়রের নৈর্ব্যক্তিকতা সম্পর্কে কিছু প্রতিষ্ঠিত সাধারণভংগীর মতামতকে বিজ্ঞাপিত

করা; কিন্তু আমি প্রথম অধ্যায়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম চিরাচরিত ধারণার সম্প্রসারণের। চরিত্র-উপযোগী বা ঘটনা-আশ্রয়ী আকস্মিক কোন উচ্চারণকে শেকস্‌পীয়রের নিজস্ব অভিমত ও বিশ্বাস উন্মেষক বলে ভাবলে কতখানি অসঙ্গত বিচার করা হবে তা সহজেই অনুমেয়; অপরপক্ষে, কোন গঠনাত্মক উক্তি বা বক্তব্যার যেখানে পুনরাবৃত্তি ও গুরুত্বনির্দেশ ঘটে সেখানে তা শেকস্‌পীয়রের স্বকীয় বলে ভাবাটা সমীচীন কিনা ভেবে দেখা দরকার। তাছাড়া, মহান শিল্পীর দর্শন ভাবনা কি জীবনীর মত অল্প-আয়তন ধরা-বাঁধা একটা আঁধারের মধ্যে গচ্ছিত থাকতে পারে?—তা নিহিত হয়ে থাকে একমাত্র সাক্ষি তার শিল্পকৃতির মধ্যেই। শেকস্‌পীয়রের লেখার ভেতর থেকে তার একটা বিশিষ্টতা সন্ধান করে বার করা দুষ্কর এইজন্য যে, তার সেটা একটা মহৎ বিশেষত্ব। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে শেকস্‌পীয়র তার রচনাকীর্তি বা চরিত্র চিত্রণের মধ্যে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন সপ্রত্যয়ে'……শেকস্‌পীয়রের অনেকগুলি সাহিত্য সন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত-স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেকস্‌পীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোন অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারি নে। সেরকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃ অংশ থেকে বিচ্যুত হতে হয়' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৮৪১)। সমস্যাটা আসলে শেকস্‌পীয়রের জীবন জানার ব্যাপারটাকে নিয়ে নয়, তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা গড়াকে নিয়ে। এবং সেখানে গুরুত্ব পাবে তার নাটকগুচ্ছই, জীবনচরিত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে র‍্যালের বক্তব্যকে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হয়:'…… the rapid, alert reading of one of the great plays brings us nearer to the heart of Shakespeare than all the faithful and laudable business of the antiquary and the commentator.' উচ্চারণ যেখানে তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গের স্তর অতিক্রম করে প্রায় প্রবচনের গাম্ভীর্য অর্জন করছে, সেখানে যেন শেকস্‌পীয়রের বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও সত্তার অনেকটাই উদ্ঘাটিত এবং ঘোষণাগুলো নাটকের সীমিত সীমানা পেরিয়ে একেবারে আমাদের অভিজ্ঞতার চৌহদ্দির মধ্যে এসে সত্যতর হয়ে ওঠে। সে-সব উক্তিও কোন চরিত্র বিশেষেরই নিশ্চয়ই (নাটকে যেহেতু চরিত্রাতীত কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ সম্ভব নয়), কিন্তু তাদের উত্তরণ ঘটছে সার্বিকতায়। অভিজ্ঞতার অনেক পর্যায় অতিক্রম করে (এখানে তার ব্যক্তিগত প্রেমজীবন স্মর্তব্য) যখন তাকে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে শুনি 'Frailty, thy name is woman,' কিংবা 'judge not so that ye be not judged,' ইত্যাদি, অথবা 'O! it is excellent/To have a giant's strength, but it is tyrannous/To use it like a giant; অন্যদিকে যখন তার নিয়তিনির্ভরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিধৃত হতে দেখি: 'As flies to wanton boys are we to the gods/They kill us for their sport,' নয়ত—'O, that a man might know/The end of this day's business ere it come,/But it sufficeth that the day will end,/And then the end is known'—তখন এ-সবের মধ্যে অদৃশ্য অবস্থান একমাত্র শেকস্‌পীয়রের এবং সেইসূত্রে আমাদেরও; যেহেতু বাস্তবজীবনের সত্যের গভীরে মগ্ন হয়ে মিশে যাবার মত ক্ষমতা এদের প্রত্যেকটির আছে, অন্তরঙ্গ উপলব্ধির নিবিড়তায় এদের প্রত্যেকের সঙ্গে জীবনের প্রবহমানতাগুলো

অনায়াসে খাপ খেয়ে যায়। এমন কি আমাদের প্রাত্যাহিক জীবন থেকে ছেঁকে নেওয়া মুহূর্তগুলিই—সামান্যতায় যারা সহজপ্রাপ্য—নাটকের পরিস্থিতি-নিয়ামক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় : সংকটগর্ভ মুহূর্তে ডেসডিমোনার হাত থেকে রুমালটি খসে পড়া, চরম দুঃসময়ে ম্যাকবেথের দুর্গে নিহত হওয়ার জন্যই যেন রাজা ডানকানের উপস্থিতি অথবা কর্ডেলিয়ার প্রাণ বাঁচাতে এডগারের এক মুহূর্তের বিলম্ব—এ সবই।

আমি পূর্বেই বক্তব্য রেখেছিলাম, জীবনী-সন্ধান নয়, ব্যক্তিত্ব অন্বেষণই শেকস্‌পীয়র-পাঠকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। জীবনকথার সংগে আকস্মিক সাযুজ্য আছে, এমন ঘটনার উল্লেখকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে একমাত্র সময়-বিশেষেই, সবক্ষেত্রে নয়। 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর অনিচ্ছুক স্কুলগামী ছেলেটির শম্বুকগতিতে পদক্ষেপের ছবিটি অনেকের কাছে শেকস্‌পীয়রের স্কুল-পালানো অভিজ্ঞতার হয়ত নির্ভুল স্মারক ; কিংবা 'টুয়েলফ্‌থ নাইট'-এর ডিউক ওরসিনোর সেই অমূল্য সতর্কবাণী—বিবাহে বয়সে বড় স্ত্রী অবাঞ্ছনীয়—শেকস্‌পীয়রের ব্যক্তিগত অসুখী দাম্পত্য জীবন থেকে উৎসারিত। এ-জাতীয় সাদৃশ্য-সন্ধানের মধ্যে কৃতিত্ব যতটা আছে, স্থিরতা যেন ততটা নেই, চমক আছে, নির্দিষ্টতা নেই। প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্বের মুক্তিলাভ যেখানে এবং তারই সংঘাতে যেখানে আগাগোড়া জেগে ওঠা, 'হাড়গোড়-ভাঙ্গা ছাঁটচাপা অঙ্গহীন জীবনকে' সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধির প্রয়াস যেখানে, সেখানে এই খুচরো চমকের মূল্য কোথায় ? —'শেকস্‌পীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকেই পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেকস্‌পীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন।' ফরাসী উপন্যাসকার আনাতোল ফ্রাঁসের একটি মন্তব্য মনে পড়ছে : 'This Hamlet and we live together. His soul is of the same age as ours. He was a man, he is a man, he will be the whole of man.' হ্যামলেটকে ছাপিয়েও এ উক্তি তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সমানভাবে সার্থক। একটা সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক হাসি অশ্রু এবং দুঃখ-বেদনার কলকাকলির চেয়ে আমরা শেকস্‌পীয়রের মধ্যে গাঢ়তর সত্য অনুভব করি, দৈনন্দিন সংসারের যথাযথ বর্ণনা অপেক্ষা প্রতিদিন-ভুল'ও প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। এবং ঠিক এই সত্যের উপর আস্থাশীল থেকে বলতে পারি আগামী দিনে আমাদের নিশ্চিততম সংগী এই শেকস্‌পীয়র, যার জীবন প্রকাশে নয় বরং ব্যক্তিত্বস্ফুরণে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে তার অনিঃশেষ শিল্প-কীর্তি। এই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্তটি উপস্থাপন করা যাক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> 'যিনি যাই বলুন শেক্সপীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজে জ্যোতির মত চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ; যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেস্‌ডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফলস্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেক্সপীয়রের মানব হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।'
>
> —রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৮৪২

॥ চার ॥

'...a surgeon of old shoes'—নিজের গোত্র-পরিচয় দিতে গিয়ে কথা-টাকে এইভাবে পেশ করেছিল একটি গৌণ চরিত্র 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের প্রথম দৃশ্যে। শেকস্‌পীয়রের কৃতিত্বও ছিল ওইখানেই, পুরনো ধারকরা আখ্যান কাহিনীর নবীকরণে, মেরামত করে তাদের সৌন্দর্যের কাঠামোয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করায়, তুচ্ছ উপকরণকে শোধন-সংস্কার করে তার মধ্যে দৃষ্টিভংগীর মৌল আভিজাত্য সঞ্চারে। উপাদানটুকু ছিল শুধু বীজ হিসেবে, সম্ভাবনার আকর হিসেবে, এর থেকে যা-কিছুর উদ্ভব হল, তার মধ্যে আটপৌরে গল্পের কণামাত্রও আর রইল না, রূপান্তর এল সর্বাঙ্গীন, মেজাজে এবং প্রকরণে—'a sea change into something rich and strange.' নাটকগুলোর ক্রমিক সময়গত তালিকা (chronological order) এখনো পর্যন্ত বিতর্কমূলক থেকে যাওয়াতে আলোচনার সুবিধার্থে অনেকে এদের—কমেডি, ইতিহাস আশ্রিত ও ট্রাজেডি—এই শ্রেণীবিভাগে স্থাপন করার পক্ষপাতী, যে আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল First Folio-তে। এতে অবশ্য অসঙ্গতির ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক সম্ভব নয়, যেহেতু এ জাতীয় শ্রেণী নির্দেশে অনাস্থাই ছিল স্বয়ং নাট্যকারের ; যেহেতু ম্যাকবেথ, লীয়র, অ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রার মত আপাতবিচারের বিশুদ্ধ ট্রাজেডিরও ভিত্তিমূল ছিল রোমান অথবা ইংরেজ ইতিহাসের শেকড়ে ; যেহেতু কমেডি বিভাগে টেম্পেস্টের শ্রেণীভুক্তি হওয়া সত্ত্বেও পেরিক্লিস, সিমবেলিন ও উইনটারস টেল প্রভৃতি সংগী-রচনা সমেত তাদের একটা সম্পূর্ণ পৃথক গোত্র আছে, —dramatic romance হিসেবে তাদের গ্রহণ করতেই আমরা যেন বেশি অভ্যস্ত। ডাউডেনের সেই বিখ্যাত চার মেজাজের শ্রেণীবিভাগও একটা অতি প্রচলিত অভিমত, যেখানে প্রাথমিক অপটুতা থেকে সমাপ্তিক সিদ্ধি পর্যন্ত phase-গুলোর নামকরণ হয়েছে এইভাবে—'In the workshop', 'In the World', 'Out of the Depths' ও 'On the Heights.' এই ফরমুলার-ই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রাপ্তব্য উনা এলিস ফার্মারের বক্তব্যে :

> 'First there is the experience of the comedy of the world, whose essential quality is perhaps the conviction of the prevailing wholesomeness and rightness in life ; the conviction that life is, on balance, a good arrangement ... Next comes a revaluing, first in the Histories and then in the tragic-comedies of early years of the seventeenth century ; and, after that, the superlative balance of the tragedies with the vast width of implication, the weight of thought, the reappraisal of the world of comedy, history and tragi-comedy in terms of inexplicable mystery, in which, yet, their values are preserved and placed.......And, finally, there comes the phase in which wisdom and comprehension pass beyond the tragic balance, even as the poets material passes beyond the world he has hitherto discovered.'
>
> —*The study of Shakespeare*, Pages : 14-15

কমেডি দিয়ে শুরু করার মুহূর্তেই বলে রাখা উচিত শেকস্‌পীয়রের কমেডি, শেষ বিচারে, ব্যঙ্গাত্মক নয়, পুরোপুরি কাব্যিক, সৃষ্টির মেজাজ আছে বলেই এর মধ্যে গোঁড়ামি নেই, এর আসল আবেদন কল্পনার তন্ময়তায়, যুক্তির জগতে নয় ; এ হল শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির ফসল, কোন সমালোচকের শিকরে তাই এ নয়। ক্ল্যাসিকাল ইউনিটির ধারণাকে অস্বীকার করছে বলেই যে শেকস্‌পীয়রের কমেডির মেজাজ রোমান্টিক হয়ে এসেছে তা নয় ; এর কারণ হল বর্ণিত জগতটাই যেন রূঢ় বাস্তবের থেকে, উন্মাদ জনতার ভীড় থেকে অনেক দূরে সরে-আসা এক সপ্নাবৃত কল্পলোক, 'a rainbow world of love in idleness.' একমাত্র দূরচারী কল্পনানির্ভরে পাঠক একবার আর্ডেন অরণ্যে, একবার ইলিরিয়ার সমুদ্রতটে, কখনো মেসিনায়, আবার কখনো ভেনিসের জলপথে বিহার করতে পারে। প্রেমনিবেদন যেখানে অবসর-বিনোদনের একমাত্র ভাবনা, অলস মন্থর সেই স্বপ্ন জগতে আর কোন কর্মপ্রবৃত্তির তাড়না নেই। অথচ ওরই মধ্যে এক একটা চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে শুধুমাত্র বাস্তব জীবনটার রুক্ষ পরিচয়টুকু মাঝে-মধ্যে জানিয়ে দেবার জন্য। 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর জ্যাকস যেমন মানুষের অকৃতজ্ঞতার পরম সাক্ষি থেকে জীবনের অন্ধকার দিকের কিছু আভাস দিচ্ছে ; কিংবা 'এ মিডসামার নাইট্‌স ড্রিম'-এ বটম ও তার অনুচরেরা বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে ; অথবা টুয়েলফ্‌থ নাইট'-এ ম্যালভোলিও গৌণকাহিনীটি এবং বিদূষকের সারগর্ভ মন্তব্য ওই একই উদ্দেশ্যে যেন সংযোজিত হচ্ছে। আবার চরম অবাস্তবতার নিদর্শনও কিছু কম নয় এই জগতটায়, অতিমাত্রায় কাল্পনিক অবিশ্বাস্য আখ্যানবস্তুর সংগে সাক্ষাৎ ঘটতে পারে হামেশাই : ভ্রাতা ও ভগ্নীতে চেহারাগত সাদৃশ্য এমনই অবিকল যে চিনতে পারা অসম্ভব (টুয়েলফ্‌থ নাইট) ; মায়াঞ্জনের প্রভাবে পশুর প্রতি প্রেমাসক্ত হওয়াও বিচিত্র নয় (এ মিডসামার নাইট্‌স ড্রিম) ; উপকারের অঙ্গীকারে শরীরের এক পাউণ্ড মাংস পর্যন্ত উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দেয় বন্ধুর জন্য বন্ধু (মার্চেন্ট অফ ভেনিস) ; অথবা পুরুষের ছদ্মবেশে নায়িকা অবলীলায় প্রতারণা করতে পারে প্রেমাস্পদকে (এ্যাজ ইউ লাইক ইট)। সম্ভবের গণ্ডী পেরিয়ে, স্বাভাবিকতার সীমানা ছাড়িয়েই তো কমেডির আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জের সমারোহ। আসলে কমেডির মধ্যে এই অবাস্তবতার, এই অভাবিত absurdity-র সমর্থন থাকে সব সময়েই : 'Every play of Shakespeare begins with a request. It asks us to admit something.'

প্রেম—প্রথম দৃষ্টির প্রেম—শেকস্‌পীয়রীয় কমেডির আরেকটি চিরন্তন উপকরণ। রোমান্স হল যৌবনের সম্ভাবনা, উত্তরণের সোপান, এবং এই রোমাঞ্চিত যৌবনকে বিষয়-উপলক্ষ্য করে শেকস্‌পীয়রের যাবতীয় কমেডি,—যে যৌবন আবেগ ও আশাবাদের সফল প্রতীক, প্রাণোচ্ছ্বাস ও উন্মাদনার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। কমেডিগুলোর পরিবেশ-পরিমণ্ডলের মধ্যেই প্রেমাবেগের এক উচ্ছল অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি আছে, যৌক্তিকতার সংগে যার সংস্রব নেই, যে সময়ের নির্বোধ দাস-ও নয় এবং পরিবর্তমানতায় স্থিত থেকেও যে নির্বিবাদে অপরিবর্তিত থেকে যায়। নায়ক-নায়িকার পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হয়ে ওঠা সম্ভব হয় এ সবের সূত্রেই। প্রেমার্তির আত্যন্তিকতা নিয়ে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, 'মাচ এ্যাডো'তে যেমন বিয়েট্রিস এবং বেনেডিক সমান-সমান ভূমিকা দখলে আগ্রহী। আবার, প্রেমাস্পদকে প্রত্যক্ষ

কাছে-পাওয়ার মধ্যে আছে অনুভূতি-উদ্বেলতার প্রাচুর্য, আছে পর্যাপ্ত প্রগল্‌ভতা। অরল্যাণ্ডোর সংগে কথোপকথনকালেই রোসালিণ্ডের উচ্ছ্বাসময়তার সর্বোত্তম মুহূর্তটি রচিত হয়; পোর্শিয়া যতটা অনুরাগউষ্ণ ব্যাসানিওর সান্নিধ্যে ততটা যেন অন্য কারোর কাছে নয়; অলিভিয়ার হৃদয়-উদ্ঘাটন একমাত্র ভায়োলার কাছে; এবং বিয়েট্রিস সুরসিকার মেজাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত শুধু বুঝি বেনেডিকের অন্তরঙ্গতায়। রোসালিণ্ডের কাছে প্রেমনিবেদনের পাঠ নিতে হয় অরল্যাণ্ডোকে এবং জুলিয়েটের উচ্ছ্বাসপ্রাবল্যে আত্মহারা রোমিও অনায়াসে ভুলে যেতে পারে তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে। এই হল শেকস্‌পীয়রের প্রেমের জগত, যেখানকার নিত্যবাণী হল: 'Who ever loved that loved not at first sight!' প্রেম এসেছে যেখানে, কাব্য এসেছে তার আগে, আর লিরিক্যাল সংবেদনের দাবিতে সেই সংগে এসেছে সংগীতের মূর্ছনা। প্রেম-পরিবেশের খোরাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সংগীতকে। 'টুয়েলফ্‌থ নাইট'-এর সূচনা সংগীতে, 'এ্যাজ ইউ লাইক ইট'-এর সমাপ্তি সংগীতে, এবং 'মিড সামার' যেন মীড়-গমকে ঝংকৃত কিছু সুরলহরী।

'All lectures on Shakespeare's comedies tend to become lectures on Shakespeare's women'—Gordon-এর এ ঘোষণা তাঁর কমেডি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োগযোগ্য। নারীর ভূমিকাপ্রাধান্য এখানে এত বেশি যে নায়কের অস্তিত্ব-অবলুপ্তির দৃষ্টান্ত খুব সহজপ্রাপ্য। অথচ এ-নীতি বরং কম-বেশি অস্বীকৃত হচ্ছে তার ইতিহাস-আশ্রিত ও বিয়োগান্তক নাটকগুলোতে। 'শেকস্‌পীয়রে নায়িকাই আছে, নায়ক নেই'—রাসকিনের সেই প্রিয় শ্লোগানটি তার অন্য মেজাজের নাটকগুলি সম্পর্কে যতই বেমানান হোক, কমেডি সম্পর্কে একটুকু নয়। কমেডির লঘুচপল পরিবেশ ও spirit-টাই নায়িকাদের পদক্ষেপের পক্ষে অনুকূল, এখানেই সম্ভব হয়েছে তাদের সুপ্ত ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের পূর্ণস্ফুরণ, পুরুষচরিত্রের বলিষ্ঠ দাপট সেখানে খাপছাড়া, বেসুরো। বিয়েট্রিস থেকে মিরাণ্ডা পর্যন্ত বিভিন্ন ধাঁচের নারীমানসবিশ্লেষে কখনই মনে হয় নি এ-চরিত্র তার আয়ত্ত-অতীত; রোসালিন, মারিয়া, ক্যাথারিন, এমিলিয়া, জুলিয়া, হেলেনা, পোর্শিয়া, নেরিসা, হেরো, রোসালিণ্ড, সিলিয়া, ফিবি, অড্রে, ভায়োলা, অলিভিয়া,—এরা হল কমেডির সোনালি রোদ, মাঝে-মাঝে এদের জীবনে মেঘঝঞ্ঝার আনাগোনা থাকলেও সুখ-স্বপ্ন-সাফল্যের চাবিকাঠি-ই এদের হাতে। কমেডিতে প্রেমের সার্থকতা এসেছে অনিসঙ্গে, নির্বিঘ্নে,—এ-কথা বললে শেকস্‌পীয়রীয় কমেডি-পরিণতি সম্পর্কে একটু ভ্রান্ত পর্যাপ্তি-ই গড়ে ওঠে। অথচ তা নয়, মিলন বিলম্বিত হয়েছে, অকারণ ভুল-বোঝাবুঝি মনোমালিন্যের সূচনা হয়েছে বিভিন্ন পর্বে, অনেক পরিচয়-প্রত্যাখান, সংশয়-সত্য, অশ্রু-হাসির পথ পেরিয়ে বেজে উঠেছে ঐকতানের সুর: 'The course of true love never did run smooth.' চরম জটিলতা ঘনিয়ে এসেছে, আবার তুঙ্গ মুহূর্তে ঘটেছে সমস্ত কিছুর অপ্রত্যাশিত গ্রন্থিমোচন। বহু রোমাঞ্চ, বিরোধ, প্রতিকূলতার পর্দা সরিয়ে এসেছে প্রার্থিত মিলন। অবাঞ্ছিত মনকষাকষির বিষণ্ণতা একদিকে, অন্যদিকে উচ্ছ্বসিত নির্মল হাসির নির্ঝর। এবং এই হিউমার বহুকৌণিক, সহিষ্ণু, মার্জিত, এর জন্ম জীবনবিতৃষ্ণায় নয়, উপলব্ধির ঔদার্যে, দরদী অনুভবের আশ্রয়ে: 'The genial laughter of Shakespeare of human absurdity is free from even that amiable cynicism

which gives to the humour of Jane Austen a certain piquant flavour ; it is like the play of summer lighting, which hurts no living creature, but surprises, illuminates and charms.'

শেকস্‌পীরিয়ান কমেডিতে এই হিউমারের বিভিন্নমুখী রূপায়নের দায়িত্ব পড়েছে সরাসরি বিদূষকের ওপর ; কৌতুকের প্রবাহবন্যায় সে জমা করে রাখে কিছু তামাসামুখর মুহূর্ত। যে-কোন হালকারসের কমেডিতে (এমন কি উঁচু-পর্দায়-বাঁধা ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্যের মধ্যেও) এর সাক্ষাৎ অনিবার্য। সংবেদনশীল পাঠকের মনে তাই অনেক বিদূষক-হাস্যরসিকের ভীড়—বুলি বটম্‌, ফেসট্‌, স্যার অ্যান্‌ড্রু, স্যার টবি, টাচস্টোন, ডগবেরি, ভার্জেস, ডাল, স্যার জন ফল্‌সটাফ, কস-টারড, লীয়রের ভাঁড়, ইত্যাদি। এরা নিজেরা যে এক-একটি রসজ্ঞ ব্যক্তিত্ব শুধু তাই নয়, রসবোধ সংক্রামিত করে অপরকে হাস্যোদ্বেল করে তোলার দুর্লভ ক্ষমতাও আছে এদের মধ্যে ; ফল্‌সটাফের উক্তি স্মরণীয় এ-প্রসঙ্গে : 'I am not only witty in myself, but the cause that wit is in other men.' রঙ্গরস সৃষ্টি করা ছাড়াও এরা কমেডির মুখ্য ও গৌণকাহিনীর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাবার দায়িত্ব নিচ্ছে অনেকক্ষেত্রে ; অনেকক্ষেত্রে ভাষ্যকারের ভূমিকায় চরিত্র ও ঘটনাক্রমের ওপর মন্তব্য জুড়ে দেওয়ার প্রবণতাও দেখছি এদের মধ্যে। যাকে Fool আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, আসলে সে বহুক্ষেত্রে নাটকের জ্ঞানী চতুরতম চরিত্র : 'Better a witty fool than a foolish wit.' টাচস্টোন বা লীয়রের বিদূষকের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণগুলো এক-হিসেবে নাটকের সমগ্র চরিত্রের উন্মেষক ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমেডি সম্পর্কে আর যা বলার থাকে, তা হল প্লট-বিন্যাস ও চরিত্রায়ন সংক্রান্ত। মিলনাত্মক কাহিনীনির্মাণের গাঠনিক শুদ্ধতা ও পরিকল্পনায় মনোযোগী হতে দেখিনি নাট্যকারকে। আখ্যানবস্তু তাঁর কমেডিতে ক্যানভাস বা প্রেক্ষাপটের দাবি মিটিয়েছে মাত্র। ট্র্যাজেডিতে যা ঘটতে দেখি চরিত্রের প্রয়োজন থেকে কাহিনীর উৎসার—তেমন কোন নজীর নেই তাঁর কমেডিগুলোতে, এমন কি অনেক সময় জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনী বা যুক্তিনিষ্ঠ প্লটশৃঙ্খলারও যেন অভাব দেখা যায়। বিস্ময়কে জাগরূক রাখতে ঘটনায় অতিমাত্রিক বাহুল্য আসে, আসে অর্থহীন কৌতুক, কৃত্রিমতা, শব্দপ্রয়োগের দুরন্ত উন্মাদনা, আত্যন্তিক chance-নির্ভরতা, ছদ্মবেশ, ব্যক্তিত্বের লুকোচুরি কিংবা উদ্দেশ্যের এলোমেলো খেলা। Mackail তাঁর *An Approach to Shakespeare*-এ এ-প্রসঙ্গেই বলছেন : 'Shakespeare took no pains to fasten up loose ends. He was concerned with dramatic effectiveness, not with the artifice of construction.' এ সমস্ত কিছুর দৈন্য অবশ্য পূরণ করে নেওয়া হয়েছে চরিত্রচিত্রণের আশ্চর্য দক্ষতাবলে। কাহিনীর মধ্যে পরিবেশ ও কাব্যিক মেজাজগত এমন একটা অপরূপ লাবণ্য আছে, চরিত্রগুলোর মধ্যে এমন কিছু উপভোগ্য বিশিষ্টতা আছে কিংবা গোটা আখ্যানপ্রবাহের মধ্যে কী-যেন শিহরণ-রোমাঞ্চ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যার জন্য কমেডির স্রষ্টাকে চিনে নেওয়াটা কঠিন হয় না। অবশ্য শেকস্‌পীরিয়ান কমেডির জনপ্রিয়তার কারণ হয়ত অন্যখানে—শুধুমাত্র সরসকৌতুক ঘটনার সঞ্চয়ন এ নয়, এ হল রৌদ্রচিক্কণ জীবনের উপচে-পড়া আনন্দ, আনন্দের কাব্যায়ন, উচ্ছল লঘু মেজাজের এক-এক টুকরো নিটোল অভিব্যক্তি।

॥ পাঁচ ॥

আবেদনের দিক দিয়ে শেকস্‌পীয়রীয় কমেডির আরও বিবিধ মেজাজ রূপায়িত হয়েছে তার 'ডার্ক কমেডি' এবং 'ড্রামাটিক রোমান্স' রচনার মাধ্যমে। প্রথমে ডার্ক কমেডির কথা। রোমান্টিক কমেডির মিলনমুহূর্তের সমন্বিত সুরমূর্ছনা আর ট্র্যাজেডির মর্মন্তুদ অন্তর্দাহের মাঝামাঝি এ একটা নতুন পর্যায়, একটা নাটকীয় phase, যেখানে প্রথম দিককার হাস্যপরিহাসের বদলে বিষণ্ণতার মেঘ এসে জমা হয়েছে, বিতৃষ্ণ জীবনের গাম্ভীর্য ছায়া ফেলেছে এখানে-ওখানে, বিদূষকের নাম-মাত্র ভূমিকায় একঘেয়েমির ক্লান্তিকর কিছু মন্তব্য ছড়িয়ে রয়েছে। মেজার ফর মেজার, অল্‌স ওয়েল দ্যাট এনড্‌স ওয়েল ও ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা—এই নাটকগুলো এই শ্রেণীভুক্ত। সমস্যার ইংগিত থাকলেও এদের 'problem play' হিসেবে চিহ্নিত করতে অনেকে অনিচ্ছুক শুধুমাত্র এই কারণে যে সেক্ষেত্রে এই ত্রয়ী নাটক ছাড়াও আরো কিছু নাটকের (জুলিয়াস সীজার, হ্যামলেট, টাইমন অফ এ্যাথেন্স) অন্তর্ভুক্তির কথা অবশ্যই চিন্তা করা প্রয়োজন। স্বতন্ত্র এবং একান্ত একক একটা গোত্র-পরিচয় আছে বলেই এদের সঠিক অর্থে কমেডি বা ট্র্যাজেডি না বলে 'ডার্ক কমেডি' নামেই আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে; 'ডার্ক, যেহেতু পুরোদস্তুর ট্র্যাজেডির দুঃসহ ঘন অন্ধকারের ছায়া এসে পড়েছে এখানে, সুখ-সমাপ্তির (happy ending) আভাস শুধুমাত্র শেষদৃশ্যে। জীবনের প্রতি চূড়ান্ত বিরাগ-বিতৃষ্ণা এদের জন্মকারণ। ইতিহাসকার এ্যালবার্টের ভাষায়ঃ 'They reflect a cynical, disillusioned attitude to life, and a fondness for objectionable characters and situations. In them Shakespeare displays a savage desire to expose the falsity of romance and to show the sordid reality of life.'

চসারের সেই পুরনো আখ্যানের রূপান্তর ঘটিয়ে 'ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা'য় শেকস্‌পীয়র দেখাতে চাইলেন রোমান্সকে বাদ দিয়ে প্রেমের চেহারাটা কি ভয়াবহ প্রতারকের কিংবা যুদ্ধের ধারণাটাই বা কি নির্মম! যৌনলালসার বিভীষিকায় প্রেমের অবনতি সম্পূর্ণ। বার্নাড শ যথার্থই বলছেন—'Shakespeare treated the story as an iconoclast treats an idol.' এ হল মূল্যবোধ ভেঙে পড়ার কাহিনী। ট্রয়লাস রোমিওর মতই বিশ্বস্ত প্রেমিক, কিন্তু যার ভালবাসায় তার নিজেকে সঁপে দেওয়া, সে কিন্তু জুলিয়েটের মত প্রেমে নিশ্চল ধ্রুব নয়। 'অল্‌স ওয়েল'-এ প্রেমের উত্তরণ ঘটবার আগে যা এসেছে তা হল হেলেনার প্রতি বার্ট্রামের চূড়ান্ত বিরাগ, হেলেনার জেদী প্রণয়লিপ্সা এবং সময়ান্তরে জীবনের প্রতি বার্ট্রামের একান্ত অনীহা। প্রেম-সম্পর্কিত জটিলতার বিষয়বিচারে এর মধ্যে এসেছে আধুনিকতার আস্বাদ। 'মেজার ফর মেজার' যৌনবিকৃতির সেই প্রাক্তন বিষয়-বস্তুতে ফিরে যাওয়া, যেখানে ক্লডিয়োকে প্রাণভিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে তার ভগ্নী ইসাবেলার কাছে দেহজ প্রেম কামনা করে এঞ্জেলো, যেখানে সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে তার দুর্বলচিত্ত ভ্রাতার সহজ স্বীকৃতিতে শিহরিত হয়ে ওঠে ইসাবেলার সমস্ত অস্তিত্বঃ

> 'O you beast!
> O faithless coward! O dishonest wretch!
> Wilt thou be made a man out of my vice?'

কমেডির শেষপরিণতির আগে এই যে অন্ধকার, এই যে বিতৃষ্ণ জীবনভংগী, প্রেমস্খলন, এই যে ক্ষয়ে-যাওয়া মূল্যবোধের নৈরাশ্যের ছবি, এই হল এই পর্যায়ের নাটকত্রয়ীর মৌল মেজাজ :'All exhibit the baser side of sexual passion, all look upon life in a satrical rather than a merry humour…' Thorndike.

পেরিক্লিস, উইনটারস টেল, সিম্‌বেলিন ও টেম্পেস্ট—এরা হল কমেডি-পর্যায়ের শেষতম প্রয়াস, এদের, আবেদন অন্যতর, এ যেন এক নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা, 'ডার্ক কমেডি' ও ট্র্যাজেডির নিরবচ্ছিন্ন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পেরিয়ে অখণ্ড আনন্দ, রোমাঞ্চক আলোর দিকে অভিসার, chaos থেকে cosmos-এর লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া। স্বতন্ত্র শ্রেণীর তকমা আঁটা থাকলেও মেজাজের দিক দিয়ে কিছুটা এরা প্রাক্তন কমেডির স্মারক ; কোথাও হয়তো ট্র্যাজেডির প্রচ্ছন্ন সুরের সংকেত। 'পেরিক্লিস' ট্র্যাজেডি এবং রোমান্সের মধ্যে একটা সেতুর সামিল, এমনকি পেরি-ক্লিসের হারানো কন্যা ফিরে পাওয়ার ঘটনার মধ্যে লীয়র-কর্ডেলিয়ার দৃশ্য সাদৃশ্য পর্যন্ত যেন অনুকৃত ; কিংবা 'সিমবেলিন' যেন 'ওথেলো'র বিষয়বস্তুর সরাসরি পুনরাবৃত্তি—সেই ঈর্ষাকাতরতা, ইয়াগোর মত খলচরিত্র ইয়াকিমোর দুরভিসন্ধি এবং স্বামীর ভ্রান্ত বিচারে সাধ্বী পত্নীর হীনাবস্থা ; অথবা 'উইনটারস টেল'-এ লিয়োন-টেসের যে ক্রোধান্ধতা তা ওথেলোর উন্মত্ততাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং রানী হারমি-ওনের সতীত্বের প্রতি যে সন্দেহপরায়ণতা তা নিছক অবিবেকী অবিবেচনার ফসল : 'There may be in the cup/A spider steeped, and one may drink, depart/And yet partake no venom, for his knowledge/Is not infected.' 'টেম্পেষ্ট'-এর মধ্যেও সেই লিপ্সা, বিষয়তৃষ্ণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা (ম্যাকবেথ স্মরণীয়) যা ভ্রাতার সর্বনাশ সাধনেও কুণ্ঠিত নয়। মিলনান্তক পরিণতির প্রাক-পর্যায়ে এ-সব বিভ্রান্তি, অকল্যাণকর ইংগিতের মধ্যেই ট্র্যাজেডির আর্তনাদ মাঝে-মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

ট্র্যাজেডি বা গোড়ার দিককার কমেডিগুলোর সংগে সাযুজ্য যতই থাক, রোমান্সগুলোর একটা ভিন্নজাতের সত্তা-পরিচয় আছে। ক্ষমাধর্ম এবং পুনর্মিলন—এ-দু'য়ের অবশ্যম্ভাবিকতায় গড়ে উঠেছে এদের আখ্যান অংশ। শূন্যগর্ভ জীবনের প্রতি একঘেয়ে প্রবণতাই এদের জন্ম দিয়েছে—এমন অসঙ্গত মতবাদে বিশ্বাসী লিটন স্ট্র্যাচিকে তার যুক্তিহীন দৃষ্টিভংগীর জন্য কম বিতর্ক-সমালোচনার শিকার হতে হয়নি ; কারণ এ-পর্বের কোন নাটকের মধ্যেই স্রষ্টার ক্লান্তিকর ক্ষয়িষ্ণু মেজাজের বিন্দুমাত্র স্বাক্ষর নেই। বরং এ-সম্পর্কে সমালোচক টিলিয়ার্ডের ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গ্রহণীয় : যে কোন সৎ ট্র্যাজেডিতেই ধ্বংস-উত্তীর্ণ এক সৃষ্টির সংকেত আছে, ক্ষয়ের অতীত এক পুনর্জন্মের আভাস আছে ; সেই নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা থেকেই রোমান্সের বিষয়বস্তুর উদ্ভব, নৌকোডুবির পর নতুন তীরের সন্ধান ('টেম্পেস্ট'-এর প্রথম অংক ও 'সিমবেলিন'-এ সকলের মিলফোর্ড যাত্রা স্মরণীয়), নতুন মহাদেশের অন্বেষ। ফ্লোরিজেল-পার্ডিটার পরিণয়ে তাই লিয়োনটেস-হারমিয়োনের চাইতে গভীরতর ব্যঞ্জনা, সফলতর দ্যোতনা ; কিংবা পার্ডিটা-মিরাণ্ডা যেন আগামী ধারাবাহিক শুভ জীবনের দুই প্রতীকী সৃষ্টি। পূর্বেই স্বীকার করেছি, ট্র্যাজেডির সংগে রোমান্সগুলোর একটা আত্মিক যোগ আছে, উপাদানে শোক-বিয়োগের

উল্লেখও আছে, কিন্তু সেই উত্তেজিত ঘটনাসংঘাতের প্রশমন ঘটেছে অবিলম্বেই, পরিণতিতে বাঞ্ছিত সৌভাগ্য সূচিত হয়েছে। ডেসডিমোনার মত ইমোজেনে ও হারমিয়োন অত্যাচারিত ; আবার লীয়রের মত প্রসপেরো বঞ্চিত তার ভাগ্যসুখ থেকে। লক্ষণীয় যে রোমান্সের বক্তব্য করুণকাহিনীতে শেষ নয়, সফল পরিণতির দিকে সে এগিয়ে চলেছে, যেন এমন বার্তা আছে তাদের মধ্যে যে শেকস্‌পীয়রের পরিণত জীবনবোধে সহিষ্ণু মানসিকতা, মহানুভবতা এবং দয়াধর্মের এক অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছিল।

এ-ছাড়া আছে এদের স্বপ্নস্বম্ভব পরিবেশের তন্ময়তা, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকাদের ভীড় ও ভূমিকা এবং evil factor ও তার অপসারণ। শেকস্‌পীয়র যেন আপন বল্গাহীন কল্পনানির্ভরে খেয়ালীপনার স্রোতে গা ভাসিয়েছেন যেখানে যৌক্তিকতা, কার্যকারণবোধ সমস্ত-কিছু নির্বাসিত। নাট্যজীবনের এ এমন একটা পর্ব যেখানে স্বেচ্ছায় সকল ফরমুলা, সমস্ত নীতি-নিয়মকে লঙ্ঘন করার অধিকার পর্যন্ত তার দ্বারা অর্জিত হয়েছে। নবম আবেশ-আমেজের পরিমণ্ডল ঘিরে রয়েছে 'faery lands forlorn', কখনো অজ্ঞাত সুদূর দ্বীপে, কখনো মিলফোর্ড বা বোহেমিয়ায় ছুটে চলেছে কাহিনীর গতি। আখ্যান-অন্তে যে পুনর্মিলনের আয়োজন, সেখানে আসল ভূমিকা নবীন নায়ক-নায়িকাদের। পার্ডিটা-ফ্লোরিজেল, মিরাণ্ডা-ফার্ডিনাণ্ড গুইডেরিয়াস-অভিরেগাস—সকলেই যেন পিতামাতার অন্যায় ও দুর্ভাগ্যের জন্য বিনীত ক্ষমাপ্রার্থী। প্রসপেরো ও অ্যালোনসো-র বন্ধুত্বের উদ্বোধন ঘটছে ফার্ডিনাণ্ড-মিরাণ্ডার গভীর যৌবনপ্রেমের সূত্র ধরে। পিতামাতার পাপ এখানে প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নই তোলে না। তাই ভালবাসার অটুট অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়ে উঠেছে পার্ডিটা ও ফ্লোরিজেলের মধ্যে, মিরাণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ডের মধ্যে, মারিনা ও পেরিক্লিসের মধ্যে।

Evil ও বেসুরো বেমানান উপকরণের প্রাচুর্য রোমান্সগুলোর মধ্যে এক অপূর্ব বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। দৃষ্টান্ত অগুণতি। আমরা পাচ্ছি—ক্লটেন, ইয়াকিমো, সিমবেলিনের পাপিষ্ঠা রানী, উইনটারস টেলের লিয়োনটেসের ক্রোধ বহ্নি, কিংবা টেম্পেস্টে ক্যালিবানের অভিশাপ-বর্ষণ। Evil-এর এই উপস্থিতি সমানমাত্রায় প্রাক্তন কমেডি ও ট্র্যাজেডিতেও ছিল, পার্থক্য শুধু এর পরিণতিতে এবং অলৌকিক ঘটনাক্রমের চমকে : 'The difference between the lucky accidents of the earlier plays and those in *Cymbeline* and the *Winter's Tale* is that the presence of the supernatural powers is not a matter of guess-work or inference in the latter ; they actually appear on the human scene, and their beneficent agency is reinfarced by descriptions of the luxurious vegetation in Nature. 'উইনটারস টেল' অ্যাপোলোর সত্যভাষণ হার্মিয়োনকে সংশোধন করে ; 'সিমবেলিন'-এ জুপিটার একেবারে স্বয়ং মঞ্চে এসে হাজির এবং তার আবেদন গোটা নাটকে। 'টেম্পেস্ট' -এর মধ্যে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন। একমাত্র যাদুদণ্ডের গুণেই মানুষের জীবনপ্রবাহের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে এসেছে নাটকীয় ঢঙে, সমাপ্তিক মেজাজে ঘনীভূত হয়ে এসেছে শান্তি, স্থিরতা এবং ঐকতানের মূর্চ্ছনা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার অতি-বিখ্যাত কবিতায় একসময়ে এই মেজাজেরই স্বরূপনির্ণয় করেছিলেন : 'That serene and blessed mood/In which the affections gently lead us on,/While with on

eye made quiet by the power/Of harmony, and the deep power of joy,/We see into the life of things.'

॥ ছয় ॥

ফোলিও-পাঠ অনুসারে শেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিক মধ্যপর্যায়ে এবং রচনার গুরুত্ব নিরিখে এরা হল কমেডি ও ট্র্যাজেডির সম্পর্কের মধ্যে যোগসেতু। যে-সময়ে এ-বিশেষ রীতির নাটক লেখায় ব্রতী হতে দেখছি শেকস্‌পীয়রকে, তার কিছু আগেই আসরে ঐতিহাসিক নাটক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, এবং শেকস্‌পীয়র যখন সবেমাত্র প্রস্তুতির পথে পদক্ষেপ করছেন, সেই সময়েই মার্লোর 'এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড' ইতিহাসভিত্তিক করুণ নাট্যরসের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। ধারাবাহিক প্রয়াসকর্মের ওপর নির্ভর করে এবং নিরীক্ষাগত অনিশ্চয়তা কাটিয়ে শেকস্‌পীয়র রাজনৈতিক ঐতিহাসিক উপাদানের সংগে দৈনন্দিন জীবনের খণ্ডাংশকে বাঁধবার চেষ্টা করলেন। দশটি ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ তিনশো পঞ্চাশ বছরের ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস—তার উত্তাপ, উত্তেজনা, শান্তি ও বিশৃঙ্খলা—যেন ভাষায়িত হয়ে উঠল, পাওয়া গেল ব্যক্তিত্বশালী ইংরেজ রাজাদের এক একটি পূর্ণাবয়ব সযত্ননির্মিত আলেখ্যমূর্তি। জন হলেন পাপাচারী রাজা, পাপবোধে দুর্বল; ষষ্ঠ হেনরী ধর্মকাতর, ধর্মভাবনায় শক্তিহীন; দ্বিতীয় রিচার্ড এক নির্বিকার ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব; তৃতীয় রিচার্ড দুরাচারী, পাপাশয়ে বেপরোয়া; চতুর্থ হেনরী বাস্তববাদী রাজনীতিক, বিরোধী ঘটনাসংঘাতকে আয়ত্ত-অধীনে রাখতে কুশলী; এবং পঞ্চম হেনরীর চরিত্রে দেশপ্রেমিক বীরের ব্যঞ্জনা। বাস্তবানুগ রাজ্যশাসনে একজন রাজার উত্থানপতনজনিত কার্যক্রম কিভাবে নির্ধারিত হবে, কিভাবে তা প্রতিফলিত হবে জনমানসের কাছে—এ নিয়ে অনেকটাই গড়ে উঠেছে শেকস্‌পীরিয়ান ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটকের বিষয়-আখ্যান। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই জার্মান সমালোচক শ্লেগেল এদের এক সম্মিলিত নামকরণ করেছিলেন—'a mirror for kings'. তাছাড়া শেকস্‌পীয়রের পক্ষেও এই ইতিহাস-নাটকের একটা জরুরী প্রয়োজনীয়তা ছিল : যে সামঞ্জস্য ও পরিমিতিবোধ, যে মার্জিত মিতব্যয়িতা শিল্পসার্থকতার প্রথম সোপান এবং যা খেয়ালী কল্পনাবিলাসের প্রতিষেধক, তার চর্চা যেন প্রায় এখান থেকেই শুরু হয়েছে। অবশ্য, সঠিকতর বিচারে সুরু হয়েছিল 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' থেকেই। সদর্থক বিশিষ্টতা এদের তাৎপর্য বৃদ্ধি করে এইদিক দিয়ে যে, এরা প্রত্যেকটি ইংরেজপ্রাণকে জ্বলন্ত দেশাত্মবোধে সঞ্জীবিত করে তোলে। আবার অন্যদিকে এরা রচিত হয়েছিল সমকালীন ও রাজনৈতিক তাগিদ থেকে, শিল্পিক প্রেরণা থেকে ততটা নয়। 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকের জন গন্টের স্বদেশ-সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত উক্তির মধ্যেই যেন দেশপ্রীতির মূল সুর বেজে ওঠে :

'This royal throne of kings, this sceptr'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-paradise,
This fortress built by nature for herself

This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings.'

এই একটি মাত্র উদ্ধৃতির পটভূমিকায় যে সত্যটি স্বচ্ছ হয়ে উঠবে তা হল এই যে, শেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিকনাটকগুলো যেনজাতীয় ঐক্যসঞ্চারের এক-একটি উপলক্ষ্য, সার্থক মুখপাত্র, এবং এদের রচনার অন্তরালে যুগের আবহাওয়া ও দাবি দুই-ই যেন সমভাবে সক্রিয়। বিষয়গত সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এদের একীকরণে উৎসাহী ছিলেন নাট্যকার। অবশ্য এই সমগ্র চেতনায় রাষ্ট্রগত মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা কিংবা নৈতিক প্রশ্ন বা প্রত্যয়গুলো যে বিবৃত হয়েছে তা খুব স্পষ্টরেখ ভংগীতে নয়, বরং কিছু প্রচ্ছন্ন সাংকেতিকতায় : 'His true aim was to represent human life in action and thought within the limits which history set before him'—Stopford A Brooke.

সমকালের চেতনায় বিধৃত, হয়ত বা সীমিত ছিল এই ঐতিহাসিব নাটকগুলো। এক হিসেবে শেকস্‌পীয়র (বিশেষত ইতিহাস-নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে) সমসময়েরই প্রতিনিধি-নাট্যকার ছিলেন, অংশীদার ছিলেন শুধুমাত্র তৎকালীন সংস্কার ও প্রবণতার। যুগধর্ম ও জাতীয়চরিত্র প্রতিফলনের ব্যাপারেই তার আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। যেমন অন্যদিকে, বিদ্রোহ-বিরোধ কিংবা যুদ্ধের উত্তেজনা অপেক্ষা শান্তিকালীন রাষ্ট্রের পরিস্থিতি-প্রকাশেই তার কৃতিত্ব ছিল সংশয়াতীত। এবং সেখানে জাতীয় দৃষ্টিভংগীকে ছাপিয়ে উঠেছে যেন ব্যক্তিক দৃষ্টিভংগী, আসলে তার ইতিহাসের ধারণাটাই ছিল 'more royal than national, more personal than political' (J. Bailey). শান্তি ও যুদ্ধের নিরিখে রাজ-ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব নিরূপণে গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস-নাটকের আখ্যানবস্তু। বস্তুগত তথ্যকে নির্বাসন দিয়েও অনেক সময় আখ্যানের অন্যতর আবেদনসৃষ্টির দিকে মনোযোগী হতে দেখেছি তাকে : 'কিং জন'-এর মধ্যে Magna charta-র মত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নামমাত্র, কিংবা অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালের সর্বাধিক প্রভাবশালী ঘটনা Reformation-এর সামান্যতম উল্লেখও ঘটেনি ওই নামের নাটকটিতে। তবু কিন্তু এদের মানবিক আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়নি।

যথার্থ স্রষ্টা ছিলেন বলে, ইতিহাসে একজন নায়ক-পুরুষের গুরুত্ব কতখানি, এ-সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শেকস্‌পীয়র। এ-সিদ্ধান্ত নির্মাণের অর্থ অবশ্য এই নয় যে, শুধুমাত্র গৌরব-নামাঙ্কিত নায়ক-চর্চাতেই তার নাটকগুলোর বিবর্ণ পরিণতি ঘটেছে ; সত্য ঘটনা বরং বিপরীত। শেকসপীয়র সংবেদনশীল, কল্পনাপ্রবণ, উদার মানসিকতার নাট্যকার ছিলেন বলেই একনায়কতন্ত্রের ভাল-মন্দ বিচারে উভয়দিক থেকে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। একের-পর এক ইংরেজ রাজাদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা, ব্যাভিচার, নৃশংসতা এবং নিস্পৃহ দৃষ্টিভংগীকে প্রকাশ্যে এনে হাজির করা হয়েছে। 'কিং জন'-এর গোটা নাটকটাই যেন 'বর্বরতার রক্তবন্যা' ; 'রিচার্ড দি থার্ড'-এর বিষয়-পরিণতি যেন হত্যা থেকে আত্মহত্যায় ; 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' মিথ্যাচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ; 'হেনরি দি ফোর্থ'-এর ভিত্তিমূল প্রতারণা-প্রবঞ্চনায়। অভ্রান্ত যথার্থ মন্তব্য জন বেইলির—'the history of England is chronicle of royal and noble crimes.' এদের মধ্যে একতম ব্যতিক্রম 'হেনরি দি ফিফ্‌থ'—ইতিহাস-নাটকের চরম সার্থকতা এর মধ্যে, জাতীয় চরিত্রের বলিষ্ঠতম অভিব্যক্তিটি ধরা পড়েছে এরই সূত্রে। শেকস্‌পীয়রের ইতিহাস-চেতনায় পঞ্চম হেনরী আদর্শ রাজচরিত্র,—ধর্মপ্রাণ, অনাড়ম্বর, নায়কোচিত একটি সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব।

ঐতিহাসিক নাটক আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক সমালোচক এমন সিদ্ধান্ত করেন (এবং তা সর্বাংশেই গ্রহণযোগ্য) যে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয় উপযোগিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন শেকস্‌পীয়র। শাসন এবং সংযমের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই অরাজকতার জনক বিশৃঙ্খলার প্রতি একটা চরম অনাস্থার জন্ম হয়েছিল তার মধ্যে ঃ 'He extols government with a fervour that suggests a real and ever present fear of the breaking of the flood-gates he delights in government, as painters and musicians delight in camposition and balance.' এই প্রসঙ্গে বলি, ঐতিহাসিক নাটক পাঠে আর একটা সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠা স্বাভাবিক যে, জনতাচরিত্রের প্রতি শেকস্‌পীয়রের সুনির্দিষ্ট এক অবিশ্বাসই ছিল, ছিল কিছু অনীহাও ; এবং যে-কারণে তাদের অস্থির মানসিকতার উল্লেখ ঘটেছে বিভিন্ন নাটকে ('many-headed multitude', 'giddy multitude,' 'blocks', 'stones', 'tag-rag people' ইত্যাদি ব্যবহৃত বিশেষণগুলো স্মরণীয়)। 'জুলিয়াস সিজার,' 'কোরিওলেনাস' ও 'হেনরী দি সিক্‌সথ'-এ জনতা যেন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ক্রীড়নকের সামিল। কিন্তু সেই সংগে এটুকুও স্মরণ রাখা জরুরী যে নাটক রচনার অন্তরালে জনতার উপস্থিতি, অস্তিত্ব ও ভূমিকাকে কখনই উপেক্ষা করতে পারেননি শেকস্‌পীয়র কিংবা অস্বীকার করতে পারেননি, দুঃখদুর্ভাগ্যকে। ইতিহাস-নাটকের আবেদনের একাংশ এখানেও নিহিত।

শেষ আলোচনার বিষয় ঃ শেকস্‌পীয়র ঐতিহাসিক সত্যকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন ? এ-বিষয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক মীমাংসা এই হওয়া উচিত যে ইতিহাস-আশ্রয়ী নাটকে অনুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা পরিবেষণে নাট্যকারের কোন বাধ্যবাধকতাই নেই, এমনকি কল্পনানির্ভর এবং শিল্পের তাগিদে অনেক সময় তাকে তথ্যলঙ্ঘনের পথেও অগ্রসর হতে হয়। এবং ঐতিহাসিক সত্যকে অতিক্রম করে নাট্যকার যা উপহার দেন, অনেকক্ষেত্রেই তা বাস্তব ইতিহাসের থেকে সত্যতর হয়ে ওঠে। শেকস্‌পীয়র মুখ্যত এই রীতির অনুসারী। এই কারণেই 'কিং জন' বা 'হেনরী দি এইট্‌থ' ইতিহাসনির্ভরতার অভাব এবং তথ্যবিচ্যুতি সত্ত্বেও যুগের প্রতিফলনে অক্ষম নয়। শেকস্‌পীয়রের কৃতিত্ব তাই ঠিক নিখুঁত ইতিহাস-ভিত্তিক তথ্য-উদ্ঘাটনে নয়, ঘটনার নির্মাণে এবং ঘটনাক্রম ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষে ঃ 'It is not a change of social and political institutions which interested him ; it is rather an awakening of the imagination, a quickening of the heart.'—Raleigh

॥ সাত ॥

শেকস্‌পীয়রের কমেডি এবং ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে পূর্বলিখিত অধ্যায়-গুলোতে সাধারণভংগীতে যে সব সার্বিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান সম্ভব হয়েছে তার কারণটা খুব স্পষ্ট ঃ প্রবণতা, মানসিকতা ও নাট্যশৈলী-বিচারে এদের মধ্যে যোগ-সূত্র উদ্ভাবন করা যেহেতু কঠিন ছিল না। কিন্তু এ-সমস্ত গতানুগতিক এবং প্রত্যাশিত ফরমূলা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে দেখা যাবে তার ট্র্যাজেডি রচনার প্রত্যেকটি প্রয়াসে। আসলে শেকস্‌পীয়র কোন একটা ট্র্যাজেডির সীমাবদ্ধতায় সংকীর্ণ হয়ে নেই, বহুধা প্রতীতির ভিত্তিতে বিস্তীর্ণ হয়ে আছেন একটার পর একটা ট্র্যাজেডির পাতায়, দৃষ্টির

প্রসারতায়। কি বিশাল ব্যাপ্তির দুর্লভ উদাহরণ!—এক প্রান্তে-রোমিও-জুলিয়েট, অন্য সীমান্তে অ্যান্টনি-ক্লিওপেট্রা; এ-যেন খরবেগ স্রোতস্বিনীর নিঃসীম সাগর-অভিমুখে যাত্রা।

প্রতিষ্ঠিত বহুগ্রাহ্য কোন থিয়োরিকে আলিঙ্গন করে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি জীবন্ত হয়ে ওঠেনা—এমন্তব্যের অর্থ কিন্তু এই নয় যে, শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিগুলোর একটা সমবেত অথচ স্বতন্ত্র মেজাজ নেই। বিশ্লেষণে অন্ততঃ ধরা পড়ে, কিছু ফরমুলা তার ট্র্যাজেডিতেও সম্মিলিত শক্তি নিয়ে অন্তরালে কাজ করেছে, কিন্তু বিস্ময় যে, সেখানেই তারা নিঃশেষ হয়ে যায় নি, এবং তাদের আসন অন্তহীন বৈচিত্র্য বহুস্বরী চরিত্রগুলোকে ঘিরে, তাদের বেদনার্ত পরিচয়ে, বিয়োগান্তক পরিণতির বিভিন্নতায়। বিশালতার প্রেক্ষাপটে স্থাপিত তার যে-কোন ট্র্যাজেডির কাহিনী। এই বিশালতা (amplitude) কখনো এসেছে দুই পরিবারের আখ্যান অংশের সমীকরণে—যেখানে মুখ্য ও গৌণ কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য উন্মোচনের সুযোগ ছিল। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে 'রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট'; 'কিং লীয়র' কি 'হ্যামলেট'-এর কথা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ বিশালতার ধারণা এসেছে মানবসংসারের ঊর্ধ্বচারী অতিমানবিক জগতের (supernatural world) উল্লেখে, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরাট দুর্বার বিহ্বলতায় এবং বোধাতীত দৈবশক্তির প্রকাশে: 'There's a divinity that shapes our ends,/Rough hew them how we will', কিংবা 'The gods are just, and of our pleasant vices/Make instruments to plague us' ইত্যাদি।

কমেডি ও ঐতিহাসিক নাটকে শেকস্‌পীয়রের পদচারণা ছিল শুধুমাত্র বহি-জগতের প্রাঙ্গনে, ট্র্যাজেডিতে এসে তার প্রথম প্রবেশ ঘটল মানবমানসের অতলান্ত গভীরে, সদর ছেড়ে অন্দরে, মূর্ত হয়ে উঠল 'সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে'; যেখানে মেলে যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের ইংগিত, যেখানে ঘনীভূত হয়ে ওঠে পরিণামী ভয়ংকর ও সত্তার পুনর্জন্মের সংকেত; যেখানে 'to be or not to be'-র মত এগনো-পেছনোর দ্বিধাই সকলের সমস্যা, বিদীর্ণ ব্যক্তিত্ব দুঃসহ অন্তর্জালায় অস্থির। কিন্তু এই মর্মন্তুদ যন্ত্রণা-বিভ্রান্তির মধ্যেই শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির পরিণতি—এ-কথা ভাবলে ভুল করা হবে অনেকাংশে; বরং সীমাহীন যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হওয়ার আকুতি আছে বলেই পূর্ণতায়-ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত এক-একটি বেদনাদগ্ধ ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্বকে সনাক্ত করা আমাদের সহজ হয়। রোমিও, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়র, ম্যাকবেথ, অ্যান্টনি, কোরিওলেনাস, টাইমন—এরা যেন প্রত্যেকে অবধারিত ব্যর্থতা ও অনিবার্য জীবনযুদ্ধের এক-একটি জ্বলন্ত দলিল,—এ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে ক্রম-পরিশুদ্ধির দিকে, নিষ্ফল প্রয়াসকে পেছনে ফেলে চেতনা-মাহাত্ম্যের দিকে। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে—'the apotheosis of the soul of man'—চার্লটনের সেই অন্যতম সংজ্ঞাটির তাৎপর্য উপলব্ধ হবে।

শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি মহানায়কের মর্মযন্ত্রণার পাণ্ডুলিপি—যে মহানায়ক অবশ্যম্ভাবীরূপেই উচ্চ স্থলাভিষিক্ত এবং সর্বগুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও যাদের চরিত্রে একটি-করে দৈন্য-দুর্বলতা বা 'fatal flaw'-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। বিয়োগান্তক পরিণতির উপলক্ষ্যই হল ওই চারিত্রিক অপূর্ণতা। হ্যামলেট যুবরাজ হয়েও 'noble inaction'-এর শিকার; রাজযোদ্ধা ম্যাকবেথ 'vaulting ambi-

tion'-এর কাছে পরাস্ত ; সম্রাট লীয়র হঠকারিতা ও বুদ্ধিভ্রমের দৃষ্টান্ত ; নির্ভীক সমর নায়ক ওথেলো অতি-বিশ্বাস ও অবিবেচনার প্রতিমূর্তি ; সাহসী অ্যান্টনি দেহজ প্রেমের কাছে দুর্বল, সমর্পিতপ্রাণ ; জমিদার বংশীয় টাইমন আপন বিতৃষ্ণ জীবন ভংগীতেই বিক্ষুব্ধচিত্ত। এক-একটি চরিত্রগত ত্রুটির মধ্যে বেদনারই অন্তিম পরিণতির বীজ উপ্ত থাকে, ভুল থেকে আবর্তিত হতে থাকে অপ্রতিরোধ্য ঘটনাস্রোত, জীবন জিজ্ঞাসায় অস্থির হয়ে ওঠে এক-একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব :

ক. But now I am cabin'd, cribb'd, confined, bound in
To sancy doubts and fears. —*Macbeth*, Act-III-Sc-4

খ. We must take the current when it serves,
Or lose our ventures. —*Julius Caesar*, Act-IV Sc-3

গ. Here is my journey's end, here is my butt,
And very sea-mark of my utmost sail. —*Othello*, Act-V, Sc-2

ঘ. If it be now, 't is not to come ; if it be not
to come, it will be now ; if it be not now,
Yet it will come : the readiness is all. —*Hamlet*, Act-V Sc 2

ঙ. I am a man
More sinn'd against than sinning. —*King Lear*, Act-III, Sc-2

চ. I am fire and air ; my other elements
I give to baser life. —*Antony and Cleopatra*, Act-V, Sc-2

এই অন্তর্বিপ্লবের অনিবার্যতা ও চরিত্রগত দুর্বলতার কাহিনী-পাঠে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এত সৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মহানায়কদের এই সকরুণ পরিণতির অর্থ কি? এইখানেই এক মহৎ ক্ষয়বোধের উদ্রেকের কথা বলতে হয়, যাকে ইংরেজীতে বলা হচ্ছে 'a sence of tragic waste.' শেকস্‌-পীরিয়ান ট্র্যাজেডি পাঠান্তে এ এক অবশ্যম্ভাবী উপলব্ধি। Evil-এর জয়ঘোষণায় ট্র্যাজেডির সমাপ্তি ঘটে না, সত্যি কথা, কিন্তু পরাভবের প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত যা ঘটে তাতে মহত্ত্বের অনেকখানিই বিসর্জিত হয়, উৎসর্গিত হয়। ম্যাকবেথের পরাজয়ে শুধু যে Evil-এর মৃত্যুবাঞ্জনা ধরা পড়েছে তাই নয়, সেই সংগে অনেক মহৎ সৎ গুণেরও ক্ষয় হয়েছে ওই চরিত্রে ; ইয়াগোর শাস্তি এক অভিপ্রেত শাস্তি, কিন্তু সেই ক্ষতিকে ডেসডিমোনা-ওথেলো চরিত্রের যে শুভ দিক, তাও কম অত্যাচারিত নয়। হ্যামলেট, লীয়র বা অ্যান্টনি যে-যে নাটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেখানেও দেখা যাবে সঙ্কটঘন ঘটনার আবর্তে অশুভ যদি বা নির্বাসিত, সেই সংগে শুভবোধও যেন কিছুটা আহত : 'There is no tragedy in the expulsion of Evil ; the tragedy is that it involves the waste of God.' এক একটি চরিত্রে সীমাহীন ব্যর্থতা কিংবা করুণ মৃত্যু যেন একই সংঙ্গে অজস্র বেদনার বাহক হয়ে ওঠে। অ্যান্টনির মৃত্যুতে অকটেভিয়াস সীজারের যে বিলাপ তার দ্যোতনাকে গভীরতর অর্থে ধরা যাক :

The death of Antony
Is not a single doom ; in the name lay
A moiety of the world.

• কিংবা সাধারণ পরিণতিই উচ্চকোটির রাজা-বাদশার ক্ষেত্রে কি অসাধারণ এক শোকাবহ ব্যাপার। লীয়রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি :

> 'A sight pitiful in the meanest wretch,
> Past speaking of in a king.'

কিন্তু অন্তিম পরিণতিতে যে করুণ আবহাওয়া, যে মর্মান্তিক বিষণ্ণতা, তার জন্য শুধুমাত্র চরিত্রই যে তার 'tragic flaw'-এর দরুন সর্বাংশে দায়ী, এ কথা বলা যায় না, যেহেতু ভবিতব্যতার এক অসামান্য ভূমিকা আছে সেখানে, যার জন্য অজ্ঞেয় শক্তির রসিকতার শিকার হতে হয় মানুষকে। চরিত্রের অস্বাভাবিকতারও সেখানে স্থান আছে, অতি প্রাকৃত রহস্যময় পরিবেশের সঞ্চার ঘটে সেখানে কিংবা দৈব আকস্মিকতারও অভাব নেই। 'ওথেলো' নাটকে যেটি সর্বাপেক্ষা জরুরী ছিল তা হল একটা স্থির শান্ত চিন্তায় আশ্রয় নেবার মত সহিষ্ণু মানসিকতা,—ওথেলোতে তারই অভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গড়ার প্রস্তুতি হ্যামলেটের রক্ষাকবচ হতে পারত, পারল না শুধু এর অভাবটার জন্যই ; অহেতুক অতিমাত্রায় চিন্তাশীলতা তার ব্যর্থ নায়ক হবার পথে সহায়ক হয়ে উঠল। আবার, চিত্তবিকৃতির নজীর স্বরূপ দেখা যাবে লীয়ার শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উন্মাদ, নিদ্রাচারিণী লেডী ম্যাকবেথ বিকারগ্রস্তা, কিংবা তিক্ত মানসিকতায় জর্জরিত টাইমন : '......all is oblique :/There's nothing level in our cursed natures/But direct villainy......', ইত্যাদি। এ-ছাড়া আছে অতি-প্রাকৃত জগতের রহস্যময়তা, কিছু অশুভশক্তির হাতছানি। ভৌতিক রোমাঞ্চদৃশ্যের অবতারণা ঘটে নায়কের অন্তর্দাহের আত্যন্তিকতাকে প্রকট করে তোলার জন্য মাত্র। ব্রুটাস যে ghost-এর সামনে উপস্থিত তাতে যেন তার নিরবিচ্ছিন্ন ব্যর্থতারই প্রক্ষেপ ; ম্যাকবেথের ছাই চাপা অপরাধচেতনা থেকে উদ্ভাবিত হয়ে উঠেছে ওই নাটকের ত্রয়ী ডাইনি চরিত্র ; কিংবা 'হ্যামলেট'-এ ghost তা বুঝি ওই নামের অশান্ত সংশয়পরায়ণ চরিত্রেরই প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য যে, এদের অতি মানবিক শক্তিদ্বারা প্রভাবিত হওয়া-না-হওয়ার সিদ্ধান্ত নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীনে ছিল, কিন্তু প্রত্যেকক্ষেত্রে ওইসব supernatural agent এর নির্দেশ যে অমোঘ বলে মনে হয়েছে তার কারণটাই হল আপন-আপন ঘৃণ্য অকল্যাণকর চরিত্র-প্রবণতার উন্মেষে এরা প্রায়-অনিবার্যভাবেই ইন্ধন হিসেবে ব্যবহৃত। নায়কের স্খলন ত্বরান্বিত করার ব্যাপারেও এরা তাই তৎপর। অন্যদিকে, পতনের গুরুত্বকে ঘনীভূত করতে দৈব আকস্মিকতার ওপরেও নির্ভর করতে হয়েছে নাট্যকারকে। সহজে স্মরণীয় দু-একটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে : জুলিয়েটের এক মুহূর্ত আগেও যে ঘুমের আচ্ছন্নতা কাটল না, ইয়াগোর অভিসন্ধি চরিতার্থতায় বিয়াংকার সময়-মাফিক মঞ্চে আগমন, শত্রু জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হ্যামলেটের ডেনমার্কে নাটকীয় উপস্থিতি কিংবা এডগারের এক পলকের হেরফেরে কর্ডেলিয়ার জীবনসমাপ্তি। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার নজীর নেই সম্ভবত একমাত্র 'ম্যাকবেথ' নাটকে।

অ-সম্ভব উপাদান কমেডিতে ছিল অতিমাত্রিক, ট্রাজেডিতে অনেক সীমিত, সংযত। chance বা accident যেখানে অকল্পনীয়ভাবে এসে হাজির হয়েছে, সেখানে ট্রাজেডিকেও মনে হয়েছে স্বাভাবিকতার পরিপন্থী ; এই অপূর্ণতা পূরণ করে

করে নেওয়াহয়েছে এইসবমুহূর্তগুলোতে যখন কোন চরিত্র অন্তর্বিপ্লবের দুঃসহ যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন কিংবা দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত : 'I am tied to the stake, and I must stand the course' কিংবা 'Between the acting of a dreadful thing/And the first motion, all the interim is/Like a phantasma or a hideous dream.' এ conflict কখনো বহির্দেশীয়, কখনো অন্তর্মুখীন। ম্যাকবেথের দ্বন্দ্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও রাজার প্রতি বশ্যতাবোধের মধ্যে ; ওথেলোর সমস্ত অস্তিত্ব ঈর্ষা ও প্রেমের প্রশ্ন নিয়ে আলোড়িত ; অ্যান্টনি দেহজ বাসনা ও কর্তব্যের তাড়নায় বিহ্বল ; ব্রুটাস আত্মঘাতী রাজনীতি ও অবাস্তব দর্শন-ভাবনার শিকার ; এবং হ্যামলেট চিন্তার ঊর্ণজাল রচনাতেই কুশলী, কার্যক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত। নায়কের সমগ্র সত্তা বিরোধ বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা নিয়ে এইভাবে পাঠকের চোখের সামনে একেবারে নগ্নভাবে উন্মোচিত। যে অন্তহীন অস্থিরতা, জটিলতা ও দুঃসহ জীবন জিজ্ঞাসার উদ্ভাবন এইভাবে, তার পরিপ্রেক্ষণেই আবার পাঠক বা দর্শকমানসে ট্র্যাজেডির দুই অবশ্যম্ভাবী উপকরণ—'pity' এবং 'terror'—এরও জন্ম। অনুভূত বিষণ্ণতা ও উপলব্ধ বেদনার পথ ধরে বাঞ্ছিত আত্মশুদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া, সংস্কার করে নেওয়া নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলোর অপরিপূর্ণতাকে। শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি এই গভীর অর্থেই 'Cathartic.'

দ্বন্দ্ব যতই থাক কিংবা ব্যর্থতা, শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির মৌল আবেদন কিন্তু শূন্য বিষাদময়তায় নয়, বরং মানবমহিমার সীমাহীন সম্ভাবনাচিন্তায়। অন্তিম পরিণতি থেকে পরিত্রান পাবার হয়ত কোন পথ নেই নায়কের, তবু যেন মৃত্যুর ঠিক প্রাক-লগ্নে এক ঝলক সদর্থক উপলব্ধি বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে তার চেতনার জগতে, আকস্মিক পালাবদল ঘটে যায় দৃষ্টিভংগীর, জীবন-অধ্যায়ে সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে পরিশুদ্ধ অনুভূতির সূচনায় : 'A true conception of their own actions, painful as that may be, sheds into their souls.' জীবনের প্রতি যে নতুন ক্ষণিক attitude-এর উদ্‌বোধন ঘটে তার মধ্যেই অন্ধকার অশুভের ক্ষয় হয়ে যায় অনেকটা। পাপপ্রবৃত্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে অস্তিত্বের মহিমা ভাস্বর হয়ে উঠেছে ম্যাকবেথের কাছে, সদ্য জাগরূক উপলব্ধি নির্ভরে আজ সে মূল্যায়ন করতে চায় যে-সম্মান, যে-সব শুভার্থীকে সে দিনে-দিনে হারিয়েছে তাদের সম্পর্কে ; কেসিয়াস পুনরাবৃত্ত অস্তিত্বের উপসংহারের মধ্যে অন্বেষণ করে ফেরে জীবনের অন্তর অর্থ তাৎপর্য : 'Time is come round,/And where I did begin, there shall I end' ; অথবা ক্লিয়োপেট্রার সেই সকরুণ মরণমুহূর্ত-খানি যেখানে স্থির অপলক শান্ত এক জীবনপ্রত্যয় পরম গভীরতায় নিমেষে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে :

Peace, peace !
Dost thou not see my babe at my breast,
That sucks the nurse asleep ? —Act V, Sc-2

কিংবা মানববন্দনার শ্রেষ্ঠতম উচ্চারণটি হ্যামলেটের কণ্ঠে : 'What a piece of work is man ! how noble in reason ! how infinite in faculty ! ...in action how like an angel ! in apprehension how like a god ! the beauty of the world ! the paragon of animals !' চিন্ত-

চাঁছির প্রয়াস যত গভীর, উপলব্ধির মধ্যে গাঢ়তা তত বেশি। বরেণ্য সমালোচক ব্র্যাডলির একটি মূল্যবান মন্তব্য পেশ করে এ আলোচনায় সমাপ্তি টানা যাক, শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিতে 'We remain confronted with the inexplicable fact, or the no less inexplicable appearance, of a world travailing for perfection, but bringing to birth, together with glorious good, an evil which it is able to overcome only by self-torture and self-waste. And this fact or appearance is tragedy.'

বিদ্যাসাগর কলেজ,
কলকাতা, —সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ওথেলো ॥

চরিত্র

ওথেলো/ভেনিস রাষ্ট্রের সরকারী কাজে নিযুক্ত এক অভিজাত মূর
ডিউক/ভেনিসিয়ার ডিউক
লোদোভিকো/ব্রাবানশিওর আত্মীয়
ইয়াগো/ওথেলোর পতাকাবাহী
মন্টানো/সাইপ্রাস-সরকারে ওথেলোর পূর্ববর্তী শাসনকর্তা
ক্লাউন/ভাঁড়, ওথেলোর চাকর
অন্যান্য সেনেটর/সেনেট সদস্যগণ
ব্রাবানশিও/ভেনিসিয়ার একজন সেনেটর ; দেসদিমোনার পিতা
গ্রাশিয়ানো/ব্রাবানশিওর ভাই
ক্যাসিও/ওথেলোর সহকারী
রোদারিগো/এক ভেনিসিয় ভদ্রলোক
দেসদিমোনা/ব্রাবানশিওর কন্যা, ওথেলোর স্ত্রী
এমিলিয়া/ইয়োগোর স্ত্রী
বিয়াঙ্কা/একজন পতিতা

নাবিক, দূত, ঘোষক, অফিসারগণ, ভদ্রমহোদয়গণ, বাদকবৃন্দ এবং পরিচারকগণ

ঘটনাস্থান/প্রথম অঙ্ক : ভেনিস এবং অন্যান্য অঙ্ক সাইপ্রাসের একটি সমুদ্রবন্দর নগরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ভেনিসের রাজপথ।

[রোদারিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ]

রোদারিগো। ঢের হয়েছে, আর বলতে হবে না। আমার টাকার থলি নিয়ে নিজের মত ব্যবহার করেছ, অথচ তুমিই, ইয়াগো তুমি এসব জানতে। এটা আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখের।

ইয়াগো। ঈশ্বরের দোহাই ; কিন্তু তুমি তো আর আমার কথা শুনবে না! এসব ব্যাপার স্বপ্নেও যদি জেনে থাকি, আমায় ঘৃণা কোর।

রোদারিগো। তুমিই না বলেছিলে তুমি ওকে মনে-প্রাণে ঘৃণা কর।

ইয়াগো। বটেই তো, না হলে আমায় অবজ্ঞা কোর। তিনজন গণ্যমান্য সহরবাসী বিনীতভাবে তাকে অনুরোধ করে আমাকে ওর সহকারী করে নেবার জন্যে। আর তো জানোই, আমি নিজের যোগ্যতা ভালভাবেই জানি। ওই পদ আমি প্যাবার যোগ্য, অথচ, সে এমন স্বার্থবাজ আর অহংকারী যে শুধু কথার ফুলঝুড়ি আর যুদ্ধের বুকনি দিয়ে তিনজনকে এড়িয়ে গেল। অবশেষে, আমার প্রস্তাবকারীরা ফিরে এল ; কারণ, সে বলে, 'নিশ্চয়ই আমি আমার সহকারী আগেই ঠিক করে রেখেছি।' সে কে ? মাইকেল ক্যাসিও নামে ফ্লোরেন্সের এক মস্তবড় গণিতজ্ঞ, যে কিনা এক সুন্দরীকে নিয়ে পাপে নিমজ্জিত। কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল চালনা করেনি, এমনকি যুদ্ধের সময় কিভাবে সৈন্য সাজাতে হয় সে বিষয়ে সামান্য বালিকার চেয়ে তার বেশী জ্ঞান নেই। পুঁথির-পোকা, তাত্ত্বিক, টোগাধারী কাউনসিলাররাও তারই মত পণ্ডিত। কাজ কম, বক্ বক্ বেশি—এই তার যুদ্ধবিদ্যা। অথচ সেই নির্বাচিত হল, আর আমি, রোডস্ ও সাইপ্রাসের যুদ্ধে, খৃষ্টান-অখৃষ্টানদের দেশে, আরো অনেক রণক্ষেত্রে যার পরাক্রম সে নিজের চোখে দেখেছে, সেই আমি অনাদরে-অবহেলায় হিসাব রক্ষক হয়ে

রইলাম। সময় সুযোগ হলেই এই অপগণ্ডটা হবে তার সহকারী ; আর, হা ভগবান, আমি কিনা ঐ মুরটার পতাকাবাহী !

রোদারিগো। ঈশ্বরের শপথ, আমি হলে ওর ফাঁসিকাঠের ঘাতক হতাম।

ইয়াগো। আমি অনন্যোপায়। চাকরী করার এই অভিশাপ, সুপারিশ আর অনুগ্রহেই পদোন্নতি হয়। ক্রমপর্যায়ের কোন দাবিই নেই ; প্রথম চলে গেলে দ্বিতীয় আর তার উত্তরাধিকারী হয় না। এখন, তুমিই বিচার কর, এ হেন মুরকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব কিনা।

রোদারিগো। আমি হলে ওর অনুগত হতে পারতাম না।

ইয়াগো। আরে মশাই, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তার অনুগত রয়েছি শুধু আমার নিজের স্বার্থেই। আমরা সকলেই যেমন মনিব হতে পারি না, তেমনি সকল মনিবের বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভব নয়। দেখবেন, এমন অনেক পা-চাটা ভৃত্য আছে, যারা কাজে ফাঁকি দেয়না, দাসত্ব তাদের মজ্জাগত, মনিবের দেওয়া দুমুঠো অন্নের লোভে জীবন কাটিয়ে দেয়, আর, বুড়ো হলে গলাধাক্কা খায়। এই হতচ্ছাড়া ভাল মানুষগুলোকে চাবকাতে হয়। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বাইরে অনুগত দাস, অথচ তাদের মন পড়ে থাকে নিজেদের স্বার্থের ধান্দায়। মনিবের প্রতি আকারে ইঙ্গিতে আনুগত্যের অভিনয় করে তারা উন্নতি করতে থাকে ; তারপর মনিবের টাকায় ট্যাঁক ভর্তি করে নিজেরাই প্রভু হয়ে ওঠে। এদেরই কিছু বুদ্ধি আছে, আর আমি এদেরই দলে। কারণ মশাই, তুমি যেমন রোদারিগো তেমনি আমি ওথেলো মুর হলে আর ইয়াগো হতাম না। তাকে সেবা করে আমি নিজেকেই সেবা করছি। ঈশ্বর জানেন, কর্তব্যে বা ভালবেসে নয়, শুধু নিজ স্বার্থেই এসব করছি। যেদিন আমার মনের কথা বা আমি গোপনে যা যা করি, বাইরে প্রকাশ পাবে, সেদিন দেখা যাবে কাকেরা ঠোক্‌রাতে পারে এমনভাবে জামার আস্তিনের ওপর আমার মন পড়ে আছে। আমার বাইরের আমি, আসলে আমি নই।

রোদারিগো। কিন্তু ঐ ঠোঁট-পুরু মুরটা যদি এভাবে চালাতে পারে, তাহলে সে সৌভাগ্যবান।

ইয়াগো। ডাক মেয়ের বাপকে, তাকে জাগিয়ে দাও। ওরও পেছনে লাগ, ওর আনন্দকে বিষিয়ে দাও। রাস্তায় রাস্তায় ওর নামে কুৎসা রটাও, মেয়ের আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষেপিয়ে দাও, যদিও ও সুখে রয়েছে তবুও তাকে মাছির মত বিরক্ত কর। যদিও ওর সুখ সুখই, তবুও এমন জ্বালাতন কর যাতে তার সুখ হয়ে ওঠে ফিকে, বর্ণহীন।

রোদারিগো। এই ত মেয়ের বাপের বাড়ী। এখানে তাহলে চেঁচাই ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, কোন জনাকীর্ণ শহরে মাঝরাতে হঠাৎ আগুন লাগলে লোকে যেমন হৈ চৈ করে ওঠে, তেমনি ভয়ার্ত কাঁপা কাঁপা স্বরে হাঁক দাও।

রোদারিগো। (চীৎকার করে) ব্রাবানশিও—ও সিন্নর ব্রাবানশিও, [illegible]—

ইয়াগো। কে আছেন ? ব্রাবানশিও উঠুন—চোর। চোর। চোর। আপনার বাড়ীতে চোর। আপনার বাড়ীঘর, টাকাকড়ি দেখুন, মেয়েকে খোঁজ নিন। চোর। চোর। [বাড়ীর উপরতলায় জানালায় ব্রাবানশিওর আবির্ভাব]

ব্রাবানশিও। কি ব্যাপার ? এত হৈ চৈ কিসের ?

রোদারিগো। আপনার লোকজন সবাই বাড়ীতে আছে তো ?

ইয়াগো। দরজা তালা বন্ধ তো ?

ব্রাবানশিও। কেন ? এসব জিজ্ঞেস করছ কেন ?

ইয়াগো। যীশুর দোহাই, আপনার সব গেছে। আরে ছিঃ! ছিঃ! জামা গায়ে দিন। আপনার পাঁজর ভেঙে গেছে। আজ আপনার অর্দ্ধেক হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিক এই মুহূর্তে বুড়ো এক কালো ভেড়া আপনার সাদা ভেড়ী নিয়ে মেতে আছে। শিগ্‌গির উঠুন, ঘন্টা বাজান, নিদ্রিত লোকজনকে জাগিয়ে তুলুন। তা না হলে একটা অখৃষ্টান মূরকে আপনার নাতির পিতা-রূপে দেখতে পাবেন। মশাই, উঠে পড়ুন।

ব্রাবানশিও। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

রোদারিগো। মহামান্য সিনর, গলার স্বর শুনে চিনতে পারছেন না ?

ব্রাবানশিও। নাতো। তুমি কে ?

রোদারিগো। আমি রোদারিগো।

ব্রাবানশিও। তবে তো আরও ফালতু! তোমাকে তো বলেই দিয়েছি, এ বাড়ীর ত্রি-সীমানায় আসবে না। স্পষ্ট বলেছি তো আমার মেয়ে তোমার জন্য নয়। আর এখন একগাদা গিলে আর মদে চুর হয়ে হিংসের জ্বালায় এখানে এসেছ আমার অশান্তি ঘটাতে ?

রোদারিগো। দোহাই মশাই!

ব্রাবানশিও। কিন্তু নিশ্চয় জেনে রেখ, আমার ক্ষমতা ও মর্যাদা এমন যে তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি।

রোদারিগো। দোহাই, একটু ধৈয্য ধরুন।

ব্রাবানশিও। কি বলছ, আমি সর্বস্বান্ত ? জান, এটা ভেনিস ? গ্রামের খামার নয়।

রোদারিগো। মহামান্য ব্রাবানশিও, আমি কিন্তু আপনার কাছে খোলা মনে বিনা মতলবে এসেছি।

ইয়াগো। দিব্যি মশাই, আপনিও দেখছি শয়তান বলেছে এইজন্য দেবতার পূজো করবেন না। আমরা এলাম আপনার উপকার করতে, আর আপনি ভাবছেন আমরা বদ্ লোক। ঠিক আছে, একটা বারোয়ারী ঘোড়া আপনার মেয়েকে যাতে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন, তারপর আপনার নাতি-নাতনিরা চিঁহিহি করে আপনার সামনে ডাকবে, তখন জড়িয়ে ধরবেন দৌড়বাজ ঘোড়া-গুলোকে নিজের আত্মীয় ভেবে আর ঐ বারোয়ারী ঘোড়াটাকে প্রাণের ভাই বলে আলিঙ্গন করুন।

ব্রাবানশিও। হতভাগা, বদমাশ, তুমি কে হে ?

ইয়াগো। আমি সামান্য লোক, সুখবর নিয়ে এসেছি। আপনার মেয়ে আর ঐ শয়তান মূর জড়াজড়ি করে দুপিঠওলা একটা জন্তুর মত তালগোল পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

ব্রাবানশিও। তুই একটা পাজি, বজ্জাত।

ইয়াগো। আর আপনি সেনেটর, মজা!

ব্রাবানশিও। এরজন্য তোমায় জবাবদিহি করতে হবে। রোদারিগো, আমি তোমায় চিনতে পেরেছি।

রোদারিগো। জবাব নিশ্চয়ই দেব। দয়া করে শুনুন। জানিনা আপনারই ইচ্ছামত, আপনারই সম্মতিতে এটা হয়েছে কিনা,—দেখছি তো কিছু সে রকমই—আপনার সৌম্যা কন্যা এই শেষরাতে যখন সবাই ঘুমোচ্ছে, একটা ভাড়াটে গুণ্ডা, মানে মাঝির পাহারায়—কি রকম পাহারা সে তো বোঝাই যাচ্ছে—লম্পট মূরের আলিঙ্গনে নিজেকে ধরা দিয়েছে। যদি এসব জানেন, সমর্থন করেন, তবে অবশ্য স্বীকার করছি, আমরা স্পর্দ্ধা এবং গুরুতর অভদ্রতার পরিচয় দিয়েছি। আর যদি না জানেন, তবে আমাদের ভদ্রব্যবহারের জন্য শুধু শুধু বকুনি খেলাম। মনে করবেন না, আমি এতটা সৌজন্য হারিয়েছি যে আপনার মত মাননীয় লোকের সঙ্গে ইয়ার্কি মেরে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করব। তবে, আবার বলছি, এসব যদি আপনার অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে তাহলে আপনার মেয়ে তাঁর কর্তব্য, রূপ, বিবেক-বুদ্ধি, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ সবকিছু একটা বাস্তুহারা বাউণ্ডুলে ভিন্‌দেশীর হাতে সঁপে দিয়ে চরম অবাধ্যতা করেছে। যাচাই করে দেখুন; যদি আপনি তাকে তার ঘরে অথবা এ বাড়িতে দেখতে পান তাহলে আপনাকে প্রবঞ্চনার অপরাধে রাজ্যের দণ্ডবিধি অনুসারে আমার শাস্তি হোক।

ব্রাবানশিও। ওরে কে আছিস, একটা আলো জ্বাল! আমায় একটা আলো দে। আমার লোকজনদের ডেকে তোল। এ দুর্ঘটনা যেন আমার দেখা দুঃস্বপ্নের মত। মনে হচ্ছে স্বপ্ন সত্যই। ওরে আলো আন্, শিগগির একটা আলো—

[উপর থেকে প্রস্থান]

ইয়াগো। চলি, এখন কেটে পড়াই ভাল। আমার যা চাকরী তাতে মূরের বিরুদ্ধে দাঁড়ান সঙ্গত নয়, শোভনও নয়, অথচ এখানে থাকলে হতেই হবে। শাসক-কুলকে আমি জানি; এর ফলে যদিও সে কিছুটা ভৎর্সিত হবে কিন্তু তাকে বরখাস্ত করা অসম্ভব। কারণ, জরুরি কারণেই তার উপরে সাইপ্রাসের আসন্নযুদ্ধের ভার। সব দিলেও ওর মতো যোগ্য লোক আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। এই সব বিবেচনা করে, যদিও তাকে আমি নরক-যন্ত্রণার মতই ঘৃণা করি, শুধু বর্তমান প্রয়োজনের খাতিরেই ওর প্রতি কর্তব্য আর ভালবাসা দেখাব। এটা নিতান্তই লোক দেখান। ওকে ধরতে চাইলে দলবল নিয়ে সোজা সাগিটারিতে চলে যাও, সেখানে আমি তার সঙ্গে থাকব। এখন বিদায়। [প্রস্থান]

[নীচে নৈশপোষাক পরিহিত ব্রাবানশিও সহ মশালধারী অনুচরগণের প্রবেশ]

ব্রাবানশিও। এ দুঃসংবাদ নির্মম সত্য। সে চলে গেছে। অভিশপ্ত আমার জীবনে আর কিছুই রইল না। শুধু তিক্ততা! রোদারিগো, কোথায় তাকে দেখেছিলে? হায় হতভাগিনী! কি বললে ঐ মূরটার সঙ্গে? এরপর আর কে পিতা হতে চাইবে! কি করে জানলে সে আমারই মেয়ে? উঃ এভাবে ঠকাল। আচ্ছা সে তোমায় কি বলেছে? আরো আলো জ্বাল; আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে তোল। তুমি কি মনে কর ওরা বিয়ে করে ফেলেছে?

রোদারিগো। সত্যি বলতে, আমার তো সে রকমই মনে হয়।

ব্রাবানশিও। উঃ ভগবান! কি করে পালাল? রক্তের বিদ্রোহ! পিতারা এখন থেকে আর মেয়েদের কাজ দেখে তাদের মন বিচার কোর না। আচ্ছা, এমন কি যাদু আছে যাতে মেয়ের কুমারীত্ব আর স্বভাবধর্ম ভ্রষ্ট করে দেয়?

রোদারিগো, তুমি এমন বিষয় কিছু পড়েছ কি ?

রোদারিগো। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি পড়েছি।

ব্রাবানশিও। আমার ভাইকে ডেকে তোল। হায়, তোমারই হাতে যদি ওকে দিতাম। কয়েকজন এপথে যাও, কিছু অন্যদিকে। তুমি জান কোথায় গেলে ওকে আর ঐ মুরটাকে আমরা ধরতে পারব ?

রোদারিগো। আপনি দয়া করে কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন, মনে হয় আমিই তাদের ধরিয়ে দিতে পারব।

ব্রাবানশিও। বেশ, আগে আগে চল। আমি বাড়ি বাড়ি হাঁক দেব। বেশির-ভাগই আমার অনুগত। এই তোমরা কিছু অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এস, কিছু রাতের পাহারাদারকেও ডেকে নাও। তুমি বড় ভাল রোদারিগো, চল, আগে চল। তোমার এ কষ্টের পুরস্কার নিশ্চয়ই দেব। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য। অন্য একটি রাজপথ।

[ওথেলো, ইয়াগো ও মশাল সহ অনুচরগণের প্রবেশ]

ইয়াগো। যুদ্ধের খাতিরে আমায় যদিও বহু নরহত্যা করতে হয়েছে তবু সুপরিকল্পিত খুন করতে আমার বিবেকে বাধে। আমার কাজে যে কিছু পাশব-প্রবৃত্তির প্রয়োজন তাতেও আমার কিছুটা অভাব। ন দশবার ভেবেছি তার পাঁজরার নীচে ছোরা চালিয়ে দি।

ওথেলো। করনি, ভালই হয়েছে।

ইয়াগো। কিন্তু ও এমন কুৎসা রটায়, আপনার নামে এমন অশ্রাব্য গালাগালি করেছে, এসব শুনেও সহ্য করেছি ; কারণ, এখনো আমার মন কিছুটা নরম। দয়া করে বলুন তো, আপনাদের বিয়েটা কি হয়ে গেছে ? সন্দেহ নেই সেনেটর বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি, আর ওর ক্ষমতাও ডিউকেরই সমান ; অন্যের থেকে যা দ্বিগুণ। উনি আপনাদের বিবাহ-বিচ্ছেদে বাধ্য করবেন ; অন্ততঃ আইনের সাহায্যে আপনাকে নাজেহাল করে আপনাকে নিরস্ত করবেন।

ওথেলো। রাগের বশে উনি যা খুশী করুন। রাষ্ট্রের সেবায় আমার কৃতিত্ব সব অভিযোগ ম্লান করে দেবে। এখনও কেউ জানে না, কিন্তু যখন বুঝবে যে অহংকার, আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয় নয় তখন জগৎ জানবে, আমার ধমনীতে আছে রাজরক্ত। যে সম্মান আমি অর্জন করেছি তাতে আমার রাজবংশমর্যাদা নিজ অধিকারে পেতে পারি, নত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জেনো ইয়াগো, যদি আমি শান্ত দেসদিমোনাকে মনে প্রাণে ভাল না বাসতুম, তবে সমুদ্রের সকল মণি-মুক্তার জন্যেও আমার বিবাগী স্বাধীন সত্তা বিবাহ-বন্ধনে বন্দী হত না। কিন্তু, দ্যাখ তো ও কিসের আলো ?

ইয়াগো। কন্যার পিতা সদলবলে এদিকে আসছেন। আপনি বরঞ্চ ভেতরে যান।

ওথেলো। মোটেই না, এখানেই ওরা আমাকে দেখবে। আমার মর্যাদা, কৃতিত্ব এবং নির্দোষিতা প্রমাণ করবে আমার গোপনীয় কিছুই নেই। এরা কি ওরাই ?

ইয়াগো। দেবতা জেনাসের নামে শপথ—মনে হচ্ছে তারা নয়।

[কয়েকজন মশালবাহী কর্মচারী সহ ক্যাসিওর প্রবেশ]

ওথেলো। সবাই ডিউকের কর্মচারী, আমার সহকারীও আছেন। বন্ধুগণ, শুভরাত্রি। খবর কি ?

ক্যাসিও। জাঁদ্রেল ডিউক আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং সাক্ষাৎ করতে বলেছেন। অবিলম্বে, এই মুহূর্তে।

ওথেলো। ব্যাপারটা কি বলে আপনার মনে হয় ?

ক্যাসিও। আমার অনুমান, সাইপ্রাসের কোন ব্যাপার। নিশ্চয়ই জরুরী ব্যাপার। আজ এই এক রাতের ভেতরেই একের পর এক বারজন দূত এসেছে নৌবহর থেকে। অনেক কাউন্সিলারই ঘুম থেকে উঠে ডিউকের কাছে চলে এসেছেন। আপনাকে অবিলম্বে ডেকে পাঠান হয়েছে। আপনাকে নিজ গৃহে না পেয়ে তিনটি দলকে পাঠান হয়েছে আপনাকে খুঁজে আনার জন্য।

ওথেলো। ভালই হল, আমার দেখা পেলেন। একটু বাড়ীতে কথা বলেই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। [প্রস্থান]

ক্যাসিও। পতাকাবাহী, উনি এখানে কেন ?

ইয়াগো। আরে, উনি তো আজ রাত্রে ডাঙায় বসে একখানা বজরায় চড়েছেন। যদি এটা আইনতঃ হয়ে থাকে, তবে তো ওর কেল্লা ফতে।

ক্যাসিও। বুঝলাম না কিছুই।

ইয়াগো। উনি বিয়ে করেছেন।

ক্যাসিও। কাকে ? [ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ]

ইয়াগো। চলুন সেনাপতি। ডিউকের ওখানে যাবেন তো ?

ওথেলো। হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গেই। চল।

ক্যাসিও। আপনার খোঁজে আর একদল আসছে দেখছি।

ইয়াগো। ইনি যে ব্রাবানশিও। সেনাপতি, সাবধান। ওর কোন খারাপ মতলব আছে।

[রোদারিগো এবং অস্ত্রশস্ত্র ও মশালবাহী কর্মচারিবৃন্দসহ ব্রাবানশিওর প্রবেশ]

ওথেলো। কে ওখানে ? যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়াও !

রোদারিগো। সিনর, ঐ যে মূরটা।

ব্রাবানশিও। গোল্লায় যাক্, চোর কোথাকার। [উভয়ের তরবারি নিষ্কাশন]

ইয়াগো। [illegible] রিগো, তোমার সঙ্গে আমিই লড়ে যাই।

ওথেলো। রেখে দিন আপনাদের ঝকঝকে তলোয়ারগুলো। শুধু শুধু শিশিরে ভিজে ওগুলোতে মরচে ধরে যাবে। (ব্রাবানশিওর প্রতি) মহামান্য সিনর, তলোয়ারের থেকেও আপনার বয়সের বলেই আপনি অধিক সম্মানীয়।

ব্রাবানশিও। বদমাইস, চোর ! শিগ্‌গির বল্‌ আমার মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্‌ ? নিজে শয়তান, তাই শয়তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুই ওকে যাদু করেছিস। না হলে যে কোন বিবেচক লোকই বলবে এমন সুন্দরী, নম্র ও সুখী মেয়ে, বিয়েতে যার এত অনিচ্ছা, এ রাজ্যে রূপে অর্থে সেরা সেরা ছেলেদেরও যে আমল দেয়নি,—সে কি যাদুবিদ্যার প্রভাব ছাড়া অভিভাবকের অবাধ্য হয়ে এবং সবাকার হাস্যাস্পদ হতে কখনও কি তোর মত কালো মূরের প্রণয় আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে ? যাকে দেখে আনন্দ হয় না, ভয় হয়। পৃথিবী বিচার করে দেখুক যে, শয়তানি যাদুবিদ্যা দিয়ে ওষুধ এবং বিষের প্রভাবে তার সুকুমারী মনটাকে বিবশ বিকৃত করেছিস কিনা ? আমার ঝগড়া চলবেই। আমার যুক্তি সঙ্গত এবং স্পষ্ট। তোকে আমি তাই বন্দী করব। তুই পৃথিবীর শত্রু, তোর পেশা বে-আইনী, নিষিদ্ধ বিদ্যা তোর ব্যবসা।

এই ওকে গ্রেপ্তার কর। যদি বাধা দিতে চায় তবে বলপ্রয়োগ করে ওকে বাধ্য করাবি।

ওথেলো। আপনারা সবাই ক্ষান্ত হন। সপক্ষ বিপক্ষ সবাইকে অনুরোধ করছি। যদি আমি যুদ্ধই চাইতাম, তবে তার জন্য আমাকে উস্‌কানি দেওয়ার প্রয়োজন হত না। বলুন, আপনার অভিযোগের উত্তর দিতে আমায় কোথায় যেতে হবে?

ব্রাবানশিও। কয়েদখানায়; যতদিন না আইন অনুযায়ী আদালত তোকে জবাব দেবার জন্য তলব করে।

ওথেলো। যদি আপনার আদেশ মেনে নিই, তাহলে ডিউকের ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি ভাবে? এই যে এরা, তাঁর দূত উপস্থিত, জরুরী রাজকার্যে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

প্রথম কর্মচারী। মান্যবর, উনি ঠিক কথাই বলেছেন। ডিউক পরিষদে সমাসীন এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে, আপনিও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ব্রাবানশিও। আশ্চর্য্য। ডিউক সমাসীন! এত গভীর রাত্রে! ওকে নিয়ে চল। আমার অভিযোগ তুচ্ছ নয়। স্বয়ং ডিউক এবং সেনেটের অন্য সদস্যরাও আমার এ অভিযোগকে তাদের ব্যক্তিগত অভিযোগ বলেই মনে করবেন। কারণ, যদি এমন কার্য অবাধে চলতে থাকে, তবে আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের অবস্থাও অখৃষ্টান ক্রীতদাসদের মতই হবে।

তৃতীয় দৃশ্য। সভাগৃহ।

[টেবিলের চারদিকে ডিউক ও সেনেটরগণ উপবিষ্ট। কর্মচারিগণ আদেশের অপেক্ষায়]

ডিউক। এসব খবরে মিল কিছুই নেই। সবই অসম্ভব।

প্রথম সেনেট সদস্য। বাস্তবিকই খবরগুলি পরস্পর বিরোধী। আমার চিঠিতে দেখছি একশ' সাতটি জাহাজের কথা।

ডিউক। আর আমার চিঠিতে রয়েছে একশ' চল্লিশ।

দ্বিতীয় সেনেট সদস্য। আর আমার শ'দুয়েক। যদিও বিবরণে হিসেবের গোলমাল; কারণ, অনুমানের ভিত্তিতেই চিঠিগুলো লেখা এবং সেহেতু গরমিল হতেই পারে; তবু সকলে একমত যে, এই নৌবহর তুরস্কের এবং সেগুলো আসছে সাইপ্রাসেরই দিকে।

ডিউক। হ্যাঁ, ভালভাবে বিবেচনা করলে তাই মনে হয়। সংখ্যার গরমিলের ভরসায় নিজেদের নিরাপদ মনে করা ঠিক নয়। বরঞ্চ, মূল জিনিসটা মেনে নিলে ভয়েরই কারণ আছে।

নাবিক। (নেপথ্যে) কে ওখানে? কে ওখানে, শুনুন। [একজন নাবিকের প্রবেশ]

ডিউক। তোমার কি খবর?

নাবিক। তুরস্কের নৌবহর রোডসে্র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সিনর এঞ্জেলোর আদেশে আমি একথা জানাতে এসেছি।

ডিউক। এ পরিবর্তনের কারণ কি বলে আপনারা মনে করেন?

প্রথম সেনেট সদস্য। অসম্ভব, কোন যুক্তিতেই একে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। এ শুধু আমাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার কৌশল। যদি ভেবে দেখি তুর্কীদের কাছে সাইপ্রাসের গুরুত্ব কতখানি, আরও যদি ভেবে দেখি তাহলে দেখব রোডসে্র চেয়ে সাইপ্রাসের দিকেই তাদের নজর বেশি। আর তা দখল

কমুতেও তাদের কম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে, কারণ, রোড্‌স্‌এর চেয়ে সামরিক সাজসজ্জায় সাইপ্রাসের যুদ্ধায়োজন নিতান্ত নগণ্য। এসব কথা মনে রাখলে তুর্কীদের আমরা এতটা নির্বোধ মনে করতে পারি না যে, তারা হাতের কাছে সহজলভ্য জয়কে দূরে ঠেলে যাতে বিপদের ঝুঁকি বেশি ও লাভ কম সেদিকে অগ্রসর হবে।

ডিউক। না, না, আমার দৃঢ় প্রত্যয়, তাদের উদ্দেশ্য রোডস্‌ নয়।

প্রথম কর্মচারী। এই যে আরও কিছু খবর এসেছে। [জনৈক দূতের প্রবেশ]

দূত। মহামান্য করুণাময়, তুরস্কের রণতরীগুলো সোজা রোডস্‌ অভিমুখে রওনা হচ্ছিল। সেগুলোর সঙ্গে আরও একদল নৌবহর যোগ দিয়েছে।

প্রথম সেনেট সদস্য। যা ভেবেছিলাম তাই। কতগুলো জাহাজ আন্দাজ করতে পার?

দূত। ত্রিশখানা রণতরী। সেগুলো এখন পিছনদিকে ফিরছে, এবার স্বমূর্তি তাদের,—লক্ষ্য সাইপ্রাস। আপনাদের বিশ্বস্ত বীর অনুচর, সিনর মণ্টানো কর্তব্যানুরোধে আপনাদের এই সংবাদ পাঠাচ্ছেন এবং অনুরোধ জানাচ্ছেন, এটাকে যেন সত্য বলে গ্রহণ করা হয়।

ডিউক। এটা এখন নিশ্চিত যে সাইপ্রাসই ওদের লক্ষ্য। মার্কাস লুক্কিকোস কি শহরে নেই?

প্রথম সেনেট সদস্য। না, তিনি ফ্লোরেন্সে আছেন।

ডিউক। তাকে আমাদের নামে চিঠি দিন। সঙ্গে সঙ্গে যেন চলে আসেন।

প্রথম সেনেট সদস্য। ওই যে ব্রাবানশিও আর নির্ভীক বীর মূর ওথেলো আসছেন।

[ব্রাবানশিও, ওথেলো, ইয়াগো, রোদারিগো ও কর্মচারিবৃন্দের প্রবেশ]

ডিউক। এই যে বীর ওথেলো, চিরশত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবিলম্বে আপনাকে আমি নিযুক্ত করতে চাই। (ব্রাবানশিওকে) সিনর ব্রাবানশিও, আপনাকে এতক্ষণ দেখিনি। স্বাগতম। আজ রাতে আপনার সাহায্য ও মন্ত্রণা ছাড়াই আমাদের কাজ করতে হয়েছে।

ব্রাবানশিও। আমারও আপনাদের সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন। মাফ করবেন, মান্যবর, আজ এখানে আমি যে শয্যাত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছি, তার কারণ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কিংবা অন্য কোন জরুরী তলব নয়। কিংবা দেশের বর্তমান উৎকণ্ঠাও আমার মনকে অধিকার করেনি। আমার এ শোক একান্ত ব্যক্তিগত, তার প্রকৃতি এমনই দুর্বার বন্যাপ্লাবনের মত, এমনই সর্বগ্রাসী যে, আর সব দুঃখ-কষ্ট দুর্ভাবনা সে গ্রাস করেছে। এখন সেই ব্যক্তিগত শোক ছাড়া আর কিছুই আমার নেই।

ডিউক। কেন? কি ব্যাপার?

ব্রাবানশিও। আমার—আমার মেয়ে,—হায়, হায়, আমার মেয়ে! ওঃ।

ডিউক। মারা গেছে?

সেনেটর। মারা গেছে?

ব্রাবানশিও। হ্যাঁ আমার কাছে তাই। সে অপহৃতা, ধর্ষিতা, ওষুধ আর যাদুমন্ত্র প্রয়োগের ফলে বুদ্ধি তার বিকল হয়েছে। কারণ বুদ্ধিভ্রষ্ট অন্ধ কিংবা বোধ-শক্তিহীন ছাড়া কারও পক্ষে নিজ স্বভাব থেকে এতটা স্খলন যাদুবিদ্যার সম্মোহন ছাড়া সম্ভব নয়।

ডিউক। যে দুষ্ট ব্যক্তি আপনার মেয়েকে প্রতারিত করে আত্মহারা করেছে এবং আপনাকে কন্যাহারা করেছে তার ওপর যথা ইচ্ছা আইনের নির্দয় বিধান প্রয়োগ করুন। এমন কি, যদি আমার নিজের ছেলে হয়, তবুও।

ব্রাবানশিও। মহাশয়কে ধন্যবাদ। এই সেই মানুষ, এই মূর, যাকে, বোধহয় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, আপনারই আদেশে এখানে আনা হয়েছে।

সকলে। (ডিউক ও সেনেটরগণ) আমরা দুঃখিত ও মর্মাহত।

ডিউক। (ওথেলোর প্রতি) আপনার তরফে কিছু বক্তব্য আছে ?

ব্রাবানশিও। কিছু নেই। আমি যা বলেছি তাই সত্য।

ওথেলো। মহীয়ান মাননীয় ও প্রবীণ সেনেটসদস্যগণ, আমার সদাশয় এবং সম্মান-ভাজন প্রভুরা,—এই বৃদ্ধের কন্যাকে আমি হরণ করেছি একথা সত্যি, আমি যে তাকে বিয়ে করেছি একথাও সত্যি। এই আমার ত্রুটি, এই আমার অন্যায় ; আর কিছুই নয়। আমার ভাষা রুক্ষ ; শান্ত শিষ্ট মার্জিত ভাবে কথা বলতেও আমি জানি না। কারণ, আমার সাতবছর বয়স থেকে এ অবধি—মাঝখানে নয় মাস কাল বাদে,—বিভিন্ন যুদ্ধশিবিরে আমার এই হাত দুটি তার প্রিয়তম কাজ, অস্ত্রের শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত আছে। যুদ্ধ হাঙ্গামা-সংক্রান্ত আলোচনা বাদে এই বিরাট পৃথিবীর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় আমি অভ্যস্ত নই। সেহেতু আমার সম্বন্ধে যদি কিছু বলি, তবে সামান্যই আত্মপক্ষ সমর্থন করা হবে। তবে একটু ধৈর্য ধরুন, শুনুন, আমি স্পষ্টভাবে অকপটে বলি আমার প্রেমের কাহিনী। আমার বিরুদ্ধে ঔষধি, কুহক, সম্মোহন এবং সাঙ্ঘাতিক যাদুমন্ত্র বল প্রয়োগের অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি বলব, কিভাবে আমি ওনার কন্যার হৃদয় জয় করেছি।

ব্রাবানশিও। কি নিরীহ মেয়েটা আমার, আহা ! স্বভাবতঃ ভীরু, নিজের চলন ভঙ্গীতে নিজেই লজ্জানতা ; স্বদেশ, স্বভাব, বয়স, বুদ্ধি সবকিছু অস্বীকার করে প্রেমে পাগল হয়েছে এমন একজন লোকের যাকে সে ভয় পেত। এমন গুণবতী স্বভাবের মেয়ে যখন তার প্রকৃতির বিরোধিতা করে এ ধরনের ভুল করে তখন বুঝতে হবে তার বিচারে ত্রুটি আছে। নারকীয় আচারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে. বিচারের আগে সেটাই জানতে হবে। সুতরাং আবার বলছি, আমার বিশ্বাস, কোন শক্তিশালী বিষপ্রয়োগের ফলেই তার রক্তে প্রতি-ক্রিয়া ঘটেছে, কিংবা কোন মন্ত্রপূত ঔষধি প্রয়োগে সে মেয়েকে বশ করেছে।

ডিউক। কিন্তু বিশ্বাসতো প্রমাণ নয়, আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। এই অস্পষ্ট অনুমান, এইটুকু বাজে সম্ভাবনা এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে গণ্য নয়।

প্রথম সেনেট সদস্য। ওথেলো, এবার আপনি বলুন। আপনি কি ছলে কিংবা বলে এই তরুণীটির মন বিষিয়ে ওকে বশীভূত করেছেন ? অথবা সে কি অনুরোধে, হৃদয়ে হৃদয়ে আলাপের মাধ্যমে এসেছে ?

ওথেলো। আমি আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, সাগিটারি থেকে সে মহিলাকে আনুন। পিতার সামনে সে আমার বিষয়ে বলুক। যদি তার বক্তব্য থেকে আমাকে দোষী মনে হয়, তবে দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত পদ থেকে আমাকে বিচ্যুত করুন, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দিন।

ডিউক। দেসদিমোনাকে এখানে নিয়ে এস।

ওথেলো। পতাকাবাহী, তুমিই যাও। জায়গাটা তুমি সবচেয়ে ভাল চেন। [ইয়াগো

ও অনুচরগণের প্রস্থান] যতক্ষণ সে না আসে, ভগবানের কাছে যেমন নিজের অন্যায় স্বভাবের কথা অসংকোচে স্বীকার করি ; তেমনি জ্ঞানী, গুণী আপনাদের কাছে খুলে বলি কিভাবে এ সুন্দরীর হৃদয় পেয়েছি, এবং সেও পেয়েছে আমার।

ডিউক। বলুন ওথেলো।

ওথেলো। তার বাবা আমাকে ভালবাসতেন ; প্রায়ই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন। শুনতেন আমার জীবন-কথা—সেইসব যুদ্ধের কাহিনী, বছর বছর যা আমি কাটিয়ে এসেছি। শৈশব থেকে সেই অবধি জীবনের সকল কথাই আমি সেখানে বলতাম। কথাপ্রসঙ্গে বলতাম, সেইসব বিপজ্জনক, রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা যা আমার জীবনে এসেছে,—সাগরে, প্রান্তরে, কত বিপদসংকুল দুর্ঘটনা, নগরের দুর্গ প্রাচীর দিয়ে পালাতে গিয়ে কতবার জীবন সংশয়, কিভাবে নিষ্ঠুর শত্রুর কবলে পড়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়েছি, আবার কিভাবে মুক্ত হয়েছি। বলতাম আমার জীবন-অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। আমার পর্যটনের ইতিহাসে থাকত অতলস্পর্শী গুহার কথা এবং জনহীন মরুভূমি, রুক্ষ শিলা আর গগনস্পর্শী পাহাড় পর্বতের কথা। এইসব ছিল আমার বর্ণনা। এইভাবে বলেছি সব কাহিনী—পরস্পরের মাংস খায় সেইসব নরখাদকের গল্প, সেইসব বিচিত্র মানুষদের কথা, যাদের মাথা ঘাড়ের নীচের দিকে। এসব কাহিনী শোনার জন্য দেসদিমোনা উৎসুক হয়ে থাকত। ঘরের কাজে তাকে এদিক ওদিক চলে যেতে হত, কিন্তু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সে কাজ শেষ করে চলে আসত, উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনত আমার গল্প। সব দেখতাম আমি। একসময় সে নিজে আমাকে আন্তরিক অনুরোধ করল আমার জীবন-কাহিনী সবিস্তারে বলার জন্য। কিছু কিছু অংশ যা সে শুনেছে, তাও মন দিয়ে নয়। সম্মত হলাম। লক্ষ্য করেছি, কখনো কখনো আমার কাহিনী শুনে তার দু'নয়ন জলে ভরে গেছে ; বিশেষ করে, যখন বলেছি কোন প্রতিকূল দুর্দশার কথা। গল্প শেষ হলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। বিস্ময়ে বলেছে সে, আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত, অতি করুণ কাহিনী। সে বলেছে, এমন কাহিনী না শোনাই ভাল ছিল। আবার ইচ্ছা প্রকাশ করত, যদি এমনি পুরুষ তার সঙ্গী হত। ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলত আমার কোন বন্ধু যদি তাকে ভালবাসতে চায় তাহলে তাকে যেন শিখিয়ে দিই এরকম গল্প বলার ধরন, তাতেই তাকে সে জয় করে নেবে। এই ইঙ্গিতে আমি মনের বাসনা ব্যক্ত করি। আমার জীবনের বিপদের অভিজ্ঞতার জন্য সে আমাকে ভালবেসেছিল, আর আমিও তাকে ভালবেসেছি ; কারণ আমার দুর্ভাগ্যে তার ঐকান্তিক করুণা। এই হল আমার যাদুবিদ্যা, যা আমি প্রয়োগ করেছি। ঐ যে কন্যা নিজেই আসছে। সেই আমার উক্তির সাক্ষ্য দিক্।

[দেসদিমোনা, ইয়াগো ও অনুচরের প্রবেশ]

ডিউক। এ গল্প আমার কন্যাকেও বুঝি জয় করে নিত। মহানুভব ব্রাবানশিও, এই ভাঙাচোরা ব্যাপারকে যথাসম্ভব ভালোভাবেই নিন। নিরস্ত্র থাকার চেয়ে ভাঙা অস্ত্র ব্যবহার ভাল।

ব্রাবানশিও। অনুরোধ, মেয়ের বক্তব্য শুনুন। যদি সে স্বীকার করে যে, এই প্রণয়ে সে অর্দ্ধেক দায়ী তাহলে এই লোকটির প্রতি যদি অভিযোগ আনি, আমার সর্বনাশ হক্। লক্ষ্মী মেয়ে, এদিকে এস। এই সম্মানিত সভায়, বল দেখি কার প্রতি

তুমি সবচেয়ে অনুগত ?

দেস্‌দিমোনা। বাবা, এখানে দেখছি আমার কর্তব্য দ্বিধাবিভক্ত। বাবা, তুমি আমার জন্মদাতা, শিক্ষাদাতা। এই জন্ম, এই শিক্ষা আমাকে শেখায় যে, তোমাকে মান্য করা, শ্রদ্ধা করা আমার কর্তব্য। তুমি আমার কর্তব্যের প্রভু, এ পর্যন্ত আমি তোমার কন্যা। কিন্তু এখানে আমার স্বামী উপস্থিত, যেভাবে আমার মা তাঁর বাবার চেয়েও তোমার প্রতি বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, ততখানি অধিকার ও বাধ্যতা রয়েছে আমারও মূর স্বামীর প্রতি।

ব্রাবানশিও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আমার আর কিছু বলার নেই। মহামান্য ডিউক, আপনি তবে এখন রাজকার্য শুরু করুন। দেখছি নিজের সন্তানের চেয়ে পোষ্য প্রতিপালন করা ছিল অনেক ভাল। মূর, এদিকে এস, হৃদয় উজাড় করে তোমাকে যা দিলাম, তুমি ইতিমধ্যে তাকে লাভ না করে ফেললে আমি নিশ্চয়ই সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমার কাছ থেকে তাকে আগলে রাখতাম। আর কন্যা তোমাকেও বলি, আমি মনে মনে খুশী; আমার তো আর সন্তান নেই, হয়তো তোমার এই কীর্তি অত্যাচারী করে তুলত আমাকে, তাদের শিকলে বাঁধতাম। মহামান্য প্রভু, আমার আর কিছু বলার নেই।

ডিউক। আমিও কিছু নীতিকথা বলি। হয়ত তাতে এই প্রেমিকযুগল আপনার আনুকূল্য লাভে কিছুটা সফল হবে। যখন দুঃখের কোন প্রতিকার নেই তখন তাকে ভুলে যেতে হয়। যে অমঙ্গল বিদায় নিয়েছে সে কথা আবার চিন্তা করার অর্থ নতুন অমঙ্গল ডেকে আনা। অদৃষ্টের ফলে যা ধরে রাখা যাবে না, তখন ধৈর্যের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়ে উপহাস করাই সঙ্গত। লুণ্ঠিত হয়ে যদি আপনি হাসতে পারেন, তাহলে অন্ততঃ এই আনন্দ পাবেন যে, ব্যাপারটাকে আপনি অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন। কিন্তু যদি নিস্ফল শোকে ভেঙে পড়েন, তাহলে লাভের মধ্যে মানসিক শান্তিটুকুই হারাবেন।

ব্রাবানশিও। তাহলে তুর্কীরা সাইপ্রাস নিয়ে নিক্। কেননা, আমরা হাসতে পারলে তো সে ক্ষতিও ক্ষতি থাকবে না। নীতিকথা শোনা খুবই সহজ, যার কোন দায় নেই সেই শোনা কথা থেকে আনন্দ পায়। কিন্তু যে ভাগ্যহীন, দুঃখের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধৈর্য ধারণের উপদেশ তার কাছে অসহনীয়। এইসব নীতিকথা এক-দিকে মধুর, অন্যদিকে তিক্ত; উভয়তঃ সমভার। কিন্তু কথা, শুধুই কথা। আমি কখনই শুনিনি নীতিকথা শুনে কারো দুঃখ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই বিনীত অনুরোধ, এখন রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন।

ডিউক। তুর্কীরা যুদ্ধের জন্য বিপুল সমর সাজে সাইপ্রাসের দিকে এগিয়ে আসছে। ওথেলো, সে জায়গা রক্ষার দায়িত্ব আপনি ভালভাবে জানেন। সেখানে যে আছে, সে যদিও সুদক্ষ ও বিশ্বাসী, তবুও জনমত একাজে আপনাকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করে। অতএব আপনার বর্তমানের আমোদ প্রমোদের চাকচিক্য বন্ধ করুন; বিপদসংকুল, অনিবার্য এ অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

ওথেলো। মাননীয় সেনেট সদস্যগণ, অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আমার জীবনে ইস্পাতকঠিন ঐ রণাঙ্গন পালঙ্কের শয্যার মতই সুকোমল। আমি মেনে নিচ্ছি কঠিন কষ্টসাধ্য কাজের দিকে আমি উৎসুক আগ্রহে ছুটে যাই; তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভার আমি গ্রহণ করলাম। বিনীতভাবে শুধু এই প্রার্থনা জানাই,

আমার পত্নীর জন্য তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী বাসস্থান, বৃত্তি, অনুচর প্রভৃতির যোগ্য আয়োজন করা হক।

ডিউক। আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে সে পিতৃগৃহেই থাক।

ব্রাবানশিও। আমি তাতে রাজী নই।

ওথেলো। আমিও না।

দেসদিমোনা। আমিও তা চাইনা।। আমি সেখানে থাকবই না,—বাবার চোখের সামনে তার চক্ষুশূল হয়ে থাকতে। মহামান্য ডিউক, আপনি দয়া করে আমার বক্তব্য শুনুন। যাতে আমার সকল বাসনা আপনার অনুমোদন লাভ করে।

ডিউক। কি তোমার বাসনা, দেসদিমোনা?

দেসদিমোনা। এই মূরকে ভালবেসেছি একসঙ্গে থাকার আশায়; ভাগ্য বিপর্যয়েও কঠিনভাবে চলেছি একথা জগৎ জানে। আমার স্বামীর সত্তার সঙ্গে আমার হৃদয় এক হয়ে মিশে গেছে। ওথেলোর মুখে আমি তাঁর মনের রূপ দেখেছি, আর তাঁর ঐ সম্মান ও পৌরুষের কাছে আমার মন—ভাগ্য আমি সমর্পণ করেছি। সুতরাং মহাজনগণ, এখানে আমাকে শান্তির প্রজাপতি করে রেখে তিনি যদি যুদ্ধে যান তাহলে যে অধিকারে তাকে ভালবেসেছি তার থেকে ধর্মচ্যুত হব, আর সুদীর্ঘ বিরহের সময়টা দুঃসহ হয়ে উঠবে। তাই প্রার্থনা, আমায় তাঁর সঙ্গে যেতে দিন।

ওথেলো। আপনারা সম্মতি দিন। ভগবান সাক্ষী, এ প্রার্থনা আমি আমার বাসনা তৃপ্তির জন্য জানাচ্ছি না, কামনা চরিতার্থের জন্যও না। তারুণ্যের সে উত্তাপ নিভে গেছে। শুধু তার মনের স্বাধীন ইচ্ছা পূর্ণ করাই আমার উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা যেন মনে না করেন যে সে আমার সঙ্গে থাকবে বলে আমার কর্তব্য কর্মে আমি অবহেলা করব। যদি কখনো পুষ্পধনু-মোহিত শরজাল আমার দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়, যদি আমার ভোগসুখ-আনন্দ, আমার সুস্থ চিন্তা কর্তব্যকর্ম বিকল করে দেয়, তাহলে সেদিন যেন আমার শিরস্ত্রাণ নিয়ে পাচিকারা তৈজসপত্রে ব্যবহার করে। নিন্দা ও জঘন্য অপবাদে আমার সব সুনাম যেন মুছে যায়।

ডিউক। সে যাবে কি যাবে না তা আপনারা নিজেরা ঠিক করুন। কিন্তু এ ব্যাপারে দেরী নয়, এখুনি উত্তর চাই। আজ রাতেই আপনাকে যেতে হবে।

দেসদিমোনা। প্রভু, আজ রাতেই?

ডিউক। হ্যাঁ, আজ রাতেই।

ওথেলো। সর্বান্তঃকরণে আমি রাজী।

ডিউক। সকাল ন'টায় এখানে আমরা আবার মিলিত হব। ওথেলো, এখানে কোন কর্মচারী রেখে যাবেন। সেই আমাদের নিয়োগপত্র ও আপনার মর্যাদা-সম্মত অন্যান্য সম্মান চিহ্ন নিয়ে যাবে।

ওথেলো। আপনি অনুমতি দিলে আমার সৎ ও বিশ্বাসী পতাকাবাহী এখানে থাকবে; আমার পত্নীর ভার তার ওপর থাক। অন্যান্য যদি কিছু পাঠাবার থাকে তবে সেই নিয়ে যাবে।

ডিউক। বেশ, তাই হবে। শুভরাত্রি। (ব্রাবানশিওকে) মাননীয় সিনর, সকলকে আনন্দ দিতে পারে এমন গুণকে যদি রূপ বলে ধরা যায় তাহলে, আপনার

জামাতা কালো নয়, খুবই সুন্দর।

প্রথম সেনেট সদস্য। নির্ভীক মূর, বিদায়। দেসদিমোনাকে ভালভাবে রাখবেন।

ব্রাবানশিও। ওর ওপর চোখ রেখ, মূর, যদি তোমার চোখ থাকে। যে বাপকে ঠকিয়েছে সে তোমাকেও ঠকাতে পারে।

ওথেলো। ওর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমার জীবনপণ। [ডিউক, সেনেটসদস্যগণ ও কর্মচারিগণের প্রস্থান] সৎ ইয়াগো, আমার দেসদিমোনা তোমার কাছে রইল। তোমার পত্নী যেন তাকে পরিচর্যা করে, এই আমার অনুরোধ। পরে সুবিধামত তাদের নিয়ে এস। এস দেস্‌দিমোনা, মাত্র এক ঘণ্টা আছে, প্রেমালাপ, বিষয়কর্ম কিংবা উপদেশ শেষ করে নেবার এই তো সময়। সময়ের সদ্ব্যবহার করাই ঠিক। [ওথেলো ও দেসদিমোনার প্রস্থান]

রোদারিগো। ইয়াগো!

ইয়াগো। কি বন্ধু, এবার কি বল?

রোদারিগো। বলতো, এখন কি করি?

ইয়াগো। কেন, শুয়ে ঘুমোবে।

রোদারিগো। এক্ষুণি ডুবে মরব।

ইয়াগো। তা যদি কর তাহলে তোমার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই। বুদ্ধু কোথাকার! কেন এমন করবে?

রোদারিগো। বেঁচে থাকাই যখন জ্বলেপুড়ে মরা, তখন বেঁচে থাকাটাই বোকামি। মৃত্যুই যখন ডাক্তার তখন মরে যাওয়াটাই একমাত্র দাওয়াই।

ইয়াগো। ওরে শয়তান, আটাশ বছর ধরে পৃথিবীকে দেখছি। যেদিন থেকে আমি ভালমন্দ বুঝতে শিখেছি, সেদিন থেকে এমন একটি লোককে খুঁজে পেলাম না যে নিজেকে ভালবাসতে জানে। এমন একটা সামান্য মেয়ের জন্য ডুবে মরব একথা বলার আগে আমি মানুষ না হয়ে একটা বেবুন হতে রাজী আছি।

রোদারিগো। তাহলে কি করব-বল? স্বীকার করছি, আমার এই পাগলামী খুবই লজ্জার। কিন্তু একে শোধরানো আমার সাধ্যের বাইরে।

ইয়াগো। সাধ্য না ছাই। এটা কিংবা ওটা হওয়া আমাদেরই নিজেদের ইচ্ছার ব্যাপার। শরীরটা হচ্ছে একটা বাগান আর মালী হচ্ছে আমাদের ইচ্ছাশক্তি। এখানে শাকসব্জীও লাগাতে পারি বা কাঁটাগাছের চাষও করতে পারি; ফুলগাছও পুঁততে পারি, লেটুস গাছও মুড়োতে পারি; একজাতের গাছও লাগাতে পারি, আলসেমী করে এ জমি নিষ্ফলাও রাখতে পারি; আবার খেটে খুটে উর্বরাও করে তুলতে পারি—যা কিছু করি সবার পেছনেই ঐ ইচ্ছাশক্তি। আমাদের জীবনে বিচারশক্তির তুলাদণ্ডে যুক্তি যদি না প্রবৃত্তিকে বশে রাখত তাহলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যা বন্য ও আদিম তা আমাদের অত্যন্ত অসংগঠিত পরিণতির দিকে নিয়ে যেত। আমাদের এই বিচারশক্তি, আমাদের দুর্দমনীয় আবেগ, রিপুর দংশন, জঘন্য কামনাকে সংযত করে রাখে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তোমরা যাকে 'ভালবাসা' বল, তা হচ্ছে এই কামনা-লালসারই একটা রূপ।

রোদারিগো। এটা ঠিক নয়।

ইয়াগো। এটা নিছক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত রক্তের লালসা। মানুষ হও। ডুবে মরতে যাবে কেন? বেড়াল বাচ্চা, কাণা কুকুর ডুবে মরুক। আমি তোমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিয়েছি, তোমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে থেকে সে বন্ধুত্বের প্রমাণ করব। এখনই তোমার পাশে আমার সবচেয়ে বেশি দাঁড়ান উচিত। টাকার থলি ভর্তি কর। আর যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এস। নকল দাড়ি পরে ছদ্মবেশ ধারণ কর। মনে রেখ, টাকার থলিটা ভর্তি করা চাই। মূরকে দেসদিমোনা বেশিদিন ভালবাসতে পারবে না, একথা বলে দিচ্ছি। থলি ভরে টাকা নিও কিন্তু। মূরেরও ভালবাসা বেশিদিন টিকবে না। ওদের ভালবাসা যেমন ঝড়ের মত এসেছিল তেমনি দমকায় নিভে যাবে। শুধু তোমার টাকার থলিটা ভরে রেখ। এই মূরগুলোর ইচ্ছার ঠিক নেই, তুমি শুধু টাকার থলিটা ভর্তি রেখ। ওর মুখে আজ যা মধুর মত মিষ্টি, পরে তাই হবে নিমের মত তেতো। যুবক ছেলের জন্য দেসদিমোনা চলে যাবেই। যখন ওথেলোর দেহের ওপর তার আসক্তি থাকবে না, তখন সে মেয়ে তার ভুল বুঝতে পারবে। ও মেয়ে ছেড়ে যাবেই, নিশ্চয়ই যাবে। তাই বলছি, টাকার থলি ভর্তি করে নাও। সত্যিই যদি মরতে চাও, তবে ডুবে না মরে অবৈধ প্রেমের পথেই যাও। যত বেশি পার টাকা যোগাড় কর। একটা বাউণ্ডুলে বর্বর আর এক ধড়িবাজ ভেনিসীয় মেয়ের ঠুনকো বন্ধন আর ভণ্ড সাধুতা যদি আমার কূটবুদ্ধি ও নরকের চরের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে তবে জেনে রেখ তুমি ও মেয়েকে পাবেই। অতএব টাকার যোগাড় কর। ডুবে মরা-টরা এখন চুলোয় যাক্। ওসব কথা একদম বাজে। ওর সঙ্গ না পেয়ে ডুবে মরার চেয়ে ওকে লাভ করার চেষ্টায় ফাঁসিতে ঝোলা ভাল।

রোদারিগো। আচ্ছা, যদি তোমার কথা বিশ্বাস করি আমার আশা মিটবে তো?

ইয়াগো। অনায়াসে তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পার। এখন যাও, টাকার যোগাড় কর। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মূরটাকে আমি ঘৃণা করি, মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। তোমার জ্বালাও কিছু কম নয়। তাহলে এস, প্রতিশোধ নিতে আমরা দুজনে হাত মেলাই। তোমার হবে সুখ আর আমার হবে স্ফূর্তি। ভবিষ্যতে অনেক কিছু জমা আছে, সময়ে তাদের পাওয়া যাবে। এখন যাও, এগোও, টাকা নিয়ে এস। কাল বাকী আলোচনা হবে; এখন চলি।

রোদারিগো। কাল সকালে তোমায় কোথায় পাওয়া যাবে?

ইয়াগো। আমার বাড়ীতেই।

রোদারিগো। তাহলে ঠিক সময়েই হাজির হব।

ইয়াগো। ঠিক আছে এখন যাও। রোদারিগো, শুনছ?

রোদারিগো। আঁ্যা, কিছু বলছ?

ইয়াগো। বুঝেছ তো? আর ডোবার কথা নয়।

রোদারিগো। না, না, আমি এখন পাল্টে গেছি। এখন গিয়ে জমিজমা বেচব। [প্রস্থান]

ইয়াগো। এইভাবে বোকাকে দিয়ে টাকার থলিটা ভর্তি করি। এই বুদ্ধুটার সঙ্গে বিনা স্বার্থে কিংবা রঙ্গ রসে সময় কাটানোর মানে নিজের অর্জিত জ্ঞানের অপব্যবহার করা। মূরটা আমার চক্ষুশূল। লোকে বলে, আমারই বিছানায় নাকি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পতির ভূমিকায় অভিনয় করেছে। কথাটা সত্যি কিনা

জানিনা, কিন্তু এ ব্যাপারে সন্দেহ সত্যই। তার সুনজরে আছি, আমার মতলব হাঁসিল করাটা সহজ। ক্যাসিওই যোগ্যতম লোক। মতলবটা ভেবে দেখি; তবে, ও চাকরিটা বাগাতে হবে। এক ঢিলে দু'পাখী মারব। কি করে? আচ্ছা দেখা যাক্। কিছুদিন পর থেকে ওথেলোর কানে লাগাব তার স্ত্রীর সঙ্গে ক্যাসিওর চলছে অবৈধ আশনাই। যা চেহারা লোকটার, দেখলেই সন্দেহ হয়। মূরটা তো সরল সাদাসিধে। তার কাছে যে সৎ সাজতে পারে সেই সৎ। ওকে গাধার মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান খুব সোজা। কেল্লা ফতে; বীজ পোতা হল। নরক ও রাত্রি মিলে জন্ম দিক বীভৎস চক্রান্ত। [যবনিকা]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাসের এক বন্দর।

[জাহাজঘাটার কাছাকাছি এক উন্মুক্ত স্থান। মন্টানো ও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

মন্টানো। অন্তরীপ থেকে সমুদ্রের মধ্যে কি দেখছেন?

প্রথম ভদ্রলোক। কিছুই না, শুধু ঢেউয়ের তোলপাড়। সমুদ্র আর আকাশের মাঝখানে জাহাজের চিহ্নমাত্র দেখছি না।

মন্টানো। ডাঙার ওপরে ঝড়ের ঝাপটা প্রচণ্ড। আমার মনে হয় এর চেয়ে প্রবল ঝড়ে এই দুর্গপ্রাচীর কখনো কাঁপেনি। আর যদি সমুদ্রের বুকে হাওয়ার বেগ এত প্রচণ্ড হয়, তাহলে কোন কাঠের জাহাজ এত শক্ত যে পাহাড়ে আছড়েও আস্ত থাকবে? এই ঝড়ে কি হবে কে জানে?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। শুধু তুরস্কের যুদ্ধ জাহাজগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এই বেলাভূমিতে একবার দাঁড়িয়ে দেখুন, সমুদ্রের ফুঁসে ওঠা ঢেউগুলো যেন আকাশের মেঘের গায়ে ধাক্কা মারছে। তরঙ্গের বিক্ষোভে নিক্ষিপ্ত জলকণায় বুঝি বা সপ্তর্ষি ঢেকে গেল; নিভে গেল ধ্রুবতারার প্রহরী তারাগুলোর আলো। ক্রুদ্ধ সাগরের এমন প্রচণ্ড রোষ আমি আগে কখনো দেখিনি।

মন্টানো। যদি তুর্কী নৌবহর কোন ঘাটে আশ্রয় না নিয়ে থাকে, তবে নির্ঘাত ধ্বংস হয়েছে। এ অবস্থায় টিকে থাকা অসম্ভব। [তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ]

তৃতীয় ভদ্রলোক। বন্ধুগণ, সুখবর! আমাদের যুদ্ধ শেষ। এই দামাল ঝড়ে তুর্কীরা বিপর্যস্ত। তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ। ভেনিসের এক বড় জাহাজ তুর্কী নৌবহরের অধিকাংশের ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করে এসেছে।

মন্টানো। সে কি! এ কি সত্যি?

তৃতীয় ভদ্রলোক। ভেরোনার জাহাজটা এখানে ভিড়েছে। যুদ্ধপ্রিয় বীর ওথেলোর সহকারী মাইকেল ক্যাসিও ঘাটে এসে নেমেছেন আর মূর নিজে সাগরেই আছেন। পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী তিনি—সাইপ্রাসের গভর্ণর।

মন্টানো। খুব খুশী আমি। সত্যিই তিনি সুযোগ্য শাসক।

তৃতীয় ভদ্রলোক। যদিও ক্যাসিও তুরস্কের ধ্বংসের খবরে আনন্দিত, তবে তিনি নিজেই আবার মূরের জন্য চিন্তিত, বিমর্ষ। প্রচণ্ড ঝড়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

মন্টানো। ভগবান তাঁকে ভাল রাখুন। তাঁর অধীনে কাজ করেছি, তিনি যে একজন খাঁটি সৈনিক সে পরিচয়ও পেয়েছি। চলুন, আমরা সমুদ্রের দিকে

যাই। যে জাহাজটা এসেছে সেটাকে দেখি আর সেই সঙ্গে দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকি বীর ওথেলোর প্রতীক্ষায়,—যতক্ষণ না সেটা সমুদ্রের নীল আকাশের নীলিমায় একাকার হয়ে যায়।

তৃতীয় ভদ্রলোক। তাহলে চলুন তাই করা যাক। কেননা, প্রতি মুহূর্তেই আমরা যে কোন নব আগন্তুকের আশা করতে পারি। [ক্যাসিওর প্রবেশ]

ক্যাসিও। ধন্যবাদ আপনাদের। যুদ্ধপ্রিয় এই দ্বীপের আপনারা সাহসী বীর। আপনারা ওথেলোকে শ্রদ্ধা করেন, সেজন্য ধন্যবাদ। দুর্যোগের হাত থেকে ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন। ভয়ঙ্কর সাগরে আমি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

মন্টানো। তাঁর জাহাজটা মজবুত তো ?

ক্যাসিও। মজবুত কাঠের তৈরী, আর নাবিকরাও সকলে দক্ষ ও বিচক্ষণ। তাই আশা হচ্ছে, বিপাকের কথা না ভেবে সাফল্যের কথাই মনে আসছে। (নেপথ্যে চীৎকার ঃ পাল, জাহাজ, একটা জাহাজ।) [চতুর্থ এক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ক্যাসিও। কিসের গোলমাল ?

চতুর্থ ভদ্রলোক। নগর এখন জনশূন্য, সব লোক এখন সাগরপারে দাঁড়িয়ে জাহাজ জাহাজ, বলে চীৎকার করছে।

ক্যাসিও। আমার আশা, আমাদের গভর্ণরই আসছেন। (নেপথ্যে তোপধ্বনি)

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। এই তোপ সৌজন্যসূচক। নিশ্চয়ই বন্ধুরা আসছেন।

ক্যাসিও। আপনাকে অনুরোধ, একবার গিয়ে দেখে আসুন সত্যি কে এল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

মন্টানো। মাননীয় সহকারী, আপনাদের সেনাপতি কি বিবাহিত ?

ক্যাসিও। হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারে তিনি বেশ ভাগ্যবান। তিনি এমন একটি মেয়েকে লাভ করেছেন যিনি সকল বর্ণনা, সকল খ্যাতি, জনশ্রুতি ম্লান করে দিয়েছেন। মুগ্ধ কবির কল্পনা-প্রশান্তিতেও তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। প্রকৃতি তাঁকে এমনি সুন্দরী করে গড়েছে। [দ্বিতীয় ভদ্রলোকের পুনঃ প্রবেশ] কি খবর ? কে এলেন ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যিনি এসেছেন, তাঁর নাম ইয়াগো ; সেনাপতির একজন পতাকাবাহী।

ক্যাসিও। অনুকূল বাতাসের সহায়তায় ভাগ্যক্রমে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়েছেন। উত্তাল সমুদ্র, ক্ষুব্ধ ঝড়ঝঞ্ঝা, গর্জনকারী বাতাস, বন্ধুর পর্বত আর জমাট বালুচর সব জাহাজের শত্রু। ওরাও রূপমুগ্ধ হয়ে তাদের স্বভাব ভুলে গেছে, অনিন্দ্য দেসদিমোনাকে নিরাপদে যেতে দিয়েছে।

মন্টানো। কে এই মহিলা ?

ক্যাসিও। যাঁর কথা বললাম, তিনিই আমাদের সেনানায়কের নায়িকা। সাহসী ইয়াগোর উপর ভার ছিল তাঁকে নিয়ে আসবার। আমাদের প্রত্যাশার সাতদিন আগেই তারা এখানে উপস্থিত। ভগবান ওথেলোকে নিরাপদে রাখুন। তাঁর জাহাজের পাল এমন জোরালো বাতাসে ফাঁপিয়ে তুলুন যাতে তাঁর জাহাজের আগমনে এই পোত ধন্য হয়। দেসদিমোনার সঙ্গে অচিরেই যেন মিলন হয়, আমাদের খিন্ন মনে নব উদ্দীপনা এনে দিক ; সাইপ্রাসের সকলের মনে আনন্দ আসুক। [দেসদিমোনা, এমিলিয়া, ইয়াগো, রোদারিগো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ] ওই দেখ জাহাজের সেরা রত্ন তীরে এসে গেছেন। সাইপ্রাসবাসিগণ, নত হয়ে

সম্মান প্রদর্শন করুন। স্বাগতা দেবী। ভগবানের আশীর্বাদ আপনার চারিদিকে কল্যাণচক্র রচনা করুক।

দেসদিমোনা। বীর ক্যাসিও, ধন্যবাদ আপনাকে। আমার স্বামীর খবর কি বলতে পারেন ?

ক্যাসিও। এখনও তিনি আসেননি। আর কিছুই জানি না। তবে, তিনি ভালই আছেন আর শিগ্‌গিরই এসে পড়বেন।

দেসদিমোনা। আমার ভয় হচ্ছে। কি করে আপনি বিচ্ছিন্ন হলেন ? (নেপথ্যে "জাহাজ, জাহাজ")

ক্যাসিও। সমুদ্রের আকাশের দারুণ দুর্যোগে আমরা বিচ্ছিন্ন হলাম। কিন্তু দেখুন ঐ একটা জাহাজ। (নেপথ্যে তোপধ্বনি)

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। তোপধ্বনি করে দুর্গের প্রতি সম্ভ্রম জানাল। বন্ধু বলেই মনে হয়।

ক্যাসিও। যান, দেখে আসুন। [ভদ্রলোকের প্রস্থান] বন্ধু পতাকাবাহী, আপনাকে স্বাগত জানাই। (এমিলিয়াকে) হে দেবী, স্বাগতম। সাধু ইয়াগো, আপনার স্ত্রীর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন যেন আপনার বিরক্তি উৎপাদন না করে। আমার শিক্ষা-দীক্ষা এমনি তাই এই সাহসী ভদ্রতা ! (এমিলিয়াকে চুম্বন)

ইয়াগো। মশাই, আমি ওর জিভের স্বাদ যতটা পেয়ে থাকি, ততটা ওর ঠোঁটের আস্বাদ যদি ও আপনাকে দিয়ে থাকে তবে পুরো প্রাপ্য পাবেন !

দেসদিমোনা। আহা, ও তো কথাই বলে না।

ইয়াগো। আসলে, বড় বেশি বলে। যখন আমার ঘুমোবার ইচ্ছে তখন আমি সেটা টের পাই। মেরীর দোহাই, ওর জিভটা কিছুটা হৃদয়ে লুকোন আছে এবং গাল দেয় মনে মনে।

এমিলিয়া। একথা বলার মত কারণ কি দেখেছ ?

ইয়াগো। আরে থাম, থাম। তোমরা ঘরের বাইরে পটে আঁকা ছবি, বৈঠকখানায় ঘণ্টা, রান্নাঘরে বুনো বেড়াল, খোঁচা দিতে সাধু, রাগ হলে রণচণ্ডী, ঘরকন্নায় অভিনেত্রী আর কেবল বিছানায় অসতী গিন্নী।

দেসদিমোনা। ছি ! ছি ! এত নিন্দুক আপনি।

ইয়াগো। আমার কথা সত্যি না হলে আমাকে 'তুর্কী' বলবেন। আপনারা খেলতে জেগে ওঠেন আর বিছানায় শুয়ে সবচেয়ে কর্মিষ্ঠা হন।

এমিলিয়া। আমার গুণগান তোমাকে করতে হবে না।

ইয়াগো। তাহলে আসছি।

দেসদিমোনা। আমার গুণের কথা বলতে হলে কি ভাবে বলবেন ?

ইয়াগো। এ ব্যাপারে আমায় বলবেন না। জানেন তো, আমি খালি খুঁত ধরি !

দেসদিমোনা। আচ্ছা বেশ। জাহাজটার দিকে কেউ গেছে কি ?

ইয়াগো। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেসদিমোনা। আমার মন ভাল নেই। তবু আমি ভান করে মনোভাব গোপন করি। আচ্ছা এবার বলুন, আমার গুণগান কিভাবে গাইবেন ?

ইয়াগো। চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার মগজ থেকে কল্পনাশক্তি বের করা আর পশম থেকে আঠা ছাড়ান একরকম। বেশি টানলে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। যাক, অতিকষ্টে এই ভাবলাম—যদি কোন নারীর মধ্যে রূপ-গুণ দুই থাকে, তবে রূপ

কাজ করে আর বুদ্ধি রূপকে কাজে লাগায়।

দেসদিমোনা। ভাল বলেছেন। কিন্তু কালো মেয়ে যদি বুদ্ধিমতী হয়?

ইয়াগো। যদি কালো মেয়ে বুদ্ধিমতী হয়, তবে একজন সাদা সঙ্গী খুঁজে নেবে, তাহলেই বর্ণান্তর হবে।

দেসদিমোনা। খারাপ, কি খারাপ!

এমিলিয়া। যদি বোকামেয়ে সুন্দরী হয়, তবে?

ইয়াগো। সুন্দরী কখনো বোকা হয় না। কেননা তার বোকামিও তাকে সন্তান লাভে সাহায্য করবে।

দেসদিমোনা। এগুলো তো বোকা-ঠকান আদ্যিকালের ভাঁড়ামি। আচ্ছা, যে মেয়ে বোকা আর কুশ্রী তার প্রশংসা করুন দেখি।

ইয়াগো। এমন কোন কুশ্রী ও মূর্খ মেয়ে নেই, যে সুশ্রী ও চটুলার ছলচাতুরী আয়ত্ত করতে পারে নি।

দেসদিমোনা। কি আকাট অজ্ঞ। সবচেয়ে খারাপকে সবচেয়ে প্রশংসা! আচ্ছা, এবার আপনার কাছ থেকে সেই সব মেয়ের প্রশংসা শোনা যাক, যারা নিজগুণে সেরা নিন্দুককেও নিজপক্ষে টানতে পারে।

ইয়াগো। যে মেয়ে রূপসী কিন্তু গর্বিতা নয়, বাকপটীয়সী কিন্তু ধীরে কথা বলে, সম্পদশালিনী কিন্তু বিলাসে সাজগোজ করে না, কামনা নিবৃত্তির উপায় থাকা সত্ত্বেও সংযত-বাসনা, ক্রুদ্ধা প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে উঠলেও ক্রোধ সংযত করতে জানে, বুদ্ধিমতী বলেই রুইয়ের মুড়ো ফেলে কখনো পুঁটির ল্যাজা নেয় না, মনের চিন্তা বাইরে প্রকাশ করে না, প্রেমিকা তার পিছনে চলে কিন্তু সে পিছন ফিরে তাকায় না — যদি এরকম স্বভাবের কেউ থাকে সেই সাচ্চা, সেরা মেয়ে। সে—

দেসদিমোনা। কি করে?

ইয়াগো। বোকাদের চড়িয়ে বেড়াত আর দোকানের হিসেব রাখত।

দেসদিমোনা। কি বাজে উপসংহার। এমিলিয়া, যদিও উনি তোমার স্বামী তবু ওর কাছ থেকে কিছুই শিখো না। ক্যাসিও, আপনার কি মনে হয়, তিনি কি ঠোঁট কাটা লাগামহীন লোক নন?

ক্যাসিও। উনি ঠিকই ঠোঁটকাটা, তবে, পণ্ডিত হিসেবে নয়, সৈনিক হিসেবেই ওঁকে ভাল লাগে।

ইয়াগো। (জনান্তিকে) ক্যাসিও হাতে হাত দিয়ে ওকে ধরেছে; চুপিসারে কথা হচ্ছে, চলুক। এই মাকড়সার জালেই ক্যাসিওর মত মাছিটাকে জড়াব। উঃ আবার হাসা হচ্ছে! বেশ, চালিয়ে যাও! ঐ শেকলেই তোমায় বাঁধব। যা বলছ, তা ঠিক। খুব খাঁটি কথা। ভদ্রতার খাতিরে তিন আঙুলে চুমু খাচ্ছ; এরজন্য যদি তোমার ফৌজদারীটা চলে যায়? এ কাজ না করলেই পারতে। বেড়ে চুমু খাচ্ছ। কি ভদ্রতা, আহা! আবার নিজের আঙুল ঠোঁটে ঠেকান হচ্ছে। ওগুলো আঙুল না হয়ে বিষের পিচকারী হল না কেন?... (তূর্যধ্বনি) ঐ যে মূর আসছেন। তার তূর্যধ্বনি আমার চেনা।

ক্যাসিও। এ ঠিক তাঁর তূর্যধ্বনি।

দেসদিমোনা। চলুন দেখা করে অভ্যর্থনা করি। [অনুচরগণ সহ ওথেলোর প্রবেশ]

ক্যাসিও। দেখুন, উনি নিজেই আসছেন।

ওথেলো। আমার প্রিয়তমা বীরাঙ্গনা।
দেসদিমোনা। প্রাণাধিক ওথেলো।
ওথেলো। আমার আগেই তুমি এসেছ দেখে আনন্দে বিস্ময়ে আমি অভিভূত। তুমি আমার হৃদয়ের আনন্দ; যদি প্রত্যেকটি ঝড়ের শেষেই এমন শান্তি আসে, তবে যতদিন না মৃতলোক জেগে ওঠে ঝড় চলুক। তাহলে সে ঝড় এমন তাণ্ডব সৃষ্টি করুক যাতে কখনো জাহাজ অলিম্পাস পাহাড়ের মত ঢেউয়ের শিখরে উঠুক, কখনো পাতালের অতলে চলে যাক। আমার এ মুহূর্তে মৃত্যু হলেও ভাল; কারণ, এখন যে আনন্দ পূর্ণ হল, তা অজ্ঞাত ভবিষ্যতে হবে কিনা কে জানে।
দেসদিমোনা। ও কথা বোলনা। আমার ভালবাসা, সুখ-শান্তি দিনে দিনে বেড়ে উঠুক।
ওথেলো। ভগবান, যেন তাই হয়। আমার এ আনন্দ প্রকাশের ভাষা নেই। আবেগে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ। একেই বলে পরিপূর্ণ আনন্দ। এই, এইভাবে আমাদের দ্বন্দ্ব যেন—(দেসদিমোনাকে চুম্বন)—চিরকাল হৃদয় জুড়ে থাকে।
ইয়াগো। (জনান্তিকে) হ্যাঁ, একসুরে বেঁধেছে দু'জন। কিন্তু আমি যদি খাঁটি হই তবে ঐ সুর বেসুরো করবই।
ওথেলো। চল, আমরা দুর্গে যাই। বন্ধুগণ, ভাল খবর আছে, তুর্কী নৌবহরগুলো ডুবে গেছে। এ দ্বীপে সব চেনা বন্ধুরা কেমন আছেন? মক্ষিরাণী, দেখবে সাইপ্রাসে তুমি আদরে থাকবে। এদের কাছে গভীর ভালবাসা পেয়েছি। ইস, কি বাজে বকছি; নিজের আনন্দ নিয়ে ভুলে আছি। ইয়াগো, সমুদ্রের ধারে গিয়ে আমার মাল পত্তরগুলো নিয়ে এস। জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও নিয়ে এস। ভাল লোক, তার দক্ষতার জন্যই সে শ্রদ্ধেয়। এস দেসদিমোনা, আবার বলি, সাইপ্রাসে এ মিলন মধুর হক। [ওথেলো, দেসদিমোনা ও অনুচরগণের প্রস্থান]
ইয়াগো। (রোদারিগোর প্রতি) এক্ষুনি জাহাজঘাটায় আমার সঙ্গে দেখা কর। এখানে এস। যদি তুমি সাহসী হও,—লোকে বলে, ভীরুও প্রেমে পড়লে স্বভাব বিরুদ্ধ সাহস পেয়ে যায়—তাহলে আমার কথা শোন। আজ রাতে ক্যাসিও দুর্গ পাহারায় থাকবে। তোমাকে জানিয়ে দি—দেসদিমোনা ওর প্রণয়াসক্ত।
রোদারিগো। কি বললে, ওর সঙ্গে? অসম্ভব!
ইয়াগো। এভাবে মুখে আঙুল চেপে যা বলি তাই শোন। মনে রেখ, ও-মেয়ে প্রথমেই মুরকে এত ভালবেসেছে ওর লম্বা লম্বা বুকনির জন্য। কিন্তু ভাবছ কি, শুধু বুকনি দিয়ে ওকে চিরদিন ভোলান যাবে? যদি তোমার বুদ্ধি থাকে ভুলেও এ কথা ভেব না। ওর চোখেরও তৃপ্তি চাই। তা কি ঐ শয়তানটাকে দেখে পাবে? দুর্বার লালসা ঝিমিয়ে পড়লেই প্রেমের দীপ্তি নিভে যাবে। সেটাকে আবার জাগিয়ে তুলতে ও চাইবে সৌম্য তরুণ আর সমবয়সী। মুরের এর কোনটাই নেই। এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর অভাবে ওর নারীসুলভ কোমলতা ক্ষুণ্ণ হবে; ও বুঝবে ও ঠকেছে। তখন ঐ মুরটার ওপর ওর হবে বিতৃষ্ণা, ঘৃণা। প্রবৃত্তি ওকে চালিত করবে, খুঁজবে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি। এখন ভেবে দেখ, একথা যদি মেনে নাও—বুঝতে পারছ, অবস্থা সরল ও সোজা—এখন বল ক্যাসিও ছাড়া এ সৌভাগ্য আর কার? আর লোকটাও অতিমাত্রায় মিষ্টভাষী, ধূর্ত; গোপন লালসা মেটাবার জন্য যতটা ভদ্র হওয়া দরকার ততটাই ভদ্র, সুযোগসন্ধানী—ধূর্ত আর ধড়িবাজ। সুযোগ না থাকলে সুযোগ তৈরী

করতে পারে। মূর্তিমান হারামজাদা। শয়তানটা আবার সুন্দর। বয়স অল্প—সুন্দরীরা যা চায়—তাই। হারামীটাকে দেসদিমোনার ইতিমধ্যে ভাল লেগেছে।

রোদারিগো। দেসদিমোনার এমন স্বভাব অবিশ্বাস্য। ওর সব ভাল।

ইয়াগো। ভাল না কচুপোড়া! সে আঙ্গুরের মদই খায়। ভাল হলে ঐ মূরটাকে ভালবাসল কিভাবে? ঘোড়ার ডিম ভাল। দেখলে না লোকটার হাতের পাতা নিয়ে আদর করছিল? দেখনি?

রোদারিগো। হ্যাঁ, দেখেছি। ওতো শুধু শিষ্টাচার।

ইয়াগো। আমার হাতের দিব্যি, ওটা লাম্পট্য। লালসা ও কুচিন্তার এই হল সূচনা ও ভূমিকা। ওদের দুজনের ঠোঁট এত কাছাকাছি ছিল যে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলিঙ্গন করেছে। এসব পাপকর্ম, রোদারিগো, যখন এই ইঙ্গিতে পথ পরিষ্কার হয় তখন হয় আসল কাজ—মানে দেহগত মিলন। যাক, আপাতত আমার কথা মত চল, আমিই তোমায় ভেনিস থেকে এনেছি। আজ রাতে দৃষ্টি রাখবে। কি করতে হবে আমি বলব। তোমাকে ক্যাসিও চেনে না, আমি তোমার কাছেই থাকব। ক্যাসিওকে তোমায় রাগিয়ে দিতে হবে; হয় জোরে চীৎকার করবে নয় তার খুঁত ধরবে,—না হলে যা সুবিধে তাই করবে। সময়ে ফল পাবে।

রোদারিগো। বেশ। তারপর?

ইয়াগো। লোকটা বদরাগী, সহজেই রেগে ওঠে। হয়তো দু-ঘা বসিয়েও দিতে পারে। এমনভাবে ক্ষেপিয়ে দেবে যে সত্যিই মেরে বসে। কারণ, সেই ঘটনা নিয়ে আমি সাইপ্রাসবাসীদের উত্তেজিত করব। ক্যাসিও পদচ্যুত না হলে ওদের বিদ্রোহ কমবে না। তারপর যা বলব তাতে তোমার লক্ষ্য পূর্ণ হবে। পথের কাঁটা দূর না হলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিই হবে না।

রোদারিগো। যদি সু[illegible] করতে পারি, আমি এটা করবই।

ইয়াগো। আমি বলছি সফল হবেই। দুর্গে শিগ্‌গিরই দেখা কর। ওর মালপত্তর-গুলো আবার নামাতে যেতে হবে। তাহলে এখন এস।

রোদারিগো। ঠিক আছে, বিদায়। [প্রস্থান

ইয়াগো। ক্যাসিও যে দেসদিমোনাকে ভালবাসে আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। সেও ওকে ভালবাসে—স্বাভাবিক, বিশ্বাসযোগ্য। মূরটা আমার চক্ষুশূল; তবুও ও একনিষ্ঠ, মধুর-স্বভাব, উদার। আমার মনে হয় দেসদিমোনার কাছে ও আদর্শ প্রিয়তম স্বামী হবে। আমিও ও মেয়েকে চাই, পুরোপুরি কামনার জন্যে—না না—যদিও ওরকম পাপে আমি নির্লিপ্ত নই—তবে প্রতিশোধই আসল লক্ষ্য। আমার সন্দেহ ঐ মূরটা আমার আসন নিয়েছে; আর ঐ চিন্তাই আমাকে মনের ভেতরে বিষাক্ত ধাতুর মত জ্বালাচ্ছে। যতক্ষণ না ওর স্ত্রীর ওপর আমার সমান অধিকার না হয় ততক্ষণ শান্তি পাব না। আর যদি না পারি তাহলে অন্ততঃ ওথেলোকে আমি প্রচণ্ড হিংসার জালে জড়িয়ে ফেলব, যার থেকে বুদ্ধি বিবেচনাও ওকে বের করতে পারবে না। সে উদ্দেশ্যেই ভেনিসের এই হত ভাগাটাকে, যার দেসদিমোনার ওপর প্রচণ্ড লোভ, তাকে নিবৃত্ত করছি। যদি কথা মত চলে তবে মাইকেল ক্যাসিওকে বাগে পাবই। মূরের সামনে আমি যা তা গালাগালি দেব—মনে হয়, আমার স্ত্রীর সঙ্গেও ওর অবৈধ প্রণয় জন্মেছে। মূরটাকে বোকা বানাব, উল্টে সে আমায় পুরস্কার দেবে। ওদিকে

সুখ শান্তি ভেঙে সে হবে পাগল। এরকমই আমার মতলব—অস্পষ্ট। শঠতার মুখোশ কাজ আরম্ভ হলেই খসে পড়বে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ।

[জনৈক ঘোষণাকারীর ঘোষণা পাঠ করতে করতে প্রবেশ। ঘোষকের পেছনে বিরাট জনতা]

ঘোষক। আমাদের সুমহান পরাক্রান্তবীর ওথেলোর অভিপ্রায় এই যে—তুর্কী নৌবহরের বিনাশের সংবাদ প্রাপ্তির পর প্রত্যেকে বিজয় উৎসবে যোগ দিন; নৃত্য, বহ্নিৎসব, যার যে রকম খুশী আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তুলুন। তাছাড়া, এটা সেনাপতির বিবাহ-উৎসবেরও দিন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঘোষণা করা হচ্ছে যে—এখন বেলা পাঁচটা থেকে এগারটা অবধি ভোজনশালা, সরাইখানা সব জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ভগবান সাইপ্রাসের জনগণের ও আমাদের বীর সৈন্যাধ্যক্ষের মঙ্গল করুন।

তৃতীয় দৃশ্য। দুর্গমধ্যের কক্ষ।

[ওথেলো, দেসদিমোনা, ক্যাসিও ও অনুচরবর্গের প্রবেশ]

ওথেলো। প্রিয় মাইকেল, আজ রাতে পাহারার দায়িত্ব তোমার উপর। দেখ, আনন্দোল্লাসে সভ্যতা-ভব্যতা যেন ছাড়িয়ে না যায়। উল্লাস যেন বিবেচনাকে অতিক্রম না করে।

ক্যাসিও। কি করতে হবে সে বিষয়ে ইয়াগোকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি নিজে এ ব্যাপারে সব তদারক করব।

ওথেলো। ইয়াগো খুবই বিশ্বাসী। মাইকেল, এখন বিদায়। কাল যত ভোরে পারবে আসবে, কথা আছে। এস প্রিয়া, ভোগ্য-পণ্য শুধু কেনা হয়েছে, চল, এবার তা আস্বাদন করি। তোমার আর আমার ফললাভ এখনো হয় নি। শুভরাত্রি। [ওথেলো ও দেসদিমোনার প্রস্থান। ইয়াগোর প্রবেশ

ক্যাসিও। এই যে ইয়াগো, আসুন, এখনি পাহারার কাজে যেতে হবে।

ইয়াগো। সবুর করুন, লেফ্‌টেন্যান্ট, এত তাড়া কিসের? এখনো দশটাই বাজেনি। সেনাপতি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে গেলেন তার কারণ দেসদিমোনার প্রতি তার ভালবাসা। আর এতে দোষের কি? যে মেয়ে দেবভোগ্যা তাকে পেয়ে উনি এখনো একরাতও ভোগ করতে পারেন নি।

ক্যাসিও। দেসদিমোনা অনিন্দ্যসুন্দরী।

ইয়াগো। বাজি রাখতে পারি, তিনি ভীষণ স্ফূর্তিবাজ।

ক্যাসিও। সত্যিই বড় মধুর ও কোমল স্বভাবের।

ইয়াগো। আহা, কি চোখের দৃষ্টি! ওর চাহনি ভালবাসার আহ্বান জানায়।

ক্যাসিও। মনভোলান চাহনি—তবু নম্র।

ইয়াগো। আর মুখের বাক্য, যেন, তাতেও ভালবাসার আহ্বান!

ক্যাসিও। সত্যিই নিখুঁত প্রতিমার মত।

ইয়াগো। আমি ওদের সুখশয্যা কামনা করি। আসুন লেফ্‌টেন্যান্ট, একপাত্র মদ যোগাড় করে রেখেছি আর বাইরে অপেক্ষা করছে কিছু সাইপ্রাস-তরুণ—তারা কালো ওথেলোর মঙ্গল কামনায় একটু সুধা পান করে আনন্দিত হবে।

ক্যাসিও। না থাক, আজ রাতটা বাদ দাও, ইয়াগো। মদ খেলে আমার মাথার ঠিক

থাকে না। আমোদ-আহ্লাদের জন্য যদি অন্য কোন রেওয়াজ থাকত, তবে খুশী হতাম।

ইয়াগো। ওরা আমাদের বন্ধু। বেশি না হয় একপাত্র খান। নাহলে আপনার হয়ে আমিই চালিয়ে দেব।

ক্যাসিও। আজ রাত্রে মাত্র এক পেয়ালা খেয়েছি তাও জল মিশিয়ে। দেখ, তাতেই কি রকম মুখে ছাপ পড়েছে। আমি সত্যিই দুর্ভাগা, আর অক্ষমতাকে বাড়াতে চাই না।

ইয়াগো। আরে মশাই, এটা হল খুশীর রাত। নাগরিকরা আশায় রয়েছে।

ক্যাসিও। কোথায় তারা ?

ইয়াগো। এই তো দরজার কাছেই। যান না, তাদের গিয়ে ডেকে নিয়ে আসুন।

ক্যাসিও। যাই, কিন্তু কাজটা আমার ভাল লাগছে না। [প্রস্থান

ইয়াগো। আজ রাত্তিরে এর মধ্যে, যত গিলেছে তার ওপর আর যদি এক গ্লাসও খাওয়াতে পারি তাহলে পোষা কুকুরের মত সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবে। আর ঐ গর্দভ রোদারিগো দেসদিমোনার প্রেমে মতিচ্ছন্ন, ঐ মেয়ের জন্যই বোতলের তলানিটুকু পর্যন্ত টেনে বসে আছে। আজ সে পাহারায় থাকবে। এ ছাড়া আছে তিনজন সাইপ্রাসী যুবক ; প্রত্যেকেই নিজ সম্মান রক্ষায় যথেষ্ট সজাগ। তাদেরও আমি মদ খাইয়ে উত্তেজিত করে রেখেছি। এরাই সাইপ্রাসের খাঁটি জোয়ান। এরাও পাহারা দেবে। ক্যাসিওকে এই মাতালের হাটে ঢুকিয়ে দিতে হবে আর তারপর তাকে দিয়ে এমন কোন আচরণ করাব যাতে এই দ্বীপের অধিবাসীদের সম্মানে লাগে।—ঐ তারা আসছে। আমার মতলব মত ফল ফললে আমার নৌকা অনুকূল বাতাসে ভেসে যাবে লক্ষ্যের দিকে। [পুনরায় ক্যাসিওর প্রবেশ, সঙ্গে মন্টানো ও ভদ্রলোকগণ]

ক্যাসিও। ইস, আমায় দেখছি এরই মধ্যে বেশ খাইয়েছে।

মন্টানো। [illegible] এক পেগের বেশি নয়। সৈনিকের জবান।

ইয়াগো। [illegible], মদ নিয়ে আয়। (সবাই মিলে মাতলামির গান) এই ছোঁড়ারা মদ নিয়ে আয়।

ক্যাসিও। ভগবানের দিব্যি ! এ দারুণ গান।

ইয়াগো। ও গানটা আমি ইংলণ্ডে শিখেছিলুম। তারা মদ খেতে জানে বটে। তোমার ডেন-ই বল, জার্মান-ই বল আর ভূঁড়িওয়ালা ওলন্দাজ-ই বল—আরে ভাইসব, চালিয়ে যাও—ইংরেজের কাছে কেউ নয়।

ক্যাসিও। মদ খেতে ইংরেজরা এত ওস্তাদ ?

ইয়াগো। তাহলে আর বলছি কি ! ইংরেজ এক বোতল শেষ করে আর এক বোতল যখন হাতে নেয় তখন দিনেমার নেশায় বুঁদ, তোমার জার্মানকে হারাতে তো কপালই ঘামে না আর ওলন্দাজ দ্বিতীয় বোতলের আগেই বমি করে।

ক্যাসিও। আমাদের সেনাপতির স্বাস্থ্য কামনা কর। (বোতলে চুমুক)

মন্টানো। লেফ্‌টেন্যান্ট, আমিও লাইনে আছি। তবে মাত্রা ছাড়াব না।

ইয়াগো। আঃ। কি সুখের দেশ ঐ ইংলণ্ড। (গান)

নরপতি স্টিফেন ছিলেন মস্ত তার নাম
জামা বানান তিরিশ টাকা দিয়ে,

আবার ভাবেন তিরিশ টাকা বড্ড বেশি দাম
মারতে চলেন দর্জিটাকে ছাতার বাঁট দিয়ে।
নামজাদা খ্যাতকীর্তি মানুষ তারে কয়,
তুমি তো এক পুঁচকে গোবর্দ্ধন।
গর্ব করেই দেশের পতন হয়
ছেঁড়া জামা গায়ে তখন খুশী খুশী মন।
এই সরাব লে আও।

ক্যাসিও। এ গান দেখছি ওটার চেয়েও খাসা।

ইয়াগো। আরেকবার শুনবেন নাকি?

ক্যাসিও। না, না, এসব লোক অপদার্থ, দুরাত্মা। যাকগে, ভগবান ওপরে আছেন, কাউকে স্বর্গে নেবেন কাউকে নরকে ঠেলবেন।

ইয়াগো। যা বললেন, খাঁটি কথা।

ক্যাসিও। আমার কথা বলতে পারি—অবশ্য সেনাপতি বা অন্য সম্ভ্রান্ত কাউকে তাচ্ছিল্য না করেও—আমিও স্বর্গেই উদ্ধার হব, আশা রাখি।

ইয়াগো। আমারও তেমনি আশা।

ক্যাসিও। হতে পারে, তবে আমার আগে নয়। পতাকাবাহীর আগেই লেফ্‌টেন্যান্ট যায়। যাক, আর নয়, এখন কাজের কথা। ভগবান আমাদের সকলের পাপ ক্ষমা করুন। ভদ্রমহোদয়গণ, ভাববেন না যেন আমি মাতাল হয়ে গেছি। এ আমার পতাকাধারী; এটা আমার ডানহাত, এটা বাঁ হাত। দেখছেন মাতাল হইনি। বেশ ত দাঁড়াতে পারছি, ঠিক ঠিক কথা বলতে পারছি।

ভদ্রলোকেরা। চমৎকার। বাঃ!

ক্যাসিও। তাহলেই ভাল। আপনারা ভাববেন না যেন আমি মাতাল। [প্রস্থান

মন্টানো। ভদ্রমহোদয়গণ! মাঞ্চের উপরে চলুন, প্রহরীদের মোতায়েন করি।

ইয়াগো। এই যে লোকটা চলে গেল, দেখলেন তো? সৈনিক হিসেবে সীজারের সমকক্ষ, অথচ একই লোকের কি দোষ দেখুন—যতটা গুণ, ততটা দোষ; বিষুব রেখার মত—ওর জন্যে দুঃখ হয়। ওথেলো ওর উপরেই এত দায়িত্ব দিয়েছেন। হয়ত ওর কোন দুর্বলতাতেই এই দ্বীপের ক্ষতি হতে পারে।

মন্টানো। ওর প্রায়ই কি এই দশা হয়?

ইয়াগো। রোজ ঘুমোবার আগে এমনি মদ চাই। মদের নেশায় ঘুম না হলে ওকে হয়তো না ঘুমিয়েই থাকতে হবে।

মন্টানো। সেনাপতি ওথেলো এ ব্যাপার জানলেই ভাল। হয়ত তার নজরে পড়ে না; নয়তো নিজের মহৎ স্বভাবের জন্য ক্যাসিওর গুণটাই দেখছেন, দোষ দেখেন নি। আপনার কি তাই মনে হয় না? [রোদারিগোর প্রবেশ

ইয়াগো। (রোদারিগোকে) কি খবর, রোদারিগো? ক্যাসিওর পিছু পিছু যাও।
[রোদারিগোর প্রস্থান

মন্টানো। বড় দুঃখের কথা, ওথেলো এমন একজন দুর্বলচিত্ত লোককে সহকারী করলেন। মূরকে আমাদের জানাতে হবে, জানান উচিত।

ইয়াগো। আমাকে এই সম্পূর্ণ দ্বীপটা দিলেও ও কাজ পারব না। ক্যাসিওকে আমিও ভালবাসি; বরং চেষ্টা করব ওর দোষটা দূর করতে। (ভেতরে,

• 'বাঁচাও, বাঁচাও' চীৎকার) ঐ শুনুন, ও কিসের চীৎকার ?

[রোদারিগোকে ঠেলতে ঠেলতে ক্যাসিওর প্রবেশ

ক্যাসিও। পাজি! বদমাস কোথাকার!

মন্টানো। লেফ্‌টেন্যান্ট, কি, হল কি ?

ক্যাসিও। ব্যাটা আমাকে কর্তব্য শেখাচ্ছে। পিটিয়ে বোতল বানিয়ে দেব।

রোদারিগো। মারবেন নাকি ?

ক্যাসিও। ফের কথা, ছুঁচো পাজি। (রোদারিগোকে প্রহার)

মন্টানো। লেফ্‌টেন্যান্ট, দয়া করে ছেড়ে দিন। (বাধা দিয়ে) অনুরোধ করছি, হাত নামান।

ক্যাসিও। ছাড়ুন আমায়, নইলে আপনার খুলি উড়িয়ে দেব।

মন্টানো। থামুন, আপনি মাতলামি করছেন।

ক্যাসিও। কি বললেন ? আমি মাতাল ? (উভয়ের কোষ নিষ্কাশন ও যুদ্ধ)

ইয়াগো। (রোদারিগোকে পাশে ডেকে) শিগ্‌গির কেটে পড়। বাইরে গিয়ে রটিয়ে দাও বিদ্রোহ লেগেছে। [রোদারিগোর প্রস্থান] দোহাই আপনার ক্যাসিও, থামুন। হায় হায় ভগবান, একি হল! কে আছ, বাঁচাও, বাঁচাও। লেফ্‌টেন্যান্ট ও মন্টানো, আপনারা আসুন, বাঁচান্—এটা কি পাহারা হচ্ছে ? (নেপথ্যেঃ ঘন্টা ধ্বনি) আবার কে ঘন্টা বাজাল ? কোন শয়তান···ইস্‌ সারা শহরের লোকই জেগে উঠবে। সবই ভগবানের ইচ্ছা, লেফ্‌টেন্যান্ট ক্যাসিও, থামুন। ভীষণ বেইজ্জত হবেন।

[সশস্ত্র নাগরিকসহ ওথেলোর প্রবেশ

ওথেলো। ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে ?

মন্টানো। হে ভগবান, কি রক্ত ঝরছে। দারুণ জখম হয়েছি। মরলাম।

ওথেলো। প্রাণের মায়া থাকলে থামুন।

ইয়াগো। থামুন, থামুন। ক্যাসিও, মন্টানো—আপনারা না ভদ্রলোক। স্থান কাল কর্তব্য কি ভুলে গেলেন ? সেনাপতি আপনাদের থামতে বলছেন। আপনাদের কি লজ্জা শরম [illegible] নেই, থেমে যান।

ওথেলো। এসব কি, হচ্ছেটা কি ? লড়াই লাগল কি নিয়ে ? তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ হল আর আমরা নিজেরাই তুর্কী বনে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ লাগালাম! যদি খৃষ্টান হন, তবে বন্ধ করুন এ বর্বর হানাহানি। এখনো যিনি রাগের মাথায় মারামারি করবেন বুঝবেন তিনি মরবেন। এক পা নড়বেন কি মরবেন। ঐ ঘন্টাটা থামান। সারা শহরের লোক ভয় পেয়ে যাবে। কি হয়েছে কি আপনাদের ? সত্যবাদী ইয়াগো, তুমি তো দেখছি দুঃখে আধমরা! বলতো কে শুরু করেছে ? যদি আমায় ভালবাস, তবে সত্যিকথা বল।

ইয়াগো। আমি কিছু জানি না। কিছুক্ষণ আগেও দুজনে পরম বন্ধুর মত একসাথে ছিলেন, ঠিক যেন শয্যায় নগ্ন বর-বধূ। মুহূর্তের মধ্যে কি হল— যেন গ্রহের ফেরে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, খোলা তলোয়ার হাতে এ ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে মেতে উঠলেন। কি করে লাগল ঝগড়া সেটা বলতে পারছিনা। এই পা দুটো, যা আমাকে এখানে এনেছে, এখন মনে হচ্ছে সেদুটো যুদ্ধে কাটা পড়লেই ভাল হত।

ওথেলো। মাইকেল, আপনি কিভাবে নিজেকে এতটা ভুলে গেলেন ?

ক্যাসিও। আমায় ক্ষমা করুন। আমি কথা বলতে পারছি না।

ওথেলো। সুযোগ্য মন্টানো, আপনি ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত। এই যুবা বয়সেই আপনার মর্যাদা, জ্ঞান, গাম্ভীর্য সুবিদিত ; বিজ্ঞজনেরা আপনার সুনাম করেন। আপনি বলুন কেন এমন ঘটল ? আপনার সুনাম নষ্ট করেছেন আর রাতের গুণ্ডা বলে পরিচিত হতে চাইছেন ? প্রশ্নের উত্তর দিন।

মন্টানো। শ্রদ্ধেয় ওথেলো, আমি সাংঘাতিক আহত। ইয়াগো আপনার কর্মচারী. সেই আপনাকে সব বলবে। চুপ করে থাকি, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে—আজ রাতে আমি এমন কিছু বলিনি বা করিনি যা দোষের। অবশ্য যদি আত্মপ্রীতি পাপ না হয় বা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষা করা অন্যায় না হয়।

ওথেলো। ভগবানের দোহাই, রাগে আমার ধৈর্য ক্রমশঃ কমে আসছে। ক্রোধ আমার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ; ক্রোধই আমায় চালাচ্ছে। যদি একবার হাত তুলতে বাধ্য হই তবে আপনাদের মধ্যে যিনি সেরা তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন। বলুন এই ঘটনার জন্যে দায়ী কে ? আমার যমজ ভাই হলেও তাকে তাড়িয়ে দেব। এ কী কাণ্ড! সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, জনতা বিভ্রান্ত, দিশাহারা, ভীত। নিজেরা ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হলেন! তাও রাত্রিতে শান্তিরক্ষী শিবিরের মধ্যে ? কি ভয়ানক। ইয়াগো, কে শুরু করেছে ?

মন্টানো। দেখুন, বন্ধুত্বের খাতিরে কিংবা চাকরীর দোহাই দিয়ে সত্যের চেয়ে কম বা বেশি বললে বুঝব আপনি সৈনিক হবার অযোগ্য।

ইয়াগো। আমায় অতটা উত্তেজিত করবেন না। মাইকেল ক্যাসিওর মনে আঘাত দেবার আগে যেন আমার জিভ খসে পড়ে। তবু আমার বিশ্বাস, সত্য প্রকাশ করলে তার প্রতি অন্যায় হবে না। সেনাপতি ঘটনাটা এই—আমি আর মন্টানো বসে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় এক হতভাগা 'সাহায্য কর, সাহায্য কর' বলতে বলতে এখানে ঢুকল, পেছনে মারমুখো ক্যাসিও। তখন ভদ্র মন্টানো উঠে তাকে নিরস্ত্র করতে চাইলেন, আমি হতভাগাটাকে ধরতে গেলাম। ব্যাটার চীৎকারে না হলে শহর জেগে উঠত—অবশ্য পরে তাই হল। ধূর্তটা এত ক্ষিপ্রগতি, ধরতে পারলাম না। ওদিকে শুনি অস্ত্রের শব্দ। তাকিয়ে দেখি, ঘাত-প্রতিঘাত। ক্যাসিওর মুখে ওরকম গালাগালি কখনো শুনিনি। দুজনে দারুণ যুদ্ধে রত—যেভাবে আপনি এসে দেখলেন আর ছাড়িয়ে দিলেন। এর বেশি কিছু বলার নেই। তবে মানুষ তো দেবতা নয়, মতিভ্রম হতেই পারে। অবশ্য সত্যি যে, ক্যাসিও কিছুটা মন্টানোর প্রতি অন্যায় করেছেন ; তবে রেগে গেলে বন্ধুকেও লোকে আঘাত করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পলাতক হতভাগাটা নিশ্চয়ই অসহ্য অপমানজনক কিছু করেছিল।

ওথেলো। ইয়াগো, বুঝতে পারছি, প্রীতি ও সাধুতার জন্য ক্যাসিওর ব্যাপারটা হাল্কা করছ, যাতে ওর অপরাধ গুরুতর মনে না হয়। ক্যাসিও, তোমাকে আমিও ভালবাসি, তবু তুমি আর আমার সহকারী নও। [সহচরীদের সঙ্গে দেসদিমোনার প্রবেশ] দেখ, প্রেয়সীরও বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়েছে। তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত করা হবে।

দেসদিমোনা। কিসের গোলমাল হয়েছে ?

ওথেলো। সব ঠিক হয়ে গেছে প্রিয়া। ফিরে চল, শয্যায় যাই। শোন, মন্টানো,

তোমার চিকিৎসা আমিই করব—ওঁকে নিয়ে যাও। (মন্টানোকে নিয়ে যাওয়া হল) ইয়াগো, শহরের অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আর এই কোলাহল শান্ত কর। এস দেসদিমোনা, এই তো সৈনিকের জীবন ; কলহ-বিবাদে সুখনিদ্রা মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যায়। [ইয়াগো আর ক্যাসিও ছাড়া সবার প্রস্থান

ইয়াগো। লেফ্‌টেন্যান্ট জখম হয়েছেন ?

ক্যাসিও। হ্যাঁ, কিন্তু এ জখমের চিকিৎসা নেই।

ইয়াগো। সর্বনাশ। তা যেন না হয়।

ক্যাসিও। খ্যাতি, সুনাম, সব হারিয়েছি আজ। আমার যা অবিনশ্বর তা আজ হারিয়েছি ; যা আছে তা পাশব। ইয়াগো, আমার সুনাম ! আমার খ্যাতি !

ইয়াগো। আমি বুঝি কম ; ভেবেছিলাম শারীরিক আঘাত পেয়েছেন বুঝি। সে হলে বোঝা যেত—খ্যাতি, সুনাম ও সব বাজে আর মিথ্যে ধারণা ; ওটা যোগ্যতাহীনও পায় আবার বিনা কারণে চলেও যায়। আপনি যদি সুনাম হারিয়েছেন বলে না ভাবেন, তবে দেখবেন সুনাম হারাননি। কি ভাবছেন এত ? সেনাপতির সুনজরে আসার উপায় আছে। উনি তো রাগের মাথায় নীতির জন্য আপনাকে শাস্তি দিয়েছেন, হিংসে করে দেন নি। যেমন অনেক সময় সিংহকে ভয় দেখানর জন্য নিরীহ কুকুরকে ভয় দেখান প্রয়োজন হয়। আবার ওর কাছে যান, হাতে পায়ে ধরুন, দেখবেন সব ভুলে যাবেন।

ক্যাসিও। ধুৎ, তার চেয়ে ঘৃণালাভ করাই ভাল, অমন সেনাপতির মাতাল অপদার্থ রগচটা কর্মচারী আবার মার্জনা চেয়ে প্রভাবিত করবে তাকে। কি লজ্জা ! আমি মাতাল ? প্রলাপ বকেছি ? ঝগড়া করেছি ? অহংকারে খিস্তি দিয়েছি ? নিজের ছায়ার সঙ্গে বাজে কথা বলেছি ? মদ, তোর কি অদৃশ্য শক্তি, তোর যদি কোন নাম না থাকে, তবে তোর নাম রাখছি শয়তান।

ইয়াগো। যাকে তাড়া করেছিলেন তলোয়ার নিয়ে, ও ব্যাটা কে ? কি করেছিল হতভাগা ?

ক্যাসিও। ওকে আমি চিনি না।

ইয়াগো। তাই নাকি ?

ক্যাসিও। অনেক কিছু মনে পড়ছে, তবে স্পষ্টভাবে নয়। ঝগড়া একটা হয়েছিল ঠিকই, তবে কিসের থেকে তা মনে নেই। হায় ভগবান, মানুষ ইচ্ছে করে এমন ছাইপাঁস গেলে.যা তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপাট করে দেয়। কেন আমরা হৈ হুল্লোড়ে স্ফূর্তিতে নিজেদের পশুত্বে পরিণত করি !

ইয়াগো। এখন কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এত তাড়াতাড়ি কি করে চেতনা ফিরে পেলেন ?

ক্যাসিও। কারণ ক্রোধ মত্ততার জায়গা দখল করেছে। একটা দোষ আরেকটা দোষকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আর আমার নিজের উপরেই ঘেন্না হচ্ছে।

ইয়াগো। দেখছি, আপনি বড় বেশি আত্মনিন্দুক। স্থান কাল আর দেশের হালচাল বিবেচনা করলে অবশ্য কাজটা না হলেই ভাল হত। তবে যখন ঘটে গেছেই তখন নিজের ভালর জন্যই তা ঠিক করে নিতে হবে।

ক্যাসিও। আমি তাঁকে আবার কাজে নিতে বললে তিনি যদি বলেন আমি মাতাল। এ তিরস্কার শুনলে আমার হাইড্রার মত একশ মুখ থাকলেও বন্ধ হয়ে যাবে। এই

ছিলাম বুদ্ধিমান, হলাম বোকা, তারপর আস্ত জানোয়ার। প্রত্যেকটা মদের পেগ অভিশপ্ত আর সাক্ষাৎ শয়তান।

ইয়াগো। বাজে বকছেন কেন? ভাল মদ মাত্রা না ছাড়ালে ভাল বন্ধুর মত। মদকে আর গাল দেবেন না। লেফ্‌টেন্যান্ট, আমার বিশ্বাস আমি আপনার বন্ধু।

ক্যাসিও। তা জানি। কিন্তু আমি মাতাল।

ইয়াগো। যে কোন লোকই কোন না কোন সময়ে মাতাল হতে পারে। আপনাকে কি করতে হবে বলে দি। আমাদের সেনাপতি মশায়ের স্ত্রী-ই এখন সেনাপতি। একথা বলছি, কারণ, ওর রূপ গুণে সেনাপতি এখন বিভোর। কোন কিছু গোপন না করে আপনি সব দেসদিমোনার কাছে খুলে বলুন। কাজটা ফিরে পেতে ওর সাহায্য চান, আবেদন করুন। মধুর-কোমল, এত উদার, এত পবিত্র, এত ভাল যে যা চাওয়া যায় তার বেশি না দিতে পারলে উনি দোষের মনে করেন। তাঁর স্বামীর আর আপনার মধ্যের ফাঁকটুকু জুড়ে দিতে তাকে বলুন। আমি বাজি রাখছি আপনাদের ভালবাসা আরো বেশি হবে।

ক্যাসিও। এ পরামর্শ ভালই।

ইয়াগো। আমার ভালবাসা অকপট, তাই বলছি।

ক্যাসিও। সে কথা বিশ্বাস করি। সকালের দিকে গিয়ে গুণময়ী দেসদিমোনাকে ধরব আমার এই উপকার করার জন্যে। ব্যর্থ হলে বুঝব, আমার কপাল পোড়া।

ইয়াগো। এ কথাই ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, লেফ্‌টেন্যান্ট তা হলে আসি, বিদায়। পাহারায় যেতে হচ্ছে।

ক্যাসিও। সাধু ইয়াগো, বিদায়। [প্রস্থান

ইয়াগো। কে বলে আমি শয়তান? আমার এই সৎ উপদেশই মূরের হৃদয় জয়ের একমাত্র উপায়। কারণ, কোমলপ্রাণা দেসদিমোনাকে দিয়ে যে কোন কাজ করান সহজ। তার প্রকৃতিই দরাজ, দাক্ষিণ্যপূর্ণ। ওথেলোকে দিয়ে কোন কাজ করানর ব্যাপারে তার এত জোর যে সে ইচ্ছে করলে মূরকে খৃষ্টধর্ম কিংবা আত্মার নিরাপত্তা, মোক্ষ—যে কোন জিনিস ত্যাগ করাতে পারে। দেসদিমোনার প্রেমে ওথেলো এমনই ক্রীতদাস যে সে তার ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ করতে প্রস্তুত। ওথেলো দুর্বল; দেসদিমোনার ইচ্ছাশক্তির কাছে সে নত। তাহলে ক্যাসিওকে তার ভালর জন্য সোজা পথ দেখিয়ে দেওয়াতে কি পাপ হল? কিন্তু নরকের দেবতাই আরাধ্য আমার। শয়তান যখন কোন ঘোর দুষ্কার্য করে, তখন সে পরম সাধুর ভানই করে। যেমন আমি করছি। ঐ বোকচন্দর যতই দেসদিমোনার কাছে ধরণা দেবে, সেও ওথেলোকে অনুরোধ করবে ওর হয়ে। সেই সুযোগে আমি ওথেলোর কানে সন্দেহ-বিষ ঢেলে দেব। বলব, ক্যাসিওর দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের জন্য দেসদিমোনার এত ঔৎসুক্যের কারণ—সে তাকে শয্যাসঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। যত বেশি করে মূরের কাছে আবেদন করবে ততই তার বিশ্বাস হারাবে। এইভাবে দেসদিমোনার গুণাবলীর উপর কলঙ্ক লেপে দেব আর তা থেকেই এমন জাল ফেলব যাতে সবাই জড়িয়ে যাবে। [রোদারিগোর প্রবেশ] কি খবর, রোদারিগো?

রোদারিগো। শিকারের পিছনে ছুটেছি আমি। কিন্তু শিকারী কুকুরের মত নয়, শুধু ঘেউ ঘেউ করতে করতে। আমার টাকা পয়সাও ফুরিয়ে এসেছে; আজ

রাতে বেদম মারও খেয়েছি। মোদ্দা কথা, এত কষ্টের ফল পেয়েছি কিছুটা অভিজ্ঞতা। এবার ভেনিসে ফিরে যাচ্ছি, খালি ট্যাঁক আর সামান্য বুদ্ধি নিয়ে।

ইয়াগো। সত্যিই, ধৈর্যহীন মানুষরা কৃপার পাত্র, অসহায়। ক্ষত ধীরে ধীরে না সেরে হঠাৎ কি সেরে যায়? জান তো, আমরা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে কাজ করি, যাদুমন্ত্রে নয়। আর বুদ্ধির জন্য দেরী করে কাজ হওয়াই ভাল: ক্যাসিও তোমায় মেরেছে, আর তার জন্যই তো ওর পদচ্যুতি—এটাই লাভ। যদিও সব গাছেই সূর্যকিরণ লাগে তবে যে ফল আগে ফলে সে ফল-ই আগে পাকে। আপাততঃ এতেই খুশী থাক। আরে, ভোর হয়ে এল দেখছি। কাজ-কর্ম, আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে সময় বড় তাড়াতাড়ি কেটে যায়। এখন যাও; তোমাকে যেখানে নিযুক্ত করা হয়েছে সেখানে যাও। কেটে পড়। পরে আরো সব জানতে পারবে। এখন পালাও। [রোদারিগোর প্রস্থান] এখন দুটো কাজ করতে হবে। আমার স্ত্রীকে ক্যাসিওর জন্য মনিব-পত্নীর কাছে অনুনয়-বিনয় করতে বলি। ক্যাসিও যখন দেসদিমোনাকে নাছোড়বান্দা হয়ে অনুরোধ করবে তখনি মূরকে এনে ঐ দৃশ্য দেখাব। এই ঠিক মতলবটা ফেঁদেছি, দেখি, যেন দেরী অথবা ঢিলেমির দরুন মতলবটা ফেঁসে না যায়। [প্রস্থান

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। দুর্গ সম্মুখ।

[ক্যাসিও ও কয়েকজন বাদকের প্রবেশ]

ক্যাসিও। বাজনদার. তোমরা এখানে ভাল করে বাজাও। আমি খুশী করে বখশিস্‌ দেব। ছোট্ট একটা গৎ ধর, এরকম, যেন সেনাপতির প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ পায়। [ভাঁড়ের প্রবেশ

ভাঁড়। কি হে ওস্তাদের দল, তোমাদের এই সুরটা কি নেপলস্‌ থেকে আমদানী? এত ন্যাকা সুর!

প্রথম বাদক। কেন বাবু, কথাটা বুঝলাম না।

ভাঁড়। ওগুলো কি বায়ু-যন্ত্র?

প্রথমবাদক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভাঁড়। তাই বুঝি ওগুলোর ল্যাজ আছে?

প্রথমবাদক। ল্যাজ কোথায় বাবু?

ভাঁড়। অনেক বায়ু যন্তরে আছে। যাক্ সে কথা, এই নাও, তোমাদের বখশিস্‌। সেনাপতি তোমাদের বাজনা শুনতে এত ভালবাসেন যে তাঁর ইচ্ছে একলো থেকে যেন আর কোন আওয়াজ না হয়।

প্রথমবাদক। ভাল কথা বাবু. তাহলে আর বাজাব না।

ভাঁড়। তবে ওস্তাদ, এমন বাজনা বাজাতে পার যা শোনা যায় না? বাজনা শুনতে সেনাপতি বড় একটা ভালবাসেন না।

প্রথমবাদক। সেরকম বাজনা তো আমাদের কাছে নেই।

ভাঁড়। তাহলে বাদ্যিগুলো থলিতে ভরে কেটে পড়। আমি চলে যাচ্ছি, তোমরাও চলে যাও:— [বাদকদের প্রস্থান

ক্যাসিও। বন্ধুর কথাটা শুনছ তো ?
ভাঁড়। কৈ নাতো। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি।
ক্যাসিও। ওসব চালাকি রাখ। এই নাও, এই মোহরটা রাখ। যে ভদ্রমহিলা সেনাপতির স্ত্রীর পরিচর্যা করেন তাকে দেখলে বলবে ক্যাসিও নামে এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চান।
ভাঁড়। তিনি উঠেছেন, আসছেন এদিকে। যদি এখানে আসেন, আমি সংবাদ নিবেদন করব। [ইয়াগোর প্রবেশ
ক্যাসিও। দয়া করে যান। [ভাঁড়ের প্রস্থান] ইয়াগো যে, ঠিক সময়ে দেখা হয়ে গেল।
ইয়াগো। আপনার দেখছি সারারাত শোয়াই হয় নি।
ক্যাসিও। না, যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হল তখনি তো ভোর হয়ে গেছে। আমি সাহস করে তোমার স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছি। সুমতি দেসদিমোনার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ করতে পারি সেই আরজি পেশ করব।
ইয়াগো। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া মূরকেও আমি ছুঁতোয় দূরে সরিয়ে রাখছি। আপনারা খোলা মনে আলোচনা চালান।
ক্যাসিও। অশেষ ধন্যবাদ। [ইয়াগোর প্রস্থান] এর চেয়ে সদাশয় ভালমানুষ ফ্লোরেন্সবাসী আর দেখিনি। আমার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল আর কাউকে পেলাম না। [এমিলিয়ার প্রবেশ
এমিলিয়া। নমস্কার, লেফটেন্যান্ট মশাই। আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে খুবই দুঃখিত। তবে সন্দেহ নেই, সব মিটে যাবে। সেনাপতি ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই একথা বলেছেন। কর্ত্রী তো আপনার জন্যে খুব বললেন। মূর তাঁর স্ত্রীর অনুরোধের জবাবে বলেছেন, আপনি যাকে আহত করেছেন তিনি সাইপ্রাসের এক নামজাদা ব্যক্তি; অভিজাত মহলে তাঁর আনাগোনা। তাই নিতান্ত ভেবেই আপনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন এখনো তিনি আপনাকে ভালবাসেন, তাঁর ভালবাসাই আপনাকে আবার সুযোগ হলেই পুনর্বহাল করবে।
ক্যাসিও। তবু আপনার কাছে আরজি, যদি পারেন এবং সমুচিত মনে করেন, একাকী অল্পক্ষণের জন্যে দেসদিমোনার সঙ্গে সাক্ষাতের অবকাশ করে দেবেন কি ?
এমিলিয়া। বেশ, ভেতরে আসুন। এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে মনের কথা খুলে বলতে পারবেন।
ক্যাসিও। চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। দুর্গমধ্যে কক্ষের সম্মুখে।

[ওথেলো, ইয়াগো ও কতিপয় ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ওথেলো। ইয়াগো, জাহাজের কাপ্তেনের কাছে এই চিঠিগুলো পৌঁছে দেবে এবং তাকে জানাবে, সে যেন সেনেটের কাছে আনুগত্য ও শ্রদ্ধা জানায়। ও কাজ হয়ে গেলে দুর্গে চলে আসবে, ওখানেই আমি থাকছি।
ইয়াগো। যে আজ্ঞে, সেনাপতি।

ওথেলো। দুর্গপ্রাকার আপনাদের দেখবার ইচ্ছা আছে কি ?
ভদ্রলোকগণ। সানন্দে রাজী আমরা। চলুন আপনার সাথে যাই। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। দুর্গের মধ্যস্থ উদ্যান।

[দেসদিমোনা, ক্যাসিও ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

দেসদিমোনা। ক্যাসিও, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার যতটুকু সাধ্য আপনার জন্য করব।

এমিলিয়া। দেবী, তাই করুন। আমার স্বামী এ ব্যাপারে এতই মর্মাহত—মনে হয় এ যেন তারই দুর্ভাগ্য।

দেসদিমোনা। সত্যিই সুভদ্র উনি। নিশ্চিন্ত থাকুন ক্যাসিও, আমি শিগগিরই আমার স্বামী ও আপনার মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনব।

ক্যাসিও। করুণাময়ী, মাইকেল ক্যাসিওর ভাগ্যে যাই থাক, আপনার সেবক ছাড়া সে কিছুই নয়।

দেসদিমোনা। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু আর তার সঙ্গে আপনার পরিচয়ও দীর্ঘদিনের। সুতরাং জানবেন, যতটুকু নীতিসঙ্গত তার এতটুকু বেশিসময়ও উনি আপনাকে ছেড়ে থাকবেন না।

ক্যাসিও। দেবী, তা আমি জানি। কিন্তু সে নীতি হয়ত এত দীর্ঘস্থায়ী হবে, হয়ত বা তার নীতি নানা কারণে পরিপুষ্ট হবে কিংবা অবস্থার ফেরে সে নীতি বদ্ধমূল হতে পারে। তখন আমার অবর্তমানে কিংবা আমার জায়গায় অন্য লোক থাকার ফলে হয়ত উনি আমায় ভুলেই যাবেন।

দেসদিমোনা। শুধু শুধু এসব চিন্তা করছেন। এই এমিলিয়া সাক্ষী, কথা দিচ্ছি, আমি আপনাকে পুনর্বহাল করাবই। জানবেন যদি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই তার দাবি পালন করবই। আমার স্বামীকে অস্থির করে তুলব, নজরবন্দী করব, কথায় কথায় পাগল করে তুলব। শয্যা হবে আমাদের পাঠশালা আর খাবার টেবিল হবে প্রায়শ্চিত্তের স্থান। তাঁর সব কাজের মধ্যেই আমি আপনার আবেদন রাখব। তাই বলছি, আশা রাখুন, আপনার উকীল মরবে তবু মামলা ছাড়বে না। [ওথেলো ও ইয়াগোর প্রবেশ

এমিলিয়া। দেবী, ঐ যে সেনাপতি এদিকে আসছেন।

ক্যাসিও। আমি যাই তবে।

দেসদিমোনা। না, না, যাবেন কেন। শুনুন কি বলি।

ক্যাসিও। না ভদ্রে, এখন থাক। আমি এতই অস্বস্তিতে আছি যে নিজের স্বার্থের কাজেও অক্ষম।

দেসদিমোনা। আচ্ছা, যা ভাল বোঝেন। [ক্যাসিওর প্রস্থান

ইয়াগো। না! এ আবার কি হল? এ আমার ভাল লাগে না।

ওথেলো। কিছু বললে?

ইয়াগো। ও কিছু নয়। হয়ত বা, জানি না...

ওথেলো। ও কে চলে গেল? ক্যাসিও না?

ইয়াগো। ও কি ক্যাসিও? না, না, এ যে ভাবাই যায় না, আপনাকে দেখে চোরের মতন চুপি চুপি সরে পড়বে!

ওথেলো। মনে হয় ও নিশ্চয়ই ক্যাসিও।

দেসদিমোনা। এই যে এসেছ প্রিয়! এই মাত্র একজন আবেদনকারীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তোমার বিরাগের ফলে সে ভীষণ মন-মরা।

ওথেলো। তুমি কার কথা বলছ?

দেসদিমোনা। সে তোমারই সহকারী ক্যাসিও। প্রিয়তম, যদি তোমার উপর আমার কোনো দাবি থাকে, যদি কোন প্রভাব থাকে তবে অনুরোধ জানাচ্ছি, এবারের মত তার ত্রুটি ক্ষমা কর। সে তোমায় সত্যি ভালবাসে; তার ভুল যদি অজ্ঞতাজনিত না হয় তবে বুঝতে হবে মুখের সারল্য দেখে মনের বিচারে আমি ভুল করি। তাকে তুমি ডেকে নাও।

ওথেলো। সেই কি এইমাত্র চলে গেল?

দেসদিমোনা। হ্যাঁ, সেই। বেচারা এতই ম্রিয়মান যে তার দুঃখের অংশভাগী আমিও। প্রিয়তম, তাকে ফিরিয়ে নাও।

ওথেলো। এখন নয় দেসদিমোনা, পরে।

দেসদিমোনা। তাড়াতাড়ি তো?

ওথেলো। তুমি চাইলে তাড়াতাড়িই হবে।

দেসদিমোনা। রাতের খাবার সময়ের আগে?

ওথেলো। আজ রাতে নয়।

দেসদিমোনা। কাল দুপুরের খাবারের মধ্যে?

ওথেলো। কাল আমি বাড়িতে খাব না। দুর্গে সেনানায়কদের সঙ্গে বৈঠক আছে।

দেসদিমোনা। বেশ তো, কাল রাতের আগে, নাহলে মঙ্গলবার দুপুরে কিংবা রাতে কিংবা বুধবার সকালে। ঠিক করে সময় বল, দেখ, তিন দিনের মধ্যেই যেন হয়। সে এখন অনুতপ্ত। যদিও তার যা দোষ, তাতে সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় আড়ালে ডেকে ভর্ৎসনা করলেও চলত। অবশ্য জানি, যুদ্ধের সেরা সৈনিকদেরই দৃষ্টান্তের খাতিরে শাস্তি দিতে হয়। যাক কখন সে আসবে বল? শুধু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এমন কি কিছু আছে যা তুমি চাইলে আমি না দিয়ে থাকতে পারি? এই ক্যাসিওই যখন গোপনে তোমার প্রেমের খবর নিয়ে আসত সে সময় তোমার নামে কিছু বললেই ও তোমার পক্ষ নিয়েছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে এত বলা দরকার কেন? আমি হলে অনেক কিছুই বলতাম।

ওথেলো। অনেক বকেছ; যখন ইচ্ছা সে আসুক। তোমার কোন অনুরোধই অপূর্ণ রাখব না।

দেসদিমোনা। এটা খুব বড় অনুগ্রহ কিছু নয়। এ যেন তোমায় হাতের দস্তানা পড়তে কিংবা ভাল খাবার খেতে কিংবা গরম জামা পড়তে কিংবা শুভকরী কিছু করতে অনুরোধ। সত্যিই যখন আমি চাইব, যা দিয়ে তোমার প্রেমের পরীক্ষা হবে, তখন তা হবে দুরূহ, তা মেটাতে তোমার ভয় করবে

ওথেলো। তোমার কোন সাধই অপূর্ণ রাখব না। আমাকে এখন একা থাকতে দাও।

দেসদিমোনা। আমি কি তোমার কথা ফেলতে পারি। আমি চললাম।

ওথেলো। আচ্ছা এস। আমি এক্ষুণি যাব।

দেসদিমোনা। চল এমিলিয়া। তোমার যা ইচ্ছা তাই হক। তুমি যাই হও না কেন, আমি তোমারই বাঁদী। [এমিলিয়া সহ প্রস্থান

ওথেলো। অপরূপা, নরকে যেতে হলেও তোমাকেই ভালবাসি। যদি ভাল না

বাসি, তবে মনে যেন প্রলয় আসে।

ইয়াগো। হুজুর…

ওথেলো। কিছু বলছ ইয়াগো?

ইয়াগো। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার প্রেমের ব্যাপার কি মাইকেল ক্যাসিও সব জানতেন?

ওথেলো। সে সবই জানত। একথা বলছ কেন?

ইয়াগো। একটা কথা মনে হল, তাই। অন্য কিছু নয়।

ওথেলো। কি কথা মনে হল?

ইয়াগো। ওর সঙ্গে যে তাঁর আগে পরিচয় ছিল তা জানতাম না।

ওথেলো। ছিলই তো; সেই তো আমাদের যোগাযোগ রাখত।

ইয়াগো। তাই নাকি?

ওথেলো। হ্যাঁ, তাই। তাকে কি বিশ্বাস করা চলে না?

ইয়াগো। বিশ্বাসী লোক?

ওথেলো। বিশ্বাসী, হ্যাঁ সৎ।

ইয়াগো। আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়।

ওথেলো। তোমার কি মনে হয়?

ইয়াগো। মনে হয়, আজ্ঞে…

ওথেলো। (স্বগোক্তি) মনে হয়, আজ্ঞে—একেবারে আমার কথার প্রতিধ্বনি। মনে হচ্ছে কোন দানব ওর চিন্তার মধ্যে আছে; এত ক্ষুদ্র যে তাকে দেখান যায় না। নিশ্চয়ই ও কিছু ভেবেছে। (ইয়াগোকে) একটু আগে বললে, আমার এটা ভাল লাগে না। কেন ভাল লাগে না? যখন বললাম পূর্ব রাগের সব ব্যাপারই আমার জানা তখন বললে 'তাই নাকি'—একেবারে ভুরু কুঁচকে। মনে হচ্ছে মনের কোন ভাব তুমি গোপন করছ? যদি আমায় বিন্দুমাত্রও ভালবাস, তবে বল, কি ভাবছিলে?

ইয়াগো। মান্যবর, আপনি তো জানেন, আপনাকে কত ভালবাসি।

ওথেলো। তা জানি এবং যেহেতু তুমি আমায় ভালবাস, এবং প্রতিটি কথা বলার আগে ভেবে বল, তাই কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়াতে আমার ভয় হচ্ছে। যে অসৎ ব্যক্তি সে এরকম ফন্দি-ফিকির করতে পারে। কিন্তু যে বিবেকী ব্যক্তি, যে আবেগের বশীভূত নয় তার কাছে এই ধরনের আচরণ কোন মনোভাব গোপন করার আভাস।

ইয়াগো। মাইকেল ক্যাসিও সম্বন্ধে আমার ধারণা, তিনি একজন সৎ লোক।

ওথেলো। আমার ধারণাও তাই।

ইয়াগো। বাইরে আর ভেতরে যার এক রকম সেই তো মানুষ।

ওথেলো। ঠিক কথা। মনে মুখে মিল রাখা সবারই উচিত।

ইয়াগো। তা যদি হয়, তাহলে ক্যাসিও নিশ্চয়ই সজ্জন।

ওথেলো। আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে আরো কিছু আছে। তোমার যা মনে আসছে খুলে বল। তুমি খারাপ কিছু ভেবে থাকলেও অকপটে বল।

ইয়াগো। মাফ করবেন, মান্যবর। আপনার আদেশ পালনে আমি বাধ্য, তাই মনের কথা খুলে বলতে বলছেন? একজন ক্রীতদাসেরও এই স্বাধীনতা আছে।

সাক্ষী, (নতজানু হয়ে) এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।

ইয়াগো। এখনই উঠবেন না। (নতজানু হয়ে) সাক্ষী থাক আকাশের নিত্য দীপ্য তারা; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; সাক্ষী থাক আমাদের চারিদিকের বস্তুপুঞ্জ। ইয়াগো এখন থেকে তার বুদ্ধি, মন, বল ব্যবহার করবে নিপীড়িত ওথেলোর সেবায়। তিনি আমাকে আদেশ করুন। সে আদেশ, দৈবাদেশের মতই মেনে নেব—হোক না তা নিষ্ঠুর। (উভয়ের উত্থান)

ওথেলো। তোমার প্রীতি নিলাম। শুধু মুখের কথায় নয়, উদার স্বীকৃতি। কাজের ভারও দিচ্ছি। আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে শোনাবে যে ক্যাসিও জীবিত নেই।

ইয়াগো। আমার বন্ধুটি তবে নিহত। যাক, আপনার কথাই হবে। আপনার স্ত্রী বেঁচে থাকুক।

ওথেলো। নিপাত যাক সে কামুকী দুশ্চরিত্রা। আমার সঙ্গে একটু চল। ঐ সুন্দরী শয়তানীর মৃত্যুর জন্য কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে তুমিই আমার লেফ্‌টেন্যান্ট।

ইয়াগো। আমি চিরদিনই আপনার দাসানুদাস। [উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। দুর্গ সম্মুখে

[দেসদিমোনা, এমিলিয়া ও বিদূষকের প্রবেশ]

দেসদিমোনা। বলতে পার লেফ্‌টেন্যান্ট ক্যাসিও কোথায় থাকেন?

বিদূষক। মাফ করবেন, কোথায় তিনি মিথ্যে কথা বলেন আমি বলতে পারব না।

দেসদিমোনা। কেন একথা বললে?

বিদূষক। তিনি ফৌজী লোক। কোন সৈনিককে মিথ্যেবাদী বললে জান চলে যাবে।

দেসদিমোনা। বাজে কথা ছাড়। বলতে পার তিনি কোথায় থাকেন?

বিদূষক। তিনি কোথায় থাকেন বলতে হলে আমায় মিথ্যে কথা বলতে হবে।

দেসদিমোনা। কি সব মাথামুণ্ডু বলছ বুঝতে পারছি না।

বিদূষক। তিনি কোথায় থাকেন সেটা আমার অজানা। তবু যদি আমি বানিয়ে বলি এখানে থাকেন, ওখানে থাকেন, তাহলে মিথ্যে বলতে হয়।

দেসদিমোনা। একটু খোঁজ নিয়ে কারুর কাছ থেকে জেনে নিতে পার না খবরটা?

বিদূষক। হ্যাঁ, তাঁর জন্যে বিশ্বজগৎ জুড়ে প্রশ্ন সাজিয়ে আমি মহাভারত লিখব—প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন করি, আর প্রত্যেকের উত্তর চাই।

দেসদিমোনা। তাকে খুঁজে বের করে এখানে আসতে বলবে। বলবে, তাঁর হয়ে আমি আমার স্বামীর কাছে বলেছি. সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিদূষক। এটুকু করা একজন পুরুষ মানুষের বুদ্ধির এক্তিয়ারে। অতএব আমি সে চেষ্টা করব। [প্রস্থান

দেসদিমোনা। এমিলিয়া, রুমালটা কোথায় ফেললাম বল দেখি?

এমিলিয়া। তা তো আমি জানি না।

দেসদিমোনা। বিশ্বাস কর, এর থেকে টাকার থলি হারালেও ভাল ছিল। নেহাৎ ওথেলোর স্বভাব যদি উদার না হত, তাঁর মনটা যদি ঈর্ষাকাতর লোকগুলোর মত হত, তাহলে এ ব্যাপার থেকে মনে সন্দেহ হতে পারত।

এমিলিয়া। তিনি কি সন্দিগ্ধচিত্ত নন?

দেসদিমোনা। কে, তিনি ? আমার মনে হয় ওর জন্মলগ্ন থেকেই সূর্যদেব ঐ প্রবৃত্তি কেড়ে নিয়েছেন। [ওথেলোর প্রবেশ

এমিলিয়া। ঐ তো তিনি আসছেন।

দেসদিমোনা। এবার আর ক্যাসিওকে ডেকে না আনা পর্যন্ত ছাড়ছি না। প্রিয়তম, তুমি কেমন আছ ?

ওথেলো। ভাল, খুব ভাল। (জনান্তিকে) অভিনয় করা কি কঠিন! প্রেয়সী তুমি কেমন আছ ?

দেসদিমোনা। বেশ ভালই।

ওথেলো। তোমার হাতখানা আমাকে দাও। হাতটা দেখছি ভেজা।

দেসদিমোনা। এতে বয়সের ছাপা, শোক দুঃখের অনুভূতি এখনো লাগেনি।

ওথেলো। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে সম্ভোগপ্রিয়তা আর দরাজ হৃদয়। গরম, গরম আর ভেজা। তোমার এ হাতের জন্য প্রয়োজন নিরালায় নির্বাসন, উপবাস, প্রার্থনা, তিরস্কার ও জপতপ। কেননা এহাতে রয়েছে এক মিটমিটে শয়তান যে কেবলি ক্ষেপে ওঠে। বড় ভাল হাত, সত্যি।

দেসদিমোনা। তা তো তুমি বলতেই পার। ঐ হাত দিয়েই যে তোমাকে আমার হৃদয় বিলিয়ে দিয়েছিলাম।

ওথেলো। বড় উদার হাত। আগে আগে হাত হৃদয় মেলাত—এখন শুধু হাত হাতই মেলায়।

দেসদিমোনা। অতশত বুঝি না। কই কথা রাখছ না যে ?

ওথেলো। প্রিয়া, কোন কথা ?

দেসদিমোনা। তোমার সঙ্গে এসে কথা বলার জন্যে আমি ক্যাসিওকে ডাকিয়েছি।

ওথেলো। সর্দিতে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি, তোমার রুমালটা দাও।

দেসদিমোনা। এই নাও।

ওথেলো। এটা নয়, তোমায় যেটা দিয়েছিলাম।

দেসদিমোনা। সেটা তো আমার কাছে নেই।

ওথেলো। নেই ?

দেসদিমোনা। না, সত্যি নেই।

ওথেলো। সত্যিই এ অন্যায়। ওই রুমাল এক মিশরবাসিনী আমার মাকে দিয়েছিল। সে ছিল যাদুকরী, লোকের মনের কথা জানতে পারত। সে মাকে বলেছিল, যতদিন এটা তিনি কাছে রাখবেন ততদিন স্বামী সোহাগিনী হবেন আর আমার বাবাকে বশে রাখতে পারবেন। কিন্তু রুমালটা হারালে বা হাতছাড়া হলে বাবার কাছে তিনি চোখের বিষ হবেন আর বাবাও নতুন প্রেমে মজবেন। মা মরবার সময় ওটা আমাকে দিয়ে বলেছিলেন যখন আমার স্ত্রী জুটবে, তাকে যেন এটা দিয়ে দি। দিয়েছিলামও ওটা ; বহু যত্নে চোখের মণির মত আগলে রেখেছি। যদি ওটা হারাও বা কাউকে দিয়ে দাও তাহলে চরম সর্বনাশ হবে।

দেসদিমোনা। একি সম্ভব ?

ওথেলো। খুব সম্ভব। ওর প্রতিটি সেলাই-এর মধ্যে যাদু আছে। এক যাদুকরী সিদ্ধা, যিনি পৃথিবীকে দু'শ'বার সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হতে দেখেছেন, তিনি ভবিষ্যত দর্শনের আশায় ঐ রুমাল বুনেছিলেন। ওই রেশমকীটও ছিল মন্ত্রপূত

যুদ্ধের গুণ-গরিমা, জয়ডঙ্কা, বজ্রনাদ, দেবরাজ জুপিটারের নির্ঘোষ—সকলের কাছ থেকে বিদায়। ওথেলোর জীবনের সমস্ত কাজ আজ ফুরিয়ে গেছে।

ইয়াগো। প্রভু এও কি সম্ভব?

ওথেলো। দুরাত্মা, প্রমাণ করতে হবে আমার প্রেয়সী অসতী। আমি চাক্ষুষ প্রমাণ চাই। না হলে আমাকে, আমি অবিনশ্বর আত্মার নামে শপথ করছি, ক্রোধবহ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ার চেয়ে কুকুর হয়ে জন্মানই তোমার ভাল ছিল।

ইয়াগো। সেকি, শেষকালে এই?

ওথেলো। আমাকে দেখাতে হবে—কিংবা এমন প্রমাণ চাই যাতে কোন সন্দেহ না থাকে। না হলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

ইয়াগো। সদাশয় প্রভু।

ওথেলো। যদি তুমি এই ভাবে তার কুৎসা রটাও এবং আমাকে যন্ত্রণা দাও তাহলে ঈশ্বরের কাছে আর তোমার প্রার্থনা জানাবার প্রয়োজন হবে না। দয়ামায়ার আশা দূর কর। ভয়ংকর ভীতি জমা কর। এমন কুকীর্তি—যাতে স্বর্গ কাঁদে, পৃথিবী চমকায়—এর চেয়ে বেশি নারকীয় বীভৎসতা তোমার অসাধ্য।

ইয়াগো। হে ভগবান, রক্ষা কর। আপনি কি মানুষ! বিধাতা আপনার সহায় হন! আমি ইস্তফা দিচ্ছি: কি নির্বোধ হতভাগা আমি! শেষকালে সততাই হল পাপ। দুনিয়া জেনে রাখুক, সংসারে সরল ও সৎ হওয়া পাপ। আমাকে যে এ শিক্ষা দিলেন, তাই ধন্যবাদ। প্রেম যদি এত অপরাধের—আজ থেকে আর বন্ধু-প্রেম নয়।

ওথেলো। দাঁড়াও, যেওনা। তোমাকে সৎ বলেই মনে হচ্ছে।

ইয়াগো। সৎ—না, না, বুদ্ধিমান হওয়াই ভাল। সততা তো নির্বুদ্ধিতা। যার হয়ে কাজ করে তাকেই হারাতে হয়।

ওথেলো। হায় রে দুনিয়া, মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী সতী, আবার মনে হচ্ছে নয়। মনে হয় তুমি ঠিক, আবার মনে হয় ঠিক নও। প্রমাণ, আসলে প্রমাণ চাই। এক সময় আমার স্ত্রীর নাম ছিল; দেবী ডায়নার মুখশ্রীর মত পবিত্র সুন্দর, এখন তা আমার মুখের মতই কাল। গলায় দড়ি, কিংবা বিষ, আগুন, অস্ত্রাঘাত, ফাঁসি, এসব যতদিন আছে ততদিন সহ্য করতাম না, শুধু নিশ্চিত হওয়া চাই।

ইয়াগো। দেখছি আপনি ঈর্ষায় জ্বলছেন। আমিই কিনা এর জন্য দায়ী একথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে। তবে আপনি প্রমাণ চান?

ওথেলো। শুধু চাই না, প্রমাণ দিতেই হবে।

ইয়াগো। প্রমাণ পেতে পারেন। তবে কি করে সম্ভব? আপনি কি দাঁড়িয়ে দেখবেন আপনার স্ত্রী ক্যাসিওর সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে?

ওথেলো। ওঃ একি অসহ্য যন্ত্রণা। জাহান্নম!

ইয়াগো। ওদের দুজনকে এ অবস্থায় দেখতে পাওয়া কঠিন আর অপ্রীতিকর তো বটেই। কি করবেন? কি-ই বা বলব? কি ভাবেই বা আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করা যাবে? তারা যদি ছাগলের মত বোকা, বাঁদরের মত কামুক, নেকড়ের মত ক্ষ্যাপা, মাতালের মত বুদ্ধু হত তাহলেও তাদের ঐ ভাবে দেখা সম্ভব হত না। তবে কিনা, অবস্থাঘটিত প্রমাণ জলজ্যান্ত—যার থেকে ঘটনা আঁচ করা যায়—যদি তাতে সন্তুষ্ট হন, তা হয়তো পেতে পারেন।

ওথেলো। ও যে অবিশ্বাসিনী তার প্রমাণ চাই—প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ইয়াগো। এ কর্তব্য মোটেই রুচিকর নয়। তবে, যেহেতু আমি আমার বোকার মত সাধুতা ও শ্রদ্ধার খাতিরে এতটা জড়িয়ে পড়েছি—এখন আর থামলে চলবে না। সম্প্রতি একদিন আমায় ক্যাসিওর সঙ্গে শুতে হয়েছিল, দাঁতের ব্যথায় সেদিন আমি ঘুমোতে পারিনি। একধরনের লোক আছে হালকা মেজাজের, যারা ঘুমের ঘোরে বকে চলে, ক্যাসিও ঠিক তেমনি। শুনতে পেলাম ও ঘুমের ঘোরে বলছে—ওগো প্রিয়তমে দেসদিমোনা, সাবধান, আমাদের প্রেম যেন কেউ জানতে না পারে। তারপর আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলে উঠল, ওগো মনের মিতা! তারপর সে আমায় এত জোরে চুমু খেল যে মনে হল আমার ঠোঁটের গোড়াশুদ্ধ টেনে খুলে নেবে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—হায়রে, শেষ পর্যন্ত ঐ মুরের ভোগ্যা হতে হল তোমায়!

ওথেলো। ওঃ, কি ভয়ানক!

ইয়াগো। না, না, এ তো স্বপ্নের ব্যাপার।

ওথেলো। স্বপ্ন থেকেই বোঝা যায় ওদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। ওতেই সন্দেহ দৃঢ় হয়।

ইয়াগো। আর এর থেকেই অন্যান্য দুর্বল প্রমাণ সবল হতে পারে।

ওথেলো। আমি ও মেয়েকে দু'টুক্‌রো করে ফেলব।

ইয়াগো। শান্ত হন। এখনো তো আমরা কোন ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিনি। হয়ত তিনি সং। আচ্ছা বলুন তো, একটা লতাপাতা আঁকা রুমাল কি আপনার স্ত্রীর হাতে কখনো দেখেছেন?

ওথেলো। সে তো আমার দেওয়া রুমাল—প্রথম উপহার।

ইয়াগো। তা জানি না, তবে এরকমই একটা রুমাল দিয়ে—নিঃসন্দেহে ওটা আপনার স্ত্রীর—দেখলাম ক্যাসিও আজ মুখ মুছছে।

ওথেলো। যদি সেটা হয়—

ইয়াগো। যদি [illegible] তাঁরই অন্য কোন রুমাল তবে তা অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গেই তাঁর বিরুদ্ধে যাবে।

ওথেলো। ঐ ক্রীতদাসটা যদি চল্লিশ হাজার বছর আয়ুর অধিকারী হত! আমায় প্রতিহিংসা নিবৃত্তির জন্য একটা জীবন—ফুঃ! অতি তুচ্ছ! এ ব্যাপারে সব সত্য এখন বুঝেছি। ইয়াগো, এবার দেখ—আমার যা স্নেহ, প্রেম ছিল সব শূন্যে উড়িয়ে দিলাম। সব বিলুপ্ত। কালো প্রতিহিংসা এবার উঠে এস শূন্য গহ্বর বেয়ে। ওগো ভালবাসা! অমর্ষ ঘৃণাকে তুমি হৃদয়ের সিংহাসন দিয়ে দাও। কালসর্প দংশিত আমি, হে হৃদয়, বিষভারে স্ফীত হও।

ইয়াগো। ধৈর্য ধরুন, শান্ত হন।

ওথেলো। উঃ রক্ত—রক্ত—রক্তের তৃষ্ণা!

ইয়াগো। শান্ত হন, মন তো বদলাতেও পারে।

ওথেলো। না ইয়াগো, কখনো না। কৃষ্ণসাগরের হিমশীতল জলস্রোত যেমন ভাঁটার টানে পিছিয়ে আসতে জানে না, দূর প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গমেও লক্ষ্য স্থির রাখে—তেমনি আমার এই চিন্তা আক্রোশে উদ্দাম, কখনো, ফিরবে না, যতদিন না সর্বগ্রাসী প্রতিহিংসার কবলে বিলীন হয়। ওই মর্মর আকাশ

বেশি কিছু জানে, ও দেখেছে।

ইয়াগো। (ফিরে এসে) হুজুর, আপনার কাছে শুধু এটুকু অনুরোধ ঐ নিয়ে আর ভাববেন না। সময়ের হাতে ছেড়ে দিন। ক্যাসিওকে বহাল করাই সমীচীন, কারণ সে খুবই দক্ষ ; তবু তাকে কিছুদিন সরিয়ে রাখলে আপনি ও কেমন লোক তা বুঝতে পারবেন ; ওর অভিপ্রায় জানতে পারবেন। আর আপনার স্ত্রী ওর জন্য অতিরিক্ত উতলা কিনা তাও জানতে পারবেন। এ থেকেই অনেক কিছু বুঝে নিতে পারবেন। ইতিমধ্যে জানবেন আমি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ; (বাস্তবিকই আমি তাই) বেশি বলে ফেলেছি—স্ত্রীকে যেন নির্দোষ ভাবেন।

ওথেলো। আমি তাকে শাসন করব—এ কথা মনে কোর না।

ইয়াগো। বিদায় নিচ্ছি আবার। [প্রস্থান

ওথেলো। লোকটি সত্যিই সৎ। মানুষের চরিত্রের গুণাগুণ ও বেশ বুঝতে পারে। ও যদি শিকারী বাজপাখীর মতন পোষ না মানে, তাহলে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বাঁধা থাকলেও ওকে ছেড়ে দেব। যেখানে খুশী উড়ে যাক স্বাধীন ইচ্ছায়। হয়ত আমি কালো বলে কিংবা রসিক নাগরদের মত কথা বলতে পারি না বলে কিংবা অধিক বয়স্ক বলে (যদিও তা এমন কিছু নয়।)—ও আমাকে ত্যাগ করেছে, আমাকে প্রতারণা করেছে। এখন তাকে ঘৃণা করাই একমাত্র সান্ত্বনা। উঃ, বিয়েটা কি নিদারুণ অভিশাপ! এই শ্রেণীর সুন্দরীদের আমরা নিজের বলে ভাবলেও তাদের কামনা-বাসনার ওপর আমাদের কোনই অধিকার নেই। যাকে নিজের বলে জানি, তার কোন অংশ অপরে ব্যবহার করবে এ জানার চেয়ে কোলা ব্যাঙ হয়ে পচা জলাশয়ে বাস করা ভাল। যারা গণ্যমান্য তাদের সাধারণ লোকের চাইতে এ জ্বালা অনেক বেশি। এ বিধিলিপি মৃত্যুর মতই অনতিক্রম্য। হয়ত জন্মমুহূর্ত থেকেই কুলটার ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু ঐ দেসদিমোনা আসছে—ও যদি অসতী হয় স্বর্গ নিজেই প্রতারিত হবে। না না, এ হতেই পারে না। [এমিলিয়া ও দেসদিমোনার প্রবেশ

দেসদিমোনা। ওথেলো, প্রিয়তম, কি ব্যাপার? তোমার খাবার নিয়ে এখানকার মান্যগণ্য অতিথিরা অপেক্ষা করছেন।

ওথেলো। আমারই অন্যায় হয়েছে।

দেসদিমোনা। এত আস্তে কথা বলছ কেন? শরীর খারাপ করেনি তো?

ওথেলো। কপালে বড় যন্ত্রণা বোধ করছি।

দেসদিমোনা। বুঝেছি, এটা বেশি রাত জাগার ফল। এক্ষুণি সেরে যাবে। আমার রুমালটা দিয়ে শক্ত করে ওখানটা বেঁধে দিচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে সেরে যাবে।

ওথেলো। তোমার ও রুমালটা বড্ড ছোট। (দেসদিমোনার হাত থেকে রুমালটা মাটিতে পড়ে গেল) যাক, চল যাই।

দেসদিমোনা। তুমি ভাল নেই জেনে বড়ই খারাপ লাগছে। [উভয়ের প্রস্থান

এমিলিয়া। এই রুমালটা পেয়ে খুশী হয়েছি। মূরের কাছে পাওয়া এটা তাঁর প্রথম উপহার। আমার খেয়ালী স্বামী কতবার আমাকে এটা যোগাড় করতে বলেছে। কিন্তু প্রভুপত্নীর ওটা বড় আদরের ধন ; তিনি তাকে ওটা হাতছাড়া করতে নিষেধ করেছেন। সর্বদা তিনি এটিকে কাছে কাছে রাখেন, চুমু খান, আদর করেন। আমি উপরের নকসাগুলো তুলে নিয়ে স্বামীকে দেব। ভগবান

জানেন, উনি তা দিয়ে কি করবেন—কি বিচিত্র খেয়াল। [ইয়াগোর প্রবেশ

ইয়াগো। একি? একা একা কি করছ?

এমিলিয়া। থাক, আর বকতে হবে না। তোমার জন্যে একটা জিনিস আছে।

ইয়াগো। আমার জন্যে জিনিস! বাজে ফালতু কিছু হবে—

এমিলিয়া। তার মানে?

ইয়াগো। মানে আমার হাবাগোবা স্ত্রী—

এমিলিয়া। তাই নাকি? যদি সেই রুমালটা দিই, আমায় কি দেবে?

ইয়াগো। কোন রুমালটা?

এমিলিয়া। কোনটা আবার! যেটা ওথেলো তাঁর স্ত্রী দেসদিমোনাকে প্রথম উপহার দিয়েছিলেন। ওটাই তো কতবার চুরি করে আনতে বলেছিলে।

ইয়াগো। এনেছ নাকি চুরি করে?

এমিলিয়া। না, না, অসাবধানে ওটা হাত থেকে উনি ফেলে দেন এবং ভাগ্যচক্রে আমি সেখানে উপস্থিত থাকায় কুড়িয়ে নিয়েছি। এই যে সেটা, দেখ।

ইয়াগো। লক্ষ্মীটি, আমাকে দাও।

এমিলিয়া। কি করবে এটা নিয়ে? এটা চুরি করার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?

ইয়াগো। (রুমালটা কেড়ে নিয়ে) কেন? তাতে তোমার দরকার কি?

এমিলিয়া। যদি কোন গুরুতর কাজ না হয়, আমায় ফিরিয়ে দাও। বেচারী ওটা না পেলে পাগল হয়ে যাবে।

ইয়াগো। তুমি জানিও না ওকে। আমার দরকার এটা। এখন তুমি যাও। [এমিলিয়ার প্রস্থান] রুমালটা আমি ক্যাসিওর ঘরে ফেলে দেব যাতে তার হাতে পড়ে। যা হাওয়ার মত তুচ্ছ, সংশয়ীর কাছে তাই শাস্ত্রের বচনের মত অকাট্য প্রমাণ। এতেই কিছু ফল হবে। ইতিমধ্যে আমার বিষফলে মূরের পরিবর্তন হয়েছে। ভয়ঙ্কর চিন্তাগুলো বিষফলের মতই কাজ করে। প্রথম আস্বাদে বিস্বাদ বোঝা যায় না; রক্তে মিশে গেলে গন্ধকের মত জ্বলতে আরম্ভ করে। যা বলেছি—ঐ আসছে [ওথেলোর প্রবেশ] (স্বগতোক্তি) আফিম, ওষধি কোন কিছুতেই দুচোখ উজাড় করা ঘুম আসবে না, গতকালও যা এসেছিল।

ওথেলো। আমাকে মিথ্যাচার!

ইয়াগো। একি সেনাপতি; কি হয়েছে? ভাবনা দূর করুন।

ওথেলো। দূর হও। তুমিই আমাকে সাগরে ফেলেছ। উঃ ভগবান, সামান্য জানার চেয়ে চূড়ান্তভাবে প্রতারিত হওয়াও ভাল।

ওথেলো। ওর গুপ্তপ্রেমের সামান্যতম আভাসও পাইনি। তা দেখিনি, ভাবিও নি। ওতে আমার কোন ক্ষতিই হচ্ছিল না। রাতে ভালই ঘুম হত। মন ছিল প্রফুল্ল। ওর ঠোঁটে-গালে ক্যাসিওর চুম্বনের চিহ্ন খুঁজিনি। যার চুরি গেছে, সে যদি না জানে কি চুরি গেছে—যতক্ষণ না জানছে ততক্ষণ কিছুই হারায় নি।

ইয়াগো। বড়ই দুঃখিত হলাম এসব শুনে।

ওথেলো। যদি সামান্য সেপাই থেকে প্রত্যেকে ওর রসাল দেহ উপভোগ করত তবু তা না জানলে অসুখী হতাম না। কিন্তু এখন চিরকালের জন্য সব কিছুকে বিদায়। উঃ আমার মনের শান্তি, সমস্ত সান্ত্বনা, উষ্ণীষধারী সৈনিক, মহাসমর, উচ্চাশা—সবাইকে বিদায়। অশ্বের হ্রেষা, ভেরীর তূর্য, বাঁশীর আওয়াজ, রাজপতাকা,

ধরুন সে অকথ্য মিথ্যা কথা। এমন সুরম্য প্রাসাদ কি আছে যেখানে কদর্য নোংরা প্রবেশ করে না? আর এমন লোক কে আছে যার মনে মাঝে মাঝে কুচিন্তা প্রবেশ করে না?

ওথেলো। ইয়াগো, তুমি যদি বন্ধুর অনিষ্ট জেনে তাকে মনের কথা না জানাও তবে অন্যায় করবে।

ইয়াগো। আপনাকে অনুরোধ, যেহেতু আমার চিন্তা কুটিল—স্বীকার করছি অন্যের দোষ খুঁজে বের করি এটাই আমার রোগ, আমি সন্দিগ্ধচিও—তাই আমার মত লোকের চিন্তাকে মনের মধ্যে আনবেন না। আর আমার এলোমেলো ভাবনাকে ভিত্তি করে নিজে অশান্তি ভোগ করবেন না। আমারও মনুষ্যত্ব ও সততা বিবেচনা করে আপনাকে মনের কথা জানান উচিত নয়।

ওথেলো। চুলোয় যাও!

ইয়াগো। নারীই হোক আর পুরুষই হোক সকলের পক্ষেই সুনাম খুব প্রিয়, অন্তরের ধন। যদি টাকা চুরি করে তবে তা তুচ্ছ, সে এমন কিছু নয়। আমার ছিল, তার হল, আগেও তো ওটা কত লোকের কাছে ছিল। কিন্তু যে আমার সুনাম চুরি করে, যাতে তার দৌলত বাড়ে না, অথচ আমাকে নিঃস্ব করে দেয়।

ওথেলো। ভগবানের দোহাই। তোমার মনে কি আছে তা জানতেই হবে।

ইয়াগো। পারবেন না, এই হৃদ্‌পিণ্ডটা আপনার হাতের মুঠোয় থাকলেও আমার মনের খবর জানতে পারবেন না।

ওথেলো। কি বলছ?

ইয়াগো। সন্দেহ থেকে দূরে থাকবেন। ও যেন একটা দানব; যাকে খায়, তাকেই ব্যঙ্গ করে। ব্যভিচারিণীর স্বামী বিধিলিপি মেনে নিয়ে যদি পাপিনীকে ভাল না বাসে সে সুখেই থাকে, কিন্তু হায়, যে ভালবাসে অথচ সন্দেহ করে, প্রাণ কাঁদে তবু তীব্র প্রেম—তাকে কি কষ্ট পেতে হয়!

ওথেলো। সত্যিই কষ্ট।

ইয়াগো। যে দীন কিন্তু সন্তুষ্ট, সেই ধনী। যে সম্পদশালী কিন্তু সর্বদা যার দারিদ্র্যের ভয় সে হিম ঋতুর মতই নিঃস্ব। ভগবান, পূর্বপুরুষরা যেন আপনাকে সন্দেহ থেকে বাঁচান।

ওথেলো। কেন, একথা বলছ কেন? তুমি কি বলতে চাও আমি সারাজীবন ঈর্ষায় জ্বলব? চাঁদের কলার মত নিত্য নব সন্দেহ সৃষ্টি হবে? না, তা হতে পারে না। একবার সন্দেহ হলেই তা নিরসন করব। যদি আমি কখনো আমার মানসিক চিন্তাকে তোমার অনুমানের সমতুল্য শূন্যগর্ভ বুদ্বুদের মত সন্দেহে পরিণত করি তবে জানবে, আমি পশুরও অধম। যদি কেউ বলে আমার স্ত্রী সুন্দরী, সুগৃহিনী, সঙ্গ-প্রিয়া, ভোজনবিলাসিনী, সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্যে পারদর্শিনী—তাতে ঈর্ষান্বিত হবার কিছু নেই। এতে গুণ আরো বৃদ্ধি পায়। আমি অযোগ্য, এজন্য বিরূপতা কল্পনা করে আমার ভয় নেই; কারণ, সে নিজেই আমায় নির্বাচন করেছে। না, ইয়াগো, তার উপর সন্দেহ করার আগে সন্দেহের প্রমাণ চাইব। সন্দেহের প্রমাণ পেলে প্রেম কিংবা ঈর্ষা রসাতলে যাবে।

ইয়াগো। একথা শুনে খুশী হলাম। কারণ, আপনাকে কতটা ভালবাসি আর ভক্তি করি এবার তা প্রমাণ করতে পারব। সুতরাং যা বলি, শুনুন। আমি

এখন কোন প্রমাণের কথা বলছি না। নিজের স্ত্রীকে দেখুন, বিশেষ করে যখন ক্যাসিওর সঙ্গে থাকে, তখন। চোখ খোলা রেখে লক্ষ্য করবেন—বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস কোনটাকেই প্রশ্রয় দেবেন না। আমি চাই না আপনার উদারতা, খোলা মনের সুযোগ নিয়ে কেউ আত্মমর্যাদায় আঘাত করুক। তাই, নজর রাখবেন। দেশবাসীর স্বভাব ভাল করেই জানিতো, তাই বলছি। ভেনিসীয় মেয়েরা স্বামীর সামনে যা করতে পারে না, সেসব অপকর্ম ঈশ্বরের সামনে অনায়াসে করে যায়। কোন বিবেকে বাধে না—লোক জানাজানি না হলেই হল।

ওথেলো। এ সব কি বলছ ?

ইয়াগো। তিনি নিজের পিতাকে ঠকিয়ে আপনাকে বিয়ে করেছেন। যখন আপনাকে ভয় পাবার কথা তখনই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ওথেলো। তা তো সত্যি।

ইয়াগো। তাহলেই বুঝুন। এত অল্প বয়সেই সে অভিনয়ে পটু—নিজের বাপকে সে চোখে ধুলো দিল, যেন যাদু খেলা। কিন্তু আপনাকে ভালবাসি বলে এসব কি ভাবছি ! না, সত্যিই অন্যায়, আমায় ক্ষমা করুন।

ওথেলো। আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

ইয়াগো। দেখছি আপনি আমার কথায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ছেন।

ওথেলো। মোটেই না, এক তিলও না।

ইয়াগো। ভয় হচ্ছে, বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু জানবেন, যা কিছু বললাম তার পিছনে রয়েছে আপনার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা। দেখছি আপনি বিচলিত। আমার বিনীত অনুরোধ, যা বললাম তার মধ্যে হীন কিছু কল্পনা করে বসবেন না।

ওথেলো। না, তা করব না।

ইয়াগো। মান্যবর, তা করলে আমার কথায় আপনার অনিষ্ট সাধিত হবে। ক্যাসিও আমার বন্ধু, কিন্তু একি, আপনি বিচলিত !

ওথেলো। না, তেমন কিছু নয়। দেসদিমোনাকে সতী ছাড়া ভাবতেই পারি না।

ইয়াগো। ভগবান করুন, তিনি যেন চিরদিন তাই থাকেন। আর আপনিও তাই ভাবুন।

ওথেলো। কিন্তু কি জানি, মানুষ নিজের স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে—

ইয়াগো। আজ্ঞে হাঁ, এই আসল কথা। যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি—মানুষ মাত্রেই নিজের সমাজ, দেশ, জাতি, ধর্ম থেকেই সম্বন্ধ ঠিক করে ; তবে তিনি এসব উপেক্ষা করলেন। ছিঃ, যদি কারো এমন বাসনা হয় তবে তা হেয় এবং অসঙ্গত। স্বাভাবিক মনোভাব নয়। কিন্তু ক্ষমা করবেন, তাকে লক্ষ্য করেই যে একথা বলছি, তা ঠিক নয়। তবু এমনও হতে পারে, তার কামনা শুভ বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে আর স্বজাতির মানদণ্ডে আপনাকে বিচার করে অনুতপ্ত হচ্ছে।

ওথেলো। ঠিক আছে, যাও। যদি কিছু তোমার নজরে পড়ে জানাবে। তোমার স্ত্রী এমিলিয়াকেও ওর উপর নজর রাখতে বলবে। ইয়াগো, এখন বিদায়।

ইয়াগো। (যেতে যেতে) প্রভু, তাহলে বিদায় নিই।

ওথেলো। কেন বিয়ে করলাম। এ লোকটার স্বভাব ভাল। নিশ্চয়ই ও এর চেয়ে

ওথেলো। এখন ও নিশ্চয় বলছে কিভাবে সে ওকে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিল। আমি তোমার নাকটা দেখছি বটে, যে কুকুরটার কাছে ওটা ছুঁড়ে দেব তাকে দেখছি না।

ক্যাসিও। ওর সঙ্গ আমাকে ছাড়তেই হবে।

ইয়াগো। সেরেছে, ঐ কে আসছে দেখুন। [বিয়াঙ্কার প্রবেশ

ক্যাসিও। একটা গন্ধগোকুল, তবে সুগন্ধি। আমার পেছনে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

বিয়াঙ্কা। যমরাজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা তোমার পেছনে ঘুরে মরুক। কিন্তু তুমি যে রুমালটা দিলে তার রহস্য কি? আমি বোকার মত ওটা নিয়েছি। ওর নকসাগুলো পুরো আমাকে তুলে দিতে হবে! নিজের ঘরেই পাওয়া গেছে অথচ জান না কে ফেলে গেছে? নিশ্চয় কোন প্রেমিকার। আর আমি যাব ওর নকস্‌টা তুলতে! এটা যার কাছ থেকে এনেছিলে তাকেই দিও। নকস্‌া আমি তুলতে পারব না।

ক্যাসিও। আরে সুন্দরী বিয়াঙ্কা, হল কি?

ওথেলো। আশ্চর্য, ওটা যে আমারই রুমাল।

বিয়াঙ্কা। আজ রাতে আমার সঙ্গে খাবার ইচ্ছে থাকলে যেও। না হলে, যখন মর্জি, এস। [প্রস্থান

ইয়াগো। যান, ওর পিছু নিন।

ক্যাসিও। যেতেই হবে। না হলে পথে ঘাটে চেঁচাবে।

ইয়াগো। রাতে ওখানেই খাবেন তো?

ক্যাসিও। সে রকমই ইচ্ছে আছে।

ইয়াগো। তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। আলাপ করব আর কি।

ক্যাসিও। নিশ্চয়ই আসবে। যাবে তো?।

ইয়াগো। এখন তা হলে আসুন। আর কথা কি! [ক্যাসিওর প্রস্থান

ওথেলো। (সামনে এগিয়ে) ইয়াগো, কি ভাবে ওকে খুন করা যায়?

ইয়াগো। দেখলেন, কি ভাবে ও নিজের পাপের কথায় হাসছিল।

ওথেলো। ওঃ, ইয়াগো!

ইয়াগো। আর সেই রুমালটাও দেখলেন তো?

ওথেলো। ওটা কি আমারটাই?

ইয়াগো। সে আর বলতে। আর দেখলেন তো ওই বুদ্ধু মেয়েটাকে ও কত ভালবাসে। আপনার স্ত্রী রুমালটা দিয়েছে ওকে, আর ও সেটা দিল ওই কুলটাকে।

ওথেলো। আমার ইচ্ছে হয় ওকে ন'বছর ধরে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করাই। কি সুন্দরী! কি মাধুরী!

ইয়াগো। না না, সে কথা আপনাকে ভুলতেই হবে।

ওথেলো। ঠিক, আজ রাতেই ও পচে মরুক। ও আর বেঁচে থাকবে না। আমার হৃদয় এখন পাথরে পরিণত হয়েছে। আমি যা মারছি, আমার হাতেই লাগছে। হায়, ওর চেয়ে মধুর কোন নারী আর দেখি নি। ওর সম্রাট-ভোগ্যা হওয়া উচিত ছিল।

ইয়াগো। না, না, এ রকম করা আপনার শোভা পায় না।
ওথেলো। ও চুলোয় যাক। সে সত্যিই কেমন, শুধু সে কথাই বলছিলাম। ওর সুঁচের কাজ কি সুন্দর, গানবাজনায় কি নৈপুণ্য,—গান শুনলে বনের ভাল্লুকও হিংসা ভুলে যায়। কথাবার্তা কি বুদ্ধিদীপ্ত।
ইয়াগো। এসব কারণে তিনি আরো বেশি খারাপ।
ওথেলো। হ্যাঁ, হাজারবার। কি শান্ত নম্র স্বভাব।
ইয়াগো। তা বটে, বড্ড বেশি নম্র।
ওথেলো। ঠিক তাই। তবুও বড়ই দুঃখের কথা, ইয়াগো, বড়ই মর্মান্তিক।
ইয়াগো। তার অন্যায়গুলো যদি আপনার ভাল লেগে থাকে তবে তাকে অন্যায় আচরণের অবাধ অধিকার দিয়ে দিন না। যদি তা আপনার গায়ে না লাগে তাতে আর কারো কিছু এসে যাবে না।
ওথেলো। ওকে আমি টুকরো করে কেটে ফেলব। আমার ঘরে ব্যভিচার!
ইয়াগো। ছিঃ, জঘন্য কাজ।
ওথেলো। আর আমারই এক কর্মচারীর সঙ্গে!
ইয়াগো। সে আরও জঘন্য।
ওথেলো। ইয়াগো, আমায় কিছু বিষ জোগাড় করে দাও। আজ রাতেই। ওর সঙ্গে আর কোন বোঝাপড়া নয়; ওর রূপে, ওর মোহিনী মায়ায় মন টলে যেতে পারে। আজ রাতেই।
ইয়াগো। না, না, বিষ প্রয়োগে কেন? যে শয্যা সে কলঙ্কিত করেছে, সেই শয্যাতেই গলা টিপে হত্যা করুন।
ওথেলো। উত্তম! সেই ভাল! এ ন্যায় বিচার সত্যিই উপযুক্ত। বড় ভাল।
ইয়াগো। আর ক্যাসিওর ভার আমার উপরেই ছেড়ে দিন। মাঝরাতের মধ্যেই এ বিষয়ে আরো কিছু শুনতে পাবেন।
ওথেলো। বাঃ বাঃ খুব ভাল। (নেপথ্যে তূর্যধ্বনি) ও কিসের তূর্য নিনাদ?

[লোডোভিকো, দেসদিমোনা ও অনুচরদের প্রবেশ

লোডোভিকো। সুযোগ্য সেনাপতি দীর্ঘজীবী হন।
ওথেলো। মহাশয়, আন্তরিক ধন্যবাদ।
লোডোভিকো। ভেনিসের রাজসভা আপনাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। (একটি চিঠি প্রদান)
ওথেলো। তাদের এই আদেশনামা আমার পুরস্কার। (চিঠিখানা খুলে পাঠ)।
দেসদিমোনা। তারপর লোডোভিকো, আপনার খবর কি?
ইয়াগো। আপনার দর্শন লাভে আমি বিশেষ আনন্দিত। সাইপ্রাসে আপনাকে স্বাগত জানাই।
লোডোভিকো। আপনাকে ধন্যবাদ। সহকারী ক্যাসিওর কি খবর?
ইয়াগো। এই আছেন আর কি।
দেসদিমোনা। তার সঙ্গে আমার স্বামীর মনান্তর ঘটে গেছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আপনাকে মিটমাট করে দিতে হবে কিন্তু।
ওথেলো। সে বিষয়ে তুমি সুনিশ্চিত?
দেসদিমোনা। কিছু বললে?

ক্যাসিও। কপালে রগের কাছে একটু ঘষে দাও।

ইয়াগো। না, না, থাক। এই আচ্ছন্নতাকে স্বাভাবিকভাবে সেরে যেতে দিন। তা না হলে মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকবে। ক্রমে ক্রমে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবেন। ওই তো নড়ে উঠেছেন। আপনি বরং অল্পক্ষণের জন্য বাইরে যান। উনি চলে গেলে আপনার সঙ্গে কিছু গুরুতর কথা আছে [ক্যাসিওর প্রস্থান] সেনাপতি কেমন আছেন ? আপনার মাথায় চোট লাগেনি তো ?

ওথেলো। তুমি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ ?

ইয়াগো। আপনাকে ব্যঙ্গ। ছিঃ! কখনো না। পুরুষের মত যদি ভাগ্যের বোঝা বইতে পারতেন—

ওথেলো। পতিতা স্ত্রীর স্বামী যে পুরুষ, সে দৈত্য আর জন্তু।

ইয়াগো। তা হলে একটা জনবহুল নগরে এরকম জন্তু অনেক পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে অনেক ভদ্রবেশী দানব।

ওথেলো। সে কি স্বীকার করেছিল ?

ইয়াগো। প্রভু, ঘাবড়াবেন না। মনে করবেন, জোয়ালে আবদ্ধ প্রত্যেকটি মানুষেরই আপনার হাল হতে পারে। এমন লোক লক্ষ লক্ষ আছে যারা অবৈধ নৈশ শয্যায় শুয়ে সেই শয্যাকেই নিজেদের আপন বলে মনে করে। আপনার অবস্থা বরং ভাল। ওঃ কি নারকীয় ঘৃণা, শয়তানের পরিহাস! নিরাপদ শয্যায় শুয়ে বেশ্যাকে চুমু খেয়ে মানুষ ভাবে সে সতী লাভ করেছে। নাঃ, আমাকে নিজেকে আগে জানতে হবে। আমার অবস্থা কি বুঝতে পারলে তারপর হবে সব ব্যবস্থা।

ওথেলো। সত্যিই তুমি বিচক্ষণ।

ইয়াগো। কিছুক্ষণ একটু আড়ালে সরে দাঁড়ান। ধৈর্য ধরে একটু সংযত হয়ে থাকুন। খানিক আগে এখানে ক্যাসিও এসেছিল—তখন আপনি শোকবিহ্বল, যে রকম উন্মত্ততা কি না আপনার মতন লোকের শোভা পায় না। তবে আপনার মূর্চ্ছার কথা বলে তাকে সরিয়ে দিয়েছি। আবার এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে সে প্রতিজ্ঞাও করে গেছে। আপনি বরং নেপথ্য থেকে দেখে যান তার মুখের প্রত্যেক অংশে কি ঘৃণা, বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়। তাকে দিয়ে তার কথা আবার আমি বলাব। কোথায়, কি ভাবে, কতদিন পর পর, কত আগে, কখন তার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর মিলন হয়েছে এবং হবে—সেই সব কথা। শুধু তার হাবভাব দেখে যান। মেরীর দোহাই, ধৈর্য ধরে থাকবেন। না হলে বুঝব, আপনি শুধু রাগতেই জানেন, মানুষের মর্যাদা পাবার যোগ্য নন।

ওথেলো। ইয়াগো, ধৈর্যের মধ্যেও আমি কত চতুর তা তুমি দেখে নেবে। কিন্তু··· শুনছ ? ওঃ বড়ই নিষ্ঠুর !

ইয়াগো। তাতে দোষ নেই। কিন্তু সবক্ষেত্রে সময় সুযোগ মানতে হয়। আপনি কি এখন একটু আড়ালে যাবেন ? [ওথেলোর অন্তরালে গমন] ক্যাসিওকে এবার আমি প্রশ্ন করব বেশ্যা বিয়াঙ্কার কথা—এ মহিলা কাম-প্রেমের বেসাতি করেই তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে। সে ক্যাসিওর প্রতি অত্যধিক আসক্ত। গণিকাদের এই তো হয়—অনেককে মজিয়ে শেষে নিজে মজে একজনের

কাছে। ক্যাসিও ওর কথা শুনলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। ঐ তো আসছে। [ক্যাসিওর পুনরায় প্রবেশ] ও যেই হাসবে অমনি ওথেলোর মাথা গরম হয়ে উঠবে। তার আনাড়ী সন্দেহ বেচারা ক্যাসিওর হাসি, হাব ভাব, ঠাট্টা, লঘু রসিকতা সবই উল্টো মানে করবে। কি খবর সহকারী ক্যাসিও, ভাল ত ?

ক্যাসিও। ভাল নেই। তুমি আমায় যে উপাধিতে ডাকলে তার অভাবেই মৃত প্রায় হয়ে আছি।

ইয়াগো। দেসদিমোনাকে ভাল করে ধরুন, আপনার হবেই হবে। (মৃদুস্বরে) কাজটা যদি বিয়াঙ্কার হাতে থাকত কত তাড়াতাড়ি হয়ে যেত।

ক্যাসিও। (হেসে) দূর, হতচ্ছারীটা।

ওথেলো। দেখ, এর মধ্যেই কি হাসির ঘটা।

ইয়াগো। কোন নারীকে পুরুষকে এতটা ভালবাসতে আগে দেখি নি।

ওথেলো। হতভাগিনী সত্যি বলতে কি, মনে হয় আমাকে ভালবাসে।

ওথেলো। তাহলে ক্ষীণস্বরে অস্বীকার। হেসে উড়িয়ে দিতে চায়।

ইয়াগো। ক্যাসিও, শুনছেন ?

ওথেলো। মনে হচ্ছে ও এখন কাহিনীটা ফিরে বলার জন্য সাধাসাধি করছে। বেশ হচ্ছে ! চমৎকার !

ইয়াগো। বিয়াঙ্কাতো বলে বেড়াচ্ছে আপনি ওকে বিয়ে করবেন। সত্যি নাকি ?

ক্যাসিও। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

ওথেলো। রোমানদের মত বিজয় উল্লাস ! তুমি কি উল্লাস দেখাচ্ছ ?

ক্যাসিও। আমি বিয়ে করব—তাকে ? (হাসি) ওই বাজারের বেশ্যাটাকে। দোহাই, আমার ঘিলুতে কিছু আছে জানবে। অতটা বোকা আমাকে ভাববে না। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

ওথেলো। এতদূর ! ঠিক, তারা এমনি হাসে বটে।

ইয়াগো। বিশ্বাস করুন। গুজব এই, আপনি ওকে বিয়ে করছেন।

ক্যাসিও। তাই নাকি। ঠিক ?

ইয়াগো। মিথ্যা হলে আমি দুরাত্মা।

ওথেলো। আমাকে টেক্কা দিয়েছ ? বেশ, বেশ।

ক্যাসিও। বাঁদরীটা নিজেই এসব রটিয়েছে। আমার প্রতিশ্রুতিতে নয়, ভালবাসার জোরেই ও ধরে নিয়েছে আমি ওকে বিয়ে করব।

ওথেলো। ইয়াগো ইশারা করছে, এবার তাহলে ও কাহিনীটা বলছে।

ক্যাসিও। একটু আগেই সে এখানে ছিল। সব যায়গায় পিছু ধাওয়া করছে। ক'দিন আগে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ভেনিসীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, সেইখানে পুতুলটি গিয়ে হাজির। তারপর কি আর বলব, এসেই আমার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

ওথেলো। আর চীৎকার করে বলে উঠল 'ওগো প্রিয়তম ক্যাসিও।' ওর হাবভাবে তো তাই মনে হচ্ছে।

ক্যাসিও। তারপর গলা ধরে ঝুলে পড়ে, বুকে লুটোয়, গায়ে হেলে পড়ে হাতধরে টানাটানি। হাঃ। হাঃ। হাঃ।

বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলাম।

বিয়াঙ্কা। আমিওতো তোমার বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম। কি ব্যাপার বলতো—এক সপ্তাহ কোন খবর নেই—সাতদিন, সাত রাত? আটকুড়ি আট ঘণ্টা! বিরহের ঘণ্টাগুলো ঘড়ির ঘণ্টার চেয়ে অনেক কষ্টকর। জ্বালা এই সময় কাটান!

ক্যাসিও। ক্ষমা কর, বিয়াঙ্কা। এ কদিন ধরে খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। কথা দিলাম সুবিধা পেলেই আমি এই দেরীর মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেব। লক্ষ্মী, বিয়াঙ্কা (তাকে দেসদিমোনার রুমালটি দিয়ে) এই নকসাগুলো তুলে দেবে?

বিয়াঙ্কা। ক্যাসিও, এ কোথায় পেলে? নিশ্চয়ই নতুন কেউ জুটেছে? এবার না আসার কারণ বুঝেছি। শেষকালে এই?

ক্যাসিও। কি যা তা বলছ? যে শয়তানের কাছ থেকে এই হীন সন্দেহ এনেছ তাকেই ফিরিয়ে দিও। তোমার সন্দেহ, এটা নতুন কোন প্রেমিকার কাছ থেকে এসেছে। তা নয়, বিয়াঙ্কা।

বিয়াঙ্কা। তাহলে কার?

ক্যাসিও। তা ঠিক জানি না। তবে এটা আমার ঘরে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওই নকসাগুলো আমার পছন্দ। তাই এটা ফিরিয়ে দেওয়ার আগে—যার এটা সে চাইবেই—নকসাগুলো তুলে নিতে চাই। তুমি কাজটা তুলে দিও। এখন যাও।

বিয়াঙ্কা। যাও? কেন শুনি?

ক্যাসিও। আমি এখানে সেনাপতির জন্য দাঁড়িয়ে আছি। চাইনা তিনি আমাকে তোমার সঙ্গে একত্র দেখুন—তাতে সম্মানও বাড়বে না।

বিয়াঙ্কা। কেন?

ক্যাসিও। কারণ এই নয় যে তোমাকে আমি ভালবাসিনা।

বিয়াঙ্কা। অর্থাৎ তুমি আমায় ভালবাস না। চল না, আমায় একটুখানি রাস্তায় এগিয়ে দিয়ে এস। আজ রাতে তাড়াতাড়ি তোমার দেখা পাব তো?

ক্যাসিও। তোমাকে বেশি দূর এগিয়ে দিতে পারব না। কেন না, আমাকে এখানে থাকতেই হবে। তবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে শিগ্‌গিরই।

বিয়াঙ্কা। ভাল। অবস্থা বুঝেই আমাকে চলতে হবে। [প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। দুর্গ-প্রাসাদের সম্মুখে।

[ইয়াগো ও ওথেলোর প্রবেশ]

ইয়াগো। আপনি কি তাই মনে করেন না?

ওথেলো। তুমি কর না?

ইয়াগো। কি, গোপনে চুম্বন?

ওথেলো। অবৈধ চুম্বন।

ইয়াগো। অথবা বন্ধুর সঙ্গে নগ্ন হয়ে দু' একঘণ্টা বিছানায় শুয়ে থাকা, অবশ্য নিষ্পাপ মনে।

ওথেলো। শয্যায় নগ্ন, অথচ মনে পাপ নেই। শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কপটতা। যারা সদিচ্ছাসম্পন্ন তবুও ওকাজ করে তাদের এ সততা শয়তানকে লুব্ধ করে, দেবতাকেও টলায়।

ইয়াগো। তারা এমন কিছু করে নি। সামান্য দোষ মার্জনীয়। কিন্তু ধরুন আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটা রুমাল দিই—

ওথেলো। তাহলে কি হবে?

ইয়াগো। প্রভু তাহলে তো তারই জিনিস হয়ে গেল। আর তার হলে সে যে-কোন মানুষকেই দিতে পারে।

ওথেলো। তার সুনামও তো তার। তা কি সে বিলিয়ে দিতে পারে?

ইয়াগো। সুনাম হল ধরা ছোঁয়ার বাইরের অমূর্ত্ত—অনেক সময়ে যাদের ওটা নেই তাদেরই ওটার অধিকারী বলে মনে হয়। রুমালটা হল কিন্তু—

ওথেলো। হায় ভগবান! ও কথাটা ভুলে যেতে পারলেই আমি খুশী হতাম। তুমিই কথাটা বলেছিলে—রোগ সংক্রামিত গৃহে দাঁড়কাক যেমন অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনে তেমনি আমার মনে এসেছিল—আমার রুমালটা তার কাছে।

ইয়াগো। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

ওথেলো। সেটা এমন একটা শুভদায়ক ব্যাপার নয়।

ইয়াগো। আচ্ছা, যদি বলতাম যে তাকে ক্ষতিকর কাজ করতে দেখেছি। কিংবা শুনেছি সে বলছে—লম্পটেরা যেমন অনুনয় বিনয় করে নারীমন কাড়ে অথবা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুরাগ লাভ করে—পরে সেটা জাহির করে বেড়ায়।

ওথেলো। এমন কিছু কি বলেছে নাকি?

ইয়াগো। বলেছে, প্রভু বলেছে। তবে কি জানেন, যা শপথ করে অস্বীকার করতে পারবে না এমন কিছু বলে নি।

ওথেলো। কি বলেছে?

ইয়াগো। বলেছে,···কি বলেছে আমি জানি না।

ওথেলো। কী! কী!

ইয়াগো। একত্র শয়ন—

ওথেলো। তার সাথে?

ইয়াগো। তার সাথে, একসাথে—যাই বলুন।

ওথেলো। তার সঙ্গে একত্র শয়ন! সহবাস! একসঙ্গে সহবাস তখনই সম্ভব যখন একসঙ্গে বাস করা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে সহবাস, অকথ্য! রুমাল—স্বীকারোক্তি—রুমাল—স্বীকারোক্তি চাই—তারপর কৃতকাজের জন্য ফাঁসি! প্রথমে ফাঁসি তারপর স্বীকারোক্তি—আমার গা কাঁপছে। উঃ! সর্ব ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করা আবেগ, নিশ্চয়ই অন্তত কিছু আছে। শুধু কথায় আমার দেহে এই কম্পন দেখা দেয় নি। ছিঃ! ছিঃ! নাকে নাকে, কানে কানে, ঠোঁটে ঠোঁটে—এও কি সম্ভব—স্বীকার, স্বীকার করেছে? রুমাল! উঃ শয়তান (মূর্চ্ছা ও পতন)

ইয়াগো। এই তো আমার ওষুধ—কাজ করে যাও। প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সহজ বিশ্বাসী মানুষগুলো এইভাবেও অন্ধভাবে মরে। কত সতীসাধ্বীও অপরাধ না করে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নেয়। কি! প্রভু শুনছেন। প্রভু আমি, ওথেলো··· [ক্যাসিওর প্রবেশ

ইয়াগো। ক্যাসিও যে, কেমন চলছে?

ক্যাসিও। একি! ব্যাপার কি?

ইয়াগো। প্রভু মূর্চ্ছা গেছেন। এ নিয়ে দু'বার হল। গতকালও একবার হয়েছিল।

অতি দক্ষ কুমারীর হৃদয় নির্যাসে ওই রুমাল সিক্ত।

দেসদিমোনা। সত্যি নাকি!

ওথেলো। খাঁটি সত্যি কথা। তাই ওটাকে সাবধানে রেখ।

দেসদিমোনা। তাহলে ওটা না চোখে পড়াই ভাল ছিল।

ওথেলো। কেন, কি হয়েছে?

দেসদিমোনা। অমন উত্তেজিত হয়ে রুক্ষভাবে কথা বলছ কেন?

ওথেলো। সেটা কি গেছে? হারিয়েছে? বল, সেটা কি আর পাওয়া যাবে না?

দেসদিমোনা। ঈশ্বর কৃপা করুন।

ওথেলো। কি, বল?

দেসদিমোনা। সেটা হারায় নি। তবে হারালেই বা কি হত?

ওথেলো। কী! (উত্তেজিত)

দেসদিমোনা। বললাম তো হারায়নি।

ওথেলো। নিয়ে এস। আমি সেটা দেখব।

দেসদিমোনা। কেন, এক্ষুনি আনতে পারি, কিন্তু আনব না তো। আমার কথা এড়াতে চাও? শোন, ক্যাসিওকে আবার কাজে নাও।

ওথেলো। আমাকে রুমালটা দাও। আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে।

দেসদিমোনা। থাম, থাম। ওর থেকে যোগ্য লোক আর পাবে না।

ওথেলো। রুমাল কোথায়?

দেসদিমোনা। তোমায় অনুরোধ, ক্যাসিওর কি হবে বল?

ওথেলো। রুমালটা আন আগে।

দেসদিমোনা। যে তোমার চিরকাল স্নেহছায়ায় আশ্রয় পেল, তোমার সঙ্গে বিপদে আপদে কাটাল—তাকে গ্রহণ কর।

ওথেলো। আবার বলছি, রুমালটা আন—

দেসদিমোনা। যাই বল, দোষটা কিন্তু তোমারই।

ওথেলো। দূর হও! [প্রস্থান

এমিলিয়া। এই লোক কি সন্দিগ্ধচিত্ত নন?

দেসদিমোনা। এরকম তো আগে দেখিনি। নিশ্চয়ই ওই রুমালে যাদু আছে। ওটা হারিয়ে সত্যি বড় হতভাগী আমি।

এমিলিয়া। দু' এক বছরে পুরুষদের চেনাই যায় না। ওদের শুধু ক্ষিদেই আছে আর আমরা হলুম খাদ্য। আমাদের গোগ্রাসে গিলে ফেলে, তারপর পেট ভরে গেলে উগরে ফেলে দেয়। ঐ দেখুন, ক্যাসিও ও আমার স্বামী আসছেন।

[ক্যাসিও ও ইয়াগোর প্রবেশ

ইয়াগো। কোন উপায় নেই, ওকেই একাজ করতে হবে। কি ভাগ্য, ওই তো তিনি; যান যান, ধরুন গিয়ে।

দেসদিমোনা। এই যে ক্যাসিও, খবর কি আপনার?

ক্যাসিও। দেবী, সেই পুরনো আর্জিটাই। দেখবেন, আপনার শুভ প্রচেষ্টায় যেন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি তাঁর স্নেহের আশ্রয় যেন পাই। আর দেরী করতে পারছি না। আমার অপরাধ যদি এতই গুরুতর হয় যে অতীতের সেবা, বর্তমানের অনুতাপ এবং ভবিষ্যতের

সংকাজের প্রতিশ্রুতিতেও তাঁর স্নেহ-প্রীতি ফিরিয়ে আনতে না পারে তা জেনে নেওয়াটাও হবে আমার পক্ষে শুভ। তাহলে আমি হাসিমুখে বিনা অভিযোগে ভাগ্যের ভিখারী হয়ে অন্যত্র চলে যাব।

দেসদিমোনা। হায়, ভদ্র ক্যাসিও। আমার ওকালতিতে এখন আর কাজ হচ্ছে না। আমার প্রভু এখন আর আমার প্রভু নন। তার মনের মত যদি চেহারাটাও বদলে যেত তাহলে তাকে চিনতেই পারতাম না। সকল সাধুজন সাক্ষী! আপনার জন্যে যতদূর বলার আমি বলেছি। হয়ত বেশি বলেছি বলেই তার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছি। কিছুদিন ধৈর্য ধরুন, আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব তা করবই। নিজের জন্য যতটুকু করতে পারি তারও বেশি করব।

ইয়াগো। প্রভু কি রাগ করেছেন?

এমিলিয়া। এইতো, এখান থেকে অদ্ভুত অধীরভাবে চলে গেলেন।

ইয়াগো। তিনি কি রাগতে পারেন? আমি স্বচক্ষে দেখেছি কামানের গোলা তাঁর সৈনিকদের শূন্যে নিক্ষেপ করেছে, তাঁর কাছ থেকে তাঁর ভাইকে ছিনিয়ে নিয়েছে—তাঁর রাগ? নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে! যাই, গিয়ে দেখি, সত্যি যদি রেগে থাকেন, সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে। [প্রস্থান

দেসদিমোনা। তাই যান। নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপার। হয় ভেনিস থেকে কোন খবর অথবা এই সাইপ্রাসেরই কোন গুপ্ত চক্রান্ত জানতে পেরেছেন। তার ফলেই তাঁর শান্ত স্বভাব এত বিচলিত। এসব ক্ষেত্রে ছোটখাট ব্যাপারে চটে ওঠাই স্বাভাবিক। যদিও বড় ব্যাপারই আসল লক্ষ্য। আঙুলে ব্যথা হলে শরীরের সুস্থ অঙ্গগুলোর ওপরেও রাগ হয়। পুরুষ মানুষ তো আর দেবতা নয়। তাছাড়া তাদের কাছে সব সময়ে ফুলশয্যার ঘরের সোহাগ চাওয়াও অন্যায়। এমিলিয়া, আমায় ধিক্কার দাও। আমি অবাধ্য সৈনিক বলেই তাকে দোষারোপ করেছি, এখন দেখছি সাক্ষীকে হাতে পেয়ে তাকে মিথ্যা অভিযুক্ত করেছি।

এমিলিয়া। আপনার কথাই যেন ঠিক হয়। আপনাকে নিয়ে তার মনে কোন সন্দেহ না হলেই হল।

দেসদিমোনা। হায়, পোড়া কপাল! আমি কি সেরকম কিছু করেছি!

এমিলিয়া। কিন্তু যাদের সন্দেহ বাতিক, তারা এতে শান্ত হবার নয়। তারাতো আর কারণের জন্য সন্দেহ করে না। সন্দেহবাতিক বলেই সন্দেহ করে। ঈর্ষা এমন এক দানব যার জন্ম নিজের ভেতর থেকেই।

দেসদিমোনা। ভগবান যেন ওই দানবটাকে ওথেলোর থেকে দূরে রাখেন।

এমিলিয়া। দেবী, তাই যেন হয়।

দেসদিমোনা। যাই, তাকে খুঁজি গিয়ে। ক্যাসিও, আপনি এখানেই থাকুন। যদি আমি তাকে ভাল মেজাজে দেখি তবে আপনার কথা বলব আর সাধ্যমত চেষ্টা করব।

ক্যাসিও। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

[এমিলিয়া ও দেসদিমোনার প্রস্থান। বিয়াঙ্কার প্রবেশ

বিয়াঙ্কা। ক্যাসিও, প্রাণাধিক! ভগবান মঙ্গল করুন।

ক্যাসিও। বাড়ি ছেড়ে—বিয়াঙ্কা ডার্লিং—কি ব্যাপার? এই তো, আমি তোমার

ওথেলো। (চিঠিটি পাঠ) 'এ কাজে যেন অন্যথা না হয়, যেহেতু আপনাকে—'

লোডোভিকো। কই উনি ত কিছু বলেন নি। চিঠি পাঠেই তো ব্যস্ত দেখছি। মূরের সঙ্গে ক্যাসিওর বিরোধ ঘটেছে নাকি ?

দেসদিমোনা। সত্যি দুঃখের ব্যাপার। ক্যাসিও আমারও খুব প্রিয়। তাই আমি এটা মিটিয়ে দেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ওথেলো। উঃ, কি নরক যন্ত্রণা!

দেসদিমোনা। কি হল প্রভু ?

ওথেলো। তোমার কি বিবেচনা আছে ?

দেসদিমোনা। একি, উনি রেগে গেছেন ?

লোডোভিকো। হতে পারে, হয়ত চিঠিটাই এর জন্য দায়ী। কেন না আমার মনে হয়, তারা ওকে ফিরে যেতে বলেছেন—ক্যাসিওর হাতে শাসনভার দিয়ে।

দেসদিমোনা। বিশ্বাস করুন, খুব খুশী হয়েছি।

ওথেলো। সত্যি!

দেসদিমোনা। প্রভু ?

ওথেলো। তোমাকে মতিচ্ছন্ন দেখে বড় খুশী হচ্ছি।

দেসদিমোনা। প্রিয়তম ওথেলো, সেকি!

ওথেলো। শয়তানী। (দেসদিমোনাকে আঘাত)

দেসদিমোনা। এতো আমার প্রাপ্য নয়।

লোডোভিকো। প্রভু, চাক্ষুষ দেখেছি বললেও ভেনিসে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এযে বড্ড বাড়াবাড়ি। ওকে শান্ত করুন। উনি যে কাঁদছেন।

ওথেলো। শয়তানী! শয়তানী! নারীর চোখের জলে যদি উৎপাদন ক্ষমতা থাকত, তবে ওর প্রতিটি বিন্দুপাতে জন্ম নিত এক একটা কুমীর।

দেসদিমোনা। যদি চক্ষুশূল হই, তবে আর এখানে থাকব না। (গমনোদ্যত)

লোডোভিকো। সত্যি, কি নম্র বিনীত উনি। আপনাকে অনুরোধ, ওকে ফিরিয়ে আনুন।

ওথেলো। ঠাকরুন!

দেসদিমোনা। প্রভু ?

ওথেলো। ওকে নিয়ে কি করতে চান ?

লোডোভিকো। কে, আমি ? কি বলছেন ?

ওথেলো। হ্যাঁ, আপনিই তো ওকে ফিরিয়ে আনতে বললেন। জানেন মশাই, উনি ঘোরেন, ফেরেন, আবার চলেন, আবার ফেরেন। উনি কাঁদতেও জানেন, কাঁদাতেও এবং কাঁদেনও। আর বিনীত নম্র, যা বললেন আর কি, খুবই বিনীত। তাহলে কাঁদ, চোখে যত জল আছে ঢাল। এ ব্যাপারে আমি বলছি, এসব মায়া কান্না। আমার প্রত্যাবর্তনের আদেশ এসেছে। দূর হও তুমি .....পরে ডেকে পাঠাব......এ আদেশ আমি মেনে নিচ্ছি, ভেনিসেই ফিরে যাব। দূর হও এখান থেকে। [দেসদিমোনার প্রস্থান] ক্যাসিওই আমার স্থানলাভ করুক। হ্যাঁ, আমার বিশেষ অনুরোধ আজ রাতে আমরা একসাথে খাব। সাইপ্রাসে, আপনাকে স্বাগত জানাই। ......যত সব ছাগল, বাঁদর জুটেছে। [প্রস্থান

লোডোভিকো। এই কি সেই মহামতি মূর, যাকে সমগ্র সেনেট আদর্শ মানুষ বলে

মনে করে? এই কি সেই চরিত্র, যা উত্তেজনাতেও অবিচল? একি সেই লোক, যার সুকঠিন বর্মে অঘটন কিংবা দুর্বিপাকের শরাঘাত কখনও স্পর্শ বা ভেদ করতে পারেনি?

ইয়াগো। তিনি অনেক বদলে গেছেন।

লোডোভিকো। বুদ্ধি শুদ্ধি কি ঠিকই আছে? মস্তিষ্ক বিকল হয়নি তো?

ইয়াগো। যা দেখছেন, তাই। তিনি কেমন তাই নিয়ে আমার বলা সাজে না, ওর যা হওয়া সম্ভব, যদি তা না হন, আমার প্রার্থনা, যেন তাই হন।

লোডোভিকো। ছি ছি, স্ত্রীর গায়ে হাত!

ইয়াগো। কাজটা ঠিক হয়নি। তবুও ওটাই যদি চরম প্রহার হত তাহলে বুঝতাম।

লোডোভিকো। এই কি ওর স্বভাব? নাকি চিঠি পড়ে, রক্ত হঠাৎ চড়ে গিয়ে এ অন্যায় ঘটাল?

ইয়াগো। হায় হায়! আমি যা দেখেছি, জেনেছি, তা বলতে আমার বিবেকে বাধে। আপনিই দেখতে পাবেন, ওর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই বুঝতে পারবেন, আমার আর কিছু বলতে হবে না। ওকে অনুসরণ করুন এবং কিভাবে চলেন লক্ষ্য করুন।

লোডোভিকো। বড়ই আপশোষ হচ্ছে, যা ভেবেছি তা মিথ্যা হয়ে গেল।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রাসাদের অভ্যন্তরের কক্ষ।

[ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ওথেলো। তুমি তাহলে কিছুই দেখনি?

এমিলিয়া। কিছু শুনিও নি, যাতে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।

ওথেলো। তুমি ওকে আর ক্যাসিওকে এক সঙ্গে দেখেছ?

এমিলিয়া। হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই অন্যায় দেখতে পাইনি। তাছাড়া তারা দুজনে যা বলেছেন প্রতিটি কথা আমি শুনেছি।

ওথেলো। সে কি? চুপি চুপি কথা হয়নি?

এমিলিয়া। প্রভু, কখনো না।

ওথেলো। তোমাকে সামনে থেকে কখনো চলে যেতে বলেনি?

এমিলিয়া। কখনো না।

ওথেলো। এই ধর পাখা, হাতের দস্তানা, মুখোস এসব কিছু আনতে বলেনি?

এমিলিয়া। প্রভু, কখনো না।

ওথেলো। আশ্চর্য!

এমিলিয়া। প্রভু, পণ রেখে বলছি উনি সতীসাধ্বী। আমার জীবন পর্যন্ত বাজী রাখছি। যদি অন্য কিছু ভেবে থাকেন মন থেকে দূর করে দিন। এতে শুধু আপনিই কষ্ট পাবেন। কোন দুরাত্মা যদি আপনার মাথায় এ চিন্তা ঢুকিয়ে থাকে, ভগবান তাকে শাস্তি দিন। তিনি যদি সতী সাধ্বী না হয়ে থাকেন তাহলে কোন মানুষই সতী নয়। পুণ্যবতীও কুৎসার যোগ্য।

ওথেলো। যাও, তাকে আসতে বল। [এমিলিয়ার প্রস্থান] খুব তো বলে গেল। তবে সে তো একটা সাধারণ কুটনী। যা বলা দরকার তা বলা ওর সাধ্য নেই।

চতুরা, কুলটা ; গোপন শয়তানীর ব্যাপারে মুখবন্ধ একটা সিন্দুক, তবু ধার্মিকের মত আচরণ করে, দেখেছি কতবার। [দেসদিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ

দেসদিমোনা। প্রভু, কি অভিপ্রায়ে ?

ওথেলো। প্রিয়ে, অনুরোধ, এখানে এস।

দেসদিমোনা। তোমার অভিপ্রায় কি বল।

ওথেলো। তোমার চোখদু'টো আমায় দেখতে দাও। আমার মুখের দিকে তাকাও।

দেসদিমোনা। একি অদ্ভুত কথা !

ওথেলো। (এমিলিয়াকে) দূতী, তোমার যা কাজ তাই কর। আমাদের নিরিবিলিতে থাকতে দাও, আর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। যদি কেউ আসে তবে হয় কাশবে নয় হুঁ বলে গলাঝাড়া দেবে। তোমাদের বুজরুকী, জানোই তো, তোমার যা ব্যবসা। যাও, কেটে পড়। [এমিলিয়ার প্রস্থান

দেসদিমোনা। পায়ে ধরছি, বল তোমার কথার মানে কি ? তোমার কথায় রাগের ভাবটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কথা বুঝছি না কিছুই।

ওথেলো। বল তো, তুমি কি ?

দেসদিমোনা। প্রভু, তোমার স্ত্রী। সতী সাধ্বী, অনুগতা।

ওথেলো। একথা শপথ করে বল। তারপর নরকে যাও। এ দেবী প্রতিমা দেখে নরকের পিশাচেরাও তোমাকে স্পর্শ করতে ভয় পাবে। সুতরাং মহাপাপ কর। তবু প্রতিজ্ঞা করে বল যে তুমি সাধ্বী।

দেসদিমোনা। ভগবান তাই জানেন।

ওথেলো। ভগবান ঠিকই জানেন, তুমি নরকের ন্যায় ভ্রষ্টা।

দেসদিমোনা। কি বলছ ? কার প্রতি ? কার সঙ্গে ? আমি ভ্রষ্টা কিসে ?

ওথেলো। উঃ দেসদিমোনা, দূর হও, দূর হও।

দেসদিমোনা। হায়, কি দুর্দিন। তুমি কাঁদছ কেন ? প্রভু তোমার চোখে জল, তা কি আমার জন্যে ? যদি মনে করে থাক তোমাকে ভেনিসে ফিরিয়ে নেবার পেছনে আমার বাবার হাত আছে তবে সে দোষ আমার ওপর চাপিও না। তুমি যদি তাকে হারিয়ে থাক তবে আমিও তাকে হারিয়েছি।

ওথেলো। ভগবান যদি আমাকে দুঃখে ফেলে পরীক্ষা করতেন, যদি আমার মাথার ওপর সব রকম লজ্জা, দুঃখ চাপিয়ে দিতেন, আমাকে দরিদ্র করে রাখতেন, আশাশূন্য করে কারাবাসে অবরুদ্ধ করতেন, তাহলেও আমার মনে হয়ত খুঁজে পেতাম একবিন্দু ধৈর্য্য। কিন্তু হায়, আমাকে একটা ঘৃণার নিশ্চল মূর্তি করে রাখা, যাতে প্রত্যেকে আমার দিকে ঘৃণার প্রতিমূর্তি হিসাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। .... হায়, হায়, আমি তাও সহ্য করতে পারতাম। ভালভাবে, বেশ ভালভাবে। কিন্তু যেখানে হৃদয় গচ্ছিত রেখেছি, সেখানে হয় বাঁচব না হয় জীবন অসহনীয় হবে, জীবনধারার উৎস-মুখ শুকিয়ে যাবে। কিংবা তা হবে পঙ্কিল, যাতে ঘৃণ্য কীট জন্মাতে পারে। হে আমার ধৈর্য্য, তুমি ফিরে দেখ, গোলাপী অধর ঐ সুকুমার দেবশিশু কি ভীষণ নরকের মত।

দেসদিমোনা। আমি আশা করি আমাকে সাধ্বী বলেই মনে কর।

ওথেলো। হ্যাঁ, ঠিক যেন কসাইখানার গ্রীষ্মের মাছিগুলোর মতন—যারা দ্রুত বংশ বিস্তার করে। তুমি বিষ-লতা অথচ এত মধুর, সুন্দর। এত সুগন্ধি যে যন্ত্রণার

আবেশ হয়—তোমার জন্ম না হলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

দেসদিমোনা। না জেনে আমি কোন অপরাধ করেছি ?

ওথেলো। এই সাদা কাগজখানা, এই সুন্দর গ্রন্থখানার কি সৃষ্টি হয়েছিল তার উপরে গণিকা' কথাটা লেখা হবে বলে ?···কি করেছ ? ওরে বাজারের পণ্যা বারনারী। তোমার কীর্তিকাহিনী আমার এ মুখে বলতে গেলে আমার মুখকে এমন অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করতে হবে যাতে শালীনতা দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত হয়। কি করেছ ? সে কথা শুনলে স্বর্গের নাসিকা কুঞ্চিত হবে, চন্দ্রের চোখে পলক পড়বে। সবাইকে চুমু খায় এমন যে বাতাস সেও মাটির তলার গহ্বরে আশ্রয় নিয়ে চুপ করে থাকবে। পাছে এই কথা শোনে।—কি করেছি ! নির্লজ্জ বেশ্যা !

দেসদিমোনা। ধর্ম সাক্ষী, মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ।

ওথেলো। তুমি কি গণিকা নও ?

দেসদিমোনা। যদি খৃষ্টান হই, কখনো না। এই দেহটা স্বামীর সেবার জন্য অবৈধ পাপস্পর্শ থেকে রক্ষা করা যদি গণিকার কাজ না হয়, আমি তবে তা নই।

ওথেলো। সে কি, গণিকা নও ?

দেসদিমোনা। ও ! ভগবান আছেন। আমার ধর্ম আছে।

ওথেলো। এও কি সম্ভব ?

দেসদিমোনা। ভগবান আমাদের ক্ষমা করুন।

ওথেলো। তাহলে আমায় ক্ষমা কর। ভেনিসের যে চতুরা গণিকাটির সঙ্গে ওথেলোর বিয়ে হয়েছে, ভেবেছিলাম, তুমিই বুঝি সে। (উচ্চস্বরে) ওগো বেগম, শুনছ, দ্বাররক্ষায় দাঁড়িয়ে তুমি নরকের দ্বার রক্ষা কর। [এমিলিয়ার প্রবেশ] তুমি, হ্যাঁ তুমি। আমাদের কাজ সেরেছি। এই নাও বকশিস্‌। দ্বার বন্ধ কর আর ব্যাপারটা গোপন রেখো। [প্রস্থান

এমিলিয়া। হায়রে ! ঐ ভদ্রলোকের মাথায় কি চেপেছে ! দেবী, খবর কি ? ভাল তো ?

দেসদিমোনা। যেন তন্দ্রার ঘোরে রয়েছি।

এমিলিয়া। আচ্ছা দেবী, প্রভুর কি হয়েছে ?

দেসদিমোনা। কার ?

এমিলিয়া। কেন, আমার প্রভুর ?

দেসদিমোনা। কে তোমার প্রভু ?

এমিলিয়া। যিনি আপনার স্বামী।

দেসদিমোনা। আমার কেউ নেই। এমিলিয়া, আমার সঙ্গে আর কথা বোল না। আমি কাঁদতে পারছিনে, জবাব আমার কিছু নেই, আছে শুধু চোখের জল। তোমাকে অনুরোধ, আজ রাতে আমার বাসর-শয্যাটা পেতে দিও। মনে রেখ, আর তোমার স্বামীকে একবার এখানে আসতে বোল।

এমিলিয়া। একটা আশ্চর্য পরিবর্তন। [প্রস্থান

দেসদিমোনা। এভাবে আমাকে অবহেলা ! ঠিক হয়েছে—এটাই আমার প্রাপ্য ছিল। কি জানি, আমি কি করেছি, যার জন্য আমার গুরুতর অপরাধের মত সন্দেহ হয় তাঁর মনে। [ইয়াগো ও এমিলিয়ার প্রবেশ

ইয়াগো। ভদ্রে, আমায় ডেকেছেন কি? খবর ভাল তো?

দেসদিমোনা। বলতে পারছিনা। শিশুদের যারা শিক্ষা দেন তাঁরাও শান্ত উপায়ে এবং সহজ কাজের মধ্য দিয়েই তা করেন। তিনি তো আমাকে শিশু মনে করে সেইভাবে তিরস্কার করতে পারতেন। শাসনে এখনো তো আমি শিশুই।

ইয়াগো। কি হয়েছে, দেবী?

এমিলিয়া। প্রভু যেভাবে দেবীকে বারবার 'গণিকা' বলে অকথ্য ভাষায় কথা বলেছেন তা কোন হৃদয়বান লোক সহ্য করতে পারে না।

দেসদিমোনা। আমি কি তাই—ওই নামে ডাকা?

ইয়াগো। ভদ্রে, কোন নামে?

দেসদিমোনা। এই যে নামে প্রভু আমায় ডেকেছেন বলে বলল এমিলিয়া।

এমিলিয়া। তিনি ওকে বেশ্যা বলে ডেকেছেন! ভিখারীও মদ খেয়ে নিজের নারীকে এভাবে সম্বোধন করে না।

ইয়াগো। কেন তিনি অমন করলেন?

দেসদিমোনা। জানি না, আমি তা নই, শুধু এটুকু জানি। (ক্রন্দন)

ইয়াগো। কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। বড়ই দুর্দিন।

এমিলিয়া। 'বেশ্যা' নাম শোনার জন্যই কি ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব, বাবা, নিজের দেশ, বন্ধু পরিজন সব ছেড়েছেন? এতে কি লোকে কাঁদবে না?

দেসদিমোনা। এ সব আমারই দুর্ভাগ্য।

ইয়াগো। এজন্য তাকে ধিক। কি করে তাঁর মাথায় এ খেয়াল চাপল?

দেসদিমোনা। ভগবান জানেন।

এমিলিয়া। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব—যদি না হাড়বজ্জাত, হারামি, শয়তান, ধান্দাবাজ, তোষামুদে, খচ্চর কোন লোক এই কুৎসা রটিয়ে না থাকে—আমার তাহলে গলায় দড়ি।

ইয়াগো। মাথা খারাপ, এমন লোক কেউ এখানে নেই। অসম্ভব।

দেসদিমোনা। যদি কেউ থাকে ভগবান তাকে ক্ষমা করুন।

এমিলিয়া। ক্ষমা, তার বদলে ফাঁসি। ক্ষমা নরকে গিয়ে। কেন তিনি ওকে বেশ্যা বলবেন? ওঁর কাছে কে আসে? কোথায়? কখন? কিভাবে? নিশ্চয়ই কোন পাষণ্ড শয়তান হতচ্ছাড়া মুরকে বিপথে চালিত করেছে। ভগবান; এই সব পাজির মুখোস খুলে দাও। আর সৎ লোকের হাতে তুলে দাও চাবুক, যাতে এসব নচ্ছারদের উলঙ্গ করে চাবুক মারতে মারতে দুনিয়া ঘুরিয়ে আনে।

ইয়াগো। চুপ, এসব কথা আস্তে বল।

এমিলিয়া। ধিক সে শয়তানকে। এমনি কোন শয়তান তোমার মাথাও গুলিয়ে দিয়েছিল, তাই আমাকে মুরের প্রতি আসক্ত বলে সন্দেহ করেছিলে।

ইয়াগো। তুমি আস্ত বুদ্ধু, এবার থাম।

দেসদিমোনা। বলুন, ভদ্র ইয়াগো, কিভাবে আমার স্বামীকে ফিরে পাব? আপনি একবার তার কাছে যান। স্বর্গীয় আলোর শপথ; কেন তাকে হারালাম জানি না। এই আমি নতজানু হয়ে বলছি—ধ্যানে, জ্ঞানে, চিন্তায় কখনো যদি ভালবাসার অমর্যাদা করে থাকি, কিংবা আমার চোখ; কান, বা কোন ইন্দ্রিয় যদি অন্য কারো রূপে ভুলে থাকে—আজ, অতীতে বা ভবিষ্যতে—আমাকে

• ত্যাগ করলেও যদি মন-প্রাণ তাঁকে সঁপে না দিই তবে সুখ যেন আমায় ত্যাগ করে। নির্দয়তা অনেক কিছু করতে পারে। আমার জীবন নিতে পারে কিন্তু কলঙ্ক দিতে পারে না। ঐ 'গণিকা' কথাটা আমি উচ্চারণও করতে পারি না। এই যে বলছি তাতেই মনে বিতৃষ্ণা আসছে। যে কাজ করলে ওই নাম, গোটা দুনিয়ার লোভেও তা করতে পারব না।

ইয়াগো। অনুরোধ আমার, শান্ত হন। এটা তাঁর সাময়িক বিরক্তি—রাষ্ট্রীয় ঝামেলায় তাঁর মন ক্ষুণ্ণ, তাই আপনাকেও ভর্ৎসনা।

দেসদিমোনা। তা না হয়ে আর কিছু যদি হয়—

ইয়াগো। তাই হবে, না হয়ে যায় না। (নেপথ্যে তূর্যধ্বনি) শুনুন, ঐ বাদ্যধ্বনি ; খাবারের সময়ের সংকেত। ভেনিসের দূত খাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। ভেতরে যান, কাঁদবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। [এমিলিয়া ও দেসদিমোনার প্রস্থান এবং রোদারিগোর প্রবেশ] কি খবর রোদারিগো ?

রোদারিগো। আমার মনে হয় তুমি আমার সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করছ।

ইয়াগো। অন্য রকম কি দেখলে ?

রোদারিগো। ইয়াগো, রোজই কিছু না কিছু বলে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখছ। দেখছি, সুযোগ দেওয়া তো দূরের কথা একটু আশার আলোও দেখাতে পারছ না। সত্যি বলছি, আর সহ্য করব না। এতদিন বোকার মত যা সহ্য করেছি তাও আর ঢেকে রাখব না।

ইয়াগো। আমার একটা কথা শুনবে ?

রোদারিগো। সত্যি বলতে, বড় বেশি শুনেছি। তোমার কথার সঙ্গে কাজের কোন মিল নেই।

ইয়াগো। আমার ওপর অন্যায় অবিচার করছ।

রোদারিগো। যা সত্যি তাই বলছি। সব খুইয়ে এখন আমি নিঃসম্বল। দেসদি-মোনাকে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে যত মণি-মাণিক্য নিয়েছ তার অর্দ্ধেক পেলে যে কোন সন্ন্যাসিনীরও মনে টলে যেত। তুমি বলেছ সে সব নিয়েছে—আমার দিকে তার মন ঝুঁকেছে। অথচ কাজে তো কিছুই দেখছি না।

ইয়াগো। বেশ বেশ, এখন যাও।

রোদারিগো। বেশ বলছ! যাব বললেই হল ? না মশাই, ব্যাপার ভাল ঠেকছে না, দেখতে পাচ্ছি তুমি আমায় ঠকাচ্ছ।

ইয়াগো। তাহলে বেশ।

রোদারিগো। বলে দিচ্ছি এটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। আমি দেসদিমোনার কাছে নিজের পরিচয় দেব ; তারপর আমার হীরে-জহরৎগুলো ফেরৎ চাইব। যদি ও ফিরিয়ে দেয় তাহলে আমি তাকে আর চাইব না, তাছাড়া আগের প্রণয় প্রচেষ্টার জন্যও অনুতপ্ত হব। যদি না দেয়, তোমার কাছ থেকে আদায় করে ছাড়ব।

ইয়াগো। তোমার যা বলার ছিল হয়েছে ?

রোদারিগো। হ্যাঁ, হয়েছে। আমি যা করব না এমন একটা কথাও বলিনি।

ইয়াগো। বাঃ, এখন দেখছি তোমার ভেতরে তেজ হয়েছে। এখন থেকে তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে গেল। দাও রোদারিগো, তোমার হাত

খানা দাও। আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ খুবই সত্যি, তবে বলছি, তোমাকে আমি ঠকাই নি।

রোদারিগো। তা তো মনে হচ্ছে না।

ইয়াগো। স্বীকার করছি, তা মনে হচ্ছে না এবং তোমার এই সন্দেহের পেছনেও যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু, রোদারিগো—যদি তোমার ভেতরে সেই পদার্থ থাকে—আর আছে বলেই আমি আগের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি—তবে আজ রাতেই তা দেখাও। দেখাও তোমার সংকল্প, সাহস। কাল রাতে তুমি যদি দেসদিমোনাকে না পাও তাহলে আমাকে মেরে লোপাট করে দিও!

রোদারিগো। ভাল, তবে কাজটা কি? আমার সাধ্যের মধ্যে তো? অন্যায় কিছু নয়তো?

ইয়াগো। শোন, ওথেলোর জায়গায় ক্যাসিওকে বসানর জন্য ভেনিস থেকে বিশেষ বার্তা এসেছে।

রোদারিগো। সত্যি নাকি? তাহলে ওথেলো ও দেসদিমোনা ভেনিসে ফিরে যাচ্ছে?

ইয়াগো। না, ওথেলো যাচ্ছে মারিটানিয়ায়—সঙ্গে দেসদিমোনাকেও নিয়ে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য যদি কোন দুর্ঘটনায় দেরী না হয়। আর সেরকম দুর্ঘটনা ঘটার অর্থ হল ক্যাসিওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।

রোদারিগো। তাকে সরিয়ে দেওয়া মানে?

ইয়াগো। তার মাথার খিলুটা উড়িয়ে দেওয়া, যাতে সে ওথেলোর জায়গায় না বসতে পারে।

রোদারিগো। আর সে কাজটা তুমি আমাকে দিয়েই করাতে চাও?

ইয়াগো। ঠিক বলেছ। তবে যদি একটা উচিত পাওনা পাওয়ার সাহস থাকে। আজ রাতে সে একটা বেশ্যালয়ে যাবে—আমিও সেখানে থাকব—এখনো সে তার সৌভাগ্যের কথা জানে না। ওর বের হবার দিকে লক্ষ্য রাখবে—আমি ব্যবস্থা করব যাতে রাত বারটা থেকে একটার মধ্যে হয়—তাহলেই ওকে কোতল করতে অসুবিধে হবে না। তোমাকে সাহায্যের জন্য আমি কাছে থাকব। ও আমাদের দুজনের মাঝখানে পড়বে। এস, অত ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই—ওকে খতম করা যে কতখানি দরকার বুঝিয়ে বলছি—এটা তোমার কর্তব্য। খাবার সময় চলে যাচ্ছে, রাত হল—এখন চলি।

রোদারিগো। আমার এ সম্পর্কে আরো বোঝা দরকার।

ইয়াগো। নিশ্চয়ই, তোমার মনে কোন সন্দেহ থাকবে না। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। দুর্গ প্রাসাদের অন্য কক্ষ।

[ওথেলো, লোডোভিকো, দেসদিমোনা, এমিলিয়া ও অনুচরগণের প্রবেশ]

লোডোভিকো। থাক, থাক, আপনি আর কষ্ট করে হাঁটবেন না।

ওথেলো। তাতে কি হয়েছে, হাঁটা আমার পক্ষে ভাল।

লোডোভিকো। মহাশয়, বিদায়। আপনাকে আমার ধন্যবাদ।

দেসদিমোনা। ভদ্রবর, সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

ওথেলো। যাবেন কি? ও দেসদিমোনা—

দেসদিমোনা। প্রভু?

ওথেলো। তুমি শুতে যাও, আমি শীগগিরই ফিরে আসছি। তোমার পরিচারিকাকে ছুটি দিও। যা বললাম, কর।

দেসদিমোনা। তাই করব। [ওথেলো, লোডোভিকো ও অনুচরগণেরও প্রস্থান

এমিলিয়া। এখন কেমন? ওঁকে অনেক শান্ত দেখছি।

দেসদিমোনা। আমাকে বলে গেলেন একটু পরে ফিরবেন। আমি যেন শুয়ে পড়ি, আর তোমাকে ছুটি দিই।

এমিলিয়া। আমাকে ছুটি দেবেন?

দেসদিমোনা। এটাই তাঁর আদেশ। শোন লক্ষ্মী এমিলিয়া, শোবার পোষাকটা এনে দিয়ে তুমি চলে যাও। এখন তাঁর কথার অবাধ্য হওয়া চলে না।

এমিলিয়া। মনে হয় ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা না হলেই ভাল ছিল।

দেসদিমোনা। আমার তা মনে হয় না। তাঁর মধ্যে এমনি জড়িয়ে পড়েছি যে তাঁর শাসন, কঠোরতা, জেদ, ভ্রূকুটি—দয়া করে পোষাকটা খুলে দাও না—সব কিছুতেই আমি তাঁর আদর পাই।

এমিলিয়া। আপনার নির্দেশ মত শয্যায় সেই চাদর পেতেছি।

দেসদিমোনা। সবই এক। আসলে নির্বোধ আমাদের মন! আমি যদি তোমার আগে মরি তবে ঐ চাদরে আমাকে ঢেকে দিও।

এমিলিয়া। ছিঃ ছিঃ! কি অলুক্ষণে কথা!

দেসদিমোনা। আমার মায়ের এক দাসী ছিল, বারবারা তার নাম। সে এমন এক লোকের প্রেমে পড়েছিল যে পাগল হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়।' তার প্রিয় এক গান ছিল—'উইলো'—গানটা পুরনো, যেন কান্নাভরা কাহিনী। সেটা গাইতে গাইতেই সে মারা যায়। আজ রাতে আমার সেই গান আমার মন থেকে সরছে না। মনে হচ্ছে ঘরে গিয়ে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে বারবারার মত গান গাই। তুমি এখন যাও।

এমিলিয়া। আপনার রাতের পোষাকটা এনে দেব তো?

দেসদিমোনা। না, এটাই খুলে দাও। ওই লোডোভিকো লোকটি কিন্তু বেশ ভাল।

এমিলিয়া। খুবই সুদর্শন।

দেসদিমোনা। মধুর আলাপী।

এমিলিয়া। ভেনিসের এক ভদ্রমহিলাকে জানি যে ওর একটু ঠোঁটের রস চাটার জন্য হেঁটে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত যেতে রাজী।

দেসদিমোনা। (গান)

'ডুমুরগাছের তলায় বসে অভাগিনীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে—
মুখে তার সবুজ উইলোর গান—
বুকের 'পরে হাতটা রেখে কোলের 'পরে মাথা—
গান, করুন উইলোর গান।
ঝর্ণা ঝরে তার পাশেতে—গান শুনে থমকে দাঁড়ায়
গায় সে, রোদনভরা গান।
নোনা চোখের জল পাথরে পড়ে পাষাণ গলে যায়''—

এগুলি সরিয়ে রাখ:

'গায় সে, উইলো, উইলো গান।'

আর দেরী কোর না। এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন :

'সবুজ উইলো কাঁটার মালা, আমার কনকহার
কেউ তারে বোকো নাকো,
(আমি) অনাদরে অবহেলায় তাকেই ভালবাসি।'
না, না এটাতো পরের লাইনটা নয়। আরে দরজায় কে ঘা দিচ্ছে ?

এমিলিয়া। কেউ না, বাতাস।

দেসদিমোনা। (গান)

'কপট প্রেমিক বললে তাকে
জবাব দিল সে আমাকে
গাও, উইলো, কান্নাভরা গান—
আমি যদি বহু নারী সঙ্গলোভী
তুমি কেন হও না তখন অনেক লোকের শয্যাসাথী।'
রাত হল। এখন যাও। চোখটা জ্বালা করছে। কান্না পাচ্ছে কি ?

এমিলিয়া। না, না, ওসব নয়।

দেসদিমোনা। তাই তো লোকে বলে। ছিঃ এই পুরুষজাত। আচ্ছা এমিলিয়া, বলত এমন নারীও কি আছে যে স্বামীকে এভাবে প্রতারণা করে ?

এমিলিয়া। কিছু কিছু আছে, তা ঠিক।

দেসদিমোনা। তুমি কি গোটা দুনিয়া পেলেও এমন করতে পার ?

এমিলিয়া। আপনি পারেন না ?

দেসদিমোনা। না, পারি না। স্বর্গের আলোক শপথ।

এমিলিয়া। এই স্বর্গীয় আলোয় আমি পারি না। কিন্তু হয় তো অন্ধকারে।

দেসদিমোনা। পৃথিবীর বিনিময়ে তবে এ কাজ করতে পার ?

এমিলিয়া। পৃথিবী তো অনেক বড়। এটুকু সামান্য পাপের জন্য অত বড় মূল্য !

দেসদিমোনা। যাই বল, পারবে না আসলে।

এমিলিয়া। সত্যি বলছি, মনে হয় আমি তা খুব পারি আবার নাকচ-ও করে দিতে পারি। তবে হ্যাঁ, একটা খেলো আংটি, ছোট কাপড়, গাউন, পেটিকোট, টুপি অথবা সামান্য কোন ছোট জিনিসের বিনিময়ে এ কাজ করব না। কিন্তু গোটা দুনিয়াটা পেলে ? আচ্ছা কে এমন বুদ্ধু আছে যে নিজে একটু অসতী হয়ে স্বামীকে সম্রাট করবে না ?

দেসদিমোনা। দুনিয়ার বদলেও যদি অমন কুকাজ করি তাহলে আমায় শাপ দিও।

এমিলিয়া। কেন, অন্যায়টা তো দুনিয়ার চোখেই। আপনার ঐ কষ্টের জন্য দুনিয়াটা আপনার দখলে এলে পাপও আপনার দখলে আসবে। তখন নিমিষের মধ্যে পাপকে ন্যায় করে নিতে পারবেন।

দেসদিমোনা। এমন কোন স্ত্রীলোক আছে ভাবতেই পারি না।

এমিলিয়া। কত চান ? এত আছে যারা দেহ নিয়ে খেলা করে দুনিয়াটা ভরিয়ে তুলতে পারে। তবে আমি মনে করি যে স্ত্রীরা যদি গোল্লায় যায় তবে তার জন্য স্বামীরাই সব সময় দায়ী। ধরুন তারা যদি কর্তব্যে শিথিল হয়, টাকাকড়িগুলো অন্যকে ঢেলে দিয়ে আসে, নয়ত যদি অকারণ সন্দেহ জ্বালায় জ্বলে ওঠে, কিংবা যদি আঘাত করে কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, কেন, আমাদেরও ক্রোধ

আছে। মায়ামমতা যেমন আছে তেমনি হিংসেও আছে। স্বামীরা যেন জেনে রাখে স্ত্রীরা তাদেরই মত —সাধ আহ্লাদ আছে। স্ত্রীদেরও চোখ আছে, ঘ্রাণ আছে—টক ঝাল বুঝতে পারে। কেন তারা স্ত্রীদের ছেড়ে অন্যদের নিয়ে মজে থাকে? একি শুধু খেলা? তাই মনে হয়। তার উৎপত্তি লালসা থেকে তাও ঠিক। তবে কি খেলার সাধ, কামনা, লালসা পুরুষেরই শুধু আছে, আমাদের নেই? তাহলে তারা জেনে নিক আমরা যে পাপ করি তা তাদেরই শেখান।

দেসদিমোনা। রাত হল, তুমি যাও। ভগবান আমাদের সুমতি দিন। খারাপের খারাপটা যেন না দেখি, মন্দই সুদিন বয়ে আনবে। [প্রস্থান] (যবনিকা)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাসের একটি রাজপথ।

[ইয়াগো ও রোদারিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো। এই যে, এই থামটার পেছনে লুকিয়ে থাক, সে এক্ষুনি এখানে সোজা এসে পড়বে। তলোয়ারখানা খুলেই রাখ। সোজা চালিয়ে দেবে। কোন ভয় নেই, আমি পাশেই থাকব। মনে রাখবে এর ওপরেই আমাদের ভালমন্দ নির্ভর করবে।

রোদারিগো। কাছেই থেকো কিন্তু; যদি হাত ফসকে যায়।

ইয়াগো। এই তো তোমার হাতের কাছেই আছি। সাহস রাখবে। ঠিক করে দাঁড়াও। [আড়ালে অবস্থান

রোদারিগো। কাজটা করতে আমার খুব একটা ভাল লাগছে না। অথচ ওর যুক্তিগুলিও উড়িয়ে দিতে পারি নি। যাক, একটা লোককে শেষ করা বৈ তো নয়। চলুক তলোয়ার। খতম হবে।

ইয়াগো। আমি এই অর্বাচীনকে উত্তেজিত করে ফেলেছি। এখন ও রেগে আছে। ক্যাসিও যদি তাকে মারে কিংবা ও ক্যাসিওকে, অথবা দুজনেই দুজনকে, তাহলেই আমার লাভ। রোদারিগো যদি বেঁচে থাকে তবে ওর কাছে থেকে আমি দেসদিমোনাকে উপহার দেবার নাম করে যত সোনা রূপো হাতিয়েছি সব ফেরৎ চাইবে। কিন্তু তা হতে পারে না। আর যদি ক্যাসিও টিকে থাকে তবে তার জীবনের রোজকার সৌন্দর্য আমার কুশ্রীতা ভাল করে তুলে ধরবে। তা ছাড়া, মূরের কাছে ও হয়ত আমার কথা বলে দেবে—তাহলে বিপদ। না, ওকে মরতেই হবে। ঐতো, চুপ! আসছে। [ক্যাসিওর প্রবেশ

রোদারিগো। ওর পায়ের শব্দ আমার চেনা—সে না হয়ে যায় না। মর্ তুই, নরাধম। (ক্যাসিওকে লক্ষ্য করে তলোয়ারের আঘাত)

ক্যাসিও। আরে, এ আঘাতে আমার মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু আমার বর্মটা তুমি যা ভেবেছ তার চাইতে বেশি মজবুত। এবার দেখি তোমারটা যেমন? (তলোয়ার চালনা, রোদারিগোকে আঘাত)

রোদারিগো। ওঃ, মেরে ফেল্লে। (পেছন থেকে ইয়াগোর ক্যাসিওকে পায়ে আঘাত ও পলায়ন)

ক্যাসিও। সারা জীবনের মত পা'টা গেল। বাঁচাও। আলো! খুন! খুন! (পতন) [ওথেলোর প্রবেশ

ওথেলো। ক্যাসিওর গলা; ইয়াগো তার কথা রেখেছে।

রোদারিগো। কি মহাপাতক আমি।

ওথেলো। সত্যি, যা ভেবেছি তাই।

ক্যাসিও। কে কোথায় আছ, বাঁচাও! আলো! ওঃ!

ওথেলো। ঠিক সেই। সাবাস ইয়াগো। যা কথা, তাই কাজ। বন্ধুর প্রতি অন্যায়ের জন্য তুমি মহত্ব দেখালে। আমায় শিক্ষা দিলে। ওরে বিশ্বাসঘাতিনী, দেখ চেয়ে তোর নাগর মরেছে। নিয়তি তোকেও ডাকছে দুশ্চরিত্রা, এই আমি আসছি। ঐ চোখের সম্মোহিত শক্তি হৃদয় থেকে মুছে যাক। কলঙ্কিত রক্তের স্রোতে কলঙ্কশয্যা রাঙা হোক। [প্রস্থান

ক্যাসিও। কেউ শুনছেন? পাহারাদার নেই? লোকজন নেই?

[লোডোভিকো ও গ্রাশিয়ানোর প্রবেশ

গ্রাশিয়ানো। নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি করুণ আর্তনাদ!

ক্যাসিও। কে আছেন, সাহায্য করুন।

লোডোভিকো। ঐযে, শুনুন।

রোদারিগো। ওঃ পাষণ্ড দুরাত্মা!

লোডোভিকো। দু' তিনজনের গোঙানি। রাতটাও বড় অন্ধকার। এ সব ছলনাও হতে পারে। আরো কিছু লোকজন না নিয়ে চিৎকারের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।

রোদারিগো। কেউ নেই? তাহলে রক্তপাতেই মরতে হল!

লোডোভিকো। ঐ, শুনছেন? [আলো হাতে ইয়াগোর প্রবেশ

গ্রাশিয়ানো। শোবার পোষাক পড়েই কে যেন আলো আর লোকজন নিয়ে এদিকে আসছে।

ইয়াগো। কে ওখানে? কে 'খুন' 'খুন' বলে সোরগোল করছে?

লোডোভিকো। আমরা বলতে পারছি না।

ইয়াগো। আওয়াজ শোনেন নি?

ক্যাসিও। এদিকে, এদিকে, দোহাই, বাঁচান।

ইয়াগো। কি ব্যাপার?

গ্রাশিয়ানো। যতদূর মনে হচ্ছে এ লোকটা ওথেলোর পতাকাবাহী।

লোডোভিকো। হ্যাঁ, সেই। সাহসী লোক।

ইয়াগো। কে এখানে আর্তকণ্ঠে চেঁচাচ্ছে?

ক্যাসিও। ইয়াগো। ওঃ, আমার সর্বনাশ হয়েছে। গুণ্ডারা আমায় খতম করে গেছে। আমায় বাঁচান।

ইয়াগো। এ যে লেফ্‌টেন্যান্ট ক্যাসিও। কোন দুরাত্মা এ কাজ করল?

ক্যাসিও। মনে হয় তাদের একজন কাছেই পড়ে আছে। পালাতে পারেনি।

ইয়াগো। ওরে বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মা। (লোডোভিকো ও গ্রাসিয়ানোকে) আপনারা ওখানে কারা, চলে আসুন। সাহায্য করুন।

রোদারিগো। উঃ মরলাম, বাঁচান!

ক্যাসিও। ওই। সেই দলের একজন ওই।

ইয়াগো। তবে রে ব্যাটা, খুনী, বেইমান! (রোদারিগোকে আঘাত)

রোদারিগো। শুয়োরের বাচ্চা! কুত্তার বাচ্চা! উঃ! উঃ!

ইয়াগো। অন্ধকারে মানুষ খুন! কোথায় সেই বদমাস গুণ্ডার দল? শহরটা কি

নিঝুম ! কে কোথায়, খুন ! খুন ! আপনারা কোন দলের ? ভাল না খারাপ ?
লোডোভিকো। কাজেই দেখবেন। আমরা ভাল।
ইয়াগো। আরে সিনর লোডোভিকো নাকি !
লোডোভিকো। হ্যাঁ, মশাই ; আমি।
ইয়াগো। ক্ষমা করবেন। ক্যাসিও গুণ্ডার হাতে জখম হয়েছেন।
গ্রাশিয়ানো। ক্যাসিও !
ইয়াগো। ভাই, কেমন লাগছে এখন ?
ক্যাসিও। পা দু'টো একেবারে গেছে।
ইয়াগো। ভগবান ! যেন তা না হয় ! মশাইরা, আলোটা ধরুন ! আমি জামা দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দি। [বিয়াঙ্কার প্রবেশ
বিয়াঙ্কা। শুনছেন ? কে চিৎকার করছে ?
ইয়াগো। কে চিৎকার করছিল ?
বিয়াঙ্কা। ও আমার ক্যাসিও। ওগো প্রিয়তম, ক্যাসিও, ক্যাসিও !
ইয়াগো। আরে বাজারের বেশ্যাটা। ক্যাসিও, আপনাকে কারা এভাবে মারল বলে মনে হয় ?
ক্যাসিও। জানি না।
গ্রাশিয়ানো। আপনাকে এ অবস্থায় দেখে মর্মাহত। আপনার খোঁজেই আমরা এসেছি।
ইয়াগো। বাঁধবার একটা কিছু দিন না। এবার হয়েছে—একটা চেয়ার চাই। ওকে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।
বিয়াঙ্কা ! হায়, হায় মূর্চ্ছা গেল যে। ক্যাসিও ! ক্যাসিও !
ইয়াগো। মশাইরা বিশ্বাস হচ্ছে এই পাপিষ্ঠাও এই দলের সঙ্গে জড়িত। ভদ্র ক্যাসিও একটু ধৈর্য ধরুন। আলো, একটা আলো আন। —এ লোকটার মুখ চিনি কি চিনি না ? আরে এ যে আমার বন্ধু, আমাদের দেশের রোদারিগো ! না, না, সে নয়, হ্যাঁ সেই তো। হায় পোড়াকপাল। রোদারিগো !
গ্রাশিয়ানো। ভেনিসবাসী কি ?
ইয়াগো। হ্যাঁ, তাই। আপনি চেনেন নাকি ?
গ্রাশিয়ানো। চিনতাম। চিনতাম বৈকি !
ইয়াগো। সিনর গ্রাশিয়ানো। আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে দেখতেই পাইনি। এই খুন খারাবির ঝামেলার জন্যই !
গ্রাশিয়ানো। আপনার সাক্ষাৎলাভে খুশী হলাম।
ইয়াগো। ক্যাসিও, কেমন বোধ করছেন ?—একটা চেয়ার, চেয়ার আন।
গ্রাশিয়ানো। রোদারিগো !
ইয়াগো। হ্যাঁ, সেই বটে। (একটা চেয়ার আনা হল) বেশ, ভাল, এদিকে আন। কয়েকজন সাবধানে ওঁকে নিয়ে যাও। আমি সেনাপতির ডাক্তারকে ডেকে আনছি। (বিয়াঙ্কাকে) আর তুমি, সুন্দরী, তোমার আর কষ্ট করে লাভ নেই। ক্যাসিও, যে লোকটি নিহত সে আমার বিশেষ বন্ধু। আপনাদের কি শত্রুতা ছিল ?
ক্যাসিও। কখনো না। আমি ওকে চিনিই না।

ইয়াগো। (বিয়াঙ্কাকে) কিগো, তোমাকে অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? আপনারা ওকে খোলা হাওয়ায় নিয়ে চলুন। (ক্যাসিও ও রোদারিগোকে নিয়ে যাওয়া হল) কি, ঠাকরুণ, পাংশু হয়ে গেলে? আপনারা ওর চোখের ভাবটা দেখছেন না? উঁহু উঁহু, নড়লেই আমরা আরো জানতে পারব। আপনারা ওকে দেখে যান। নাগো, মুখ যতই বন্ধ রাখ না কেন অপরাধ ঠিক কথা বলে। [এমিলিয়ার প্রবেশ

এমিলিয়া। হায়, কি ব্যাপার? কি হয়েছে, বলনা গো?

ইয়াগো। অন্ধকারে রোদারিগো আর তার সাকরেদরা ক্যাসিওর উপর চড়াও হয়েছিল। সবাই পালিয়েছে, ক্যাসিও আহত, রোদারিগো খতম।

এমিলিয়া। হায় হায়, সাধু ক্যাসিও! কি ভদ্রলোক।

ইয়াগো। বেশ্যাসক্তির এই পরিণাম। এমিলিয়া, ক্যাসিওর কাছে গিয়ে জেনে এস আজ রাতে ও কোথায় খেয়েছে? একি, এ কথায় অমন কেঁপে উঠছ কেন?

বিয়াঙ্কা। সে আমার বাড়ীতেই খেয়েছে। আমি সেজন্য কাঁপছি না।

ইয়াগো। অ্যাঁ, তাই নাকি? তাহলে আমার সঙ্গে চল।

এমিলিয়া। আরে বেশ্যা! তোকে ধিক্!

বিয়াঙ্কা। আমি বেশ্যা নই। যিনি আমাকে গালি দিচ্ছেন তারই মত সতী।

এমিলিয়া। ইস্, আমার মত!

ইয়াগো। চলুন, সদাশয় মশাইরা, ক্যাসিওর ক্ষত চিকিৎসার কি হল দেখি। এস হে নাগরী, আরেক কাহিনী শোনাতে হবে। এমিলিয়া, দুর্গে যাও, শিগ্‌গিরই প্রভুপত্নীকে জানাও কি ঘটেছে। কি, যাবে কি? আপনারা তাহলে চলুন। (জনান্তিকে) এসেছে সেইরাত, যে রাত, ঠিক করে দেবে আমার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। দুর্গ প্রাসাদের অভ্যন্তরের কক্ষ।

[দেসদিমোনা শয্যায় নিদ্রিতা। দীপ হাতে ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো। এই সেই কারণ, ওরে আমার হৃদয়, এই একটি মাত্র কারণ। যে নিষ্কলঙ্ক নক্ষত্ররাজি! তোমাদের কাছে তা বলা যায় না, তবু এই সেই কারণ। তবু ওর রক্তপাত করব না। তবু তার তুষারের চেয়ে শুভ্র দেহ কিংবা স্ফটিকের চেয়ে মসৃন চামড়ায় কোন দাগ কাটব না। তবু তাকে মরতে হবে, নইলে সে অনেককে ঠকাবে। প্রথমে এই দীপশিখা নেভাই, তারপর ওই দীপ নেভাব। ওরে দীপ্ত বর্তিকা, যদি তোকে নিভিয়ে দেই, পরে মন চাইলে আবার তোকে ফিরিয়ে আনতে পারি—কিন্তু তুই যদি একবার নিভে যাস, ওরে তুই অসামান্য শিল্পে গড়া উদ্ভিন্ন যৌবনা—জানি না, কোথায় আছে সেই দিব্য বিভা, যা তোকে জ্বালাবে। গোলাপকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে আর তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারি না। সে তো শুকোবেই—গাছে থাকতেই গন্ধ শুঁকে নি (চুম্বন) আঃ, কি সুগন্ধি নিঃশ্বাস! আহা, এ যেন ন্যায়ের দণ্ড খসিয়ে দেয়। তবে আর একবার। (চুম্বন) মরণের পরে এমনি থেকো, তাহলে হত্যা করে তোমায় ভালবাসব। আর একবার—এই শেষ। (চুম্বন) এত মধুর, এত মারাত্মক কখনো হয় না। চোখে জল ভরে আসে—নিষ্ঠুর এ অশ্রুজল। এ শোক স্বর্গীয়, ভালবেসেও আঘাত করে। জাগছে এবার ও।

দেসদিমোনা। কে তুমি ওখানে? ওথেলো?

ওথেলো। হাঁ্যা, দেসদিমোনা আমি।

দেসদিমোনা। তুমি কি শোবে না?

ওথেলো। দেসদিমোনা, আজ রাতে প্রার্থনা করেছ?

দেসদিমোনা। করেছি তো।

ওথেলো। যদি এখনো মনে হয়, এমন কোন পাপ করেছ, যার জন্য ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি, তার জন্য প্রার্থনা কর।

দেসদিমোনা। কেন প্রভু! এসব কথা বলছ কেন?

ওথেলো। যা বলছি, চট্‌পট কর। আমি এখানেই আছি। আমি অপ্রস্তুত আত্মাকে হত্যা করব না।

দেসদিমোনা। তুমি হত্যার কথা বলছ!

ওথেলো। হাঁ্যা, বলছি।

দেসদিমোনা। তাহলে ভগবান আমায় কৃপা করুন।

ওথেলো। আমারও প্রার্থনা, তাই করুন।

দেসদিমোনা। যদি, তাই বলছ তাহলে আমাকে তুমি হত্যা করবে না?

ওথেলো। হুঁ।

দেসদিমোনা। তবু ভয় হচ্ছে। যখন তোমার চোখ দু'টো ওভাবে ঘুরতে থাকে তখন তুমি সাংঘাতিক, ভয়ানক। কিসের ভয় জানি না। জানি না কি অপরাধ। তবু, মনে ভয় আসছে।

ওথেলো। কি পাপ করেছ ভাব।

দেসদিমোনা। শুধু তোমায় বেসেছি ভাল—এই।

ওথেলো। তার জন্যই তোমায় মরতে হবে।

দেসদিমোনা। প্রেমের অপরাধে' মৃত্যু! এ অস্বাভাবিক। ওকি, ওভাবে তুমি আমার নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছ কেন? ইস্‌, তোমার নিষ্ঠুর উত্তেজনায় তোমার সারা দেহ কাঁপছে—সব অশুভ ইঙ্গিত—তবু আশা রাখি ওগুলোর লক্ষ্য আমি নই।

ওথেলো। শান্ত হও, চুপ।

দেসদিমোনা। স্থির হচ্ছি। তবে ব্যাপারটা কি?

ওথেলো। সেই রুমালটা, যেটা আমার এত প্রিয়, তোমাকে উপহার দিয়েছি আর তুমি সেটা দিয়েছ ক্যাসিওকে।

দেসদিমোনা। মিথ্যে কথা, কখনো হতে পারেনা। ডাক তাকে, তাকে জিজ্ঞেস কর।

ওথেলো। ওরে মোহিনী, সাবধান। সাবধান, মিথ্যে শপথ করো না, তুমি মৃত্যু-শয্যায় আছ।

দেসদিমোনা। কিন্তু এখন তো মরতে চাই না। মরতে পারি না।

ওথেলো। হাঁ্যা, এখনই; অতএব যা পাপ করেছ খুলে বল। শপথ করেও যদি মিথ্যা কথা বল তা হলেও আমার বদ্ধমূল ধারণা দূর হবে না। তোমায় মরতেই হবে।

দেসদিমোনা। ভগবানের যেন দয়া পাই।

ওথেলো। আমিও বলি—তথাস্তু।

দেসদিমোনা। তা হলে তুমিও করুণা কর। সারা জীবনে কোনদিন তোমার

মনে দুঃখ দিইনি। ক্যাসিওকে যদি ভালবেসে থাকি, সে শুধু সাধারণ বন্ধুত্ব। তাকে কখনো কিছু উপহার দিই নি।

ওথেলো। স্বচক্ষে দেখেছি আমি তার হাতে তোমার সেই রুমাল। মিথ্যাবাদী বাঁদী। হৃদয় পাথর হয়ে গেছে। আমি আমার কাজকে বলতে চাইছি উৎসর্গ আর তুই করছিস হত্যা। আমি নিজের চোখে দেখেছি রুমালটা।

দেসদিমোনা। তবে সে কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছে। আমি তাকে কখনো দিইনি, তাকে এখানে ডেকে আন, সে সত্যিকথা বলুক।

ওথেলো। সে স্বীকার করেছে।

দেসদিমোনা। কি স্বীকার করেছে ?

ওথেলো। তোকে সে···ভোগ করেছে।

দেসদিমোনা। কিভাবে ? অবৈধ ভাবে ?

ওথেলো। হ্যাঁ।

দেসদিমোনা। সে ওকথা বলতেই পারে না।

ওথেলো। তার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সাধু ইযাগো আমার আদেশ মত তার ব্যবস্থা করেছে।

দেসদিমোনা। তবে কি যা ভয় করেছি, তাই। কি বলছ, সে কি মৃত ?

ওথেলো। ওর যতগুলো চুল ততগুলো জীবন হলেও ও আমার প্রতিহিংসার গ্রাস থেকে রক্ষা পেত না।

দেসদিমোনা। তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। হায়, আমার কি হবে গো!

ওথেলো। কুলটা, দূর হয়ে যা। আমার চোখের সামনেই তার জন্য চোখের জল ফেলছিস্ !

দেসদিমোনা। ওগো, আমায় প্রাণে মেরো না গো, বরং দূর করে দাও।

ওথেলো। দূর হ'! বেশ্যা!

দেসদিমোনা। কাল মেরো। আজ রাতটা বাঁচতে দাও।

ওথেলো। না, না, যদি বাধা দাও!

দেসদিমোনা। অন্ততঃ আধঘন্টা, ভগবানকে স্মরণ করি একটু।

ওথেলো। আর নয়, অনেক দেরী হয়ে গেছে। (দেসদিমোনাকে গলা টিপে ধরল)

দেসদিমোনা। ভগবান! দয়াময়! ঠাকুর!

এমিলিয়া। (নেপথ্য থেকে) প্রভু! প্রভু! শুনছেন ? প্রভু!

ওথেলো। এ কার আওয়াজ ? বেঁচে আছে—এখনো মরেনি ? এত নিষ্ঠুর আমি তবু প্রাণে মায়া—এ যন্ত্রণা আর সইতে হবে না। এই, মর। যা—।

এমিলিয়া। (নেপথ্যে) প্রভু! প্রভু!

ওথেলো। কে, কে, কে ওখানে ?

এমিলিয়া। প্রভু, দয়া করে শুনুন, আমি আপনার সঙ্গে একটি কথা বলতে চাই।

ওথেলো। কে, এমিলিয়া, এই তো আসছি। ও আর বেঁচে নেই। হয়ত এমিলিয়া ক্যাসিওর মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছে। গণ্ডগোল শুনতে পাচ্ছিলাম। নাঃ, আর নড়ছে না; শান্ত, সমাধির মত। ও কি ভেতরে আসবে ? এখন কি করি ? মনে হচ্ছে আবার নড়ছে। না, কি করা উচিত ? যদি ও ভেতরে আসে তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেই। স্ত্রী, কে স্ত্রী, আমার স্ত্রী নেই! উঃ

অসহ্য! কি দুঃসহ সময়! মনে হচ্ছে চন্দ্রসূর্য রাহুর করাল গ্রাসে পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যাবে।

এমিলিয়া। (ভেতর থেকে) আপনাকে মিনতি—প্রভু, শুধু একটা কথা বলতে দিন।

ওথেলো। ওঃ, তোমার কথা খেয়ালই করি নি। ও হ্যাঁ, এমিলিয়া, এস। একটু দাঁড়াও। পর্দাগুলো টেনে দি। কৈ তুমি? [দ্বার উদ্‌ঘাটন। এমিলিয়ার প্রবেশ] কি খবর এ সময়?

এমিলিয়া। এই সামনেই এক সাংঘাতিক খুন হয়ে গেছে।

ওথেলো। সে কি! এখন?

এমিলিয়া। হ্যাঁ প্রভু, এখনই।

ওথেলো। গগণের শশী আজ দিগভ্রান্ত। রাশিচক্র ভুলে গিয়ে সে পৃথিবীর খুব কাছে চলে এলে লোকে পাগল হয়ে যায়।

এমিলিয়া। প্রভু, ক্যাসিও রোদারিগো নামে এক ভেনিসীয় যুবককে হত্যা করেছে।

ওথেলো। রোদারিগো নিহত? ক্যাসিও নিহত নয়?

এমিলিয়া। রোদারিগো মরেছে। ক্যাসিও মরে নি।

ওথেলো। ক্যাসিও মরে নি? তা হলে হত্যা বে-সুরো হয়ে গেল। মধুর প্রতি-হিংসা তেতো হয়ে গেল।

দেসদিমোনা। ওঃ, অকারণে এই হত্যা!

এমিলিয়া। ও কার আর্তনাদ প্রভু?

ওথেলো। কৈ, কোনটা?

এমিলিয়া। হায়, হায়! এ যে দেবীর কণ্ঠস্বর! বাঁচাও, কে কোথায় আছ! ওগো কথা কও, কথা বলুন ভদ্রে। দেবী, দেসদিমোনা, কথা বলুন।

দেসদিমোনা। বিনা দোষে আমার এ মৃত্যু!

এমিলিয়া। কে করল এ সর্বনাশ?

দেসদিমোনা। কেউ না, আমি নিজেই। বিদায়। আমার প্রিয় প্রভুকে এই অভাগীর কথা বোলো। ওঃ বি-দা-য়। (মৃত্যু)

ওথেলো। সেকি, কি করে ও খুন হল?

এমিলিয়া। হায়, কে বলবে?

ওথেলো। ও বলল শুনলে তো, আমি নয়, ও নিজেই দায়ী।

এমিলিয়া। উনি সে কথাই বলেছেন। আমাকে সত্যি কথাই বলতে হবে।

ওথেলো। না—না, ও মিথ্যা কথা বলে নরকে গেছে। আমিই ওকে হত্যা করেছি।

এমিলিয়া। উনি তা হলে আরো সত্যবাদী—আর আপনি নরকের কীট।

ওথেলো। সে বিপথে গিয়েছিল: সে বেশ্যা হয়ে গিয়েছিল।

এমিলিয়া। মিথ্যা অপবাদ। আপনি নিজেই শয়তান।

ওথেলো। ও ছিল জলের মত তরল গতি।

এমিলিয়া। আর আপনি আগুনের মত হঠকারী; তাঁকে অপবাদ দিচ্ছেন। তিনি ছিলেন সতী সাধ্বী।

ওথেলো। ক্যাসিও ওকে ভোগ করেছে। তোমার স্বামী তা জানে। ওর যদি সঙ্গত প্রমাণে এ ন্যায় দণ্ড না দিতাম তাহলে আমার নরকের আগুনে স্থান হত। তোমার স্বামী সব জানে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী ?

ওথেলো। হ্যাঁ, তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। সে জানে যে উনি ছিলেন অসতী !

ওথেলো। হ্যাঁ, ক্যাসিওর সঙ্গেই। সে যদি খাঁটিই হত তাহলে বিধাতা যদি আমার জন্য হীরে মাণিক্য দিয়ে আরেক অখণ্ড জগৎও গড়তেন, তবু তার বিনিময়েও আমি তাকে বিক্রি করতাম না।

এমিলিয়া। আমার স্বামী।

ওথেলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আমাকে প্রথম বলেছিল। বড় ভাল লোক, পাপের নোংরামি মনে প্রাণে ঘৃণা করে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী ?

ওথেলো। বারবার এক কথা বলছ কেন ? বলছি তো, তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। হায় ভদ্রে! শয়তান আপনার ভালবাসার সঙ্গে শঠতা করেছে! আমার স্বামী বলেছে যে উনি অসতী ?

ওথেলো। হ্যাঁ, তোমার স্বামী। আমি তো বলছি, তোমার স্বামী, আমার বন্ধু, ভদ্র ইয়াগো।

এমিলিয়া। সে যদি তা বলে থাকে তাবে তার আত্মা তিলে তিলে পচে গলে মরবে। সে মনের সাধে মিথ্যা কথা বলেছে—সে তার কদর্য কর্মকে বড় বেশি ভালবাসে।

ওথেলো। আঃ, কি বলছ ?

এমিলিয়া। যা পারেন আপনি করুন। আপনি যেমন তাঁর পক্ষে অযোগ্য ছিলেন তেমনি আপনার এই কাজ পুণ্যের মত।

ওথেলো। ভাল চাও তো, শান্ত হও।

এমিলিয়া। আমার আঘাত সহ্য করার যা শক্তি আছে তার অর্ধেকও আপনার আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বোকা, মূর্খ, মূঢ়, কাদার ঢেলা, বুদ্ধু—এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন! আপনার অস্ত্রকে আমি ভয় পাই না, যদি মৃত্যুও হয় তবু আপনার কুকীর্তি আমি সবাইকে জানাবই। কে কোথায় আছ রক্ষা কর, মূর দেবীকে হত্যা করেছে, খুন! খুন!

[মন্টানো, গ্রাসিয়ানো, ইয়াগো ও অন্যান্যের প্রবেশ.

মন্টানো। কি ব্যাপার হয়েছে সেনাপতি ?

এমিলিয়া। তুমি এসেছ ইয়াগো? ভাল করেছ, লোকে খুন করে তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে!

সকলে। কি হয়েছে ?

এমিলিয়া। যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবে এই দুরাত্মার কথা মিথ্যা প্রমাণ কর। ও বলেছে তুমি নাকি ওকে বলেছিলে যে ওর স্ত্রী অসতী। আমি জানি, তুমি তা বল নি—এতটা শয়তান তুমি নও। বল, আর হৃদয়কে ধরে রাখতে পারছি না।

ইয়াগো। যা ভেবেছি তাই বলেছি। এমন কিছু বলিনি যা উনি নিজের চোখে দেখেননি বা সঙ্গত বলে মনে করেন নি।

এমিলিয়া। কিন্তু তিনি অসতী ছিলেন একথা কি কখনো তুমি ওকে বলেছ ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, বলেছি।

এমিলিয়া। যা বলেছ তা কদর্য, জঘন্য মিথ্যা। আমার ধর্মের দিব্যি, এ মিথ্যা, ন্যক্কার-

জনক মিথ্যা। ওনার স্ত্রী ক্যাসিওর সঙ্গে ব্যভিচারিনী—এ কথা বলেছিলে ?

ইয়াগো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যাসিওর সঙ্গে। যাও, এখন সংযত হও।

এমিলিয়া। না, আমি থামব না। আমাকে বলতেই হবে। ঐ দেখ দেবী তাঁর শয্যায় নিহত।

প্রত্যেকে। সে কি। সর্বনাশ!

এমিলিয়া। আর তোমার মিথ্যা কথাই মূরকে এ হত্যায় প্ররোচিত করেছে।

ওথেলো। আপনারা অবাক হবেন না, এর সব কথাই সত্যি।

গ্রাশিয়ানো। এ বড় অদ্ভুত সত্য!

মন্টানো। ওঃ; পৈশাচিক কাজ!

এমিলিয়া। শয়তানি! শয়তানি! শয়তানি! আমি বুঝতে পেরেছি। সব একে একে মনে পড়ছে—ওঃ শয়তানি! তখনি এমন একটা কিছু ভেবেছিলাম—দুঃখে আমি আত্মহত্যা করব। ওঃ কি শয়তানি।

ইয়াগো। পাগল হলে নাকি ? যাও, বাড়ী ফিরে যাও।

এমিলিয়া। সম্মানিত ভদ্রলোকেরা আমায় বলতে দিন। ওকে মেনে চলাই আমার কর্তব্য, কিন্তু আর নয়—ইয়াগো, হয়ত আমি আর বাড়ীতেই ফিরব না।

ওথেলো। ওঃ ওঃ ওঃ। (শয্যায় পতন)

এমিলিয়া। হ্যাঁ, এখন লুটিয়ে কাঁদো। ডাক ছেড়ে কাঁদো। কারণ, তুমি যাকে হত্যা করেছ তাঁর চেয়ে মিষ্টি স্বভাবের নিরপরাধ মেয়ে পৃথিবীতে আর কেউ চোখ মেলেনি।

ওথেলো। (উঠে) না, সে কলঙ্কিনী। খুল্লতাত, ঐ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী শয্যায় শুয়ে আছে। সদ্য এ হাতে তার শ্বাসরোধ করেছি। জানি কাজটা বীভৎস, ভয়ংকর।

গ্রাশিয়ানো। অভাগী দেসদিমোনা। আমি সুখী যে তোমার পিতা মরে গেছে। তোমার বিয়েতে তিনি মনে এত আঘাত পান—সামলাতে পারেন নি। আজ বেঁচে থাকলে এ দৃশ্য দেখে তাকে মরতে হত। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে কিছু একটা করে বসতেন।

ওথেলো। খুবই করুণ, তবুও ইয়াগো জানে যে ক্যাসিওর সঙ্গে সে ব্যভিচারে রত ছিল। অনেক বার লজ্জার কাজ করেছে। ক্যাসিও তা স্বীকারও করেছে। তা ছাড়া ওই নারী ক্যাসিওর গোপন প্রণয়ে প্রীত হয়ে যা দিয়েছে তা আমারই দান—একটা রুমাল; সেটা ক্যাসিওর হাতে দেখেছি। রুমালটা প্রাচীন স্মারক—আমার মাকে আমার বাবার দেওয়া উপহার।

এমিলিয়া। হায় ভগবান! হায়!

ইয়াগো। থাম, কথা কয়ো না।

এমিলিয়া। বলব, সবই বলব। সত্য প্রকাশ হবেই। আর চুপ করে থাকবনা। হাওয়ার মত মুক্তকণ্ঠে বলে যাব। দেবতা, মানুষ, শয়তান সকলে মিলে আমাকে ধিক্কার দিক। তবুও আমি বলবই।

ইয়াগো। অবুঝ হয়ো না, বাড়ী যাও।

এমিলিয়া। না, আমি যাব না। (ইয়াগো এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত)

গ্রাশিয়ানো। ধিক্! নারীদেহে তলোয়ার তুলছেন ?

এমিলিয়া। ওরে নির্বোধ মূর। যে রুমালের কথা বলছিলেন তা আমিই কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্বামীকে দিই। প্রায়ই তিনি উৎসুক হয়ে আমায় বলতেন—এমন সামান্য জিনিসের জন্য ঔৎসুক্য বেশিই ছিল—ওটা চুরি করে আনতে।

ইয়াগো। শয়তানী, বেশ্যা!

এমিলিয়া। দেবী ক্যাসিওকে দিয়েছেন? না, না, আমিই কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্বামীকে দিয়েছিলাম।

ইয়াগো। মিথ্যে কথা! পাজী, হতচ্ছাড়ি।

এমিলিয়া। ঈশ্বরের দোহাই, মিথ্যে নয়, এতটুকু মিথ্যে নয়। ওরে বোকা মূর! এত সাধ্বী নারীর কদর আপনি কি বুঝবেন?

ওথেলো। আকাশে কি বজ্র নেই? বজ্রপাতে সবশেষ! ওরে দুরাত্মা। (ইয়াগোকে আক্রমণ। ইয়াগো পেছন থেকে আঘাত করল এমিলিয়াকে)

গ্রাশিয়ানো। মহিলা যে পড়ে গেলেন। নিশ্চয়ই স্ত্রীকে খুন করে দিল।

এমিলিয়া। তোমরা আমাকে আমার দেবীর পাশে শুইয়ে দাও। [ইয়াগোর পলায়ন

গ্রাশিয়ানো। ও যে পালাল, এদিকে স্ত্রী নিহত!

মন্টানো। আস্ত শয়তান। এই অস্ত্রটা ধরুন; মূরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। বাইরে পাহারা দিন। ওথেলোকে যেতে দেবেন না। যদি পালাতে চেষ্টা করে হত্যা করবেন। আমি পাষণ্ড নরকের কীটটাকে ধরে আনছি।

[মন্টানো ও গ্রাশিয়ানোর প্রস্থান

ওথেলো। আমার জোর সব চলে গেছে। একটা ছোকরা আমার হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নেয়! সুনাম যখন গেছে, গৌরব আর থাকে কেন, সবই যাক।

এমিলিয়া। দেবী, আপনার গানের মধ্যে কিসের ইঙ্গিত ছিল? শুনছেন, দেবী, শুনতে পাচ্ছেন না? মরালের মত গান গেয়েই মরব: (গান) 'উইলো, আহা, কান্নার গান।' মূর—দেবী সতী, আপনাকে সে ভালবাসত। প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। সত্যি কথা বলছি, আমার আত্মার শান্তি হোক—মনের কথা বলে গেলাম—চলে যাই—বি-দা-য়। (মৃত্যু)

ওথেলো। আমার এ ঘরে আরেকটা অস্ত্র আছে। স্পেন থেকে আনা—তীক্ষ্ণধার অসি। আমাকে বাইরে যেতে হবে—তাত, আমি বাইরে যাব।

গ্রাশিয়ানো। (নেপথ্য থেকে) সে চেষ্টা করলে চরম মূল্য দিতে হবে—তুমি নিরস্ত্র, যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে—।

ওথেলো। তাহলে একবার ভেতরে এসে কথা বলে যান। না হলে আমি নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণ করতে বাধ্য হব। [গ্রাশিয়ানোর পুনরায় প্রবেশ

ওথেলো। দেখুন, আমার কাছে আর একটা তলোয়ার আছে। এর চেয়ে ভাল আর কোন তলোয়ার কখনো কোন সৈনিকের কটিবন্ধে আশ্রয় পায়নি। জীবনে এরকম অনেক দিন গেছে যখন এই ছোট্ট অস্ত্রখানি নিয়েও আপনার বাধার চেয়ে বিশগুণ বেশি বাধা অতিক্রম করেছি। যাক্ বৃথা গর্ব। সবই নিয়তি। এখন আমার সেদিন নেই। আমার অস্ত্র দেখে ভয় পাবেন না—আমার যাত্রা শেষ। আমার সমুদ্র যাত্রার এই শেষ পরিণতি। আপনি কি ভয় পেলেন? মিথ্যা ভয় পাচ্ছেন। শুকনো খড় নিয়ে ওথেলোকে আক্রমণ করুন, দেখবেন সে হেরে যাবে। কিন্তু ওথেলো যাবে কোথায়? এখন কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে? ওরে

অভাগী, সাদা, তোমার বস্ত্রের মত। পরলোকে দেখা হলে তোমার ও দৃষ্টিশেল আমাকে স্বর্গ থেকে নরকে ঠেলে ফেলে দেবে, আমার আত্মাকে পিশাচ লুফে নেবে। তুমি হিম শীতল। সতীত্ব! ওঃ, অভিশপ্ত। পিশাচেরা আমাকে চাবুক মার—আমাকে হাওয়ায় নিক্ষেপ কর। গন্ধকে পুড়িয়ে মার! আগুনের উত্তাপে নিমজ্জিত কর। ওঃ, ওঃ দেসদিমোনা! উঃ! [লোডোভিকো, মন্টানো, চেয়ারে উপবিষ্ট ক্যাসিও, কর্মচারীগণ ও বন্দী ইয়াগোর প্রবেশ

লোডোভিকো। কোথায় সেই হঠকারী দুর্ভাগা ?

ওথেলো। এই যে, ওথেলো বলে যে ছিল, আমিই সেই।

লোডোভিকো। কোথায় সেই কালসাপ ? নিয়ে এস দুরাত্মাকে।

ওথেলো। আমি ওর পা দুটো দেখছি মাত্র। নাঃ সবই রূপকথা। তুই যদি মূর্তিমান শয়তান হস তবে তোকে হত্যা অসাধ্য। (ইয়াগোকে অস্ত্রাঘাত)

লোডোভিকো। অস্ত্র কেড়ে নাও।

ইয়াগো। শুধুই জখম ; মরিনি কিন্তু এখনো।

ওথেলো। তাতে দুঃখিত নই। তুমি বেঁচে থাক এই আমার ইচ্ছা—আমার মতে মরণেই সুখ।

লোডোভিকো। আর আপনি ওথেলো, আপনি এতদিন মহৎ ছিলেন, আজ আপনি এক ঘৃণ্য ক্রীতদাসের ষড়যন্ত্রজালে আবদ্ধ। আপনাকে কি বলি ?

ওথেলো। যা খুশী বলুন,—সম্মানীয় ঘাতক বলতে পারেন। কারণ যা কিছু করেছি ঘৃণায় করিনি, সম্মান বাঁচাতে করেছি।

লোডোভিকো। এই দুরাত্মা তার কুকর্মের কিছু কিছু স্বীকার করেছে। ক্যাসিওকে বধ করতে আপনার সঙ্গে সে ষড়যন্ত্র করেছিল।

ওথেলো। হ্যাঁ।

ক্যাসিও। সেনাপতি, আপনাকে অশ্রদ্ধার কোন কাজ তো করি নি।

ওথেলো। আমি এখন তা বিশ্বাস করি—আমায় ক্ষমা করবে ভাই। ঐ শয়তানটাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এভাবে আমার দেহ-মন মজালো, পাপের জালে।

ইয়াগো। জানতে চাইবেন না আর কিছু! যা জানেন, ঐ যথেষ্ট। আর একবারও মুখ খুলব না।

লোডোভিকো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করবে না ?

গ্রাশিয়ানো। নির্যাতনের যন্ত্রণায় ঠিক মুখ খুলবে।

ওথেলো। শয়তানটা খুব ভাল পথ ধরেছিল।

লোডোভিকো। মহাশয়, যা কিছু ঘটেছে এবার জানা প্রয়োজন। একটা চিঠি ছিল নিহত রোদারিগোর পকেটে—এই আরেকটা। একটাতে জানা যায় ক্যাসিওকে হত্যা স্থির আর তার ভার নিতে হবে রোদারিগোকেই।

ওথেলো। উঃ, কি শয়তান!

ক্যাসিও। বর্বর! নৃশংস! পিশাচ!

লোডোভিকো। এই আরেকটা চিঠি—বোধ হয় ইয়াগো কুকুরটাকে দিতে চেয়েছিল—তার আগেই ইয়াগো এসে দেয় চরম জবাব।

ওথেলো। পাষণ্ড! ঘৃণ্য কীট! ক্যাসিও—আমার স্ত্রীর একটা রুমাল তোমার হাতে গেল কি করে ?

ক্যাসিও। আমার ঘরেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—। এই মাত্র ও স্বীকার করেছে। পাষণ্ডটাই এটা বিশেষ উদ্দেশ্যে আমার ঘরে ফেলে রেখে এসেছিল।

ওথেলো। উঃ মূর্খ!. কি মূর্খ আমি!

ক্যাসিও। এছাড়াও রোদারিগোর চিঠিতে রয়েছে কিভাবে সে ইয়াগোকে শ্রদ্ধা করেছে; আর জানা যায়, তারই নির্দেশে পাহারায় আমাকে চটিয়ে দেয় রোদারিগো, ফলে আমি বরখাস্ত হই। বহুক্ষণ মৃতপ্রায় থেকে রোদারিগো মরার আগে বলে গেছে—ইয়াগোই তাকে মেরেছে অথচ সেই তাকে প্ররোচিত করে।

লোডোভিকো। ওথেলো, আপনাকে অবশ্যই এ দুর্গ ত্যাগ করতে হবে। যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আপনার ক্ষমতা আর অধিকার খর্ব করা হল। সাইপ্রাস থাকবে ক্যাসিওর অধীনে। আর ঐ কুত্তাটার জন্য এমন নিষ্ঠুর কোন শাস্তি যদি থাকে যাতে সে দুঃসহ যন্ত্রণা পাবে অথচ জীবন টিকে থাকবে। সেই শাস্তি ওর প্রাপ্য। ভেনিস রাষ্ট্রে যতদিন পর্যন্ত না আপনার স্বরূপ জানা যায় ততদিন ওথেলো আপনি বন্দী। এস, ওকে নিয়ে চল।

ওথেলো। একটু দাঁড়ান। যাবার আগে সামান্য দু'টো কথা বলব। এই দেশকে আমি অনেক ভাবে সেবা করেছি তা আপনারাও জানেন, সে কথা এখন তুলছি না। আপনাদের অনুরোধ করছি—আপনারা যখন চিঠিতে সব ঘটনা জানাবেন তখন ঠিক ঠিক যা ঘটেছে তাই লিখবেন। আমি যা, তাই লিখবেন। কম করে লিখবেন না, রাগের বশেও কিছু লিখবেন না, কেমন? তাহলে নিশ্চয়ই লিখবেন, এমন একজন এখানে ছিল যে কখনো বিজ্ঞের মত প্রেম করতে জানত না; কিন্তু সে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসত। সে সহজে রেগে যেত না, হিংসাও কোনদিন তার ছিল না, অথচ একবার রেগে গেলে তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেত। বুদ্ধিহীন রেড-ইণ্ডিয়ানদের মত সে এমন এক রত্ন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল যার দাম তার সমগ্র জাতির চেয়ে বেশি। বলবেন, তার যে দু'চোখ দিয়ে জীবনে কখনো জল পড়ে নি সেই চোখ দিয়ে আরবীয় গাছের মত অঝোরে কান্না ঝরেছে। লিখে দেবেন এসব। সেই সাথে লিখবেন, আলেপ্পো শহরে একবার এক জাত-শত্রু পাগড়ীধারী উদ্ধত তুর্কী যখন তার প্রিয় ভেনিসবাসীর গায়ে হাত তুলেছিল আর তার প্রাণের ভেনিসের নিন্দা করেছিল, তখন আমি—আমি সেই বদমাশ কুত্তাটার টুঁটি টিপে ধরে এভাবে ঘুড়িয়ে দিয়েছিলাম।

(নিজের বুকে ছুরিকাঘাত)

লোডোভিকো। কি রক্তাক্ত পরিণাম!

গ্রাশিয়ানো। যা বললাম, সব ব্যর্থ হল।

ওথেলো। তোমাকে হত্যার আগে চুমু খেয়েছিলাম না—এই দ্যাখ, আমি নিজেকে হত্যা করেছি। আর একটা চুম্বন না করে কি বিদায় নিতে পারি?

(শয্যায় পতন ও মৃত্যু)

ক্যাসিও। আমি এরকম একটা ভয়ই করছিলাম। ভেবেছিলাম উনি নিরস্ত্র। ভয় ছিল, কেননা তাঁর হৃদয়টা ছিল মহান, উদার।

লোডোভিকো। (ইয়াগোকে) আর তুই হীন পশু! হাহাকার, দুর্ভিক্ষ আর মহাসাগরের চেয়েও ভয়ংকর—। শয্যার ওপর ঐ শোকের বোঝা, তাকিয়ে দেখ, এ তোরই কীর্তি। এ দৃশ্য দৃষ্টিকে বিষাক্ত করে তোলে, সুতরাং ঢাকা দিয়ে রাখাই ভাল।

গ্রাশিয়ানো, এ গৃহ আপনার অধিকারেই রইল। মুরের ধনসম্পত্তি, কারণ তা এখন আপনারই প্রাপ্য। আর আপনি, গভর্ণর ক্যাসিও, আপনার ওপর রইল এই দুরাত্মার বিচারের ভার। স্থান, কাল আর নির্যাতিত শাস্তি—সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন। আর এখানে থাকতে পারছি না, এই দুঃখের কাহিনী ভরাট হৃদয়ে ভেনিসে গিয়ে আমাকেই বলতে হবে। (যবনিকা)

জুলিয়াস সীজার

চরিত্র

জুলিয়াস সীজার/রোমের শাসক

অক্‌টেভিয়াস সীজার, মার্কাস অ্যান্ট-নিয়াস, এম্‌.এমিলিয়াস লেপিডাস-/জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর সম্মিলিত শাসকত্রয়

সিসারো, পাব্‌লিয়াস, পপিলিয়াস লেনা/সেনেটের সদস্যগণ

মার্কাস ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাস্‌কা, ট্রেবোনিয়াস, লাইগেরিয়াস, ডিসি-য়াস ব্রুটাস, মেটেলাস সিম্বার, সিন্না/জুলিয়াস সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-কারিগণ

ফ্লেভিয়াস, ম্যারুলাস/দুইজন রাজকর্ম-চারী

ক্লিডসের আর্টিমিডোরাস/অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক

ভবিষ্যদ্বক্তা/জনৈক জ্যোতিষী

সিন্না/জনৈক কবি

কবি/আর একজন কবি

লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস, মেসালা, ছোট কেটো, ভলাম্‌নিয়াস/ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের বন্ধুগণ

ভ্যারো, ক্লিটাস, ক্লিডিয়াস, স্ট্র্যাটো, লুসিয়াস, ডার্ডেনিয়াস/ব্রুটাসের ভৃত্যগণ

পিণ্ডেরাস/ক্যাসিয়াসের ভৃত্য

ক্যাল্‌পুর্নিয়া/সীজারের স্ত্রী

পোর্শিয়া/ব্রুটাসের স্ত্রী

সেনেটের অন্যান্য সদস্যগণ, নাগরিকগণ, প্রহরিগণ, অনুচরবর্গ ইত্যাদি।

ঘটনাস্থল/নাটকের অধিকাংশক্ষেত্র রোমনগরী ; পরে সার্ডিস ও ফিলিপ্পির নিকটে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোমনগরীর একটি রাজপথ

[ফ্লেভিয়াস, ম্যারুলাস ও কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ]

ফ্লেভিয়াস। চলে যাও সব এখান থেকে। যাও, বাড়ী যাও ; যত সব নিষ্কর্মার দল। এখনি বাড়ী যাও। আজ কি ছুটির দিন ? মুটে-মজুর হয়েও তোমরা কি এটা জান না যে কাজের পোষাক আর যন্ত্রপাতি ছাড়া পথে বের হতে নেই ? এই, তোর পেশা কি রে ?

প্রথম নাগরিক। আজ্ঞে হুজুর আমি হলাম ছুতোর-মিস্ত্রী।

ম্যারুলাস। তা হলে তোর চামড়ার আঙরাখা আর মাপকাঠি কোথায় ? আর এত সেজে-গুজে ফুলবাবুটি হয়েই বা পথে বের হয়েছ কেন ? আর তুমি, তোমার পেশাটা কি ?

দ্বিতীয় নাগরিক। সত্যি বলছি হুজুর, ওস্তাদ কারিগরের তুলনায়, আমি হলাম একেবারে সাদামাটা মেরামতি-ওয়ালা।

ম্যারুলাস। আর তোর পেশাটা কি? ভনিতা না করে সোজাসুজি উত্তর দে।

দ্বিতীয় নাগরিক। আজ্ঞে হুজুর, আমার পেশা হল নিতান্ত সাদা মনে কাজ করে চলা। এই মানে, আপনাকে আর কি বলব, তলাটলা বিগড়ে গেলে তাতে তালি মারাই হল আমার কাজ।

ম্যারুলাস। আরে শয়তান, তোর পেশাটা কি সোজাসুজি বল্। পাজি, ছুঁচো কোথাকার—

দ্বিতীয় নাগরিক: রাগ করবেন না হুজুর, জোরহাত করছি। আমার ওপর চটে দিশেহারা হয়ে পড়বেন না। তবে যদি একান্তই বিগড়ে যান তা হলে আমি আপনাকে তালি দিয়ে দিতে পারব।

ম্যারুলাস। তার মানে? আমাকে তুই মেরামত করবি! বেয়াদব।

দ্বিতীয় নাগরিক। মানে, হুজুর আপনার জুতোয় তালি দিতে পারব।

ফ্লেভিয়াস। ও! তুই তা হলে মুচি—এই তো?

দ্বিতীয় নাগরিক। সত্যি বলছি হুজুর, আমার জুতো সেলাইয়ের গুনছুঁচের গুণেই বেঁচে আছি। দোকানদারির মালপত্র বা মেয়েদের মনভোলান মনিহারি-ওসব ছেঁদো কাজ আমি করি না। তবে কি জানেন হুজুর, আমি হলাম পুরানো জুতোর বদ্যি। জুতোগুলো যখন জীবন-মরণ সঙ্কটে পড়ে আমি তখন তাদের পথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে তুলি। এখানকার যে সব সেরা সৌখিন লোক গরুর চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে চলাফেরা করেন, সে সব আমার-ই হাতের কাজ।

ফ্লেভিয়াস। তা আজ তুই তোর দোকানে নেই কেন? কেনই বা এইসব লোক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস রাস্তায় রাস্তায়?

দ্বিতীয় নাগরিক। সত্যি কথা যদি শুনতে চান হুজুর, তাহলে বলি, ওদের পায়ের জুতো ক্ষয়িয়ে ফেলার জন্য। তা হলেই আমি আবার কাজ পেয়ে যাব। কিন্তু আসল কথাটা কি শুনবেন হুজুর? আমরা আজ ছুটি নিয়েছি সীজারকে দেখবার জন্য; তার বিজয়ে [illegible] আনন্দ করার জন্য।

ম্যারুলাস। কিসের আনন্দ? কি [illegible] করে তিনি দেশে ফিরছেন? কতজন যুদ্ধবন্দী তাঁর রথচক্রে শৃঙ্খ[illegible] গৌরব-বর্ধন করতে করতে রোমে আসছে? যত সব পা[illegible] মোটা মুর্খের দল! যত সব অচেতন, অপদার্থেরও হীন; ওরে [illegible] বাসী তোরা কি পম্পিকে চিনতিস না? বার বার, কতবার তোরাও তো [illegible]দের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে দেওয়ালের ওপর, দুর্গপ্রাকারের ওপর, স্তম্ভের ওপর, জানালার ওপর, এমন কি চিমনীর চূড়োয় পর্যন্ত বেয়ে [illegible] সারাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিস কখন মহাবল পম্পি রোমের [illegible] কাঁপিয়ে যাবেন তাই দেখার অপেক্ষায়। আর যখনি তাঁর র[illegible] চূড়ো দেখা গেছে তখনি তোরা প্রচণ্ড উল্লাসে সমবেত কণ্ঠে আকাশ [illegible]স কাঁ[illegible] জয়ধ্বনি করে উঠিস নি কি? আর সেই জয়ধ্বনি, ধ্বনি—প্রতি[illegible] [illegible]রের তটে তটে আঘাত করে কি তাকে উদ্বেলিত করে তোলে নি [illegible] তোমরাই কিনা আজ কাজকর্ম ফেলে সেজেগুজে এসে অপেক্ষা কর[illegible], [illegible]পির বংশধরদের পরাভূত করে যে আসছে

বিজয় রথ নিয়ে, তার পথের ওপর ফুল ছড়াবার জন্য! দূর হও, ছুটে পালিয়ে যাও ঘরে এবং সেখানে গিয়ে, দেবতাদের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা কর যে এই অকৃতজ্ঞতার ফল স্বরূপ আসন্ন হয়ে উঠেছে যে মহামারী তা যেন বিলম্বিত হয়।

ফ্লেভিয়াস। সহৃদয় দেশবাসীরা, যাও, এখান থেকে তোমরা চলে যাও। এই অপ-রাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমাদের মত দীনদরিদ্র সবাইকে একত্র করে নিয়ে যাও তাইবারের তীরে। সেখানে গিয়ে জলস্রোতের মধ্যে অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করতে থাক, যাতে নদীর নিম্নতম জলধারা স্ফীত হয়ে সর্বোচ্চ প্লাবন রেখাকে চুম্বন করে। [নাগরিকদের প্রস্থান] দেখ, এই সব হীন চরিত্রদেরও হৃদয় স্পর্শ করা যায় কি না! অপরাধবোধের তাড়নায় কেমন নির্বাক হয়ে সবাই পালিয়ে গেল। তুমি ঐ পথ দিয়ে ক্যাপিটলের দিকে যাও, আমি এই দিকে যাব। যদি দেখ প্রতিমূর্তিগুলো উৎসব সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে তবে সেগুলোকে সজ্জাহীন করে দেবে।

ম্যারুলাস। সেটা করা কি আমাদের ঠিক হবে? জান তো, এখন লুপারকালের উৎসব চলছে।

ফ্লেভিয়াস। তাতে কিছু এসে যাবে না। কোন মূর্তিকেই সীজারের জয়লব্ধ সাম-গ্রীতে সজ্জিত থাকতে দেবে না। আমি চলি; পথ থেকে ইতর লোকদের সরিয়ে দিই গে। আর তুমিও যেখানে ভীড় দেখবে সেখান থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দেবে। সীজারের পাখনা থেকে এই নতুন গজানো পালকগুলো ছিঁড়ে নিতে পারলে তবেই তিনি চলনসই রকমের উঁচুতে উড়তেই বাধ্য হবেন। না হলে তিনি মানুষের দৃষ্টিসীমা পার হয়ে এত উঁচুতে উঠে যাবেন যে, আমাদের সবাইকে ভীতগ্রস্ত ও পদানত করে রাখবেন [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। এক সাধারণ সমাবেশ স্থান

[বাদ্যধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা করে সীজারের প্রবেশ। সঙ্গে দৌড়পাল্লার সাজে অ্যান্টনি, ক্যালপুর্ণিয়া, পোর্শিয়া, ডিসিয়াস, সিসারো, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস ও ক্যাসকা; পিছনে বিরাট জনতা, তাদের মধ্যে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা।]

সীজার। ক্যালপুর্ণিয়া!

ক্যাসকা। এই, সবাই চুপ কর। সীজার কথা বলছেন। (বাদ্যধ্বনি থেমে গেল)

সীজার। ক্যালপুর্ণিয়া!

ক্যালপুর্ণিয়া। এই যে আমি, প্রভু!

সীজার। অ্যান্টনিয়াস যখন ছুটবে তখন তুমি ঠিক তার পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে। অ্যান্টনিয়াস!

অ্যান্টনি। সীজার, প্রভু আমার!

সীজার। শোন অ্যান্টনিয়াস, তুমি যখন দৌড়ে যাবে তখন ক্যালপুর্ণিয়াকে স্পর্শ করতে যেন ভুল না হয়; কেননা আমাদের পিতৃপুরুষেরা বলে গেছেন, বন্ধ্যারা যদি এই পবিত্র দৌড়ক্রীড়ার সময় স্পর্শিত হয় তাহলে তাদের বন্ধ্যাত্বের অবসান হয়।

অ্যান্টনি। আপনার কথা আমার স্মরণ থাকবে প্রভু। যখন সীজার বলেন 'এটা কর' তখন জানবেন, সেটা করাই হয়ে গেছে।

সীজার। তাহলে এবার যাত্রা কর। দেখো, যেন কোন অনুষ্ঠান বাদ না পড়ে।

(বাদ্যধ্বনি)

ভবিষ্যদ্বক্তা। সীজার!

সীজার। অ্যাঁ! কে ডাকল?

ক্যাস্‌কা। সমস্ত গোলমাল থামিয়ে দিতে বল। আবার সবাই চুপ কর। (বাদ্যধ্বনি থেমে গেল)

সীজার। কে আমাকে ভীড়ের মধ্যে থেকে ডাকল? সমবেত বাদ্যধ্বনির থেকেও তীব্র কণ্ঠে কে যেন সীজার বলে চীৎকার করে উঠল, আমি শুনতে পেলাম। কি বলতে চাও, সীজার শোনার জন্য প্রস্তুত।

ভবিষ্যদ্বক্তা। মার্চমাসের আইড্‌সের দিন, সাবধান।

সীজার। কে ঐ লোকটা?

ব্রুটাস। একজন ভবিষ্যদ্বক্তা। আগামী মার্চ মাসের আইড্‌সের দিন আপনাকে সাবধান থাকতে বলছেন।

সীজার। ওকে আমার সামনে নিয়ে এস, ওর মুখখানা একবার দেখি।

ক্যাস্‌কা। এই, তুমি ভীড়ের বাইরে এস, সীজারের দিকে তাকাও।

সীজার। এইমাত্র তুমি আমাকে কি বললে? আর একবার বল।

ভবিষ্যদ্বক্তা। মার্চমাসের আইড্‌সের দিন, হুঁসিয়ার!

সীজার। লোকটা খামখেয়ালী; ওকে ছেড়ে দাও। সবাই চল।

[সমবেত তূরীধ্বনি। ব্রটাস ও ক্যাসিয়াস ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

ক্যাসিয়াস। তুমি কি দৌড় ক্রীড়া দেখতে যাবে?

ব্রুটাস। না। আমি যাব না।

ক্যাসিয়াস। আমার অনুরোধ, চল।

ব্রুটাস। দেখ, খেলাধূলা আমার মোটেই ভাল লাগে না। অ্যান্টনির মধ্যে যে উদ্দীপনা আছে, আমার মধ্যে তার বেশ অভাব রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ক্যাসিয়াস, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাই না। আমি এখন চললাম।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, আমি কিছুদিন ধরে তোমায় লক্ষ্য করছি, তোমার দৃষ্টিতে চিরদিন আমি যে সহৃদয় প্রীতির ভাব দেখে এসেছি এখন আর যেন তা দেখতে পাই না। যে বন্ধু তোমাকে এত ভালবাসে তার প্রতি তুমি আড়ষ্ট আর ছাড়া ছাড়া ভাব দেখাচ্ছ।

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমার ব্যবহার যদি সহজ না হয়ে থাকে, তার কারণ, আমি আমার দুঃখ নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতে চাই। ইদানীং বিরুদ্ধ চিন্তার দ্বন্দে আমি পীড়িত, এবং এ চিন্তা শুধু আমার নিজের সম্পর্কেই। ফলে আমার ব্যবহারে কিছুটা অসংগতি দেখা দিয়েছে। আমার বন্ধুরা যেন এ জন্য দুঃখিত না হয়! ক্যাসিয়াস, তুমি হচ্ছ সেই বন্ধুদের মধ্যে একজন; আর আমি যে আমার বন্ধুদের প্রতি যথোচিত ভালবাসা দেখাতে পারছি না, তার কারণ, আমার হৃদয় আজ অন্তর্দ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত।

ক্যাসিয়াস। তাহলে ব্রুটাস, আমি তোমায় বড় ভুল বুঝেছিলাম আর সেই জন্যই বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, অনেক মহৎ চিন্তা আমি আমার মনের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলাম। আচ্ছা বন্ধু ব্রুটাস, বল, তুমি কি তোমার নিজের মুখ দেখতে পাও?

ব্রুটাস। না ক্যাসিয়াস, অপর কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতীত, প্রতিবিম্ব ছাড়া, চক্ষু কখনো নিজেকে দেখতে পায় না।

ক্যাসিয়াস। ঠিক তাই। আর এটাই বড় দুঃখের কথা ব্রুটাস, তোমার কাছে এমন কোন আয়না নেই যা তোমার অন্তর্নিহিত মহত্বকে প্রতিফলিত করে তোমার দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; যার মধ্যে তুমি তোমার নিজের প্রতিবিম্বকে দেখতে পাবে। চিরস্মরনীয় সীজারের পরেই যারা রোমের সব থেকে সম্মানীত ব্যক্তি, এবং যারা বর্তমান যুগের গুরুভার নিস্পেশণে কাতর, তাদের আমি প্রায়ই ব্রুটাস সম্পর্কে এই আলোচনা করতে শুনেছি যে, হায়! মহান ব্রুটাসের যদি নিজেকে দেখাব চক্ষু থাকত!

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস, আমার মধ্যে যে সব গুণ নেই, তারই সন্ধানে আমাকে প্ররোচিত করে তুমি আমায় এ কোথায় নিয়ে যেতে চাইছ?

ক্যাসিয়াস। তাহলে বন্ধু ব্রুটাস, তোমাব প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য প্রস্তুত হও। তুমি তো নিজেই স্বীকার করেছ যে, প্রতিবিম্ব ছাড়া তুমি নিজেকে দেখতে পাও না। তাই আজ আমিই তোমার দর্পণ হয়ে তোমাকে সে জিনিস দেখাব, নিজের সম্বন্ধে যা তুমি জান না। হে মহদাশয় ব্রুটাস অনুগ্রহ করে আমার সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ পোষণ কোর না। আমি যদি একজন সাধারণ রসিক পুরুষ হতাম কিংবা কোন লোকের ভালবাসা পাবার জন্য সস্তা ভালবাসার অভিনয় করতে অভ্যস্ত থাকতাম; যদি তুমি জানতে যে আমি লোকের তোষামোদ করে তাদের নিবিড় বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বেঁধে শেষে কুৎসা রটাই; যদি তুমি জানতে, যে নির্বিচারে লোকের খোসামোদ করাই আমার অভ্যাস, তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে বিপজ্জনক লোক ভাবতে পারতে। (তূর্যধ্বনি ও সমবেত চীৎকার)

ব্রুটাস। কিসের জন্য এই চীৎকার? আমার মনে হচ্ছে জনসাধারণ বোধ হয় সীজারকে তাদের রাজা হবার জন্য মনোনীত করল।

ক্যাসিয়াস। ওঃ তুমি তাহলে এই আশঙ্কা করছ? তাহলে আমি নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে তুমি এটা চাও না?

ব্রুটাস। না, ক্যাসিয়াস, না; তবু আমি তাঁকে খুবই ভালবাসি। কিন্তু তুমি আমাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছ কেন? আমাকে তুমি কি বলতে চাইছ? যদি এমন কিছু হয় যাতে সাধারণের মঙ্গল হবে, তাহলে একদিকে রাখ মর্যাদা আর অন্য দিকে মৃত্যু—নির্দ্বিধায় আমি দুয়েরই সম্মুখীন হব। মৃত্যুকে যত না ভয় করি তার থেকে গৌরবকে যে পরিমাণে ভালবাসি দেবতারা যেন আমাকে সেই পরিমাণেই সাহায্য করেন।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, বাইরে থেকে তোমার চেহারাকে আমি যত ভালভাবে চিনি ঠিক ততটাই জানি তোমার গুণ। তবে বলি শোন, তোমার এই মর্যাদাই আজ আমার কাহিনীর বিষয়বস্তু। জীবন সম্বন্ধে তোমার বা অন্য সকলের কি ধারণা তা আমি জানি না, তবে আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, আমারই মত কোন মানুষকে ভয় করে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় মনে করি। আমিও সীজারের মতই স্বাধীন মানুষরূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম; তুমিও করেছিলে তাই। আমরা দু'জনে তারই মত খেয়ে পরে মানুষ হয়েছি; তারই মত প্রচণ্ড শীতের ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারি। কারণ, একবার এক দারুণ ঝড়ো হাওয়ার দিনে—বিক্ষুব্ধ তাইবার যখন প্রচণ্ড আক্রোশে তীরে এসে আছড়ে পড়ছে—

তখন সীজার আমাকে বলেছিলেন, 'ক্যাসিয়াস, তোমার সাহস আছে আমার সঙ্গে এই উদ্দাম নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ স্থানটি পর্যন্ত সাঁতরে যাবার?' সীজার এ কথা বলা মাত্রই, আমি যে পোষাক পরে ছিলাম সেই পোষাকেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি; অবশ্য তিনিও তাই করেছিলেন। নদীর স্রোত ছিল প্রচণ্ড, তবু আমরা দৃঢ় হস্তে তাকে আঘাত করতে করতে দু'পাশে সরিয়ে দিতে লাগলাম দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে। কিন্তু আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই সীজার চীৎকার করে উঠলেন, 'ক্যাসিয়াস, আমাকে বাঁচাও, আমি ডুবে যাচ্ছি।' আমি তখনি, আমাদের মহাবীর পূর্বপুরুষ ইনিয়াস ট্রয় নগরীর অগ্নিশিখার মধ্যে থেকে যেমন করে অ্যাঙ্কেসিসকে কাঁধে করে এনেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে নিঃস্পন্দ সীজারকে তাইবারের উত্তাল তরঙ্গরাজি থেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম। অথচ সেই মানুষটি আজ দেবতার মত পূজো পাচ্ছেন, আর ক্যাসিয়াস হয়েছে একটা নগণ্য জীব, যাকে সীজারের মস্তক সঞ্চালনে নত হয়ে প্রণাম জানাতে হবে। যখন তিনি স্পেনে ছিলেন, তখন একবার তার জ্বর হয়। সেই জ্বরে যখন তিনি মূর্চ্ছা যেতেন তখন কি কাঁপুনিই না আমি তাঁকে কাঁপতে দেখেছি! সত্যি বলছি, আজকের এই দেবতাই সেদিন ঠক ঠক করে কেঁপেছিলেন; তার ভীরু ওষ্ঠাধর বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছিল; আর, তার যে চক্ষু দু'টির কটাক্ষে সমগ্র পৃথিবী আজ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সেদিন তা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে শুনেছি। আজ যে জিহ্বা রোমের অধিবাসীদের আদেশ করছে তার বাণী পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে, হায়, সেদিন সেই জিহ্বাই রুগ্না বালিকার মত কাতর স্বরে বলেছিল, 'টিটিনিয়াস, আমাকে একটু জল দাও!' হা ঈশ্বর! এরকম দুর্বলচিত্ত একটা লোক আজ এই বিরাট সাম্রাজ্যের সর্বেসবা হয়ে উঠেছে; একাই রোমানদের সব বিজয় গৌরব আত্মসাৎ করে নিয়েছে—একথা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। (সমবেত চীৎকার ও তূরীধ্বনি)

ব্রুটাস। আবার সমবেত চীৎকার! আমার মনে হচ্ছে সীজারকে আরো কোন নতুন সম্মানে ভূষিত করার জন্য এই হর্ষধ্বনি।

ক্যাসিয়াস। তোমায় কি আর বলব বন্ধু, তিনি এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর দু'পাশে দু' পা রেখে যেন কোলসাসের অতিকায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর আমরা, অতি ক্ষুদ্র মানবের দল, তার বিশাল দু'টি পায়ের নীচ দিয়ে হেঁটে চলেছি, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে উঁকি মেরে দেখছি এবং অবশেষে একদিন হীন মৃত্যু বরণ করছি। এটা ঠিক, কোন কোন সময় মানুষ তার নিজের অদৃষ্টের নিয়ন্তা হতে পারে। প্রিয় ব্রুটাস, আমরা যে পরাধীন হয়ে পড়েছি সে দোষ আমাদের গ্রহ-নক্ষত্রের নয়—নিজেদের। এই ব্রুটাস আর ঐ সীজার। কি এমন গুণ আছে ঐ সীজার নামটায়? কেন তোমার নামের থেকে ঐ নামটা বেশিবার উচ্চারিত হবে? লিখে দেখ দু'টো নাম পাশাপাশি, দেখবে তোমার নামটা একই রকম ভাল দেখাবে; মুখে উচ্চারণ করে দেখ, দেখবে একই রকম মিষ্টি শোনাবে; ওজন কর, দেখবে একই রকম ভারী হবে। মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার কর, দেখবে সীজার এবং ব্রুটাসের নামের আদিভৌতিক শক্তি একই। এক সঙ্গে সমস্ত দেবতার নামের দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, বল, তোমাদের এই সীজার কোন অন্নে পরিপুষ্ট হয়ে আজ এমন মাহাত্ম্য লাভ করেছেন?

হায়রে বর্তমান যুগ ! তোর মুখে আজ চুণকালি পড়েছে। হায় রোমনগরী ! তুমিও আজ তোমার প্রাচীন বীরবাহুদের বংশধারা হতে বঞ্চিত ! প্লাবনের পর থেকে এমন কোন যুগ গেছে, যে যুগে একজনের বেশি লোক খ্যাতিলাভ করেনি ? রোমের কথা বলতে গিয়ে এর আগে কখন লোকে একথা বলতে সাহস পেয়েছে যে, তার সুবিস্তীর্ণ প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে মানুষের মত মানুষ আছে মাত্র একজন ! অথচ সেই রোম আজও আছে ; তার মধ্যে স্থান ও আছে তবু আজ এখানে মাত্র একজন মানুষই সবটা জুড়ে বসে আছে। বন্ধু, তুমি-আমি দু'জনেই দেশের বয়স্কদের বলতে শুনেছি যে একদা ব্রুটাস নামে এখানে এমন একজন লোক ছিলেন যার কাছে রোমে কোন রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করার থেকে সেখানে ঘৃণিত শয়তানকে রাজত্ব করতে দেওয়াটাও ছিল অনেক বেশি সম্ভব।

ব্রুটাস। তুমি যে আমাকে সত্যিই ভালবাস তাতে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই। তুমি আমাকে কি করতে বলছ তাও আমি কিছু কিছু বুঝতে পারছি, এবং এ ব্যাপারে ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি যা চিন্তা করেছি সে সম্পর্কে আমি তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করব। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই অনুরোধ করছি, আপাততঃ এ নিয়ে আর আমাকে উত্তেজিত কোর না। তুমি যা বললে তা আমি বিবেচনা করে দেখব। তোমার আর যা বলার আছে তাও আমি ধৈর্য-সহকারে শুনব ; এবং দু'জনের সুবিধে মত একটা সময় ঠিক করে নিয়ে এইসব গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। তার আগে, হে বন্ধু, আমার এই কথাগুলো একটু ভেবো ; ব্রুটাস বরং গ্রামবাসী হয়ে থাকবে, তবু বর্তমানের এই নির্যাতন সহ্য করে রোমের সন্তান হওয়ার গৌরব কামনা করবে না !

ক্যাসিয়াস। আমার অক্ষম কথার আঘাতে ব্রুটাসের মন থেকে যে এতটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়েছে, তাতেই আমি খুশী।

ব্রুটাস। আজকের খেলাধূলা সব শেষ হয়ে গেছে, সীজার ফিরে আসছেন।

ক্যাসিয়াস। ওরা যখন পাশ দিয়ে যাবে তখন ক্যাস্‌কার জামার হাতাটা ধরে একটা টান দিও ; তা হলেই সে তার নিজস্ব তিক্ত ভঙ্গিতে আজকের সব ঘটনার বর্ণনা দেবে। [সীজার ও তাঁর অনুচরবর্গের পুনঃপ্রবেশ

ব্রুটাস। তাই করব ; কিন্তু ক্যাসিয়াস, চেয়ে দেখ, রাগে সীজারের কপাল যেন লাল হয়ে উঠেছে, আর তার অনুবর্তী সবাই যেন খুব তিরস্কৃত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ক্যালপুর্ণিয়ার গণ্ডদেশ পাণ্ডুর হয়ে গেছে, আর সিসারোর দৃষ্টি ঠিক তেমনি ক্রুদ্ধ ও রক্তবর্ণ, যেমনটি ক্যাপিটলের সভার মধ্যে সেনেটের কোন সদস্য ওর কথার প্রতিবাদ করলে হয়।

ক্যাসিয়াস। সঠিক ব্যাপারটা কি তা ক্যাস্‌কার কাছ থেকেই শোনা যাবে।

সীজার। অ্যান্টনিয়াস !

অ্যান্টনি। সীজার ?

সীজার। আমার আশেপাশে যারা থাকবে তারা যেন বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হয়। অর্থাৎ রাত্রে সুনিদ্রা হয় এমন চিকনকেশ মানুষেরা। ঐ ক্যাসিয়াস লোকটার চেহারাটা বড় শীর্ণ, ক্ষুধার্ত ধরণের ; ও বড় বেশি চিন্তা করে। এ রকম লোকগুলো খুব

সাংঘাতিক চরিত্রের।

অ্যান্টনি। ওনাকে ভয়ের কোন কারণ নেই। উনি মোটেই সাংঘাতিক লোক নন। উনি একজন অভিজাত বংশীয় রোমান ; স্বভাবও অতি শান্ত।

সীজার। আর একটু যদি মোটা হত ও! কিন্তু ওকে আমি ভয় করি না। তবু আমার মত লোকের পক্ষে যদি ভয় পাওয়া সম্ভব হত, তা হলে যে মানুষটিকে আমি সর্বাগ্রে এড়িয়ে চলতাম, সে ঐ ক্ষীণকায় ক্যাসিয়াস। ও বড় বেশি পড়াশুনো করে, সব জিনিষ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে ; মানুষের বাহ্যিক আবরণ ভেদ করে ওর দৃষ্টি গভীরে চলে যায়। ও তোমার মত কোন খেলাধূলা ভালবাসেনা ; গানবাজনাও শুনতে যায় না। একেবারে হাসে না বললেই হয়। আর যদিওবা কখনো হাসে, সে হাসি যেন ওকে নিজেকেই ব্যঙ্গ করে, এবং ওর সেই মনোভাবকে বিদ্রূপ করে যা পৃথিবীর সব কিছুকেই হেয় জ্ঞান করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। ওর মত লোকেরা, ওদের থেকে কেউ বড় হয়েছে দেখলে মনে কখনো শান্তি পায় না—আর সেই জন্যই ওরা বড় ভয়ঙ্কর। আমি বলছি কাদের ভয় করা উচিত সেই কথা—আমি কাদের ভয় করি, সে কথা নয়। কারণ, আমি হলাম সীজার—আমার সম্বন্ধে ভয়ের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমি আমার ডানদিকে এস, কারণ, আমার বাঁ কানটা কালা। এবার সত্যি করে বলতো ওর সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা কি।

[সমবেত তূরীধ্বনি। ক্যাস্‌কা ছাড়া সীজার ও তাঁর অনুচরবর্গের প্রস্থান

ক্যাস্‌কা। তুমি কি আমার জামা ধরে টেনেছ ? আমায় কিছু বলবে নাকি ?

ব্রুটাস। হ্যাঁ, ক্যাস্‌কা, আমাদের বল তো আজ কি এমন ঘটেছে, যার জন্য সীজার এত গম্ভীর ?

ক্যাস্‌কা। কেন, তুমি তো ওর সঙ্গেই ছিলে, তাই নয় কি ?

ব্রুটাস। তা হলে আমি নিশ্চয় ক্যাস্‌কাকে জিজ্ঞাসা করতাম না যে কি হয়েছে ?

ক্যাস্‌কা। কী আর, তাকে একটা রাজমুকুট দিতে চাওয়া হয়েছিল ; এবং সেটা যখন দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি এভাবে সেটাকে তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই জনতা চিৎকার করে উঠেছিল।

ব্রুটাস। দ্বিতীয় বারের চিৎকারের কারণটা কি ?

ক্যাস্‌কা। ঐ একই কারণে।

ক্যাসিয়াস। জনতা তিনবার চিৎকার করেছিল ; শেষবার চিৎকারের কারন কি ?

ক্যাস্‌কা। সেও ঐ একই কারণ।

ব্রুটাস। মুকুট কি তিনবার তাঁকে দিতে যাওয়া হয়েছিল ?

ক্যাস্‌কা। হ্যাঁ, তিনবার ; আর তিনবারই তিনি সেটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন ; তবে প্রতিবারই আগের বারের থেকে একটু আস্তে—আর প্রতিবারই নির্বোধ জনতার দল চিৎকার করে উঠছিল।

ক্যাসিয়াস। কে তাকে মুকুটটা দিতে গিয়েছিল ?

ক্যাস্‌কা। কেন, অ্যান্টনি।

ব্রুটাস। ভাই ক্যাস্‌কা, কি হয়েছিল সব আমাদের খুলে বল।

ক্যাস্‌কা। সব কিছুর বর্ণনা দেওয়ার থেকে আমার পক্ষে ফাঁসি যাওয়াটা বরং অনেক সহজ। সব ব্যাপারটাই একটা ভাঁড়ামি—আমি ভাল করে লক্ষ্যই

করিনি। দেখলাম, মার্ক অ্যান্টনি তাকে একটা রাজমুকুট দিতে চাইল—তবে জিনিসটা ঠিক রাজমুকুট নয়, একটা ছোট মুকুট বিশেষ; এবং তোমাকে বলেছি, তিনি সেটা একবার হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি যাই করুন না কেন, আমার তো মনে হয় তিনি সেটা নিতে পারলেই যেন খুশী হতেন। তারপর সে আবার সেটা দিতে চাইল, তিনি আবার সেটা সরিয়ে রাখলেন। তবে আমার ধারণা, একান্ত অনিচ্ছা সহকারেই তিনি মুকুটটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর সে তৃতীয়বার সেটা তাকে দিতে গেল; তিনি তৃতীয়বারও সেটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। আর যতবারই তিনি সেটা নিতে অস্বীকার করলেন ততবারই নির্বোধ জনতা হৈ হৈ করে চেঁচাতে লাগল; কড়া পড়া হাতে হাততালি দিতে লাগল; তাদের ঘামে ভেজা রাতের নোংরা টুপিগুলো ওপর দিকে ছুঁড়তে লাগল। সীজার রাজমুকুট নিতে অস্বীকার করেছেন বলে তারা এত দুর্গন্ধভরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে চেঁচাতে লাগল যে সীজারের প্রায় দমবন্ধ হয়ে এল—তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আর আমার নিজের কথা যদি বল, আমি হাসতে সাহস পেলাম না—পাছে খোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঐ দুর্গন্ধে ভরা বাতাস ভিতরে ঢুকে যায়।

ক্যাসিয়াস। দাঁড়াও, একটু সবুর কর। কি বললে, সীজার মূর্ছা গিয়েছিলেন?

ক্যাস্‌কা। তিনি বাজারের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন; তার মুখ থেকে ফেনা বেরচ্ছিল—তিনি একটা কথাও বলতে পারছিলেন না।

ব্রুটাস। সেটা খুবই সম্ভব। তাঁর মৃগীরোগ আছে কিনা।

ক্যাসিয়াস। না, সীজারের মোটেই ও রোগ হয়নি, হয়েছে আমাদের আর এই ভালমানুষ ক্যাস্‌কার।

ক্যাস্‌কা। তোমার এ কথার মানে আমার বোধগম্য হল না। কিন্তু সীজার যে পড়ে গিয়েছিলেন তাতে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই। ঐ সব আজে-বাজে লোকের দল তার কথায় প্রসন্ন হলে হাততালি দিচ্ছিল আর অপ্রসন্ন হলে দুয়ো দিচ্ছিল—ঠিক যেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের নিয়ে তারা করে থাকে। এ কথা যদি একবিন্দু মিথ্যে হয়—তবে আমি ভদ্রলোক-ই নই।

ব্রুটাস। যখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন, তখন কি বললেন?

ক্যাস্‌কা। দিব্যি করে বলছি, মাটিতে পড়ে যাবার আগে যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে রাজমুকুট নিতে অস্বীকার করায় জনতা খুশীই হয়েছে তখন তিনি গায়ের জামাটা খুলে ফেলে নিজের গলাটা তাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, যদি তাদের ইচ্ছে হয় তবে তারা তার গলাটাও কেটে নিতে পারে। আহা, আমি যদি একজন শ্রমজীবী হতাম, তাহলে ঠিক তার কথামতই কাজ করতাম। তাহলে বদমাশদের সঙ্গে নরকে যেতেও আমার আপত্তি থাকত না। এরপরই তিনি মূর্চ্ছা গেলেন। যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, তিনি যদি এমন কিছু করে থাকেন বা বলে থাকেন, যা তার উচিত হয়নি, তার জন্য এই বলে তিনি সমবেত জনতার কাছে ক্ষমা চাইছেন যে, তার ব্যাধিজনিত দুর্বলতাই এর জন্য দায়ী। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে তিন-চারজন মহিলা চিৎকার করে উঠল, 'আহা, কি মহৎ লোক!' এবং তারা সর্বান্তকরণে তাকে ক্ষমা করল। ওদের কথা ছেড়ে দাও; সীজার

যদি ওদের মাতৃহত্যাও করতেন তা হলেও ওরা তাই করত।

ব্রুটাস। এবং তারপরই তিনি এভাবে গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে চলে এলেন?

ক্যাস্‌কা। হ্যাঁ।

ক্যাসিয়াস। সিসারো কিছু বলেছিলেন?

ক্যাস্‌কা। হ্যাঁ, তিনি গ্রীকভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ক্যাসিয়াস। তিনি কি বিষয়ে বলেছিলেন?

ক্যাস্‌কা। সে কথা যদি তোমাদের বলতে পারতাম তাহলে আমি আর কখনো তোমাদের মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। যারা তার কথা বুঝতে পেরেছিল, তারা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মাথা নেড়েছিল; কিন্তু আমি ওর কিছুই বুঝি নি। তোমাদের আমি আরো অনেক খবর দিতে পারি। সীজারের প্রতিমূর্তিগুলো থেকে সাজসজ্জা সব খুলে ফেলে দেবার জন্য ম্যারুলাস ও ফ্লেভিয়াস চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়েছে। আচ্ছা, তা হলে এখন বিদায়। আরো কত কি যে ভাঁড়ামি হয়েছে, তার সব কি আর মনে আছে!

ক্যাসিয়াস। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি আহার করবে, ক্যাস্‌কা?

ক্যাস্‌কা। না, আমার আর এক জায়গায় খাবার কথা আছে।

ক্যাসিয়াস। তা হলে কাল দিনের বেলায় খাবে?

ক্যাস্‌কা। তুমি যদি বেঁচে থাক, আর এর মধ্যে যদি তোমার মত না বদলায় আর যদি তোমার খাদ্য খাবার মত হয়—তা হলে খাব।

ক্যাসিয়াস। বেশ, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

ক্যাস্‌কা। তা থেকো। আচ্ছা, তা হলে বিদায়। [প্রস্থান

ব্রুটাস। লোকটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। স্কুলে পড়বার সময় কিন্তু বেশ চালাক ছিল।

ক্যাসিয়াস। যতই নির্বুদ্ধিতার মুখোশ পড়ে থাকুক না কেন, কোন মহান বা দুঃসাহসিক পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার সময় দেখা যাবে ও আগের মতই তেজস্বী আছে। ওর এই বোকা বোকা ভাব ওর তীক্ষ্ণ কথাগুলোকে সরস করে; আর লোকেরাও সেগুলো বেশ আগ্রহের সঙ্গে শোনে এবং বোঝার চেষ্টা করে।

ব্রুটাস। তা হবে। আচ্ছা, এখন যাই। আমার সঙ্গে যদি আলোচনা করতে চাও তা হলে আমি কাল তোমার বাড়ী যাব। কিংবা তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমার বাড়ীতেও আসতে পার—আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

ক্যাসিয়াস। আচ্ছা, তাই যাব। ইতিমধ্যে দুনিয়ার হালচালটা একটু ভেবে দেখো। [ব্রুটাসের প্রস্থান] ব্রুটাস তুমি মহান। তবু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মহত্বকে তার স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত করা সম্ভব। এই জন্যই যারা মহৎ হৃদয় তাদের উচিত কেবলমাত্র সহধর্মী মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা। কারণ, এমন দৃঢ় চরিত্রের লোক কে আছে, যাকে প্রলুব্ধ করে বিপথে নিয়ে যাওয়া যায় না? আমি যদি ব্রুটাস হতাম, এবং ব্রুটাস হত ক্যাসিয়াস, তাহলে তার তোষামোদে আমি মোটেই ভুলতাম না। আজ রাত্রে আমি ওর ঘরের জানালা দিয়ে বিভিন্ন জনের হাতে লেখা কতকগুলো চিঠি ভিতরে ফেলে দেব—যেন সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন নাগরিকেরা লিখে পাঠিয়েছে। সবগুলোতেই

• লেখা থাকবে, রোমের জনগণ তার সম্পর্কে কত উচ্চ ধারণা পোষণ করে, তাছাড়া আকারে ইঙ্গিতে সীজারের উচ্চাকাঙ্খারও আভাষ থাকবে তাতে। এরপর দেখব, সীজার কি রকম্ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ, আমরা তাকে নড়াবই, নইলে আমাদের সম্মুখে রয়েছে মহা দুর্দিন।

তৃতীয় দৃশ্য। রাজপথ

[বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। কোষমুক্ত তরবারি হাতে বিপরীত দিক থেকে ক্যাস্‌কা ও সিসারোর প্রবেশ]

সিসারো। নমস্কার, ক্যাস্‌কা। তোমরা কি সীজারকে তাঁর বাড়ী পেঁছে দিয়ে এসেছিলে? এ কি! তুমি হাঁপাচ্ছ কেন? আর ওরকম ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়েই বা আছ কেন?

ক্যাস্‌কা। পৃথিবীর সব শৃঙ্খলা যখন নিরালম্ব বস্তুর মত টলতে থাকে, তখন কি তুমি বিচলিত হওনা? সিসারো, আমি এমন ঝড় অনেক দেখেছি, যাতে গর্জমান বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে গ্রন্থিবহুল ওক বৃক্ষও বিদীর্ণ হয়ে গেছে; দেখেছি, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্ধত সমুদ্র মেঘমালারও উর্ধে ওঠবার জন্য ভীষণাকার ধারণ করে প্রচণ্ড নিনাদে ফেনিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজকের রাত্রের আগে, এই মুহূর্তের পূর্বে, আমি আর কখনো অগ্নিবর্ষী ঝঞ্ঝা দেখিনি। হয় দেবলোকে অন্তর্বিবাদ লেগেছে, নয়তো তাদের বিরুদ্ধে ধরিত্রীর স্পর্ধিত আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন।

সিসারো। কেন? তুমি কি খুব বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার কিছু দেখেছ?

ক্যাস্‌কা। একটা সাধারণ কৃতদাস—তুমি তাকে ভাল করেই চেন—তার বাঁ হাতটা তুলে ধরতেই বিশটা মশাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, অথচ তার হাতে আঁচ লাগল না; সেটা পুড়ে গেল না। তাছাড়া ক্যাপিটলের সামনে আমি একটা সিংহের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু সে কিছুক্ষণ আমা'র দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে রুষ্টভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল—অথচ আমার কোন ক্ষতি করল না। তখন থেকে আমি আমার তরবারি আর কোষবদ্ধ করিনি। আর এক জায়গায় দেখলাম, শ'খানেক ভীতিগ্রস্থা স্ত্রীলোক ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা শপথ করে বলল, কতকগুলো জলন্ত বহ্নিময় মনুষ্য-মূর্তিকে তারা পথ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছে। এমন কি, কাল দুপুর বেলা একটা নিশাচর প্যাঁচা বাজারের ওপর বসে বহুক্ষণ ধরে কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করেছে। এতগুলো অলৌকিক ঘটনা যখন একসঙ্গে ঘটেছে, তখন এ কথা আর বলা চলে না যে, 'এগুলো এই এই কারণে ঘটেছে, এমন ঘটেই থাকে।' আমি বিশ্বাস করি, যে দেশে এরকম সব ব্যাপার ঘটে, সে দেশে অচিরেই অশুভ সংঘটিত হয়।

সিসারো। সত্যই সময়টা একটু বেয়াড়াই লাগছে। তবে মানুষের স্বভাব হচ্ছে সব কিছুরই মনোমত ব্যাখ্যা করা—যার সঙ্গে অনেক সময়ই আসল ঘটনার কোন সংস্রবই থাকে না। কাল সীজার ক্যাপিটলে আসছেন তো?

ক্যাস্‌কা। হ্যাঁ, আসছেন; কারণ, তিনি অ্যান্টনিয়াসকে বলেছেন, কাল তিনি ওখানে আসবেন এ খবরটা তোমাকে দিতে।

সিসারো। আচ্ছা, তা হলে বিদায় ক্যাস্‌কা। এরকম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রি ঠিক বাইরে

বেড়াবার উপযোগী নয়।

ক্যাস্‌কা। বিদায়, সিসারো। [সিসারোর প্রস্থান। ক্যাসিয়াসের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। কে ওখানে?

ক্যাস্‌কা। একজন রোমান।

ক্যাসিয়াস। কণ্ঠস্বর শুনে যেন ক্যাস্‌কা বলে মনে হচ্ছে।

ক্যাস্‌কা। তোমার শ্রবণশক্তির তারিফ করি। ক্যাসিয়াস, কী ভয়ঙ্কর রাত্রি!

ক্যাসিয়াস। যারা সৎলোক, তাদের পক্ষে রাত্রিটা ভালই।

ক্যাস্‌কা। আকাশের যে এমন আতঙ্কজনক চেহারা হতে পারে তা কি কেউ কখনো কল্পনাও করেছে!

ক্যাসিয়াস। পৃথিবীর পাপের পাত্র কি রকম পূর্ণ হয়ে উঠেছে তা যারা জানে তারা সবাই ভেবেছে। আমার কথা যদি বল, এই ভয়ঙ্কর রাত্রির ঝুঁকি নিয়েও আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর এই দেখ ক্যাস্‌কা, যেভাবে আমার বক্ষ উন্মুক্ত দেখছ, ঠিক এভাবেই বজ্রপাতের জন্য আমার বক্ষকে অনাবৃত করে রেখেছি। আর যখন সর্পিল নীল বিদ্যুৎরেখা আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে তখনি আমি তার লক্ষ্যপথের ঠিক নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

ক্যাস্‌কা। কিন্তু কেন তুমি এমন ভাবে নিজেকে ধ্বংস করার জন্য দেবলোককে প্রলুব্ধ করছ? মহাশক্তিধর দেবতারা যখন আমাদের ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় সঙ্কেত পাঠিয়ে বিভ্রান্ত করে দিতে চান, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাতে ভীত ও শিহরিত হওয়া।

ক্যাসিয়াস। ক্যাস্‌কা, তুমি মূঢ়। প্রতিটি রোমানের হৃদয়ে জীবনবহ্নির যে স্ফুলিঙ্গ থাকা উচিত, হয় তোমার মধ্যে তা নেই, অথবা থাকলেও তুমি তা ব্যবহার করতে জান না। আকাশের এই বিক্ষুব্ধ আলোড়ন দেখে তুমি বিবর্ণমুখে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছ, ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছ, বিস্ময় সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছ। কিন্তু যদি একবার ভেবে দেখতে যে এর কারণ কি? কেন এই সব ভূতপ্রেতের নিঃশব্দ পদচারণা? কেন পশুপক্ষীরা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণে রত? কেন বৃদ্ধেরা মূর্খের মত আর শিশুরা মহাজ্ঞানীর মত আচরণ করছে? কেন এই সব বস্তু তাদের স্বাভাবিক অবস্থা, তাদের প্রকৃতি, তাদের সহজাত গুণাবলীর পরিবর্তন করে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে? তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে সংসারে একটা দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে; এবং তারই বিরুদ্ধে এদের সাহায্যে আমাদের ভীত ও সতর্ক করে দেবার জন্য দেবতারাই এদের মধ্যে এই প্রেরণার সঞ্চার করেছেন। তা হলে শোন ক্যাস্‌কা, আমি তোমার কাছে এমন একজন মানুষের নাম বলতে পারি, যে আজকের রাত্রির মতই ভয়ঙ্কর; যে বজ্রের মত গর্জন করে, বিদ্যুতের মত চমক লাগায়, কবর খুঁড়ে ভূত-প্রেত জাগিয়ে তোলে, আর ক্যাপিটলের সেই সিংহটার মতই গর্জন করে। অথচ ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে সে তোমার আমার থেকে কোন অংশে বড় নয়; তবু এই সব প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক শক্তির মতই সে শক্তিশালী ও ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে।

ক্যাস্‌কা। তুমি সীজারের সম্পর্কে ইঙ্গিত করছ,—তাই না ক্যাসিয়াস?

ক্যাসিয়াস। তা সে যে-ই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। আজকের

• রোমানদের, তাদের পূর্বপুরুষদের মতই হাত-পা আছে, পেশীবহুল শরীর আছে; কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, আমাদের পিতৃ-পিতামহদের মন হারিয়ে আমরা আজ মাতৃকুলের মেয়েলীমন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের এই দাসত্ব ও দুঃখই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সত্যই আমরা মেয়েমানুষ হয়ে পড়েছি।

ক্যাস্‌কা। সে কথা সত্য। শুনছি, সেনেট সদস্যরা নাকি কাল সীজারকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে মনস্থ করেছেন। এবং একমাত্র ইতালি ছাড়া, আর সর্বত্রই জলে-স্থলে তিনি নাকি রাজমুকুট পরিধান করে থাকবেন।

ক্যাসিয়াস। তা যদি হয়, তবে এই ছুরি আমি কোথায় স্থাপন করব, তা ভালভাবেই জানি। ক্যাসিয়াস-ই ক্যাসিয়াসকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রদান করবে। হে দেবগণ, শুধুমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে তোমরা দুর্বল ব্যক্তিকেও সবল করে রেখেছে; এই একটি ক্ষেত্রে অত্যাচারীকে তোমরা পরাভূত করেছ। প্রস্তর নির্মিত দুর্গই হোক আর পেটা-পিতলের প্রাচীরই হোক, বায়ুহীন কারাকক্ষই হোক আর লৌহশৃঙ্খলের দৃঢ় বন্ধনই হোক, মনোবলে বলীয়ান্‌ মানুষকে কিছুই বেঁধে রাখতে পারে না। কিন্তু জীবন যখন হাঁপিয়ে ওঠে, তখন তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার শক্তির তার মোটেই অভাব হয় না। আমি যেমন একথা জানি, জগতে আর সবাইও একথা জেনে রাখুন, অত্যাচারীর ক্ষমতার যেটুকু আমি সহ্য করছি, ইচ্ছে করলেই সেটুকু ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি। (আবার বজ্রপাত)

ক্যাস্‌কা। সে আমিও পারি। নিজের হাতেই নিজের দাসত্বশৃঙ্খল খুলে ফেলবার ক্ষমতা প্রতিটি ক্রীতদাসেরই আছে।

ক্যাসিয়াস। তা হলে সীজার কি ভাবে স্বৈর-শাসক হবেন? আহা বেচারা! আমি জানি, কিছুতেই তিনি নেকড়ে বাঘ হতেন না, যদি না বুঝতেন যে রোমানরা ভেড়ার পাল মাত্র; কিংবা কিছুতেই তিনি সিংহ হতে পারতেন না, যদি না রোমানরা হরিণ হত। যারা তাড়াতাড়ি প্রচণ্ড আগুন জ্বালাতে চায়, তারা প্রথমে খড়কুটো দিয়েই শুরু করে। রোম আজ তুচ্ছ, কী আবর্জনা, কী নিকৃষ্ট বস্তুতে পরিণত হয়েছে! তাই সীজারের মত একজন হীন জীবের আলোকারতির জন্য নিজেকে সে তুচ্ছ খড়কুটোর মত প্রজ্জ্বলিত করতে চাইছে। কিন্তু হে আমার অন্তর্বেদনা, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এসেছ? আমি আজ এমন লোকের কাছে মনের দুঃখের কথা জানাচ্ছি, যে কিনা স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। আমি জানি, এর জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তবে আমি প্রস্তুত— বিপদ-আপদ আমার কাছে আজ অতি নগণ্য।

ক্যাস্‌কা। তুমি ক্যাসকার সঙ্গে কথা বলছ। আর সে এমন একজন লোক যে কখনো দাঁত বার করে এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বেড়ায় না। এই আমার হাত ধর, এই সব অবিচারের বিরুদ্ধে কাজ শুরু কর, তারপর দেখো, এ ব্যাপারে সবার আগে যে থাকবে আমি তার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যাব।

ক্যাসিয়াস। বেশ, তা হলে কথা দেওয়া হয়ে গেল। তবে বলি শোন, ক্যাস্‌কা, আমি ইতিমধ্যেই কয়েকজন মহৎ রোমানের সঙ্গে এমন একটা ব্যাপারে কথা বলেছি, যার ফলাফল যুগপৎ গৌরবজনক আবার বিপদসঙ্কুলও বটে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতক্ষণে তারা সকলে পম্পির অলিন্দে এসে আমার জন্য অপেক্ষা

করছেন ; কারণ, আজকের এই ভয়ঙ্কর রাত্রে পথে জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই আর আকাশের চেহারার সঙ্গে আমরা যে ভয়ঙ্কর কাজে হাত দিয়েছি তারও বেশ খানিকটা মিল আছে—দু'টোই অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর ও জ্বালাময়।

ক্যাস্‌কা। একটু সরে দাঁড়াও, কে যেন খুব দ্রুত এদিকে আসছে।

ক্যাসিয়াস। ও আমাদের সিন্না। ওর চলন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। ও আমাদের বন্ধু। [সিন্নার প্রবেশ] এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ সিন্না ?

সিন্না। তোমাকে খুঁজতে। ও কে ? মেটেলাস সিম্বার নাকি ?

ক্যাসিয়াস। না, ও ক্যাস্‌কা, আমাদের কাজের একজন সঙ্গী। সিন্না, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে তো ?

সিন্না। তোমার কথা শুনে খুশী হলাম। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! আমাদের মধ্যে দু'তিনজন নানা অলৌকিক দৃশ্য দেখেছে।

ক্যাসিয়াস। তুমি আগে বল, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা ?

সিন্না। হ্যাঁ, করছে। ওঃ ক্যাসিয়াস! তুমি যদি মহান ব্রুটাসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের দলে আনতে পারতে—

ক্যাসিয়াস। সেজন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না। শোন সিন্না, এই কাগজখানা নাও—এটা এমনভাবে বিচারকের আসনে রেখে দেবে, যাতে ব্রুটাস ঠিক দেখতে পান। আর এখানা তাঁর জানালার ভিতর দিয়ে ফেলে দেবে ; আর এটা আঠা দিয়ে বৃদ্ধ ব্রুটাসের মূর্তির গায় এঁটে দেবে। সবকাজ শেষ হলে পম্পির অলিন্দে চলে যাবে—সেখানে আমাদের সকলকে পাবে। ডিসিয়াস ব্রুটাস ও ট্রেবোনিয়াস কি সেখানে উপস্থিত আছে ?

সিন্না। মেটেলাস সিম্বার ছাড়া আর সবাই সেখানে আছে—সে তোমাকে তোমার বাড়িতে খুঁজতে গেছে। আচ্ছা, আমি চললাম। তুমি যেভাবে বললে, সে ভাবেই কাগজগুলো বিলি করে দেব।

ক্যাসিয়াস। কাজ শেষ করে পম্পির থিয়েটারে চলে এসো। [সিন্নার প্রস্থান] এস ক্যাস্‌কা, তুমি আর আমি সকাল হবার আগেই ব্রুটাসের বাড়িতে গিয়ে দেখা করি। তাঁর তিন ভাগ আমাদের দিকে হয়েই আছে, আর একবার সাক্ষাৎকার হলেই সম্পূর্ণ মানুষটাই আমাদের হস্তগত হয়ে যাবেন।

ক্যাস্‌কা। হ্যাঁ, সত্যই তিনি সমগ্র জনসাধারণের মনে অতি উচ্চস্থান অধিকার করে আছেন। আমরা যে কাজ করলে অপরাধ বলে গণ্য হবে, ওঁর সমর্থনে সেটাই কিমিয়া বিদ্যার প্রভাবের মত ন্যায়সঙ্গত সৎকার্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

ক্যাসিয়াস। তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে, এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি তোমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। চল, এখন যাই। কারণ, মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভোর হবার আগেই তাঁকে জাগিয়ে তুলতে হবে; তাঁর পূর্ণ সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম ঃ ব্রুটাসের উদ্যান

[ব্রুটাসের প্রবেশ]

ব্রুটাস। ওরে, ও লুসিয়াস। আকাশের তারা দেখে তো বুঝতে পারছি না, ভোর হতে আর কত দেরী। ওরে লুসিয়াস, শুনতে পেলি ? আহা, তোর মত গাঢ়

• নিদ্রা যদি আমি উপভোগ করতে পারতাম। লুসিয়াস, এলি তুই? ওঠ্‌ —আর ঘুমোস না। শুনছিস? কৈ রে? [লুসিয়াসের প্রবেশ

লুসিয়াস। ডাকছিলেন হুজুর?

ব্রুটাস। এই যে লুসিয়াস, আমার পড়ার ঘরে একটা বাতি জ্বেলে দে। আর বাতি জ্বালা হলে আমাকে এখানে এসে খবর দিয়ে যাস।

লুসিয়াস। যে আজ্ঞে, হুজুর। [প্রস্থান

ব্রুটাস। তাঁর মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ-ই নেই। আর আমার দিক থেকে বলতে গেলে—একমাত্র জনসাধারণের স্বার্থব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবার কোন ব্যক্তিগত কারণ আমার নেই। তিনি রাজমুকুট পরতে চান! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তিনি তা করেন, তবে তাঁর স্বভাবের কি রকম পরিবর্তন হবে? সূর্যালোকিত দিনেই বিষধর সর্প তার গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে; তখন আমাদের খুব সাবধানে পথ চলতে হয়। তাঁকে রাজমুকুট পরাব? বেশ তাই না হয় করলাম। তা হলে এটাও ধরে নিতে হবে যে আমরা তাঁর হুলের ব্যবস্থা করলাম। এরপর ইচ্ছে হলেই তিনি তা দিয়ে মহা অনিষ্ট করতে পারবেন। উচ্চপদের অপব্যবহার তখনি হয়, যখন শক্তি থেকে কারুণ্যকে ছেঁটে ফেলা হয়। আর সীজার সম্পর্কে সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁকে বিচার বুদ্ধি অপেক্ষা চিত্তবৃত্তি দ্বারা বেশি পরিমাণে চালিত হতে আমি কখনো দেখিনি। আর এটা খুবই সাধারণ সত্য যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রথম স্তরে বিনয়ই হয় সোপান-স্বরূপ, যার দিকে উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কিন্তু সব থেকে ওপরের ধাপে যদি একবার সে উঠতে পারে, তবে সে সেই সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়; তখন তার দৃষ্টি আটকা পড়ে ঊর্ধ্বলোকে—নীচের যে সিঁড়িগুলো বেয়ে সে ওপরে উঠেছিল, সেগুলোকে তখন সে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। সীজারও তাই করতে পারেন। কাজেই, যাতে তিনি তা না করতে পারেন তার জন্য আগে থাকতেই প্রতিবিধান করা দরকার। কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থার দিকে চেয়ে, তাঁর প্রতি এ ধরনের ব্যবহার সুবিবেচনা-প্রসূত হবে না বলে, ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে হবে: তাঁর বর্তমান ক্ষমতা যদি বাড়তে থাকে তা হলে তা ক্রমে ক্রমে চরম অত্যাচারের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে। অতএব তাঁকে সাপের ডিম হিসেবেই ভাবা উচিত। এ ডিম ফুটে যে ছানা বের হবে, নিজের স্বভাব অনুযায়ী সে ক্রমশঃ একটা অতি নিষ্ঠুর জীবে পরিণত হবে। অতএব ডিম থাকতে থাকতেই তাকে ধ্বংস করা চাই। [লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসিয়াস। আপনার পড়বার ঘরে বাতি জ্বেলে রেখে এসেছি, হুজুর। জানালার ওপর চকমকি খুঁজতে গিয়ে এই খামে আঁটা কাগজটা পেলাম। আমার বেশ মনে আছে, যখন শুতে যাই তখন ওখানে এ কাগজখানা ছিল না। (চিঠিখানা তাঁর হাতে দিল)

ব্রুটাস। তুই আবার শুয়ে পড়গে, যা; এখনো ভোর হয়নি। হ্যাঁরে, কালই না মার্চ মাসের আইড্‌স?

লুসিয়াস। তা তো ঠিক জানি না, হুজুর।

ব্রুটাস। পাঁজিটা দেখে আমাকে বলে যা।

লুসিয়াস। যে আজ্ঞে, হুজুর।

ব্রুটাস। আকাশের ধাবমান উল্কাপিণ্ডগুলো এত আলো ছড়াচ্ছে যে তাতেই আমি এটা পড়তে পারব (চিঠি খুলে পড়তে লাগলেন) 'ব্রুটাস তুমি নিদ্রিত। জেগে ওঠ, নিজের দিকে চেয়ে দেখ! রোম আজ কি,···ইত্যাদি, ইত্যাদি। কথা বল, আঘাত কর, অন্যায়ের প্রতিকার কর। ব্রুটাস, তুমি ঘুমিয়ে আছ, জেগে ওঠ!' এই ধরনের প্ররোচনামূলক চিঠি এমন সব জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে যেখান থেকে আমি সেগুলো কুড়িয়ে নিতে পারি।—'রোম আজ কি ..ইত্যাদি, ইত্যাদি।' অসমাপ্ত বাক্যগুলোকে আমাকে এভাবে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে : রোম কি আজ একজন মানুষের ভয়ে ভীত হবে? এই হবে রোমের অবস্থা? টার্কুইন যখন রাজা নামে অভিহিত হয়েছিল তখন আমার পূর্বপুরুষেরাও তাকে রোমের রাজপথ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। 'কথা বল, আঘাত কর, প্রতিবাদ কর!' আমাকে ওরা অনুরোধ করছে প্রতিবাদ করতে, আঘাত হানতে। তা যদি হয় তবে হে রোমনগরী, আমি তোমার কাছে শপথ করছি—তাই করব। তার ফলে যদি অন্যায়ের প্রতিকার হয় তবে ব্রুটাসের কাছে তুমি তোমার প্রার্থনার পূর্ণ প্রতিদান পাবে। [লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসিয়াস। হুজুর, মার্চ মাসের চোদ্দ দিন কেটে গেছে (নেপথ্যে করাঘাত)

ব্রুটাস। বেশ, তুই সদর দরজায় যা, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে [লুসিয়াসের প্রস্থান] ক্যাসিয়াস আমাকে সীজারের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলবার পর থেকে আমি আর ঘুমতে পারছি না। কোন ভয়ঙ্কর কাজের সূচনা ও প্রথম প্রেরণার মধ্যবর্তী কালটা একটা বিভীষিকা, একটা পৈশাচিক স্বপ্নের মত। মানুষের অন্তরাত্মা ও ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে তখন শলা-পরামর্শ চলে; আর ছোট একটা রাজত্বের মত মানুষের মনে যেন বিপ্লব ঘটে। [লুসিয়াসের পুনঃ প্রবেশ।

লুসিয়াস। হুজুর, আপনার ভাই ক্যাসিয়াস দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

ব্রুটাস। সে কি একা এসেছে?

লুসিয়াস। না, হুজুর; তাঁর সঙ্গে আরো লোক আছেন।

ব্রুটাস। তুই কি তাঁদের চিনিস?

লুসিয়াস। না, হুজুর। তাঁদের মাথার টুপিগুলো চোখ পর্যন্ত টেনে নামান, আর গায়ের চাদর দিয়ে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা। কাজেই চেহারার কোন অংশ দেখে তাঁদের চিনতে পারার কোন উপায় নেই।

ব্রুটাস। আচ্ছা, তাঁদের আসতে বল। [লুসিয়াসের প্রস্থান] ষড়যন্ত্রকারীর দল এসেছে। হে ষড়যন্ত্র, রাত্রিকালেই পাপাচার মুক্ত-বন্ধন হয়ে থাকে; আর সেই অন্ধকার রাত্রিতেই তুমি তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছ! তা হলে দিনের বেলা কোথায় তুমি এমন ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় গহ্বর পাবে, যেখানে তোমার ঐ বীভৎস মুখ লুকোবে? হে ষড়যন্ত্র, ওসব কোন কিছুর দরকার নেই; স্মিতহাস্য আর সৌজন্যের আবরণে ওকে ঢেকে রাখ; কারণ, যদি তুমি তোমার স্বাভাবিক রূপ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়, তাহলে নরকের অন্ধকারও তোমাকে লোকচক্ষু থেকে ঢেকে রাখতে পারবে না।

[ক্যাসিয়াস, ক্যাস্কা, ডিসিয়াস, সিন্না, মেটেলাস সিম্বার ও ট্রেবোনিয়াসের প্রবেশ।

ক্যাসিয়াস। বোধহয় তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমরা অন্যায় করলাম।

প্রাতঃপ্রণাম ব্রুটাস। আমরা কি তোমাকে কষ্ট দিলাম ?

ব্রুটাস। এক ঘণ্টা হল আমি বিছানা ছেড়ে উঠেছি, সারারাতই জেগে ছিলাম। তোমার সঙ্গে যারা এসেছেন, তাদের আমি চিনি তো ?

ক্যাসিয়াস। হ্যাঁ, এদের প্রত্যেককেই তুমি চেন; আর তোমাকে শ্রদ্ধা করে না এমন একজন লোকও এদের মধ্যে নেই। এবং এদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছা, প্রতিটি অভিজাত রোমান তোমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, তুমি নিজেও যেন তাই কর। ইনি হচ্ছেন ট্রেবোনিয়াস।

ব্রুটাস। ওকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

ক্যাসিয়াস। এ হচ্ছে ডিসিয়াস ব্রুটাস।

ব্রুটাস। ওকেও স্বাগত জানাই।

ক্যাসিয়াস। এই হল কাস্‌কা; এই সিন্না, আর এই হচ্ছে মেটেলাস সিম্বার।

ব্রুটাস। ওদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু কি সে দুশ্চিন্তা যা এই রাত্রিতে তোমাদের চোখের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে ?

ক্যাসিয়াস। দয়া করে শোন, তোমার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। (ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস তফাতে গিয়ে চুপি চুপি কথা বলতে লাগলেন)

ডিসিয়াস। এটাই হল পূর্বদিক; এদিক থেকেই সূর্যোদয় হবে—তাই না ?

ক্যাস্‌কা। না।

সিন্না। মাফ করবেন মশাই—তাই হবে। ঐ যে ধূসরবর্ণ রেখাগুলো মেঘের গায়ে ফুটে উঠেছে দেখছেন, ওরাই হল উষার অগ্রদূত।

ক্যাস্‌কা। তোমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, তোমাদের দু'জনেরই ভুল হয়েছে। এই দেখ, আমি আমার তরবারি দিয়ে যে দিকটা দেখাচ্ছি, সূর্য উঠবে ঠিক ওদিক দিয়ে—দক্ষিণ দিকে অনেকটা চেপে; কারণ, এটা হচ্ছে বৎসরের প্রারম্ভকাল। এখন থেকে আরো মাস দুই পরে, সূর্যোদয় ঘটবে অনেকটা উত্তরদিক ঘেঁষে। আর খাঁটি পূর্বদিক বলতে বোঝায় এদিকটা—যে দিকে ক্যাপিটল আছে।

ব্রুটাস। তোমরা সবাই একে একে আমার সঙ্গে এসে হাত মেলাও।

ক্যাসিয়াস। আর এস, আমরা সবাই একসঙ্গে শপথ গ্রহণ করি।

ব্রুটাস। না, না, কোন শপথ নয়। যদি মানুষের তিরস্কার-ভরা দৃষ্টি, আমাদের অন্তরের গ্লানি, বর্তমানের অনাচার—প্রেরণা হিসেবে এগুলো যদি যথেষ্ট শক্তিশালী না হয়, তবে সময় থাকতেই সরে পড়, যে যার আরাম শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নাও। তারপর সমুন্নত-দৃষ্টি অত্যাচারী চালিয়ে যাক যথেচ্ছ অত্যাচার; আর যার যখন পালা আসবে সে তখন মরবে। কিন্তু যদি এগুলো, যাদের সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তা ভীরুর প্রাণেও প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে, আর স্ত্রীজনোচিত কোমল হৃদয়েও ইস্পাতের মত কঠিন সাহস সঞ্চার করে, তাহলে, হে স্বদেশবাসীগণ, অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য আমাদের প্রণোদিত করতে আমাদের মহান আদর্শ ছাড়া আর কিসের প্রয়োজন হবে ? এর চেয়ে আর কি বন্ধন আছে যে, দায়িত্ববোধসম্পন্ন রোমানরা যেখানে কথা দিয়েছেন—সে কথার কিছুতেই খেলাপ করবেন না। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের যখন চুক্তি হয়ে গেছে যে এ কাজ আমরা করবই, নইলে মৃত্যু-বরণ

করতেও পিছাব না—তখন আমাদের আর শপথের কি প্রয়োজন ? পুরোহিত, কাপুরুষ আর কৌশলজীবী মানুষ যারা—তারা করুক শপথ ; যারা বৃদ্ধ, দুর্বল, এবং জ্যান্ত-মরা, যারা দুঃখ সহ্য করতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সাহস করে না—তারা শপথ নিক। যারা উদ্দেশ্যহীন, লোকে যাদের সন্দেহ করে, তারাই শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা যে কাজে হাত দিয়েছি, তা নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। আমাদের মনের জোর অদম্য, সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন শপথের প্রয়োজন আছে—একথা ভেবে তোমরা নিজেদের কলঙ্কিত কোর না। বিশেষতঃ যখন কোন রোমানের মুখ থেকে কোন শপথ-বাক্য উচ্চারিত হবার পর, তার ক্ষুদ্রতম অংশ যদি সে ভঙ্গ করে—তা হলে তার শিরায় শিরায় যে অভিজাত রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় তার প্রতিটি বিন্দু জারজ-দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে।

ক্যাসিয়াস। কিন্তু সিসারোর সম্পর্কে কি করা যায়? তার কাছে কি আমরা একবার কথাটা পেড়ে দেখব ? আমার মনে হয় তিনি আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন।

ক্যাস্‌কা। তাঁকে বাদ দেওয়া আমাদের উচিত হবে না।

সিন্না। না, কিছুতেই না।

মেটেলাস। হ্যাঁ, তাঁকে আমাদের দরকার। কারণ, ওঁর মত একজন প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের দলে থাকলে লোকের মনে আমাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা হবে।

ব্রুটাস। না, না, ওঁর নাম কোর না ; আমাদের পরিকল্পনার কথা ওর কাছে প্রকাশ কোর না। কারণ, উনি কোনদিনই সে কাজ করতে রাজী হবেন না, যে কাজ ইতিমধ্যে অপরে আরম্ভ করেছে।

ক্যাসিয়াস। আচ্ছা, তা হলে তাঁকে বাদ দেওয়া যাক।

ক্যাস্‌কা। সত্যই তিনি এ কাজের উপযুক্ত নন।

ডিসিয়াস। আচ্ছা, সীজার ছাড়া আর কারো গায়ে কি হাত দেওয়া হবে না ?

ক্যাসিয়াস। কথাটা তুমি ভাল করেছ ডিসিয়াস। আমার মনে হয়, মার্ক অ্যান্টনি—যিনি সীজারের এত প্রিয়পাত্র—সীজারের মৃত্যুর পর তাঁকে বেঁচে থাকতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ও তাহলে দারুণ ষড়যন্ত্রকারী হয়ে উঠবে ! আর তোমরা জান, তার হাতে যে সব সুযোগ সুবিধে আছে, সেটা যদি সে কাজে লাগায় তবে আমাদের সকলকেই সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারবে। অতএব, এই সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে হলে সীজার এবং অ্যান্টনি—দু'জনকেই একসঙ্গে হত্যা করা হোক।

ব্রুটাস। কিন্তু কাইয়াস ক্যাসিয়াস, প্রথমে মাথা কেটে ফেলে তারপর যদি ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত করি তাহলে যে আমাদের কর্মপন্থা অতিমাত্রায় রক্তাক্ত বলে মনে হবে ! মনে হবে যেন আমরা হত্যা করেছি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, কিন্তু তারপরেও বিদ্বেষ ভুলতে পারিনি। অ্যান্টনি তো সীজারের বাহু মাত্র ! আমরা মহৎ উদ্দেশ্যে বলিদান দিতে রাজী আছি, কিন্তু জল্লাদ হতে রাজী নই। আমরা সবাই সীজারের মনোবৃত্তির প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর, কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তির মধ্যে তো রক্ত নেই ! আহা, আমরা যদি সীজারের এই মনোবৃত্তিটার নাগাল পেতাম—তাঁর দেহটাকে যদি আমাদের খণ্ড-বিখণ্ড করতে না হত !

কিন্তু তা হবার নয়, সীজারের রক্তপাত করতেই হবে। সুতরাং হে প্রিয় বন্ধুগণ, এস, আমরা তাঁকে বীরের ন্যায় হত্যা করি, ক্রোধান্ধ হয়ে নয়। তাঁকে আমাদের এমনভাবে হত্যা করতে হবে যেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করছি,—কুকুরের দলকে খাওয়ানোর জন্য পশুবধ করবার মত করে নয়। সুচতুর প্রভুরা যেমন তাদের ভৃত্যদের প্ররোচনা দিয়ে নিষ্ঠুর কার্য করিয়ে নেয় এবং তারপর তাদের তিরস্কার করবার ভান করে, আমাদেরও তেমনিভাবে কোন কাজ করা উচিত। এর ফলে মনে হবে, আমরা বাধ্য হয়ে এই কাজ করেছি, ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে নয়। সাধারণের চোখে ব্যাপারটা যদি এই রকম প্রতীয়মান হয় তাহলে আমাদের হত্যাকারী না বলে মুক্তিদাতা বলা হবে। আর মার্ক অ্যান্টনির সম্বন্ধে এরকম কথা তোমরা ভেবো না, কারণ সীজারের মাথা কাটা গেলে তাঁর বাহুর যতটুকু সাধ্য তার চেয়ে বেশি কিছু করবার সাধ্য তার নেই।

ক্যাসিয়াস। তবুও ওকেই আমার ভয়। কারণ সীজারের প্রতি তার ভালোবাসা এত আন্তরিক যে--

ব্রুটাস। না, ভাই ক্যাসিয়াস, তুমি ওর সম্পর্কে মাথা ঘামিও না। সত্যিই যদি ও সীজারকে ভালবাসে, তাহলে বড়জোর ও শুধু নিজেকেই উৎপীড়ন করতে পারবে—সীজারের শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে ভেবে ভেবে মরতে পারবে। বড় জোর এটুকুই ও করতে পারবে, কারণ, ওর স্বভাব হল খেলাধূলা, হৈ-হুল্লোড় নিয়ে থাকা ; দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করা।

ট্রেবোনিয়াস। না, ওকে ভয় করার কোন কারণ নেই—ওকে হত্যা করে কাজ নেই। বেঁচে থাকলে ওই হয়তো একদিন এ ব্যাপার নিয়ে নিজেই হাসিঠাট্টা করবে। (ঘড়ি বাজবার শব্দ)

ব্রুটাস। থাম! কটা বাজছে, শোন।

ক্যাসিয়াস। ঘড়িতে তিনটে বাজল।

ট্রেবোনিয়াস। এবার আমাদের বিদায় নিতে হবে।

ক্যাসিয়াস। কিন্তু সীজার আজ বাড়ির বাইরে আসবেন কিনা সে বিষয়ে এখনো সন্দেহ রয়েছে। কারণ, সম্প্রতি তিনি বেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছেন। এক সময়ে অশুভ কল্পনা, দুঃস্বপ্ন ও দুর্লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি যে দৃঢ় ধারণা পোষণ করতেন এখন তা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছেন। তাই এও হতে পারে যে, এইসব বাহ্যিক অশুভ লক্ষণ, আজ রাতের এই অসাধারণ বিভীষিকা এবং তার জ্যোতিষীদের নিষেধের ফলে হয়তো তিনি আজ আর ক্যাপিটলেই যাবেন না।

ডিসিয়াস। সে ভয় কোর না। তিনি যদি তাই মনস্থ করে থাকেন, আমি তাঁর মত পরিবর্তন করাতে পারব। এক-শৃঙ্গ ঘোড়া কি করে গাছের দ্বারা প্রতারিত হয়, ভল্লুকরা আয়নার দ্বারা, হাতী গর্তের দ্বারা, সিংহ ফাঁদের দ্বারা, আর মানুষ চাটুকারদের দ্বারা—এসব কথা শুনতে তিনি খুব ভালবাসেন। কিন্তু আমি যখন বলি, তিনি চাটুকারদের ঘৃণা করেন, তখন তিনি বলেন, সেকথা ঠিক। অথচ এ ধরনের চাটুবাক্যেই তিনি সবচেয়ে প্রীত হন।—ও আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব নিশ্চয়ই, কারণ আমি তাঁর মেজাজ বুঝে কাজ করতে পারি। আমি তাকে ক্যাপিটলে নিয়ে আসব।

ক্যাসিয়াস। না, আমরা সবাই গিয়ে ওকে নিয়ে আসব।

ব্রুটাস। ঠিক বেলা আটটার সময়। ওর বেশি দেরী নয়—কেমন ?

সিন্না। তাহলে ঐ আটটার মধ্যেই যেতে হবে। সকলের আসা চাই।

মেটেলাস। কাইয়াস লাইগেরিয়াসের সীজারের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ, কারণ, পম্পিকে প্রশংসা করার জন্য সীজার তাকে একবার খুব তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তার কথা তোমাদের কারো মনেই আসেনি !

ব্রুটাস। তাহলে ভাই মেটেলাস, তুমি একবার তার বাড়ীতে যাও। সে আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে,—এবং তার উপযুক্ত কারণও আছে। তাকে শুধু আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও, আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাব।

ক্যাসিয়াস। সকাল হয়ে গেল। এইবার, ব্রুটাস, আমরা তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। আর বন্ধুগণ, তোমরাও যে যার কাজে চলে যাও। কিন্তু তোমরা যে কথা দিয়ে গেলে সেটা যেন সকলেরই মনে থাকে। আজ তোমাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে, তোমরা সত্যিকারের রোমান।

ব্রুটাস। ভাই সব, মুখের ভাব প্রসন্ন ও প্রফুল্ল রাখ। মুখ দেখে কেউ যেন আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে। রোমান অভিনেতারা যেমন করে থাকে, তেমনিভাবে মনোভাব গোপন রেখে—চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার করে স্বাভাবিক ধৈর্যের অভিনয় করবে! আচ্ছা, তাহলে এবার সবার কাছে বিদায় নিচ্ছি। [ব্রুটাস ছাড়া সকলের প্রস্থান]—ওরে লুসিয়াস!—খুব ঘুমচ্ছিস ? না—থাকগে ; তোকে জাগিয়ে কাজ নেই। নিদ্রার মধুরতা তুই উপভোগ করতে থাক্। সক্রিয় উদ্বেগ মানুষের মাথায় যে সব কল্পিত মূর্তি ও দৃশ্যের ছবি এঁকে দেয়, তুই তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেইজন্যই তোর নিদ্রা এত গাঢ়। [পোর্শিয়ার প্রবেশ।

পোর্শিয়া। ব্রুটাস, স্বামী আমার !

ব্রুটাস। এ কি, পোর্শিয়া ? এখন তুমি উঠেছ কেন ? এই দুর্বল শরীরে—এইভাবে সকালের ঠাণ্ডা লাগান তোমার পক্ষে মোটেই উচিত নয়।

পোর্শিয়া। সে তো তোমার পক্ষেও নয়। প্রভু, নিঃশব্দে তুমি আমার শয্যা থেকে উঠে এসেছ। গত রাত্রে খেতে খেতে হঠাৎ তুমি উঠে পড়েছিলে, বুকের ওপর দু'বাহু দু'দিকে রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিলে, মনে মনে কি সব ভাবছিলে। আমি যখন জানতে চাইলাম, কি হয়েছে ? কেন তুমি এমন করছ ? তখন তুমি উদাস দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলে। আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তুমি তোমার মাথা চুলকোতে লাগলে, আর অধীরভাবে মাটিতে পা ঠুকলে, তবু আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম, কিন্তু তুমি তা সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলে না ; ক্রুদ্ধভাবে হাত নেড়ে আমাকে ইঙ্গিত করলে তোমার কাছ থেকে চলে যেতে। আমি তাই করলাম ; কারণ, আমার ভয় হল, পাছে তোমার বিরক্তি আরো বেড়ে যায়!— এমনিতেই মনে হচ্ছিল তুমি অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছ ! তবু আমি আশা করেছিলাম এটা একটা সাময়িক মানসিক অস্থিরতা যা প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন সময়ে হয়ে থাকে। এর জন্য তুমি খেতে পারছ না, কথাবার্তা বলতে পারছ না, ঘুমোতেও পারছ না! তোমার মানসিক অবস্থা যদি তোমার চেহারার ওপর যথাযথ প্রকাশ পেত তাহলে আমি তোমাকে চিনতেই পারতাম না। স্বামী, তোমার এই দুঃখের কারণ কি, আমায় খুলে বল।

ব্রুটাস। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—এছাড়া অন্য কিছুই নয়।

পোর্শিয়া। ব্রুটাস জ্ঞানী ব্যক্তি—তাঁর শরীর ভাল না থাকলে শরীর যাতে ভাল হয় তিনি অবশ্যই সে চেষ্টা করতেন।

ব্রুটাস। হাঁ, তাই তো করছি। পোর্শিয়া লক্ষ্মীটি, যাও, শুতে যাও।

পোর্শিয়া। সত্যই কি ব্রুটাস অসুস্থ? তাহলে এরকমভাবে জামার বোতাম খুলে বেড়িয়ে বেড়ান, সকালের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগান—এসব কি স্বাস্থ্যকর কাজ? কি, ব্রুটাস অসুস্থ? আর সেইজন্যই কি তিনি গরম বিছানা ছেড়ে চুপি চুপি বাইরে চলে এসে ব্যাধি বাড়িয়ে তোলবার জন্য রাত্রির অশুভ সংক্রমণ, অবিশুদ্ধ ভিজে হাওয়ার সংস্পর্শে এসে দাঁড়িয়েছেন? না—প্রিয় ব্রুটাস, তুমি কোন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। আর সেটা যে কি, তোমার স্ত্রী হিসাবে তা আমার জানা কর্তব্য, তা জানবার অধিকার আমার আছে। তাই নতজানু হয়ে তোমাকে অনুনয় করছি—আমার যে সৌন্দর্যের একদা তুমি প্রশংসা করতে, যে মহান প্রতিজ্ঞা তোমাকে আমাকে সংযুক্ত করে একাত্ম করে দিয়েছে তার দোহাই—তুমি আমার কাছে, যে তোমার অর্ধাঙ্গিনী, তাকে সবকিছু প্রকাশ করে বল—কেন তোমার মন এত ভারাক্রান্ত? আর বল, তারা কারা, যারা সংখ্যায় ছ'সাতজন—আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? এই অন্ধকারের মধ্যেও তারা তাদের মুখ লুকিয়ে রেখেছিল!

ব্রুটাস। ওঠো, নতজানু হয়ো না, প্রিয়তমা পোর্শিয়া।

পোর্শিয়া। আমার নতজানু হবার প্রয়োজনই হত না যদি তুমি আমার সেই ব্রুটাস, থাকতে। আচ্ছা ব্রুটাস বল তো, বিয়ের চুক্তির মধ্যে এমন কোন নিষেধ কি আছে যে, তোমার কোন গোপন কথা আমার জানার অধিকার থাকবে না? আমি আর তুমি এক—কিন্তু সে একত্ব কি সর্তাধীন, সীমাবদ্ধ একত্ব? তোমার সঙ্গে বসে আহার করব, শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে তোমাকে আনন্দ দান করব আর কখনো কখনো তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা কইতে পারব, এই মাত্র? এর চেয়ে যদি বেশি কিছু আমি না হই, তাহলে পোর্শিয়া ব্রুটাসের স্ত্রী নয়, তার রক্ষিতা, বারাঙ্গনা মাত্র।

ব্রুটাস। তুমি আমার সাধ্বী ধর্মপত্নী: আমার এই দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যে রক্তবিন্দুগুলি প্রবাহিত হয় তুমি তাদেরই মত আমার অতিপ্রিয়, অতি আপন।

পোর্শিয়া। তা যদি সত্য হয় তাহলে তো এই গুপ্তকথা আমারও জানা উচিত। স্বীকার করছি, আমি স্ত্রীলোক; কিন্তু এই স্ত্রীলোকটিকেই মহামান্য ব্রুটাস তাঁর পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছেন; এই স্ত্রীলোকটিই যশস্বিনী কেটোর কন্যা। তুমি কি মনে কর যার পিতা এমন, যার স্বামী এমন সে সাধারণ স্ত্রীলোকদের চেয়ে একটুও উর্দ্ধে নয়? তোমাদের গোপন আলোচনার কথা আমাকে বল, আমি কারো কাছে তা প্রকাশ করব না। এইখানে, নিজের উরুতে স্বেচ্ছায় অস্ত্রাঘাত করে আমি আমার সহ্যশক্তির সুদৃঢ় প্রমাণ প্রদান করেছি। এই ক্ষতের যন্ত্রণা যদি আমি ধৈর্যসহকারে সহ্য করতে পেরে থাকি, তাহলে আমি কি আমার স্বামীর গোপন রহস্য গোপন রাখতে পারব না?

ব্রুটাস। হে দেবগণ, এমন মহীয়সী পত্নীর স্বামী হবার যোগ্যতা, আমাকে প্রদান

কর। (নেপথ্যে দরজায় করাঘাত)—ঐ শোন! কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। পোর্শিয়া, কিছুক্ষণের জন্য তুমি ভিতরে যাও। অচিরেই আমার মনের সমস্ত গোপন কথা তুমি জানতে পারবে। আমার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কপালে যা কিছুর ছাপ পড়েছে সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব। এখন তুমি এখান থেকে যাও। [পোর্শিয়ার প্রস্থান] লুসিয়াস, দেখ্ তো, কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

[লাইগেরিয়াসকে নিয়ে লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

লুসিয়াস। এই অসুস্থ ভদ্রলোকটি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ব্রুটাস। এ তো দেখছি কাইয়াস লাইগেরিয়াস! মেটেলাস এর কথাই বলছিল। ওরে ছোক্‌রা, তুই একটু সরে দাঁড়া। কাইয়াস লাইগেরিয়াস যে! কি খবর?

লাইগেরিয়াস। অনুগ্রহ করে এই দুর্বলের সম্ভাষণ গ্রহণ কর।

ব্রুটাস। হায় নির্ভীক কাইয়াস, এ সময়েই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে! আজ যদি তুমি পীড়িত না হতে তাহলে বড়ই ভাল হত।

লাইগেরিয়াস। ব্রুটাস যদি এমন কোন কর্মে হাত দিয়ে থাকেন যার সঙ্গে সম্মানের প্রশ্ন বিজড়িত আছে—তাহলে আর আমি পীড়িত নই।

ব্রুটাস। হ্যাঁ, লাইগেরিয়াস, সেইরকম একটা কাজেই আমি হাত দিয়েছি। তুমি সুস্থ থাকলে তোমাকে সব কথা বলতাম।

লাইগেরিয়াস। রোমের অধিবাসীরা যত দেবদেবীর কাছে মাথা নোয়ায় তাদের সবার নামে শপথ করে আমি আমার ব্যাধির ভাব দূরে নিক্ষেপ করছি। হে রোমের প্রাণপুরুষ! প্রাতঃস্মরণীয় পিতামাতার সাহসী সন্তান! ওঝার মত তুমি আমার অন্তরাত্মাকে পুনর্জীবিত করে তুলেছ। এইবার তুমি আমাকে কাজের হুকুম কর—আমি অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করব; অসাধ্য সাধন করব! বল, কি করতে হবে?

ব্রুটাস। এমন একটা কাজ যা বহু অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করবে।

লাইগেরিয়াস। কোন কোন সুস্থ মানুষকেও আমাদের অসুস্থ করে তুলতে হবে তো?

ব্রুটাস। হাঁা, তাও অবশ্য করতে হবে। চল, ভাই কাইয়াস, যাকে তা করতে হবে তাঁর কাছে যেতে যেতেই তোমাকে সব বলব।

লাইগেরিয়াস। আচ্ছা, তাহলে চল—নূতন উদ্দীপনা নিয়ে আমি তোমায় অনুসরণ করব। কি আমাকে করতে হবে তা আমি জানি না, কিন্তু ব্রুটাস যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ব্রুটাস। তাহলে এস আমার সঙ্গে সঙ্গে। [সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। সীজারের গৃহ।

[বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ। নৈশ পোষাকে সীজারের প্রবেশ]

সীজার। কি স্বর্গ, কি মর্ত্য কোথাও আজ রাত্রে শান্তি নেই! ক্যাল্‌পূর্ণিয়া তিন বার তার ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠেছে, 'কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! সীজারকে ওরা হত্যা করছে।' —কে আছিস্ ওখানে? [একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কি বলছেন, হুজুর?

সীজার। যা, জ্যোতিষীদের বলগে যা, তারা যেন এখনি পশুবলি দেয়—আর ফলাফল সম্বন্ধে তাদের মতামত জেনে আমাকে এসে খবর দে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে, হুজুর। [প্রস্থান। ক্যাল্‌পূর্ণিয়ার প্রবেশ

ক্যাল্‌পুর্ণিয়া। এর অর্থ কি সীজার? তুমি কি বাইরে বেরবে স্থির করছ? আজ তোমার বাড়ি থেকে এক পা-ও বের হওয়া চলবে না।

সীজার। সীজারকে আজ যেতেই হবে। আমাকে যারাই ভয় দেখাতে চেয়েছে তারা পিছনেই থেকেছে। সীজারের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেই তারা সব অদৃশ্য হয়ে যায়।

ক্যাল্‌পুর্ণিয়া। সীজার, আমি কখনো শুভাশুভ লক্ষণে ভ্রূক্ষেপ করিনি; কিন্তু এখন সেগুলো আমাকে আতঙ্কিত করে তুলছে। ভিতরে একজন লোক রয়েছে—আমরা যা কিছু শুনেছি, তা ছাড়াও প্রহরীরা যে সব ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছে—তাই সে বর্ণনা করে শোনাচ্ছে। একটা সিংহী নাকি রাজপথের ওপর শাবক প্রসব করেছে; কবরগুলোর মুখ নাকি খুলে গেছে, এবং তা থেকে মৃতদেহগুলো বেরিয়ে এসেছে, আর মেঘমালার ঊর্দ্ধে নাকি যথাযথ রণসজ্জায় সজ্জিত ভীমাকৃতি, ভয়ঙ্কর যোদ্ধারা নাকি ব্যূহমধ্যে যুদ্ধ করছে! তার ফলে ক্যাপিটলের ওপর ঝির ঝির করে রক্তবৃষ্টি পড়েছে, যুদ্ধের ঝঞ্ঝনায় বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে, অশ্বেরা হ্রেষারব করেছে, মুমূর্ষু মানুষেরা আর্তনাদ করেছে, আর প্রেতের দল পথে পথে বিকৃতকণ্ঠে উৎকট আর্তনাদ করে বেড়িয়েছে। সীজার, এসবই আলৌকিক অঘটন; তাই আমি তাদের জন্য ভীত হয়ে উঠেছি।

সীজার। মহাশক্তিশালী দেবতাদের দ্বারা যা পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেছে তা কি কখনো এড়ান যায়? তবু সীজারকে আজ বাইরে যেতে হবেই। কারণ, এ সব দুর্লক্ষণের ফলাফল সীজারের প্রতি যতটা প্রযোজ্য, পৃথিবীর সমগ্র জনগণের প্রতিও ততটাই।

ক্যাল্‌পুর্ণিয়া। যখন ভিক্ষুকরা মরে তখন কোন ধূমকেতুর উদয় হয় না, কিন্তু রাজা রাজরার মৃত্যুসংবাদ আকাশ নিজেই আগুনের অক্ষরে ঘোষণা করে দেয়।

সীজার। যারা কাপুরুষ তারা মৃত্যুর পূর্বেই বহুবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু সাহসীরা একবার ব্যতীত দু'বার মরে না। আজ পর্যন্ত যত বিস্ময়কর ব্যাপারের কথা আমি শুনেছি, তার মধ্যে সব থেকে বিচিত্র হল, মানুষের মৃত্যুভয়। কারণ, মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—সে যেদিন আসবার, সেদিন আসবেই। [ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ] জ্যোতিষীরা কি বলল?

ভৃত্য। তাঁরা আজ আপনাকে বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। একটা বলির পশুর নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে তাঁরা তার মধ্যে হৃৎপিণ্ড খুঁজে পাননি।

সীজার। কাপুরুষদের লজ্জা দেবার জন্যই দেবতারা এটা করেছেন। আজ যদি সীজার ভয়ে বাইরে না বের হয়, তা হলে সে এক হৃৎপিণ্ডহীন পশুতে পরিণত হবে। না, সীজার তা কিছুতেই করবে না। বিপদ বেশ ভাল করেই জানে যে সীজার তার থেকেও ভয়ংকর। আমি আর বিপদ—এই দুই সিংহ শিশু একদিনেই জন্মগ্রহণ করেছি। তবে আমার জন্ম আগেই হয়—তাই আমিই বেশি ভয়ংকর। অতএব সীজার আজ বাইরে যাবেই।

ক্যাল্‌পুর্ণিয়া। হায় স্বামী, আত্মপ্রত্যয়ের আগুনে তোমার বিচারবুদ্ধি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ তুমি বাইরে যেও না। লোককে না হয় বল যে তোমার নয়, আমি ভয় পেয়েছি বলেই তোমাকে বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। আমরা মার্ক অ্যান্টনিকে সেনেট ভবনে পাঠিয়ে দেব, সে গিয়ে বলবে যে আজ তোমার শরীর

ভাল নেই। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি, এ ব্যাপারে আমার অনুরোধ তুমি রাখ।

সীজার। আচ্ছা, মার্ক অ্যান্টনি গিয়ে বলুক যে, আমার শরীর ভাল নেই। তোমাকে খুশী করার জন্য আমি বাড়িতেই থাকব। [ডিসিয়াসের প্রবেশ] এই যে, ডিসিয়াস ব্রুটাস এসেছে। ওই গিয়ে তাদের খবর দেবে।

ডিসিয়াস। সীজার, নমস্কার, সুপ্রভাত, মহান সীজার! আপনাকে সেনেট ভবনে নিয়ে যেতে আমি এসেছি।

সীজার। খুব ভাল সময়েই তুমি এসে পড়েছ। সেনেট সদস্যদের প্রতি আমার সাদর সম্ভাষণ তুমি বয়ে নিয়ে যাও, এবং তাঁদের বলবে যে আজ আমি যাব না। যেতে পারব না বলাটা হবে মিথ্যে, তার থেকেও মিথ্যে হবে যেতে সাহস হচ্ছে না, এটা বলা। সুতরাং, আমি আজ যাব না, শুধু এ কথাটাই তাঁদের বলবে ডিসিয়াস।

ক্যালপুর্ণিয়া। বলবে যে উনি আজ অসুস্থ।

সীজার। সীজার কি একটা মিথ্যে কথা বলে পাঠাবে? আমি যে বিজয় গৌরবে আমার রাজত্ব এতদূর বিস্তৃত করেছি, সে কি সেনেটের কতকগুলো পাকা দাড়িওয়ালা বুড়োর কাছে সত্য কথা বলতে ভয় পাবার জন্য? ডিসিয়াস, তুমি তাঁদের গিয়ে বল যে সীজার আজ সেখানে যাবে না।

ডিসিয়াস। হে মহাবীর সীজার, আমায় এমন একটা কারণ বলে দিন, যাতে আমি সে কথা বললে কেউ আমাকে বিদ্রূপ করতে না পারে।

সীজার। আমার ইচ্ছাই আমার কারণ। আমি যাব না—সেনেটের সদস্যদের খুশী করার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। তবে তোমার নিজের তৃপ্তির জন্য, যেহেতু আমি তোমাকে ভালবাসি, সেইহেতু সব কথা খুলে বলছি। এই যে দেখছ আমার স্ত্রী ক্যাল্‌পুর্ণিয়া—এই আমাকে বাড়িতে আটকে রেখেছে। কাল রাত্রে ও স্বপ্ন দেখেছে, আমার একটা প্রতিমূর্তি শতমুখী ধারণার মত শুধু রক্ত মোক্ষণ করছে; এবং বহু শক্তিশালী রোমান হাসিমুখে সেই শোণিতে হস্ত প্রক্ষালন করছে। এ সব ব্যাপারকে ও আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস এবং অশুভ নিদর্শন বলে ধরে নিয়েছে; তাই নতজানু হয়ে অনুরোধ করেছে আমি যেন আজ বাড়িতেই থাকি।

ডিসিয়াস। স্বপ্নটার সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বপ্নটা আসলে ভাল এবং শুভলক্ষণ নির্দেশ করছে। আপনার প্রতিমূর্তির বহুক্ষণ থেকে উদ্গীরিত রক্তে যে বহুসংখ্যক রোমান অবগাহন করছে এর তাৎপর্য হল এই যে, মহানগরী রোম তার লুপ্তগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আপনার কাছে থেকে শোণিতধারা শোষণ করে নেবে, আর মহান লোকেরা সেই শোণিত চিহ্নকে মর্যাদার নিদর্শনরূপে পাবার জন্য ভিড় করবেন। এই হল ক্যাল্‌পুর্ণিয়ার স্বপ্নের আসল ব্যাখ্যা।

সীজার। তুমি ঠিক ব্যাখ্যাই করেছ।

ডিসিয়াস। আমি যে ঠিক ব্যাখ্যাই করেছি এটা আপনি আরো স্বীকার করবেন যখন আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলব। তবে শুনুন, সেনেট সিদ্ধান্ত করেছে, মহাবীর সীজারকে আজ রাজমুকুটে ভূষিত করা হবে। আপনি যদি এখন বলে পাঠান যে, আপনি আজ সেখানে যাবেন না, তা হলে হয়তো তাদের মত পরিবর্তিত হতে পারে। আর, তাছাড়া কেউ হয়তো এরকম বিদ্রূপ করে বলতে পারে যে, 'তা হলে যতদিন না সীজারের স্ত্রী ভাল স্বপ্ন দেখছেন ততদিন সেনেটের

বৈঠক স্থগিত থাক।' সীজার যদি এভাবে আত্মগোপন করেন, তবে কি লোকে কানাকানি করে বলবে না যে, 'দেখ, সীজার ভয় পেয়েছেন।' আমায় মার্জনা করবেন সীজার, কায়মনোবাক্যে আপনার মঙ্গল কামনা করি বলেই এসব কথা বললাম। এই অনুরাগই আজ আমার বিচার বুদ্ধিকে ছাপিয়ে গেছে।

সীজার। ক্যাল্‌পুর্ণিয়া এবার বুঝতে পারছ, তোমার আশঙ্কাগুলো কত অমূলক। ওগুলোকে মেনে নিয়েছিলাম বলে এখন আমি সত্যই লজ্জিত। আমার পোষাক নিয়ে এস, আমি যাব—[পাব্‌লিয়াস, ব্রুটাস, লাইগেরিয়াস, মেটেলাস, ক্যাস্‌কা ট্রেবোনিয়াস ও সিন্না'র প্রবেশ] দেখ পাব্‌লিয়াস আমাকে কোথায় নিয়ে যাবার জন্য এসেছে।

পাব্‌লিয়াস। প্রাতঃপ্রণাম সীজার।

সীজার। স্বাগত পাব্‌লিয়াস। একি ব্রুটাস, তুমিও এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছ? নমস্কার ক্যাসকা। এই যে কাইয়াস লাইগেরিয়াস, কম্পজ্বর তোমাকে যেমন রোগা করে দিয়েছে, সীজার কিন্তু কখনো তোমার সঙ্গে সেরকম শত্রুতা করেনি। ক'টা বেজেছে?

ব্রুটাস। আটটা বেজে গেছে, সীজার।

সীজার। এই সৌজন্য ও কষ্ট স্বীকারের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। [অ্যান্টনির প্রবেশ] এই দেখ, যে অ্যান্টনি গভীর রাত পর্যন্ত আমোদ প্রমোদে কাটায়, সেও আজ সকাল সকাল উঠে পড়েছে। প্রাতঃপ্রণাম অ্যান্টনি।

অ্যান্টনি। মহান সীজারকে প্রত্যাভিবাদন জানাচ্ছি।

সীজার। ভিতরে সবাইকে প্রস্তুত হতে বল। আমার জন্য সবাইকে এভাবে অপেক্ষা করিয়ে রাখা আমার উচিত হচ্ছে না। শোন সিন্না, মেটেলাস, ট্রেবোনিয়াস—কোথায় তোমরা। তোমাদের সবার সঙ্গে আজ আমার ঘণ্টাখানেক আলাপ করার আছে—কথাটা মনে করে স্মরণ করিয়ে দিও। আর সবাই আমার কাছাকাছি থেকো, যাতে তোমাদের কথা আমার মনে পড়ে।

ট্রেবোনিয়াস। সীজার, তাই থাকব। (স্বগত) এত কাছে থাকব যে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের শেষে বলতে হবে যে, আমি একটু দূরে থাকলেই ভাল হত।

সীজার। প্রিয় বন্ধু, চল, ভিতরে গিয়ে সবাই একটু সুরাপান করি; তারপর বন্ধুর মত আমরা সবাই একসঙ্গে রওয়ানা হব।

ব্রুটাস। (স্বগত) হায় সীজার, কোন কিছুর মত হলেই যে ঠিক সেই জিনিস হয় না; একথা ভেবেই আজ ব্রুটাসের হৃদয় বেদনায় ভরে উঠছে। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। ক্যাপিটলের নিকটস্থ একটি রাজপথ

[একখানা কাগজ পড়তে পড়তে আর্টিমিডোরাসের প্রবেশ]

আর্টিমিডোরাস। 'সীজার, ব্রুটাস সম্পর্কে সাবধান; ক্যাসিয়াসের ওপর দৃষ্টি রাখবেন, ক্যাস্‌কার কাছে যাবেন না; সিন্নাকে চোখে চোখে রাখবেন; ট্রেবোনিয়াসকে বিশ্বাস করবেন না; মেটেলাস সিম্বারের ওপর ভাল করে নজর রাখবেন; ডিসিয়াস ব্রুটাস আপনার অনুরাগী নয়; কাইয়াস লাইগেরিয়াসের প্রতি আপনি অবিচার করেছেন। এদের সবারি এক উদ্দেশ্য, সবাই আপনার বিরুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প। আপনি যদি নিজেকে অমর বলে মনে না করেন তবে আপনার পারিপার্শ্বিকের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন; অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই ষড়যন্ত্রের পথ সুগম

করে দেয়। সর্বশক্তিমান দেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন। ইতি, আপনার একান্ত অনুরাগী আর্টিমিডোরাস।' সীজার যতক্ষণ না এ পথ দিয়ে যান ততক্ষণ আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব, তারপর অনুগ্রহপ্রার্থীর ভঙ্গীতে এখানা তাকে দেব। হিংসার আক্রমণ এড়িয়ে কোন মহৎ ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব এ কথা ভেবে আমার হৃদয় বেদনায় মন ভরে উঠছে। সীজার, যদি তুমি এখানা পড়; তা হলে তুমি বেঁচে যেতে পার, না হলে বুঝবে, ভাগ্যদেবীও ষড়যন্ত্র-কারীদের দলে যোগ দিয়েছেন।

চতুর্থ দৃশ্য। একই রাজপথের অন্য একটি অংশ, ব্রুটাসের গৃহের সম্মুখে

[পোর্শিয়া ও লুসিয়াসের প্রবেশ]

পোর্শিয়া। ওরে ছোকরা, দোহাই তোর, একবার ছুটে সেনেট,-ভবনে চলে যা। কথার জবাব দিতে হবে না, তুই শুধু ছুটে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

লুসিয়াস। আমাকে সেখানে গিয়ে কি করতে হবে তাই জানবার জন্য মা-ঠাকরুন।

পোর্শিয়া। সেখানে গিয়ে তোর কি করতে হবে সেটা তোকে বলবার আগেই যদি তুই সেখানে একবার গিয়ে ফিরে আসতে পারতিস তা হলে আমি খুশী হতাম। (স্বগতোক্তি) হে দৃঢ়তা তুমি আমার সহায় হয়ে আমার জিহ্বা ও অন্তরের মধ্যে পর্বত প্রমাণ ব্যবধান সৃষ্টি কর। পুরুষোচিত মন আমার আছে বটে কিন্তু শক্তিতে আমি নারীমাত্র। নারীর পক্ষে গোপন কথা গোপন রাখা কি কঠিন! কিরে, তুই এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস!

লুসিয়াস। আমি কি করব মা-ঠাকরুন। শুধু ক্যাপিটলে ছুটে যাব আর ছুটে আসব! আর কিছু নয়?

পোর্শিয়া। হ্যাঁরে ছোকরা, হ্যাঁ। তোর প্রভু আজ কেমন আছেন শুধু সেই খবরটুকু এনে দে; কারণ তিনি আজ জ্বর গায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। আর খুব ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবি সীজার কি করছেন, এবং কোন কোন প্রার্থী তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শুনছিস? ও কিসের শব্দ?

লুসিয়াস। কৈ, আমি তো কোন শব্দ শুনছি না মা-ঠাকুরুন।

পোর্শিয়া। দোহাই তোর, তুই ভাল করে শোনবার চেষ্টা কর। আমি একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছি—মনে হচ্ছে আওয়াজটা ক্যাপিটলের দিক থেকেই হাওয়ায় ভেসে আসছে।

লুসিয়াস। সত্যি বলছি মা-ঠাকুরুন, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। [জ্যোতিষীর প্রবেশ

পোর্শিয়া। এই যে, এদিকে এস। কোথায় ছিলে তুমি?

ভবিষ্যদ্বক্তা। ভদ্রে, আমার নিজের বাড়িতেই ছিলাম।

পোর্শিয়া। এখন ক'টা বাজে?

ভবিষ্যদ্বক্তা। প্রায় ন'টা হল।

পোর্শিয়া। সীজার কি ক্যাপিটলে চলে গেছেন?

ভবিষ্যদ্বক্তা। ভদ্রে, এখনো যাননি। আমি চলি, কোন ভাল জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই, তাহলে তিনি যখন ক্যাপিটলে যাবেন দেখতে পারব।

পোর্শিয়া। সীজারের কাছে তোমার কিছু আবেদন আছে, তাই না?

ভবিষ্যদ্বক্তা। হ্যাঁ, ভদ্রে, তা আছে। যদি অনুগ্রহ করে সীজার আমার কথায়

কর্ণপাত করেন, তাহলে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকেন।

পোর্শিয়া। কেন, তাঁর কোন বিপদের সম্ভাবনার কথা কি তুমি শুনেছ?

ভবিষ্যদ্বক্তা। কোন কিছু ঘটবে এমন কথা আমি শুনিনি; তবে ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা আমার আছে। আচ্ছা, নমস্কার, আমি তা হলে এখন আসি। এখানে পথ বড় সঙ্কীর্ণ। যে সব সেনেটর, বিচারক ও সাধারণ আবেদনকারীর দল সীজারের পিছে পিছে ঘুরে বেড়ায়—তাদের চাপে দুর্বল মানুষরা মারা পড়তেও পারে। তাই একটা খোলামেলা জায়গা দেখে আমি দাঁড়াব; আর মহান সীজার যখন সেখান থেকে যাবেন, তখন তাঁকে আমি একথা বলব। [প্রস্থান

পোর্শিয়া। এবার আমি ভিতরে যাই। হায়, নারীর হৃদয় কতই না দুর্বল! ব্রুটাস, দেবতারা তোমার সঙ্কল্পে সহায়তা করুন। (স্বগত) ছোঁড়াটা ঠিক আমার কথা শুনে ফেলছে। (প্রকাশ্যে) ব্রুটাসের একটা আবেদন আছে, কিন্তু সীজার সেটা মঞ্জুর করবেন না। (স্বগত) ওঃ, আমার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলছি। (প্রকাশ্যে) লুসিয়াস তুই ছুটে যা; আর তোর প্রভুর কাছে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আয়। তাঁকে বলগে যে আমি আনন্দেই আছি। তারপর তিনি তোকে যা বলেন সেটা আমাকে এসে জানাবি। [দু'জনের দু দিকে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ক্যাপিটলের সামনে; ভিতরে সেনেটের অধিবেশন হচ্ছে।

[একদল লোক ক্যাপিটলের দিকে গমনরত, তাদের মধ্যে আর্টিমিডোরাস ও ভবিষ্যদ্বক্তা। তূরীধ্বনি। সীজার, ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাস্‌কা, ডিসিয়াস, মেটেলাস, ট্রেবোনিয়াস, সিন্না, অ্যান্টনি, লেপিডাস, পপিলিয়াস, পাব্‌লিয়াস এবং আরো অনেকের প্রবেশ]

সীজার। মার্চ মাসের আইড্‌স তো এসে গেছে।

ভবিষ্যদ্বক্তা। হ্যাঁ সীজার, কিন্তু তা তো শেষ হয়ে যায়নি।

আর্টিমিডোরাস। প্রণাম সীজার। এই দরখাস্তখানা পড়ুন।

ডিসিয়াস। ট্রেবোনিয়াসের ইচ্ছা, আপনার অবসর সময়ে আপনি তার এই আর্জিটা একবার দেখবেন।

আর্টিমিডোরাস। সীজার, আমার আবেদনপত্রটা আগে পড়ুন; কারণ, আমার এই আবেদনের সঙ্গে আপনি নিজে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। হে মহামতি সীজার, এটা পড়ুন।

সীজার। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে যা জড়িত, তাতে হাত দেব সকলের শেষে।

আর্টিমিডোরাস। দেরী করবেন না সীজার, এটা এখনি পড়ুন।

সীজার। একি, লোকটা পাগল নাকি!

পাব্‌লিয়াস। এই, সরে যা সামনা থেকে।

ক্যাসিয়াস। এ কি, রাস্তায় আর্জি নিয়ে হৈ-চৈ করছ কেন? ক্যাপিটলে চল

(সীজার সেনেট-ভবনে উঠে গেলেন, অন্যান্যরা তাঁর অনুসরণ করল)

পপিলিয়াস। আমি প্রার্থনা করি, তোমাদের আজকের প্রচেষ্টা যেন সফল হয়।

ক্যাসিয়াস। কিসের সঙ্কল্প পপিলিয়াস?

পপিলিয়াস। আচ্ছা, বিদায়। (সীজারের দিকে অগ্রসর হলেন)

ক্রটাস। পপিলিয়াস লেনা কি বলছিল ?

ক্যাসিয়াস। ও আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির কামনা জানিয়ে গেল ! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, হয়তো আমাদের উদ্দেশ্য বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

ক্রটাস। ঐ দেখ ও সীজারের দিকে কেমনভাবে এগিয়ে চলেছে। ওর ওপর লক্ষ্য রাখ।

ক্যাসিয়াস। ক্যাসকা, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেল। কারণ, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ক্রটাস, কি করা হবে ? এ ব্যাপার যদি জানাজানি হয়ে যায় তবে হয় সীজার নয় ক্যাসিয়াস আর এখান থেকে ফিরবে না ; আমি আত্মহত্যা করব !

ক্রটাস। ক্যাসিয়াস, উত্তেজিত হয়ো না। পপিলিয়াস লেনা আমাদের সঙ্কল্পের ব্যাপারে কিছু বলছে না ; কারণ, ঐ দেখ, সে হাসছে। তা ছাড়া সীজারের মুখেও কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাসিয়াস। কখন কি করতে হবে ট্রেবোনিয়াস তা ঠিক জানে ; কারণ, ঐ দেখ ক্রটাস, সে মার্ক অ্যান্টনিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

[অ্যান্টনি ও ট্রেবোনিয়াসের প্রস্থান

ডিসিয়াস। কৈ, মেটেলাস সিম্বার কোথায় গেল ? এবার সে এগিয়ে গিয়ে সীজারের কাছে তার আর্জি পেশ করুক।

ক্রটাস। সে প্রস্তুত হয়েছে, এবার তোমরা এগিয়ে গিয়ে তাকে সমর্থন কর।

সিন্না। ক্যাসকা, আঘাত করার জন্য তোমাকেই প্রথম হাত তুলতে হবে।

সীজার। আমরা সবাই প্রস্তুত তো ? এবার কাজ শুরু করা যেতে পারে। বল, কার কি নালিশ আছে—সীজার ও তার সেনেট অবশ্যই তার প্রতিবিধান করবে।

মেটেলাস। হে মহামহিম, মহাবল, মহাবীর সীজার, বিনীত হৃদয় মেটেলাস সিম্বার আপনার আসনের সম্মুখে হাজির। (নতজানু হলেন)

সীজার। আমি তোমাকে নিষেধ করছি সিম্বার! এই ভাবে মাথা হেঁট করে দাঁড়ানো, নতজানু হয়ে নম্রতা প্রকাশ করা—এতে সাধারণ মানুষের হৃদয় হয়তো বিগলিত হতে পারে এবং তারা হয়তো তার ফলে পূর্বসিদ্ধান্ত ও আদেশ পালটে দিতে পারে, যেন দেশে আইন কানুনটা একটা ছেলেখেলা মাত্র! নির্বোধের মত একথা ভেব না যে সীজারের চিত্তবৃত্তি এমনি দুর্বল যে, যা দিয়ে নির্বোধদের চিত্ত গলানো যায় তার সাহায্যে তাকেও সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে। সীজারের চিত্তবৃত্তি এমন আত্মদ্রোহী নয়। আমি এই সব মধুর বচন, হীন নতি-স্বীকার ও কুকুরের মত তোষামোদের কথাই বলছি। তোমার ভাই আইনসঙ্গত ভাবেই নির্বাসিত হয়েছে ; তোমার এই নতজানু হওয়া, প্রার্থনা জানান ও চাটুবৃত্তি করা যদি তার জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে নেড়ী কুকুরের মতই আমি তোমাকে আমার সামনে থেকে দূর করে দেব। জেনে রেখ, সীজার কখনো অবিচার করে না, আর উপযুক্ত কারণ না দেখাতে পারলে তার মনও গলান যায় না।

মেটেলাস। এখানে কি আমার থেকে উপযুক্ততর কেউ নেই, যিনি আমার নির্বাসিত ভাইয়ের দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহারের পক্ষে দু'টো মধুর বচন বলে সীজারের শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করতে পারেন ?

ব্রুটাস। আমিও আপনার করচুম্বন করছি সীজার, তবে তোষামোদ করার জন্য নয়! আমার ইচ্ছা, আপনি অবিলম্বে পাব্‌লিয়াস সিম্বারকে দেশে ফেরার অনুমতি দিন।

সীজার। একি, ব্রুটাস!

ক্যাসিয়াস। আমাকে মার্জনা করবেন সীজার, মার্জনা করবেন। ক্যাসিয়াস আপনার চরণপ্রান্তে পতিত হয়ে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছে, পাব্‌লিয়াস সিম্বারকে দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।

সীজার। আমি যদি তোমাদের মত হতাম তা হলে হয়তো এতে বিচলিত হতে পারতাম; যদি কাউকে তুষ্ট করতে আমার প্রার্থনা করার অভ্যাস থাকত, তা হলে অপরের প্রার্থনাও হয়তো আমাকে বিচলিত করত। কিন্তু আমি ধ্রুবতারার মত অচঞ্চল—স্থিরতা ও চাঞ্চল্যহীনতার দিক থেকে যার জুড়ি সমগ্র গগনে আর নেই। অসংখ্য নক্ষত্র স্ফুলিঙ্গে সারা আকাশ ভরে আছে, তারা প্রত্যেকেই জ্যোতিষ্মান কিন্তু তাদের মধ্যে অটল আছে মাত্র একটিই। ঠিক তেমনি, এই পৃথিবীতে, এখানে মানুষের অভাব মোটেই নেই, এবং সকলেই রক্ত মাংসে গড়া, এবং বিবেচক—তবু এই বিশাল জনারণ্যের মাঝে আমি শুধু একজনকেই জানি যে কোন কিছুতেই বিচলিত না হয়ে নিজের স্থানেই স্থির হয়ে রয়েছে—এবং সে হচ্ছে আমি নিজে। তার কিছু প্রমাণ আমি এ ব্যাপারেও দিতে চাই। সিম্বারকে নির্বাসিত করতে হবে এ বিষয়ে আমি যেমন স্থিরসঙ্কল্প ছিলাম ঠিক তেমনি, সে নির্বাসিত হয়ে থাকবে এ বিষয়েও আমি স্থিরসঙ্কল্প।

সিন্না। হে সীজার—

সীজার। সরে যাও। তুমি কি অলিম্পাস পর্বতকে উপ্‌ড়ে তুলতে চাও?

ডিসিয়াস। হে মহান সীজার—

সীজার। দেখলে না, ব্রুটাসের প্রার্থনাও বিফল হল?

ক্যাস্‌কা। তাহলে আমার হাত দু'খানাই আমার হয়ে কথা বলুক (প্রথমে ক্যাস্‌কা, তারপর অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারী, এবং সবশেষে মার্কাস ব্রুটাস কর্তৃক সীজারকে ছুরিকাঘাত)

সীজার। ব্রুটাস, তুমিও! তাহলে সীজার, তোমার মৃত্যুই হোক।

[মৃত্যু, সেনেটের সভ্যরা ও জনগণ হৈ চৈ করতে করতে বের হয়ে গেলেন

সিন্না। মুক্তি! স্বাধীনতা! অত্যাচারীর মৃত্যু হয়েছে। ছুটে যাও এখান থেকে, সকলকে এ সংবাদ জানিয়ে দাও, পথে পথে চিৎকার করে প্রচার কর।

ক্যাসিয়াস। কয়েকজন সাধারণ মঞ্চে গিয়ে চিৎকার করে বল, 'স্বাধীনতা, মুক্তি, দাসত্বের মোচন!''

ব্রুটাস। জনগণ ও সেনেটসদস্যবৃন্দ, আপনারা ভীত হবেন না। পালাবেন না, স্থির হয়ে দাঁড়ান। উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল।

ক্যাস্‌কা। যাও ব্রুটাস, বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ কর।

ডিসিয়াস। ক্যাসিয়াসও তাই করুন।

ব্রুটাস। পাব্‌লিয়াস কোথায়?

সিন্না। এই যে এখানে; হট্টগোলের মধ্যে হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

মেটেলাস। এস, আমরা সবাই এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই। কি জানি,

যদি সীজারের কোন বন্ধু আচম্বিতে—।

ব্রুটাস। এখন দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলো না। পাব্‌লিয়াস, মনে বল আন; তোমাদের বা অন্য কোন রোমান নাগরিকের কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। পাব্‌লিয়াস সবাইকে তুমি একথা জানিয়ে দাও।

ক্যাসিয়াস। আর পাবলিয়াস, তুমি আমাদের কাছ থেকে সরে যাও। কি জানি, জনসাধারণ যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার বিপদ হতে পারে।

ব্রুটাস। তাই কর। আমরা যারা এ কাজটা করেছি, তারা ছাড়া আর কাউকে এ কাজের দায়িত্ব বহন করতে হবে না। [ট্রেবোনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

ক্যাসিয়াস। অ্যান্টনি কোথায় ?

ট্রেবোনিয়াস। হতভম্ব হয়ে সে নিজের বাড়ী পালিয়েছে। নারী, পুরুষ, শিশু —সবাই দিশেহারা হয়ে চিৎকার করছে—ছুটোছুটি করছে, যেন শেষ বিচারের দিন সমাগত হয়েছে।

ব্রুটাস। হে ভাগ্যদেবীগণ, তোমাদের কি অভিরুচি তা আমরা শীঘ্রই জানতে পারব। একদিন যে মরতে হবে তা জানি। কি করে, এবং কতকাল দিন গুণতে হবে—তা নিয়েই মানুষের যত দুশ্চিন্তা।

ক্যাসিয়াস। তাহলে যে ব্যক্তি আমাদের আয়ু বিশ বছর হ্রাস করে সে প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিশ বছর মৃত্যু ভয়ের হাত থেকেই বাঁচিয়ে দেয়।

ব্রুটাস। তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে মৃত্যু তো মঙ্গলস্বরূপ। তাহলে তো আমরা সীজারের মনের মত কাজই করেছি। কারণ, আমরা তার মৃত্যু ভীতির কাল সংক্ষেপ করে দিয়েছি। অবনত হও, রোমানগণ, অবনত হও। এস, সীজারের রক্তে আমরা আমাদের কনুই পর্যন্ত ভিজিয়ে নিই, এবং আমাদের তরবারিগুলোতেও রক্ত মাখিয়ে নেওয়া যাক। তারপর চল, বেরিয়ে পড়ি, বাজার পর্যন্ত চল যাই, এবং মাথার ওপর রক্তাক্ত অস্ত্রগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে এস চিৎকার করি, 'শান্তি! মুক্তি! স্বাধীনতা!'

ক্যাসিয়াস। বেশ, তাহলে নত হয়ে রক্তে হাত ধুয়ে নাও সবাই। এখনো কত অজ্ঞাত রাষ্ট্রে, কত অজ্ঞাত ভাষায় যুগ যুগ ধরে আমাদের এই মহান দৃশ্যের পুনরাভিনয় হবে!

ব্রুটাস। যে সীজার এখন পম্পির পাদদেশে শায়িত রয়েছেন, যার মূল্য এখন পথের ধূলির চেয়ে এতটুকু বেশি নয়,—তাঁকে আরো কতবার রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে ঠিক এমন ভাবেই নিহত হতে হবে।

ক্যাসিয়াস। আর যতবার তা হবে ততবারই আমাদের এই দলটিকে লক্ষ্য করে জনগণ বলবে, এরাই সেই লোক, যারা দেশের স্বাধীনতা এনেছিল।

ডিসিয়াস। তা হলে আমরা এবার বেরিয়ে পড়ি, কেমন ?

ক্যাসিয়াস। হ্যাঁ, চল সবাই যাই। ব্রুটাস আমাদের নেতৃত্ব করবেন; এবং রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী ও সর্বোত্তম পুরুষদের সঙ্গে আমরা তাঁকে সসম্ভ্রমে অনুসরণ করব। [জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

ব্রুটাস। চুপ! কে যেন আসছে!—অ্যান্টনির একজন অনুচর।

ভৃত্য। হে ব্রুটাস, আমার প্রভু আমাকে এইভাবে নতজানু হতে বলে দিয়েছেন, মার্ক

• অ্যান্টনি আমাকে এইভাবে আপনার পদতলে পতিত হতে আদেশ করেছেন, এবং নতি স্বীকার করার পর তিনি আমাকে এ কথা বলতে বলে দিয়েছেন যে, মহান ব্রুটাস, জ্ঞানী, সাহসী ও সৎ। সীজার ছিলেন শক্তিশালী, নির্ভীক, মহিমময় ও স্নেহপ্রবণ। তুমি বোল, আমি ব্রুটাসকে ভালবাসি, তাঁকে সম্মান করি; তুমি বোল, আমি সীজারকে ভয় করতাম, শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। যদি ব্রুটাস ভরসা দেন যে অ্যান্টনি নিরাপদে তার কাছে আসতে পারে এবং তিনি যদি সীজারের মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করতে রাজী থাকেন, তাহলে মার্ক অ্যান্টনি মৃত সীজারকে যতটা ভালবাসে তার থেকে বেশি ভালবাসবে ব্রুটাসকে; তা হলে সে একনিষ্ঠ আস্থা সহকারে এই অনিশ্চিত অবস্থার সকল আপদ-বিপদের মধ্য দিয়ে মহান ব্রুটাসের ভাগ্য ও জীবনের শুভাশুভের অনুগামী হবে।' আমার প্রভু আমাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন।

ব্রুটাস। তোমার প্রভু একজন জ্ঞানী এবং সাহসী রোমান—তাঁকে আমি কোনদিনই তাঁর চেয়ে ছোট ভাবিনি। তাঁকে গিয়ে বল, তিনি যেন অনুগ্রহ করে এখানে আসেন—তাহলে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে। আর আমার সুনামের দিব্যি দিয়ে বলছি, তিনি এখান থেকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবেন। [প্রস্থান

ভৃত্য। আমি গিয়ে এখনি তাঁকে নিয়ে আসছি।

ব্রুটাস। আমার মনে হয় ওকে বন্ধু হিসেবে পেলে আমাদের ভালই হবে!

ক্যাসিয়াস। তাই যেন হয়। তবু ওর সম্পর্কে আমার মনে দারুণ আশঙ্কা আছে; এবং আমি দেখেছি যে, আমার আশঙ্কাগুলো প্রায়ই সত্যে পরিণত হয়!

ব্রুটাস। এই যে অ্যান্টনি আসছে [অ্যান্টনির পুনঃপ্রবেশ] স্বাগত মার্ক অ্যান্টনি!

অ্যান্টনি। হায় মহাবীর সীজার! আজ তুমি এত নীচে এসে শুয়েছ? তোমার বিজয়, যশ, জয়গৌরব, লুণ্ঠিত সম্পদ সবকিছু আজ সঙ্কুচিত হয়ে কেবলমাত্র এই মৃতদেহটিতে পর্যবসিত হয়েছে! বিদায় ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানিনা, এবার আপনাদের অভিলাষ কি। আর কাকে তার অতিবৃদ্ধির জন্য প্রাণদান করতে হবে? সে ব্যক্তি যদি আমিই হই, তবে সীজারের মৃত্যুক্ষণের চেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত আর কিছুই হতে পারে না। পৃথিবীর মহত্তম শোণিতে রঞ্জিত আপনাদের ঐ তরবারিগুলোর থেকে এ কাজের জন্য অন্য কোন অস্ত্র অর্ধেক উপযুক্তও হতে পারে না। আমার প্রতি আপনাদের যদি কোন আক্রোশ থাকে, তাহলে আমার বিনীত অনুরোধ, এখনি—আপনাদের রুধিরাক্ত হাতগুলোতে উষ্ণ রক্তের বাষ্প বজায় থাকতে থাকতেই—আপনাদের অভিলাষপূর্ণ করুন। হাজার বছর বেঁচে থাকলেও মৃত্যুর এমন উপযুক্ত সময় আর আমি পাবনা। এইখানে, সীজারের পাশে, আপনাদের মত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গুণবান ব্যক্তিদের হাতে নিহত হওয়া—এর চেয়ে ভাল স্থান, ভাল উপায় আমার আর কোনদিনই হবে না।

ব্রুটাস। অ্যান্টনি, তুমি আমাদের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা কোর না। যদিও আমাদের হাত এবং এখনি আমরা যা করলাম তা দেখে তুমি আমাদের রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর বলেই ভাবছ; তবু বলব যে হাত দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে তুমি তাই দেখছ, কিন্তু আমাদের—যা করুণায় পরিপূর্ণ তুমি তা দেখতে পাচ্ছ না। এক অগ্নি যেভাবে অন্য অগ্নিকে বিতাড়িত করে, তেমনি এক করুণা অন্য করুণাকে দূরীভূত

করে। আর রোমের অত্যাচারিত জনসাধারণের প্রতি করুণাই আমাদের এইভাবে সীজারকে হত্যা করতে প্রণোদিত করেছে। কিন্তু মার্ক অ্যান্টনি, আমাদের তরবারি তোমার অঙ্গে কখনো আঘাত করবে না। বিদ্বেষের বদলে আন্তরিক ভালবাসা, সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা সহকারে আমাদের বাহু ও হৃদয় তোমাকে ভাইয়ের মত সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

ক্যাসিয়াস। নতুন পদ বিতরণের সময় আর সকলের মত তোমার মতামতকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হবে।

ব্রুটাস। যতক্ষণ না আমরা ভীত-বিহ্বল জনতাকে শান্ত করতে পারছি—ততক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে থাক। তারপর তোমাকে আমরা সব কথা বলব। আমার মত লোক—যে সীজারকে হত্যা করার সময়ও তাঁকে ভালবেসেছে—কেন সে এমন কাজ করল, তার কারণ তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

অ্যান্টনি। আপনাদের বিবেচনাবোধ সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে আসুন, এইবার আপনাদের প্রত্যেকে তাঁর রক্তসিক্ত হাত দিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করুন। মার্কাস ব্রুটাস, প্রথমে আমি আপনার করমর্দন করব; এইবার, কাইয়াস ক্যাসিয়াস আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে চাই; এখন ডিসিয়াস ব্রুটাস, আপনার সঙ্গে; তারপর মেটেলাস আপনি, এইবার সিন্না, আপনি; এখন মহাবীর ক্যাসকা, আপনি; তারপর বন্ধু ট্রেবোনিয়াস—যদিও আপনি সবার শেষে, কিন্তু প্রীতির দিক থেকে আপনি কারো চেয়ে কম নন। ভদ্রমহোদয়গণ, হায়, আমার কি বলার আছে! আমার নিজের সম্ভ্রম এখন এমনি পিচ্ছিল ভূমিতে অবস্থিত যে, আমার সম্পর্কে আপনাদের মাত্র দুটো ধারণা করাই সম্ভব; হয় ভীরু, নয়তো চাটুকার। হে সীজার, আমি যে তোমায় ভালবাসতাম এ কথা সত্যি। তাই, এখন যদি তোমার আত্মা আমাদের দেখে, সেকি তোমাকে মৃত্যুর থেকেও বেশি যন্ত্রণা দেবে না এই কারণে যে, হে মহামানব, তোমারি মৃত দেহের সামনে তোমার স্নেহের অ্যান্টনি তোমার শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করছে, তাদের রক্তাক্ত হাতগুলো মর্দন করে? তোমার শরীরে যতগুলো ক্ষতচিহ্ন আছে আমার যদি ততগুলো চোখ থাকত, এবং সেসব ক্ষত দিয়ে যেভাবে রক্তধারা বইছে, আমার চোখগুলো যদি সেভাবে অশ্রুবিসর্জন করত, তা হলে তোমার আততায়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর থেকে আমার আচরণ অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত হত। হে জুলিয়াস, আমায় মার্জনা কর। হে নির্ভীক মৃগ, এখানেই তুমি শিকারীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিলে। এখানেই তুমি ভূমিতলে পতিত হয়েছিলে, আর এখানেই তোমার শিকারীরা তোমার হত্যার নিদর্শনসহ তোমারি রক্তে রঞ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হে ধরিত্রী, তুমিই ছিলে এই মৃগের বিচরণস্থল; আর সেই ছিল তোমার প্রকৃত প্রাণ-কেন্দ্র। আর এখন, যেন রাজন্যকবিদ্ধ একটা মৃগের মত তুমি এখানে পড়ে আছ।

ক্যাসিয়াস। মার্ক অ্যান্টনি।

অ্যান্টনি। আমাকে মার্জনা করবেন কাইয়াস ক্যাসিয়াস, সীজারের শত্রুরাও একথা বলতে বাধ্য; আর আমার মত বন্ধুর পক্ষে এ তো নিতান্ত উচ্ছ্বাসহীন উক্তি।

ক্যাসিয়াস। সীজারকে ওভাবে প্রশংসা করার জন্য আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তুমি কি রকম চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাও? তুমি কি

আমাদের বন্ধু হিসেবে পারগণিত হতে চাও, না তোমার ওপর নির্ভর না করেই আমরা এগিয়ে যাব ?

অ্যান্টনি। সে উদ্দেশ্যেই আমি আপনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলাম। কিন্তু সীজারের দিকে চোখ পড়তেই আমি আমার আসল বক্তব্য ভুলে অন্যকথা বলতে শুরু করি। আমি আপনাদের সবারি বন্ধু, এবং প্রত্যেককেই ভালবাসি ; আপনাদের কাছ থেকে এটুকুই আশা করি যে, কেন এবং কোন ব্যাপারে সীজার বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলেন, তা আপনারা আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

ব্রুটাস। এ যদি না পারি, তবে এটা তো একটা নিরর্থক নিষ্ঠুর ব্যাপার বলে গণ্য হবে। আমাদের যুক্তিগুলো এতই মোক্ষম যে, অ্যান্টনি, তুমি যদি সীজারের পুত্রও হতে, তাহলেও তুমি কোন প্রতিবাদ করতে পারতে না।

অ্যান্টনি। আমি এটাই চেয়েছি। তাছাড়া আমার আরো একটা প্রার্থনা আছে ; আমি সীজারের দেহ বাজারে নিয়ে যেতে চাই ; তাছাড়া বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে বন্ধু হিসেবে যেন কিছু বলতে পারি।

ব্রুটাস। তাই হবে, মার্ক অ্যান্টনি।

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে (জনান্তিকে ব্রুটাসের প্রতি) তুমি যে কি করছ তুমি নিজেই তা জান না। সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে অ্যান্টনিকে ভাষণ দেবার অনুমতি দিও না। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, ও যা বলবে তাতে জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে।

ব্রুটাস। আমাকে মাফ্‌ কর। প্রথমে আমি নিজে মঞ্চে উঠে কেন আমাদের সীজারকে এভাবে হত্যা করতে হয়েছে, তা সবাইকে বুঝিয়ে দেব। আমি আগেই ঘোষণা করে দেব যে, অ্যান্টনি যা বলছে তা আমাদের সম্মতি ও অনুমতি নিয়েই বলছে, এবং এও জানিয়ে দেব যে, বিধিসম্মত সবরকমের আচার অনুষ্ঠান সহকারে সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হতে দিতে আমরা রাজী হয়েছি। এতে আমাদের কোন রকম অনিষ্ট হবে না—বরং মঙ্গলই হবে।

ক্যাসিয়াস। শেষ পর্যন্ত কি যে ঘটবে তার কিছুই বুঝতে পারছি না ; তবে ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

ব্রুটাস। মার্ক অ্যান্টনি এই নাও সীজারের মৃতদেহ। অন্ত্যেষ্টি ভাষণে আমাদের দোষারোপ করে তুমি কিছু বলতে পারবেনা, তবে সীজার সম্পর্কে যত খুশি প্রশংসা করতে পার। আর একথা তোমাকে বলতে হবে যে, আমাদের অনুমতিক্রমেই তুমি ভাষণ দিচ্ছ। এতে যদি রাজী না হও, তাহলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে তুমি মোটেই অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আর আমি যে মঞ্চে বক্তৃতা দেব, আমার বলা শেষ হলে তোমাকেও সেই মঞ্চ থেকেই বলতে হবে।

অ্যান্টনি। বেশ, তাই হবে, এর থেকে বেশি কিছু আমি চাই না।

ব্রুটাস। তাহলে মৃতদেহ সাজিয়ে নিয়ে আমাদের অনুসরণ কর। [অ্যান্টনি ব্যতীত আর সবার প্রস্থান।

অ্যান্টনি। হে রক্তস্রাবী ভূখণ্ড, আমি এই নিষ্ঠুর কসাইদের প্রতি এত নম্র ও বিনীত আচরণ করছি এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কোর। ইতিহাসের আবর্তে আজ পর্যন্ত যত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে তুমি হচ্ছ তার মধ্যে মহত্তম ধ্বংসাবশেষ। যারা এই মহামূল্য রক্তপাতের জন্য দায়ী তাদের সর্বনাশ হোক। নিছক মুখ-

গহ্বরের মত তোমার শরীরের সবগুলো হাত তাদের রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত করে যেন আমাকে অনুরোধ জানাচ্ছে আমার মনের কথা মুখের ভাষায় ব্যক্ত করে বলতে। এই ক্ষতচিহ্নগুলো সামনে নিয়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, এদেশের সবার সর্বশরীর অভিশাপে জর্জরিত হবে ; ঘরোয়া বিবাদ ও ভয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লবে ইতালির সর্বত্র মৃতদেহের ছড়াছড়ি হবে ; রক্তপাত ও ধ্বংস এত সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠবে, ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলী এত পরিচিত বলে মনে হবে যে, জননীরা যখন যুদ্ধরত সৈনিকদের হাতে তাদের শিশুদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে দেখবে, তখনো তারা শুধু একটু হাসবে ; নৃশংস দৃশ্য দেখে দেখে সবার দয়া মায়ার কণ্ঠরোধ হয়ে যাবে, আর সীজারের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসায় অধীর হয়ে নরক থেকে সদ্য আগত ধ্বংসের দেবীকে সঙ্গে নিয়ে চারিদিকে প্রতিহিংসায় ঘুরে ঘুরে সর্বত্র রাজার ন্যায় মহিমময় কণ্ঠে সর্বনাশ-বার্তা ঘোষণা করবে 'কারো বাঁচবার উপায় নেই', এবং যুদ্ধ কুকুরদের লেলিয়ে দেবে। তখন কবর না দিয়ে ফেলে রাখা শবদেহে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীর দুর্গন্ধ ছাপিয়ে এই ন্যক্কারজনক দুষ্কর্মের পুতিগন্ধ প্রকট হয়ে উঠবে। [জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ] তুমি অকটেভিয়াস সীজারের সেবক, তাই না ?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, মার্ক অ্যান্টনি।

অ্যান্টনি। সীজার তাঁকে রোমে আসার জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

ভৃত্য। তিনি তাঁর চিঠি পেয়েছেন, এবং আসছেন। আর তিনি আমাকে মুখে বলতে আদেশ করেছেন—(সীজারের মৃতদেহ দেখে) ওঃ! সীজার!

অ্যান্টনি। তোমার হৃদয় মহৎ ; তুমি এখান থেকে সরে গিয়ে অশ্রু বিসর্জন কর। দুঃখ জিনিসটা দেখছি ছোঁয়াচে! কারণ, তোমার চোখে অশ্রুবিন্দুগুলো দেখে আমার চোখও ভিজে হয়ে উঠেছে। তোমার প্রভু আসছেন ?

ভৃত্য। তিনি আজ রাত্রে রোম থেকে সাত লীগ দূরে অবস্থান করবেন।

অ্যান্টনি। দ্রুত তাঁর কাছে ফিরে যাও, এবং এখানে যাকিছু ঘটেছে সব গিয়ে বল। রোম এখন শোক-সন্তপ্ত বিপজ্জনক ; এ রোম এখনো অকটেভিয়াসের পক্ষে নিরাপদ নয়। ছুটে যাও, তাঁকে গিয়ে এ কথা বল। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আমি মৃতদেহকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি চলে যেও না। সেখানে আমি আমার বক্তৃতার মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করব, কি ভাবে রোমের অধিবাসীরা এই রক্তপিপাসু আততায়ীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত্যা-কাণ্ডটিকে গ্রহণ করেছে। তার ফলাফল দেখে তুমি অকটেভিয়াসকে সমস্ত ঘটনা যথাযথ বিবৃত করবে। এখন এস, আমায় একটু সাহায্য কর।

[সীজারের মৃতদেহসহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বাজার

[ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস ও একদল নাগরিকের প্রবেশ]

নাগরিকগণ। আমরা কৈফিয়ৎ চাই ; কৈফিয়ৎ না দিলে আমরা ছাড়ব না।

ব্রুটাস। বন্ধুগণ, তাহলে এস আমার সঙ্গে ; এবং ধৈর্য ধরে আমি যা বলি, শোন। ক্যাসিয়াস, জনতার একটা অংশ নিয়ে তুমি ঐ দিককার রাস্তার মোড়ে যাও। যারা আমার কথা শুনতে চায় তারা এখানেই থাকুক, আর যারা ক্যাসিয়াসের কথা শুনতে চায় তারা তার সঙ্গে যাক। সীজারের মৃত্যুর কারণ প্রকাশ্যেই

সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

প্রথম নাগরিক। আমি ব্রুটাসের ভাষণ শুনব।

দ্বিতীয় নাগরিক। আমি শুনব ক্যাসিয়াসের। দু'জনের কথা পৃথক ভাবে শুনে আমরা তাঁদের যুক্তিগুলো মিলিয়ে দেখব। (নাগরিকদের একটা অংশকে নিয়ে ক্যাসিয়াসের প্রস্থান। ব্রুটাসের বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ।)

তৃতীয় নাগরিক। মহামতি ব্রুটাস ভাষণ দিতে উঠেছেন, সবাই চুপ কর।

ব্রুটাস। রোমের অধিবাসীবৃন্দ, আমার স্বদেশবাসীগণ ও প্রিয়বন্ধুগণ। তোমরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমার কথা শোন। আমার বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝে তোমরা আমার কথা শোন, আর যাতে ভাল করে শুনতে পাও, তারজন্য চুপ করে থাক। আমার মর্যাদার খাতিরে আমার কথা বিশ্বাস কর, আর যাতে বিশ্বাস করতে পার, তার জন্য আমার মর্যাদার ওপর আস্থা রাখ। তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে তোমরা আমার কথা বিচার কর আর যাতে ভাল করে বিচার করতে পার, সেজন্য নিজের বুদ্ধিকে সজাগ রাখ। এই সভায় যদি এমন কেউ থাকে, যে সীজারের প্রিয়বন্ধু ছিল, তাকে আমি বলছি, সীজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালবাসা তাঁর চেয়ে এতটুকু কম ছিল না। যদি এ কথা শুনে সেই বন্ধুটি জানতে চান, তবে কেন ব্রুটাস সীজারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হল তা হলে তাঁকে আমি উত্তর দেব, সীজারকে যে আমি কম ভালবাসতাম তা নয়, কিন্তু রোমকে আমি তাঁর চেয়েও বেশি ভালবাসি। তোমরা কি এই চাও যে, সীজার বেঁচে থাকুন আর তোমরা ক্রীতদাস হয়ে থাক, না কি সীজারের মৃত্যু হোক, যাতে তোমরা স্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচতে পার? যেহেতু আমি সীজারের ভালবাসা পেয়েছিলাম, সেহেতু তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন করছি; যেহেতু তিনি ভাগ্যবান ছিলেন, সেজন্য আনন্দ প্রকাশ করছি; যেহেতু তিনি ছিলেন মহাবীর সেজন্য তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। —কিন্তু যেহেতু তিনি ক্ষমতালোভী ছিলেন সেজন্য তাঁকে আমি হত্যা করেছি। তাঁর ভালবাসার জন্য রয়েছে আমার অশ্রু, সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ, বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা—আর ক্ষমতাভিলাষের জন্য মৃত্যু। এখানে এমন হীনমনা ব্যক্তি কে আছে যে ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকতে চায়? যদি এমন কেউ থাকে, সে মুখ ফুটে বলুক সে কথা, তা হলে আমি তার কাছে অপরাধী। এমন বর্বর কে আছে এখানে যে রোমের নাগরিকের গর্ব চায় না? যদি কেউ থাকে, বল—কারণ, আমি তারই মনে ব্যথা দিয়েছি। এমন নীচ কে আছে এখানে যে তার স্বদেশকে ভালবাসে না? কেউ যদি থাকে বল—কারণ, আমি তার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছি। আমি তোমাদের উত্তরের প্রতীক্ষায় একটু অপেক্ষা করছি।

নাগরিকগণ। কেউ নেই ব্রুটাস, কেউ নেই।

ব্রুটাস। তাহলে আমি কারো মনেই আঘাত দিইনি। প্রয়োজন হলে আপনারা ব্রুটাসের প্রতি যে ব্যবহার করবেন—আমি সীজারের প্রতি তার থেকে বেশি কিছু করিনি। ক্যাপিটলে তাঁর মৃত্যুর কারণগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যেখানে তাঁর মহত্ত্ব সেখানে তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করা হয়নি; কিংবা যে অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তা অযথা অতিরঞ্জিত করা হয়নি। [সীজারের মৃতদেহসহ অ্যান্টনি ও অন্যান্যের প্রবেশ] ঐ যে, সীজারের মৃতদেহ বহন করে

নিয়ে আসছেন শোকার্ত মার্ক অ্যান্টনি। সীজারের মৃত্যুর ব্যাপারে যদিও তাঁর কোন হাত ছিল না, তবু তাঁর মৃত্যুর সুফল তিনিও ভোগ করবেন—সাধারণ-তন্ত্রে তিনিও একটি আসন পাবেন। অবশ্য তোমাদের মধ্যে কেই-বা তা না পাবে? এবার আমি এ কথাটা বলে বিদায় নিচ্ছি যে, রোমের মঙ্গলের জন্য আমি যেমন আমার প্রিয়তম বন্ধুকে হত্যা করেছি, তেমনি দেশের মঙ্গলের জন্য যখন আমার মৃত্যুর প্রয়োজন হবে, তখন এই একই ছুরিকা আমি আমার নিজের জন্যও ব্যবহার করব।

নাগরিকগণ। আপনি বেঁচে থাকুন, ব্রুটাস, চিরকাল বেঁচে থাকুন।

প্রথম নাগরিক। চল, শোভাযাত্রা করে ওঁর বাড়ী পর্যন্ত ওকে নিয়ে যাই।

দ্বিতীয় নাগরিক। ওঁর পূর্বপুরুষদের মত ও'রও একটা প্রতিমূর্তি তৈরী করা হোক।

তৃতীয় নাগরিক। উনিই সীজার হোন।

চতুর্থ নাগরিক। সীজারের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ব্রুটাসের মধ্যে সম্মানিত হোক।

প্রথম নাগরিক। তুমুল জয়ধ্বনি দিতে দিতে আমরা ওঁকে ওঁর বাড়ি নিয়ে যাব।

ব্রুটাস। হে আমার স্বদেশবাসিগণ—

দ্বিতীয় নাগরিক। চুপ, চুপ! ব্রুটাস কথা বলছেন।

প্রথম নাগরিক। এই, সব চুপ কর।

ব্রুটাস। প্রিয় দেশবাসিগণ, আমায় একাই চলে যেতে দাও, আর আমার খাতিরে তোমরা এখানে অ্যান্টনির কাছে থাক। সীজারের মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, আর আমাদের অনুমতিক্রমে সীজারের গুণকীর্তন করে মার্ক অ্যান্টনি যে ভাষণ দেবেন তা শোন। আমার বিশেষ অনুরোধ, অ্যান্টনির ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ যেন এ স্থান ত্যাগ না করে। [প্রস্থান

প্রথম নাগরিক। তাহলে এখানেই থাকা যাক। মার্ক অ্যান্টনি কি বলেন শোনা যাক।

তৃতীয় নাগরিক। তবে উনি মঞ্চের ওপর উঠুন; আমরা ও'র বক্তৃতা শুনব। হে মহানুভব অ্যান্টনি, আপনি মঞ্চে উঠুন।

অ্যান্টনি। ব্রুটাসের অনুগ্রহেই আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারছি। (মঞ্চে আরোহণ করলেন)

চতুর্থ নাগরিক। ব্রুটাসের সম্পর্কে উনি কি বললেন হে?

তৃতীয় নাগরিক। উনি বলছেন, ব্রুটাসের অনুগ্রহেই উনি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন।

চতুর্থ নাগরিক। এখানে ব্রুটাসের নিন্দা না করলেই উনি সুবুদ্ধির পরিচয় দেবেন

প্রথম নাগরিক। এই সীজার ছিলেন একজন স্বৈরাচারী।

তৃতীয় নাগরিক। না, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে রোম তাঁর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

দ্বিতীয় নাগরিক। চুপ কর! অ্যান্টনি কি বলেন তাই শোনা যাক।

অ্যান্টনি। বন্ধুগণ, রোমের অধিবাসিবৃন্দ, স্বদেশবাসিগণ—আপনারা আমার কথা শুনুন। আমি এসেছি সীজারকে সমাধিস্থ করতে, তাঁর গুণকীর্তন করতে নয়। মানুষের মৃত্যুর পর তার কুকীর্তি বেঁচে থাকে—কিন্তু গুণাবলী তার দেহ সমাধিস্থ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হয়; সীজারের ক্ষেত্রেও তাই হোক। মহামান্য ব্রুটাস আপনাদের বলেছেন—সীজার ক্ষমতালোভী ছিলেন; একথা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি গুরুতর অপরাধী ছিলেন; আর সেজন্য তাঁকে অতি গুরুতর দণ্ডও পেতে হয়েছে। ব্রুটাস ও অন্যান্যদের অনুমতিক্রমে আমি এখানে এসেছি সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলবার জন্য। ব্রুটাস একজন মহামান্য ব্যক্তি। এবং তাঁরা সবাই—সকলেই মহামান্য ব্যক্তি। সীজার ছিলেন আমার বন্ধু—আমার প্রতি অতি অকৃত্রিম ও উদার। কিন্তু ব্রুটাস বলছেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতালোভী, অবশ্য ব্রুটাস খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি। সীজার বহু যুদ্ধবন্দীকে রোমে নিয়ে এসেছেন; তাদের মুক্তিপণে রাজকোষ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এথেকে কি সীজারের ক্ষমতালিপ্সার কোন পরিচয় পাওয়া গেছে? দরিদ্ররা যখনি অশ্রুবিসর্জন করেছে, সীজারও তাদের সঙ্গে সঙ্গেই কেঁদেছেন। ক্ষমতালোভী মানুষের হৃদয় এর থেকে কঠিন উপাদানে গঠিত হওয়া উচিত। তবু ব্রুটাস বলছেন, তিনি নাকি ক্ষমতালোভী ছিলেন—অবশ্য ব্রুটাস একজন মহামান্য ব্যক্তি। আপনারা সকলেই দেখেছেন, লুপারক্যাল উৎসবের সময় আমি তিন তিনবার তাঁকে রাজমুকুট উপহার দিতে গেছি, কিন্তু তিনবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। একে কি ক্ষমতালিপ্সা বলে? তবুও ব্রুটাস বলেন, তিনি নাকি ক্ষমতালোভী ছিলেন—অবশ্য ব্রুটাস যে একজন মহামান্য ব্যক্তি তাতে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই। ব্রুটাসের কথার প্রতিবাদ করার জন্য আমি এ সব কথা বলছি না—শুধু আমি যেটুকু জানি তা-ই বলছি। আপনারা একসময়ে তাঁকে যে ভালবাসতেন তা নিশ্চয় অকারণে নয়। তবে আজ কি এমন ঘটেছে যে, আপনারা তাঁর মৃত্যুতে শোক-প্রকাশও করতে পারছেন না? হায়রে ন্যায়বিচার! তুমি আজ বন্যপশুদের হৃদয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ, তাই মানুষ তার বিচারবুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছে। আপনারা আমাকে মাফ করবেন, আমার আর বাক্যস্ফূরণ হচ্ছে না; একটু ধৈর্য ধরুন. আমার হৃদয় চলে গেছে সীজারের শবাধারের মধ্যে; যতক্ষণ না সেটা আমার কাছে আবার ফিরে আসে ততক্ষণ আমাকে নীরবতা অবলম্বন করতেই হবে।

প্রথম নাগরিক। মনে হচ্ছে, ওঁর কথার মধ্যে যেন যথেষ্ট যুক্তি আছে।

দ্বিতীয় নাগরিক। ব্যাপারটা যদি তুমি খুব ভাল করে ভেবে দেখ, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সীজারের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে।

তৃতীয় নাগরিক। তা যা বলেছ, বন্ধু। আমার তো মনে হয় যে তাঁর জায়গায় তাঁর চেয়েও খারাপ কেউ একজন এসে বসবে।

চতুর্থ নাগরিক। ওঁর কথাগুলো মন দিয়ে শুনেছ তো? তিনি রাজমুকুট নিতে চাননি। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি মোটেই ক্ষমতালোভী ছিলেন না।

প্রথম নাগরিক। তা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে এর জন্য দুষ্কৃতকারীদের অবশ্যই গুরুতর শাস্তি পেতে হবে।

দ্বিতীয় নাগরিক। আহা বেচারা! কেঁদে কেঁদে ওর চোখ দু'টো আগুনের মত লাল হয়ে গেছে।

তৃতীয় নাগরিক। রোমে অ্যান্টনির চেয়ে মহত্তর লোক আর কেউ নেই।

চতুর্থ নাগরিক। ওঁর দিকে চেয়ে দেখ, উনি আবার বলতে শুরু করেছেন।

অ্যান্টনি। গতকালও যে সীজারের মুখের একটি বাক্যে সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হতে পারত, আজ তিনিই—ঐ ওখানে পড়ে রয়েছেন; আজ এমন একজন হীনতম ব্যক্তিও নেই, যে তাঁর প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। বন্ধুগণ, আপনাদের হৃদয়ে ও মনে যদি রাগ ও বিদ্রোহ সঞ্চার করার ইচ্ছা আমার থাকত, তা হলে সেটা আমার পক্ষে হত ব্রুটাসের প্রতি অবিচার, ক্যাসিয়াসের প্রতি অবিচার। আর আপনারা সকলেই জানেন, এরা উভয়েই মহামান্য ব্যক্তি। আমি তাঁদের প্রতি কিছুতেই অন্যায় করব না; এমন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি অন্যায় করা অপেক্ষা ঐ মৃতদেহের প্রতি, আমার নিজের প্রতি, আপনাদের প্রতি অন্যায় করা আমার পক্ষে বরং সহজ। তবে এই দেখুন, সীজারের নামাঙ্কিত একটা পার্চমেন্ট কাগজ; তাঁর দানপত্র। এটা আমি তাঁর শয়নকক্ষে পেয়েছি। আমাকে ক্ষমা করবেন, এটা আপনাদের পড়ে শোনাবার ইচ্ছে আমার নেই; কারণ, একবার যদি জনসাধারণ এই দানপত্রের মর্ম জানতে পারে, তা হলে তারা ছুটে এসে সীজারের মৃতদেহের ক্ষতস্থানগুলো চুম্বন করবে—তাঁর পবিত্র রক্তে নিজ নিজ রুমাল ভিজিয়ে নেবে; আর হ্যাঁ, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর মাথার একটা করে চুল তারা চেয়ে নেবে—এবং মৃত্যুকালে নিজেদের দানপত্রে সেটার উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সেটা দিয়ে যাবে।

চতুর্থ নাগরিক। আমরা দানপত্রটা শুনতে চাই। মার্ক অ্যান্টনি, আপনি ওটা পড়ুন।

নাগরিকগণ। দানপত্র! দানপত্র! আমরা সীজারের দানপত্র শুনতে চাই।

অ্যান্টনি। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা ধৈর্য ধরুন। এটা আমি কিছুতেই পড়তে পারব না। সীজার যে আপনাদের কত ভালবাসতেন, তা আপনাদের না জানাই ভাল। আপনারা তো কাঠ নন, আপনারা তো পাথর নন, আপনারা মানুষ—আর মানুষ বলেই এই দানপত্রের কথা শুনলে আপনারা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, উন্মাদ হয়ে যাবেন। আপনারাই যে তাঁর উত্তরাধিকারী—এ কথা আপনাদের না জানাই ভাল। কারণ তা যদি জানতে পারেন, তাহলে, ওঃ! তা হলে তার যে কি পরিণাম হবে!

চতুর্থ নাগরিক। দানপত্রটা পড়ুন আপনি; অ্যান্টনি, আমরা দানপত্রটা শুনতে চাই। সীজারের দানপত্র আপনাকে পড়ে শোনাতেই হবে।

অ্যান্টনি। আপনারা একটু ধৈর্য ধরবেন কি? একটু অপেক্ষা করবেন? এখন দেখছি এ কথাটা আপনাদের না বলাই ভাল ছিল। আমার মনে হচ্ছে, যে সব মহামান্য ব্যক্তি তাঁদের ছুরিকার আঘাতে সীজারকে হত্যা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি অন্যায় করেছি!

চতুর্থ নাগরিক। তারা বিশ্বাসঘাতক। মহামান্য ব্যক্তি!

নাগরিকগণ। দানপত্র—দানপত্রটা আমরা শুনতে চাই।

দ্বিতীয় নাগরিক। ওরা সব শয়তান, খুনে। দানপত্র, দানপত্রটা পড়ুন।

অ্যান্টনি। তাহলে আপনারা আমাকে দানপত্রটা পড়তে বাধ্য করবেন? বেশ, তাহলে আপনারা সীজারের মৃতদেহের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ান; এই দানপত্র যিনি লিখেছেন, তাঁকে আগে দেখাই। আমি কি নেমে আসব? আপনারা কি অনুমতি দেবেন?

কয়েকজন নাগরিক। নেমে আসুন।
দ্বিতীয় নাগরিক। নামুন।
তৃতীয় নাগরিক। আপনি অবশ্যই নেমে আসবেন। (অ্যান্টনি নেমে এলেন)
চতুর্থ নাগরিক। একটা বৃত্ত রচনা কর ; গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াও।
প্রথম নাগরিক। শবাধার থেকে সরে দাঁড়াও ; মৃতদেহ থেকে দূরে থাক।
দ্বিতীয় নাগরিক। অ্যান্টনিকে—মহামতি অ্যান্টনিকে জায়গা ছেড়ে দাও।
অ্যান্টনি। না না, অমন করে আমার ঘাড়ের ওপর পড়বেন না ; দূরে সরে দাঁড়ান।
নাগরিকগণ। পিছে সরে দাঁড়াও, জায়গা ছাড়, পিছিয়ে এস।
অ্যান্টনি। আপনাদের চোখে যদি অশ্রু থাকে, তবে এবার তা বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হন। এই গাত্রাবরণটা আপনারা সকলেই চেনেন। প্রথম যেদিন সীজার এটা গায়ে দেন, সেদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। সে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—তিনি তখন তাঁর শিবিরে—সেদিনই তিনি নার্ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। চেয়ে দেখুন, এখানে ক্যাসিয়াসের ছুরিকা বিদ্ধ হয়েছিল, আর দেখুন প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্যাস্‌কা কতবড় একটা গর্ত করেছে এখানে ; আর এটার ভিতর দিয়েই প্রিয়বন্ধু ব্রুটাস ছুরিকাঘাত করেছিলেন। তারপর তিনি যখন তাঁর অভিশপ্ত ছুরিকাখানা টেনে বের করে নিয়েছিলেন, তখন, লক্ষ্য করে দেখুন—সীজারের শোণিতধারা তার পিছে পিছে বেরিয়ে এসেছিল, যেন বাইরে ছুটে এসে কৃতনিশ্চয় হতে চেয়েছিল একি সত্যি ব্রুটাস, না অন্য কেউ। কেননা, আপনারা সকলেই জানেন, ব্রুটাস ছিলেন সীজারের নয়নের মণি। হে দেবগণ, তোমরাই বিচার কর, সীজার তাঁকে কত ভালবাসতেন। এটাই হল সব থেকে নির্মম আঘাত। কারণ, মহামতি সীজার যখন তাঁকে আঘাত করতে দেখলেন, তখন বিশ্বাসঘাতকদের অস্ত্রের চেয়েও যা তীক্ষ্ণতর, সেই অকৃতজ্ঞতাই তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল ; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহাবল হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। তখন গাত্রবাসে মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করে মহামতি সীজার পম্পির প্রতিমূর্তির পদতলে ঢলে পড়লেন ; ততক্ষণে প্রতিমূর্তির গা রক্তে ভেসে গেছে। হে আমার দেশবাসিগণ, কি মহাপতনই না সেখানে হল ! তার সঙ্গে সঙ্গে আমার, আপনার—আমাদের সবারি পতন হল, আর রক্তপিপাসু বিশ্বাসঘাতকের দল আমাদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করল। ওঃ ! আপনারা কাঁদছেন। বুঝতে পারছি, করুণায় আপনাদের হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। এ হচ্ছে সমবেদনার অশ্রুধারা। হে সহৃদয় বন্ধুগণ, শুধুমাত্র সীজারের গাত্রাবরণটিকে ছিন্নভিন্ন দেখেই আপনারা কাঁদছেন ? তাহলে এই দেখুন, স্বয়ং সীজারকে দেখুন—কিভাবে বিশ্বাসঘাতকেরা আঘাতে আঘাতে তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছে।
প্রথম নাগরিক। ওঃ ! কি মর্মান্তিক দৃশ্য !
দ্বিতীয় নাগরিক। হায়, মহামতি সীজার !
তৃতীয় নাগরিক। ওঃ ! কি দুঃখের দিন।
চতুর্থ নাগরিক। ওঃ ! বিশ্বাসঘাতক শয়তানের দল !
প্রথম নাগরিক। ওঃ ! কি ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত দৃশ্য !
দ্বিতীয় নাগরিক। আমরা এর প্রতিশোধ চাই।

নাগরিকগণ। প্রতিশোধ চাই। বেরিয়ে পড়। খুঁজে বার কর। পুড়িয়ে দাও। আগুন লাগাও। খুন কর। হত্যা কর। একজন বেইমানও যেন বেঁচে না থাকে।

অ্যান্টনি। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা একটু থামুন।

প্রথম নাগরিক। চুপ কর সবাই। মহান অ্যান্টনির কথা শোন।

দ্বিতীয় নাগরিক। আমরা ওঁর কথাই শুনব, ওঁরই অনুগমন করব, ওঁর সঙ্গেই মরব।

অ্যান্টনি। প্রিয় বন্ধুগণ, স্নেহের বন্ধুগণ, আমি আপনাদের এরকমভাবে আকস্মিক বিদ্রোহের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে চাই না। যাঁরা এ কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই মাননীয় ব্যক্তি; কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ তাঁদের একাজে প্ররোচিত করেছে কিনা, হায়, তা আমি জানি না। তারা সকলেই জ্ঞানী এবং মাননীয়, আমার স্থির বিশ্বাস, আপনাদের সব প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তর তাঁরা দিতে পারবেন। বন্ধুগণ, আমি এখানে আপনাদের মনোহরণ করতে আসিনি। আমি ব্রুটাসের মত সুবক্তা নই। কিন্তু, আপনারা তো আমাকে জানেন—আমি সাধাসিধে ধরনের স্পষ্টবক্তা মানুষ; তবে আমার বন্ধুকে আমি ভালবাসি। আর, যাঁরা আমাকে সীজারের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁরাও এ কথাটা ভাল করেই জানেন। কারণ, মানুষের রক্ত তাতিয়ে তুলতে আমার না আছে বুদ্ধি, না আছে শব্দসম্ভার, না আছে যোগ্যতা! তাছাড়া অঙ্গভঙ্গি, বাকচাতুর্য, বাগ্মিতা—এর কোনটাই আমার নেই। আমি যা বলি, তা সোজা-সুজিই বলি। আমি আপনাদের সে কথাই বলছি—যা আপনারা নিজেরাই জানেন। সীজারের দেহের ক্ষতস্থানগুলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি; ঐ করুণ বাক্যহীন মুখগুলোই আমার বক্তব্য বলে যাক। কিন্তু আমি যদি ব্রুটাস হতাম, এবং ব্রুটাস হতেন অ্যান্টনি, তাহলে সেই অ্যান্টনি আপনাদের হৃদয় এমনভাবে আলোড়িত করে তুলত, সীজারের প্রতিটি ক্ষতস্থানে এমন বাক্‌শক্তি দিত যে রোম নগরীর পাথরগুলো পর্যন্ত জেগে উঠত এবং বিদ্রোহ করত।

নাগরিকগণ। আমরা বিদ্রোহ করব।

প্রথম নাগরিক। আমরা ব্রুটাসের বাড়ি পুড়িয়ে দেব।

তৃতীয় নাগরিক। তা হলে বেরিয়ে পড়। চল ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করি।

অ্যান্টনি। হে স্বদেশবাসিগণ, তবু আমার একটা কথা শুনুন, আমি যা বলতে চাইছি শুনুন।

নাগরিকগণ। চুপ কর। মহামান্য অ্যান্টনি কি বলছেন শোন।

অ্যান্টনি। বন্ধুগণ, আপনারা যে কি করতে যাচ্ছেন, তা নিজেরাই জানেন না। কি কারণে সীজার আপনাদের এতখানি ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছেন, হায়, সে কথা আপনারা জানেন না। তাহলে আমিই আপনাদের তা বলে দিচ্ছি। আমি যে দানপত্রের উল্লেখ করেছিলাম, সে কথা আপনারা ভুলে গেছেন।

নাগরিকগণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। সেই দানপত্রটা। আমরা সবাই অপেক্ষা করব সেই দানপত্রটা শোনার জন্য।

অ্যান্টনি। সীজারের শীলমোহরাঙ্কিত এই সেই দানপত্র। প্রত্যেক লোককে, রোমের প্রতিটি নাগরিককে তিনি পঁচাত্তর 'ড্রাকমা' করে দিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয় নাগরিক। কি মহানুভব ছিলেন সীজার! আমরা তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই।

তৃতীয় নাগরিক। হায়, রাজপ্রতিম সীজার!

অ্যান্টনি। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন।

নাগরিকগণ। এই, সব চুপ।

অ্যান্টনি। এ ছাড়া তাঁর সমস্ত প্রমোদকানন, তাঁর নিজস্ব কুঞ্জবন, নব-রোপিত ফুলের বাগান—তাইবার নদীর এপারে অবস্থিত সবকিছুই তিনি দিয়ে গেছেন। আপনারা এবং আপনাদের উত্তরাধিকারীরা চিরকাল স্বচ্ছন্দে এই সব সাধারণ বিহার ভূমিতে চিত্তবিনোদনের জন্য বিচরণ করতে পারবেন। এই ছিলেন সীজার ; এমন মানুষ কি আর কখনো হবে ?

প্রথম নাগরিক। না, না, আর কখনো হবে না। চলে এস সব, চলে এস। পবিত্র স্থানে আগে তাঁর মৃতদেহ দাহ করব ; তারপর সেই চিতার জ্বলন্ত কাঠ দিয়েই আমরা বেইমানদের বাড়ি ঘরে আগুন লাগাব। এস, মৃতদেহ তুলে নাও।

দ্বিতীয় নাগরিক। যাও, আগুন নিয়ে এস।

তৃতীয় নাগরিক। বেঞ্চিগুলো সব উল্টে ফেল।

চতুর্থ নাগরিক। জানালাগুলো, আসবাবপত্র—যা পাও সব তছ্‌নছ্‌ করে দাও।

[মৃতদেহ নিয়ে নাগরিকদের প্রস্থান

অ্যান্টনি। এইবার কাজ শুরু হয়ে যাক। হে ধ্বংসের দেবী, তোমাকে তো জাগ্রত করে দিয়েছি—এখন তুমি যা খুশি তাই করতে থাক : [জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ কিরে কি খবর ?

ভৃত্য। হুজুর, অক্‌টেভিয়াস ইতিমধ্যেই রোমে এসে পৌঁছেছেন।

অ্যান্টনি। তিনি এখন কোথায় ?

ভৃত্য। তিনি এবং লেপিডাস্‌ সীজারের বাড়িতে আছেন।

অ্যান্টনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি সরাসরি সেখানেই যাচ্ছি। ঠিক যখন তাঁকে চেয়েছি, তখনি তিনি এসে পড়েছেন। ভাগ্যদেবী দেখছি সুপ্রসন্না। তাঁর এই ভাব বজায় থাকতে থাকতে, তিনি আমাদের সব কিছুই দিয়ে যেতে পারেন।

ভৃত্য। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে রোমের ফটক পার হয়ে গেছেন।

অ্যান্টনি। বোধহয় তারা, আমি রোমের জনসাধারণকে কিভাবে খেপিয়ে তুলেছি—সে কথা জানতে পেরেছে। আমাকে অক্‌টেভিয়াসের কাছে নিয়ে চল। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। রাজপথ

[কবি সিন্নার প্রবেশ]

সিন্না। গতরাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি যেন সীজারের সঙ্গে বসে ভোজ খাচ্ছি। নানা অশুভ চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বাড়ির বাইরে আসার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না, তবু যেন কোন অশুভ শক্তি আমায় বাইরে টেনে আনল। [নাগরিকগণের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক। তোমার নাম কি ?

দ্বিতীয় নাগরিক। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

তৃতীয় নাগরিক। তুমি কোথায় থাক ?

চতুর্থ নাগরিক। তুমি কি বিবাহিত, না অবিবাহিত ?

দ্বিতীয় নাগরিক। আমাদের প্রত্যেককে সোজা উত্তর দাও।

প্রথম নাগরিক। হ্যাঁ, আর সংক্ষেপে।

চতুর্থ নাগরিক। হ্যাঁ, এবং বেশ বুদ্ধিমানের মত।

তৃতীয় নাগরিক। হ্যাঁ, আর সত্যি বলবে—যদি নিজের ভাল চাও।

সিন্না। আমার নাম কি? কোথায় যাচ্ছি? বাড়ি কোথায়? আমি বিবাহিত না অবিবাহিত? তাহলে প্রত্যেকের প্রশ্নের সোজাসুজি, সংক্ষিপ্ত, বুদ্ধিমানের মত এবং সত্য উত্তর দিতে গিয়ে বলছি, আমি অবিবাহিত।

দ্বিতীয় নাগরিক। তার মানে তুমি বলতে চাও যে, যারা বিয়ে করে তারা নির্বোধ? আমার মনে হয় এজন্য তোমাকে আমার হাতে একটা ঘুষি খেতে হবে। আচ্ছা বলে যাও—সোজাসুজি বল।

সিন্না। সোজা কথা, আমি সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যাচ্ছি।

প্রথম নাগরিক। বন্ধু হিসেবে, না শত্রু হিসেবে?

সিন্না। বন্ধু হিসেবে।

দ্বিতীয় নাগরিক। এ ব্যাপারে সোজাসুজি উত্তর দিয়েছে।

চতুর্থ নাগরিক। তোমার বাড়ির ব্যাপারটা, সংক্ষেপে বল।

সিন্না। সংক্ষেপেই বলছি—আমি ক্যাপিটলের পাশেই থাকি।

তৃতীয় নাগরিক। আপনার নামটা কি মশায়? সত্যি করে বলুন।

সিন্না। সত্যি বলছি, আমার নাম সিন্না।

প্রথম নাগরিক। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল ওকে! ও একজন ষড়যন্ত্রকারী।

সিন্না। আমি কবি সিন্না; আমি কবি সিন্না।

চতুর্থ নাগরিক। ওকে ওর যাচ্ছেতাই কবিতার জন্য টুকরো টুকরো করে ফেল; টুকরো টুকরো করে ফেল ওকে ওর বদ কবিতার জন্য।

সিন্না। আমি ষড়যন্ত্রকারী সিন্না নই।

চতুর্থ নাগরিক। তাতে কিছু যায় আসে না, ওর নাম তো সিন্না; ওর নামটা হৃৎপিণ্ড থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তারপর ওকে ছেড়ে দাও।

তৃতীয় নাগরিক। ছিঁড়ে ফেল ওকে, টুকরো টুকরো করে ফেল। মশাল নিয়ে এস, জ্বলন্ত মশাল; তারপর চল ব্রুটাসের বাড়িতে, ক্যাসিয়াসের বাড়িতে। সব জ্বালিয়ে দাও; কয়েকজন ডিসিয়াসের বাড়িতে যাও, কয়েকজন ক্যাস্‌কার বাড়িতে। আর কয়েকজন যাও লাইগেরিয়াসের বাড়িতে। চল, এগিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রোম; অ্যান্টনির বাড়ী

[অ্যান্টনি, অক্‌টেভিয়াস ও লেপিডাসের প্রবেশ]

অ্যান্টনি। তাহলে এ ক'জনের মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত; এদের চিহ্নিত করা হয়ে গেছে।

অক্‌টেভিয়াস। তোমার ভাইকেও মরতে হবে। তুমি রাজী আছ লেপিডাস?

লেপিডাস। আমি রাজী আছি—।

অক্‌টেভিয়াস। অ্যান্টনি, ওর নামটা চিহ্নিত করে নাও।

লেপিডাস। এই শর্তে মার্ক অ্যান্টনি যে, তোমার ভগ্নীর পুত্র পাবলিয়াসকেও মরতে হবে।

অ্যান্টনি। সে বাঁচবে না, এই দেখ, একটা দাগ দিয়ে আমি তাকে শেষ করে দিলাম। কিন্তু লেপিডাস, তুমি একবার সীজারের বাড়িতে যাও; দান পত্রখানা এখানে নিয়ে এস। তারপর আমরা বুঝে দেখব, দেয় সামগ্রীর কতটা কাটছাঁট করা যায়।

লেপিডাস। এখানেই কি তোমাদের আবার দেখা পাব?

অকটেভিয়াস। হয় এখানে, নয়তো ক্যাপিটলে থাকব। [লেপিডাসের প্রস্থান

অ্যান্টনি। এ লোকটা একেবারে অপদার্থ, কোন গুণ নেই। ও শুধু হুকুম তামিল করতে পারে। সাম্রাজ্যকে যখন তিন ভাগ করা হবে, তখন তার এক অংশ কি ওকে ছেড়ে দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে?

অকটেভিয়াস। তুমিই তো ওকে যোগ্য বলে ভেবেছিলে। এমন কি আমাদের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা ও শাস্তির দণ্ড কাদের ওপর জারি করা হবে, সে বিষয়েও তুমিই তো ওর ভোট নিয়েছিলে।

অ্যান্টনি। অকটেভিয়াস, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশি। বহু জঘন্য কাজের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদিও আমরা ঐ লোকটার ওপর এইসব মর্যাদা আরোপ করছি, তবু গাধার স্বর্ণভার বহন করার মতই ও সেগুলো বহন করবে আর গোঁ গোঁ করতে করতে ঘর্মাক্ত অবস্থায়, আমরা ওকে যেদিকে চালাব, সেদিকে ছুটে যাবে। তারপর, আমাদের অভীপ্সিত স্থানে ধনসম্পত্তি নিয়ে এসে, ওর ভার নামিয়ে নিয়ে ওকে আমরা ছেড়ে দেব। তখন ও ভারমুক্ত গাধার মত দু'কান নাড়তে নাড়তে নিজে নিজে চরে বেড়াবে।

অকটেভিয়াস। তোমার যা অভিরুচি তুমি তাই করতে পার; তবে লোকটা বিচক্ষণ ও সাহসী যোদ্ধা।

অ্যান্টনি। আমার ঘোড়াটাও তো তাই, অকটেভিয়াস। এবং সে কারণেই তো তার জন্য প্রচুর দানাপানির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। একে আমি শিক্ষা দিই কি করে লড়াই করতে হয়, কখন ঘুরতে হয়, কখন থামতে হয়, আবার কখন সোজা দৌড়াতে হয়। তার দৈহিক গতিবিধি আমার মানসিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন কোন দিক থেকে লেপিডাসও সে রকম। ওকে শেখাতে হবে, গড়ে তুলতে হবে, তারপর কাজে লাগাতে হবে। লোকটা একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন; ওর একমাত্র উপজীব্য হল পরের খারিজ করা, ফেলে দেওয়া জিনিসের অনুকরণ। অপরের কাছে যা বস্তাপচা, পুরানো হয়েগেছে—তাই নিয়েই ওর জীবনের সূত্রপাত। ওকে একটা আয়ত্তাধীন যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভেব না। এইবার শোন অকটেভিয়াস, অনেক গুরুতর খবর আছে। ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস সৈন্য সংগ্রহ করছে; আমাদের এখনি ওদের বাধা দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের মিত্র বাহিনীকে সজ্ঞবদ্ধ করতে হবে; আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের খোঁজ করতে হবে; আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমাদের এখনি একত্রে বসে পরামর্শ করে গুপ্ত ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় ও প্রত্যক্ষ বিপদ প্রতিহত করার সুনিশ্চিত পন্থা স্থির করতে হবে।

অকটেভিয়াস। তবে তাই করা যাক। কারণ, আমরা এখন যূপকাষ্ঠে বাঁধা পড়েছি; চারদিকে শত্রুদের চেঁচামেচি। আর আমার তো মনে হয়, যারা মুখে হাসছে, ভিতরে ভিতরে তারা আমাদের প্রবল শত্রু। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। সার্ডিসের নিকটবর্তী ছাউনি ; ক্রটাসের শিবিরের সামনে

[দামামা ধ্বনি ; ক্রটাস, লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস ও সৈন্যগণের প্রবেশ ; বিপরীত দিক থেকে পিণ্ডেরাসের প্রবেশ। কিছুদূরে লুসিয়াস দাঁড়িয়ে।]

ক্রটাস। কে ওখানে, দাঁড়াও।

লুসিলিয়াস। কে ওখানে, সঙ্কেত শব্দ বল। দাঁড়াও।

ক্রটাস। ব্যাপার কি লুসিলিয়াস ? ক্যাসিয়াস কি আসছে ?

লুসিলিয়াস। হ্যাঁ, তিনি কাছে এসে পড়েছেন। পিণ্ডেরাস এসেছে তার প্রভুর হয়ে আপনাকে অভিবাদন জানাতে। (পিণ্ডেরাস একটা চিঠি দিল)

ক্রটাস। সে আমাকে বেশ ভাল ভাবেই অভিবাদন জানিয়েছে। পিণ্ডেরাস, হয় তোমার প্রভুর নিজের মনের কোন পরিবর্তন হওয়ায়, নয়তো কোন দুষ্টবুদ্ধি কর্মচারীর পরামর্শে তিনি যে কাজ করেছেন, আমার বলবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তা তার না করাই উচিত ছিল। যাই হোক, তিনি যখন নিজেই আসছেন, তখন নিশ্চয় তিনি আমাকে সবকিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন।

পিণ্ডেরাস। আমার কোন সন্দেহই নেই যে, আমার মাননীয় প্রভু যে সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য, নিজেকে তিনি সেভাবেই প্রমাণ করবেন।

ক্রটাস। তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে না ; একটা কথা লুসিলিয়াস, আমাকে বেশ বুঝিয়ে বলতো, কিভাবে সে তোমাকে অভ্যর্থনা করেছিল ?

লুসিলিয়াস। যথেষ্ট ভদ্রতা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে ; তবে ওঁর কাছ থেকে আগে আমরা যে অন্তরঙ্গ আচরণ এবং অকপট ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেতাম, তা এবার পাইনি।

ক্রটাস। তুমি এমন এক বন্ধুর কথা শোনালে যার প্রাণের উত্তাপ শীতল হয়ে আসছে। এটা সব সময় মনে রেখ লুসিলিয়াস, ভালবাসা যখন ক্ষীণ ও জীর্ণ হয়ে আসে তখনি তা কৃত্রিম সৌজন্যের রূপ ধারণ করে। সহজ, স্বাভাবিক ভালবাসার মধ্যে কোন কৌশলের স্থান নেই। এমন অনেক ঘোড়া আছে যাদের লাগাম ধরলেই তারা খুব উদ্দীপনা প্রকাশ করে এবং তেজীয়ান মনে হয়, কিন্তু পাদকন্টকের আঘাতে যখন তাদের রক্তাক্ত হয়ে প্রাণপণে দৌড়বার কথা, তখন তারা তাদের গ্রীবাদেশ অবনত করে কপট অকর্মণ্য ঘোড়ার মত নিস্তেজ হয়ে পড়ে ; ভণ্ড মানুষগুলোও ঠিক তেমনি। ওর সৈন্যবাহিনীও কি আসছে ? (নেপথ্যে কুচকাওয়াজের শব্দ)

ক্রটাস। ঐ শোন ! সে এসে গেছে। চল, ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। [ক্যাসিয়াস ও সৈন্যদের প্রবেশ

ক্যাসিয়াস। কে ওখানে ? দাঁড়াও।

ক্রটাস। তুমি দাঁড়াও। প্রত্যেকে সংকেত শব্দ বল।

প্রথম সৈনিক। দাঁড়াও।

দ্বিতীয় সৈনিক। দাঁড়াও।

তৃতীয় সৈনিক। দাঁড়াও।

ক্যাসিয়াস। মহানুভব বন্ধু, তুমি আমার প্রতি অবিচার করেছ।

ক্রটাস। হে দেবগণ, তোমরাই বিচার কর, আমি কি কখনো শত্রুর প্রতিও অবিচার করি ? আর তা যদি না হয়, তাহলে আমি কিভাবে আমার প্রিয় বন্ধুর প্রতি অবিচার করতে পারি ?

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, তোমার এই গাম্ভীর্যভরা মূর্তির পিছনে অনেক অন্যায় লুকিয়ে আছে ; এবং তুমি যখন তা কর—

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াস, নিজেকে সংযত কর। তোমার নালিশ আস্তে আস্তে বল। আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি। আমাদের দু'জনের সৈন্য দলের সামনে, আমাদের পারস্পরিক প্রীতি ছাড়া আর কিছুই প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। তাদের সামনে আমাদের ঝগড়া করা শোভা পায় না। ওদের এখান থেকে সরে যেতে হুকুম দাও ; তারপর, ক্যাসিয়াস, আমার শিবিরে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমার যত অভিযোগ আছে, সব শুনব।

ক্যাসিয়াস। পিণ্ডেরাস, আমাদের সেনানায়কদের হুকুম দাও, তারা তাদের অধীন বাহিনীগুলোকে এখান থেকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাক।

ব্রুটাস। লুসিয়াস, তুমিও তাই কর। আর আমাদের কথাবার্তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই আমাদের শিবিরে ঢুকতে দেবে না। লুসিলিয়াস এবং টিটিনিয়াস আমাদের দরজায় পাহারা দিক। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। সার্ডিসের নিকটবর্তী শিবির : ব্রুটাসের তাঁবুর ভিতরে

[ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের প্রবেশ]

ক্যাসিয়াস। তুমি যে আমার প্রতি অন্যায় করেছ, তার প্রমাণ হচ্ছে, সার্ডিসের অধিবাসীদের কাছ থেকে ঘুষ নেবার অপরাধে তুমি লুসিয়াস পেল্লাকে তিরস্কৃত ও দণ্ডিত করেছ। লোকটিকে আমি চিনি বলে, এ ব্যাপারে তার পক্ষ নিয়ে তোমাকে যে কটা অনুরোধপত্র লিখেছিলাম, তুমি তা অগ্রাহ্য করেছ।

ব্রুটাস। এ রকম একটা ব্যাপারে তোমার চিঠি লেখাটাই অন্যায় হয়েছে।

ক্যাসিয়াস। যে রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় কাটাতে হচ্ছে, তাতে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি অপরাধের জন্য খুঁত ধরে বেড়ানটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্রুটাস। তবে বলি শোন ; ক্যাসিয়াস, হাত পেতে পয়সা নিয়ে অযোগ্য লোককে চাকরী দেবার ব্যাপারে বাজারে তোমারও যথেষ্ট বদনাম আছে।

ক্যাসিয়াস। আমি হাত পেতে ঘুষ নিই! তুমি জান যে তুমি ব্রুটাস, তাই এমন কথা বলতে পারলে ; নইলে দেবতাদের নামে শপথ নিয়ে বলছি, এটাই হত তোমার অন্তিম উক্তি।

ব্রুটাস। ক্যাসিয়াসের নাম এই অন্যায়কে মর্যাদা দিয়েছে ; এবং যে জন্যই উচিত দণ্ডদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ক্যাসিয়াস। দণ্ড!

ব্রুটাস। মার্চ মাসের কথা মনে কর ; মার্চ মাসের আইড্‌স উৎসবের দিনটার কথা। ন্যায়ের জন্যই কি সেদিন মহান সীজারকে প্রাণ দিতে হয়নি ? ন্যায় ছাড়া, অন্য কিছুর জন্য তাঁর দেহ স্পর্শ করেছিল, তাঁকে ছুরিকাঘাত করেছিল— এমন দুরাত্মা কে ছিল ? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবকে আমরা হত্যা করেছি, শুধু তিনি তস্করদের সমর্থন করতেন বলে। সেই আমরা—আমাদের মধ্যে কেউ কি আজ ঘৃণ্য উৎকোচের স্পর্শে নিজেদের হাতের আঙুলগুলো কলঙ্কিত করব ? যে তুচ্ছ বস্তু মুঠোর মধ্যে এমনি করে ধরা যায়, তারই বিনিময়ে কি আমাদের আত্মমর্যাদার ঐশ্বর্য বিকিয়ে দেব ? এমন রোমান হওয়ার থেকে আমি বরং একটা কুকুর হয়ে চাঁদের দিকে ঘেউ ঘেউ করতেও রাজী আছি।

ক্যাসিয়াস। দেখ ব্রুটাস, আমার দিকে চেয়ে তুমি ঘেউ ঘেউ কোর না; আমি তা সহ্য করব না। তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছ, তাই আমার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে চাইছ। আমি একজন যোদ্ধা—তোমার থেকে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি; চাকরিতে লোক নিয়োগের শর্ত নির্ধারণ করাব ব্যাপারেও তোমার চেয়ে আমি বেশি যোগ্য।

ব্রুটাস। যাও, তোমার সে যোগ্যতা নেই ক্যাসিয়াস।

ক্যাসিয়াস। নিশ্চয়ই আছে।

ব্রুটাস। আমি বলছি, নেই।

ক্যাসিয়াস। আমাকে আর উত্তেজিত কোর না, তাহলে আমি নিজেকে সংযত করতে পারব না। নিজের মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রেখে আমাকে আর ক্ষেপিও না।

ব্রুটাস। চলে যাও এখান থেকে, একটা অপদার্থ কোথাকার।

ক্যাসিয়াস। এও কি সম্ভব!

ব্রুটাস। আমি কি বলছি, শোন। তুমি কি মনে কর, তোমার ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখে আমাকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে? নাকি, একটা পাগলের চোখ রাঙানি দেখে আমাকে ভয়ে কাঁপতে হবে?

ক্যাসিয়াস। হায় দেবগণ! আমাকে এসবও সহ্য করতে হবে!

ব্রুটাস। হ্যাঁ, সহ্য করতে হবে; আরো বেশি সহ্য করতে হবে। যত খুশী রাগ, তোমার ঐ দর্পিত হৃদয় যতক্ষণ না ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় ততক্ষণ রাগ। যাও, তোমার ভৃত্যদের গিয়ে মেজাজ দেখাও, তোমার ক্রীতদাসেরা তোমার মেজাজ দেখে ভয়ে কাঁপুক। তা বলে আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হব? তোমার মেজাজ মাফিক চলব? তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী উঠব, বসব? দেবতাদের নামে শপথ নিয়ে বলছি, তোমার এই রাগের বিষ তোমার নিজেকেই হজম করতে হবে; তাতে যদি তুমি ফেটে মরেও যাও—সেও ভাল। আর আজ থেকে আমি তোমার এই রাগকে কৌতুক হিসেবে, উপহাসের বস্তু হিসেবে গ্রহণ করব।

ক্যাসিয়াস। কি, এতদূর!

ব্রুটাস। তুমি বললে, তুমি আমার থেকে ভাল যোদ্ধা। বেশ, সবাইকে সেটা দেখিয়ে দাও। তোমার আস্ফালনের সত্যতা প্রমাণ কর; আমি তাতে খুশীই হব। আমার কথা যদি বল, তাহলে মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে আমি সবসময়ই প্রস্তুত।

ক্যাসিয়াস। সবদিক থেকে তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছ; ব্রুটাস, আমাকে তুমি মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ। আমি বলেছি আমি প্রবীণতর যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠতর নয়। আমি কি 'শ্রেষ্ঠতর' কথাটা বলেছিলাম?

ব্রুটাস। যদি বলেই থাক, তা আমি গ্রাহ্য করি না।

ক্যাসিয়াস। সীজার যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তিনিও আমাকে এভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে সাহস পেতেন না।

ব্রুটাস। থাম, থাম! তুমিও তাঁকে এভাবে ক্ষেপাতে সাহস পেতে না।

ক্যাসিয়াস। আমি সাহস পেতাম না!

ব্রুটাস। না।

ক্যাসিয়াস। কি, তাকে খোঁচা দেবার সাহস আমার হত না?

ব্রুটাস। না, হত না; প্রাণের ভয়েই হত না।

ক্যাসিয়াস। আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই বলে তুমি যা খুশী তা বোল না; তাহলে হয়তো এমন কিছু করে বসব যার জন্য আমাকে নিজেকেই পরে অনুতাপ করতে হবে।

ব্রুটাস। তুমি যা করেছ, তারজন্য তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। শোন ক্যাসিয়াস, তোমার ভীতিপ্রদর্শন আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না; কারণ, সততার আবরণে আমি এমনভাবে সুরক্ষিত যে, মৃদু বাতাসের মত ওসব আমার গায়ের ওপর থেকে বয়ে যায়—আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করি না। কিছু অর্থের জন্য আমি তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা দিতে অস্বীকার করেছ। আমি তো অসৎ উপায়ে অর্থসংগ্রহ করতে পারি না। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি বরং আমার হৃদপিণ্ডটাকে টুকরো টুকরো করে মুদ্রায় পরিণত করব, এক একটা দ্রাকমার জন্য এক এক ফোঁটা করে রক্তপাত করব, তবু অসৎ উপায়ে চাষীদের খেটে খেটে কড়া-পড়া হাত থেকে অর্থের মত তুচ্ছ বস্তু আদায় করব না। আমার সৈন্যদের মাইনে দেবার জন্য আমি তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা দাও নি। এটা কি ক্যাসিয়াসের যোগ্য কাজ হয়েছিল? কাইয়াস ক্যাসিয়াসকে কি আমি কখনো এরকম উত্তর দিতে পারতাম? মার্কাস ব্রুটাস যেদিন এতটা অর্থলোভী হয়ে উঠবে যে, সে আর বন্ধুদের প্রয়োজনেও সামান্য অর্থ না দিয়ে তা চাবিবদ্ধ করে রাখবে, সেদিন, হে দেবগণ, তোমাদের সব বজ্র নিয়ে তৈরী থেকো—তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলো।

ক্যাসিয়াস। আমি তোমাকে অর্থ দিতে মোটেই অস্বীকার করিনি।

ব্রুটাস। হ্যাঁ, করেছ।

ক্যাসিয়াস। না, করিনি। যে লোকটা তোমার কাছে আমার উত্তর নিয়ে এসেছিল সে একটা নির্বোধ। ব্রুটাস, তুমি আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছ। বন্ধুর উচিত বন্ধুর দোষ-ত্রুটি ধৈর্য সহকারে সহ্য করা; কিন্তু ব্রুটাস, তুমি আমার দুর্বলতা-গুলোকে অতিরঞ্জিত করে তুলছ।

ব্রুটাস। যতক্ষণ না সেটা তুমি আমার ওপর প্রয়োগ করেছ—ততক্ষণ আমি তা করিনি।

ক্যাসিয়াস। তুমি আমাকে মোটেই ভালবাস না।

ব্রুটাস। তোমার দোষগুলোকে আমি ভালবাসি না।

ক্যাসিয়াস। একজন সত্যকার বন্ধুর চোখ কখনোই এসব দোষ দেখতে পেতনা।

ব্রুটাস। সেগুলো যদি অলিম্পাস পর্বতের মত বিশালাকারও হত, তবু চাটুকারদের চক্ষু তা দেখতে পেতনা।

ক্যাসিয়াস। তা হলে এস অ্যান্টনি, তরুণ অক্টেভিয়াস, তোমরা এস। একমাত্র ক্যাসিয়াসের ওপরই তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কারণ, ক্যাসিয়াসের নিজের জীবনের ওপরই বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তার প্রিয়বন্ধু তাকে ঘৃণা করে, ভাই অবজ্ঞা করে—ক্রীতদাসের মত সে তিরস্কৃত হয়; তার সমস্ত দোষ-ত্রুটি সযত্নে রক্ষিত হয়। স্মৃতি-পত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, বার বার পড়া হয়, মুখস্থ করে ফেলা হয়—তারপর সেগুলোর জন্য তাকে

ভর্ৎসনা করা হয়। হায়, যদি এমন কান্নাই আমি কাঁদতে পারি যে, আমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত অশ্রু হয়ে বেরিয়ে যাবে! এই নাও আমার ছুরিকা, আর এই আমার উন্মুক্ত বক্ষ। এর ভেতরে যে হৃদয় আছে, তার মূল্য প্লুটাসের রত্নখনির থেকেও বেশি, সোনার চেয়েও দামী। তুমি যদি সাচ্চা রোমান হও তা হলে তা উপড়ে তুলে নাও। তোমাকে যদি অর্থ দিতে অস্বীকার করে থাকি, তা হলে এখন হৃদয় দিচ্ছি—নাও। সীজারকে যে ভাবে বিদ্ধ করেছিলে, আমাকেও তেমনভাবে কর। কারণ আমি জানি, সীজারকে তুমি যখন সবথেকে বেশি ঘৃণা করেছ, তখনো তাকে যতটা ভালবাসতে, ক্যাসিয়াসকে কখনো তুমি ততটুকুও ভালবাসনি।

ব্রুটাস। তোমার ছুরিকা কোষবদ্ধ কর। এরপর তুমি যখন খুশী রেগে উঠতে পার, আমার কাছ থেকে আর কোন বাধা পাবে না; তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। তুমি অপমান করলে সেটাকে আমি তোমার খামখেয়ালীপনা বলে গণ্য করব। হায় ক্যাসিয়াস, তুমি যার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছ, সে একটা নিরীহ মেষশাবক মাত্র। তার ক্রোধ চকমকির মত; প্রবল আঘাত পেলে মুহূর্তের জন্য একটা স্ফুলিঙ্গ বের হয়, পরক্ষণেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ক্যাসিয়াস। ক্যাসিয়াস কি এই জন্যই এতদিন বেঁচে ছিল যে, সে যখন দুঃখ ও মনঃপীড়ার নিপীড়নে অধীর হয়ে উঠেছে, তখন তার বন্ধু তাকে তামাসা ও উপহাসের পাত্র ভাববে?

ব্রুটাস। আমি যখন তোমাকে ওকথা বলেছিলাম, তখন আমার মেজাজ ঠিক ছিল না।

ক্যাসিয়াস। তুমি এ কথা স্বীকার করছ? তা হলে এস, হাতে হাত দাও।

ব্রুটাস। এই সঙ্গে আমার আন্তরিক প্রীতিও দিচ্ছি।

ক্যাসিয়াস। আর, ব্রুটাস—

ব্রুটাস। কি বলছ?

ক্যাসিয়াস। ব্রুটাস, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই আকস্মিক ক্রোধ প্রবণতা যখন আমাকে আত্মহারা করে তোলে, তখন কি তুমি তোমার ভালবাসার জোরে আমাকে ক্ষমা করতে পার না?

ব্রুটাস। পারি ক্যাসিয়াস। আর এখন থেকে যখনি তুমি তোমার ব্রুটাসের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখনি সে তোমার তিরস্কারকে তোমার মায়ের তিরস্কার মনে করে তোমার কথার কোন প্রতিবাদ করবে না।

কবি। (নেপথ্যে) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ভিতরে গিয়ে সেনাপতিদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওঁদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য হয়েছে; ওঁদের একা থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

লুসিলিয়াস। (নেপথ্যে) তোমাকে কিছুতেই ওদের কাছে যেতে দেওয়া হবে না।

কবি। (নেপথ্যে) মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

[কবির প্রবেশ। পিছে পিছে লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস ও লুসিয়াসের প্রবেশ।

ক্যাসিয়াস। ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

কবি। হে সেনাপতিদ্বয়, ধিক তোমাদের! তোমরা ঝগড়া করছ কেন?

তোমাদের থেকে বয়সে আমি অনেক বড় যে,
সন্দেহ নেই কোন;

মহান তোমরা, বাঁধা রবে ভালবাসার ডোরে,
যা বলছি তাই শোন।

ক্যাসিয়াস। হাঃ, হাঃ, হাঃ। কি জঘন্য মিল।

ব্রুটাস। এই, এখান থেকে চলে যা। ভাগ, পাজি কোথাকার।

ক্যাসিয়াস। আহা, ব্রুটাস, ওকে ভর্ৎসনা কোর না; ওর চাল-চলনই ঐ রকম।

ব্রুটাস। আমি ওর ন্যাকামি সহ্য করতে রাজী আছি, যদি ও সময় বুঝে তা করে। যুদ্ধের সময় এমন মিল-খোঁজা আহম্মককে নিয়ে আমরা কি করব? ওহে বাপু, এখান থেকে সরে পড়।

ক্যাসিয়াস। যাও, যাও, চলে যাও। [কবির প্রস্থান

ব্রুটাস। লুসিলিয়াস, টিটিনিয়াস, তোমরা সেনাপতিদের বল গিয়ে যে, আজ রাত্রে তাদের সৈন্যবাহিনী কোথায় থাকবে তারা যেন তার ব্যবস্থা করে।

ক্যাসিয়াস। তারপর মেসালাকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ফিরে আসবে। [লুসিলিয়াস ও টিটিনিয়াসের প্রস্থান

ব্রুটাস। লুসিয়াস, একপাত্র সুরা নিয়ে এস।

ক্যাসিয়াস। তুমি যে এত রেগে যেতে পার তা আমার জানা ছিল না।

ব্রুটাস। আমার হৃদয় বহু দুঃখে জর্জরিত।

ক্যাসিয়াস। আকস্মিক বিপদ-আপদে যদি তোমার মত লোক বিহ্বল হয়ে পড়ে, তা হলে তো তুমি তোমার দার্শনিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করছ বলা চলে না।

ব্রুটাস। আমার থেকে বেশি দুঃখ সহ্য করতে কেউ পারেনা। পোর্শিয়া আর নেই।

ক্যাসিয়াস। কি। পোর্শিয়া?

ব্রুটাস। সে মারা গেছে।

ক্যাসিয়াস। তা হলে তোমাকে অমন করে ক্ষেপিয়ে তুলেও আমি বেঁচে রইলাম কি ভাবে? কি দুঃসহ ও মর্মান্তিক ক্ষতিই যে হল। কি রোগে মারা গেল সে?

ব্রুটাস। আমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পেরে, এবং তরুণ অক্‌টেভিয়াস ও মার্ক অ্যান্টনি একত্রিত হয়ে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে দেখে,—দুঃখে। তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে এই খবর আসে; তাই শুনে সে উন্মাদ হয়ে যায়, এবং তার দাসদাসীরা কেউ যখন ছিল না তখন সে জলন্ত অঙ্গার খায়।

ক্যাসিয়াস। এ ভাবেই তাঁর মৃত্যু হল?

ব্রুটাস। হ্যাঁ, এ ভাবেই।

ক্যাসিয়াস। হায় অমর দেবগণ, এ তোমরা কি করলে?

[সুরা ও প্রদীপ সহ লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

ব্রুটাস। থাক তার কথা আর তুলনা। আমাকে এক পাত্র সুরা দাও। ক্যাসিয়াস, তোমার প্রতি আমার সব নির্মমতা আমি এর মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি। (সুরাপান)

ক্যাসিয়াস। তোমার এই মহান উক্তির জন্য আমার হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। ঢেলে যাও লুসিয়াস, যতক্ষণ না পেয়ালা ভরে ওঠে সুরায়। ব্রুটাসের প্রীতি আমি বেশি মাত্রায় পান করতে পারছি না। (সুরাপান)

[লুসিয়াসের প্রস্থান। মেসেলাকে সঙ্গে নিয়ে টিটিনিয়াসের পুনঃ প্রবেশ

ব্রুটাস। এই যে টিটিনিয়াস, ভিতরে এস। স্বাগত বন্ধু মেসেলা। এবার এস, এই মশালটার চারদিকে পাশাপাশি বসে আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্পর্কে

আলোচনা করা যাক।

ক্যাসিয়াস। পোর্শিয়া, তুমি কি সত্যই চলে গেলে ?

ব্রুটাস। তোমাকে অনুরোধ করছি, ও কথা আর বোল না। মেসালা এই দেখ আমি কতকগুলা চিঠিপত্র পেয়েছি। এতে লেখা আছে তরুণ অক্‌টেভিয়াস ও মার্ক অ্যান্টনি বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের লক্ষ্য ফিলিপ্পি।

মেসালা। আমিও ঠিক ঐ মর্মে কতকগুলো চিঠিপত্র পেয়েছি।

ব্রুটাস। তাতে কি নতুন খবর কিছু আছে ?

মেসালা। এই খবর আছে যে, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ও বিধি-বহিষ্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের সাহায্যে অক্‌টেভিয়াস, অ্যান্টনি ও লেপিডাস সেনেটের একশত সদস্যকে হত্যা করেছে।

ব্রুটাস। এইখানে তোমার চিঠি ও আমার চিঠির মর্ম ঠিক মিলছে না। আমার চিঠিতে আছে তাদের দণ্ডঘোষণার ফলে সেনেটের সত্তর জন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সিসারো।

ক্যাসিয়াস। একজন সিসারো !

মেসালা। সিসারো মৃত। ঐ মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার ফলেই তিনি নিহত হয়েছেন। হে প্রভু, আপনি কি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কোন পত্র পেয়েছেন ?

ব্রুটাস। না, মেসালা।

মেসালা। আপনি যে সব চিঠি পেয়েছেন তাতে তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছুই লেখেনি ?

ব্রুটাস। না মেসালা, কিছুই নেই।

মেসালা। ব্যাপারটা তো আমার কাছে বড় রহস্যজনক বলে ঠেকছে।

ব্রুটাস। একথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছ ? তোমার চিঠিপত্রে কি তার সম্বন্ধে কোন খবর পেয়েছ ?

মেসালা। না মানাবর।

ব্রুটাস। তুমি রোমের নাগরিক—আমার কাছে সত্য কথা বল।

মেসালা। তবে রোমের নাগরিকের মতই আপনি আমার সত্য কথা সহ্য করুন। তিনি যে মারা গেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মরণ হয়েছে বড় বিচিত্রভাবে।

ব্রুটাস। তাহলে বিদায়, পোর্শিয়া! বিদায়! আমাদের সকলেরই একদিন তো মৃত্যু হবে মেসালা! একদিন না একদিন তাকে মরতে হতোই—এই কথা চিন্তা করে এখন তার মৃত্যুসংবাদ সহ্য করবার মত ধৈর্য আমাকে সংগ্রহ করতে হবে।

মেসালা। এইভাবেই মহৎ ব্যক্তিদের মহৎ ক্ষতি সহ্য করা উচিত।

ক্যাসিয়াস। তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়ে এই ধৈর্য তোমার যতখানি আছে আমারও ঠিক ততখানিই আছে ; কিন্তু তবু আমার অন্তর এ ক্ষতি এমনভাবে সহ্য করতে পারত না।

ব্রুটাস। এবার তাহলে প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ করা যাক। এখনি সসৈন্যে ফিলিপ্পি অভিমুখে যাত্রা করা সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

ক্যাসিয়াস। আমার মনে হয় না যে এটা ভাল হবে।

ব্রুটাস। কি কারণে একথা বলছ ?

ক্যাসিয়াস। বলছি এই কারণে যে শত্রুরা যদি আমাদের খুঁজে বেড়ায় তবে সেটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। তার ফলে তাদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে, তাদের সৈন্যদলও ক্লান্ত হয়ে পড়বে—তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করবে। এদিকে আমরা চুপ্‌ করে বসে থাকার ফলে বিশ্রাম পাব—আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা—দুইই অক্ষুন্ন থাকবে।

ব্রুটাস। তোমার যুক্তিগুলো ভাল ; তবে আরো ভাল যুক্তির কাছে তাদের হার মানতেই হবে। ফিলিপ্পি ও এই স্থানের মধ্যবর্তী জনগণ কেবলমাত্র বাধ্য হয়ে আমাদের সমর্থন করছে ; অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের অর্থাদি দিয়ে সাহায্য করছে। শত্রু যখন তাদের মধ্য দিয়ে আসবে তখন তাদের জনবল বৃদ্ধি পাবে, এবং এইভাবে নতুন সৈন্যসংগ্রহের ফলে শত্রুপক্ষ পুনরুজ্জীবিত হবে, উৎসাহিত হবে। কিন্তু আমরা যদি এইসব স্থানীয় জনগণকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে ফিলিপ্পিতে শত্রুর সম্মুখীন হই, তাহলে তাদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে।

ক্যাসিয়াস। আমার একটা কথা শোন, ভাই।

ব্রুটাস। অনুগ্রহ করে আমার কথা শেষ করতে দাও।—এছাড়া এটাও তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে যে, আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তা আমরা সব পেয়েছি। আমাদের সৈন্যবাহিনী পূর্ণশক্তি লাভ করেছে ; আমাদের এখনি যুদ্ধে নেমে পড়া উচিত। শত্রুর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে ; কিন্তু আমরা শক্তির শীর্ষে পৌঁছে গেছি—এইবার আমাদের অবনতির পালা। মানুষের জীবনে একটা জোয়ারের সময় আসে ; জীবনের জোয়ারে তরী ভাসাতে পারলে সৌভাগ্যের বন্দরে গিয়ে ঠিক পৌঁছন যায়, কিন্তু সে সুযোগ ছেড়ে দিলে সমগ্র জীবনযাত্রা বালুচরে আটকে গিয়ে শোচনীয় পরিণতি লাভ করে। এই রকম জোয়ারের সমুদ্রে আমরা এখন ভাসছি। স্রোত যখন অনুকূল আছে, তখনি তা আমাদের কাজে লাগান প্রয়োজন—নইলে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

ক্যাসিয়াস। তোমার যখন তাই ইচ্ছে তখন তাই হোক। আমরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে ফিলিপ্পিতে ওদের সম্মুখীন হব।

ব্রুটাস। কথা বলতে বলতে রাত্রি গভীর হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন তো উপেক্ষা করার উপায় নেই ; সুতরাং আমরা অল্প একটু বিশ্রাম নিই। আর কারো কিছু বলবার নেই তো ?

ক্যাসিয়াস। না, আর কিছুই নেই। বিদায়। কাল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা এখান থেকে রওনা হব।

ব্রুটাস। লুসিয়াস। [লুসিয়াসের প্রবেশ।] আমার রাতের পোষাক। [লুসিয়াসের প্রস্থান।] বিদায়, মেসেলা। নমস্কার টিটিনিয়াস। আর মহান ক্যাসিয়াস, বিদায়—রাত্রে যেন তোমার সুনিদ্রা হয়।

ক্যাসিয়াস। হে প্রিয়বন্ধু, আজকের রাত্রিটা বড় খারাপভাবে আরম্ভ হয়েছিল আমাদের। আর যেন কখনো আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন বিরোধ না বাধে। এমন যেন আর না হয় ব্রুটাস।

ব্রুটাস। এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে।

ক্যাসিয়াস। বিদায়, মহিমময়।

ব্রুটাস। বিদায়, প্রিয়বন্ধু আমার।

টিটিনিয়াস ও মেসালা। শুভরাত্রি, মহামান্য ব্রুটাস।

ব্রুটাস। তোমাদের প্রত্যেকে আমার বিদায়-সম্ভাষণ গ্রহণ কর। [ক্যাসিয়াস, টিটিনিয়াস ও মেসালার প্রস্থান। রাতের পোষাক নিয়ে লুসিয়াসের পুনঃপ্রবেশ]। —পোষাকটা আমাকে দে। তোর বীণাটা কোথায় ?

লুসিয়াস। এই তাঁবুর মধ্যেই আছে।

ব্রুটাস। কি'রে, তোর যে ঘুমে কথা জড়িয়ে আসছে। আহা বেচারা, তোরই বা দোষ কি—অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আছিস্ তুই। ক্লডিয়াসকে আর আমার চাকরদের ডেকে দে—গদি-বালিশ দেব, ওরা আমার তাঁবুর মধ্যেই শুয়ে থাকবে!

লুসিয়াস। ভ্যারো! ক্লডিয়াস! [ভ্যারো ও ক্লডিয়াসের প্রবেশ

ভ্যারো। হুজুর কি ডাকছেন ?

ব্রুটাস। আজ আমার একটা কথা রাখ তোরা; আজ আমার তাঁবুতেই শুয়ে ঘুমো। হয়তো আমাকে শীঘ্রই তোদের ডেকে তুলে আমার বন্ধু ক্যাসিয়াসের কাছে কোন জরুরী কাজে পাঠাতে হতে পারে।

ভ্যারো। আপনি যদি চান, তবে আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় জেগে দাঁড়িয়ে থাকব।

ব্রুটাস। না না, তোদের জেগে থাকতে হবে না। তোরা শুয়ে পড়্। আমি হয়তো মত বদলাতে পারি।—ওরে লুসিয়াস, এই দেখ্, যে বইখানা তখন অত খুঁজ-ছিলাম এখন সেখানা পেয়েছি! রাতের পোষাকের পকেটের মধ্যে এটা রেখে দিয়েছিলাম। (ভ্যারো ও ক্লডিয়াস শুয়ে পড়ল)

লুসিয়াস। হুজুর যে ওখানা আমাকে দেননি, আমি তা জানতাম।

ব্রুটাস। লক্ষীছেলে। তোকে কষ্ট দিচ্ছি বলে তুই কিছু মনে করিস না, আমার বড় বেশি ভুল হয়। তোর ঘুম জড়ান চোখ দুটো কিছুক্ষণ মেলে রেখে আমাকে তোর বীণায় দু-একটা সুর বাজিয়ে শোনাতে পারবি ?

লুসিয়াস। আপনি যদি চান, তাহলে নিশ্চয় পারব, হুজুর।

ব্রুটাস। ওরে তাই কর। তোকে বড় বেশি খাটাই! কিন্তু তোরও তো খাটার যথেষ্ট ইচ্ছে আছে।

লুসিয়াস। এ তো আমার কর্তব্য, হুজুর।

ব্রুটাস। তোর যা সাধ্যের অতীত এমন কর্তব্য তোকে দিয়ে আমি করাতে চাই না। আমি জানি, ছেলেমানুষদের বিশ্রামের খানিকটা সময় চাই-ই।

লুসিয়াস। হুজুর, আমি এরি মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি।

ব্রুটাস। বেশ করেছিস্। আবার তুই ঘুমোবার সময় পাবি। আমি তোকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। যদি বেঁচে থাকি, তোর প্রতি আমি সদ্ব্যবহারই করব। (বাদ্যধ্বনি ও সঙ্গীত: একসময় লুসিয়াস ঘুমিয়ে পড়ল) সুরটা ঘুমপাড়ানি সুর। হে নিদ্রাদেবী, আমার এই তরুণ অনুচরটি তোমাকে সঙ্গীত শোনাচ্ছে, আর তুমি কিনা তাকেই তোমার তন্দ্রাদণ্ডের আঘাতে অভিভূত করে ফেললে ?—আচ্ছা, তাহলে বিদায়। তোকে জাগিয়ে তুলে তোর ওপর আর উৎপীড়ন করব না। যদি ঘুমের ঘোরে তোর মাথা হেলে যায়, তাহলে

হাতের বাদ্যযন্ত্রটা ভেঙে যেতে পারে—ওটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি। বিদায়!—দেখি, বইখানা দেখি! যে পর্যন্ত পড়ে রেখে দিয়েছিলাম সেখানে পাতা মুড়ে রাখিনি, না? এই তো মনে হচ্ছে সেই জায়গাটা [সীজারের প্রেতাত্মার প্রবেশ] আলোটা কি রকম মিট মিট করে জ্বলছে!—একি! এ কে আসছে? মনে হচ্ছে আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এই ভয়াবহ ছায়ামূর্তিকে সৃষ্টি করেছে! এ যে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!—তুমি কি সত্যই কোন দেহধারী? তুমি কি কোন দেবতা, কোন দেবদূত, না শয়তান—যার ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে; মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। উত্তর দাও—তুমি কে?

প্রেতাত্মা। তোমার দুষ্টগ্রহ, ব্রুটাস!

ব্রুটাস। কেন তুমি এসেছো?

প্রেতাত্মা। ফিলিপ্পিতে তুমি আমার দেখা পাবে—এই কথা বলতে এসেছি।

ব্রুটাস। ওঃ! তাহলে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে?

প্রেতাত্মা। হ্যাঁ, ফিলিপ্পিতে।

ব্রুটাস। বেশ। তাহলে ফিলিপ্পিতেই দেখা করব। [প্রেতাত্মার অন্তর্ধান] মনের বল যেমনি ফিরে পেয়েছি অমনি তুমি অন্তর্হিত হয়ে গেলে। অশুভ প্রেতমূর্তি, তোমার সঙ্গে আরও কিছু কথা বলতে চাইছিলাম। —এই লুসিয়াস! ভ্যারো! ক্লডিয়াস! জেগে ওঠ্ তোরা সব। এই ক্লডিয়াস!

লুসিয়াস। হুজুর, তারগুলো বেসুরো হয়ে গেছে।

ব্রুটাস। ও ভাবছে, ও বুঝি এখন ওর বীণা বাজাচ্ছে। ওরে তুই জেগে ওঠ্! লুসিয়াস।

লুসিয়াস। হুজুর?

ব্রুটাস। তুই অমন করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন লুসিয়াস, স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?

লুসিয়াস। কৈ হুজুর—চেঁচিয়েছি নাকি? আমি তো কিছু টের পাইনি।

ব্রুটাস। হাঁ, চেঁচিয়েছিলি। তুই কি কিছু দেখতে পেয়েছিস্?

লুসিয়াস। না, হুজুর!

ব্রুটাস। তাহলে তুই আবার ঘুমো লুসিয়াস। এই ক্লডিয়াস! (ভ্যারোর প্রতি) আর তুই—জেগে ওঠ্।

ভ্যারো। হুজুর?

ক্লডিয়াস। হুজুর,

ব্রুটাস। তোরা ঘুমের মধ্যে অমন করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন রে?

ভ্যারো ও ক্লডিয়াস। চেঁচিয়েছি নাকি, হুজুর?

ব্রুটাস। হ্যাঁ।—তোরা কিছু দেখতে পেয়েছিস্?

ভ্যারো। না, হুজুর, আমি কিছু দেখিনি।

ক্লডিয়াস। আমিও দেখিনি, হুজুর।

ব্রুটাস। তোরা আমার ভাই ক্যাসিয়াসের কাছে চলে যা। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে বল্‌বি, তিনি যেন ভোরবেলা তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আগে আগে চলে যান, আমরা তাঁর পিছু পিছু যাব।

ভ্যারো ও ক্লডিয়াস। যে আজ্ঞে হুজুর! [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ফিলিপ্পির প্রান্তর।

[সৈন্যবাহিনীসহ অক্‌টেভিয়াস ও অ্যান্টনির প্রবেশ।]

অক্‌টেভিয়াস। এইবার, অ্যান্টনি, আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। তুমি বলেছিলে, শত্রুপক্ষ নেমে আসবে না, ওরা পাহাড়-পর্বত আর অধিত্যকা অঞ্চলেই অপেক্ষা করবে। কিন্তু দেখলে তো তা হল না। তাদের সৈন্যবাহিনী কাছে এসে পড়েছে। তারা ফিলিপ্পিতেই আমাদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে চায়। আমরা তাদের যুদ্ধে আহ্বান করার আগেই তারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

অ্যান্টনি। তা নয়, আমি ওদের মন বুঝি—ওরা কেন এরকম করছে তা আমি জানি। আসলে ওরা অন্য কোথাও যেতে পারলেই খুশী হত। মুখে সাহস, কিন্তু মনে ভয় নিয়ে ওরা এগিয়ে আসছে। ওদের উদ্দেশ্য হল, ওদের সামরিক তৎপরতা দেখিয়ে আমাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া যে, ওরা খুব সাহসী। কিন্তু আসলে তা নয়। [একজন দূতের প্রবেশ

দূত। সেনাপতিগণ, প্রস্তুত হন। শত্রুরা বীরদর্পে এগিয়ে আসছে, তাদের রক্তপতাকা তারা আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের এখনি কিছু করা দরকার।

অ্যান্টনি। অক্‌টেভিয়াস, সমতলক্ষেত্রের বাঁ দিক দিয়ে ধীরে ধীরে তুমি এগিয়ে যাও।

অক্‌টেভিয়াস। আমি যাব ডান দিক দিয়ে, তুমি বাঁ দিক দিয়ে এগোও।

অ্যান্টনি। এই বিপদের সময় কেন তুমি আমার কথার ওপর কথা বলছ ?

অক্‌টেভিয়াস। আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছি না—তবে আমি এই-ই করব।

[কুচকাওয়াজের শব্দ। দামামাধ্বনি। সৈন্যবাহিনীসহ ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের প্রবেশ ; সঙ্গে লুসিয়াস, টিটিনিয়াস, মেসালা ও আরো অনেকে।]

ব্রুটাস। ওরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ; আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ক্যাসিয়াস। টিটিনিয়াস, স্থির হয়ে দাঁড়াও। আমাদের এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে হবে।

অক্‌টেভিয়াস। মার্ক অ্যান্টনি, যুদ্ধের সংকেত প্রদান করব কি ?

অ্যান্টনি। না সীজার, ওরা আক্রমণ করলে তবে আমরা প্রতি-আক্রমণ করব। এগিয়ে চল, ওদের সেনাপতিরা কিছু বলতে চায়।

অক্‌টেভিয়াস। সংকেত না পেলে এক পা-ও নড়বে না কেউ।

ব্রুটাস। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, তোমরা তাহলে হাতাহাতি লড়াইয়ের আগে একটু কথা কাটাকাটি করতে চাও—তাই না ?

অক্‌টেভিয়াস। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা তোমার মত কাজের চেয়ে কথা বেশি ভালবাসি।

ব্রুটাস। দেখ অক্‌টেভিয়াস, নিষ্ঠুর আঘাতের চেয়ে মিষ্ট কথা ভাল।

অ্যান্টনি। কিন্তু ব্রুটাস, তুমি নিষ্ঠুর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্ট কথা বলে থাক। 'স্বাগত সীজার, দীর্ঘজীবী হন!'—এই কথা বলতে বলতেই তুমি সীজারের বক্ষঃস্থলে যে গভীর ছুরিকাঘাত করেছিলে, সেইটাই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

ক্যাসিয়াস। অ্যান্টনি, তোমার অস্ত্রাঘাতের ধরণ-ধারণ অবশ্য এখনো সকলেরই অজ্ঞাত ; কিন্তু তোমার মুখের কথাগুলো—আহা, তারা যেন হিবলার মৌমাছি-

দের সব মধু চুরি করে তাদের মধুহীন করে রেখে এসেছে।

অ্যান্টনি। তাদের হুল-হীন করে নয়তো?

ব্রুটাস। হাঁ, তাও বটে। তাছাড়া তাদের নীরব করেও রেখে এসেছে। কারণ অ্যান্টনি, তুমি তাদের গুঞ্জনধ্বনিও চুরি করে এনেছ, এবং তাই শত্রুতা করার আগে বেশ বিজ্ঞের মত ভয় দেখাচ্ছ।

অ্যান্টনি। ওরে শয়তানের দল; যখন তোদের ঘৃণ্য ছুরিকাগুলো সীজারের দেহে বিদ্ধ হবার সময় পরস্পরের সংঘাতে ঝন্ ঝন্ করে উঠেছিল, তখন তোরা তো তাও করিস্‌নি। তোরা তখন বাদরের মত দাঁত বের করে হেসেছিলি, কুকুরের মত সোহাগ দেখিয়েছিলি, ক্রীতদাসের মত নতজানু হয়ে সীজারের পদচুম্বন করেছিলি,—আর পাজী ক্যাস্‌কা তখন নেড়িকুত্তার মত চুপি চুপি পিছন থেকে সীজারের স্কন্ধে ছুরিকা মেরেছিল। —হীন তোষামুদের দল কোথাকার।

ক্যাসিয়াস। কি, আমরা চাটুকার।—দেখ ব্রুটাস, এরজন্য তুমিই দায়ী। ক্যাসিয়াসের কথা অনুযায়ী যদি কাজ হত, তাহলে এই লোকটার জিভ এমনভাবে আমাদের অপমান করবার সুযোগ পেত না।

অক্‌টেভিয়াস। এস, এস, এখন আসল কাজ শুরু করা যাক। তর্ক-বিতর্কের ফলে গা দিয়ে শুধু ঘামই ঝরে; কিন্তু হাতে-কলমে তার প্রমাণ দিতে গেলে তা রক্তবিন্দুতে পরিণত হয়। এই দেখ—ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে এই আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করলাম। এ তরবারি আবার কখন কোষবদ্ধ হবে বলে তোমার মনে হয়? যতদিন পর্যন্ত সীজারের দেহের তেত্রিশটি আঘাত-চিহ্নের প্রতিটির জন্য প্রতিহিংসা নেওয়া সম্পূর্ণ না হয়, কিংবা যতদিন পর্যন্ত আর এক সীজার বিশ্বাসঘাতকদের তরবারিতে নিহত না হচ্ছে—ততদিন পর্যন্ত।

ব্রুটাস। সীজার, বিশ্বাসঘাতকদের হাতে তোমার কিছুতেই মৃত্যু হতে পারে না, যদি না তুমি তাদের সঙ্গে করে এনে থাক।

অক্‌টেভিয়াস। আমিও তাই আশা করি। ব্রুটাসের তরবারিতে প্রাণ দেবার জন্য আমার জন্ম হয়নি।

ব্রুটাস। ওহে বালক, তুমি যদি তোমার বংশের মহত্তম মানুষও হতে, তাহলেও তার চেয়ে বেশি গৌরবের মৃত্যু তোমার হত না।

ক্যাসিয়াস। ওটা একটা গোঁয়ার, বিদ্যালয়ের ছাত্র, এ গৌরবের সে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; আর তার সঙ্গে জুটেছে একটা নট, একটা লম্পট লোক।

অ্যান্টনি। সেই ক্যাসিয়াস—এখনো ঠিক আগের মতই আছে।

অক্‌টেভিয়াস। এস অ্যান্টনি, আমরা যাই চল।—ওরে বিশ্বাসঘাতকের দল, তোদের মুখের সামনেই আমরা তোদের যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি। আর যুদ্ধ করবার সাহস যদি তোদের থাকে, তবে রণক্ষেত্রে আয়। আর তা যদি না থাকে তবে যখন খুশী আসিস। [অক্‌টেভিয়াস, অ্যান্টনি ও তাঁদের সৈন্যবাহিনীর প্রস্থান

ক্যাসিয়াস। তবে আর কি। এইবার উঠুক ঝড়, জাগুক তুফান,—চলুক তরী ভেসে। ঝঞ্ঝাবার্তা শুরু হয়ে গেছে—এইবার সর্বস্ব পণ করে লড়াইয়ের পালা।

ব্রুটাস। ওহে লুসিলিয়াস, শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

লুসিলিয়াস। (এগিয়ে এসে) কি বলছেন, হুজুর (ব্রুটাস ও লুসিলিয়াসের মধ্যে কথোপকথন।)

ক্যাসিয়াস। মেসালা!

মেসালা। (এগিয়ে এসে) কি আদেশ সেনাপতি ?

ক্যাসিয়াস। মেসালা, আজ আমার জন্মদিন—এমনি এক দিনেই ক্যাসিয়াসেরও জন্ম হয়েছিল। আমার হাতে হাত দাও, মেসালা; সাক্ষী থাক—পম্পির মত, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি বাধ্য হচ্ছি, এই একটিমাত্র যুদ্ধের ফলাফলের ওপর আমাদের স্বাধীনতার ঝুঁকি আরোপ করতে। তুমি জান, এপিকিউরাস ও তাঁর মতবাদে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি শুভাশুভ-নির্দেশক লক্ষণগুলিতে আমি এখন আংশিকভাবে বিশ্বাস করি! সার্ডিস্ থেকে আসবার সময় দু'টো বিরাটাকার ঈগল পাখি আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদের প্রধান পতাকার ওপর বসেছিল। সেখানে বসেই তারা আমাদের সৈন্যদের হাতে করে দেওয়া খাদ্য খেয়ে পেট ভরাত। ফিলিপ্পি পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল; আজ সকালে তারা উড়ে চলে গেছে; আর তাদের জায়গায় যত দাঁড়কাক, পাতিকাক আর চিল এসে আমাদের মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে, আর আমাদের দিকে নিচু হয়ে তাকাচ্ছে—যেন আমরা তাদের মুমূর্ষু শিকার। তাদের ছায়া যেন একটা প্রাণঘাতী চন্দ্রাতপ রচনা করেছে; আর তারই নীচে আমাদের সৈন্যবাহিনী যেন আসন্ন মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে।

মেসালা। এসব জিনিষ মোটেই বিশ্বাস করবেন না।

ক্যাসিয়াস। আমি মাত্র এর কিছুটাই বিশ্বাস কবি; কারণ আমার অন্তরে উৎসাহ আছে; দৃঢ়ভাবে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হতে আমি বদ্ধপরিকর।

ব্রুটাস। তাহলে লুসিলিয়াস, ঐ কথাই রইল।

ক্যাসিয়াস। শোন, মহামহিম ব্রুটাস, দেবতারা আজ আমাদের প্রতি যদি প্রসন্ন হন, তাহলে আমরা যুদ্ধের শেষে শান্তিতে পরস্পরের বন্ধু হিসাবে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনযাপন করতে পারব। কিন্তু মানুষের জীবনের সবকিছুই তো অনিশ্চিত; সুতরাং সব থেকে খারাপ যা ঘটতে পারে, তাই ঘটবে বলে ধরে নেওয়া যাক। যদি আমরা এই যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহলে আমাদের দু'জনের মধ্যে এই শেষ আলাপ-আলোচনা। সে ক্ষেত্রে তুমি কি করবে বলে স্থির করেছ ?

ব্রুটাস। যে দার্শনিক যুক্তির বলে আমি কোটোর আত্মহত্যাকে সমর্থন করি না, সেই নীতির সাহায্যেই আমি সংকল্প করেছি—নিজেকে ধৈর্যবলে বলীয়ান করে তুলব; যে সব মহান শক্তি আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে থাকে তাদের বিধি-বিধানের জন্য প্রতীক্ষা করব। কারণ, কেন জানি না, আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে, তার ভয়ে এমনভাবে অকালে জীবনসূত্র ছিন্ন করে ফেলাটা হবে অত্যন্ত কাপুরুষোচিত কাজ।

ক্যাসিয়াস। এই যুদ্ধে যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে তুমি কি শত্রুদের দ্বারা রোমের রাজপথে জয়যাত্রার বন্দী হিসাবে পরিচালিত হতে রাজি আছ ?

ব্রুটাস। না ক্যাসিয়াস, না। তুমি রোমের সুসন্তান; তুমি একথা কখনো ভেব না যে ব্রুটাস কখনো বন্দীদশায় রোমে ফিরে যাবে। তার মন এত নীচ নয় যে সে এ অপমান সহ্য করতে পারবে। কিন্তু মার্চ মাসের আইড্‌সের দিনে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, আজ তারই পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমাদের আবার সাক্ষাৎ

হবে কিনা তা আমি জানি না ; সুতরাং তুমি আমার শেষ বিদায় গ্রহণ কর— বিদায় ক্যাসিয়াস, বিদায়। চিরকালের জন্য বিদায়। আবার যদি আমাদের দেখা হয়—বেশ তো। তখন আবার সৌভাগ্যের হাসি হাসব। আর যদি তা না হয়, তাতেও ক্ষতি নেই—বিদায়টা ভাল ভাবেই নেওয়া থাকল।

ক্যাসিয়াস। বিদায় ব্রুটাস, বিদায়। চিরকালের জন্য বিদায়। যদি আবার দেখা হয়, তখন আনন্দের হাসি তো হাসবই। আর যদি না হয়—তাহলে আজকের এই বিদায়ই অক্ষয় হয়ে থাক।

ব্রুটাস। বেশ, এবার তাহলে এগিয়ে যাওয়া যাক।—হায়রে, আজকের দিনের ঘটনাবলী আরম্ভ হবার আগে তাদের পরিণতি কি হবে তা যদি কেউ জানতে পারত। কিন্তু একসময় দিনের শেষ তো হবেই, আর তখন তো তার পরিণতি জানা যাবেই। সেটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—চল হে, চল এগিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। পূর্বের ন্যায় ; যুদ্ধক্ষেত্র

[তূর্যধ্বনিতে যুদ্ধসংকেত। ব্রুটাস ও মেসালার প্রবেশ।]

ব্রুটাস। ঘোড়া ছোটাও, মেসালা, দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে এই নির্দেশলিপি ওপাশের সৈন্যবাহিনীর কাছে পৌঁছে দাও। (উচ্চ যুদ্ধাহ্বান-সংকেত।) ওরা যেন এখনি আক্রমণ শুরু করে। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, অক্‌টেভিয়াসের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ করার তেমন আগ্রহ নেই। হঠাৎ একটা আঘাত হানতে পারলেই ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। ঘোড়া ছোটাও, ঘোড়া ছোটাও মেসালা ; ওরা যেন সবাই মিলে এখনি আক্রমণ চালায়।

তৃতীয় দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর একটি অংশ

[ক্যাসিয়াস ও টিটিনিয়াসের প্রবেশ।]

ক্যাসিয়াস। দেখ, টিটিনিয়াস চেয়ে দেখ, বদমাশরা সব পালাচ্ছে। আমি নিজেই আজ নিজের শত্রু হয়ে পড়েছি। আমার দলের এই পতাকা-বাহকটা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল ; আমি কাপুরুষটাকে হত্যা করে নিজেই ওর পতাকা বহন করছি।

টিটিনিয়াস। শুনুন ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস বড় তাড়াতাড়ি আক্রমণের আদেশ দিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি অক্‌টেভিয়াসকে একটু বেকায়দায় পেয়ে উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সৈন্যরা লুটপাটে মেতে উঠেছিল ; আর এদিকে অ্যান্টনি এসে আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। [পিণ্ডেরাসের প্রবেশ

পিণ্ডেরাস। পালিয়ে যান হুজুর, পালিয়ে যান। মার্ক অ্যান্টনি আপনার শিবিরগুলো দখল করে ফেলেছে। সুতরাং, হে মহান ক্যাসিয়াস, পালিয়ে যান, আরো দূরে পালিয়ে যান।

ক্যাসিয়াস। এই পাহাড়টার চেয়ে বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই।—দেখ, টিটিনিয়াস—ঐ দেখ তো। যেখানে আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি ওগুলো কি আমারই শিবির ?

টিটিনিয়াস। হ্যাঁ হুজুর, আপনারই শিবির।

ক্যাসিয়াস। টিটিনিয়াস, যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলে আমার এই ঘোড়ার

পিঠে চড়, ওর গায়ে তোমার পাদ-কন্টক এমন ভাবে বিঁধোতে থাক, যাতে ও তোমাকে অতিক্রুত ঐ সৈন্যদলের কাছে নিয়ে গিয়ে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এটা এই জন্য করতে বলছি যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানতে চাই, ঐ সৈন্যদলটা মিত্রপক্ষীয় না শত্রুপক্ষীয়।

টিটিনিয়াস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, চকিত চিন্তার মত দ্রুতগতিতে আমি এখানে ফিরে আসব। [প্রস্থান

ক্যাসিয়াস। পিণ্ডেরাস, তুই এই পাহাড়টার গা বেয়ে উঁচুতে গিয়ে ওঠ্। আমার দৃষ্টিশক্তি চিরকালই ক্ষীণ—তুই টিটিনিয়াসের ওপর লক্ষ্য রাখ্, যুদ্ধক্ষেত্রের যেখানে যা তোর নজরে পড়বে সব আমাকে বলবি। (পিণ্ডেরাস পাহাড়ে গিয়ে উঠল।) এই দিনেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম। কালচক্র আবার ঘুরে এসেছে —যেখানে শুরু করেছিলাম, সেখানেই শেষ করব। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে!—কিরে, কি খবর?

পিণ্ডেরাস। (ওপর থেকে) ওঃ, হুজুর!

ক্যাসিয়াস। কি খবর?

পিণ্ডেরাস। (ওপর থেকে) পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে অশ্বারোহী সৈন্যরা টিটিনিয়াসকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তবু তিনি ঘোড়া জোরে ছোটাচ্ছেন, এইবার ওরা তাঁকে প্রায় ধরে ফেলেছে। এইবার—টিটিনিয়াস, এইবার ওদের কয়েকজন ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। ওঃ! উনিও নেমে পড়লেন; ওরা ওঁকে বন্দী করেছে। (হৈ চৈ শব্দ) ঐ শুনুন, ওরা আনন্দে চীৎকার করছে।

ক্যাসিয়াস। এইবার নেমে পড়,—আর তোকে কিছু দেখতে হবে না। ওঃ! আমি কি কাপুরুষ! আমার চোখের সামনে আমার প্রিয়তম বন্ধুকে ওরা বন্দী করল, আর তাই দেখবার জন্য কিনা আমি এখনো বেঁচে আছি! (পিণ্ডেরাস নীচে নেমে এল) —ওরে, তুই এদিকে আয় তো। শোন্! পার্থিয়াতে তোকে আমি বন্দী করেছিলাম; তারপর তোকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম যে, তোকে আমি যে কাজ করতে আদেশ করব, তুই তাই করবি। এইবরে আয়, তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্। তাহলেই তুই দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবি। এই বিশ্বস্ত তরবারি—যা একদিন সীজারের অন্তস্তল বিদ্ধ করেছিল—আজ সেটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দে। আমার কথার কোন উত্তর তোকে দিতে হবে না।—এই নে, হাতলটা ধর্। তারপর, এই আমি আমার মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছি—এইবার তরবারি দিয়ে আঘাত কর্। (পিণ্ডেরাস তাঁর বুকে অস্ত্রাঘাত করল।) সীজার, যে তরবারি দিয়ে একদিন তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল, তাই দিয়েই আজ তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হল। (মৃত্যু)

পিণ্ডেরাস্। এইবার আমি মুক্ত। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার সাহস যদি আমার থাকত, তাহলে এমনভাবে আমি মুক্তিলাভ করতে চাইতাম না। হায় ক্যাসিয়াস! পিণ্ডেরাস এইবার এদেশ ছেড়ে বহু দূরে চলে যাবে, এমন কোন দেশে—যেখানে কোন রোমান তার সন্ধান পাবে না।

[প্রস্থান। মেসালার সঙ্গে টিটিনিয়াসের পুনঃপ্রবেশ

মেসালা। টিটিনিয়াস, এ যা হল এতো পাল্টা-পাল্টি ব্যাপার। কারণ, ক্যাসিয়াসের সৈন্যবাহিনী যেমন অ্যান্টনির সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরাভূত হয়েছে,

তেমনি মহান ব্রুটাসের বাহিনীও অক্‌টেভিয়াসের বাহিনীকে পরাজিত করেছে।

টিটিনিয়াস। এ সংবাদটা শুনে ক্যাসিয়াস যথেষ্ট সান্ত্বনা পাবেন।

মেসালা। তাঁকে তুমি কোথায় রেখে গিয়েছিলে?

টিটিনিয়াস। এই পাহাড়ের ওপরেই। তাঁর মন তখন অত্যন্ত অশান্ত ছিল, আর সঙ্গে ছিল তাঁর ক্রীতদাস পিণ্ডেরাস।

মেসালা। ঐ তিনিই তো মাটির ওপর শুয়ে রয়েছেন?

টিটিনিয়াস। উনি তো জীবন্ত মানুষের মত শুয়ে নেই। হায় হায়!

মেসালা। তাহলে উনি কি ক্যাসিয়াস নন?

টিটিনিয়াস। না মেসালা, উনিই ক্যাসিয়াস। কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। হে অস্তগামী সূর্য, তুমি যেমন তোমার রক্তিম রশ্মিজালের মধ্যে আজ সন্ধ্যায় ডুবে যাচ্ছ, ক্যাসিয়াসের আয়ুসূর্যও তেমনি তাঁর রক্তিম শোণিতরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হল। রোমের সূর্য আজ অস্তমিত হল। আমাদের জীবনে প্রভাতের অবসান হল; এইবার আসছে রজনীর মেঘমালা, কুয়াসা আর নানা বিপর্যয়। আমাদের শৌর্য-বীর্যেরও এই শেষ। আমার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের জন্যই এটা ঘটেছে।

মেসালা। যুদ্ধে বিজয়লাভ সম্বন্ধে সন্দেহের ফলেই এই ব্যাপার ঘটেছে। ওরে জঘন্য ভ্রান্তি, ওরে হতাশার সন্তান, কেন তুই মানুষের বিশ্বাসী মনের সামনে যা-নয় তারই চিত্র তুলে ধরিস্? ওরে ভ্রান্তি, তোর জন্ম হয় খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু তোর জন্মের ফল কখনো শুভ হয় না—তুই তোর জননীকেই অবশেষে হত্যা করিস্।

টিটিনিয়াস। ওরে পিণ্ডেরাস! কোথায় গেলি তুই? পিণ্ডেরাস!

মেসালা। তুমি তার খোঁজ কর টিটিনিয়াস, আমি যাই—মহামান্য ব্রুটাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এই সংবাদের অস্ত্রাঘাত করিগে। ঠিক বলেছি আমি—অস্ত্রাঘাত। কারণ, ব্রুটাসের কানে এই ঘটনার সংবাদ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র কিংবা বিষবাণের মতই বেদনার সৃষ্টি করবে।

টিটিনিয়াস। তুমি দ্রুত চলে যাও, মেসালা; আমি এদিকে পিণ্ডেরাসের সন্ধান করছি। [মেসালার প্রস্থান] হে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাসিয়াস, কেন তুমি আমাকে সংবাদ আনতে পাঠিয়েছিলে? আমার সঙ্গে যে তোমার মিত্রদেরই সাক্ষাৎ হয়েছিল সে কথা তুমি বুঝতে পারনি কি? তারাই তো আমার মাথায় এই বিজয় মাল্য পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমাকে এটা প্রদান করতে। তুমি কি তাদের উল্লাসধ্বনি শুনতে পাও নি? হায়! হায়! তুমি সব কিছুই ভুল বুঝেছিলে। কিন্তু—এই নাও, এই মাল্য তোমার মস্তকে ধারণ কর। তোমার বন্ধু ব্রুটাস আমাকে আদেশ করেছিলেন এটা তোমাকে দিতে; আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম। ব্রুটাস, তুমি দ্রুত এখানে এসে দেখে যাও, কাইয়াস ক্যাসিয়াসকে আমি কতখানি শ্রদ্ধা করতাম। —এইবার দেবগণ, তোমরা অনুমতি দাও। রোমের নাগরিকের কর্তব্য আমি সম্পাদন করব। ক্যাসিয়াসের তরবারি! এস, টিটিনিয়াসের হৃদয়ে বিদ্ধ হও! (আত্মহত্যা করলেন।)

[যুদ্ধাহ্বানসূচক তূর্যধ্বনি। ব্রুটাস তরুণ কেটো, স্ট্র্যাটো, ভলাম্‌নিয়াস ও লুসিলিয়াসকে সঙ্গে নিয়ে মেসালার পুনঃপ্রবেশ।]

ব্রুটাস। কোথায়? মেসালা, কোথায় তার মৃতদেহ পড়ে আছে?

মেসালা। ঐ যে, ওখানে, আর টিটিনিয়াস তারই পাশে শোকাভিভূত হয়ে পড়ে আছে।

ব্রুটাস। কিন্তু টিটিনিয়াসের মুখটা তো ওপর দিকে রয়েছে।

কেটো। উনি তো নিহত হয়েছেন।

ব্রুটাস। জুলিয়াস সীজার, তুমি এখন মহাশক্তিধর! তোমার প্রেতাত্মা সর্বত্র বিচরণ করছে এবং আমাদের তরবারির মুখ ঘুরিয়ে আমাদের নিজেদের বুকেই বিঁধিয়ে দিচ্ছে। (মৃদু তূর্যধ্বনি।)

কেটো। সাবাস মহাবীর টিটিনিয়াস! দেখুন তো, ইনি কি মৃত ক্যাসিয়াসের মাথায় জয়মাল্য পরিয়ে দেননি?

ব্রুটাস। এঁদের মত দু'জন রোমান আর কি এখনো বেঁচে আছে? হে রোমের শেষ সুসন্তান, বিদায়! তোমার মত আর কেউ রোমনগরীতে কখনো জন্মগ্রহণ করবে বলে মনে হয় না! বন্ধুগণ, এই মৃতব্যক্তির জন্য আমার যে পরিমাণ অশ্রু বিসর্জন করা উচিত, তা তোমরা আমাকে করতে দেখবে না। এঁর জন্য ঢের সময় পড়ে রইল ক্যাসিয়াস! সুতরাং এস সবাই, এঁর দেহ থ্যাসস্-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাক। আমাদের শিবিরে এঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা হবে না; কারণ, তার ফলে আমাদের মন দমে যেতে পারে। এস লুসিলিয়াস; আর তরুণ কেটো, তুমিও এস—চল, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রেই যাই। ল্যাবিও এবং ফ্লেভিয়াস বূহ্য রচনা করুক। এখন তিনটে বাজে। রোমের নাগরিকগণ, রাত্রি হবার আগেই আমরা দ্বিতীয় বার যুদ্ধ করে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করব। [সকলে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাংশ

[যুদ্ধের সঙ্কেতধ্বনি। উভয় বাহিনীর যুদ্ধরত সৈনিকদের প্রবেশ। তারপর ব্রুটাস, তরুণ কেটো, লুসিলিয়াস ও অন্যান্যের প্রবেশ।]

ব্রুটাস। হে আমার স্বদেশবাসিগণ, আরও কিছুক্ষণ—আরও কিছুক্ষণ তোমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াও।

কেটো। এমন কোন পাপিষ্ঠ আছে যে, তা করবে না?—কে কে আমার সঙ্গে আসতে চাও—এস। আমি আমার নাম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলব, শোন সবাই, আমি মার্কাস কেটোর পুত্র—সমস্ত অত্যাচারীর শত্রু, আমার জন্মভূমির মিত্র। সবাই শোন—আমি মার্কাস কেটোর পুত্র।

ব্রুটাস। আর আমি ব্রুটাস—মার্কাস ব্রুটাস—আমার জন্মভূমির সেবক ব্রুটাস। চিনতে পারছ আমাকে? আমি ব্রুটাস। [প্রস্থান। তরুণ কেটোর পতন।

লুসিলিয়াস। একি তরুণ কেটো! হে মহাবীর! তুমি ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছ? তাহলে তোমার মৃত্যু টিটিনিয়াসের মৃত্যুর মতই মহান। সত্যই তুমি কেটোর উপযুক্ত পুত্র।

প্রথম সৈনিক। আত্মসমর্পণ কর—নইলে মরতে হবে।

লুসিলিয়াস। মরলে তবে আমি আত্মসমর্পণ করব। আমাকে যদি তুমি এখনি মেরে ফেল, তাহলে তোমাকে এইসব টাকা দেব। (অর্থ দানে উদ্যত)—ব্রুটাসকে হত্যা কর এবং তাকে হত্যা করার কীর্তি অর্জন কর।

প্রথম সৈনিক। তা আমরা করতে পারি না। আপনি মহামান্য যুদ্ধবন্দী!

[অ্যান্টনির প্রবেশ।

দ্বিতীয় সৈনিক। সরে দাঁড়াও সবাই। অ্যান্টনিকে খবর দাও—ব্রুটাস বন্দী হয়েছেন।

প্রথম সৈনিক। খবরটা আমিই দেব। এই যে সেনাপতি এসে পড়েছেন। ব্রুটাস বন্দী হয়েছেন! হুজুর! ব্রুটাস বন্দী হয়েছেন।

অ্যান্টনি। কোথায় তিনি?

লুসিলিয়াস। তিনি নিরাপদে আছেন, অ্যান্টনি,-ব্রুটাস সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছেন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, শত্রুপক্ষের কেউ জীবিত ব্রুটাসকে বন্দী করতে পারবে না। এই পরম লজ্জার হাত থেকে দেবতারা তাঁকে রক্ষা করুন। যদি তোমরা কখনো তাঁকে খুঁজে পাও—তা সে মৃতই হোক আর জীবিতই হোক—দেখতে পাবে ব্রুটাস ঠিক ব্রুটাসই আছেন।

অ্যান্টনি। বন্ধু, এ ব্রুটাস নয়; কিন্তু জেনে রাখ, বন্দী হিসেবে এরও মূল্য কম নয়। একে নিরাপদে রক্ষা করবে, এর প্রতি সর্বদা সদয় আচরণ করবে। এরকম মানুষ যারা, তারা আমার শত্রু না হয়ে বন্ধু হোক, এই আমি চাই। এগিয়ে যাও, সন্ধান কর—দেখ ব্রুটাস বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। আর সমস্ত ব্যাপারের কি ফলাফল হয়, অক্‌টেভিয়াসের শিবিরে গিয়ে আমাদের সেই সংবাদ দেবে। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের অপর এক অংশ

[ব্রুটাস, ডার্ডেনিয়াস, ক্লিটাস, স্ট্র্যাটো ও ভলাম্‌নিয়াসের প্রবেশ]

ব্রুটাস। আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীর তোমরাই সামান্য ক'জন অবশিষ্ট আছ। এস, এই পাথরের ওপর বসে একটু বিশ্রাম কর।

ক্লিটাস। স্ট্যাটিলিয়াস মশালের আলো দেখিয়ে সংকেত করেছিল; কিন্তু হুজুর, সে আর ফিরে আসেনি। হয় সে বন্দী হয়েছে, না হয় তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ব্রুটাস। তুমি স্থির হয়ে বস, ক্লিটাস। হত্যা? ঐ কথাটাই ঠিক। ঐ কাজটাই এখন প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা কথা শোন, ক্লিটাস। (চুপি চুপি কথা বললেন)

ক্লিটাস। কি বললেন প্রভু? আমি? না—সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও—না।

ব্রুটাস। তাহলে চুপ কর। কোন কথা বোল না।

ক্লিটাস। তার চেয়ে বরং আমি আত্মহত্যা করতে রাজি আছি।

ব্রুটাস। ডার্ডেনিয়াস, তুমি একটা কথা শোন তো। (চুপি চুপি কথা বললেন)

ডার্ডেনিয়াস। এমন কাজ করব—আমি?

ক্লিটাস। শোন ডার্ডেনিয়াস!

ডার্ডেনিয়াস। কি বলছ, ক্লিটাস?

ক্লিটাস। ব্রুটাস তোমার কাছে কি অশুভ অনুরোধ জানালেন?

ডার্ডেনিয়াস। তাঁকে হত্যা করতে বললেন, ক্লিটাস। চেয়ে দেখ, উনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

ক্লিটাস। ওঁর মহান অন্তঃকরণ এখন দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; উপচে পড়েছে। (অশ্রুবিন্দুর রূপ ধরে) চোখ দিয়েও তা ঝরে পড়ছে।

ব্রুটাস। ভলাম্‌নিয়াস, ভাই, তুমি এদিকে এস তো। একটা কথা শোন।

ভলাম্‌নিয়াস। কি বলছেন প্রভু?

ব্রুটাস। শুধু এই কথাটা বলতে চাই, ভলাম্‌নিয়াস, রাত্রে দু' দু'বার সীজারের

প্রেতাত্মা এসে আমাকে দেখা দিয়েছে। একবার সার্ডিস্‌-এ, আর একবার গত রাত্রে ফিলিপ্পির যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

ভলাম্‌নিয়াস। একথা সত্য নয়, প্রভু।

ব্রুটাস। না, ভলাম্‌নিয়াস, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।—চারদিকের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে দেখছ তো, শত্রুরা আমাদের তাড়িয়ে অতলস্পর্শ গহ্বরের প্রান্তে নিয়ে এসেছে। (ক্ষীণ তূর্যধ্বনি) এখন তাদের ধাক্কা খেয়ে পড়ার থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া অনেক বেশি সম্মানজনক। ভাই ভলাম্‌নিয়াস, মনে আছে, আমরা দু'জন একসঙ্গে স্কুলে যেতাম? সেই পুরান ভালবাসার খাতিরে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আমার তরবারির হাতলটা ধর, আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ভলাম্‌নিয়াস। এতো বন্ধুর কর্তব্য নয়, প্রভু। (পুনরায় তূর্যধ্বনি)

ক্লিটাস। পালান হুজুর; পালান! আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

ব্রুটাস। তোমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাই, আর তোমাকে, আর ভলাম্‌নিয়াস, তোমাকেও।—স্ট্র্যাটো, তুই তো সারাক্ষণ ঘুমিয়েই কাটালি, তোর কাছ থেকেও বিদায় নিচ্ছি। হে আমার দেশবাসিগণ, এ পর্যন্ত এমন কোন লোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি যে আমার প্রতি বেইমানী করেছে—একথা ভেবে আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে আছে। এই হীন বিজয়লাভে অক্‌টেভিয়াস ও অ্যাণ্টনি যে কীর্তি অর্জন করবে, আমার পরাজয়েও আমি তার চেয়ে বেশি কীর্তি লাভ করব। এবার তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে বিদায় জানাচ্ছি। ব্রুটাসের নিজের জীবন কাহিনী বলা সম্পূর্ণ হয়ে এল। আমার চোখের সামনে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আমার দেহের অস্থিপঞ্জর শুধু এই মুহূর্তটিতে এসে পৌঁছবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছে; আজ তারা বিশ্রাম চায়। (তূর্যধ্বনি: নেপথ্যে চীৎকার: 'পালাও! পালাও! পালাও!')

ক্লিটাস। পালিয়ে যান, হুজুর পালিয়ে যান!

ব্রুটাস। এখান থেকে যাও সবাই। আমি পরে যাচ্ছি। [ক্লিটাস, ডার্ডেনিয়াস ও ভলাম্‌নিয়াসের প্রস্থান] স্ট্র্যাটো, তোকে অনুরোধ করছি, তুই তোর প্রভুকে সাহায্য কর্‌। মানুষ হিসেবে তোর যথেষ্ট সুনাম আছে; তুই তোর জীবনে মর্য্যাদাবোধেরও কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছিস। এবার তাহলে আমার এই তরবারিখানা ধর—আর যখন আমি এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব তখন তুই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকিস। কিরে স্ট্র্যাটো, পারবি তো?

স্ট্র্যাটো। প্রথমে আমার হাতে আপনার হাত দিন।—প্রভু, বিদায়।

ব্রুটাস। বিদায়, স্ট্র্যাটো বিদায়। সীজার, এইবার তুমি শান্ত হও। এর অর্ধেক উৎসাহের সঙ্গেও আমি তোমাকে হত্যা করিনি। (তরবারির ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন এবং মৃত্যু হল) [তূর্যধ্বনি; অপসরণ-সংকেত। অক্‌টেভিয়াস, অ্যাণ্টনি, মেসালা, লুসিলিয়াস ও সৈন্যবাহিনীর প্রবেশ।

অক্‌টেভিয়াস। ও লোকটা কে?

মেসালা। আমার প্রভুর অনুচর! কিরে স্ট্র্যাটো, তোর প্রভু কোথায়?

স্ট্র্যাটো। যে বন্ধনদশায় আপনি আবদ্ধ মেসালা, তার নাগালের বাইরে চলে গেছেন তিনি! বিজয়ীরা এখন তাঁর দেহটাই শুধু জ্বালাতে পারবে; কারণ, ব্রুটাস

নিজেই নিজেকে পরাভূত করেছেন—তাঁর মৃত্যুতে অপর কেউ সম্মান অর্জন করতে পারবে না।

লুসিলিয়াস। ব্রুটাসের সন্ধান এভাবেই পাওয়া উচিত ছিল। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্রুটাস, কারণ তুমি লুসিলিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছ।

অক্‌টেভিয়াস। ব্রুটাসের কাজে যারা নিযুক্ত ছিল, তাদের সবাইকেই আমি আমার নিজের কাজে নিযুক্ত করব। ওরে, তুই কি আমার কাজ করতে রাজি আছিস?

স্ট্র্যাটো। আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি মেসালা আমার হয়ে আপনাকে সুপারিশ করেন।

অক্‌টেভিয়াস। তাই কর, বন্ধু মেসালা।

মেসালা। আমার প্রভু কিভাবে মারা গেলেন স্ট্র্যাটো?

স্ট্র্যাটো। আমি তরবারি ধরলাম, আর তিনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মেসালা। তাহলে অক্‌টেভিয়াস তুমি একে তোমার অনুচর করে নিতে পার; কারণ সেই আমার প্রভুর জীবনের শেষতম কাজটুকু সমাধা করেছে।

অ্যান্টনি। রোমের সমস্ত নাগরিকদের মধ্যে ইনিই ছিলেন মহত্তম মানুষ। একমাত্র ইনি ছাড়া আর সব ষড়যন্ত্রকারীরাই যা করেছে, তা মহান সীজারের প্রতি ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই করেছে। শুধু ইনিই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্যই তাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। এঁর জীবন ছিল মধুময়; মানবিক চরিত্রের সমস্ত উপাদানগুলো এঁর মধ্যে এমন সুষ্ঠুভাবে মিশে ছিল যে, প্রকৃতিদেবী সমগ্র পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় একথা ঘোষণা করতে পারতেন—'এ ছিল একজন মানুষের মত মানুষ।'

অক্‌টেভিয়াস। তাঁর গুণপনা অনুযায়ী আমরা তাঁর প্রতি আচরণ করব—তাঁর প্রতি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে, যথাযোগ্য অনুষ্ঠান সহকারে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করা হবে। আজ রাত্রে তাঁর দেহ যোদ্ধার উপযুক্ত সজ্জায় মর্যাদা সহকারে আমার শিবিরেই থাকবে। এবার সৈন্যদলকে বিশ্রামের আদেশ দাও। তারপর চল যাই, আজকের এই শুভদিনের বিজয়-গৌরবের আনন্দে অংশগ্রহণ করি গিয়ে। [সকলের প্রস্থান] যবনিকা

॥ দি টু জেণ্টেলম্যান অব ভেরোনা ॥

চরিত্র

ডিউক অব মিলান/সিলভিয়ার পিতা
ভালেনটিন, প্রোতিয়াস/দু'জন ভদ্রলোক
অ্যান্টনিও/প্রোতিয়াসের পিতা
থুরিয়ো/ভালেনটিনের নির্বোধ প্রতিদ্বন্দ্বী
এগলামর/পলায়নকালে সিলভিয়ার সঙ্গী
স্পীড/ভালেনটিনের ভৃত্য
ল্যান্স/প্রোতিয়াসের প্রিয়পাত্র
দস্যুগণ, ভৃত্যগণ, বাদকগণ।

পান্থিনো/অ্যান্টনিওর ভৃত্য
হোস্ট/মিলানে জুলিয়া যার কাছে ছিল
জুলিয়া/ভেরোনার এক ভদ্রমহিলা, প্রোতিয়াসের প্রণয়িনী
সিলভিয়া/ডিউকের কন্যা, ভালেন্টিনের প্রণয়িনী
লুসেত্তা/জুলিয়ার পরিচারিকা
ঘটনাস্থল/ভেরোনা, মিলান ও মান্তুয়া সীমান্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেরোনা

[ভালেনটিন ও প্রোতিয়াসের প্রবেশ]

ভালেনটিন। প্রিয় প্রোতিয়াস, তুমি বৃথাই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছ। ঘরের মধ্যে মন আবদ্ধ থাকলে সেখানেই তার ভাবনার জগৎ। ভালবাসার কাছে তোমার মন বাঁধা রয়েছে। তুমি যাকে ভালবাস, তারই দৃষ্টির মধ্যে তুমি আবদ্ধ। তা না হলে তোমাকে আমি আমার সাথী করে নিতাম। বাইরের বিচিত্র পৃথিবী দেখতে। ঘরে বসে অলসভাবে দিন কাটানোয় তুমি আরো অলস হয়ে যাচ্ছ। কিন্তু তোমার কোন উপায় নেই। ভালবাসায় তুমি অন্ধ। তাই থাক—তোমার প্রেমেরই জয় হোক। যদি কখনো ভালবাসি—আমারও বিস্ময় আসবে।

প্রোতিয়াস। সত্যিই তুমি চলে যাবে! বন্ধু ভালেনটিনকে বিদায় দিতে হবে! তোমার ভ্রমণের পথে যদি কোন দুর্লভ বা আশ্চর্য কিছু দেখ তাহলে তোমার প্রোতিয়াসকে স্মরণ কোর; তোমার সুখের শরিক কোর. দুঃখ পেলে মনে রেখ বিপদের দিনে আমি দূর থেকে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়েছি। আমি সব সময় তোমার সঙ্গেই আছি।

ভালেনটিন। কোন ভালবাসার বই হাতে আমার চরিতার্থতা স্মরণ করবে?

প্রোতিয়াস। যে বই আমি ভালবাসি—তার সাথেই তোমায় মনে করব।

ভালেনটিন। গভীর ভালবাসার গতি বোধ হয় নির্বাধ—যেমন ভালবাসার ডানায় ভর করে লীয়াণ্ডার পাড়ি দিয়েছিল হেলেশপন্ত।

প্রোতিয়াস। ওটা গভীর ভালবাসায়; কারণ ভালবাসায় সে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিল।

ভালেনটিন। সত্যি, প্রেমকে তুমি তুচ্ছ ভাব না। নিজেও প্রেমের ভারে কাহিল হয়েছ।

প্রোতিয়াস। কাহিল! না, আমায় কাহিল ভেব না।

ভালেনটিন। ভালবাসা, সত্যিই একটা বেদনা—। করুণ দৃষ্টি, রুদ্ধ নিঃশ্বাস, দেখা হলে কিছুক্ষণের আনন্দ, তারপর বিরহ বিষাদ। কতদিন প্রতীক্ষায় কাটে—যদি বা প্রিয়াকে অনায়াসে পাওয়া গেল তাতে আনন্দ নেই, উত্তেজনা নেই। যদি অনেক সাধনায় সে দুর্লভ হয়—তবে যন্ত্রণার আর শেষ নেই। বুদ্ধির বিনিময়ে মূঢ়তাকে নিয়ে আসা। আচ্ছন্ন প্রেমের জন্য সমস্ত বুদ্ধিই লোপ পায়।

প্রোতিয়াস। তাহলে তোমার মতে আমি একটা বোকা?

ভালেনটিন। আমার মনে হয় তোমাকে দিয়েই তুমি সেটা বুঝবে।

প্রোতিয়াস। তুমি প্রেমকে তুচ্ছ ভাব। আমি তো প্রেম নই।

ভালেনটিন। ভালবাসাই তোমার প্রভু, কারণ, সেই তোমায় চালায়। এবং সেই ভাবে চালিত হয় বোকারাই—। তার যে বুদ্ধি আছে তা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রোতিয়াস। লেখকরাই বলেছে—ফুলের মধ্যে যেমন পোকা আছে—যা তাকে ক্রমশঃ নিঃশেষ করে, তেমনি এই প্রাণান্ত ভালবাসাও মনের গভীরে থাকে।

ভালেনটিন। লেখকরা এ কথাও বলে, পোকা যেমন ফুলকে নষ্ট করে দেয়, তেমনি ভালবাসাও কিশোরের মন থেকে বুদ্ধি, জ্ঞান—সব নিঃশেষ করে দেয়; দুরন্ত বাতাস যেমন ফুলের বনের মধ্যে ঢুকে পাপড়ি ঝড়িয়ে দেয়, ফুলের সমস্ত

আশাকে নিঃশেষ করে দেয়, সেরকম তরুণ ভালবাসারও শেষ হয় ভালবাসারই ঝড়ে। তর্ক করে লাভ নেই। প্রেম, তুমি অন্ধ! এখন চলি। বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। যাবার সময় তাঁর আশীর্বাদ নেব।

প্রোতিয়াস। এইটুকু পথ আমায় তোমার সঙ্গে যেতে দাও।

ভালেনটিন। না, না, দরকার নেই। এখানেই বিদায় দাও। মিলানে গিয়ে তোমার চিঠির প্রতীক্ষা করব। প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হও; বন্ধুর বিরহে যেন তোমার প্রেমের স্বপ্নের ব্যাঘাত না হয়। আমিও চিঠি দেব।

প্রোতিয়াস। মিলানে তুমি সুখে থাক।

ভালেনটিন। সুখ তো তোমার ঘর। আমি তবে যাই। [ভালেনটিনের প্রস্থান

প্রোতিয়াস। তুমি খ্যাতি প্রতিপত্তি চাও, আর আমি চাই প্রেম। তোমার গৌরব আমাকেও স্পর্শ করে। আমি শুধু আমার প্রিয়াকে ভালবাসি। তুমি জুলিয়া—আমার হৃদয়ের আনন্দ, আমাকে তুমি নতুন করেছ। তোমার চিন্তায় দূরে রেখেছি পড়বার বই, নিমেষ প্রহর ভরা সময়—মহাকাল; তর্ক আর যুক্তিতে ভরা পৃথিবীকে মিথ্যা মনে হয়। তুমিই আমার কল্পনা—আমার প্রজ্ঞা—সব। [স্পীডের প্রবেশ

স্পীড। মাননীয় প্রোতিয়াস, আপনি আমার মনিবকে দেখেছেন?

প্রোতিয়াস। সে তো এইমাত্র এখান থেকে মিলানের জাহাজে চড়তে গেল।

স্পীড। সে এতক্ষণ নিশ্চয়ই জাহাজে উঠে গেছে। আর আমি তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে মরছি—মেষশাবক হারিয়ে গেলে মেষ যেমন করে তাকে খোঁজে।

প্রোতিয়াস। তুমি মেষই বটে।

স্পীড। মেষ? কেন? আমার কি শিং আছে?

প্রোতিয়াস। আছে।

স্পীড। আপনার কথাটা ঠিক হল না। আমি যেন রাখাল,—মেষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি নিজে কি মেষ নাকি?

প্রোতিয়াস। যাক্‌গে, ওসব থাক। আমার চিঠি জুলিয়াকে দিয়েছ?

স্পীড। নিশ্চয়ই। আপনার চিঠি তাঁকে দিয়েছি, আর তারও এই চিঠি আপনাকে দিচ্ছি। একটা দু'টো তো নয়—কত চিঠি দেওয়া নেওয়া করলাম; কিন্তু আমার এতে লাভ কি হল? আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন; আমায় কিছু বকশিস—

প্রোতিয়াস। চিঠি পেয়ে ও কি বলল? শুধু মাথাটা নাড়াল, না কিছু কথাও বলেছে?

স্পীড। আগে হাতে কিছু দিন, তাহলে খবর পাবেন।

প্রোতিয়াস। এই নাও। এখন বল, কি ব্যাপার?

স্পীড। আজ আপনার ভাগ্যটা একটু মন্দ—কোন আশাই নেই।

প্রোতিয়াস। এটা কি ওর কথা?

স্পীড। উনি ঠিক বলেননি; তবে আমি আঁচ করছি। কারণ, আপনার চিঠি পেয়ে উনি আজ আমায় আর কোন বকশিস দিলেন না। তাই—

প্রোতিয়াস। স্পীড, ও কোন কথাই বলল না?

স্পীড। কৈ 'চিঠি বয়ে এনেছ, সেইজন্য এই নাও তোমার বখশিস।' এমন কিছু বলেছেন বলে তো মনে পড়ছে না। না—শুধু শুধু এরকম আর চিঠি দেওয়া যায়

না। এরপর চিঠি লিখে আপনি নিজেই তার হাতে দিয়ে আসবেন। আমি যাই, দেখি, আমার মনিব আবার কোথায়।

প্রোতিয়াস। একেবারে মূর্খ; তাই যাও। ঝড়ের বেগ থেকে জাহাজকে বাঁচাও—ধ্বংস থেকে রক্ষা কর। তোর মত বোকা যে জাহাজে থাকে তাকে ঝড়ে ডোবায় না—হয়তো কোন ডাঙায় নিয়ে যাবে—তা আমি জানি। দেখি চিঠি পাঠানোর জন্য অন্য কোন লোক পাওয়া যায় কিনা। এরকম বোকা বলেই জুলিয়া ওর কাছে কোন সংবাদ পাঠাতে পারেনি। [দু'জনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেরোনা : জুলিয়ার গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান

[জুলিয়া ও লুশেতার প্রবেশ]

জুলিয়া। লুশি, এখন বল, এখানে তো আর কেউ নেই। শুধু আমরা দু'জন—কি বলবি বল? আমি কি প্রেমের ফাঁদে ধরা দেব?

লুশেতা। কিন্তু সাবধানে।

জুলিয়া। এই তো প্রায় রোজই আমার কাছে অনেকে আসে; আমার মুখের দিকে কেমন করুণ ভাবে চেয়ে থাকে, যেন কি বলতে চায়। যেন ভাষা খুঁজে পায় না: ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে। বল্ তো, এর মধ্যে কাকে তোর পছন্দ?

লুশেতা। অত বুঝি না। তুমি নাম বল; নাম শুনে ঠিক বেছে নেব।

জুলিয়া। তোর কি মত, ঐ সুপুরুষ এগলামর?

লুশেতা। সত্যি, ও খুব বীর। পোষাকও বেশ ধোপদুরস্ত, সব সময় যেন ফিটফাট। আমি হলে,—না, ওর প্রেমে পড়তে পারতাম না।

জুলিয়া। তা হলে মার্কেশিয়া? খুব বড়লোক।

লুশেতা। অনেক টাকা ওর—কিন্তু লোকটা বিশেষ সুবিধের নয়।

জুলিয়া। তবে ঐ বেচারী প্রোতিয়াস।

লুশেতা। মাগো, যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে ঘটে!

জুলিয়া। লুশি, কি ব্যাপার বল তো, ওর নামে এতখানি!

লুশেতা। চুপ কর তো। আমার লজ্জা করছে। আমি তুচ্ছ একটা মেয়ে: এই সব বড় বড় লোকদের আমি অবজ্ঞা করি এমন সাধ্য কি আমার!

জুলিয়া। এত উচ্ছ্বাস? উচ্ছ্বাসের মানে?

লুশেতা। এ লোকটাই সবচেয়ে ভাল।

জুলিয়া। কারণ?

লুশেতা। যুক্তি দিয়ে কারণ বোঝাতে পারব না, আমি নারী, সেই নারীর মন দিয়ে বুঝেছি। ভাল বলেছি—আমার তাকে ভাল লেগেছে—তাই।

জুলিয়া। তাহলে আমার ভালবাসা কি তাকেই দেব?

লুশেতা। যদি মনে কর যে তোমার প্রেম অপাত্রে দান করবে না—

জুলিয়া। আমায় কিন্তু ও তেমন নাড়া দিতে পারেনি; আমি তো ওকে আর পাঁচ জনের থেকে স্বতন্ত্র দেখি না।

লুশেতা। সবার থেকে ওর ভালবাসা বেশি।

জুলিয়া। খুব কম কথা বলে—তাই ভালবাসাও অল্প।

লুশেতা। যে আগুন রুদ্ধ থাকে তাতে দাহ তীব্র হয়—তার স্থিতিও অনেক দিন, তা জান?

জুলিয়া। প্রেমের মধ্যে যার উচ্ছ্বাস নেই, সত্যি, সে কি ভালবাসবে? সে কি ভালবাসতে জানে?

লুশেতা। যারা উচ্ছ্বাসে ভালবাসা জানাতে চায়, তাদের ভালবাসা গভীর নয়।

জুলিয়া। ইচ্ছে হয়, মনের ঠিকানাটা জানতে।

লুশেতা। এই চিঠির মধ্যেই তার পরিচয় পাবে।

জুলিয়া। 'জুলিয়ার প্রতি'—কে লিখেছে এই চিঠি?

লুশেতা। চিঠিতেই লেখা আছে।

জুলিয়া। বল—কে লিখেছে?

লুশেতা। ভালেনটিনের ভৃত্য দিয়ে গেছে; কিছু বলেনি। বুঝেছি এ চিঠি প্রোতিয়াস লিখেছে। ও তোমারি হাতে চিঠি দিত। আমার দেখা পেল, তাই চিঠিটা দেখাল। তোমার নাম দেখে আমিই চিঠিটা নিয়েছি। যদি দোষ করে থাকি—ক্ষমা কর।

জুলিয়া। আমার লজ্জা করছে; শেষে তোর ঘটকালী করার ইচ্ছে হল? যার-তার কি চিঠি ঠিক নেই, তুই নিলি! কিশোর বয়সী মেয়ে—আকারে ইংগিতে ষড়যন্ত্র করে তাকে বিপন্ন করা! শোন, এ খুব শক্ত কাজ। সে যে এ কাজের পাকা লোক তা বুঝতে পেরেছি। এ চিঠি নিয়ে ফিরিয়ে দে। যদি তা না পারিস চলে যা এখান থেকে।

লুশেতা। এত রাগ! খুব বেশি করে বকশিস চাই। আনন্দ হলে যা দিতে চায় তার চারগুণ।

জুলিয়া। তুই কি যাবি?

লুশেতা। চিঠির মধ্যে কি হারিয়ে যাবে? এ চিঠি পড়ে সমস্ত পৃথিবী ভুলে যাবে?

[প্রস্থান

জুলিয়া। এ চিঠি না পড়লেই ভাল হত। কেমন লজ্জা করছে, লুশেতাকে ডাকি। চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে যাক। বোকা মেয়ে। এ কথাটা বুঝল না যে, আমি অবিবাহিত। আমার এ চিঠি পড়া উচিত নয়। জোর করে কেন লুশি এ চিঠিটা পড়ে শোনাল না? ও কি জানে না, লজ্জিত কুমারী মেয়েরা যা 'না, না,' বলে মনে মনে ঠিক সেটাই চায়। সত্যি, প্রেমের কি শক্তি! সদ্যজাত শিশুর মত ধাত্রীকে আঁচড়ে দেয়; পরমুহূর্তেই খুশী হয়ে ধাত্রী তার গালে চুমু খায়। লুশেতাকে মিছিমিছি কত কথা বললাম। অথচ যেন বলছে ও পাশে থাকুক। যেন খুশী হল; হাসির বিদ্যুৎ যেন থমকে উঠল চোখে; অথচ মুখে কি কর্কশ ভাষা। নিজেরই অবাক লাগছে! লুশেতাকে ডেকে ক্ষমা চাই, অপরাধ চলে যাবে। আমি বোকা; মিথ্যে রাগ করছি। লুশেতা-লুশেতা [লুশেতার পুনঃপ্রবেশ

লুশেতা। আবার কি চাই, বল?

জুলিয়া। খাবার সময় হল, হুঁশ আছে?

লুশেতা। তাহলে তো বাঁচতাম। খাওয়া হলে আমার মাথাটা আর খেতে না।

জুলিয়া। এমন কি বলেছি যে এত রাগ করছিস?

লুশেতা। কিছু না।

জুলিয়া। মাথা নীচু করছিস কেন?

লুশেতা। এটা কি, কুড়চ্ছি।

জুলিয়া। কাগজ। কি কাগজ?

লুশেতা। আমার নয় এটা।

জুলিয়া। তোর নয় তবে তোর এত মাথাব্যথা কেন? যেখানকার সেখানেই পড়ে থাক না।

লুশেতা। পড়ে থাকলে এটার অসম্মান। এ মেঝেতে রাখার মত নয়, বুকে করে রাখার জিনিস।

জুলিয়া। তোমার প্রেমিক বোধ হয় কবিতার ছন্দে চিঠি লিখেছে?

লুশেতা। গান করব বলে। এতে সুর দিতে হবে। তুমি তো জান—তুমিই সুর দেবে।

জুলিয়া। স্বানন্দে। এ সুর তো সহজ। প্রেমের আলোর সুরে গান ধর, যদি সত্যি গাইতে ইচ্ছে করে।

লুশেতা। খুব হাল্কা গান হবে; তবে সুর হবে খুব গভীর।

জুলিয়া। তাল দিলেই হয়; তুই তো বেতালে গাস।

লুশেতা। সুর তাল ঠিক হলে তুমি গান করবে?

জুলিয়া। কেন, তুই করবি না?

লুশেতা। ও খুব ভারী সুর। আমার গলা অত ভারী নয়।

জুলিয়া। গাও দেখি। ও, এ যে হালকা সুরের জন্য লেখা।

লুশেতা। এত হাল্কা, এটুকু যে বুঝতেই পারছি না।

জুলিয়া। দেখি (চিঠি খুলল) লুশেতা তুই এখান থেকে চলে যা। চিঠি থাক। তুই আর চিঠি—দুটো একসঙ্গে দেখলেই আমার রাগ হবে।

লুশেতা। রাগ করে কাজ নেই, যাচ্ছি। [প্রস্থান

জুলিয়া। রাগ, রাগ এই দুটো হাতের ওপর। চিঠির ওপরে লেখা আমার নাম দেখে। ভালবেসে আমার এ নাম লিখেছে। তার হাত দিয়ে লেখা নাম, সেই লেখা ছিঁড়ে ফেললাম! এই হাত দু'টোই যেন সেই বোলতার মত, হাতের লেখা মধু পান করবে না সে মধুক্ষরা; সেই খাম অবহেলায় ছিঁড়ে ফেললি! এ চিঠির প্রতি ছত্রে অধর স্পর্শ করি। এই যে লেখা 'দয়াময়ী জুলি।' দয়াময়ী? নিষ্ঠুর জুলিয়া! শেষে, 'ভালবাসায় আহত প্রোতিয়াস,' পরাজিত; আহত, তুমি বুকে এস—এ বুকেই তোমার শয্যা; এখানেই ভরে থাক, আঘাত বেদনা যত দিন থাকে। অধরের অমৃত গ্রহণ কর শুধু লেখা নামটুকু। বাতাস চঞ্চল হয়ো না, শান্ত হও। প্রতিটি কথার অর্থ গ্রহণ করব—শুধু আমার নিজের নামটুকু ছেড়ে দিয়ে। বাতাসে ভর করে যদি এর কোন কথা পাহাড়ের চূড়ায় উড়ে যায়, তাহলে সেখান থেকে বাতাস তাকে যেন সাগরে ফেলে দেয়। এখানে—এই যে তার নাম লেখা, 'নিঃস্ব প্রোতিয়াস—উন্মাদ প্রোতিয়াস, 'প্রিয় জুলিয়ার প্রতি' এটুকু আমি ছিঁড়ে ফেলি; না না ছিঁড়ব না। আমার সঙ্গে যেন একই ছন্দে মিলেছে তার নাম। ভাঁজে ভাঁজে রেখে দি, বুকের মধ্যে চেপে ধরে সোহাগ করি; আমার ইচ্ছে মত আমি এটাকে নিয়ে খেলা করি। [লুশেতার পুনঃপ্রবেশ

লুশেতা। খাবার দেওয়া হয়ে গেছে; বাবা বসে আছেন।

জুলিয়া। চল।

লুশেতা। চিঠিটা কি এখানে সাক্ষিগোপাল হয়ে পড়ে থাকবে।

জুলিয়া। তোর অত দরদ থাকলে, বুকে তুলে রাখ।

লুশেতা। আমি এমন নির্লজ্জ নই। একবার খুলেছিলাম বলে কত কথাই না

শোনালে। দাও তুলে রাখি। কি জানি, পড়ে থাকলে যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়! তুলে রাখলেই আরাম পাবে।

জুলিয়া। ওঃ, তুই প্যারিসও বটে। ঐ চিঠিতেই সারা মন তোর পড়ে আছে।

লুশেতা। যা খুশী নির্দ্বিধায় বলে যাও—চুপ করে শুনি। এর পেছনে যে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি, তা মনেই থাকুক।

জুলিয়া। তুই কথা বলেই যা, আমি যাই। এত কথা আর ভাল লাগে না বাপু। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। অ্যান্টনিওর বাড়ির একটি ঘর

[অ্যান্টনিও ও পান্থিনোর প্রবেশ]

অ্যান্টনিও। আমাকে বল পান্থিনো, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে তোমার সাথে ভাই এত কি মন্ত্রণা করে?

পান্থিনো। তোমার ছেলে প্রোতিয়াসেরই কথা।

অ্যান্টনিও। কি হয়েছে তার?

পান্থিনো। আশ্চর্য! তোমার ছেলের বয়স হচ্ছে, ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে দিন কাটায়, সেদিকে তোমার কোন দৃষ্টি নেই। তুমি উদাসীন আছ। তোমার চারিদিকে এত নাম ডাক; সাধারণ লোকেরাও নিজের ছেলেকে ছেড়ে দেয় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কেউ যুদ্ধে পাঠায়, কেউ দেশ আবিষ্কারের জন্য, কেউ বা বিদ্যা আর জ্ঞানের জন্য। তোমার ভাই আমায় ডেকে বলেছিল, প্রোতিয়াস উপযুক্ত হয়েছে, তার বুদ্ধি হয়েছে, তোমাকে বলে ঠিক করা, সে যেন ঘরের মধ্যে আলস্যে দিন না কাটায়। ওকে ঘরের মধ্য থেকে ছেড়ে দাও—দেশ ভ্রমণ করুক; অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করুক।

অ্যান্টনিও। অনুরোধ করার কি আছে; আমিও ক'দিন ধরে তাই ভাবছি, ও আলস্যে দিন কাটাচ্ছে। ঘরে বসে থাকলে কেউ ঠিক মত গড়ে উঠতে পারে না। বাইরের জগৎই শিক্ষার জগৎ, বিভিন্ন দেশ ঘুরলে অভিজ্ঞতা হয়, মনের প্রসার হয়, বুদ্ধিও বাড়ে। বল, কোথায় পাঠাব তাকে?

পান্থিনো। প্রোতিয়াসের বন্ধু ভালেনটিন সম্রাটের দরবারে গেছে।

অ্যান্টনিও। হুঁ সে কথা আমি শুনেছি।

পান্থিনো। তার কাছে পাঠালেই ভাল হবে। রাজসভার মধ্যে ভাল শিক্ষা পাবে। বুদ্ধির প্রখরতা বাড়বে; আলাপ, ব্যবহার, মর্যাদা বাড়বে; হৃদয়ে আত্মবোধ জেগে উঠবে।

পান্থিনো। খুব যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছ। আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠিক আছে তাই হোক। দেখি যত তাড়াতাড়ি হয়, আয়োজন করি। প্রোতিয়াস রাজসভাতেই যাক।

পান্থিনো। বেশি কিছু আয়োজনের দরকার নেই; কালই যাত্রা করুক। ডন আলফন্সো খুব ভদ্র অনুচর নিয়ে কালই রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওনা হচ্ছে—তার সঙ্গেই প্রোতিয়াস যাক।

অ্যান্টনিও। খুব ভাল, যাবার ব্যবস্থা কর। প্রোতিয়াসকে খবর দাও। ও, প্রোতিয়াসই তো আসছে। [প্রোতিয়াসের প্রবেশ

প্রোতিয়াস। (আত্মবিভোর) প্রিয়া, তোমার সুপ্রিয় লেখা, তোমার প্রাণের আনন্দ, তোমার ভালবাসার প্রতিশ্রুতি—দু'জনের বাবাই যদি প্রেমের এই মর্ম বুঝে দু'জনকে মন্ত্রে বেঁধে এক করে দিতেন। প্রেয়সী জুলিয়া—

অ্যান্টনিও। কার চিঠি ?

প্রোতিয়াস। (সচকিতভাবে) এঃ···ওঃ···ভালেনটিনের—তার কোন এক বন্ধু এখানে এসেছিল—তার হাতে পাঠিয়েছে।

অ্যান্টনিও। দেখি, কি লিখেছে ?

প্রোতিয়াস। তেমন কিছু নয়, শুধু লিখেছে ভাল আছে, সুখে আছে। রাজার খুব আদর পাচ্ছে। আমাকে ওখানে যেতে লিখেছে।

অ্যান্টনিও। তুমি কি তার অনুরোধ রাখতে চাও ?

প্রোতিয়াস। আমি তো তোমার কথা মতই চলি। বন্ধু বলেছে বলে বাবার ইচ্ছাকে আমি তুচ্ছ করতে পারি না।

অ্যান্টনিও। আমিও তাই চাই। হঠাৎ নয়—আমার যা ইচ্ছা, আমি সেই মতই করি ; অন্যের ইচ্ছেয় আমি চলি না। যাই হোক আমার ইচ্ছে তুমি কিছু দিন ভালেনটিনের সঙ্গে থাক। রাজসভায় যাও, তোমার যা খরচ তা আমি পাঠিয়ে দেব। শুভকাজে বিলম্ব করা উচিত নয়। আমার ইচ্ছা, তুমি কালই যাও।

প্রোতিয়াস। কিন্তু যাবার আয়োজন তো করতে হবে। দু চার দিন সময় হলে—

অ্যান্টনিও। না, না, কালই, যাত্রা কর। যদি প্রয়োজন হয়, সমস্ত পরে ব্যবস্থা করা যাবে। অনেক দিন চুপ্‌চাপ ঘরে বসে আছ। এই কথা থাকল, কাল যাত্রা করছ। দিন ক্ষণ দেখে বিলম্বের কোন অর্থ নেই। প্রস্তুত হও।

[অ্যান্টনিও ও পান্থিনোর প্রস্থান

প্রোতিয়াস। এই ভাল, হয় আগুনে পুড়ে মরব অথবা সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরব। জুলিয়ার চিঠি বাবার কাছে থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। পাছে এ সংবাদে তিনি রুষ্ট হন। সেই জন্যই বন্ধুদের নাম নিচ্ছি, এতেই লাভ। হিতে বিপরীত ! তা হলে কি করি ? হায়, দুর্ভাগা ! প্রেমের বসন্ত—সে তো এপ্রিলের রঙিন আকাশের মত সুন্দর। হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল কেন ? সূর্যের সৌন্দর্য গ্রাস করে নিল। [পান্থিনোর পুনঃপ্রবেশ

পান্থিনো। প্রোতিয়াস, পিতা ডাকছেন, দেরী কোর না। তাহলে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে। প্রার্থনা, এখনি যাও।

প্রোতিয়াস। আদেশ মানতেই হবে।—চল। মন কিন্তু বলছে 'যাস না'। ছেলের মনে যে কি দুঃখ তা বাবা মোটেই বুঝবেন না। [প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মিলান

[ভালেনটিন ও স্পীডের প্রবেশ]

স্পীড। হুজুর, আপনার দস্তানা।

ভালেনটিন। না, আমার নয় ; আমারটা তো হাতেই আছে।

স্পীড। তাহলেও, এটাও আপনারই ; একটাই তো—

ভালেনটিন। দেখি—(দেখে) ও হাঁ, এতো আমারই। এ সেই মূল্যবান জিনিষ, যা তার হাতে ছিল। সিলভিয়া ! সিলভিয়া !

স্পীড। (ডাকবে) মাদাম সিলভিয়া। মাদাম সিলভিয়া।

ভালেনটিন। কি ব্যাপার ?

স্পীড। তিনি এখানে নেই হুজুর। যাতে শুনতে পান তাই চেঁচিয়ে ডাকছি।

ভালেনটিন। কে তাকে ডাকতে বলেছে ?
স্পীড। আপনিই তো বললেন, আপনি ডাকলেন না ? না, আমার শুনতে ভুল হল ?
ভালেনটিন। ও, খুব ওস্তাদ হয়ে গেছিস ?
স্পীড। সবাই আমায় চিরকাল একটা বোকা বলে হুজুর।
ভালেনটিন। তারা মিথ্যে বলে না ; আচ্ছা, তুই মাদাম সিলভিয়াকে জানিস ?
স্পীড। যে মাদামকে হুজুর খুব ভালবেসে ফেলেছেন ?
ভালেনটিন। কে বললে, আমি তাকে ভালবেসেছি ?
স্পীড। হুজুরের চলাফেরাই সে কথা বলছে। প্রথমতঃ আপনার বন্ধু প্রোতিয়াস, তার মত আপনিও সারা দিনরাত হাত মুচড়োচ্ছেন, কেমন যেন একটা অখুশী ভাব ; ভালবাসার গান খুব মন দিয়ে শুনছেন, একলা একলা থাকছেন কারো সঙ্গ ভালবাসছেন না। যেন কি ছোঁয়াচে রোগ আপনার ! স্কুলের ছেলেদের বই হারিয়ে গেলে যেমন নিঃশ্বাস ফেলে, সেরকম নিঃশ্বাস ফেলছেন। মাঝে মাঝে চোখ ছলছল করছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। কেমন একটা ভয় ভয় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছেন। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। এসব তো আপনার কোনদিন ছিল না। আগে উচুঁ গলায় ডাকতেন, হাসতেন, কেমন বীরের মত চলাফেরা ছিল। উপোস কাকে বলে জানতেন না। শুধু পয়সার টান ধরলে একটু বিষণ্ণ দেখাত। আর এখন মাদামের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া থেকে আপনি কেমন পাল্টে গেছেন ! আমি আপনাকে সেই মনিব বলে আর চিনতেই পারছি না।
ভালেনটিন। এসব লক্ষণ তুই আমার মধ্যে এখন দেখছিস ?
স্পীড। মনে নয়, বাইরেও এসব লক্ষণ।
ভালেনটিন। এসব মিথ্যে কথা।
স্পীড। কি বলছেন হুজুর; সাক্ষি চাইলে…
ভালেনটিন। হয়েছে। যা বলি উত্তর দে—এই মাদাম সিলভিয়াকে তুই জানিস ?
স্পীড। যে খেতে বসলে শুধু আপনারই দিকে চেয়ে থাকে—সে ?
ভালেনটিন। হ্যাঁ, বেশ তার কথাই বল। তাকে তুই চিনিস ?
স্পীড। না হুজুর, আমি তাকে কি করে চিনব ?
ভালেনটিন। আমার দিকে চেয়ে থাকে তুই দেখেছিস ঠিক ?
স্পীড। যেন সে পাথরের মূর্তি ; চোখে পলক নেই।
ভালেনটিন। পাথর ?
স্পীড। রঙটা খুব ফর্সা ; কিন্তু মন…।
ভালেনটিন। রঙের একটা সীমা আছে। মন তার দরাজ, তার সীমা নেই। কিন্তু…।
স্পীড। রঙ তো তুলির কাজ ; মনই আসল।
ভালেনটিন। ওর রঙ তুলি দিয়ে আঁকা বলতে চাস ?
স্পীড। আজ্ঞে, পালিস না হলে খুলবে কেন ? থাকগে—রঙ নিয়ে কি হবে ? মন—
ভালেনটিন। ঐ রঙেই আমি বিভোর—অপূর্ব তার রূপ।
স্পীড। একটু যেন বেঁকে নুয়ে পড়েছেন।
ভালেনটিন। নুয়ে পড়েছে ?
স্পীড। আজ্ঞে আপনাকে ভালবাসার জন্য—ভালবেসে নুয়ে পড়েছেন। আর একটু

কাহিলও হয়েছেন।

ভালেনটিন। আমি ওকে দেখেই ভালবেসেছি। যখন দেখেছি তখনি ভালবেসেছি।

স্পীড। ওঃ, ভালবেসেছেন! তাহলে আর রূপ দেখে কি হবে হুজুর?

ভালেনটিন। কেন?

স্পীড। শুনেছি, মানুষ ভালবাসায় অন্ধ হয়ে যায়। ধরুন আমার চোখ দিয়ে যেমন দেখব, আপনি তো আর তা দেখবেন না। একবার ভাবুন হুজুর, প্রোতিয়াসকে তার হাবভাব দেখে আপনি কি বলতেন?

ভালেনটিন। তাহলে আমি এখন কি ভাবছি?

স্পীড। আপনি ভাবছেন, আপনি খুব ছোট, তিনি খুব বড়।

ভালেনটিন। তুই এত কিছু জানলি কি করে? তুই কাউকে কখনো ভালবেসেছিস?

স্পীড। তা মিথ্যে বলব না, আমি ভয়ঙ্কর ভালবেসেছি, এখনো ভালবাসি—আমার শোবার বিছানাটাকে।

ভালেনটিন। কাল রাত্রিবেলায় আমায় বলছিল সে নাকি কাকে ভালবাসে তার উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্র কবিতা লিখে দিতে।

স্পীড। লিখেছেন?

ভালেনটিন। লিখেছি।

স্পীড। তেমন ছন্দ আসেনি বোধ হয়।

ভালেনটিন। চমৎকার ছন্দ। আমার যা সাধ্য তা করেছি। চুপ, ঐ সে আসছে।

[সিলভিয়ার প্রবেশ

স্পীড। আঃ, কি তার চলার ভঙ্গি, কি রূপ; এখানে হুজুর ঠিক গুছিয়ে বলতে পারবেন।

ভালেনটিন। নমস্কার মাদাম।

স্পীড। (জনান্তিকে) আঃ, হুজুরের কি বিনয়!

সিলভিয়া। নমস্কার। স্পীড ভাল আছ?

স্পীড। এ দেখি খুবই বিনীত, আমাকেও সম্ভাষণ করছে।

ভালেনটিন। আপনার কথামত ছন্দে গেঁথে এই পত্র লিখেছি। আপনার প্রণয়ের জনকে আপনার সম্বোধন দিয়ে। এ বড় কঠিন কাজ, তবু আপনার জন্য অসম্ভবও করতে হল।

সিলভিয়া। ধন্যবাদ, ভাল লিপিকার।

ভালেনটিন। ভেবে দেখুন, খুব কঠিন কাজ। যাকে লিখছি তাকে চিনি না। তবু ভাষা দিয়ে লেখা; যা মনে এসেছে—তাই লিখেছি।

সিলভিয়া। প্রেমের যন্ত্রণা বুঝি জানা ছিল?

ভালেনটিন। তা নয়, আপনার ব্যথা স্মরণ করে ছন্দে লিখেছি। তবু—

সিলভিয়া। কি তবু? আপনি বোঝেন। তবু কিনা বলব না; নাম দেব না। আপনাকে ধন্যবাদ। ভয় নেই, আর এরকম অনুরোধ করব না।

স্পীড। (স্বগত) তবু কিনা কষ্ট দেবে!

ভালেনটিন। সে কি, এ লেখা আপনার অপছন্দ?

সিলভিয়া। পছন্দ হয়েছে। তবু হেঁয়ালির মত না? এত যখন অনিচ্ছা তখন এ লেখা আমি নেব না; নিন, ফিরিয়ে নিন।

ভালেনটিন। এ লেখা কিন্তু আপনারই জন্য।

সিলভিয়া। হ্যাঁ, আমার অনুরোধে লেখা সেটা স্বীকার করি। কিন্তু আপনার এ লেখা আমি চাই না। আমি লিখলে এ লেখায় প্রাণের টান থাকত।

ভালেনটিন। তাহলে অনুমতি দিন, আর একবার লিখি।

সিলভিয়া। সে চিঠি লেখা হলে নিজে পড়ে শুনিয়ো ; অবশ্য যদি ইচ্ছে হয়। যদি···অর্থাৎ···আমার—

ভালেনটিন। অর্থাৎ কি ? স্পষ্ট করে শুনতে চাই।

সিলভিয়া। এ চিঠি আমার অনুরোধে লিখেছ, ইচ্ছে হলে এটা নাও। আমি আসি।

[প্রস্থান

স্পীড। অব্যক্তব্য! অচিন্ত্য! দেখলাম, কি সহজ আর স্বচ্ছ খেলা! একেবারে সুস্পষ্ট আভাস। মানুষের মুখে যেমন নাক, মন্দিরের উপরে যেমন চূড়া—তেমনি স্পষ্ট। হুজুর যাকে চান তিনি চাওয়া শেখালেন ; তাকেই শিখিয়ে গেলেন। এ ভাল। নিজেকেই হুজুর নিজের চিঠি লিখলেন!

ভালেনটিন। কিরে, তুই কি বকছিস ?

স্পীড। না, নিজের মনে তত্ত্ব কথা ভাবছি। [প্রস্থান

ভালেনটিন। কি তত্ত্ব ?

স্পীড। মেয়েদের মনের কথা। সুন্দরীদের মনের ব্যাপার আপনি ভাল জানেন।

ভালেনটিন। মানে ?

স্পীড। সুন্দরী সিলভিয়া কি চান তাঁর মনের কথা আপনি ছন্দে গাঁথুন, সে কথা তার তো আপনারই প্রতি। আপনার ভাষাতেই তিনি তার মনের কথা আপনাকে জানালেন। এ চিঠি আপনাকে লেখা, আপনার উদ্দেশ্যে তার ভালবাসা।

ভালেনটিন। আমার উদ্দেশ্যে লেখা ?

স্পীড। হ্যাঁ। ও চিঠিতে তার মনের কথা আপনাকে জানিয়েছেন। বেশ মজা করেছেন ; কিন্তু আপনি বোঝেন নি ?

ভালেনটিন। না।

স্পীড। এটুকু তামাসা হলেও চিঠিটা তামাসা নয়। তার মনের কথা বুঝেছেন তো ?

ভালেনটিন। না, কি কথা ? একটু রেগেছেন মনে হল।

স্পীড। রাগ তো বটেই, তবে অনুরাগের প্রমাণ ঐ চিঠি।

ভালেনটিন। এ চিঠি তো লিখেছি ওর কথায় ওর বন্ধুকে।

স্পীড। হ্যাঁ, চিঠি তার বন্ধুকেই তিনি দিয়ে গেছেন। ব্যাপারটা বুঝলেন ?

ভালেনটিন। । বটে

স্পীড। কথায় বলে ঃ কতবার তাকে লিখেছ যে চিঠি

এবং সে লজ্জায়—
অথবা দেয়নি উত্তর কোন,
পায়নি তো সে সময়
পাঠায়নি চিঠি যদি সে আবার
মনের কথাটি বোঝে!
নিজেই শেখাল ভালবাসা তারে

তার হাতে চিঠি লিখে—

মন থেকে বলছি না, কোন ছড়া পড়েছি ছাপার অক্ষরে। কি ভাবছেন? খাবার সময় হল।

ভালেনটিন। আমার খাওয়ার আর ইচ্ছে করছে না।

স্পীড। শুনুন, স্পষ্ট করে বলি। প্রেম ভাল, কিন্তু খাওয়া ব্যাপারটা তারও চেয়ে ভাল। পেটে তেমন আগুন লাগলে প্রেমের আগুন অনেক সময় উড়ে যায়। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। একটু ভাল মন্দ না খেলে ঠিক থাকব না। দোহাই, পাথরের মূর্তির মত অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। একটু অন্ততঃ নড়াচড়া করুন। [উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেরোনা ; জুলিয়ার গৃহকক্ষ

[প্রোতিয়াস ও জুলিয়ার প্রবেশ]

প্রোতিয়াস। জুলি, চঞ্চল হয়ো না।

জুলিয়া। না, চঞ্চল হব না ; নিরুপায় হলে—

প্রোতিয়াস। যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।

জুলিয়া। যদি সত্যি ভালবাস, যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। নাও এই আংটী, তোমার জুলির স্মৃতি। (আংটী দেবে)

প্রোতিয়াস। তুমি আমার এ আংটী নাও। স্মৃতি বিনিময়।

জুলিয়া। এই ঠোঁটের স্পর্শে এই স্মৃতি উজ্জ্বল রবে ; প্রিয় চুম্বনে উজ্জ্বল।

প্রোতিয়াস। দূরে গিয়ে যদি তোমার কথা ভুলে যাই ; তোমার কথা মনে হলে যদি ব্যথায় মন না ভরে ওঠে তাহলে প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য আমাকে যেন গ্রাস করে, আমি যেন প্রেমের অপমানের শাস্তি পাই। সে বিস্মৃতি যেন আমায় অভিশপ্ত করে। বাবা অপেক্ষা করছেন ; কিছু বলতে হবে না, তোমায় চোখের জলই সব কথা বলে দিয়েছে, যা মুখের ভাষায় বলা যায় না। [জুলিয়ার প্রস্থান] জুলি' চলি। কিছু না বলে চলে গেল। সত্যি, সত্যিকারের প্রেম কথার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না ; তার নিজস্ব ভঙ্গিতেই সে স্পষ্ট, ভাষা দরকার হয় না।

পান্থিনো। যাবার সময় হয়ে গেছে।

প্রোতিয়াস। দেরী নেই ; চল যাই। এই বিদায়ের মুহূর্ত প্রেমিককে কেমন নির্বাক ভাষাহীন করে দেয়। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। ভেরোনার পথ

[একটি কুকুর নিয়ে ল্যান্সের প্রবেশ]

ল্যান্স। না, চোখের জলকে কিছুতেই থামান যাচ্ছে না। আমাদের বংশের এই ধারা ; একবার কাঁদতে শুরু করলে সে আর থামতে চায় না। মনিবের সঙ্গে রাজসভায় চলেছি ; এই যে আমার কুকুরটা—ক্রাব, এত বড় নিষ্ঠুর আমি কখনো দেখিনি। বিদেশে চলেছি, বাড়ীতে মা কাঁদছে, বাবা চেঁচাচ্ছে, বোন কাঁদছে, দাসীটা যেন মরাকান্না কাঁদছে, বিড়ালটাও কেমন করছিল ; —শুধু এই কুকুরটার প্রাণে এতটুকু মায়া নেই। কাঁদতেও জানে না। এ রকম ব্যাপারে বোধ হয় ইহুদীরাও কেঁদে ফেলত। বুড়ী ঠাকুমা চোখে তো কিছুই দেখে না, তবু সেই চোখেই আমার জন্য জল ফেলল। না, আমায় একটু ঠিকমত চাঙ্গা হয়ে নিতে

হবে। যাবার আগে হিসেব নিকেশ ঠিক করে নিতে হবে। এই জুতো আমার বাবার পায়ে ছিল। দু' পাটি নয়, একপাটি। বাঁ পায়েরটা বাবার পায়ের। না, না বাঁ পায়ের পাটিটা মায়ের পায়ের। না, তাতো নয়, গুলিয়ে ফেলেছি ; এই যে এ পাটি—মানে যেটার শুকতলায় একটা মস্ত গর্ত, এটা হল মায়ের—আর এইটে বাবার। হাতের লাঠিটা তো বোনের, টুপীটা দাসী নানের। আমি আর আমার সম্পত্তি বলতে আছে এই কুকুরটা। তাই বা কি ? কুকুর তো কুকুর ; আমি আমি। না, পথে একা বের হওয়া ঠিক নয়। আমি হলাম কুকুরের আর কুকুরটা হল আমার ; এখন বাকী আছে শুধু বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া। বিদেশে বাবা মা বোনের জন্য মন কাঁদবে ; আর ঠাকুমা—ওর জন্যও মন খারাপ হবে। তাই তাদের মনে রাখার জন্য কারো জুতো, কারো হাতের লাঠি, কারো টুপী, কারো গায়ের চাদর নিয়েছি ; দেখ, কুকুরটা কথাও বলে না, কাঁদেও না—কিন্তু দেখি, আমার চোখের জল কি করে বাধা মানে। [পান্থিনোর প্রবেশ

পান্থিনো। আরে তুই এখানে কি করছিস। তোর মনিব জাহাজে উঠে বসে আছে। তুই এখানে থাকলে যাবি কি করে ? কি ব্যাপার বলত ? দু' চোখে জল ! কাঁদছিস তুই ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস আর ওদিকে নদীতে জোয়ার এসে গেছে,—জাহাজ এখনি ছেড়ে দেবে।

ল্যান্স। যদি জাহাজ ছেড়েই দেয় তবে উপায় কি ?

পান্থিনো। তার মানে ?

ল্যান্স। এখানে আমার বাঁধন যে কাটছে না।

পান্থিনো। কিসের বাঁধন ?

ল্যান্স। এই কুকুরটা—ওর মায়া যে ঘোচে না।

পান্থিনো। কুকুরের মুখ চেয়ে থাক, আর ওদিকে জাহাজ যাক চলে। না, তোর আর যাওয়া হবে না দেখছি। জাহাজ হারালে মনিবকেও হারাবি। আর মনিবকে হারালে চাকরিটাও যাবে। আর চাকরিটা গেলে তোর দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকবে না।

ল্যান্স। আসুক জোয়ার ; যাক জাহাজ ; যাক—মনিবও। যদি নদী শুকিয়েও যায় আমার চোখের জলে তা ভরে উঠবে। আর দেশ ছাড়ার কথায় যে দীর্ঘশ্বাস—এ যেন ঝড় ; তা দিয়ে জাহাজ ; রাজার দরবার কেন, অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে দেব।

পান্থিনো। আয়, আয়। মিছে কথা কাটাকাটি করিস না। আমি তোকে ডাকতে এসেছি।

ল্যান্স। আমাকে ? মানে ?

পান্থিনো। অত উত্তর দিতে পারব না। যাবি কিনা স্পষ্ট করে বল।

ল্যান্স। যাবার জন্য তো পা বাড়িয়েই আছি। [উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ কক্ষ

[ভালেনটিন, সিলভিয়া, থুরিয়ো ও স্পীডের প্রবেশ]

সিলভিয়া। ভালেনটিন।

ভালেনটিন। দেবী।

স্পীড। থুরিয়োর আপনার ওপর খুব কড়া নজর।

ভালেনটিন। ভালবাসেন বলে।

স্পীড। সে ভালবাসা তো তোমাকে নয়।
ভালেনটিন। তাহলে দেবী সিলভিয়াকে ?
স্পীড। ওকে একটু শিক্ষা দিলে ভাল হয়। [প্রস্থান
সিলভিয়া। তোমাকে একটু মলিন দেখাচ্ছে।
ভালেনটিন। হ্যাঁ, সত্যি ; সে-রকমই।
থুরিয়ো। আসলে তুমি যা, এখন তোমাকে ঠিক তা মনে হয় না।
ভালেনটিন। আমি যা চিরদিনই আমি তাই।
থুরিয়ো। তুমি তো যা নও তাই দেখাও।
ভালেনটিন। তুমিও তো তাই ; বুদ্ধিমান বলে নিজেকে দেখাও।
থুরিয়ো। মানে আমি কি নই, আর নিজেকে কি দেখাই ?
ভালেনটিন। বুদ্ধিমান বলে নিজেকে দেখাতে চাও।
থুরিয়ো। তাহলে আমি কি, বল ?
ভালেনটিন। একটা বোকা।
থুরিয়ো। আমার বোকামির কি পরিচয় পেয়েছ, বলতে পার ?
ভালেনটিন। তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নির্বুদ্ধিতে ভরা।
থুরিয়ো। কি ?
সিলভিয়া। থুরিয়ো, অমন রেগে যাচ্ছ কেন ? সব সময় ওরকম মেজাজ বদলাও কেন ?
ভালেনটিন। ছেড়ে দিন, ও একটা বহুরূপীর মত।
থুরিয়ো। আমি বহুরূপী ? আমি রং বদলাই ? তোমার গায়ে হাওয়া লেগেছে ? বেশ বদলাই তো—তাই।
ভালেনটিন। তোমার কথা শেষ হল ?
থুরিয়ো। কথার কি শেষ আছে—
ভালেনটিন। না, তোমার কথার পুঁজির কথা বলছি। না হলে কথার যে শেষ নেই, তা আমি জানি।
থুরিয়ো। মানে ?
সিলভিয়া। আঃ, তর্ক কেন আবার ?
ভালেনটিন। আপনাকে দেখে ওর কথা আর বাঁধ মানছে না।
থুরিয়ো। হুঁ, আমি নিজে কথা জানি না, না ? এস, তর্ক কর।
ভালেনটিন। থাক। তুমি অনেক কথা জান সে আমি জানি। তোমার অনেক কথার পুঁজি, তোমার ভক্তদের তুমি দু' বেলা তা বিতরণ কর ; তোমার ভক্তরা তো ঐ কথার জোরেই বেঁচে আছে।
সিলভিয়া। আঃ শুধু তর্ক করছেন কেন ? ঐ যে বাবা আসছেন। [ডিউকের প্রবেশ
ডিউক। সিলভিয়া, হ্যাঁ, ভাল কথা, ভালেনটিন, তোমার সংবাদ আছে। তোমার বাবা ভাল আছেন। তোমার বন্ধুরও চিঠি আছে। সে তোমায় শুভেচ্ছা জানিয়েছে।
ভালেনটিন। রাজার শুভ সংবাদ সব সময়ই কাম্য।
ডিউক। আচ্ছা, ডন অ্যান্টনিও তোমার দেশের লোক, জান ?
ভালেনটিন। জানি। তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ; খুব সম্ভ্রান্ত বংশের। তাঁর খ্যাতি দেশে ও বিদেশে। সত্যিই তিনি সে খ্যাতির উপযুক্ত।
ডিউক। তার এক ছেলে আছে।

ভালেনটিন। সে উপযুক্ত ছেলে মহারাজ।

ডিউক। তুমি তাকে জান ?

ভালেনটিন। সে আমার ছোটবেলাকার বন্ধু ; একসাথে খেলেছি, একসাথে দিনরাত কাটিয়েছি। জ্ঞানে সে আমার থেকে অনেক বড় ; বেশ শান্ত, ধীর, উদার,—তার নাম প্রোতিয়াস। খুব বেশি বয়স নয়,—তরুণ, ভদ্র স্বভাব। এত ভাল লোক আমি আর দেখিনি।

ডিউক। যা বললে তা যদি সব সত্যি হয়, তবে সে এখানে সুযোগ্য অতিথি হবে। এতক্ষণে আমার সভায় আমার অতিথি হয়ে এসেছে, কিছুদিন থাকবে। তার সঙ্গ তোমার কাম্য শুনে সুখী হলাম।

ভালেনটিন। তার সঙ্গ আমি চিরদিনই কামনা করি।

ডিউক। তবে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর। সিলভিয়া, থুরিয়ো, একে ঠিক মত আপ্যায়ন কোর। আমি এখনি তাকে এখানে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান

ভালেনটিন। ওর কথাই বলেছিলাম আপনাকে। আমি যখন আসি, সে তখন আমার সঙ্গে আসতে পারল না। কারণ, তার আপাদমস্তক ভালবাসায় নিমজ্জিত ; প্রিয়ার চোখের দৃষ্টিতেই সে আত্মহারা।

সিলভিয়া। এখন কি তার থেকে মুক্ত হয়েছেন ? প্রিয়তমা ছেড়েছে—তাই হয়তো বিদেশে আসছেন ; কিন্তু কি প্রতিশ্রুতি আছে যদি তিনি এখানে হারিয়ে যান ?

ভালেনটিন। শুধু শরীরটা নেই, মনটুকু তো বাধা আছে।

সিলভিয়া। তাহলে বন্ধুর সঙ্গে কি নিয়ে দেখা করবে ?

ভালেনটিন। প্রেমিকের মন ত খুব বিস্তৃত। একজনের মধ্যেই তাই অনেক মন। এই আশা, পরমুহূর্তে নিরাশা—এর মধ্যে সে কি করে বেঁচে থাকে তাহলে ?

থুরিয়ো। এটা ঠিক নয়, প্রেমিকের মন একটাই। সে মনের কোন অংশ নেই।

ভালেনটিন। তোমার মত প্রেমিক আর কোথায় ? একমনে বোকামির সাধনা করছ !

[থুরিয়োর প্রস্থান। প্রোতিয়াসের প্রবেশ

সিলভিয়া। চুপ্, সেই সম্ভ্রান্ত অতিথি আসছেন।

ভালেনটিন। এস, প্রোতিয়াস, স্বাগত। একটা অনুরোধ দেবী, আমার বন্ধুর যোগ্য সমাদরে ওকে অভ্যর্থনা করুন।

সিলভিয়া। নমস্কার। আপনার বন্ধুর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি, আজ সৌভাগ্য হল, আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার।

ভালেনটিন। দেবী. আমার সঙ্গে ওকেও আপনার সেবায় নিয়োগ করুন, দু'জনেই আপনার সেবক হয়ে থাকব।

সিলভিয়া। সে হয় না, উনি আমার থেকে অনেক বড়।

প্রোতিয়াস। তা নয় দেবী। অতি দীন সে। ওরকম দেবীর সেবা ! হয়তো তার যোগ্যই নই আমি।

ভালেনটিন। যোগ্যতা নয়। আমার সঙ্গে ওকেও আদেশ করুন দেবী।

প্রোতিয়াস। এ সেবায় নিজেকে সম্মানিত ভাবব।

ভালেনটিন। সত্যি তাই ; দেবী নিজেই সেবককে সম্মানিত করবেন।

প্রোতিয়াস। এ কথা তো দেবীর মুখেই একমাত্র শোভা পায়।

সিলভিয়া। কোন কথা, সেবককে সম্মানিত করা ?

প্রোতিয়াস। প্রভুর এ অযোগ্যতা। [থুরিয়োর পুনঃপ্রবেশ

থুরিয়ো। মহারাজ আপনার দর্শন চান।

সিলভিয়া। এখনি যাচ্ছি। থুরিয়ো, আমার সঙ্গে এস। হে নতুন অতিথি, আপনাকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন। অনেক কথা আছে। কথা শেষ হলে, আবার কথা হবে। [সিলভিয়া ও থুরিয়োর প্রস্থান

ভালেনটিন। এখন বল, ওখানকার সব খবর ভাল তো?

প্রোতিয়াস। হ্যাঁ, আত্মীয়-স্বজন সবাই ভাল আছেন।

ভালেনটিন। তোমার বন্ধুরা?

প্রোতিয়াস। সবাইকে ভালই দেখে এসেছি।

ভালেনটিন। তোমার জুলিয়া,—তোমার ভালবাসা?

প্রোতিয়াস। সে কথা তোমাকে বলে কি লাভ? ওর প্রতি তো তোমায় বিতৃষ্ণা। প্রেম তো তোমার কাছে কিছু না।

ভালেনটিন। সত্যি, জীবনকে বোঝা খুব কঠিন। কখন কি পরিবর্তন হয়! প্রেমকে কত তুচ্ছ করেছি, এখন যেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। প্রেমের দেবতা যেন সেই ক্রোধেই আমাকে বিদ্ধ করেছিলেন। খাওয়ার ইচ্ছে নেই; দীর্ঘশ্বাসে বেদনা—একটা নিরাশা; সারারাত চোখের জল সঙ্গী হয়েছে। সুখই হারিয়েছি। ঘুম নেই। আকাশ বাতাস সব যেন বেদনায় ভরে গেছে। সত্যি, প্রোতিয়াস প্রেমের একটা শক্তি আছে; সে সব কিছু তুচ্ছ করে দিতে পারে। আমি তার কাছে বন্দী; প্রেম ছাড়া কিছুই নেই আজ। ঘুম, স্বপ্ন সব ছেয়ে আছে ভালবাসা। দুঃখের মধ্যেও কি আনন্দ!

প্রোতিয়াস। বুঝেছি, এই সিলভিয়াই স্বর্গীয় তোমার কাছে।

ভালেনটিন। সত্যি, স্বর্গীয় নয়?

প্রোতিয়াস। না। মানবীই।

ভালেনটিন। তাকে দেবী বল।

প্রোতিয়াস। আমি তা বলব না।

ভালেনটিন। আমায় যদি বন্ধু বল, তবে একথা মান—আমার আনন্দ হবে।

প্রোতিয়াস। আমি যখন এমন আত্মহারা ছিলাম, তখন তুমি আমায় কত কথা বলেছ; তাই এখন তোমাকেও তা সহ্য করতে হবে।

ভালেনটিন। তবু নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলবে। যদি বল. ও পৃথিবীর কিন্তু এখানেও ওর তুলনা নেই—

প্রোতিয়াস। জুলিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়—

ভালেনটিন। তুমি নিষ্ঠুর প্রোতিয়াস।

প্রোতিয়াস। আমি যাকে ভালবাসি—তাকে আমি শ্রেষ্ঠ বলব না?

ভালেনটিন। যদি সে সিলভিয়ার থেকে শ্রেষ্ঠ না-ও হয়, তাতে কি তার গর্ব ভেঙে যাবে? আমার প্রিয়ার যদি সে সহচরী হয়, তবে তার গৌরবই বাড়বে।

প্রোতিয়াস। এতে কিন্তু তাকে অপমান করা হল। ভালেনটিন, তুমি পাগল হয়ে গেছ!

ভালেনটিন। আমি ক্ষমা চাইছি, সত্যিই আমি পাগল হয়ে গেছি। পৃথিবীর সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। যাকে ভালবাসি, কোন কিছুর সঙ্গেই তাকে তুলনা করতে পারি না। সেই আমার পরম ঐশ্বর্য।

প্রোতিয়াস। সেটা ভাল, কিন্তু তার জন্য অন্যকে ছোট ভাবা—

ভালেনটিন। আমার ভালবাসা ; সমস্ত পৃথিবীতে যেন আমার ঐশ্বর্য সব চেয়ে বড়। সমস্ত সমুদ্রের সৈকতের যদি প্রতিটি বালুকণাও মুক্ত হয়, তার মূল্যও আমার কাছে তুচ্ছ। তাকে আমি ছোট করতে পারব না। আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে,—সিলভিয়ার বাবা তারই হাতে ওকে দিতে চান। ও এই রাজ্যের লোক ; লোকে ওকে চাইছে। রাজ্যের প্রতি আমার মোহ নেই, ওকে পেলে আমি আর কিছুই চাই না। শুধু ভাবনা, ওর হাত থেকে কি করে সিলভিয়াকে পাব ? অবশ্য, তুমি জান, ভালবাসায় ঈর্ষা আসে।

প্রোতিয়াস। ও কি তোমাকেই চায় ?

ভালেনটিন। চায়, দু'জনের কথার বিনিময়ও হয়েছে। দু'জনে ঠিকও করেছি, এখান থেকে পালিয়ে যাব। একটা দড়ি বেয়ে রাত্রিতে আমি ওর জানলার সামনে যাব, তারপর ওকে নিয়ে যাব। দু'জনের জন্যই দু'জনে অনেক পরামর্শ করেছি। আমার ঘরে এস, সব বলব। তোমার মতামতও শোনা যাবে।

প্রোতিয়াস। তুমি যাও, আমি আসছি। একটা কাজ আছে ; কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে হবে, জাহাজঘাটায় রয়েছে, তারপর তোমার কাছে যাচ্ছি।

ভালেনটিন। দেরী কোর না।

প্রোতিয়াস। তাড়াতাড়িই আসব। [ভালেনটিনের প্রস্থান] আশ্চর্য, এক তাপ যেমন অন্য তাপকে নিস্তেজ করে দেয়, কিংবা একটা চুম্বক যেমন অন্যটাকে আঘাত করে সরিয়ে দেয়, তেমনি জুলিয়ার মুখ, ওর কাছে কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ওর রূপ, কিম্বা ভালেনটিনের প্রশস্তি, অথবা আমারি ভেতর থেকে অদম্য ইচ্ছা বলছে, এ আরো সুন্দর। জুলিয়াও সুন্দর, কিন্তু এ তার থেকে বেশি। জুলিয়াকে ভালবাসি ; না, আগে ভালবাসতাম। এ ভালবাসায় ঢাকা পড়ে গেছে সে প্রেম। আগুনের উত্তাপে যেমন মোম গলে যায় তেমনি সেই স্মৃতি গলে হারিয়ে যাচ্ছে। সিলভিয়া কেমন সারা মন জুড়ে বসেছে। কিন্তু ভালেনটিন! বন্ধুর প্রতি সে ভালবাসা আর নেই। সুন্দরী সিলভিয়া, তোমাকেই আমি ভালবেসেছি। তাই ভালেনটিনের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাস পেলাম না। অল্পক্ষণ তাকে দেখেছি ; শুধু রূপ। তার মনও জানি না, তবু সেই রূপের মধ্যে কেমন নিমজ্জিত হয়ে গেছি। যেন অন্ধ হয়ে গেছি। কোথায় বন্ধু, তার যা হবার হোক, ওকে পেতেই হবে। তার জন্য যা কিছু করবার করতে হবে ; ওর মধ্যেই যেন ক্রমশঃ মগ্ন হয়ে যাচ্ছি। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য। মিলানের রাজপথ

[স্পীড ও ল্যান্সের প্রবেশ]

স্পীড। আরে ল্যান্স, এস, আমি তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি।

ল্যান্স। ও ' ' বোল না ; কারণ আমি জানি, এখানে আসাটা আমার তেমন ভাল হচ্ছে না।

স্পীড। খুব হবে। একটু অপেক্ষা কর। একটা কথা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। বল তো, তোমার মনিব কি করে জুলিয়াকে ছেড়ে এলেন ? কি করে তিনি তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন ?

ল্যান্স। কিছুক্ষণ ঘরে গিয়ে দু'জনে বসলেন, তারপর চলে এলেন।

স্পীড। উনি তোমার মনিবকে বিয়ে করেছেন ?
ল্যান্স। না।
স্পীড। না ? তাহলে তোমার মনিব ওকে বিয়ে করেছেন ?
ল্যান্স। না।
স্পীড। বিয়ের ব্যাপার তাহলে ভেঙে গেছে ?
ল্যান্স। উঁহুঁ।
স্পীড। আরে এটাও নয়, ওটাও নয়, তবে কি ?
ল্যান্স। ব্যাপারটা হল, ইনিও বলছেন 'হ্যাঁ বিয়ে,' আর উনিও বলছেন, 'হুঁ বিয়ে'—কাজেই দু'জনের বিয়ে হবেই।
স্পীড। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।
ল্যান্স। তোমার মাথায় খুব বুদ্ধি কিনা, একেবারে বুদ্ধির ঢেঁকি। ঢেঁকি না হয়ে যদি লাঠি হতে—
স্পীড। মানে ?
ল্যান্স। এই যে আমার হাতে লাঠি দেখছ, এটা দিয়ে তোমায় মানে বোঝাব।
স্পীড। দেখ, এসব পাগলামি ছেড়ে আসল ব্যাপারটা বলতো ?
ল্যান্স। হুঁ, তাহলে আমার কুকুরকে জিজ্ঞাসা কর ; ও যদি বলে 'হ্যাঁ', তবে বুঝবে —হবে। ও যদি শুধু লেজও নাড়ে তাহলেও বুঝবে—হবে।
স্পীড। তাহলে বোঝা যাচ্ছে দু'জনের বিয়ে হবেই।
ল্যান্স। এর বেশি আর কিছু বলা যাবে না। এসব ভেতরকার কথা, বুঝলে হে ?
স্পীড। ঠিক আছে, ওসব যাক ; কিন্তু জান এখানেও অনেক নতুন খবর আছে। আমার মনিবও প্রেমে পড়েছেন ! প্রেমের সাগরে একবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন।
ল্যান্স। তাই নাকি ! এমন তো আগে কখনো হয়নি।
স্পীড। না, এখনি হয়েছে।
ল্যান্স। তুমি যে বলতে, তিনি শুধু বকে বেড়ান আর ছন্নছাড়া হয়ে ঘোরেন।
স্পীড। কবে বললাম, আমার মনির ছন্নছাড়া ?
ল্যান্স। তোমার মনিব নয়, তুমি। আমার মনিব এখানে এক সুন্দরীর প্রেমে পড়েছেন। তাকে প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলেছেন।
ল্যান্স। তাতে আমার কি। প্রেমের আগুনে যদি তোমার মনিব স্বর্গেও যান তাতে আমার কি যাবে আসবে, শুনি ? তার থেকে চল দেখি, এখানের কোন শুঁড়িখানায়। তা না হলে ভাবব তুমি খৃষ্টান নও, একটা হিব্রু ! একটা ইহুদী।
স্পীড। কেন ?
ল্যান্স। কারণ, একজন খৃষ্টানকে শুড়িখানায় নিয়ে যাবার যোগ্যতা তোমার নেই। কি, যাবে ?
স্পীড। চল। [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য। মিলান ডিউকের প্রাসাদ কক্ষ

[প্রোতিয়াসের প্রবেশ]

প্রোতিয়াস। জুলিয়াকে কি ত্যাগ করা উচিত ? না। সিলভিয়াকে ভালবাসা ? তাও নয়। বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ? সেটা আরো বেশি অন্যায়। তবু মন তো তা মানেনা। যে ভালবাসা বন্ধুর মঙ্গল চায়, প্রিয়ার ভাল চায়, সেই ভালবাসাই

আমাকে বিশ্বাসঘাতক করে তুলছে। ওরে মধুময় প্রেম, হৃদয়ের আনন্দ, তুই যদি আজ অনাচারী হয়ে থাকিস, আর আমি যদি তোর কুহকিনী মায়ায় ভুলে থাকি—তবে আমাকে ক্ষমা করিস। সত্যি, এখন মনে হয়, এতদিন আমি যেন আকাশের ছোট্ট একটা তারাকে ভালবেসেছি—আর আজ পূজো করছি দীপ্ত সূর্যের। তারজন্য যদি ছোটখাটো প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি তবে তাতে অন্যায়টা কোথায়? বুদ্ধিই সবার ওপরে ; সেই বলে দেয়—ছোট ত্যাগ করে বড়র সাধনা করার জন্য। ভালর পরিবর্তে যদি আরো ভাল পাওয়া যায় তাই তো কাম্য। সত্যি, আজ তাকে ছোট করে দেখছি, অথচ এতদিন তার মহিমাতেই প্রাণ অন্ধ ছিল। কতবার তা স্বীকারও করেছি। ভালবাসা থেকে সরে আসা সম্ভব নয়, তবু সে বললে এ প্রেম অন্যখানে অবাধে বয়ে যাক। জুলিয়া, ভালেনটিন, —এদের ছেড়ে দিতে হবে ; আর এদের রাখলে, নিজেকে হারাতে হবে। সত্যি, কি করি? ভালেনটিনকে হারিয়ে সিলভিয়াকে পাব। বন্ধুর থেকে আমি নিজেকে অনেক বেশি ভালবাসি। ভালবাসা তো তুচ্ছ নয়। সিলভিয়া, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে তিনি জানেন, সিলভিয়ার সাথে জুলির কোন তুলনাই হয় না। জুলিয়ার অস্তিত্ব একেবারে ভুলে যাব ; মুছে যাবে তার সব স্মৃতি। আজ থেকে ভালেনটিন শত্রু। সিলভিয়া আমার বন্ধু, আমার ভালবাসা। কিন্তু নিজেকে আমি কতখানি ভালবাসি তারই প্রমাণ হবে যদি ভালেনটিনের প্রতি অবিশ্বাসী হই। আজ রাত্রিবেলা সে দড়ি বেয়ে সিলভিয়ার জানলা দিয়ে ঢুকবে, তাকে নিয়ে সে পালাবে। সে আবার আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছে। অথচ তার প্রেমের পথে আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ডিউকের কাছে যাই। তাকে গিয়ে জানিয়ে দেব, আজ রাত্রে তার মেয়েকে নিয়ে ভালেনটিন যাত্রা করবে। ডিউক নিশ্চয়ই রেগে যাবে ; বন্দী করে নির্বাসন আদেশ দেবে ভালেনটিনকে। থুরিয়োটাতো একটা বোকা। ডিউকের ইচ্ছে, মেয়েকে তিনি তার হাতে দেবেন। আগে ভালেনটিনকে দূর করি, তারপর বোঝা যাবে থুরিয়োর কত বুদ্ধি, আর আমার যোগ্যতাই বা কতদূর? ভালবাসা, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তোমার পাখায় ভর করে যেন দ্রুত পাড়ি দিতে পারি ; কারণ, তোমার জন্যই আজ আমি এ ষড়যন্ত্রের জালে জড়িত। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য। ভেরোনা ; জুলিয়ার গৃহ-কক্ষ

[জুলিয়া ও লুশেতার প্রবেশ]

জুলিয়া। বল লুশি, আমায় যদি ভালবাসিস, তবে আমার সমস্ত কথাই তো তুই জানিস। কি ভাবে মিলানে যেতে পারি, বল তো?

লুশেতা। বড় দুর্গম পথ ; খুব কষ্ট হবে।

জুলিয়া। কিন্তু সেই তো আমার পবিত্র আশ্রয়। লোকে তীর্থে যায়—কত কষ্ট করে, তবু পথের কষ্ট তাদের লাগে না ; কারণ, সেখানে পৌঁছে গেলে যাত্রা সফল। তারা যায় দেবতার উদ্দেশ্যে, আর আমার তীর্থ হচ্ছে প্রেম—সে তীর্থে প্রোতিয়াস আমার দেবতা। দুর্গম হলেও আমি যাব ; যত কষ্টই হোক সে কষ্টকে আমি ভয় করি না রে লুশি।

লুশেতা। অপেক্ষা কর, সে তো ফিরে আসবে।

জুলিয়া। লুশি, তাকে না দেখে আমি যে আর থাকতে পারছি না। তার দৃষ্টি—সে

তো অমৃত। তাকে ছাড়া কি করে থাকব ? নিজেকে বিপন্ন বলে মনে হয়। যদি কখনো ভালবাসিস তবে বুঝবি, প্রেম কখনো নেভে না ; তার কোন সান্ত্বনা নেই—যেমন বরফে কখনো আগুন জ্বলে না—তেমনি।

লুশেতা। তোমার ও প্রেমের আগুন আমি নেভাতে চাই না। শুধু তার শিখাগুলো একটু কমিয়ে দেব, যেন ওর তেজ তোমার বুদ্ধিকে না আচ্ছন্ন করে ফেলে।

জুলিয়া। কমাতে গেলে, ও আরো বেড়ে যাবে। ছোট্ট স্রোতের নদীকে বাধা দিলে সে আরো উত্তাল হয়ে ওঠে। আর বাধা না দিলে তার নির্বোধ গতি পাষাণকে তুচ্ছ করে উন্মত্ত সাগরে গিয়ে মিশবে। আমি যাব, তুই আমায় বাধা দিস না। আমি ঐ নদীর মতই যাব ; ওই পথ পার হয়ে তার সাথে মিলিত হব। সমগ্র ক্লান্তির পর সেখানেই আমার নিশ্চিত বিশ্রাম।

লুশেতা। তুমি এই বেশে পথে বের হবে ?

জুলিয়া। না, এ বেশে নয়। জানি, পথে অনেক লোক, যারা মেয়ে দেখলে কুৎসিত ভাবে তাকায়—তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। বরং একটা কিশোরের বেশে যাব। লুশি, সে পোষাক নিয়ে আয়।

লুশেতা। তাহলে তো তোমায় চুল কাটতে হবে।

জুলিয়া। না, এমনভাবে চুল বাঁধব যে, লোকে বলবে, দেখ, পুরনো দিনের মত করে কেমন চুল বেঁধেছে।

লুশেতা। আর পোষাক ?

জুলিয়া। যাতে সকলে বুঝবে—কোন ভৃত্য। লুশি, তুই বল, কেমন পোষাক হবে ?

লুশেতা। তাই তো! কি রকম পোষাক হবে। কিন্তু কি করে তোমার ঐ বুক ঢেকে রাখবে ?

জুলিয়া। লুশি, যা তুই ; শুনতে চাইনা তোর কথা।

লুশেতা। পরিহাস নয়। এই বয়সে নিজেকে গোপন করা কঠিন।

জুলিয়া। জানি, তুই আমায় খুব ভালবাসিস। ঠিক আছে, যা করলে ধরা যাবে না সেই বেশই দে। দেখতে যেন কুৎসিত হয়। এই দীর্ঘপথ শেষে লোকে আমার নিন্দে করবে না তো ? কোন অপবাদ দেবে না তো ?

লুশেতা। তা নিয়ে ভেবনা। তার চেয়ে পথে বের হয়ো না ; নির্জনে ঘরে বসে থাক।

জুলিয়া। না না, আমি যাব।

লুশেতা। তাহলে অপবাদ, নিন্দা—ওসব মনে এনো না। যাওয়া যদি ঠিক কর, তবে যাও। যদি প্রোতিয়াস অসন্তুষ্ট হয়, শুধু তাহলেই ফিরে এস ; আর কারো বলায় কিছু এসে যায় না।

জুলিয়া। আমার সে ভয় নেই ; আমার জন্য আমি তার দীর্ঘশ্বাস দেখেছি। চোখের জলের মধ্যে আমি তার পরিচয় পেয়েছি। সে তো নিজেও কষ্ট পাচ্ছে ; সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। সমস্ত অপরাধই সে মার্জনা করে দেবে।

লুশেতা। কিন্তু ওসব চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস—ওগুলো হল ভালবাসার ভান।

জুলিয়া। যারা এসব বলে, তারা মিথ্যে কথা বলে। আমার প্রিয় প্রোতিয়াসকে আমি ভাল করেই জানি। তার চোখের জল, ভালবাসার কথা, তার স্বপ্ন, তার বিশ্বাসে প্রাণের ছোঁয়া আছে। সে হৃদয় স্বর্গীয়। আর সেই চোখের জল ও নিঃশ্বাস—স্বর্গের বার্তাবহ। সে কখনো প্রতারণা করতে পারে না। তার কাছে

মিথ্যের কোন স্থান নেই।

লুশেতা। তাই হোক ; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সে যেন স্বর্গীয়ই থাকে।

জুলিয়া। শোন, কখনো পরিহাস ক'রেও ওর নিন্দা করিস না। ওকে ভালবাসলে আমারো ভালবাসা পাবি। যা তো আমার ঘরে, কি কি প্রয়োজন—সব ঠিক করে আয়। যেটুকু দরকার, শুধু তাই নেব। যা থাকল সব তুই নিস। এর বিনিময়ে আমাকে মিলানে পাঠিয়ে দে। সেই বিদেশে ওর সাথে আমার মনও চলে গেছে। ওঃ, তোর কোন কাজ তাড়াতাড়ি হয় না ; আমি এদিকে অস্থির হয়ে পড়ছি। চল, তাড়াতাড়ি চল। [প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মিলান ; ডিউকের বিশ্রাম কক্ষ।

[ডিউক, থুরিয়ো ও প্রোতিয়াসের প্রবেশ]

ডিউক। থুরিয়ো। তুমি একটু বাইরে যাও ; আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা আলোচনা আছে। [থুরিয়োর প্রস্থান] বল প্রোতিয়াস, তুমি আমাকে কি বলতে চাইছ ?

প্রোতিয়াস। মান্যবর, খুব দুর্ভাগ্যের কথা। কথাটা না বললে যেমন আমার সৌজন্যে বাধছে, তেমনি বললে আবার বন্ধুর প্রতি অবিচার করা হয়। বিশেষ করে আপনার স্নেহে, ভালবাসায় আমি কৃতজ্ঞ। এ কথা গোপন রাখাটাই আমার পক্ষে অন্যায়, মনে হচ্ছে—না বলাটাই পাপ। ভীষণ বিপদে পড়েছি। বন্ধু ভালেনটিন ঠিক করেছে, আজ রাত্রিবেলা আপনার মেয়েকে নিয়ে সে পালাবে। একথা সেই আমাকে বলছে ; এ তার গোপন সঙ্কল্প। আমি জানি, থুরিয়ো আপনার মনোনীত পাত্র। এও জানি, আপনার মেয়ে থুরিয়োকে ঘৃণা করে। তবু এ কন্যার পিতার কর্তব্য। যদি আজ রাত্রিতে সে পালিয়ে যায় তাহলে শুধু দুঃখই নয়, অনেক অপমানের কলঙ্কও আপনাকে সইতে হবে। কাজেই, কর্তব্য বোধে বন্ধুপ্রেম ভুলে এ সংবাদ দিতে এসেছি। বন্ধু-প্রীতির থেকেও এ আমার কাছে বড কাজ। একথা না বললে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হত। সে আঘাত আমি সহ্য করতে পারতাম না।

ডিউক। ধন্যবাদ প্রোতিয়াস। তুমি একথা বলে আমার ভালই করেছ। সত্যিই তুমি সৎ। অনেকদিন দেখেছি, আমাকে লুকিয়ে দু'জনে বসে হাসি-গল্প করছে। ভেবেছিলাম, ভালেনটিনকে অন্দরে যেতে বারণ করে দেব। কিন্তু বলিনি। কারণ, তরুণ অতিথি যদি মনে দুঃখ পায়, অপমানিত হয়—সেই জন্য। স্নেহ করে তাকে হাসিমুখে কথা বলেছি, ভেবেছি সে তার মূল্য দেবে। ভদ্রবংশে জন্ম, তবু এই অভিসন্ধি! অকৃতজ্ঞ। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে কেউ এমন হতে পারে! মেয়েকে আজকে তেতালার ঘরে তালাবন্ধ করে রাখব ; দেখি, কি করে তার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়।

প্রোতিয়াস। দরজা দিয়ে সে আসবে না। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে যে ঘরে আপনার মেয়ে থাকে, সে ঘরে ভালেনটিন যাবে। তারপর সেই সিঁড়ি দিয়ে দু'জনে নেমে চলে যাবে। আর একটা কথা, একথা আমি বলেছি, তা যেন প্রকাশ না হয়। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই একথা বললাম। [প্রস্থান। ভালেনটিনের প্রবেশ

ডিউক। এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

ভালেনটিন। মাফ করবেন, রাস্তায় বার্তাবহ অপেক্ষা করছে। তার হাতে আত্মীয় বন্ধুকে লেখা এ চিঠিগুলো দেব। সময় প্রায় হয়ে গেছে, তাই এত তাড়াতাড়ি।

ডিউক। এমন কি খবর যে এত ব্যস্ত হচ্ছ ?

ভালেনটিন। তেমন কিছু নয়, এখানে বেশ ভাল আছি, এই আর কি।

ডিউক। দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কথাটা গোপন। জান তো, থুরিয়োর হাতে আমি আমার মেয়েকে দিতে চাই।

ভালেনটিন। সে তো সবাই জানে। আমিও জানি। এ তো খুবই ভাল ; বেশ উপযুক্ত হবে। ছেলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ধীর, ঐশ্বর্যশালী। আপনার মেয়েও গুণী— সে তার উপযুক্তই হবে। কিন্তু রাজন, কন্যাকে বুঝিয়ে আপনি থুরিয়োর অনুরাগী করছেন না কেন ?

ডিউক। শোন, সেই কথাই বলব। জান তো, আমার মেয়ে অহঙ্কারী, একরোখা, অবাধ্য। আমার কোন কথাই সে শোনে না। ভেবেছিলাম ওদের বিয়ে দিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকব। কিন্তু সে আশা সফল হবে না। তাই ঠিক করেছি, আমি আবার বিয়ে করব ; আমার এত সম্পত্তি, অনেক সুন্দরী মেয়ে পাব। বিয়ে করে, আমার মেয়েকে যাকে পাব, তারই সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব। অন্ধ, ভিখারী—যাই হোক না কেন। আমার, এবং আমার সম্পত্তিতে যদি তার এতই বিরাগ, তাহলে তার ফল সে নিজেই ভোগ করুক।

ভালেনটিন। একাজে আমার সাহায্য প্রয়োজন ?

ডিউক। শোন, মিলানে এক মেয়ে আছে, আমি তার রূপে মুগ্ধ। সে খুব লাজুক। বৃদ্ধ বলে সে আমায় খুব সম্মান করে, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জান, অল্পবয়সী মেয়ের মন জয় করার বিদ্যা আমার জানা নেই। সেই জন্য তোমায় গুরু করব—তুমি আমাকে সব শেখাবে। বহুদিন এসব ভুলে গেছি ; তাছাড়া, এখন সময়ও পাল্টে গেছে। তুমি বল, কি করে তার মন জয় করব ?

ভালেনটিন। কথায় যদি না ভোলে তবে মূল্যবান উপহার দিন। উপহার কথা না বললেও সে মন জয় করতে পারে।

ডিউক। সে সব দিয়েছি, কিন্তু সে সবকিছুই ফিরিয়ে দিয়েছে।

ভালেনটিন। মেয়েদের মন বড় বিচিত্র। যা ফিরিয়ে দেয় তাই আবার চায়। আবার অলঙ্কার পাঠান। আশা ছাড়বেন না ; জানবেন—দৃষ্টি তির্যক হলেই তা ভর্ৎসনা হয় না। প্রাণের অনুরাগকে শুধু উদ্দীপ্ত করা। বিরাগের 'না' জানবেন 'হ্যাঁ'-এরই নামান্তর। যদি ফিরিয়েও দেয় তবুও নিরাশ হলে চলবে না। প্রশংসা, সুন্দর কথা—এতে তারা আকর্ষিত হয়। 'সুন্দরী' বলে সম্বোধন করে যে পুরুষ ভালবাসার কথায় নারীর মন জয় না করতে পারে তার জন্মই বৃথা।

ডিউক। শুনেছি, তার বিয়ে হয়ে যাবে ; সব আয়োজন হয়ে গেছে। তাই তাকে তারা ঘরের ভিতর আটকে রেখেছে, বাইরে থেকে কারো পক্ষে তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।

ভালেনটিন। রাত্রিবেলা গিয়ে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিউক। রাত্রিবেলা ঘরের দরজা বন্ধ থাকে। দ্বারে রক্ষিকা, কি করে সেখানে যাওয়া যাবে ?

ভালেনটিন। জানলা দিয়ে।

ডিউক। মাটি থেকে তো সে অনেক উঁচুতে। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা—ওঠা যাবে না। উঠতে গেলে হয়তো প্রাণটাই যাবে।

ভালেনটিন। দড়ির সিড়ি করে তার মাথায় লোহার আংটা দিয়ে প্রাচীরে লাগিয়ে অনায়াসে উঠে তার ঘরে যাওয়া যাবে। হীরোর সঙ্গে দেখা করার সময় লিয়াণ্ডাও তাই করেছিল।

ডিউক। কিন্তু এমন সিঁড়ি পাব কোথায় ?

ভালেনটিন। কখন দরকার বলুন ? কখন দেখা করতে চান ?

ডিউক। যদি আজ রাতে সম্ভব হয়, তবে তাই। ভালবাসা একেবারে শিশুর মত—সে যা চায়, তা তার তখনি চাই।

ভালেনটিন। সন্ধ্যে সাতটার সময় আমি দড়ির সিড়ি নিয়ে আসব।

ডিউক। কিন্তু আমি তো একা যাব ; সুতরাং, কোথায় কি ভাবে আমাকে তা দেবে ?

ভালেনটন। ভারী নয়, খুব হাল্কা, আপনি পোষাকের নীচে নিয়ে যেতে পারবেন।

ডিউক। তোমার মত পোষাক পড়লে নিয়ে যেতে পারব ?

ভালেনটিন। নিশ্চয়।

ডিউক। দেখি তোমার পোষাকটা, এর মত আমিও একটা সংগ্রহ করব।

ভালেনটিন। তা দরকার নেই। যে পোষাকই থাকুক—কাজ হয়ে যাবে।

ডিউক। এটা কি করে সঙ্গে নেব একবার তাই দেখতে চাই। একি, এটা কার চিঠি ? কি নাম 'সিলভিয়া' ! এযে দেখছি কবিতার মত! পড়ে দেখি, এতে আমার মনেও সাহস হবে। [চিঠি পড়বে।] 'তোমাতেই আমার হৃদয় মগ্ন। কল্পনার পাখায় ভর করে তোমার পাশেই আমি চলি। যদি নিজেই তোমার পাশে যেতে পারতাম তবে কি আনন্দই না হত। হায়, নিস্প্রাণ চিঠি, সে যে তোমার করতলে আতিথ্য পায় তা দেখেই আমার ঈর্ষা হয়। চিন্তা তো আমার ভৃত্য ; তবু তার ভাগ্যে আমি ঈর্ষা করি, সারাজন্ম যেন আমিও ঐ স্থান পাই। আমার চিঠি স্থান পেলে আমার ইচ্ছেরও ঠাঁই--'—এর অর্থ কি ? 'আজ রাত্রে সিলভিয়া তোমাকে মুক্ত করব। এই আমার পণ।' আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে সিড়ির ব্যাপার ? তোমার অভিসন্ধিতে আমার সবকিছু ভেঙে দিতে চাও ! নীচ ! আকাশের চাঁদ স্পর্শ করতে চাও তুমি—এত স্পর্দ্ধা ! অবিশ্বাসী, পাপিষ্ঠ—এমন ব্যবহার তোমার ! দয়া করে তোমাকে আমার গৃহে স্থান দিয়েছিলাম, আর এই তার প্রতিদান ? তুই ভাবছিস, আমি ধৈর্য হারাব না ? অতিথি বলে ক্ষমা করব ? এত স্নেহ, ভালবাসা —তার এই মূল্য ! তোকে আমি এ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলাম। এখনি যা। যদি কাল সকালে এ রাজ্যের কোথাও তোকে দেখা যায় তাহলে তোর প্রাণদণ্ড হবে। যদি আমার মেয়ে তোকেই চায় ; তোকে না দেখে যদি তার মৃত্যুও হয় —তবু এ রাজ্যে তোর জায়গা নেই। এই মুহূর্তেই তুই চলে যা—আমি কোন কথা শুনতে চাই না। প্রার্থনা, অনুরোধ—কিছু না। যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে এখনি বিদায় নে। [ডিউকের প্রস্থান

ভালেনটিন। বেঁচে থেকে এই কষ্টের চেয়ে মৃত্যুও ভাল। মৃত্যু হলে তো এ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পেতাম। সিলভিয়া আমার সমস্ত হৃদয়। তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া ! এতো নিজেকেই হারান ! এতো প্রাণদণ্ড ! ওকে ছাড়া আলোও অন্ধকার ; যদি তাকে না দেখি, তার স্বর না শুনি, তাহলে জীবন তো মৃত্যুর

সমান। ও ছাড়া সমস্ত পৃথিবী শূন্য; নিরালোক। ফুল গন্ধহীন, কোকিল নির্বাক। সমস্ত পৃথিবীর শান্তি তার কাছে। সে ছাড়া এ জীবন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। কিন্তু এখানে থাকলে প্রাণদণ্ড হবে। না, ঠিক আছে, সিলভিয়ার থেকে দূরে—নির্বাসনেই যাব। [প্রোতিয়াস ও ল্যান্সের প্রবেশ

প্রোতিয়াস। যা যা, ছুটে যা, তাকে খুঁজে বের করা চাই-ই।

ল্যান্স। এ্যাঁ।

প্রোতিয়াস। কি দেখছিস?

ল্যান্স। তাকে খুঁজতে যাই। কিন্তু এই তো—একেবারে আস্ত ভালেনটিন!

প্রোতিয়াস। ভালেনটিন?

ভালেনটিন। না।

প্রোতিয়াস। তুমি কে তবে? তার ছায়া?

ভালেনটিন। না, তাও নয়।

প্রোতিয়াস। তাহলে তুমি কে?

ভালেনটিন। কেউ নই।

ল্যান্স। কেউ না হলে কথা বলছে কে সেটা একবার ঘা দিয়ে দেখব হুজুর?

প্রোতিয়াস। কাকে ঘা দিবি?

ল্যান্স। এই 'কেউ নয়' কে—

প্রোতিয়াস। খবর্দার না—

ল্যান্স। ভয় কি, ও তো 'কেউ নয়', ওকে মারলে কারো লাগবে না।

প্রোতিয়াস। আঃ, বিরক্ত করিস না, থাম। ভালেনটিন, বন্ধু একটা কথা—

ভালেনটিন। কানে কথা আসছে না, যদি ভালকথা বল, তাও না। সমস্ত মন খারাপ সংবাদে পূর্ণ।

প্রোতিয়াস। তবে আমি চুপ থাকব। এ সংবাদ খুব নিষ্ঠুর, নির্মম।

ভালেনটিন। সিলভিয়া কি বেঁচে নেই?

প্রোতিয়াস। তা নয় ভালেনটিন।

ভালেনটিন। না ভালেনটিন! তাহলে কি?

ল্যান্স। সমস্ত রাজ্যে আপনার নির্বাসনের সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রোতিয়াস। নির্বাসন দুঃসংবাদ। এখান থেকে, সিলভিয়ার কাছ থেকে, আমার কাছ থেকে তুমি নির্বাসিত বন্ধু।

ভালেনটিন। দুঃখের জন্য নয়; আমার দুঃখ বাড়লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সিলভিয়া কি এ কথা জানে?

প্রোতিয়াস। জানে। বাবার কাছে সে কত করে মার্জনা ভিক্ষা করল। পাষাণের মত শক্ত হয়ে বাবা সব শুনলেন। চোখের জলে বাবার পা ভিজিয়ে দিল সে; কিন্তু নিষ্ঠুর প্রাণ পিতা তাকে কারাগারে দিল। সে এখন বন্দিনী।

ভালেনটিন। চুপ কর প্রোতিয়াস। কিম্বা এমন কিছু বল, যা শেলের মত বুকে বিদ্ধ হয়ে আমাকে শেষ করে দেবে। এ প্রাণ থাকতে তো আর প্রাণের জ্বালা জুড়বে না।

প্রোতিয়াস। যাতে তোমার হাত নেই তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? এখানে থাকলে ওকে কিন্তু পাবে না; প্রাণদণ্ড হবে। কেন প্রাণ দেবে? আশা রাখ। সেই আশা নিয়ে দূরে যাও। আমাকে চিঠি দিও, পৌঁছে দেব—যেমন করেই হোক।

দেরী কোর না, রাজা রেগে আছেন ; শেষে প্রাণে মারলে—চল তাড়াতাড়ি, আমি তোরণ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যেতে যেতে পরামর্শ করা যাবে। এখানে প্রতি মুহূর্তে ভয়ে কাঁপছি।

ভালেনটিন। আমার চাকর স্পীডকে দেখলে বোল, সে যেন উত্তর তোরণে আমার সঙ্গে দেখা করে।

প্রোতিয়াস। ল্যান্স, যা, খুঁজে দেখ।

ভালেনটিন। সিলভিয়া, আমার ভালবাসা—দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে আমি চললাম !

[ভালেনটিন ও প্রোতিয়াসের প্রস্থান

ল্যান্স। আমায় তো সবাই নিরেট বোকা বলে। তবু আমার ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তাতে বুঝি, হ্যাঁ, মানুষ বটে আমার মনিব ! রীতিমত মহাপুরুষ ! ভাগ্যিস আমি কোন মেয়েকে ভালবাসিনি ! আর পাবই বা কাকে ? গায়ের সেই মেয়েটা, ও তো মাইনে নিয়ে কাজ করত ! কিন্তু মেয়ে মানুষ হলেই তো হল না, ওটা একটা ঝি। সেই গোয়ালিনী, কাঁখে যখন দুধ নিয়ে যেতে যেতে দুধ ছলকে পড়ে ওর হাতে, আর সেই ফর্সা হাত নেড়ে ও যখন দুধ দেয়, তখন···এই যে···আরে ঐ যে স্পীড !

[স্পীডের প্রবেশ

স্পীড। কি ব্যাপার, তোমার মনিবের কি খবর ?

ল্যান্স। তিনি যে জাহাজে এসেছেন তার খবর চাও ? —সে সাগরে।

স্পীড। আবার বাজে কথা ? এটাই তোমার স্বভাব। হাতে কিসের কাগজ ? কি খবর ?

ল্যান্স। খবর খুব খারাপ।

স্পীড। তাহলে তো জানতে হয় ; না,—আমি পড়ি।

ল্যান্স। তুমি পড়বে ? পড়তে জান ?

স্পীড। কি, আমি পড়তে জানি না ?

ল্যান্স। কবে শিখলে ?

স্পীড। আচ্ছা, আমি না পারলে তুমি তো পার, তাহলে তুমিই পড়ে শোনাও।

ল্যান্স। (পড়বার ভঙ্গিতে) একটি মেয়ে আমায় লিখেছে যে সে সুন্দরী—সে লিখেছে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

স্পীড। সত্যি ?

ল্যান্স। হ্যাঁ।

স্পীড। আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না।

ল্যান্স। কেন হবে না ?

স্পীড। তোমাকে লেখার আগে আমাকে লিখল না ! তোমার কত আগে আমি এখানে এসেছি ! তা নয়। কি লিখেছে, সত্যি করে বল।

ল্যান্স। একটু আড়ালে চল ; সেই উত্তরের তোরণে। চল, সেখানে আমাদের মনিব দু'জনেরও দেখা মিলবে। চিঠির কথা বিশ্বাস না হলে তাদের কথা তো মানবে। হ্যাঁ করে দেখছ কি ? চল।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। মিলান ; ডিউকের প্রাসাদ-কক্ষ

[ডিউক ও থুরিয়োর প্রবেশ ; পিছনে প্রোতিয়াস]

ডিউক। তোমার ভয় নেই থুরিয়ো; ভালেনটিন নির্বাসিত; সে তোমাকে ভালবাসবেই।

থুরিয়ো। ও নির্বাসিত হওয়ায় সে আমার সম্পর্কে আরো বিরূপ। আমার ছায়া

দেখলেও দূরে সরে যায়। দু'চোখে যেন ঘৃণা! সেদিন স্পষ্ট বলেছে, তাকে পাবার আশা আমার দুরাশা!

ডিউক। না, ভালবাসার এটাই ধরণ। দু'দিনের আলাপে দেখো সেই কঠিন বরফ গলে যাবে। নিরাশ হয়ো না, এত কঠিন সে থাকবে না। দৃষ্টির বাইরে গেলে মন থেকেও মুছে যাবে। কি বল প্রোতিয়াস, তোমার বন্ধু রাজার আদেশ পালন করেছে তো? রাজ্য ছেড়ে নির্বাসনে গেছে?

প্রোতিয়াস। চলে গেছে।

ডিউক। তার নির্বাসনের জন্য আমার মেয়ে শোক-সন্তপ্ত।

প্রোতিয়াস। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডিউক। আমারো তাই বিশ্বাস। তবুও থুরিয়োর দুশ্চিন্তা! প্রোতিয়াস, তুমি আমার শুভানুধ্যায়ী; আমি জানি। তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার সাথে কিছু কথা আছে। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর এবং ভালওবাস।

প্রোতিয়াস। যেদিন শ্রদ্ধা হারাব, সেদিন আর এখানেও থাকব না।

ডিউক। থুরিয়োর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আমার কতখানি জান?

প্রোতিয়াস। জানি।

ডিউক। আরো জান যে, এতে আমার মেয়ের সম্মতি নেই। বার বার বলেও তাকে রাজী করাতে পারিনি।

প্রোতিয়াস। তখন ভালেনটিন এখানে ছিল।

ডিউক। সে চলে গেছে, এতে সে আরো বেশি বিরূপ। কি করলে সে ভালেনটিনকে ভুলে থুরিয়োর প্রতি আসক্ত হবে?

প্রোতিয়াস। সে তো অতি সহজ। ভালেনটিনের কুৎসা করুন। তার জন্ম নীচ কাপুরুষ বংশে--একথা ওকে জানিয়ে দিন। এ সবের জন্য মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে।

ডিউক। কিন্তু সে বুঝবে এ নিন্দা রাগের দরুন।

প্রোতিয়াস। এটা যদি থুরিয়ো কিম্বা আপনি বলেন, তবে সে ভাববে এটা শত্রুতা। তাই এমন কাউকে দিয়ে বলাতে হবে যাকে সে ভালেনটিনের বন্ধু বলে জানে।

ডিউক। তাহলে ও ভার তুমি নাও।

প্রোতিয়াস। সেটা আমার পক্ষে উচিত হবে না। সে আমার বন্ধু; বন্ধুর সম্পর্কে এমন নিন্দা করা অন্যায়।

ডিউক। সত্যি, কিন্তু উপায় কি? মিথ্যা নিন্দায় তো আর তার কোন ক্ষতি হবে না। নিন্দা হোক; স্তুতি হোক—এতো তাকে স্পর্শ করবে না। এতে দোষ নেই।

প্রোতিয়াস। আপনার আদেশ শিরোধার্য। তাই হোক। আমার মুখে নিন্দা শুনে সিলভিয়া তাকে ঘৃণা করবে; তাকে ভুলে যাবে। কিন্তু তাকে ভুলে যে সে থুরিয়োকেই ভালবাসবে—তার নিশ্চয়তা কি?

থুরিয়ো। দেখ, যদি এর থেকে সে মুক্ত হয়, তবে কেন সে নতুন করে আর একজনকে ভালবাসবে না? ভালেনটিনের নিন্দা কর, তার সঙ্গে আমার স্তুতি—তাহলে তার শূন্য মনে আমিই জেগে উঠব।

ডিউক। খুব কঠিন কাজ। বিশ্বাস করে তোমাকেই দিলাম। শুনেছি, তুমিও প্রাণে মনে একজনকে ভালবাস—তাই তোমাকে বিশ্বাস করলাম। এই কাজের জন্য

তুমি সিলভিয়ার কাছে থাকবে ; যদি দরকার হয়, নির্জনে তাকে মন খুলে কথা বলবে। এখনো সে সন্তপ্ত-হৃদয়। তুমি তার বন্ধু ছিলে ; সান্ত্বনার ছলে তুমি তার নিন্দা কোর। ভালেনটিনকে সে যেন ঘৃণা করে। থুরিয়োকে যেন ভালবাসতে পারে।

প্রোতিয়াস। যথাসাধ্য করব, কিন্তু থুরিয়ো, ধৈর্য হারিও না। এ কাজে সময় লাগবে। নারীর প্রেম—অজস্র শেকড় নিয়ে মনে ছড়িয়ে থাকে—সেগুলো নষ্ট করে নতুন প্রেমের মূল রোপণ করতে অনেক সময় লাগবে। তুমি তার নামে কাব্য রচনা কর ; বন্দনার ছন্দে নারীর মন জয় করা যায়।

ডিউক। কবিতা তো স্বর্গের ; সে অনেক অসাধ্য সাধন করে।

প্রোতিয়াস। লেখ,—তারই রূপে তুমি ধ্যানমগ্ন, দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল, ব্যথা—তোমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে—এই নিয়েই লেখ। বারবার লেখ। যদি কালি শুকিয়ে যায় তবে চোখের জলে ভিজিয়ে লেখ। এমন লিখবে, যেন রক্ত স্পন্দিত হয় ; মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। কবির বাঁশীতে পাষাণ গলে ; সে বাঁশীতে বাঘ বশ মানে ; হাঙ্গর, কুমীর শিকার ভুলে বিবশ হয়ে যায়। এমন কবিতায় নারী নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দেবে। যদি কবিতায় সে মন জয় করতে না পার, তাহলে আর কিছুতেই পারবে না।

ডিউক। সত্যি তুমি আদর্শ প্রেমিক। মেয়েদের মনের কথা ঠিক বুঝতে পার।

থুরিয়ো। আজ থেকে তোমার কথা উপদেশের মত মেনে চলব। তুমিই আমার গুরু। সমস্ত রাজ্য খুঁজে দেখ, কে ভাল বাঁশী বাজায়, তাকে গান দেব—সেই গানের সুরে সে এমন গাইবে যেন আমার প্রিয়ার হৃদয় বিহ্বল হয়।

ডিউক। উত্তম এ পরামর্শ।

প্রোতিয়াস। আমরা রাতের খাওয়ার পর পর্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করব। তারপর আমাদের কর্তব্য ঠিক করব!

ডিউক। আচ্ছা, তবে এই কথা রইল। আমি অনুমোদন করলাম। [প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মান্তুয়া সীমান্ত ; বনভূমি

[কয়েকজন দস্যুর প্রবেশ]

প্রথম দস্যু। ঠিক হয়ে দাঁড়াও, কেউ আসছে মনে হচ্ছে।

দ্বিতীয় দস্যু। দশজনও যদি আসে তবু ভয় পাবার কিছু নেই। দেখাই যাবে একবার।

[ভালেনটিন ও স্পীডের প্রবেশ

তৃতীয় দস্যু। দাঁড়াও! দাঁড়াও! যা কিছু আসে দিয়ে দাও, নাহলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে।

স্পীড। এবার আর রক্ষে নেই, এরা…মানে…ডাকাতের দল ; এদের ভয়েই এ পথে কেউ আসে না।

ভালেনটিন। বন্ধুরা।…

প্রথম দস্যু। বন্ধু নই, শত্রু।

দ্বিতীয় দস্যু। চুপ কর। ও কি বলতে চায় শোনা যাক।

তৃতীয় দস্যু। নিশ্চয়ই। লোকটাকে তো ভালই মনে হচ্ছে।

ভালেনটিন। আমার কাছে একটা পয়সাও নেই ; আমি নিঃসম্বল ; আমি দুর্ভাগা। থাকবার মধ্যে আছে এই পোষাক ; তা যদি নিতে চাও তো নিতে পার।

দ্বিতীয় দস্যু। এই পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

ভালেনটিন। ভেরোনা যাব।

প্রথম দস্যু। আসছ কোত্থেকে ?

ভালেনটিন। মিলান থেকে।

তৃতীয় দস্যু। তুমি কি সেখানে অনেকদিন ছিলে ?

ভালেনটিন। প্রায় ষোল মাস ছিলাম ; ভাগ্য অপ্রসন্ন না হলে আরো অনেকদিন থাকতাম।

প্রথম দস্যু। নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে কি ?

ভালেনটিন। হুঁ।

দ্বিতীয় দস্যু। তোমার অপরাধ ?

ভালেনটিন। ভাবলেই দুঃখ হয়,—আমি একজনকে হত্যা করেছি। তার জন্য আমি অনুতপ্ত। তবু সে অন্যায় যুদ্ধ নয় ; তাকে আমি কোন ছলনা বা প্রতারণা করে হত্যা করিনি।

প্রথম দস্যু। তাহলে অনুতাপের কি আছে ? চিন্তার কিছু নেই। এমন তুচ্ছ অপরাধে তোমার নির্বাসন দণ্ড হল ?

ভালেনটিন। এরজন্য আমার মনে কোন দুঃখ নেই। আমি এতে আনন্দিত।

দ্বিতীয় দস্যু। গৃহহীন হয়ে তৃপ্তি পাচ্ছ ?

ভালেনটিন। ঘরের বাইরে এই যে ঘুরে বেড়ান এতেই আমি সুখী। এমন না হলেই বরং খারাপ লাগত।

তৃতীয় দস্যু। তাহলে তোমাকে পেয়ে ভালই হয়েছে ; তুমিই আমাদের দলের রাজা হবে।

প্রথম দস্যু। খুব ভাল হবে, তোমাকেই আমরা চাই।

স্পীড। প্রভু, এদেরই একজন হন—এর মধ্যে যথেষ্ট সম্মান আছে।

ভালেনটিন। চুপ্ কর, বোকা একটা !

দ্বিতীয় দস্যু। বল, আমাদের সঙ্গে থাকতে আপত্তি আছে ? ক্ষতি হবে ?

ভালেনটিন। এ ছাড়া তো আমার আর কোন উপায়ও নেই।

তৃতীয় দস্যু। তবে শোন, আমরা সবাই ভদ্র বংশেরই ছেলে। যৌবনে সঙ্গ দোষে একটু বিশৃঙ্খল হয়েছিলাম, তাই ভেরোনা থেকে নির্বাসিত করেছে। ডিউকের একজন নিকট আত্মীয়াকে চুরি করে পালাবার ষড়যন্ত্র করেছিলাম।

দ্বিতীয় দস্যু। আমি মান্তুয়ায় ছিলাম। রেগে গিয়ে একজন ভদ্রলোককে অস্ত্র দিয়ে মেরেছিলাম বলে এই নির্বাসন।

প্রথম দস্যু। আমারো এমনি এক তুচ্ছ অপরাধে দণ্ড। কিন্তু সে কথার কোন দরকার নেই। শুধু বলছি এই কারণে যে, পাছে তুমি ভাবতে পার আমরা নীচ —রাজদ্রোহী ; লোকের টাকাপয়সা কেড়ে নিই। কিন্তু আসলে আমরাও তোমারি মত হতভাগ্য।

দ্বিতীয় দস্যু। যাইহোক, তোমারো নির্বাসন হয়েছে। তোমার ভাগ্য ভাল. তাই আমাদের কাছে এসছে। এ জঙ্গলে কিছু পাওয়া যায় না, তবুও বেঁচে থাকতে

হবে তো। এই গভীর বনে কোথায় কি পাব ? নিরুপায় হয়ে তাই কিছু লুটপাট করি, প্রাণ রক্ষার জন্য।

তৃতীয় দস্যু। কি ভাবছ বলত ? আমাদের সঙ্গী হবে ? যদি হও, তবে তোমায় আমরা দলপতি করব। প্রজার মত তোমার কথা শুনব। তুমি রাজা হবে, আর আমরা হব তোমার অনুচর।

প্রথম দস্যু। এ সম্মান নিতে যদি রাজি না হও, যদি আমাদের নিরাশ কর, তাহলে তোমায় প্রাণ দিতে হবে।

দ্বিতীয় দস্যু। তোমার এত দম্ভ একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

ভালেনটিন। ঠিক আছে, এ প্রস্তাব আমি মেনে নিলাম। এখন থেকে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব ; তবে এক সর্তে, কোন অসহায় নারী অথবা দরিদ্র পথিকের ওপর তোমরা অত্যাচার করতে পারবে না।

তৃতীয় দস্যু। ভয় নেই ; আমরাও তা ঘৃণা করি। আমাদের লোকজন যেখানে আছে সেখানে যাই চল। তাদের কাছে তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাই, আমরা কি এক মহামূল্যবান জিনিস লাভ করেছি—অবশ্য তারাও তা পাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য। মিলান। ডিউকের প্রাসাদের বাইরে ; সিলভিয়ার বাতায়নের নীচে

[প্রোতিয়াসের প্রবেশ]

প্রোতিয়াস। বন্ধু ভালেনটিনের কাছে আমি ইতিমধ্যেই অবিশ্বাসী হয়েছি। এখন আমাকে থুরিয়োর প্রতিও সমান অবিচার করতে হবে। তার প্রসংশা করতে গিয়ে সিলভিয়ার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলাম। এবার নিজের ভালবাসা জানাব। সিভলিয়া সত্যিই সুন্দর, পবিত্র, স্বর্গীয়। আমার ভালবাসার কথায় ওকে স্পর্শ করা কঠিন। বললেই ও বলবে, আমি বন্ধুর প্রতি অবিশ্বাসী ; ওর রূপে মুগ্ধ। বলবে জুলিয়াকেও তো এ কথাই বলেছি, সবটাই মিথ্যে। আর সে যত এসব বলবে আমার ভালবাসাও তত বেড়ে যাবে। [থুরিয়ো, বাদ্যকার ও গায়কদের প্রবেশ] থুরিয়ো বাজনা নিয়ে আসছে, এখন আমরা বাতায়নের তলে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ধ্য-সঙ্গীত শোনাব।

থুরিয়ো। প্রোতিয়াস, আমার আগেই এসেছ দেখছি।

প্রোতিয়াস। ভালবাসার চাকরী করি, তাই এমন সতর্ক প্রহরা দিতে হয়।।

থুরিয়ো। কিন্তু এ তো তোমার নিজের স্বার্থে নয়।

প্রোতিয়াস। নিশ্চয়ই। আমারো তো প্রেমিক মন, আমি প্রেম ভালবাসি।

থুরিয়ো। সিলভিয়ার প্রেম চাও ?

প্রোতিয়াস। চাই, তবে তোমার জন্য।

থুরিয়ো। তাই বল। আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। তোমরা সংগীত শুরু কর ; ভালবাসার রাগে ঝংকার উঠুক বাতাসে।

[দূরে জনৈক গৃহস্বামীর প্রবেশ ; সঙ্গে বালকবেশে জুলিয়া

গৃহস্বামী। তোমার মুখ মলিন কেন ? এ বয়সে এমন মলিন মুখ মানায় না।

জুলিয়া। আমার মনে সুখ নেই।

গৃহস্বামী। আমি তোমার দুঃখ দূর করে দেব। গান-বাজনা শুনবে এস। আর,

যার সঙ্গে দেখা করতে চাও, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।
জুলিয়া। তার কথা শুনতে পাব?
গৃহস্বামী। নিশ্চয়ই। (বাজনা শুরু হল)
জুলিয়া। ঐ যে বাজনা—
গৃহস্বামী। শোন।
জুলিয়া। ওখানে কি তিনি আছেন?
গৃহস্বামী। আছেন। চুপ। ঐ গান শুরু হল। (সঙ্গীত) কি হল? তোমার মুখ যে আরও শুকনো হয়ে গেল। দুঃখে যেন ভেঙে পড়েছ! কি হল বল তো? তোমার গান ভাল লাগছে না?
জুলিয়া। না, বাজনা কেমন বেসুরো লাগছে।
গৃহস্বামী। বল কি!
জুলিয়া। হ্যাঁ, তাই সুরটা ঠিক মিলছে না।
গৃহস্বামী। বলছ, সুর কেটে যাচ্ছে?
জুলিয়া। তা নয়। তবে গানের সঙ্গে সুরটা ঠিক মেলেনি। আমার বুকে কেমন বাধছে।
গৃহস্বামী। তোমার কান তো খুব সজাগ দেখছি!
জুলিয়া। কানে শুনতে না পেলে ভাল হত। এ গান কেমন বুকের মধ্যে বাধছে—কষ্ট হচ্ছে।
গৃহস্বামী। বুঝেছি, গান বাজনা তোমার তেমন ভাল লাগে না। তাই না?
জুলিয়া। না। তবে সব গান আমার সহ্য হয় না।
গৃহস্বামী। ঐ শোন, ওরা অন্য সুর ধরেছে।
জুলিয়া। এটাও বেসুরো লাগছে।
গৃহস্বামী। কি সুর তুমি চাও, বলতো?
জুলিয়া। আমার একটা সুরই ভাল লাগে। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, এই প্রোতিয়াস কি সব সময় শুধু ঐ সুন্দরীরই স্তুতি করে।
গৃহস্বামী। আমি জানি না; তবে ওর চাকর ল্যান্সের কাছে শুনেছি। ল্যান্স বলে, প্রোতিয়াস ওকে খুব ভালবাসে।
জুলিয়া। ল্যান্স কোথায়?
গৃহস্বামী। ওর কুকুরটা শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে, তাই সেটাকে খুঁজতে গেছে। আগামীকাল ওর মনিবের নির্দেশে ও কুকুরটাকে উপহার দেবে মনিবের এই প্রেমিকাকে।
জুলিয়া। চুপ, ঐ যে ওরা চলে যাচ্ছে দেখছি।
প্রোতিয়াস। ভয় নেই থুরিয়ো, কথা দিয়ে আমি তার হৃদয় জয় করে নেবই। তখন দেখে বলবে, যে না, সত্যি এ বিদ্যা আমার ভাল মত জানা আছে।
থুরিয়ো। তোমার সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হবে?
প্রোতিয়াস। সেন্ট গ্রেগরির কুয়োর ধারে।
থুরিয়ো। ঠিক আছে, তবে এখন আসি।

[গায়কদল, বাজকার ও থুরিয়োর প্রস্থান প্রাসাদের বাতায়নে সিলভিয়ার প্রবেশ

প্রোতিয়াস। নমস্কার।
সিলভিয়া। এই সংগীতের জন্য আমার ধন্যবাদ নাও গায়কবৃন্দ। কিন্তু, কথা বলল কে?

প্রোতিয়াস। সেই সত্যের সাধক ; স্বরেই তার পরিচয়।

সিলভিয়া। ওঃ প্রোতিয়াস, বুঝেছি।

প্রোতিয়াস। তোমার একান্ত অনুগত সেবক।

সিলভিয়া। কি বলতে চাও ?

প্রোতিয়াস। আদেশের অপেক্ষায়।

সিলভিয়া। আদেশ চাইছ ? তবে এই জায়গা ছেড়ে তোমার গৃহের দিকে যাত্রা কর। মিথ্যেবাদী, বর্বর, বিশ্বাসঘাতক। ভেবেছ তোমার কথায় আমি মুগ্ধ হব। এই কথায় তুমি বন্ধুকে প্রতারিত করেছ। যদি লজ্জা থাকে তবে এখান থেকে চলে যাও। আমার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা কোর না। আমার দেখা পাবার আশাও কোর না। আমি তোমায় ঘৃণা করি। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার নিজের প্রতি ঘৃণা আসে।

প্রোতিয়াস। আমি স্বীকার করছি, আমি একজনকে ভালবাসতাম ; কিন্তু সে আর বেঁচে নেই।

জুলিয়া। (স্বগত) এত মিথ্যেবাদী ! সে অভাগী মরেছে ? না, মরেনি ; মরার ভাগ্যও তার নেই।

সিলভিয়া। যদি সে মরে থাকে তবু তোমার বন্ধু ভ্যালেনটিন তো জীবিত। এ অবিশ্বাসের সেই সাক্ষি। তুমি জান, তাকে আমি কতখানি ভালবাসি ! সে আমার স্বামী। বন্ধুর প্রেমিকাকে তুমি কি বলছ ! তোমার লজ্জা নেই ?

প্রোতিয়াস। শুনেছি ভ্যালেনটিন আর জীবিত নেই।

সিলভিয়া। যদি তাই হয় তবে যেন আমার প্রেম তোমার বন্ধুর সঙ্গে সমাধি পাবে, তার আর সাড়া পাওয়া যাবে।

প্রোতিয়াস। সমাধি থেকে আমি তাকে জাগিয়ে তুলব।

সিলভিয়া। তোমার প্রিয়তমা সমাধিতে আশ্রিতা ; যাও, সেখানে গিয়ে নিজেকে সমাহিত কর।

জুলিয়া। (স্বগত) এ কথা যেন কানেই ঢুকল না !

প্রোতিয়াস। যদি এতই বিরূপ, তবে অনুমতি দাও, তোমার ছবি দেখে তার কাছেই প্রেম জানাব। তোমার ঘরে যে ছবি আছে, তোমার প্রতিচ্ছবি, নির্বাক —তাকেই জানাব এ প্রেম। সে তো কখনো বিরূপ হবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলব, চোখের জল ফেলব—তাতেই আমার প্রাণ জুড়বে। তোমাকে যদি না বোঝাতে পারি, তোমার ছবিকে তা বোঝাবই।

জুলিয়া। (স্বগত) ছায়াকে প্রেম জানান ! সেই ভাল ; কোন কায়াকে প্রেম দেওয়া —সে তো মিথ্যে। আজ আমি তোমার আঘাতে সত্যিই ছায়া হয়ে গেছি। হায়রে দুর্ভাগ্য আমার !

সিলভিয়া। তোমার ভালবাসায় আমার রুচি নেই ; তোমার অন্তরের দেবী হবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। যদি ছায়ার পূজো করতেই চাও, তার কাছেই যদি নিজেকে সমর্পণ করতে চাও—তাহলে তাই কর। আমার ছবি চাও ? ঠিক আছে, সেও পাবে ; তবে আজকে নয়, কাল। এখন যাও।

প্রোতিয়াস। তাই হোক। তাতেই আমার ইচ্ছাপূর্ণ হবে। কাল প্রভাতের অপেক্ষা করব। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী যেমন প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনি।

[প্রোতিয়াস ও সিলভিয়ার প্রস্থান

জুলিয়া। আপনি বাড়ী যাবেন ?
গৃহস্বামী। দেখেছ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
জুলিয়া। প্রোতিয়াস্ কোথায় থাকেন বলতে পারেন ?
গৃহস্বামী। আমারই বাড়ীতে, বেলা প্রায় পড়ে এল। খেয়ালই ছিল না।
জুলিয়া। কোথায় বেলা, খুব দীর্ঘ রাত্রি মনে হচ্ছে। আমার জীবনে এরকম সুদীর্ঘ রাত আমি আর কখনো দেখিনি। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। সিলভিয়ার জানালার নিম্নাংশে

[এগলামরের প্রবেশ]

এগলামর। এই সময়েই সিলভিয়া আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন। তার কোন ইচ্ছা, কোন বিশেষ জরুরী ব্যাপার আমায় বলবেন। ঐ আসছেন—
[বাতায়নে সিলভিয়ার আগমন

সিলভিয়া। কে ?
এগলামর। আপনার ভৃত্য আপনার আদেশের অপেক্ষায়।
সিলভিয়া। এগলামর, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।
এগলামর। আপনার কথা মত এসেছি। বলুন কি করতে হবে ?
সিলভিয়া। এগলামর, তুমি বুদ্ধিমান, ভদ্র। ভেবনা তোমার স্তুতি করছি। তুমি সত্যি জ্ঞানী, বীর। তুমি জান, নির্বাসিত ভালেনটিনকে আমি ভালবাসি। বাবা আমাকে থুরিয়োর হাতে দিতে চান। তাকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। তুমি যাকে ভালবেসেছিলে, দুর্ভাগ্য, সে মারা গেল। তার সাথে নিজের প্রেমকেও তুমি সমাধিস্থ করেছ। আজও তারই নাম তোমার হৃদয়ের মন্ত্র। ভদ্র এগলামর, আমি চাই, এ ঘর ছেড়ে আমি মান্তুয়ার বনে যাব; ভালেনটিন সেখানে নির্বাসিত আছে। এ ঘর আমার কাছে দুঃসহ। পথ চিনি না; তাছাড়া রাস্তায় মেয়েদের বিপদও আছে। তাই, তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও তা হলে খুশী হব। তোমার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। বাবার অসন্তোষের কথা ভেবনা; আমার দুঃখটা ভাব। আমার নারীর মর্যাদা রক্ষা কর। যাকে আমি মন দিয়েছি—সেই আমার স্বামী। অন্য কাউকে আমি স্বামীত্বে বরণ করতে পারব না। কিন্তু বাবা তাই চান। তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল। এতে যদি তোমার রাজভক্তি ক্ষুন্ন হয়, তবে যেওনা। কিন্তু তোমাকে যে কথা বললাম তা আর কাউকে বোল না। আমি না হয় একাই যাব।
এগলামর। আপনার কথা শুনে খুব দুঃখ হচ্ছে। আপনার এ প্রেম তো নারীর গৌরব। আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই আপনার সঙ্গে যাব। আমি যদি রাজার কু-দৃষ্টিতেও পড়ি তবু আপনাকে রক্ষা করব। প্রাণ দিয়ে আমি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। কখন যাবেন ?
সিলভিয়া। আজ সন্ধ্যায়।
এগলামর। কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?
সিলভিয়া। সন্ন্যাসী প্যাট্রিকের গুহায়। সেখানে আমি তীর্থ দর্শন করার অছিলায় যাব।
এগলামর। ঠিক আছে, আমি অবশ্যই সেখানে যাব। শুভরাত্রি—
সিলভিয়া। শুভরাত্রি—এগলামর। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। সিলভিয়ার জানালার নিম্নাংশে

[কুকুর নিয়ে ল্যান্সের প্রবেশ]

ল্যান্স। নাঃ, কুকুর যখন জ্বালাতন করে তখন সত্যি টেকা দায়! এই কুকুরটা যখন এতটুকু বাচ্চা ছিল, ডুবে মরছিল জলে; আমি ওকে জল থেকে তুললাম। তিন-চারটে কাকা ভাই বোন ছিল—সেগুলো মারা গেল! আমি না নিলে ও বাঁচতই না। তুলে ধরে খাইয়ে দাইয়ে এত বড় করলাম, শিখিয়ে পড়িয়ে নিলাম! আহা কেমন শিখেছে মনিবের কুকুরটা! মনিব ল্যান্স বলে ডাকলেন—আমি বললাম কেন? তিনি বললেন, আমার এ কুকুরটাকে আমি দেবী সিলভিয়াকে দিতে চাই। আমাকে আনতে যেতে বললেন, ছাড়া পেয়ে কোথায় যে সে ছুট দিলে তার আর পাত্তা পেলাম না। শেষে দেখি একটা ব্যাঙ নিয়ে টানাটানি করছে লক্ষীছাড়া। আসর বুঝে চলতে পারিস না! ভদ্র না হলে সে আবার কুকুর! আমি যদি সমস্ত দোষ নিজের ওপর না নিতাম তাহলে কি ও বাঁচত? ডিউকের টেবিলের নীচে গিয়ে ঢুকে ছিল। চারজন লাক বিশ্রী কবে বলে উঠল, অ্যাঁ কুকুর? কোথায় কুকুর? একজন বলল, বার কর ওটাকে। একজন বলল, মারচাবুক; ডিউক বললেন, ফাঁসি দাও ওটাকে। আমি দূর থেকেই বুঝতে পারলাম এ আর কেউ নয়, আমার ক্র্যাব। আমি বললাম, কুকুরের কোন দোষ নেই, আমিই ওকে এখানে এনেছি; চাবুক খেলে আমারই খাওয়া উচিত। কে এমন করবে? কোন মনিব চাকরের দোষ ঢাকতে এমন করে না, আমি আমার কুকুরের জন্য যা করছি। সেদিন যে পুডিং পাওয়া যাচ্ছিল না এ তো তারই কাজ। সেদিনো ও মরত—আমিই বললাম, আমারই দোষ। বেইমান কোথাকার একটা। সিলভিয়া দেবীর ঘরে ওকে রেখে এলাম, তা সে কি কাণ্ডই না করল। ঘরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। না, ওটা আর মানুষ হল না! কত চেষ্টা করলাম ওকে মানুষ করার তা আর হল না [প্রোতিয়াস ও জুলিয়ার প্রবেশ]

প্রোতিয়াস। তোমার নাম কি বললে? সিবাস্টিয়ান? তোমাকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। তোমাকে আমি কিছু কাজের ভার দেব।

জুলিয়া। আপনার কাজ আমি যথাসাধ্য করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।

প্রোতিয়াস। আমি বুঝতে পারছি এ কাজ তুমি নিশ্চয়ই পারবে (ল্যান্সের প্রতি) মারে হতভাগা, এই দু'দিন কোথায় ঘুরছিলি? সারাটা দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তোকে পেলাম না।

ল্যান্স। আপনি বলেছিলেন সিলভিয়া দেবীর কাছে কুকুর দিয়ে আসতে।

প্রোতিয়াস। আমার এই ছোট্ট উপহারটা পেয়ে তিনি কি বললেন?

ল্যান্স। অনেক কিছু বলেছেন। প্রথমে বললেন, এ নেড়িকুত্তাটা কার? বললাম, আমার মনিব পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন উপহারটা তোমার মনিবের নিজের মতই হয়েছে।

প্রোতিয়াস। তিনি কি কুকুরটাকে নিয়েছিলেন?

ল্যান্স। না। এই তো আমি ফিরিয়ে এনেছি।

প্রোতিয়াস। ওরে হতভাগা, তোর এই নেড়িকুত্তাটাকে তুই আমার কুকুর বলে দিতে গিয়েছিলি!

ল্যান্স। আপনার কুকুরটা তো সেদিন বাজারের পথে চুরি হয়ে গেল। সেজন্য এটা দিলাম। এটা আপনারটার চেয়ে দশগুণ বড়। মানে যা দিচ্ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি।

প্রোতিয়াস। দূর হয়ে যা এখান থেকে। যেখান থেকে। পারিস আমার কুকুরটাকে খুঁজে নিয়ে আয়, নাহলে, আমার কাছে কখনো আসিস না। [ল্যান্সের প্রস্থান] ওঃ, এই চাকরটার জন্য আমি কি লজ্জায় পড়লাম! সিবাস্টিয়ান, তোমায় আমি রাখব। আমার এ রকম একজন যুবকেরই দরকার, যে আমার কাজকর্ম দেখাশুনা করবে। ও রকম বোকার উপর নির্ভর করা যায় না। তোমার চেহারার ধরণ-ধারণে মনে হয় তুমি ভাল বংশের ছেলে, সৎ। তুমি এখন এই আংটি নিয়ে গিয়ে সিলভিয়াকে উপহার দেবে; বলবে, আমি দিয়েছি। এ আংটি আমাকে যে দিয়েছিল, সে আমাকে ভালবেসে দিয়েছিল।

জুলিয়া। তার ভালবাসার দান আপনি আর একজনকে দিয়ে দিচ্ছেন? আপনাকে ভালবেসে দিয়েছিল. আপনি তাকে ভালবাসেন না বুঝি? তিনি কি আর বেঁচে নেই?

প্রোতিয়াস। মনে হয় বেঁচেই আছে।

জুলিয়া। দুর্ভাগ্য!

প্রোতিয়াস। এর জন্য তোমার কেন দুঃখ লাগছে?

জুলিয়া। তার দুঃখ মনে করে।

প্রোতিয়াস। তার জন্য এত ব্যথা?

জুলিয়া। মনে হয়, আপনি যেমন সিলভিয়াকে ভালবাসেন, সেও তেমনি আপনাকে ভালবাসে। আপনি তাকে ভুলে গেছেন—সে হয়তো আপনারই স্বপ্ন দেখে। অথচ আপনার মনে তার কোন স্থান নেই। সিলভিয়া আপনাকে চায় না—কিন্তু আপনি তাকে পাবার জন্যই আকুল। সত্যি—ভালবাসার কি বিপরীত রীতি! একথা ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে।

প্রোতিয়াস। যাক, এ আংটি নিয়ে যাও, আর এ চিঠি। বোল, তিনি কথা দিয়েছেন, তার ছবি আমাকে দেবেন। সে ছবি নিয়ে তুমি আমার ঘরে আসবে—সেখানে আমি ব্যথিত হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করব। [প্রস্থান

জুলিয়া। কোন মেয়ে এ আদেশ পালন করতে পারে! হায় প্রোতিয়াস, তুমি একটা বাঘকে মেষপালক করে রেখেছ! যে আমাকে তুচ্ছ করে, তার জন্য আমার কেন এত করুণা? সে আর একজনকে ভালবাসে, আমাকে চায় না। আমি তাকে ভালবাসি—তাই আমাকে এত ব্যথা সইতে হচ্ছে! এই আংটি, বিদায়ের সময় তাকে দিয়েছিলাম,—এ আমার স্মৃতি। আমি এখন দুর্ভাগা, তার জন্যই কাঁদছি, যা আমি পাইনি। সেই স্তুতি, প্রশংসা, আমি জানি তা মিথ্যে। ভৃত্য যেমন অনুগত হয় তেমন হওয়া কঠিন। নিজে মিথ্যাচারী না হলে এ আদেশ পালন করা যায় না। তবুও তার জন্য আমি প্রেম ভিক্ষে চাইব, অন্ততঃ সে তো তাতে তৃপ্ত হবে। কিন্তু যাবার শক্তি তো পাচ্ছি না।

[পরিচারিকাদের সঙ্গে সিলভিয়ার প্রবেশ]

জুলিয়া। নমস্কার, আচ্ছা কোথায় দেবী সিলভিয়ার দেখা পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

সিলভিয়া। কি দরকার তোমার? আমিই সিলভিয়া।

জুলিয়া। যদি আপনিই হন, তাহলে একটু ধৈর্য ধরুন, কিছু কথা আছে—যার জন্য আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে।

সিলভিয়া। কার কাছ থেকে?

জুলিয়া। আমার মনিব—প্রোতিয়াসের কাছ থেকে—

সিলভিয়া। ওঃ, তোমাকে একটা ছবির জন্য পাঠিয়েছে বুঝি?

জুলিয়া। হ্যাঁ।

সিলভিয়া। উরশুলা, আমার ছবিটা নিয়ে আয় তো। (উরশুলা ছবি নিয়ে এল) যাও তোমার মনিবকে এ ছবি দিও, আর তাকে বোল—সিলভিয়া বলে দিয়েছে তাকে ভুলে সে যেন জুলিয়াকে ধরে নিয়ে আসে। এ ছায়ার চেয়ে সেই তার ঘরের উপযুক্ত।

জুলিয়া। দয়া করে এই চিঠিটা নিন। জানি এ চিঠি আনা আমার উচিত হয়নি—তবু এনেছি একান্ত নিরুপায় হয়ে; এ চিঠি আপনাকে লেখা।

সিলভিয়া। এ চিঠি তোমার কাছেই রাখ।

জুলিয়া। আমায় ক্ষমা করুন; আমি পারব না।

সিলভিয়া। ধর, আমি ও সব লেখা দেখব না। জানি, ওসব নিঃসার কথা; উন্মাদের প্রলাপ। আর অনেক নতুন প্রতিশ্রুতি যা সে অতি সহজেই ভাঙতে পারে, যেমন—এ চিঠি আমি অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলছি, এ তেমনি।

জুলিয়া। এই আংটিটা তিনি আপনাকে উপহার পাঠিয়েছেন।

সিলভিয়া। এ তো আরো লজ্জার কথা যে এটা সে আমায় দিচ্ছে। কতবার শুনেছি, বিদায়ের সময় জুলিয়া তাকে এটা দিয়েছে। এটা হচ্ছে তার সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার উজ্জ্বল প্রমাণ। আমি এটা নিয়ে জুলিয়ার প্রতি অবিচার করতে পারব না।

জুলিয়া। সে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

সিলভিয়া। কি বলছ!

জুলিয়া। দুর্ভাগা জুলির জন্য আপনার মনে এত স্নেহ, সেইজন্যই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মনিব তার ওপর অন্যায় করেছে!

সিলভিয়া। তুমি জুলিয়াকে জান?

জুলিয়া। আমি তাকে ঠিক ততটাই জানি যতটা জানি নিজেকে। তার এই দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে আমারও দুঃখ হয়। কিন্তু তারজন্য আমি কি করতে পারি, শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া?

সিলভিয়া। প্রোতিয়াস যে তাকে ভুলে গেছে একথা কি সে জানে?

জুলিয়া। জানে, আর সেটাই তার দুঃখের কারণ।

সিলভিয়া। সে কি খুব সুন্দরী?

জুলিয়া। এখন আর তার দেহে সে রূপ নেই। যতদিন সে তার প্রিয়তমের ভালবাসার আশ্রয়ে ছিল, ততদিন তার রূপেরও সীমা ছিল না। সে অনেকটা আপনার মতই রূপসী ছিল। তারপরে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় ধীরে ধীরে তার রূপ নিঃশেষিত হল—দর্পনে নিজের ছায়া দেখে নিজেই সে শিউরে উঠল। এখন সে কুশ্রী—অনেকটা আমারই মত।

সিলভিয়া। সে কতটা লম্বা?

জুলিয়া। আমার মত। একবার অভিনয়ে আমাকে সবাই মেয়ে সাজিয়েছিল;—তার

বেশেই আমি সেজেছিলাম। সবাই বলল, একেবারে মানিয়ে গেছে। খুব করুণ একটা ভূমিকা ছিল। প্রেম-মুগ্ধা কিশোরী নায়িকা আমি; প্রেমের জন্য কাঙাল। তারপর আমাকে উপেক্ষা করে একদিন নিরুদ্দেশ হল নায়ক; কত কাঁদলাম আমি; কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। সবাই কাঁদল।

সিলভিয়া। বুঝেছি, তুমি তার খুব প্রিয় বন্ধু। সত্যিই সে—দুর্ভাগা, একাকী। এই সামান্য অর্থটুকু নাও; আমার পক্ষ থেকে তাকে উপহার দিও। তুমি জুলিয়াকে ভালবাস তাই আমি তোমাকেও ভালবাসি। আচ্ছা চলি।

[পরিচারিকাসহ সিলভিয়ার প্রস্থান

জুলিয়া। হে মহিয়সী সিলভিয়া, শ্রদ্ধা নাও। তুমি শুধু সুন্দরীই নও, গুণবতীও বটে। আমার মনিবের দুর্ভাগ্য, কারণ জুলিয়ার ভালবাসাকে তুমি খুব শ্রদ্ধা কর। তার দুঃখে তুমি এত কাতর যে তোমার নিজের প্রতি লক্ষ্য দিতেও তুমি ভুলে গেছ। এই যে তার ছবি—দেখি; এ মুখের মত আমিও একদিন সুশ্রী ছিলাম। শিল্পী তাকে একটু উজ্জ্বল করেছে, তার চুল সোনালী আর আমার চুল হলুদ বর্ণ। এই কি দু'জনের তফাৎ? আমারও চুল আমি অমনি করব; তার চোখ দুটো ধূসর; আমারও তো তাই। তার কপাল আমার চেয়ে একটু আনত। কি আছে তার মধ্যে যা প্রোতিয়াসকে মুগ্ধ করেছে। এই ছবিই আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার সতীন। এ প্রাণহীন ছায়া, তবু আমি একেই ভালবাসব; পূজো করব। যদি ওর মধ্যে চেতনা থাকত তবে আমি তাকে নিঃশেষ করতাম। কিন্তু এ তার মূর্তি। যদি আমি তোমায় না দেখতাম তাহলে হয়তো এটা চূর্ণ করতে পারতাম আমার প্রেমিককে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে আনার জন্য। [প্রস্থান একাকিনী

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। মিলান; মন্দিরের পাশে

[এগলামরের প্রবেশ]

এগলামর। পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সোনালি রঙে যেন সোনার পাত এলো। এই সেই মুহূর্ত, এখানে আমার সঙ্গে সিলভিয়ার দেখা করার কথা। তাঁকে উনি নিশ্চয়ই আসবেন, ভুল হবে না। যারা ভালবাসায় সমর্পিত, তারা কখনো সময় ভোলে না। তাদের কখনো দেরী হয় না, বরং একটু আগে আসাই সম্ভব। দেরী হলে যদি ভুল হয়, তাই সে তার মনের আর পায়ের চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। [সিলভিয়ার প্রবেশ] ঐ যে আসছেন। আসুন—স্বাগত।

সিলভিয়া। স্বাগত। চল, মন্দিরের পেছনের দিকটায় যাই। ভয় হয়, কেউ যদি পেছন পেছন আসে। কোন গুপ্তচর। আমার পা কাঁপছে।

এগলামর। ভয় করবেন না। সেই বন তো খুব একটা দূরে নয়। সেখানে গেলেই আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। মিলান; প্রাসাদ কক্ষ

(থুরিয়ো, প্রোতিয়াস ও জুলিয়ার প্রবেশ)

থুরিয়ো। প্রোতিয়াস, নতুন কোন সংবাদ আছে? সিলভিয়ার মন কি আমার দিকে টানল?

প্রোতিয়াস। রাগ নেই ততটা, তবে কি জান, অর্থাৎ…তার অসন্তোষ…
থুরিয়ো। কেন, আমার পা দু'টো কি একটু বেশি লম্বা ?
প্রোতিয়াস। না, বরং একটু ছোটই।
থুরিয়ো। যদি বড় জুতো পড়ি।
প্রোতিয়াস। তাতে কি প্রেম আরো বড় হবে ?
থুরিয়ো। মুখখানা, মুখে কি কোন দোষ আছে ?
প্রোতিয়াস। না, মুখ তো তোমার ভালই।
থুরিয়ো। তা ঠিক নয়—মুখখানা আমার কালো।
প্রোতিয়াস। তবু তার ভাল লাগে। লোকে বলে সুন্দরীদের চোখে পুরুষদের কালো রং মুক্তর মত উজ্জল লাগে।
জুলিয়া। (স্বগত) ঠিক। এ মুক্ত দেখলে মেয়েদের চোখ ঠিকরে বেড়িয়ে আসে। আমি ওর চোখে স্পষ্ট করে তাকাব না, কটাক্ষে দেখে নেব।
থুরিয়ো। আমার মুখের কথা কেমন লাগে ?
প্রোতিয়াস। যখন যুদ্ধের সংবাদ বল তখন বড় রূঢ় মনে হয়।
থুরিয়ো। যখন প্রেমের কথা বলি ?
প্রোতিয়াস। তখন যে ভাল লাগে তাতে কোন সন্দেহই নেই।
জুলিয়া। (স্বগত) কেন বা থাকবে ? সে জানে, এ প্রেম মিথ্যা।
থুরিয়ো। আমার বংশ মর্যাদা নিয়ে কিছু বলে ?
প্রোতিয়াস। তোমার জন্ম তো ভাল বংশেই—এ কথাই বলে।
থুরিয়ো। টাকা পয়সা ?
প্রোতিয়াস। সে কথা মনে করে সে আহ্লাদিত হয়।
থুরিয়ো। কারণ ?
জুলিয়া। (স্বগত) চিনির বলদের চিনি বয়ে নেওয়া।
প্রোতিয়াস। টাকা পয়সা তো পর-গাছা।
জুলিয়া। ডিউক এদিকে আসছেন। [ডিউকের প্রবেশ
ডিউক। প্রোতিয়াস, থুরিয়ো, এগলামরকে তোমরা দেখেছ ?
থুরিয়ো। দেখিনি তো।
প্রোতিয়াস। আমিও দেখিনি।
ডিউক। আমার মেয়েকে দেখেছ ?
প্রোতিয়াস। না, দেখিনি।
ডিউক। ভালেনটিনের কাছে পালিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এগলামরকে সঙ্গে করে নিয়েছে। লরেন্স সাধু দু'জনকে দেখেছে। বনে তপস্যায় ছিলেন, সেখানে দেখেছেন। এগলামরকে সে ভালভাবে চেনে, তার সাথে একটি মেয়েকে ; কাজেই অনুমানটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ছদ্মবেশ বলে ঠিক ধরতে পারেনি। আজ সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে সে সব কথা স্বীকার করেছে। সেখানে এখন আর ওরা নেই। এসব থেকে ঠিক বোঝা যায়, প্রাসাদ থেকে ওরা পালিয়েছে। শোন, আর যুক্তি তর্ক নয়, ভাল ঘোড়া নিয়ে এস। আমার সঙ্গে পাহাড়ের নীচে দু'জনে চলে এস, মান্তুয়ার দিকে যে পথ চলে গেছে সেই পথেই যাব ; ওরা দু'জন নিশ্চয়ই মান্তুয়ার পথে গেছে। আমি চলি, তোমরা পেছনে পেছনে এস। [প্রস্থান

থুরিয়ো। আশ্চর্য মেয়ে তো। বাবাকে কিছু না বলে কোন পথে নিরুদ্দেশ হল? আমি যাব। এগলামরের এত স্পর্দ্ধা! ওর স্পর্দ্ধার শেষ করব। সিলভিয়ার প্রেম—সে সব পরে হবে। [প্রস্থান

প্রোতিয়াস। আমিও তাকে অনুসরণ করব; এগলামরকে ঘৃণার জন্য নয়, সিলভিয়াকে আমার ভালবাসার জন্য—

জুলিয়া। আমিও ভালবাসার জন্যই যাব; যাব সিলভিয়াকে ঘৃণার জন্য নয়—। প্রেমের জন্য। প্রেমের জন্যই তো এই যাত্রা। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। মান্তুয়া-সীমান্ত বন

[সিলভিয়া ও দস্যুগণের প্রবেশ]

প্রথম দস্যু। এস, কোন ভয় নেই। আমাদের রাজার কাছে তোমায় নিয়ে যাব। কোন ভয় নেই, একটু ধৈর্য ধর—

সিলভিয়া। ধৈর্য হারাইনি, এর চেয়েও বড় বিপদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তা থেকেই আমার ধৈর্যের শিক্ষা হয়েছে। আমি মোটেই চঞ্চল নই!

দ্বিতীয় দস্যু। একে নিয়ে চল।

প্রথম দস্যু। সেই ভদ্রলোক কোথায়, যে এর সঙ্গে ছিল?

দ্বিতীয় দস্যু। সে তাড়াতাড়ি পালিয়েছে। মোয়সেস ও ভ্যালেরিয়াস ওর পেছনে পেছনে গেছে। তুমি ওকে পশ্চিম দিকের বনে নিয়ে যাও। রাজার কাছে নিয়ে যাও। যাও। আমরা দেখি সেই লোকটি আবার কোথায় গেল? এই ঘন বনের মধ্যে আর পালাবে কোথায়?

প্রথম দস্যু। এস, আমাদের গুহার কাছে, ওখানে রাজা আছে,—ভয় নেই। তার মন খুব উঁচু; মানসম্মান জ্ঞানও যথেষ্ট। মেয়েদের সে সম্মান করে দেবীর মত।

সিলভিয়া। ভ্যালেনটিন, আর কত সহ্য করতে হবে আমাকে! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য। বনের অপরাংশ

ভ্যালেনটিন। মানুষের মনের গতি বোঝা দুঃসাধ্য। অভ্যাসের ফলে সে কি রকম পাল্টে যায়। এই নির্জন মরু-প্রান্ত, নিরালা বন, একা একা বসে থাকি, কেউ দেখে না। পাখীর গানের সঙ্গে আমার মনের ব্যথা, একই সুরে আকাশে মিশিয়ে দিই—করুণ আর্তনাদ। সে—তুমি এই মনের মধ্যে আছ, এ মন ছেড়ে, হৃদয়কে নিঃস্ব করে,—তুমি যেও না। তুমি চলে গেলে, মনও হারিয়ে যাবে—একটা পরিত্যক্ত পথের মত। কোন স্মৃতির চিহ্নও থাকবে না। সিলভিয়া, এই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে মন আমার ভরে রাখ তোমার স্মৃতিতে; তাহলে সে কখনো জীর্ণ হবে না। তুমি সুর, আমি বাঁশী; বাঁশীকে ত্যাগ কোর না। কিন্তু একি, নির্জন অরণ্যে এত শব্দ কেন? কি হল? ঐ তো আমার দলের লোকেরা আসছে। কোন লোকের পেছনে পেছনে আসছে মনে হচ্ছে। ওরা আমায় বড় ভালবাসে। বহু কষ্ট করে সবাইকে অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখি। এখনো পথিকের ওপর অত্যাচার বন্ধ হল না। লুকিয়ে দেখি, কারা এখানে আসছে (অন্তরালে গেল) [প্রোতিয়াস, সিলভিয়া ও জুলিয়ার প্রবেশ

প্রোতিয়াস। তোমার জন্যই আমার এত কষ্ট সহ্য করা। জানি, হয়তো এর কোন প্রতিদানই পাব না; তবু ও বিপদকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। যাকে তুমি

চাওনা, ভালবাস না—তার হাত থেকে আমি তোমায় রক্ষা করে এই বুকে স্থান দিতে পারি। আমি তোমার ছায়া। তোমার ঐ দৃষ্টি—এটুকুই আমার ভালবাসার চাওয়া; এটুকুই আমার প্রার্থনা। এর বেশি কিছু আমি তোমার কাছে চাই না। সেটুকুও দেবে না? এটুকু দিলে তোমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।

ভালেনটিন। (স্বগত) একি স্বপ্ন! একি সত্য। কি দেখছি! কি শুনছি! হে প্রেম-মুগ্ধ হৃদয় আর একটু ধৈর্য ধর; অত চঞ্চল হয়ো না।

সিলভিয়া। কি দুর্ভাগ্য! এত দুঃখ আমার কপালে ছিল।

প্রোতিয়াস। তোমার দুর্ভাগ্য! আমার দুর্ভাগ্যটা একবার ভেবে দেখেছ? আমি না আসা পর্যন্ত তোমার দুঃখ ছিল ঠিক—কিন্তু এখন আর নেই।

জুলিয়া। এ মিলনে আমারই দুর্ভাগ্য।

সিলভিয়া। যদি কোন হিংস্র সিংহ তার খিদের জন্য আমাকে খেয়ে ফেলত তাও আমার কাছে পরম সৌভাগ্য বলে মনে হত। ঈশ্বর সাক্ষি, আমি সর্বস্ব দিয়েছি। ওকে আমি যতটা ভালবাসি, তোমায় ঠিক ততটাই ঘৃণা করি। প্রোতিয়াস, তুমি যাও। তোমার মুখের কথা আর শুনতে চাই না।

প্রোতিয়াস। আমার দিকে যদি একটু ভালবাসার দৃষ্টিতে চাও তাহলে কি এমন ক্ষতি হবে? হায় ভালবাসা! মেয়েরা এমনি পাষাণ! আমার গভীর ভালবাসাকে তুমি এমন তুচ্ছ করে দিচ্ছ!

সিলভিয়া। পুরুষরাও তো কম নিষ্ঠুর নয়। তোমাকে যে ভালবাসে সে তো জুলিয়া। তাকে উপেক্ষা করে, দূরে সরিয়ে রেখেছ—এটা কোন ভালবাসার রীতি, আমায় বলবে? জুলিয়া তোমার জন্য আত্মহারা—তাকে তুমি ভালভাবে জান। যাকে ভালবেসে একদিন প্রেমের কত কথা বলেছ, কত প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আজ তা দু'পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ভালবাসার কথা বলছ! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। তোমার বিশ্বাস ? এখনি যা রাখছ তাই পরে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে; তোমার ভালবাসার কোন মূল্য নেই—একজনকে দিয়ে তা ক্ষণিকেই ফিরিয়ে নাও। এসব তো ছলনা। তোমার মুখে ভালবাসার কথা মানায় না। তুমি ভালবাস না! তুমি প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছ, বন্ধুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ—তুমি বিশ্বাসঘাতক, তোমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

প্রোতিয়াস। ভালবাসায় আমি অন্ধ; ভালবাসা ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝি না। সে জন্য যদি বন্ধুকে, পূর্ব প্রণয়িনীকেও ত্যাগ করতে হয়—তাতেও আমি রাজী; —শুধু তোমাকে চাই।

সিলভিয়া। আর আমি শুধু প্রোতিয়াস ছাড়া আর সবাইকেই চাই।

প্রোতিয়াস। শোন, আমার এই প্রার্থনা, তাতেও যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও—যদি আমার দিকে ফিরে না তাকাও, তাহলে আমি বীরের মতই তোমায় লাভ করতে চাই। নারী বীর ভোগ্যা। শক্তি দিয়ে আজ আমি তোমাকে জয় করে নেব।

সিলভিয়া। ভগবান!

প্রোতিয়াস। গায়ের জোরেই আমি তোমাকে পেতে চাই।

ভালেনটিন। ওরে বর্বর, ওরে নীচ, আমি তোর ঐ পাপ স্পর্শে নারীর অপমান হতে দেব না। আমি এখনো বেঁচে আছি। বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ—

প্রোতিয়াস। তুমি! ভালেনটিন!

ভালেনটিন। প্রেমহীন, ধর্মহীন, নীতিহী অবিশ্বাসী—তোর আশা মিটবে না। ক্ষমা? কিসের জন্য? তুই কে? তুই আমার বন্ধু নয়। তুই নিজের কর্মফলের জন্যই মনুষ্যত্বহীন। প্রোতিয়াস, আমার দুঃখ হচ্ছে, একদিন তোকেই বন্ধু বলে নিয়েছিলাম; একদিন কত সুখ দুঃখের কথা বলেছি তোকে বিশ্বাস করে। এখন পৃথিবীতে আর কে তোর বন্ধু আছে? কারো বিশ্বাস রেখেছিস? ভাগ্যের বিড়ম্বনা! পৃথিবীতে আজ আমার সবচেয়ে বড় শত্রু যাকে আমি বন্ধু বলেছি—সেই।

প্রোতিয়াস। থাম ভালেনটিন। তোমার কথায় আমি লজ্জিত, নিজের অপরাধ এখন বুঝতে পারছি। ক্ষমা কর; সত্যিই আমি ব্যথীত। তুমিও অনেক ব্যথা পেয়েছ, সে কথা মনে করে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হও। সে ব্যথা মনে করে আমাকে ক্ষমা কর। আমার অপরাধ, আমার মোহ—তুমি ভুলে যাও।

ভালেনটিন। তাই হোক। সত্যি বলছি প্রোতিয়াস—নিজের কাজের জন্য তুমি যখন অনুতপ্ত তখন আমি তোমাকে আবার বন্ধু বলে গ্রহণ করছি। অনুতাপে মনের পাপ, দোষ সব মুছে যায়। অনুতপ্তকে যে ক্ষমা করে না সে কি মানুষ! আমি হৃদয় থেকেই তোমায় ক্ষমা করছি বন্ধু! তোমার হৃদয় উজ্জ্বল হোক, তুমি আমার সিলভিয়াকে এত ভালবাস—তাকে নিয়ে যদি তুমি সুখী হও, ভাল—আমি ওকে তোমাকেই দিলাম।

জুলিয়া। দুরদৃষ্ট আমার—(মূর্চ্ছিত)

প্রতিয়াস। এই বালককে দেখ।

ভালেনটিন। এই যে বালক ওঠ, ওঠ। কি ব্যাপার কি হয়েছে, চোখ খোল, কথা বল।

জুলিয়া। এ কিছু নয় প্রভু। আমার মনিব আমাকে একটা আংটি দিয়ে বলেছিলেন সিলভিয়াকে দিয়ে আসতে। ভুলে সে আংটি দেওয়াই হয়নি।

প্রোতিয়াস। কোথায় সে আংটি?

জুলিয়া। এই যে। (আংটি দেবে)

প্রোতিয়াস। এ কি! বিদায় নেবার সময় এ আংটি আমি জুলিয়াকে দিয়ে এসেছিলাম। এ আমার আংটি।

জুলিয়া। তবে আমার ভুল হয়েছে—এটি নয়, এই সেই আংটি যা প্রভু সিলভিয়াকে উপহার দিয়েছিলেন। (অন্য আংটি দেবে)

প্রোতিয়াস। কি আশ্চর্য! আমার সেই আংটি, যা জুলিয়াকে দিয়েছিলাম, তা তুমি কোথা থেকে পেলে? বল।

জুলিয়া। জুলিয়া আমাকে দিয়েছিল। এই আংটি নিয়ে সে নিজেই এখানে এসেছে।

প্রোতিয়াস। জুলিয়া এসেছে!

জুলিয়া। চোখ চেয়ে তাকে একবার দেখ। ভালবাসার কত কথা, উচ্ছ্বাস, প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার দিয়েছিলে তাকে। সেই কথা, আশা, প্রতিশ্রুতি বুকে নিয়ে কত জ্বালা সহ্য করে সে এসেছে। তোমার ব্যবহারে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। তুমি কি বুঝবে প্রোতিয়াস, এই পুরুষের পোষাকে আমার কত লজ্জা, কত ব্যথা আমি মুখ বুঝে সহ্য করেছি! লজ্জাশীলা নারী—পুরুষের বেশ তার কাছে আরো কত লজ্জার। প্রেমের জন্য মেয়েরা যে কতখানি ত্যাগ করতে পারে তা তুমি বঝবে না। প্রেমের জন্য সে কি না করতে পারে! সত্যিই, আশ্চর্য মনে হয়! প্রেমের

অন্য পুরুষের মনে রূপান্তর আসে—কিন্তু নারী, তার রূপান্তর সমস্ত দেহে।

প্রোতিয়াস। পুরুষদের ভাবান্তর হয় সত্যিই। ভগবান, কেন তাদের মন তুমি অবিচল করলে না? একটা ভুল, একটা মোহ, একটা দোষের দিকে টেনে নিয়ে যায়; সম্পূর্ণ পাপের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে দেয়। নিষ্ঠা ছাড়া সে নিজেই যন্ত্রণা পায়! সিলভিয়া সুন্দর,—তার রূপে আমি মুগ্ধ। তাই, আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পৃথিবী আমার এই দুই চোখে।

ভালেনটিন। হাত ধর বন্ধু—অনেক দুঃখের শেষে আবার এক হলাম, তাই এত ভাল লাগছে। আজ আমি ধন্য। বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ শত্রুতা সত্যিই কি দুঃখের!

প্রোতিয়াস। ঈশ্বর সাক্ষি, আজ আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল।

জুলিয়া। আমিও কত সুখী। আজ আমারও মনের বাসনা পূর্ণ হল।

[ডিউক ও থুরিয়োকে সঙ্গে নিয়ে দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। পুরস্কার। আমরা পুরস্কার এনেছি।

ভালেনটিন। এ কি। ছাড়। এতো আমাদের ডিউক। আসুন প্রভু, স্বাগত জানাই। আমি ছদ্মবেশী নির্বাসিত ভালেনটিন।

ডিউক। ভালেনটিন!

থুরিয়ো। এই যে সিলভিয়া। প্রিয়া আমার।

ভালেনটিন। থুরিয়ো, একটু দূরে থাক—না হলে প্রাণটাই যাবে। কেন মিছি মিছি আমার কোপে পড়বে। তোমার প্রেমিকা সিলভিয়া—এ কথা বলে ঐ নামের সম্মান নষ্ট কোর না। আবার ও কথা বললে তুমি আর এ জগতে থাকবে না। ওকে একবার স্পর্শ করলে তোমার প্রাণ যাবে।

থুরিয়ো। অভদ্র ভালেনটিন, কি লাভ সিলভিয়াকে নিয়ে? একটা মেয়ের জন্য যে প্রাণকে তুচ্ছ করে সে ত মূর্খ। তাকে কোন দরকার নেই আমার। একজন সিলভিয়া গেলে আরো অনেক সিলভিয়াকে পাব। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো তাকে বিয়ে কর।

ডিউক। নীচ—ভীরু—কাপুরুষ! তোর জন্যই এই অঘটন ঘটল। প্রাণের ভয়ে তুই ওকে ত্যাগ করলি। ভালেনটিন, সত্যই তুমি বীর। শোন, আগের কথা সব ভুলে যাও; তুমিই আমার কন্যার উপযুক্ত। বন থেকে ফিরে চল আমার প্রাসাদে। ওখানে তোমার অধিকার আছে যাবার। তুমি শান্ত, মহৎ—তুমি বীর! সিলভিয়াকে আমি তোমার হাতেই দেব।

ভালেনটিন। ধন্য আমি; এই পাওয়াই আমার পরম সম্পদ! আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। যদি অনুমতি পাই তবে বলব—

ডিউক। বল, তোমার কোন ইচ্ছাই আমি অপূর্ণ রাখব না।

ভালেনটিন। এই বনচারীর দল আমার বন্ধু—এরা আপনার রাজ্য থেকে নির্বাসিত। ওদের যতই অপরাধ থাক না কেন, ওদের গুণও অনেক আছে—ওদের হয়ে আমি মার্জনা চাইছি। এরা সবাই শান্ত—রাজভক্ত। আপনার শাস্তি ওদের ওপর থেকে ফিরিয়ে নিন। ওদের উপযুক্ত কাজ দিন—তাতে রাজ্যের মঙ্গলই হবে।

ডিউক। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তোমার সঙ্গে আমি ওদেরও মার্জনা করে দিলাম। ওদের রাজকার্যে তুমি ইচ্ছে মত নিয়োগ কোর। চল, একসাথে নগরে ফিরে যাই। আমাদের যাত্রা সফল হোক। বিজয়-উল্লাস নিয়ে আমরা

প্রাসাদে প্রবেশ করব।

ভ্যালেনটিন। পথে যেতে যেতে আরো অনেক কথা বলব আপনাকে। সে কথায় বেদনা মুছে যাবে, মন প্রশান্ত হবে। রাজা এই যে বালক ভৃত্য, একে দেখে কি মনে হয় আপনার ?

ডিউক। সুন্দর, কিন্তু খুব লাজুক।

ভ্যালেনটিন। সত্যি, বালকের চেয়েও এর বেশি লজ্জা।

ডিউক। এর মানে ?

ভ্যালেনটিন। সে কথা শুনে অবাক হয়ে যাবেন আপনি। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। এস প্রোটিয়াস, এ অনুতাপ তোমার পাপকে মুছে দিয়েছে। হারান ভালবাসা ফিরে পাওয়া কি দুর্লভ বল তো ? আমার সঙ্গে সিলভিয়ার যখন বিয়ে হবে তোমরা দুজনও সেদিন বিয়ে করবে। এক ঘর, একই নিমন্ত্রণ, চারজনের একই সঙ্গে আনন্দে-বন্ধন— [প্রস্থান] যবনিকা

॥ এ্যাজ ইউ লাইক ইট ॥

চরিত্র

ডিউক/নির্বাসিত
ফ্রেডারিক/ডিউকের ভাই ; ভূতপূর্ব ডিউকের সম্পত্তি-অপহারক
আমিয়েন্স, জ্যাকস্/লর্ড। নির্বাসিত ডিউকের সহচর
চার্লস/ফ্রেডারিকের মল্লযোদ্ধা
অলিভার, জ্যাকস্, অরল্যাণ্ডো/স্যার রোলাণ্ড দ্য বয়ের পুত্রগণ
উইলিয়াম/গ্রাম্যযুবক; অড্রের প্রণয়াসক্ত
এডাম, ডেনিস/অলিভারের ভৃত্যগণ
টাচস্টোন/বিদূষক
স্যার অলিভার মারটেক্সট/পাদরী
করিন, সিলভিয়াস/মেষপালকগণ
রোসালিণ্ড/নির্বাসিত ডিউকের কন্যা
সিলিয়া/ফ্রেডারিকের কন্যা
ফিবি/মেষপালিকা
অড্রে/পল্লীবাসী ধনী কিশোরী
লা বো/ফ্রেডারিকের সভাসদ

ওমরাহগণ, পরিচারকগণ বনবাসিগণ ও অনুচরগণ

ঘটনাস্থল/অলিভারের গৃহ ; ফ্রেডরিকের প্রাসাদ এবং আর্ডেন বন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অলিভারের গৃহ সন্নিহিত বাগান

[অরল্যাণ্ডো ও এডামের প্রবেশ]

অরল্যাণ্ডো। যতদূর আমার মনে পড়ে, এডাম, এই হচ্ছে আমার বাবার উইল— আমায় তিনি তিন হাজার মোহর দিয়ে যান। আর তুমি তো জান, দাদাকে আশীর্বাদ করে বাবা বলে যান, আমাকে ভালভাবে মানুষ করতে। অথচ আমার দুঃখ শুরু হল তখন থেকেই, যখন আমার ভাই জ্যাকস্‌কে দাদা স্কুলে ভর্তি করেছে। শুনছি তার লেখাপড়া ভালই হচ্ছে ; আর আমাকে গেঁয়ো চাষার মত ঘরের কোণে ফেলে রেখেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি কোন রকমে বেঁচে আছি। আর তুমিই বল আমার মত ভদ্র ঘরের ছেলের পক্ষে এভাবে গোয়ালে বাঁধা বলদের মত থাকাটা কি ঠিক ? কর্তার ঘোড়াগুলো এর থেকে ভাল থাকে—তারা ভাল খায়। সহিসরা তাদের তালিম দেয় আর

ঐ জন্যে মাইনে দিয়ে সহিস রাখতে হয়। আর আমি ওর মায়ের পেটের ভাই তার কাছ থেকে মাথার আর বয়সের বাড় ছাড়া বেশি কিছু পেলাম না। এই বাড়টুকুর জন্য তার আস্তাকুড়ের জন্তুগুলো যতটা কৃতজ্ঞ, আমিও ঠিক ততটাই কৃতজ্ঞ। দিচ্ছে তো এই ঘোড়ার ডিম। আমি জন্মসূত্রে যা পেয়েছিলাম ওর অযত্নে ক্রমে তাও হারাতে বসেছি। তার চাকরবাকরের সঙ্গে আমায় খেতে হয়। ভাইবোনেরা আমায় স্বীকার করতে তো চায়ই না, তার ওপর লেখাপড়া না শিখিয়ে আমায় ভদ্রসমাজের অযোগ্য করে তুলেছে। সত্যি, এডাম, এইজন্যেই আমার দুঃখ। আমার বাবার স্বভাব কিছুটা আমার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয়। তাই এই গোলামীর বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহ করছে। এ আর আমি সইব না। যদিও জানিনা, কিভাবে গোলামী ঘোচাব।

এডাম। ওই যে মনিব এই দিকে আসছেন। আপনার দাদা।

অরল্যাণ্ডো। তুমি একটু আড়ালে যাও। বরং নিজেই দেখ কিভাবে উনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন। [অলিভারের প্রবেশ। এডামের প্রস্থান

অলিভার। কি ব্যাপার? এখানে কি করছ?

অরল্যাণ্ডো। কিছুই না। আমাকে তো কিছু করতে শেখান হয়নি।

অলিভার। তাতেই বা কি ক্ষতি হচ্ছে?

অরল্যাণ্ডো। সত্যি, ভগবান তোমার এই হতভাগ্য ভাইটিকে যতটুকু দিয়েছিলেন কুঁড়েমি করে সেটুকু নষ্ট করার জন্য তোমাকেই সাহায্য করছি।

অলিভার। তা, কুঁড়েমি না করে কাজ করলেই পার।

অরল্যাণ্ডো। তোমার খোঁয়াড়ের শুয়োরগুলোকে যত্ন করব? তাদের সঙ্গে খাবার খেয়ে জীবন কাটাব? কেন, আমি কি অপরাধ করেছি, যার জন্য এ দুর্ভোগ ভুগতে হবে?

অলিভার। জান, তুমি কোথায় আছ?

অরল্যাণ্ডো। খুব ভালভাবে জানি, আপাততঃ তোমার বাগানে।

অলিভার। কার সামনে দাঁড়িয়ে আছ তা খেয়াল আছে?

অরল্যাণ্ডো। তোমার চেয়ে তা আমি ভালই জানি। আমি জানি, তুমি আমার বড় ভাই; আর স্বাভাবিক রক্তের সম্পর্কটা যদি মান, তাহলে তোমারো তা জানা উচিত। প্রচলিত নিয়ম মতে বাবার সম্পত্তির বেশির ভাগই তুমি পাবে, কারণ তুমি বড়। আর সেই প্রচলিত নিয়ম মতে আমার রক্তকে তুমি অস্বীকার করতে পার না। এমনকি বিশজন ভাই থাকলেও না। বাবার রক্ত তোমার দেহেও যতখানি আছে, আমার দেহেও ততটা। যেহেতু তুমি আগে জন্মেছ, আমি স্বীকার করছি, তোমারি প্রাপ্য বেশি।

অলিভার। তবে রে বেটা! (অরল্যাণ্ডোকে আঘাত)

অরল্যাণ্ডো। (দাদার কলার চেপে ধরে) এস দাদা, তুমি এখনো আমার কাছে শিশু।

অলিভার। বদমাশ। তুই আমার গায়ে হাত তুলবি?

অরল্যাণ্ডো। আমি বদমাশ নই। আমি স্যার রোলাণ্ড দ্য বয়ের ছোট ছেলে। তিনি আমার বাবা। অমন বাপের ছেলে বদমাশ একথা যে বলে সে নিজে বদমাশ। তুমি আমার ভাই না হলে এ হাতটা তোমার গলা থেকে তুলে আনতাম না। যতক্ষণ না এই কথা বলার জন্য তোমার জিভটা আমি উপড়ে

আনতাম। তুমি নিজেই নিজেকে গালাগালি দিয়েছ।

এডাম। (এগিয়ে এসে) দোহাই কর্তারা, ঝগড়া থামান। আপনার বাবার দিব্যি, শান্ত হন।

অলিভার। আমি বলছি, আমায় যেতে দাও।

অরল্যাণ্ডো। না, ছাড়ব না, যতক্ষণ না তুমি আমার কথা শুনছ। বাবা তাঁর উইলে তোমায় আদেশ দিয়ে গেছেন আমায় ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে। অথচ তুমি আমাকে চাষার মত শিক্ষা দিয়েছ। ভদ্র সমাজে মেশার যোগ্যতা আমার আজ নেই। বাবার মেজাজ আমিও পেয়েছি—আমি এ গোলামী সহ্য করব না—এ কথা তোমায় স্পষ্ট করে বলে দিলাম। তাই, হয় আমাকে ভদ্রভাবে থাকার মত কাজ দাও অথবা উইলে আমার যতটুকু সম্পত্তি প্রাপ্য তা বুঝিয়ে দাও। তা নিয়ে আমি ভাগ্য পরীক্ষায় বেড়িয়ে পড়ি। (মুঠি শিথিল করল)

অলিভার। তুমি কি করবে শুনি? সে টাকা ফুরিয়ে গেলে তো ভিক্ষে করে বেড়াবে। যাও, এখন ভেতরে যাও। বেশিদিন তোমার ঝামেলা আমি সইব না। সম্পত্তির কিছুটা দিয়ে দেব, নিয়ে কোথাও সরে পড়। এখন আমায় ছেড়ে দাও বলছি।

অরল্যাণ্ডো। আমার যতটুকু প্রাপ্য সেটা পেলেই তোমায় আর বিরক্ত করব না।

অলিভার। (এডামকে) তুই ও'র সঙ্গে যা, বুড়ো কুত্তা কোথাকার!

এডাম। বুড়ো কুত্তা! এই আমার বখশিশ! তোমাদের বাড়ীর চাকরী করে চুল পাকালাম, দাঁত পড়ে গেল—(দীর্ঘশ্বাস) কর্তা থাকলে এমন কথা কখনো বলতেন না। [অরল্যাণ্ডো ও এডামের প্রস্থান

অলিভার। এতদূর? আমার ওপর চড়তে চাও তুমি? ঠিক আছে, তোমায় আমি ঠিক করছি দাঁড়াও, আর হাজার মোহরের এক কানাকড়িও দিচ্ছি না। এই ডেনিস [ডেনিসের প্রবেশ

ডেনিস। ডাকছেন কি হুজুর?

অলিভার। হ্যাঁ। ডিউকের সেই কুস্তিগীর যোদ্ধা চার্লস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি?

ডেনিস। আজ্ঞে, তিনি এখানেই আছেন—বাড়ীর বাইরে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

অলিভার। ঠিক আছে, এখানে নিয়ে এস। [ডেনিসের প্রস্থান] এটাই ঠিক হবে। কালকেই তো কুস্তির দিন। [চার্লসের প্রবেশ

চার্লস। পেন্নাম হই হুজুর।

অলিভার। এই যে চার্লস, তোমার নয়া মনিবের খবর কি?

চার্লস। দরবারের নতুন আর কি খবর হুজুর, সেই এক পুরান খবর। বুড়ো ডিউককে তার ছোট ভাই দেশছাড়া করেছে। আর বুড়ো ডিউকের টানে তিন চারজন আমীর ওমরাহ স্বেচ্ছায় বনে গেছেন। আর নতুন ডিউক তাদের জায়গা জমি বাজেয়াপ্ত করে আরও মুলুক বাড়িয়েছেন। কাজেই, তাদের বনবাসে ঘুরে বেড়ানয় কোন বাধা নেই।

অলিভার। আচ্ছা বলতে পার, বুড়ো ডিউকের মেয়ে রোসালিণ্ডও কি বাপের সঙ্গে বনে গিয়েছে?

চার্লস। না, না, মোটেই না। নতুন ডিউকের মেয়ে তার খুড়তুতো বোন। বাচ্চা বয়স থেকে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। ঐ মেয়ে বনে গেলে এ মেয়েও যেত অথবা একা থাকতে হলে হয়তো মরেই যেত। কাজেই তিনি এখানে আছেন। নতুন ডিউক বুড়ো ডিউকের মেয়েকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন। দু'বোনের মনের খুব মিল।

অলিভার। বুড়ো ডিউক কোথায় থাকবেন ?

চার্লস। শুনছি তিনি আর্ডেনের বনে রয়েছেন। কিছু আমুদে লোক তাঁর সঙ্গে আছে। সেখানে তারা আছেন, যেমন ইংল্যাণ্ডে রবিনহুড থাকত। লোকে বলে নিত্য তাঁর কাছে নতুন যুবক গিয়ে ভিড়ছে। নির্ভাবনায় তাঁরা সময় কাটাচ্ছেন, —ঠিক স্বর্ণযুগের মত।

অলিভার। হুঁ! শুনলাম কাল নাকি তুমি নতুন ডিউকের সামনে কুস্তি লড়ছ ?

চার্লস। আজ্ঞে হ্যাঁ ; সেইজন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আমি শুনছি, আপনার ভাই ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে লড়বেন। হুজুর, আমার সঙ্গে কুস্তি—মানে আমার ইজ্জতের লড়াই—আমার হারলে তো চলবে না। জিততেই হবে। এক আধটা হাড় গোড় না ভেঙে যে লড়াইয়ে রেহাই পাবে, বুঝতে হবে সে ভাল লড়িয়ে। আপনাকে মান্য করি ; আপনার ভাইয়ের বয়স এখনো অল্প, ও কাঁচা। আপনার কথা ভেবে ওকে ঘায়েল করতে ইচ্ছে করছেনা। আর আমার সঙ্গে লড়তে এলে তাকে হাড়গোড় ভাঙতেই হবে। তাই, আপনাকে ভালবাসি বলে জানাতে এলাম। আপনার ভাইকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে বলুন। হারলে লজ্জা পাবেন, তার ওপর জখম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। না করলে ভাববেন জখম সে সেধেই হল। আমার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না।

অলিভার। সত্যি চার্লস, তুমি যে আমায় ভালবেসে একথা বলতে এসেছ, তার জন্য ধন্যবাদ। এর জন্য বখশিশ্‌ দেব। আমার ভাইয়ের এই মতলবের কথা আমি জেনেছি। জেনে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। চার্লস, তোমাকে বলছি, এমন গোঁয়ার যুবক সারা ফ্রান্সে আর একটা নেই। কারো সুখ্যাতি ও সইতে পারেনা—কারো ভালো কাজ দেখতে পারে না। তাই এ বিষয়ে আমাকে বলা নিরর্থক। তোমার যা উচিত মনে হবে, তাই করবে। তার আঙুলই ভাঙো, ঘাড়ই মটকাও আর হাড়ই গুঁড়ো কর, আমার কাছে সবই সমান। তুমি সাবধানে থেকো। তোমার কাছে যদি তার বেইজ্জতি হয়, অথবা অপমানে লজ্জিত হয়, তাহলে হয়ত তোমায় বিষ খাওয়াবে, অথবা অন্য কোন শয়তানি ফন্দির ফাঁদে ফেলবে। আর যতদিন না একরকম অন্যায় উপায়ে তোমায় সরাতে পারছে ততদিন তোমার রেহাই নেই। আর তোমায় কি বলব, বলতে আমার চোখে জল আসছে। একরকম খল বদমাশ কোন যুবক আর এদেশে আছে বলে আমার জানা নেই। তবু আমি বড় ভাই হিসেবে বলছি, তার আসল রূপ বোঝাতে আমার লজ্জায় ও দুঃখে মাথা নুয়ে পড়ে। একথা বলতে চোখে এত জল ঝরবে যে তুমিও অবাক হয়ে যাবে, তোমার রক্ত জল হয়ে যাবে।

চার্লস। আপনার কাছে আমি এসে ভাল কাজই করেছি। যদি কাল সে লড়তে আসে তবে তাঁকে হাতে হাতে ফল দেব। যদি চোট না খেয়ে উনি কাল ফিরতে পারেন তবে আমি কুস্তি করাই ছেড়ে দেব। হুজুর, এখন আসি। ভগবান

আপনার মঙ্গল করুন।

অলিভার। আচ্ছা চার্লস, এস।······[চার্লসের প্রস্থান] এই কুস্তিবাজটাকে তাতিয়ে তুলতে হবে, তাহলেই হল। আশা করি, ওর শেষ দেখতে পাব। তার কারণ, জানিনা, কেন আমি ওকে সহ্য করতে পারি না ; অথচ জানি, ও শান্ত-শিষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা পায়নি অথচ কাণ্ডজ্ঞান বেশ আছে ; অনেক সদ্‌গুণ, উদার মন, সবাইকে সে ভালবাসে। আর সত্যি, সবাই ওকেও ভালবাসে, বিশেষ করে আমার প্রজারা ; তাদের চোখে আমার গুণ ওর তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু এভাবে আর নয়। এই পালোয়ানটাই আমার ঝামেলা মেটাবে, ওকে একটু তাতিয়ে কুস্তিতে নামানো···দেখি সেই চেষ্টাই করি। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদের সামনের বাগান

[রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার প্রবেশ]

সিলিয়া। লক্ষীটি রোসালিণ্ড, আমার মিনতি, তুই একটু হাসি-খুশী থাক।

রোসালিণ্ড। সিলিয়া, জানিস, আমার মনে যতটুকু আনন্দ আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমি দেখাচ্ছি। এর থেকেও হাসি-খুশী হব ? যতক্ষণ না শেখাতে পারছিস নির্বাসিত বাবার কথা কি করে ভুলে যেতে হয়, ততক্ষণ অতিরিক্ত আনন্দে মশগুল থাকতে কিছুতেই আমাকে তোব বলা উচিত নয়।

সিলিয়া। তোর কথা থেকেই বুঝতে পারছি, আমি তোকে যতটা ভালবাসি তুই আমায় ততটা বাসিস না। যদি আমার জ্যাঠামশাই,—মানে তোর বাবা, যদি আমার বাবাকে,—মানে তোর কাকাকে নির্বাসনে পাঠাতেন, আর তখন যদি তুই আমার সাথে থাকতিস, তাহলে আমার ভালবাসার জোরেই তোর বাবা আমার নিজের বাবার মতই হয়ে যেতেন। তুইও তা পারতিস যদি তুই আমায় সত্যি নিজের মত করে ভালবাসতিস।

রোসালিণ্ড। বেশ, তাহলে এখন থেকে আমার আসল অবস্থা ভুলে গিয়ে তোর অবস্থা মনে রেখেই খুশী থাকব।

সিলিয়া। তুই তো জানিস, আমি বাবার একমাত্র সন্তান ; আর হবে বলেও মনে হয় না। সত্যি বলছি, তিনি মারা গেলে তুই-ই হবি তাঁর উত্তরাধিকারিণী। কারণ, তিনি তোর বাবার কাছ থেকে জোর করে যা নিয়েছেন, ভালবেসে আমি তোকে তাই ফিরিয়ে দেব। আমি শপথ করছি। যদি কথা না রাখি তাহলে আমি যেন রাক্ষুসী হই। তাই বলছি লক্ষ্মী বোনটি, একটু হাসি-খুশী থাক।

রোসালিণ্ড। আচ্ছা বেশ, এখন থেকে যাতে আনন্দ পাওয়া যায় তাই করব। দেখি কি করা যায়। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে কেমন হয় বলতো ?

সিলিয়া। বেশতো, তাই পড়। খেলার ছলে ক্ষতি কি ? কোন পুরুষকে আবার সত্যি ভালবেসে ফেলিস না যেন ; খেলা হলেও এতদূর এগোস না, যেখানে থেকে আত্মসম্মান বজায় রেখে শুধু একটু লজ্জা ছাড়া আর কিছু না নিয়ে ফিরে আসতে হবে।

রোসালিণ্ড। এছাড়া খেলার ছলে আর কি হতে পারে ?

সিলিয়া। তাহলে বসে বসে ভাগ্য দেবীকে ব্যঙ্গ করা যাক, যাতে সে চরকা ছেড়ে পালায় আর এখন থেকে সকলকে সমানভাবে উপহার দেয়।

রোসালিণ্ড। তা সত্যি। কারণ তাঁর রূপের আশীর্বাদ সত্যি তারাই বেশি পায় যাদের

গুণ নেই। আর যাদের তিনি গুণ বিলোন তাদের বেলাতেই দেখি যত রূপের অভাব।

সিলিয়া। যা বলেছিস। কারণ যাদের সে রূপ দেয় না, তাদের সতী বানায়; আর যাদের গুণ থাকে, তাদের রূপ বলতে কিছু থাকে না।

রোসালিণ্ড। এবারে তুই কিন্তু ভাগ্য দেবীর এলাকা থেকে প্রকৃতি দেবীর এলাকায় যাচ্ছিস। ভাগ্যদেবীর রাজত্ব শুধু এই দুনিয়ার উপহারে, প্রকৃতির রূপরেখায় নয়।

সিলিয়া। নয় বলছিস? প্রকৃতি হয়ত কাউকে সুন্দর করে তৈরী করল, নিয়তির পরিহাসে সেকি আগুনে পুড়তে পারে না? যদিও ভাগ্যদেবীকে ঠাট্টা করার মত বুদ্ধি প্রকৃতিই আমাদের দিয়েছে, তবু ভাগ্যদেবীও কি আমাদের আলোচনায় বাধা দেবার জন্যে এ বুদ্ধুটাকে পাঠায়নি? [টাচস্টোনের প্রবেশ

রোসালিণ্ড। বাস্তবিক, এই ব্যাপারে নিয়তি দেখছি প্রকৃতিব ওপরে খুবই খাপ্পা। কারণ নিয়তি প্রাকৃতিক নির্বোধকে দিয়ে প্রাকৃতিক বুদ্ধিকে নাকচ করে দিচ্ছে।

সিলিয়া। হয়ত এ ব্যাপারে ভাগ্যদেবীর কোন হাতই নেই,—আছে প্রকৃতির। প্রকৃতি-দেবী হয়ত বুঝতে পেরেছেন, আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি এত কম যে তাঁদের মত দেবদেবীর সম্পর্কে কথা বলার পক্ষে আমরা নিতান্তই অযোগ্য; বুদ্ধিটাকে আরো শাণিয়ে নেওয়ার জন্যে এই বুদ্ধুটাকে হয়ত তিনিই পাঠিয়েছেন। কারণ; একথা ঠিকই, বুদ্ধিকে শাণ দেবার পক্ষে বুদ্ধিহীনের বোকামির মত ভাল আর কিছুই নেই।

টাচস্টোন। দেবী, এবার তোমাকে তোমার বাবার কাছে যেতে হবে।

সিলিয়া। তোকে কি দূত করে পাঠান হয়েছে?

টাচস্টোন। ঈশ্বরের দোহাই, না, আমাকে শুধু তোমাকে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

রোসালিণ্ড। হ্যাঁরে, কোত্থেকে এই দোহা শিখেছিস?

টাচস্টোন। এক নাইট মশায়ের কাছ থেকে শিখেছি। ধর্মের দোহাই দিয়ে সে বলেছিল প্যানকেকগুলো চমৎকার আর সর্ষের ঝালটা অখাদ্য; অথচ আমি নিশ্চয় বলব প্যানকেকগুলো ছিল অখাদ্য আর সর্ষের ঝালটাই ছিল চমৎকার; নাইট মশায় তবুও কিন্তু মিথ্যে দোহাইয়ের দায়ে পড়েন নি।

সিলিয়া। তোর ঐ বিরাট বুদ্ধির জাহাজে কি করে এটা প্রমাণ করবি?

রোসালিণ্ড। আচ্ছা বেশ, এবারে তুই একটু বুদ্ধির লাগামটা খুলে দে।

টাচস্টোন। দু'জনে সোজা হয়ে দাঁড়াও, দু'জনের থুতনিতে দু'জনে হাত দাও, এবারে নিজেদের দাড়ি ধরে দিব্যি কর—আমি একের নম্বরের বদমাশ।

সিলিয়া। আমাদের দাড়ির দিব্যি; অবশ্য যদি তা থাকতো—তবে তুই একটা পাজি।

টাচস্টোন। আমার বদমাইশির দিব্যি, যদি সত্যিই আমি তাই হতাম তাহলে আমি বদমাশ। তাহলে দেখহ, যা নই তার যদি দিব্যি দাও, তাহলে সেটা মিথ্যে দিব্যি হয় না; এই জন্যেই নাইট মশায়ের ধর্মের মিথ্যে দিব্যিকেও অধর্ম বলা যায় না; কারণ, তার ধর্মজ্ঞান কোন কালেই ছিল না, আর যদি তা থেকেও থাকে, তবে প্যানকেক বা সর্ষের ঝাল দেখবার বহু আগেই সে তা মিথ্যে দিব্যির দাপটে ঘুচিয়েছে।

সিলিয়া। তুই কার কথা বলছিস, বলবি?

টাচস্টোন। সে তোমার বাবা বুড়ো ফ্রেডারিকের একজন পেয়ারের লোক।

সিলিয়া। আমার বাবার ভালবাসা পেয়েছে? তাহলে সে যথেষ্ট সম্মানিত। থাক, তাঁর সম্পর্কে আর কিছু বলতে আসিস না; নিন্দে রটাবার জন্যে কোনদিন তোকে চাবুক খেতে হবে।

টাচস্টোন। এইটেই বেশি দুঃখের! জ্ঞানী-গুণীরা যা বোকার মত করে, বোকারা বুদ্ধি খরচ করেও তা করতে পারে না।

সিলিয়া। সত্যি বলছি, তোর কথা ঠিক। কারণ বোকাদের সামান্য বুদ্ধিটুকুর মুখ বন্ধ করে দেবার পর থেকে জ্ঞানী-গুণীদের সামান্য বোকামিটুকু যেন বেশি মাত্রায় চোখে পড়ছে। দেখছি মঁসিয়ে লা বো এদিকে আসছেন।

রোসালিণ্ড। হ্যাঁ, একগাদা খবর মুখে নিয়ে।

সিলিয়া। হ্যাঁ, সেইগুলো আবার আমাদের গালে গুঁজে দেবেন, পায়রারা যেমন তাদের বাচ্চাদের মুখে খাবার গুঁজে দেয়।

রোসালিণ্ড। তাহলে আমরাও খবরে ঠাসা হয়ে যাব বল!

সিলিয়া। তাহলে তো আরো ভাল; বাজারে আমাদের দর আরো বাড়বে। [মঁসিয়ে লা বোর প্রবেশ] সুপ্রভাত, মঁসিয়ে লা বো, খবর কি?

লা বো। খুব ভাল রাজকুমারী। একটা খেলা আপনারা দেখতে পেলেন না।

সিলিয়া। খেলা! কি রকম?

লা বো। কি রকম? এর কি জবাব দেব?

রোসালিণ্ড। দিন, যেমন বুদ্ধিসুদ্ধিতে কুলোয়।

টাচস্টোন। অথবা যেমন বিধির বিধান হয়।

সিলিয়া। ভাল বলেছিস। কথাটা খেটেছে জায়গা মত।

টাচস্টোন। তাইতো, আমি যদি ঠিকমত না করে থাকি--

রোসালিণ্ড। না পারলে তোর বুড়ো গন্ধই উড়ে যাবে।

লা বো। আপনারা আমাকে অবাক করে দিলেন। আমি আপনাদের বলতে এসেছিলাম ভাল একটা কুস্তি খেলার কথা—আপনাদের তা নজর এড়িয়ে গেল।

রোসালিণ্ড। তাতে কি হয়েছে? বলুন না, কি রকম কুস্তিটা হল?

লা বো। গোড়ার কথাই আপনাদের বলছি। যদি ভাল লাগে তবে শেষটা নিজেরাই দেখতে পাবেন; কারণ ভাল খেলাটা এখনো বাকি। আর এখানেই; আপনারা যেখানে আছেন, সেখানেই লড়াইটা হবে।

সিলিয়া। শুরুটাই শুনি, যেটা মরে কবরে গেছে।

লা বো। এক বুড়ো তার তিন ছেলে নিয়ে এদিকে আসছে।

সিলিয়া। এই শুরুটা কিন্তু একটা পুরনো গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি।

লা বো। সুন্দর দেখতে সুপুরুষ তিন জোয়ান—

রোসালিণ্ড।—যেমন তাদের গলায় ইস্তাহার ঝোলান 'এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে…।'

লা বো। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় সে ডিউকের কুস্তিগীর চার্লসের সঙ্গে লড়েছিল। চার্লস তাকে এমন এক ঝট্‌কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে যে তার তিন তিনটে পাঁজরা ভেঙে যায়। সে যে বাঁচবে তার আশা নেই; ওভাবেই দু' নম্বর ও তিন নম্বর পালোয়ানকেও সে ধরাশায়ী করেছে। ওইখানে তারা পড়ে রয়েছে। বেচারা বুড়ো বাপটা ওদের জন্যে এমন করুণভাবে কান্নাকাটি করছে

যে, ওর জন্যে দর্শকদের চোখেও জল এসে যাচ্ছে।

রোসালিণ্ড। ইস!

টাচস্টোন। কিন্তু মশাই, এতে খেলাটা কি হল, যা আপনি বলছিলেন, মহিলারা দেখতে পেলেন না।

লা বো। কেন, এটার কথাই তো বলছি।

টাচস্টোন। এমনি করেই তো আমাদের দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ে; এই আমি প্রথম শুনলাম যে পাঁজর ভাঙাটা মেয়েদের কাছে একটা খেলা!

সিলিয়া। শপথ করছি, আমিও প্রথম শুনছি!

রোসালিণ্ড। কিন্তু এই পাঁজর ভাঙার গান শুনতে আগ্রহী এমন আর কেউ আছে কি? নিজের পাঁজর ভাঙবার জন্যে আর কেউ কি উদগ্রীব হয়ে আছে? বোনটি, এই কুস্তি আমরা দেখব কি?

লা বো। এখানে থাকলে দেখতেই হবে; কারণ এখানেই কুস্তি হবে স্থির হয়েছে। আর ওরাও লড়ার জন্য তৈরী হয়েই আছে।

সিলিয়া। ঐ নিশ্চয় ওরা আসছে; তাহলে থেকে দেখেই যাই। [নেপথ্যে তূর্যধ্বনি: ডিউক ফ্রেডারিক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণসহ অরল্যাণ্ডো, চার্লস ও অনুচরগণের প্রবেশ]

ডিউক ফ্রেডারিক। বেশ, চলে এস, যুবক যখন কোন কথাই শুনবে না তখন নিজের বাড়াবাড়িতে নিজেরই বিপদ ডেকে আনুক।

রোসালিণ্ড। ওই কি সেই লোকটা?

লা বো। হ্যাঁ, ওই সেই লোক।

সিলিয়া। ইস্, এ দেখছি খুব কম বয়সী! তবু ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও সফল হবে।

ডিউক ফ্রেডারিক। কি গো মেয়েরা, কুস্তি দেখতে এসেছ মনে হচ্ছে—

রোসালিণ্ড। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যদি অনুমতি দেন।

ডিউক ফ্রেডারিক। আমার মনে হয় এতে তোমরা সামান্যই আনন্দ পাবে। আমাদের পালোয়ান অনেক প্যাঁচ জানে। ছেলেটির বয়সের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে তাকে যদি বিরত করতে পারতাম! কিন্তু সে কোন অনুরোধই রাখবে না। তোমরা তার সঙ্গে কথা বলে দেখ না, ওকে আটকাতে পার কি না?

সিলিয়া। মঁসিয়ে লা বো, ওকে একটু এখানে ডাকুন।

ডিউক ফ্রেডারিক। তাই করুন; আমি আড়ালে যাচ্ছি। [ডিউকের আড়ালে গমন

লা বো। এইযে লড়াকু যুবক, রাজকুমারী আপনাকে ডাকছেন।

অরল্যাণ্ডো। শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধেই আমি তাঁদের কথা শুনছি!

রোসালিণ্ড। আপনি কি কুস্তিগির চার্লসকে চ্যালেঞ্জ করেছেন?

অরল্যাণ্ডো। না রাজকুমারী, তিনিই সবাইকে ডেকেছেন: আমি শুধু আর সবার মতই এসেছি তার কাছে আমার তারুণ্যের জোরটা একটু বাজিয়ে নিতে।

সিলিয়া। তরুণ যুবক, আপনার বয়সের তুলনায় আপনার তেজ একটু বেশিই। এই লোকটা যে কত শক্তিধর তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আপনি ইতিমধ্যে পেয়েছেন। চোখ চেয়ে যদি ভাল করে দেখতেন, অথবা নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে যদি বিচার করতেন, তাহলে এই ঝুঁকি নেওয়ায় যে কি বিপদ তা জেনে আপনি সমানে সমানে লড়তে চাইতেন! আপনার কথা ভেবে আপনাকে অনুরোধ, বিপদের

মধ্যে অযথা ঝাঁপ দিতে যাবেন না ; এ অপচেষ্টা ছাড়ুন।

রোসালিণ্ড। তাই করুন, যুবক, আপনার সুনাম তাতে একটুও নষ্ট হবে না। আমরা না হয় ডিউককে অনুরোধ করছি আর যাতে কুস্তি খেলা না হয়।

অরল্যাণ্ডো। আমার অনুরোধ, আমার সম্পর্কে অন্য ধারণা করে আমায় শাস্তি দেবেন না। কারণ, আপনাদের মত গুণবতী অপরূপা মহিলাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে যে কত বড় অপরাধ আমি তা স্বীকার করছি। আপনাদের শুভেচ্ছা ও সু-নজর শক্তি পরীক্ষায় আমার সহগামী হোক। যদি আমি হেরেও যাই, তাহলেও এমন একজন হারবে, যে কখনো প্রীতিলাভ করেনি। যদি মারা যাই তাহলে এমন একজন মরবে, মৃত্যুই যার কামনা ছিল। কোন বন্ধুই আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কারণ আমার জন্যে কাঁদে এমন বন্ধু তো আমার নেই ; পৃথিবীর কোন ক্ষতিই হবে না, কারণ এখানে আমার নিজের বলতে কিছু নেই। খানিকটা জায়গা শুধু দখল করে রয়েছি, সে জায়গাটা যদি খালি করে দিই তাহলে তা আরো ভাল ভাবে ভর্তি হতে পারে।

রোসালিণ্ড। আমার যতটুকু শক্তি আছে তাই যদি আপনাকে দিতে পারতাম—

সিলিয়া। তার সঙ্গে আমারটুকুও যদি যোগ হত।

রোসালিণ্ড। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আপনার সম্পর্কে আমাদের ধারণা যেন ভুল প্রতিপন্ন হয়।

সিলিয়া। আপনার মনোবাঞ্ছা আপনার সহায় হোক।

চার্লস। কোথায়, কোথায় সেই ছুঁচকে কুস্তিগীর, যে তার মাটির মায়ের কোলে শোবার জন্যে এত উতলা ?

অরল্যাণ্ডো। এই তো, সে তৈরীই আছে। তবে তার ইচ্ছেটা অনেক বেশি ভদ্র।

ডিউক ফ্রেডারিক। তোমরা মাত্র এক কিস্তি লড়তে পাবে।

চার্লস। আজ্ঞে, প্রথম কিস্তিতেই যাতে ও না নামে তার জন্যে তো অত ধরাধরি করলেন, কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির জন্যে ওকে আর অনুরোধ করার কোন প্রয়োজন হবে না।

অরল্যাণ্ডো। যখন পরে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবেনই তখন আগে এই ঠাট্টা-তামাসার দরকার কি ? যাক, মরুকগে, চলে আসুন।

রোসালিণ্ড। হে যুবক, হারকিউলিস আপনার সহায় হোন !

সিলিয়া। আমি যদি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম, তা হলে ওই কুস্তিগীরটার পা দু'টো জাপটে ধরতাম। (কুস্তি শুরু হল)

রোসালিণ্ড। বাহাদুর কুস্তিগীর !

সিলিয়া। আমার চোখে যদি বজ্র থাকত, তাহলে আমি বলে দিতে পারতাম কে হারবে। (চীৎকার, চার্লসের পতন)

ডিউক ফ্রেডারিক। হয়েছে, আর দরকার নেই।

অরল্যাণ্ডো। দোহাই হুজুর, চালিয়ে যেতে দিন। আমার এখনো অনেক দম আছে।

ডিউক ফ্রেডারিক। চার্লস, কেমন লাগছে ?

লা বো। হুজুর, ও কথাই বলতে পারছে না।

ডিউক ফ্রেডারিক। ওকে নিয়ে যাও। যুবক, তোমার নাম কি ?

অরল্যাণ্ডো। অরল্যাণ্ডো। মহাশয়, আমি স্যার রোলাণ্ড ডি বয়েস-এর ছোট ছেলে।

ডিউক ফ্রেডারিক। খুবই খুশী হতাম যদি তুমি অন্য কারো ছেলে হতে। যদিও তিনি সকলেরই শ্রদ্ধেয়, তবু আমার সঙ্গে তার সর্বদাই শত্রুতা ছিল। তোমার কীর্তিতে আমি বেশি খুশী হতাম যদি তুমি অন্য কোন বংশের ছেলে হতে। তবু আমার শুভেচ্ছা নাও; তরুণ যুবক—তুমি বীর। আহা, তুমি যদি অন্য পিতৃপরিচয় দিতে— [সদলবলে ডিউক ফ্রেডারিক ও লা বোর প্রস্থান

সিলিয়া। আমি নিজেই যদিনিজের পিতা হতাম, তাহলে কি এমন করতে পারতাম?

অরল্যাণ্ডো। আমার অনেক গর্ব যে আমি স্যার রোলাণ্ডের ছেলে; তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। ফ্রেডারিকের পোষ্য হওয়ার আশায় আমি এই পরিচয় বদলাতে চাই না।

রোসালিণ্ড। বাবা রোলাণ্ডকে নিজের মতই ভালবাসতেন; পৃথিবীও তাঁকে বাবারই মতন ভালবাসত। আগে যদি জানতাম, এ তাঁরই ছেলে, তাহলে কেঁদে কেটে অনুরোধ করতাম এভাবে তার জীবন বিপন্ন না করার জন্য।

সিলিয়া। লক্ষ্মী বোন, চল, তাকে উৎসাহ ও ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। বাবার এ রকম ঈর্ষাকাতর রূঢ় ব্যবহারে আমি মর্মাহত। যুবক, সত্যি আপনি কীর্তিমান। প্রেমের ক্ষেত্রে যদি এভাবে কথা রাখেন, যেমন এক্ষেত্রে রেখেছেন, তাহলে আপনার প্রেয়সী খুবই খুশী হবে।

রোসালিণ্ড। ভদ্রহৃদয়, (গলা থেকে হারটি খুলে দিয়ে) এই সামান্য উপহারটুকু নিন। যে এর থেকে অনেক বেশী দিতে পারত সে আজ অপারগ। বোন, চল যাই।

সিলিয়া। চল, নমস্কার। এখন তাহলে আসি।

অরল্যাণ্ডো। ধন্যবাদ—এটুকু কি বলতে পারি না? আমার ভদ্রতাবোধ দেখছি সবই গেছে। এখানে যা দাঁড়িয়ে রয়েছে তা একটা প্রাণহীন কাঠের পুতুল।

রোসালিণ্ড। (স্বগত) আবার ডাকছে। আমার ভাগ্যের সঙ্গে গর্বও গেছে। দেখি, ও কী চায়। ডাকছিলেন কি? চমৎকার কুস্তি লড়েছেন, শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীকেই নয় আরো অনেককেই হারিয়েছেন।

সিলিয়া। কি হল বোন, যাবি না?

রোসালিণ্ড। চল, যাই। আপনার মঙ্গল হোক। [রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার প্রস্থান

অরল্যাণ্ডো। কোন আবেগে আমার রসনা এত ভারি হয়ে উঠেছে? আলাপ করতে এল, অথচ মুখে কথা এল না! ইস্, হতভাগা অরল্যাণ্ডো, তোর আর কোন আশা নেই। চার্লস বা দুর্বল অন্য কেউ আমাকে জয় করেছে। [লা বোর পুনঃপ্রবেশ

লা বো। শুনুন মশাই, আমি বন্ধুভাবে উপদেশ দিচ্ছি; এখান থেকে সরে পড়ুন। যোগ্যতার দিক থেকে ধন্যবাদ, প্রশংসা, শুভেচ্ছা যদিও আপনার প্রাপ্য, তবুও ডিউকের যা মনের অবস্থা তাতে আপনি যা কিছু করেছেন তার সবই তিনি অন্য ভাবে দেখেছেন। মেজাজের ঠিক নেই। বাস্তবিক তিনি যে কেমন মানুষ, সেকথা আমার বলার থেকে আপনার পক্ষেই ভাবাই ভাল।

অরল্যাণ্ডো। এর জন্যে ধন্যবাদ। দয়া করে বলুন তো আমাকে, কুস্তির সময়ে যে মেয়ে দুটি এখানে ছিলেন তার মধ্যে কোনজন ডিউকের মেয়ে?

লা বো। আচার ব্যবহার বিচার করতে হলে কোনটিই তাঁর মেয়ে নয়; তবুও আসলে কিন্তু ছোটটিই তাঁর মেয়ে; অপরটি নির্বাসিত ডিউকের। জবরদখলী খুড়ো তাকে এখানে ধরে রেখেছে তার নিজের মেয়ের সুখের জন্যে। এদের যা ভাব-ভালোবাসা তা এত গভীর যে আপন বোনেরাও সেখানে পরাজিত হবে। তবে একটা

কথা না বলে পারছি না। সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি, ডিউক তাঁর শান্তশিষ্ট ভাইঝির ওপরে খুব খাপ্পা। এরকম হওয়ার কোন যুক্তি নেই। শুধু লোকে তাকে প্রশংসা করে তার নিজের স্বভাব গুণেই। দুঃখ করে তার সদাশয় পিতাকে স্মরণ করে। সত্যি বলছি, ঐ মেয়েটার ওপরে হঠাৎ আক্রোশ ফেটে পড়বে। আচ্ছা, এবার তবে চলি। এরপরে এর চেয়ে আরো উন্নত জগতে আপনার পরিচয় লাভ করতে চেষ্টা করব।

অরল্যাণ্ডো। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ; বিদায়। [লা বো'র প্রস্থান] অন্ধকার থেকে কুয়াসায়—এই আমার বিধিলিপি। অত্যাচারী ডিউকের থেকে অত্যাচারী ভাই-এর পাল্লায় পড়েছি বেশি ; কিন্তু, আহা রোসালিণ্ড—কী স্বর্গীয়। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ

[সিলিয়া ও রোসালিণ্ডের প্রবেশ]

সিলিয়া। কি হল বোন ? কি হল রোসালিণ্ড ? ভগবান রক্ষা করুন! মুখে যে তোর একটা কথাও নেই!

রোসালিণ্ড। কুকুরকে বিলোবার মতও একটা কথা নেই।

সিলিয়া। বালাই ; কুকুরকে বিলোবি কেন ? তোর কথা কত মূল্যবান। আমার কাছে ছুঁড়ে দে না কয়েকটা ; আয়, কথায় আমায় ঘায়েল কর দেখি।

রোসালিণ্ড। তাহলে তো দুই বোনই কুপোকাৎ হব ; তখন একজন হবে কথার চোটে ঘায়েল, আরেকজন বিনে কথায় পাগল!

সিলিয়া। বাবার জন্যে মন খারাপ লাগছে বুঝি ?

রোসালিণ্ড। উঁহু, কতকটা করছে আমার ছেলের বাবার জন্যে। উঃ, কী কাঁটায় ভরা এই পৃথিবীটা!

সিলিয়া। ওগুলো চোরকাঁটা বোন, পরিহাস নয়—তোর গায়ে ফুটেছে। চলতি পথে না চললে আমাদের পোশাকে-আশাকে তা তো লাগবেই।

রোসালিণ্ড। পোশাকে লাগলে তো সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারতাম ; কাঁটাগুলো যে একেবারে বুকে বিঁধেছে।

সিলিয়া। তাহলে উপড়ে ফেল।

রোসালিণ্ড। চেষ্টা করে দেখতাম, যদি গলা থেকে বের করলেই আমার 'তাঁকে' পেতাম।

সিলিয়া। হয়েছে, হয়েছে, মনের সঙ্গে একবারে লড়াই করে মর।

রোসালিণ্ড। কি করব, আর পথ নেই। আমার চেয়ে অনেক ভাল লড়িয়ে তাতে ভর করে বসে আছে।

সিলিয়া। তাই নাকি ? কামনা করছি, সুখী হ। প্রথম কিস্তিতে পতন হলেও সময়ে ঠিক লড়তে পারবি। আচ্ছা, এবার সব ঠাট্টা-তামসা বাদ দিয়ে কাজের কথা বলি। হঠাৎ এমন স্যার রোলাণ্ডের ছোট ছেলেকে প্রচণ্ডভাবে ভালবেসে ফেলেছিস,—এও কি সম্ভব ?

রোসালিণ্ড। ডিউক নিজে, মানে আমার বাবা, ওঁর বাবাকে খুব ভালবাসতেন।

সিলিয়া। তাতে কি এই বোঝায় যে তুই তাঁর ছেলেকেও খুব ভালবাসবি ? এই ধরণের যুক্তিতে তাহলে আমার তো তাকে ঘৃণা করা উচিত। কেননা আমার বাবা তার বাবাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। কিন্তু তবু তো আমি অরল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করি না।

রোসালিণ্ড। না বোন, অন্ততঃ আমার কথা ভেবে তাকে তুই ঘৃণা করিস না।

সিলিয়া। না কেন? সে কি যথেষ্ট যোগ্য নয়?

রোসালিণ্ড। যোগ্য বলেই তো তাকে ভালবাসতে চাই। আর আমি যাকে ভালবাসি তোকেও তাকে ভালবাসতে হবে। এই দেখ, ডিউক এদিকে আসছেন।

সিলিয়া। রেগে গেছেন; চোখদুটো লাল।

[লর্ডদের সঙ্গে নিয়ে ডিউক ফ্রেডারিকের প্রবেশ

ডিউক ফ্রেডারিক। এই মেয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারিস জানটা অক্ষত রেখে এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যা।

রোসালিণ্ড। কাকা, আমি?

ডিউক ফ্রেডারিক। হ্যাঁ, তুই! আগামী দশদিনের মধ্যে যদি আমাদের রাজ-সভার বিশমাইল চৌহদ্দির ভেতরে তোর খোঁজ পাওয়া যায় তাহলে তোর মৃত্যু অবধারিত।

রোসালিণ্ড। আপনার কাছে শুধু এইটুকু কৃপা চাইছি, আমার কি অপরাধ, শুধু সেটুকু জেনে নিতে দিন। নিজেকে আমার যদি কিছুমাত্র জানা থাকে, নিজের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যদি বিন্দুমাত্র পরিচয় থাকে, স্বপ্নাবিষ্ট অথবা উন্মাদ যদি না হয়ে থাকি—আমার বিশ্বাস আমি তা এখনো হই নি—তবে, কাকা, তবে এমন চিন্তা গোপনেও আমার মনেতে ঢোকে নি যা আপনাকে ব্যথিত করতে পারে।

ডিউক ফ্রেডারিক। একেবারে বাঁধা বুলি! তোর কথায় যদি অপরাধ স্খালন হত, তবে স্বয়ং ধর্মেরই মত তুই নিরপরাধ। কিন্তু এটুকু জেনে রাখ, আমি তোকে মোটেই বিশ্বাস করি না।

রোসালিণ্ড। তবু এই অবিশ্বাস আমায় বিশ্বাসঘাতিনী করতে পারবে না। বলুন আমাকে, এ সম্ভাবনা আপনি কিসে দেখেছেন?

ডিউক ফ্রেডারিক। তুই তোর বাপের মেয়ে; সেটাই তো যথেষ্ট।

রোসালিণ্ড। যখন আপনি তাঁর রাজ্য কেড়ে নেন তখনো তো তাই ছিলাম। যখন তাঁকে নির্বাসন দেন, তখনো তো তাই। যদিও বিশ্বাসঘাতকতা উত্তরাধিকারে বর্তায় না তবু যদি ধরেই নিই যে এ ঔরস থেকে তা বর্তায়, তাতেই বা আমার কী? আমার বাবা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। অতএব মাননীয় প্রভু, অতটা আমার সম্পর্কে ভুল করবেন না।

সিলিয়া। পিতা, আমার কথা শুনুন।

ডিউক ফ্রেডারিক। আঃ সিলিয়া, তোরই মুখ চেয়ে ওকে এতদিন রেখেছি এখানে; নইলে ওর অবস্থা ওর বাপেরই মতই হত।

সিলিয়া। আমি তো তার থাকার জন্যে তখন কোন অনুরোধ করিনি। আপনি নিজেরই ইচ্ছায় ওকে রেখেছিলেন। সে সময় আমি খুব ছোট ছিলাম—তাই বুঝিনি কি তার মূল্য ছিল। এখন তাকে জেনেছি; সে যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয় তবে আমিও বিশ্বাসঘাতিনী। একসঙ্গে শুয়েছি, এক সঙ্গে উঠেছি; খেলা, খাওয়াপড়া সবকিছু মিলেমিশে; যেখানেই গিয়েছি আমরা, সেখানেই জুনোর সাপের মত—এক জোড়ে, এক হয়ে, একসাথে গেছি।

ডিউক ফ্রেডারিক। তোর কাছে ও খুব চালাক। ওর শান্তশিষ্ট ভাব, এমন কি চুপ করে মুখ বুজে সব সয়ে যাওয়া এসব কিছুই নয়। লোকে তো তাই-ই চায়। তাই

তারা ওর কষ্টে দুঃখী। তুই একটা আস্ত নির্বোধ। তোরই নাম ও ভাঙিয়ে খাচ্ছে। রূপে গুণে আরো বেশি সমুজ্জ্বল হতে পারবি তুই—যখন ও চলে যাবে। সুতরাং চুপ করে থাক; অনড় অটল আমার বিচার, বুঝলি, তাই ওর ওপরে প্রয়োগ করেছি; আজ থেকে ও মেয়ে নির্বাসিত।

সিলিয়া। একই দণ্ডে আমাকেও দণ্ডিত করুন তবে, হে পিতা; ওর সঙ্গ ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পারব না।

ডিউক ফ্রেডারিক। নিরেট গর্দভ তুই। রোসালিণ্ড, তৈরী হয়ে নে; নির্দিষ্ট সময় যদি পার করিস, তাহলে আমার ইজ্জত সাক্ষি। জানিস, আমার কথার কখনো নড়চড় হয় না। মরতে তোকে হবেই। [ডিউক ফ্রেডারিক ও লর্ডগণের প্রস্থান

সিলিয়া। হায় দুর্ভাগা রোসালিণ্ড, কোথায় যাবি রে তুই? বাবাকে বদল করবি? তা যদি করিস তবে নে তুই, আমার জায়গা নে। আমার দিব্যি, তুই আমার চেয়ে বেশি দুঃখী হবি না।

রোসালিণ্ড। আমার যে অনেক বেশি দুঃখ।

সিলিয়া। না, না, না, বেশি নয় রে বোন, বেশি নয়। দোহাই তোর, একটুখানি হাসি-খুশী থাক। তুই কি জানিস না আমাকেও ডিউক নির্বাসন দিয়েছেন; যে কিনা তার নিজেরই মেয়ে।

রোসালিণ্ড। না, দেন নি তো।

সিলিয়া। দেন নি তিনি? তোর মনে তবে সেই ভালবাসা নেই যা তোকে শেখাতে পারে যে তুই আর আমি এক। আমাদের ছাড়াছাড়ি সম্ভব? আমরা কি আলাদা হতে পারি? না, নাঃ, বাবা আর কাউকে খুঁজে নিন নিজ বংশধারার জন্য। আয় আমরা ঠিক করি, কি করে পালান যায়; কোথায়ই বা যাওয়া যায় আর কিই বা সঙ্গে নেওয়া যায়। এখন নিজের এই দুঃখ নিজের ভাবিস না। তোর দুঃখ কেন শুধু তোকেই সইতে হবে? আমি কি তোর কেউ নই? কারণ, দ্যুলোক সাক্ষি, আমরা আমাদের দুঃখের শেষ সীমানায়;—তুই যাই বলিসনা কেন, আমি তোর সঙ্গে যাবই যাব।

রোসালিণ্ড। বুঝলাম যাবি, কিন্তু কোথায় যাবি বল?

সিলিয়া। আর্ডেনের বনের মধ্যে জ্যাঠামণিকে খুঁজতে।

রোসালিণ্ড। এর ফলে না জানি কি বিপদেই পড়তে হবে আমাদের! একে তো আমরা কুমারী, তার ওপর অত দূরে যাওয়া! জানবি, রূপোর থেকে রূপই বেশি লোভ দেখায় চোরদের।

সিলিয়া। আমি তো ভিখারীর মত নোংরা ছেঁড়া কাপড় পড়ব; মুখে কালি মেখে নেব। তুইও তাই করবি। এভাবেই চোর ডাকাতের চোখে আমরা ঠিক ধুলো দিয়ে যেতে পারব।

রোসালিণ্ড। আমি সাধারণ মেয়েদের চাইতে লম্বা, তাই বলছি,—যদি আমি পুরোপুরি পুরুষের সাজে সাজি, সেটাই কি ভাল হবে না? কোমরে একটা বড় তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখব, হাতে রাখব একটা শুয়োর মারা বর্শা: আর—মনে মনে যদি মেয়েদের গোপন ভয় থাকে—তা না হয় থাকলই,—বাইরে একেবারে বেপরোয়া সেপাইয়ের মত ভাব দেখাব! যেমন অনেক কাপুরুষ নরপুঙ্গব বহিরঙ্গের দাপটেই বীরত্বের বড়াই করে থাকে—ঠিক তেমনি।

সিলিয়া। বেশ, পুরুষ সাজলে তোকে আমি কি বলে ডাকব ?

রোসালিণ্ড। দেবরাজের অনুচরের নামের চেয়ে খারাপ কোন নাম আমি নেব না। তাহলে তুই আমায় ডাকবি 'গ্যানিমিড' বলে। কিন্তু তোর কি নাম থাকবে ?

সিলিয়া। কেন, এখন যে নাম সব থেকে ভাল মানাবে সেই আলিএনা। এখন থেকে আর স্বর্গের সিলিয়া নয়—!

রোসালিণ্ড। কিন্তু বোন, আমরা যদি তোর বাবার সভা থেকে বোকা ভাঁড়টাকে নিতে পারি, তবে পথ চলায় তো সে আমাদের যথেষ্ঠ সাহায্য করতে পারবে।

সিলিয়া। আমার সঙ্গে সে সারা পৃথিবী যেতে রাজী আছে। আমি তাকে বুঝিয়ে রাজী করাব। চল, এখন আমাদের সোনাদানা যা আছে তা ঠিকঠাক করে এক সাথে রাখি। ঠিক করি, কোন উপযুক্ত সময়ে কোন নিরাপদ পথে যাব। সবসময় আমাদের পিছু-ধাওয়া থেকে নিরাপদে থাকতে হবে। পালাবার পর নির্ঘাত আমাদের তল্লাসী হবেই। চল যাই—আনন্দে রওয়ানা হই, নির্বাসনে নয়—স্বাধীনতার দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। আর্ডেনের বন

[জ্যেষ্ঠ ডিউক, আমিয়েন্স ও বনবাসীর সাজে দু' তিনজন লর্ডে'র প্রবেশ]

জ্যেষ্ঠ ডিউক। বল, আমার নির্বাসনের সঙ্গীসাথী বন্ধুগণ, দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে এই যে জীবন সেকি রাঙানো জমকের চেয়ে বেশি ভাল নয় ? এই গাছপালা, কি ঈর্ষাকাতর রাজসভা থেকে বেশি নিরাপদ নয় ? এখানে আমরা সবাই আদমের আদিম শান্তি ভোগ করি। ঋতুর পরিবর্তন, যার ফলে শীতের হাওয়ার হিমেল দংশন আর তীক্ষ্ণ ভৎ'সনা—এ দু'য়ের কামড়ে আহত এ দেহটা যখন সঙ্কুচিত হয়ে থাকে তখন আমি হেসে উত্তর দি—'এতো তোষামোদ নয়, এরা, আমার বন্ধুরা, আমাকে সেই উপদেশ দেয়—যাতে আমি বুঝতে পারি যে আমি কি।' দুর্দিনের যে কোন দান মধুর ; দুর্দিন যেন বীভৎস বিষধর সাপ। তবুও তার মাথায় অমূল্য রতন। লোকালয় থেকে দূরে এই যে আমাদের জীবন তা অনেক ভাল। এখানে গাছে গাছে কথা শুনি ; জ্ঞানের তরঙ্গ দেখি নদীর ধারায় ; তা থেকে অনেক শিক্ষা পাই। সব কিছুতেই ভাল দেখি। আমি এ অবস্থার মোটেই পরিবর্তন চাই না।

আমিয়েন্স। সত্যিই আপনি সুখী। এমন শান্তভাবে, এমন মধুরভাবে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর অনাদর সহ্য করছেন !

জ্যেষ্ঠ ডিউক। চলুন, হরিণ শিকার করতে যাবেন কি ? তবু কিন্তু কষ্ট হয় অসহায় জীবগুলোকে দেখে। যারা এই জনহীন নগরের নাগরিক, তারা নিজেদের আবাসেই তীরের ফলায়, আহা, সুডোল নিতম্বদেশ বিদ্ধ হয়ে মরে।

প্রথম লর্ড। প্রভু ঠিকই বলেছেন। বন্ধু জ্যাকস্‌ তাই দুঃখ করে বলে, এই করে আপনি আপনার ভাইয়ের থেকে অনেক বেশি সম্পদ আহরণ করেছেন। আমি আর মান্যবর আমিয়েন্স আজ জ্যাকস্‌কে লুকিয়ে দেখছিলাম। সে তখন শুয়েছিল এক ওক গাছের তলায়। গাছের পুরান শিকড়গুলো ভাসছিল কলস্রোতা নদীর জলে। সেখানে দেখলাম, এক শর-বিদ্ধ অসহায় হরিণ শিশুকে বুকে নিয়ে সে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে। প্রভু সত্যিই যন্ত্রণাকাতর পশুটা এমন

আর্তনাদ করছিল যে মনে হচ্ছিল, বুঝি তার চামড়াটাই ফেটে যাবে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়ছিল তার নির্দোষ নাক বেয়ে, আর নির্বোধ লোমশ পশুটার পাশে বিষণ্ণ জ্যাকস্ দৃষ্টিবদ্ধ হয়ে চোখে জল নিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়েছিল খরস্রোতা নদীর তীরে।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। কি বলল জ্যাকস্? এই দৃশ্য লক্ষ্য করে কি সে কোন নীতি কথা বলল?

প্রথম লর্ড। নিশ্চয়ই বলেছে, হাজার রকম কথা বলেছে। প্রথমে নদীর জলে অবান্তর অশ্রুধারা ঢেলেছে। তারপর বলেছে, 'হতভাগা হরিণ, তুই শেষে দানপত্র করে সংসারী লোকের মত সর্বস্ব তাকেই দান করে গেলি যার কিনা অঢেল রয়েছে।' তারপর, একা থাকার জন্য বিলাসী বন্ধুরা তাকে একা ফেলে চলে গেছে বলে, সে বলেছে, 'ঠিকই হয়েছে; দুঃখ এইভাবেই ভাগ করে দেয় বন্ধুত্বের মধ্যে।' এ সময়ে ঘাস খেয়ে আনন্দিত নিরুদ্বেগ একদল হরিণ লাফিয়ে চলে গেল। একবারও তার দিকে ফিরে তাকাল না। 'ঠিক ঠিক,' জ্যাকস একবার বলল, 'ওরে ব্যাটা সরে পড়, চটপট সরে পড়াটাই তো রেওয়াজ। ভেঙে পড়া সর্বস্বান্ত এই হতভাগাটার দিকে কেনই বা ফিরে ফিরে দেখবি?' সে এমনি কথার শেলে বিঁধে বিঁধে চলল। এ দেশের নগরের, রাজসভার অবস্থাটাকে,—এমন কি আমাদের জীবনযাত্রাকে,—সে বলেছে অত্যাচারী; খুব খারাপ। পশুদের আতঙ্কিত করে শেষে আমরা তাদেরই নিজ নিজ জন্মগত আস্তানায় হত্যা করি।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। তাকে কি আপনারা এমনি ভাবনায় রেখে এসেছেন?

দ্বিতীয় লর্ড। হ্যাঁ প্রভু, রেখে এসেছি। ও এইভাবে আহত হরিণটার জন্যে কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছে।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। জায়গাটা কোথায়, আমাকে দেখিয়ে দিন তো। সে যখন এরকম বিষণ্ণ ভাবে থাকে তখন তার থাকতে ভাল লাগে, কারণ তখনি তার পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

প্রথম লর্ড। সে যেখানে আছে, সেখানেই যাই চলুন। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ

[লর্ডগণ সহ ডিউক ফ্রেডারিকের প্রবেশ]

ডিউক ফ্রেডারিক। এও কি সম্ভব, তাদের কি কেউ দেখতে পায় নি? না, তা হতেই পারে না; আমারই সভার কোন বদমাশ লোক নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ওদের মতলব দিয়েছে।

প্রথম লর্ড। এমন কারো কথা তো শুনছি না যে তাকে দেখেছে। পরিচারিকারা তার শয়নকক্ষে তাকে ঘুমোতে দেখেছে। অথচ ভোর না হতেই গিয়ে দেখ—শয্যা শূন্য, কর্ত্রী নেই।

দ্বিতীয় লর্ড। প্রভু যার কথা শুনে খুব হাসতেন সেই বিদূষকটাকেও আর পাওয়া যাচ্ছেনা। রাজকুমারীর সহচরী হিসপেরিয়া কিন্তু স্বীকার করেছে যে সে গোপনে শুনেছে আপনার কন্যা ও সম্পর্কিত ভাইঝি সেই কুস্তিগীর, যে সম্প্রতি পালোয়ান চার্লসকে লড়ে হারিয়েছে, সহচরীর ধারণা যেখানেই তাঁরা গিয়ে থাকুক না কেন, সে যুবক নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে আছে:

ডিউক ফ্রেডারিক। ওর ভাইটাকে তলব কর। ধরে আন প্রেমিক ছোকরাটাকে। সে

যদি না থাকে তবে ভাইকেই নিয়ে এস। ওকে দিয়ে বার করব তাকে। যা বললাম, এখনি কর। পলাতক পাখিগুলোকে ফিরিয়ে আনতে খোঁজ : খবর, তল্লাসী—কিছুতেই যেন ঢিলে না পড়ে। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। অলিভারের বাড়ির সামনে

[অরল্যাণ্ডো ও এডামের প্রবেশ এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ]

অরল্যাণ্ডো। কে ওখানে ?

এডাম। একি! আমার ছোট মনিব! কি সুন্দর তুমি। ঠিক যেন আমার বুড়ো কর্তার মুখ। তুমি এখানে কি করতে এসেছ ? কেন লোকে তোমায় এত ভালবাসে ? কিভাবে তুমি এত শান্ত সাহসী, এমন বলশালী হলে! কেনই বা তোমার এমন কুবুদ্ধি চাপল! কেন হারাতে গেলে খেয়ালী ডিউকের ঐ ষণ্ডামার্কা কুস্তিগীরটাকে! তোমার আগে পৌঁছেছে তোমার সুনাম। জান না কি ছোট কর্তা,এক ধাঁচের লোক আছে যাদের সৎকাজ শুধু শত্রুই বাড়ায় ? তোমারও দেখছি তাই। যাদের বাইরে সন্ন্যাসী ভেক, ভেতরেতে তারা সব তোমার শত্রু। হায়রে, এ কি দুনিয়া! এখানে যাকে যা মানায় তাকেই তা বিষিয়ে তোলে।

অরল্যাণ্ডো। কেন রে, কি হল ?

এডাম। হায়রে পোড়া কপাল তোমার! এ বাড়ির ভেতরে ঢুকোনা। তুমি যার চক্ষুশূল—এমন একজন শত্রু এ বাড়িতে থাকে। সে তোমার ভাই—না, না, ভাই নয়; তবুও সে ছেলে—না, না, সে ছেলে নয়, তাকে তাঁর ছেলে বলবই না—যাঁকে প্রায় ভাবছিলাম তার বাবা বলে—সে তোমার সুখ্যাতি শুনেছে। তাই ঠিক করেছে, যে ঘরটায় তুমি শোও, তোমাকে ভেতরে রেখে, ও সেটায় আগুন লাগাবে। এতে যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে তোমাকে খতম করতে সে অন্য পন্থা নেবে। ও কি মতলব করেছে তাব সব আমি আড়ি পেতে শুনেছি। এখানে আর থাকা যায় না; এ বাড়িটা তো একটা কসাইখানা। এর থেকে দূরে থাক, ভুলেও এখানে প্রবেশ কোর না।

অরল্যাণ্ডো। তাহলে আমাকে কোথায় যেতে বলছিস্ এডাম ?

এডাম। আর যেখানেই যাও, কর্তা, শুধু এখানে এস না।

অরল্যাণ্ডো। তবে কি তোর মনে হয় দরজায় দরজায় ভিক্ষে চেয়ে খাব ? কিংবা গুণ্ডামীর তলোয়ার হাতে নিয়ে আমি প্রকাশ্য রাস্তায় চুরি রাহাজানি করে বেঁচে থাকব ? আমাকে তো একটা কিছু করতে হবে। না হলে কি করব ? আর যাই করতে হোক, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। তবুও তো রাক্ষুসে ভাইয়ের মধ্যে একই রক্তের ধারা মিশে আছে। তবে তার আক্রোশের কাছে নিজেকে অর্পণ করাই বরং ভাল।

এডাম। না, তা কখনো কোর না। এই তো আমার কাছে পাঁচশ মোহর রয়েছে—তোমার বাবার আমলে আমার মাইনের পুঁজি। এই যা রেখেছি, আমার শেষ জীবনের পুঁজি। থুরথুরো হাত-পাগুলো যখন অকেজো হয়ে যাবে অথবা অথর্বদশায় যখন আঁস্তাকুড়ে কাটবে—তখনকার জন্য। এই নাও সব। দাঁড়কাকের মুখে যিনি খাবার যোগান, চড়াইয়ের জন্যেও যিনি খাবারের ব্যবস্থা করেন—ঠিক তিনিই হবেন আমার বুড়ো বয়সের ভরসা। এই যে মোহর, এ সবই তোমাকে দিলাম। আমাকে তোমার চাকর করে নাও।

যদিও দেখতে বুড়ো হয়েছি তবুও শক্ত সমর্থ আছি, কারণ আমার রক্তে কোনদিন মাতাল করা জ্বালাধরা মদ মেশাইনি ; যাতে করে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে বা দুর্বল হতে পারে—সেরকম কিছু করি নি। তাই আমার বুড়ো বয়স উপভোগ্য শীতকালের মত। আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দাও। তোমার সব রকম কাজে এবং দরকারে আমি জোয়ান ছেলের মতই তোমাকে সেবা করব।

অরল্যাণ্ডো। ওরে বুড়ো, প্রাচীনকালের সেই নিরলস সেবার ধর্ম তোর মধ্যে কি সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। অক্লান্ত কর্তব্যবোধ যখন সেবার আদর্শ ছিল ; অর্থের ধান্দা ছিল না—ঠিক সেদিনেরমত। একালের বিচারে তুই বড়ই বেমানান! কারণ নিজের স্বার্থের জন্য ছাড়া এখন কেউ কোন কাজ করে না। স্বার্থপূরণ হয়ে গেলেই সেবার ইচ্ছাও ফুরিয়ে যায়। তোর কাছে মোটেই তা নয়। কিন্তু ওরে দুর্ভাগা বুড়ো, একটা ধ্বসে যাওয়া গাছের পরিচর্যা করছিস তুই। তোর এত চেষ্টা, এত কসরৎ সত্ত্বেও এ গাছের সাধ্য নেই যে সে একটা ফুল ফোটায়। তবু সঙ্গে চল। একসঙ্গে যাত্রা করি। একেবারে শেষ হবার আগে তোর যৌবনোচিত উৎসাহ সঞ্চিত শান্তিতে সাধারণভাবে বেঁচে থাকার পথের সন্ধান আমরা হয়ত পাব।

এডাম। মনিব, তুমি আগে চল, আমি তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছি। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমার সেবাব্রত যেন বন্ধ না হয়। সতের বছর থেকে আজ অবধি প্রায় চার কুড়ি বছর এখানে বাস করছি, কিন্তু আজ আমার এখানে থাকবার জায়গা নেই। সতের বছর বয়সে অনেকেই ভাগ্যের সন্ধানে বেরয়, কিন্তু আশি বছর বয়সে সে অনেক দেরী হয়ে যায়। তবুও যদি মনিবের দেনা শোধ করে মরতে পারি তাহলে ভাগ্যের দান পেয়েছি ভেবে শান্তিতে মরতে পারব। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। আর্ডেনের বনভূমি

[পুরুষের সাজে রোসালিণ্ড, আলিএনার সাজে সিলিয়া ও টাচস্টোনের প্রবেশ]

রোসালিণ্ড। উঃ ঈশ্বর, মনটা কি মুষড়ে পড়েছে!

টাচস্টোন। মনের আমি পরোয়া করি না ; পা জোড়া আমার অকেজো হয়ে না পড়লেই হল।

রোসালিণ্ড। আমার এই পুরুষের পোষাককে ব্যঙ্গ করে মেয়েমানুষের মত কাঁদতে ইচ্ছা করছে। দুর্বলচিত্ত নারীকে তো সান্ত্বনা দিতেই হবে। কোট-প্যান্টকে পেটিকোটের কাছে সাহস দেখাতেই হবে। অতএব ভদ্রে আলিএনা সাহস সঞ্চয় কর।

সিলিয়া। মিনতি করছি, একটু ধীরে চল। আমি আর চলতে পারছি না।

টাচস্টোন। আমার দিক থেকে বরঞ্চ আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি, কিন্তু আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। আপনাকে বইলে আমার কিছুই লাভ হবে না ; কেননা আপনার থলিতে মনে হয় একটা কানাকড়িও নেই।

রোসালিণ্ড। এতো দেখছি আর্ডেনের বনভূমি।

টাচস্টোন। তাহলে এখন আমরা আর্ডেনের বনের মধ্যে। এখানে এসে দেখছি আমরা আরো বুদ্ধু বনে গেছি। বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন অনেক চালাক ছিলাম। কিন্তু যাত্রীদের সব অবস্থাতেই খুশী থাকা উচিত।

রোসালিণ্ড। ঠিক কথা টাচস্টোন, তাই থাকতে চেষ্টা কর। [কোরিন ও সিলভিয়াসের প্রবেশ] চেয়ে দেখ, কারা যেন আসছে ; একটি যুবক এক বুড়োর সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা বলতে বলতে আসছে।

কোরিন। ওরকম ভাব দেখালে সে মেয়ে আপনাকে আরো দূরে ঠেলবে।

সিলিয়া। ও কোরিন, যদি তুই বুঝতিস যে তাকে আমি কত ভালবাসি।

কোরিন। হ্যাঁ, কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি। যেহেতু আমিও একদিন ভালবেসেছিলাম।

সিলিয়া। না কোরিন, যেহেতু বুড়ো হয়েছ, সেহেতু ঠিক আন্দাজও করতে পারছ না। যদিও তুমি যৌবনে ছিলে সাচ্চা প্রেমিক—ঠিক সেই রকম—যারা মাঝরাতে বালিশ জড়িয়ে আঃ উঃ করে ; তবু আমার প্রেমের মত যদি তোমার হত, তাহলে প্রেমের পাল্লায় পড়ে কি পাগলের মত কাজ করেছ বল তো, শুনি ?

কোরিন। অনেক কিছুই করেছি—কিছু মনে নেই।

সিলিয়া। তাহলে তুমি কখনো আন্তরিকভাবে ভালবাসনি। প্রেমের তাড়ায় তুমি যত মূঢ়ের মত কাজ করেছ তার সামান্য কিছু যদি মনে না রাখতে পার তবে তুমি আর কি ভালবাসলে ? এখন যেমন করছি সেইভাবে বসে বসে যদি প্রিয়ার স্তুতিতে কান ঝালাপালাই না করলে তবে তুমি আর কি ভালবাসলে। অথবা হঠাৎ যদি বন্ধুদের থেকে, ঠিক এখন আমি যেরকম,—উধাও না হয়ে থাক তবে তুমি আর কি ভালবাসলে! ও ফিবি, ফিবি, ফিবি।

রোসালিণ্ড। বেচারা মেষপালক, তোকে নিজের ক্ষত সন্ধানে ব্যস্ত দেখে কি নিষ্ঠুর যোগাযোগে আমি আমারই ব্যথার খোঁজ পেলাম।

টাচস্টোন। আমিও পেলাম আমার। আমার মনে পড়ছে, যখন আমি প্রেমে পড়ি, সে সময় একটা পাথরের উপর আক্রোশে তলোয়ারটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলি, আর আমার প্রেমিকা জেন স্মাইলের কাছে রাত্রে আসার জন্যে পাথরটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি, এই হল তোর শাস্তি। মনে পড়ছে, তার কাপড় কাচার কাঠের গুড়িটায় চুমু খেয়েছিলাম চুমু দিয়েছিলাম তার গাইএর বাঁটে, কারণ তার সেই সুন্দর ফাটা হাত সেখান থেকে দুধ দুইত। মনে পড়ছে তার বদলে ভালবেসেছিলাম একটা কড়াইশুঁটিকে, শুঁটির ভেতর থেকে দু'টো দানা নিয়ে, দানা দু'টো আবার শুঁটিকে ফেরৎ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম 'আমার কথা মনে রেখে, এগুলো ধারণ কোর।' আমরা যারা সাত্যকারের প্রেমিক, এই রকম পাগলামি করে থাকি ; কিন্তু যেহেতু প্রকৃতিতে কোন কিছুই চিরকাল থাকে না, সেই কারণে প্রেমিক প্রকৃতির পাগলামিও চিরকাল থাকে না।

রোসালিণ্ড। তুই যে কত বিজ্ঞের মত কথা বলছিস্, তোর তা খেয়ালই নেই।

টাচস্টোন। না, আমার বিজ্ঞতা সম্পর্কে কখনো আমি খেয়াল রাখব না ; যতক্ষণ না আমি ঠেকে শিখছি।

রোসালিণ্ড। ও বাবা, রাখালের ভালবাসা দেখছি অনেকটা আমারই প্রেমের মত।

টাচস্টোন। আর আমারও। তবে আমার বেলায় একটু ফিকে লাগছে শুধু।

সিলিয়া। মিনতি আমার, তোমরা কেউ লোকটার কাছে জিজ্ঞেস কর, কিছু দাম দিলে পরে খাবার পাওয়া যাবে কি না ? উঃ মরলাম, আর পারছি না।

টাচস্টোন। এই চাষী, শোন।

রোসালিণ্ড। সাবধানে ডাক। ও কিন্তু তোমার আত্মীয় নয়।

কোরিন। কে ডাকছে?

টাচস্টোন। আপনার কোন গুরুজন।

কোরিন। তা না হলে সে হত হতভাগা।

রোসালিণ্ড। দয়া করে থাম। নমস্কার বন্ধু।

কোরিন। আপনাকে এবং আপনাদের সবাইকে নমস্কার।

রোসালিণ্ড। বলতো রাখাল, ভালবেসে কিংবা দাম নিয়ে খাদ্য বা থাকার জায়গা দিতে পারে এমন কে আছে এ জনহীন অঞ্চলে। পথশ্রমে ক্লান্ত এই তরুণীটিকে নিয়ে চল এমন কোথাও যেখানে খাদ্য বা আরাম পাওয়া যাবে। খিদের জ্বালায় ও বড়ই কাতর।

কোরিন। ওঁর জন্যে দুঃখিত। আমার নিজের কথা বাদ দিচ্ছি, শুধু ওই মহিলার জন্যেই আমার ভাগ্যটা যদি আরেকটু সমর্থ হত! যদি ওর দুঃখ দূর করতে পারতাম! কিন্তু আমি তো মেষপালকের কাজ করি, তাও আবার অন্যের কাছে। যে ভেড়াগুলো চড়াই তাতেও আমার কোন ভাগ নেই। আমার যে মনিব, সে ভীষণ কৃপণ। অতিথি সংকার করে পুণ্যি করার কথা তার মাথায়ই ঢোকে না। তাছাড়াও তার কুটির, গরু-ভেড়া, গোচারণ, মাঠ—সবই নিলামে চড়েছে। আমাদের খামারেতে তাই মনিব হাজির নেই বলে, কিছুই এমন নেই, যা আপনাদের খেতে দেওয়া যায়। তবু যা আছে, তা দিয়েই আমি আপনাদের যথাসাধ্য সমাদর করব।

রোসালিণ্ড। কে তার গরু, ভেড়া, গোচারণ মাঠ—এসব কিনতে চায়?

কোরিন। এই যে একটু আগে যে ছোকরা চাষীটাকে দেখতে পেলেন, ওর প্রেমেতে মজে কেনা বেচা কিছুরই আর তোয়াক্কা নেই।

রোসালিণ্ড। তোমার বিবেকে যদি না বাধে তাহলে শোন, কিনে ফেল এই কুটির, গরু, ভেড়া, গোচারণ মাঠ সবকিছু। আমাদের কাছ থেকে তুমি তারজন্য ন্যায্য দাম পাবে।

সিলিয়া। তাছাড়া মাইনে বাড়িয়ে দেব। জায়গাটা ভাল লেগেছে; এখানেই সময় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

কোরিন। বাজী ধরছি বিক্রী হবেই। আমার সঙ্গে চলুন, খোঁজ নিয়ে যদি খুশী হন। এই জমি, এই আয়, এ জীবন, সবই লাভের। আমি আপনাদের একান্ত বিনীত অনুচর হয়ে থাকব। যাক, আপনাদের টাকা নিয়ে শিগ্‌গিরই এই জমিজমা কিনে নি। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য। বনের অন্য অংশ

[আমিয়েন্স, জ্যাকস্ ও অন্যান্যের প্রবেশ]

আমিয়েন্স। (গান) এই সবুজ বৃক্ষতলে
কে চাও আমার সঙ্গী হতে,
পাখীর মধুর তানে সুর মিলিয়ে
চলে এস, চলে এস এই বেলাতে
এস হে এখানে ভাই

কোন দুষমন নাই
শুধু ব্যথা দেবে শীত আর ঝড়ো আবহাওয়াতে।

জ্যাকস্‌। চালিয়ে যান মশাই, চালিয়ে যান ; থামবেন না।

আমিয়েন্স। কিন্তু জ্যাকস্‌, এ গান শুনলে যে আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে।

জ্যাকস্‌। হোক, তবু আমি শুনতে চাই। দোহাই আপনার, চালিয়ে যান। বেজীরা যেমন ডিম থেকে খাবার চুষে নেয়, আমিও তেমনি গানের থেকে বিষাদটুকু শুষে টেনে নিতে পারি।

আমিয়েন্স। আমার গলা ভেঙে গেছে ; আমি জানি, আপনাকে আমি আনন্দ দিতে পারব না।

জ্যাকস্‌। আমি চাই না যে আপনি আমাকে খুশী করুন। আমি চাই গান। নিন, এবার শুরু করুন। আরো একটা কলি ধরুন ; কি যেন বলেন, আপনারা,—'কলি' তাই তো ?

আমিয়েন্স। আপনারা যা খুশী তাই বলতে পারেন, মঁসিয়ে জ্যাকস্‌।

জ্যাকস্‌। কি বলা হয় সে ভাবনা আমার মোটেই নেই ; ওরা তো আমার কাছে দেনদার নয়। কি, গাইছেন না যে ?

আমিয়েন্স। নিজের খুশীতে না হোক, আপনি যখন বলছেন, গাইছি।

জ্যাকস্‌। যদি গান, তাহলে কখনো যদি আমি কাউকে ধন্যবাদ দিই, তবে আপনাকেই দেব। লোকে যাকে বলে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানান, তা যেন কুকুরমুখো দুটো বেবুনের মুখ ভেঙচানো। কোন লোক যদি কখনো আমায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়, তখন আমার মনে হয় আমি যেন তাকে একটা আধলা দিয়েছি, আর সে তার বদলে ভিখারীর মত আমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছে। নিন, এবার গান শুরু করুন। আপনারা যারা গাইবেন না, তারা চুপচাপ থাকুন।

আমিয়েন্স। বেশ, গানটা শেষ করে নি। আপনারা ততক্ষণ খাবার আয়োজন করুন। ডিউক গাছের তলায় খেতে বসবেন। সারাদিন তিনি আপনার খোঁজ করছেন।

জ্যাকস্‌। আর সারাদিন আমিও তাঁকে এড়িয়ে চলেছি। আমাকে দেখলেই তর্ক করার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি যে যে বিষয়ে চিন্তা করেন, আমিও সেই সেই বিষয়েই চিন্তা করি। (কোরাস)

যার কোন আকাংখা নেই, সূর্যালোকে দিন কেটে যায়
খুঁজে পাওয়া খাবারে আহার—তাই ভীষণ খুশী সামান্য যা পায়।
চলে এস চলে এস এই বেলাতে
এখানে, এখানে ভাই
কোন দুষমণ নাই
ব্যথা দেবে শুধু শীত আর ঝড়ো আবহাওয়াতে।

জ্যাকস্‌। এই সুরে গাওয়ার মত একটা গান আমি আপনাকে দিতে পারি। যদিও আমার কবিত্বশক্তি নেই, তবু এটা আমি কাল লিখেছি।

আমিয়েন্স। বেশ, দিন না ; আমি গাইব।

জ্যাকস্‌। কথাগুলো মোটামুটি এরকম :

যদি এমন ঘটে সায় মানুষ হয়ে যায় গাধা

টাকা পয়সা ঝেড়ে ফেলে বোকার মত হাঁদা।
টাকডুম, টাকডুম, টাকডুম বৃদ্ধ্‌ হেথায় দেখে
তার মত কত হাঁদা আমার কাছে ঘুরে আসে!

আমিয়েন্স। ওই 'টাকডুম' কথাটার মানে কি?

জ্যাকস্‌। ওটা হচ্ছে গ্রীকদের একটা যাদুমন্ত্র। ওই মন্ত্র শুনে গাধারা এক জায়গায় গোল হয়ে জড়ো হয়। পারি তো যাই, ঘুমোতে চেষ্টা করি গিয়ে। আর না পারি তো, মিশরের জ্যেষ্ঠপুত্রদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ব।

আমিয়েন্স। আমিও যাই ডিউকের খোঁজে। তাঁর খাবার তৈরী। [ভিন্ন পথে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য। বন

[অরল্যাণ্ডো ও এডামের প্রবেশ]

এডাম। ওহে প্রভু, আর আমি চলতে পারছি না। উঃ, ক্ষিধের জ্বালায় যে মরছি। এখানেই শুয়ে পড়ি, এই জায়গাতেই আমার কবর দেয়া হোক। প্রভু গো. আমি চললাম।

অরল্যাণ্ডো। কি হলরে এডাম, কি বলছিস, এতেই হাল ছেড়ে দিলি? আরো একটু টিকে থাক, মনে একটু জোর আন! মনটা একটু হাল্‌কা কর। এই ভয়ংকর অরণ্যে যদি বন্য কিছু পাওয়া যায় তাহলে আমি তার পেটে যাব, নয়তো তোর খাবার হিসেবে তোর কাছে তা নিয়ে আসব। যতটা ভাবছিস, যমের দোরের কাছাকাছি এসেছিস—ততটা মোটেই নয়। আমার মিনতি, একটু ধৈর্য ধরে থাক; যমের সঙ্গে আরেকটু লড়ে যা। আমি এখনি ফিরে আসছি, যদি তোর জন্যে খাবার কিছু না আনতে পারি, তখন তোর মরার পথে আমি কোন বাধা দেব না। কিন্তু ফিরে আসার আগে যদি মরিস, তাহলে জানবি, তুই শুধু শুধু আমাকে হয়রান করবি। এইতো চাই! এই তো খুশী খুশী দেখাচ্ছে। ঠিক আছে এখনি আমি ফিরে আসছি। বেশ তো এখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাচ্ছিস। তোকে কোন আস্তানায় রেখে আসি, অ্যাঃ! যদি এই জঙ্গলে কিছু টিকে থাকে, তাহলে জানবি তুইও টিকে থাকবি। অত ঘাবড়ে যাস না। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য। বন

[ভোজের টেবিল। বনবাসীর সাজে জ্যেষ্ঠ ডিউক, আমিয়েন্স ও অন্যান্য লর্ডদের প্রবেশ]

জ্যেষ্ঠ ডিউক। মনে হয় লোকটা একটা জানোয়ার বনে গেছে। কারণ মানুষ-রূপে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথম লর্ড। প্রভু, তিনি এইমাত্র এখান থেকে গেলেন। এতক্ষণ আনন্দেই ছিলেন। এখানে গান শুনছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। ওর মত বেসুরোও যদি সুরের রসিক বনে যায়, তাহলে এই বিশ্ব-লহরীতে অচিরেই সুরভঙ্গ হবে বলে মনে হয়। যাও, তাকে খোঁজ, বোল, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। [জ্যাকসের প্রবেশ

প্রথম লর্ড। ঐ যে উনি নিজেই হাজির হয়ে আমার খাটনি কমিয়ে দিলেন।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। ভদ্রে, খবর কি তোমার? কি মূল্য এ জীবনের, যদি অভাগা বন্ধুরা খালি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মরে? কি ব্যাপার, আজ এত হাসি-খুশী কেন?

জ্যাকস্‌। এই বনে একটা উজবুক দেখেছি, আস্ত উজবুক। বহুরূপী ভাঁড়।

যেমন খাদ্য খেয়ে বাঁচা, তেমনি এ উজবুক দেখা। দেখলাম, মাটির ওপরে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। বাছা বাছা বুলি দিয়ে নিয়তিকে অভিশাপ দিচ্ছে। কথাগুলো, লাগসই; তবুও লোকটা কিন্তু বহুরূপী ভাঁড়। আমি বললাম, ভাল 'আছিস তো ভাঁড়,' শুনে সে, বললে 'উঁহুঃ, ভাগ্য খারাপ। আর ভাঁড় বলে ডাকবেন না আমায়।' এই বলে ট্যাঁক থেকে একটা সূর্যঘড়ি বার করে বিজ্ঞের মত বলল 'এখন দশটা বেজেছে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে দুনিয়াটা চলছে কি ভাবে। মাত্র এক ঘণ্টা আগে বেজেছিল নটা, আরো এক ঘণ্টা পরে বাজবে এগারটা। এইভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমরা বেড়ে উঠছি; তার পরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমরাই যাচ্ছি পচে পচে; এরই মধ্যে সব কাহিনী রয়েছে!' আমি যখন শুনলাম যে ভাঁড়টা সময়কে লক্ষ্য করে সে নীতিবাক্য বকছে তখন আমার ফুসফুসটা ঠিক মোরগের মত ডেকে উঠল। কারণ দেখলাম, ভাঁড়েরাও এমন গভীর দার্শনিক হতে পারে। যতই ভেবেছি ততই তার সামনে হেসেছি; ঘড়ি ধরে ঠিক এক ঘণ্টা। কি মহৎ ভাঁড়! সাচ্চা ভাঁড় বটে! ওকে বহুরূপী সাজে ঠিক মানায়।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। কে এই বিদূষক?

জ্যাকস্‌। বড় সাচ্চা ভাঁড়। এককালে রাজসভা আলো করে ছিল। সে বলে, যে নারী তরুণী এবং রূপবতী হয় তারা তা জানতে পারে, এমনি মানুষের স্বভাবগুণ। মাথায় দেখলাম ঠিক বিস্কুটের গুঁড়োর মত কি যেন পড়ে আছে। জাহাজ পাড়ির শেষে দেখলাম মগজের আনাচে কানাচে নানারকম আত্মচিন্তা ঠাসা। অনর্গল আবোল তাবোল বকে। আমি কেন হলাম না ভাঁড়? বহুরূপী সাজ সাজতে খুব ইচ্ছে করে।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। তেমনি এক সাজ দেওয়া হবে তোমায়।

জ্যাকস্‌। আমার শুধু এইটুকু আরজি, দয়া করে মন থেকে আমার সম্পর্কিত বাড়াবাড়ি আজগুবি ধারণাগুলো—যেমন আমি খুব বিজ্ঞ—ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে দেবেন। তাছাড়াও বাতাসের মতন অবাধ স্বাধীনতা থাকা চাই যাতে খুশীমত যেদিকে ইচ্ছে বইতে পারি—যে কোন ব্যক্তির দিকে, ঠিক ভাঁড়েরা যেমন স্বাধীনতা পেয়ে থাকে. তেমনি। এছাড়া যারাই বেশি ক্ষুব্ধ হবে আমার খোঁচায় তাদেরি বেশি হাসতে হবে। হাসতে হবেই, কেননা, এটা এতই সোজা যেন ঠিক গীর্জায় যাবার রাস্তাটা। যে লোক ভাঁড়ের মোক্ষম খোঁচা খেয়েছে, মনে মনে সে যতই জ্বলুক, সে নিতান্ত বোকা বনবেই—যদিনা খোঁচাটা গায়ে লাগে নি, এই ভাব দেখাতে পারে। না দেখালে, পণ্ডিতের ভণ্ডামিও ভাঁড়ের যথেচ্ছ খোঁচায় ও কটাক্ষপাতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমাকে বহুরূপে রূপান্বিত করুন। অনুমতি দিন, বলে যাই মনে যা আছে—তাহলে বলছি আমি, আমি দূষিত এ দুনিয়ার বিকৃত দেহটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেব।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। খুব হয়েছে, তোমার লজ্জাও নেই! তোমার ক্ষমতা কতটুকু তা আমি জানি।

জ্যাকস্‌। মেকী হয়ে এর চেয়ে আর কি ভাল করতে পারি।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। পাপকে ধিক্কার জানান অত্যন্ত গর্হিত পাপ। তুমি তো নিজেই দারুণ লম্পট ছিলে; জানোয়ারের মত কামনার বশে চলতে। দগদগে ক্ষতগুলো

পুঁজে ভরা পাপের সঞ্চয়ের মত তোমার অঙ্গে ছেয়ে আছে। তাই তুমি সাধারণ জগৎ ছেড়ে দিতে চাও।

জ্যাকস্। তা হবে কেন? কেউ যদি বিলাসিতার প্রতিবাদ করে তাই বলে সে কি বিশেষ ব্যক্তিকে দোষ দেয়? এই জাঁক-জমকের ঘটা কি সাগরের মত বয়ে যায় না, যতক্ষণ তা কর্তার সামর্থ্যে কুলোয়? নাগরিকরা দেখি তার অযোগ্য অঙ্গ মহামূল্য রাজসিক সাজে সাজায়! কে এসে বলতে পারে যে এ তারই উদ্দেশে বলছি—যখন কিনা তারই মত আরো অনেক প্রতিবেশিনীও আছে। সামান্য কাজ করে, এরকম লোক যদি তার বাবুগিরির জন্যে বলেই থাকে তাতে আমার কি দায় বাড়ে কিছু? ভেবে চিন্তে তাকেই বলেছি আমি, প্রকারান্তরে এতে আমার বক্তব্যে তার মূঢ়তাই প্রমাণ হয় না কি? ঠিক আছে এখন তবে দেখা যাক কোথায় কাকে কথার খোঁচা দিয়েছি। কারো যদি তাতে লেগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে নিজেই অন্যায় করেছে; সে মুক্তমন হলে আমার খোঁচাগুলো বনহংসীর মত, উড়ে যেত—কাউকেই সে ছুঁতো না। কিন্তু কে আসছে এখানে?

[খোলা তলোয়ার হাতে অরল্যাণ্ডোর প্রবেশ

অরল্যাণ্ডো। থাম, আর খেয়ো না।

জ্যাকস্। এখনো যে মুখে কিছুই তুলিনি।

অরল্যাণ্ডো। যতক্ষণ আমার প্রয়োজন না মিটছে ততক্ষণ আর তুলতে দেব না!

জ্যাকস্। আচ্ছা বেআক্কেলে লোকটা তো, কোত্থেকে এল?

জ্যেষ্ঠ ডিউক। দুঃখের জ্বালায় এত মরিয়া হয়েছ যে, ভদ্র ব্যবহার বা বিনয়ের লেশমাত্র তোমার মধ্যে নেই?

অরল্যাণ্ডো। প্রথমে যা বলেছেন তাই সত্যি। নিছক দুঃখের কাঁটা আমার কাছ থেকে ভদ্রতাসম্মত মোলায়েম আচরণ কেড়ে নিয়েছে। আমি লোক-সমাজেই মানুষ, আদব কায়দা কিছু জানি। কিন্তু, তবু বলছি, থামুন। যে হাত দেবে এ সব খাবারে সে মারা পড়বে—যতক্ষণ না আমার যা প্রয়োজন তার সুরাহা হয়।

জ্যাকস্। যুক্তি দিয়ে তোমাকেও বোঝান যাবে না, সুতরাং আমাকে মরতেই হবে!

জ্যেষ্ঠ ডিউক। কি তোমার চাই বল? গায়ের জোর না দেখিয়ে ভদ্রভাবে বললে আরো বেশি খুশী হতাম।

অরল্যাণ্ডো। খিদের জ্বালায় মরছি। আমাকে খেতে দিন।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। যদি খেতে চাও, তাহলে এ টেবিলে স্বচ্ছন্দে বসতে পার।

অরল্যাণ্ডো। আপনার কথা এত ভদ্র! দয়া করে মার্জনা করবেন। ভেবেছিলাম এখানে বুঝি সব কিছুই অসভ্য বর্বর; তাই আমি অমন ভাব দেখিয়ে চড়া মেজাজ করেছি। জানি না জনহীন দুর্গম এ বনের ভেতরে আপনারা কারা বনছায়ায় অবহেলায় সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন। আপনাদের ভাগ্যে যদি কখনো সুদিন আসে, যেখানে ঘন্টার ধ্বনিতে গীর্জা মুখর, সেখানে যদি কখনো ফিরে যান, তাহলে সুজনের আমন্ত্রণ লাভে ধন্য হন। এক ফোঁটা জলও যদি ওই চোখের পাতায় মুছে থাকেন, যদি দয়ালাভ, দয়াদান কেমন তা জানেন, তবে আমার ভদ্রতাই হোক একমাত্র বল। খুবই লজ্জিত আমি। এই তলোয়ার তুলে রাখি।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। আমরা সত্যিই অতীত জীবনের ভাল দিনে দেখেছি পবিত্র ঘন্টার ধ্বনি গীর্জা থেকে ডেকেছে। সুজন প্রীতি পেয়েছি, দু'চোখ থেকে শুদ্ধ করুণায়

জাগা বিন্দু বিন্দু জল মুছেছি। এস এখানে, এসে স্থির হয়ে বস। এখানে যা আছে, খুশী মত নাও—যদি তাতে তোমার দরকার মেটে।

অরল্যাণ্ডো। আপনারা তাহলে কিছুক্ষণ না খেয়ে থাকুন ; ততক্ষণ হরিণীর মত আমি আমার শাবককে খুঁজে খাওয়াই। এক হতভাগা বুড়ো আছে, সে ক্লান্তিতে অবসন্ন, তবু আমার পিছু পিছু এসেছে শুধুমাত্র প্রাণের টানে। ক্ষুধা আর বার্ধক্য-বশত সে দারুণ দুর্বল। আগে সে না পরিতৃপ্ত হলে আমি কিছুই ছোঁব না।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। যাও, তবে তাকে নিয়ে এস। যতক্ষণ না তুমি ফিরে আসছ আমরা ততক্ষণ কিছুই খাব না।

অরল্যাণ্ডো। আপনাদের ধন্যবাদ ; ভরসা দিলেন—ধন্য আপনারা। [প্রস্থান

জ্যেষ্ঠ ডিউক। দেখতে পেলে তো, আমরাই শুধু একা দুঃখী নই। বিশ্বজোড়া বিরাট এ রঙ্গালয়ের ভেতরে আমরা যে দৃশ্যের অভিনেতা সে দৃশ্য ছাড়াও আরো অধিক দুঃখের অনেক দৃশ্য রয়েছে।

জ্যাকস্‌। এই জগৎ তো রঙ্গমঞ্চ। একদল নরনারী আছে যারা সবাই অভিনেতা-অভিনেত্রী। তাদেরও প্রবেশ-প্রস্থান রয়েছে। এক জন মানুষই বহু দৃশ্যে অভিনয় করে। সাত অঙ্ক সাত কাল ধরে। প্রথমে সে শিশু, ধাত্রীর কোলেতে শুয়ে দুধ তোলে, ক্ষীণ সুরে কাঁদে। তারপর আবদারে ছেলে পড়ুয়ার পাততাড়ি ঝুলিয়ে সকালে জ্বলজ্বলে মুখ নিয়ে অনিচ্ছায় স্কুলে যায়। তারপরে প্রেমিক প্রবর, হাপরের মত ফোঁসে, ইনিয়ে বিনিয়ে লেখে করুণ কবিতা—প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে। অতঃপর সৈনিক হয়। দিব্য গালে বিকট দাড়িওলা নেকড়ের মত। ইজ্জৎ রক্ষায় ব্যগ্র, বেপরোয়া—একটুতেই ঝগড়াঝাটি। খ্যাতির কাঙাল সব—এমন কি কামানের সামনে দাঁড়িয়েও। এরপরে বিচারক হয়—মাংসল-মোরগ ঠাসা গোলগাল ভুঁড়ি নিয়ে। চাউনিতে কড়াভাব, দাড়ি ছাঁটা, বেশ কেতাদুরস্ত। মুখেতে বিজ্ঞের বুলি—হালফিল ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। এইভাবে অভিনয় চলে। ষষ্ঠস্তরে দৃশ্যান্তর। দেখা দেয় চটি পায়ে এক খটখটে শীর্ণ বুড়ো, যার নাকে চশমা আঁটা, টাকার থলিটি ট্যাঁকে গোঁজা রয়েছে—পরণে, আর যৌবনের তুলে রাখা বেমানান ঢলঢলে ইজের। সেটা দিয়ে দু'টো রোগা পা ঢেকে রাখা। গম্ভীর গলা, আবার শৈশবের কচি স্বরে বাঁশীর মতন হয়ে যায় ; কথা বলে খিনখিনে স্বরে। যে দৃশ্য অন্তিম, সে দৃশ্যের সমাপ্তি হয় বিচিত্র এ ঘটনাসঙ্কুল ইতিহাসে। সেটা দ্বিতীয় শৈশব—শুধু বিস্মৃতি। দাঁত গেছে, চোখ গেছে, রুচি গেছে, গেছে সব কিছু। [বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে অরল্যাণ্ডোর প্রবেশ

জ্যেষ্ঠ ডিউক। এস হে, ঐ বুড়োর বোঝাটা নামিয়ে নাও। দাও, ওকে খেতে দাও।

অরল্যাণ্ডো। ওর হয়ে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এডাম। অবশ্যই জানান দরকার। তবে এমন শক্তি নেই যে সে ধন্যবাদ নিজেই জানাব।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। এস, বস। খেয়ে নাও। তোমার ভাগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। এখন গান গাও। কই ভাই, গান ধরছ না যে ?

আমিয়েন্স। (গান গাইল)

জ্যেষ্ঠ ডিউক। [illegible] তুমি সত্যি স্যার রোলাণ্ডের ছেলে হও, যা আমায় চুপিচুপি বললে, তাতে আমার [illegible] কোন সন্দেহই নেই। তা ছাড়া নিজের চোখে যে রকম [illegible]

তাঁর দেখছি, তোমার মুখে ঠিক যেন তাঁর জীবন্ত ছবি। তোমাকে এখানে স্বাগত জানাই। আমিই সেই ডিউক, তোমার বাবা ছিলেন যার বন্ধু। বাকি যা তোমার কথা, গুহার ভেতরে এসে বল। ওহে বুড়ো, তুমিও শোন, তোমারই মনিবের মত তোমাকেও স্বাগত জানাচ্ছি! হাত দিয়ে ধর ওকে, আমারও হাতে হাত রাখ। চল, গিয়ে শুনি তোমার ভাগ্যে কি ঘটেছে। [প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। প্রাসাদের এককক্ষ

[ডিউক ফ্রেডারিক, লর্ডগণ ও অলিভারের প্রবেশ]

ডিউক ফ্রেডারিক। সেই থেকে তাকে দেখিসনি! না, না, তা অসম্ভব। আমার স্বভাবে দয়ার ভাগটা বেশি না থাকলে তুই যখন সামনে হাজির তখন প্রতিশোধ নিতে তাকে খুঁজতাম না। কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, যেখান থেকেই হোক তোকে তোর ভাইকে খুঁজে বার করতেই হবে। খুঁজে দেখ, এক বছর সময় দিলাম এর মধ্যে তাকে জীবিত বা মৃত যে ভাবেই হোক নিয়ে আসবি। যদি না পারিস, তাহলে এ রাজ্যে আর বাঁচার আশা নিয়ে ফিরবি না। তোর যা কিছু সম্পত্তি জমিজমা, জিনিস পত্তর—দখলযোগ্য যা কিছু আছে, সবকিছু আমার দখলে থাকবে, যতদিন না তুই নিজের ভাই-এর সাক্ষ্যে খালাস হচ্ছিস—ততদিন। তার জন্যই তোকে সন্দেহ করেছি।

অলিভার। হুজুর, যদি আমার মনের কথাটা জানতেন। জীবনে কখনো আমি ওই ভাইটাকে নিজের বলে মনেই করিনি।

ডিউক ফ্রেডারিক। তুই তাহলে আরো বেশি পাষণ্ড। এই, ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দে। এ ধরনের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীরা যেন ওর ভিটেমাটি ক্রোক করে নেয়। তাড়াতাড়ি কর আর ওকে পথে দূর করে দে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি

[একটা কাগজ হাতে অরল্যাণ্ডোর প্রবেশ]

অরল্যাণ্ডো। আমার প্রেমের সাক্ষি কবিতা—তুমি এইখানেই ঝুলে থাক। আর ওগো রাতের রাণী, তিন ভুবনের দেবী, একবার তাকিয়ে দেখ ফ্যাকাশে আসমান থেকে—শুভ্র চোখ দিয়ে। তোমার ব্যাবিনী সত্তায় আমার সমগ্র জীবন আবিষ্ট। ও, রোসালিণ্ড! রোসালিণ্ড! এরাই আমার পুঁথি,—এই গাছপালা,—এদের ছাল দিয়ে আমি খোদাই করে রাখব আমার চিন্তা। যে কেউ দেখবে এই নির্জন কাননভূমি, একান্ত নির্জন, সে দেখবে দিকে দিকে তোমার গুণের কত রটনা হয়েছে। ছুটে যা, ছুটে যা অরল্যাণ্ডো। বর্ণনা-অতীত সেই সুন্দরীর কথা লিখে দিকে দিকে টাঙিয়ে রাখ। [প্রস্থান। করিন ও টাচস্টোনের প্রবেশ

করিন। টাচস্টোন মশাই, বলি, এ মেষপালকের জীবনটা কেমন লাগছে?

টাচস্টোন। সত্যি মেষপালক, শুধু এই দিক থেকে দেখলে, জীবনটা ভালই। কিন্তু যদি ভাবা যায় জীবনটা মেষপালকের—তা হলে তেমন কিছু নয়। নিরিবিলি বলে আমার ভালই লাগে, কিন্তু আবার লোকসমাজের সঙ্গে যোগ নেই বলে খারাপও লাগে। এই চার দিককার খোলা মাঠ ঘাট আমাকে খুশীই করে, কিন্তু রাজসভা নেই বলে বিরক্তিও লাগে। এ জীবনে খরচ নেই বললেই হয়,

তাছাড়া, আমার মেজাজেও খাপ খায়। কিন্তু আবার প্রচুর খানাপিনা সম্ভব নয় বলে আমার রুচিতে বাধে। হ্যাঁ রে মেষপালক, জীবনের কোন গভীর তত্ত্ব তোর জানা আছে কি ?

করিন। বেশি জানা নেই; তবে, যে যত বেশি খুঁতখুঁত করে তার ততই অসুবিধে বাড়ে। যার সম্বল নেই, সুখ নেই, পয়সা নেই, তার তিন জন সাচ্চা বন্ধুই নেই। জানি, বৃষ্টির ফলে ভেজান হয় আর আগুনের দয়ায় হয় পোড়ান। জানি, চরবার ক্ষেত ভাল হলে ভেড়ার গায়ে গত্তি লাগে। আরো জানি, রাত্তির হওয়ার প্রধান একটা কারণ হল, তখন সূর্য থাকে না; লেখাপড়ার অভাবেই হোক, স্বভাবেই হোক, বুদ্ধির ঘট যার শূন্য একথা সে বলতে পারে যে, তার ভাল মত শিক্ষাদীক্ষা জোটেনি কিংবা তার জন্ম হয়েছে আকাট মূর্খ বংশে।

টাচস্টোন। আরে এ লোক যে দেখছি পণ্ডিত ! হ্যাঁ রে, কখনো রাজার সভায় গিয়েছিস্ ?

করিন। আজ্ঞে না, যাই নি তো।

টাচস্টোন। তাহলে তুই করলিটা কি ? জাহান্নমে গেছিস ?

করিন। উঁহু, মনে হচ্ছে সেখানেও যাইনি।

টাচস্টোন। আলবৎ গেছিস। তাই তো তোর অবস্থা আধপোড়া ডিমের মত হয়েছে।

করিন। বলতে চান, দরবারে যাইনি বলে জাহান্নমে গিয়েছি ! কেন বলুন তো ?

টাচস্টোন। নিশ্চয়ই তাই। দরবারে না যাওয়া মানে ভদ্র রীতিনীতি না শেখা। যদি ভদ্র রীতিনীতি না জেনে থাকিস তাহলে তোর নীতিবোধই নিশ্চয় খারাপ। বদমাশি পাপ,—আর পাপ করা মানেই জাহান্নমে যাওয়া। তোর অবস্থা খুব সঙ্গীন রে, মেষপালক।

করিন। মোটেই না টাচস্টোন মশাই। দরবারে যা ভদ্র কেতা, পাড়াগাঁয়ে তাই মজার ব্যাপার,—ঠিক যেমন গেঁয়ো ব্যবহার দরবারের কাছে ভীষণ বেমানান, ঠাট্টার বস্তু। আপনিই আমায় বলেছেন, দরবারে আপনারা নমস্কার করেন না, এ ওর হাতে চুমু খান। দরবারি লোকেরা মেষপালক হলে এমন কেতাকে সবাই অশ্লীল বলত।

টাচস্টোন। প্রমাণ দেখা চটপট, প্রমাণ কর।

করিন। এই তো, দেখুন না, সব সময়েই হাত দিয়ে আমাদের ভেড়াভেড়িগুলোকে ঘাঁটাঘাঁটি করছি; জানেন তো তাদের চামড়া কি রকম তেলতেলা আর নোংরা।

টাচস্টোন। বলতে চাস, তোদের লোকদের হাত ঘামে না ? বলতে চাস ভেড়ার চর্বি মানুষের ঘামের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর নয় ? এ সব চলবে না। আরো কিছু যুক্তি থাকে তো বল।

করিন। তাছাড়া আমাদের হাতগুলো শক্ত, চোঁয়াড়ে।

টাচস্টোন। তবে তো তাড়াতাড়িই তোদের ঠোঁট তা বুঝতে পারবে। এবারও খাটল না। আরো জোরদার যুক্তি বল ; কই, তাড়াতাড়ি বল।

করিন। ভেড়ার ঘায়ে যে আলকাতরা লাগাই, অনেক সময় হাতে তাই মাখা থাকে ; আপনারা কি চান আমরা আলকাতরায় চুমু খাব ? অথচ দরবারি লোকেদের হাতে মাখানো থাকে সুগন্ধি আতর।

টাচস্টোন। তোর ঘিলুতে কিছুই নেই, টাটকা কচি পাঁঠার মাংসের কাছে তুই একেবারে পচা বাসী মাংস। বিজ্ঞের কথা মন দিয়ে শোন। আতর যা থেকে তৈরী হয় তা আলকাতরার থেকেও খারাপ জিনিস। ওটা তৈরী হয়। গন্ধগোকুলার গায়ের নোংরা তেল থেকে। হল না, মেষপালক আরো ভাল যুক্তি বল।

করিন। আপনার চোস্ত বুদ্ধির সঙ্গে আমি পেরে উঠছি না ; আমি মুখবন্ধ করলাম।

টাচস্টোন। তাহলে তুই জাহান্নমে গিয়ে চুপ করবি ? বুদ্ধু কোথাকার ; ঈশ্বর তোর সহায় হোন। ভগবান তোকে কলমে জুড়ুন। তুই একেবারে আনকোরা।

করিন। আমি বাপু খেটে-খাওয়া লোক। খেটে খাই, খেটে পরি, কারও সুখে আমার চোখ টাটায় না। অন্যের ভালয় আমারো ভাল, অদৃষ্টে যা আছে তাই নিয়েই আমি খুশী। আমার বুকের ছাতিটা সবচেয়ে ফুলে ওঠে যখন দেখি আমার ভেড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছে আর তাদের বাঁট থেকে বাচ্চা ভেড়াগুলো দুধ খাচ্ছে।

টাচস্টোন। ভেড়া ও ভেড়ীগুলোকে একসঙ্গে এক জায়গায় জুটিয়ে বোকার মত আরেকটা পাপ করে চলেছিস।...এরজন্যে তোর যদি জাহান্নমে না জায়গা হয় তবে বুঝতেই হবে পিশাচ নিজেই তার রাজ্যে মেষপালককে ঢুকতে দিতে রাজী নয়। আমার তো মাথায় ঢুকছে না এছাড়া আর কি উপায়ে তোর রেহাই হতে পারে।

করিন। আমাদের নতুন দিদিমণির ভাই গানিমিড-কর্তা এইদিকে আসছেন।

[একটা কাগজ পড়তে পড়তে রোসালিণ্ডের প্রবেশ

রোসালিণ্ড।
এদিকে পূরব, ওদিকে পশ্চিম
অতুলনীয় রত্ন—রোসালিণ্ড।
মহিমা তার হাওয়ায় ভাসে,
ব্যাপ্ত চরাচরে—রোসালিণ্ড।
যত রাঙানো ..ের ছবি
রোসালিণ্ডের কাছে তা কিছুই নয়
রূপ যৌবন মনে ধরবে না
রূপ বলতে রোসালিণ্ড।

টাচস্টোন। তোমাকে নিয়ে এক নাগাড়ে আট বছর ধরে এই রকম ছড়া কেটে যেতে পারি। অবশ্য দু'বেলা খাওয়ার আর ঘুমোবোর সময়টুকু বাদ দিয়ে। অনেকটা ঠিক হাটে চলা গয়লানীদের মত ছন্দ হবে।

রোসালিণ্ড। চুপ কর, বুদ্ধু কোথাকার।

টাচস্টোন। বেশ, নমুনা দিচ্ছি :

প্রেমিকা বিরহে ব্যথিত প্রেমিক
তাহলে হোক তার—রোসালিণ্ড।
বিড়াল যদি চায় নিজের জোড়া
চাইবে রোসালিণ্ড তাকেই সাথী।
শীতের পোষাক টাইট চাই
তেমনি নিশ্চিন্তি তাই।

শস্য বোঝাই, আঁটি আঁটি বাঁধা
গাড়ীতে তুলতে হবে রোসালিণ্ড।
মধুর ফলের খোসাটা তেতো
রোসালিণ্ডও তারই মত।
যে পাবে গোলাপ খুঁজে মিষ্টি তাজা
নেবে সে রোসালিণ্ড আর প্রেমের খোঁচা।

একেবারে বাজে ছেঁদো ছড়া। এগুলো নিয়ে শুধু শুধু মাতামাতি করছ কেন?

রোসালিণ্ড। চুপ কর বুদ্ধু কোথাকার! এগুলো আমি একটা গাছে পেয়েছি।

টাচস্টোন। সত্যি, গাছটায় নেহাৎ বাজে ফল ফলে দেখছি।

রোসালিণ্ড। এটাকে আমি তোর সাথে মিলিয়ে কলম কাটব। তারপর বাঁধব কাঁঠালের সাথে; তখন সারাদেশে এই ফল সবার আগে ফলবে। কেননা, তুই তো এঁচোড়ে পাকবিই, এবং এঁচোড়ে পাকাই হচ্ছে কাঁঠালের প্রকৃতি।

টাচস্টোন। ঠিক বলেছ, এখন যা বললে তা যথার্থ হল কিনা এই অরণ্যই তার বিচারের ভার নিক। [একটা কাগজ পড়তে পড়তে সিলিয়ার প্রবেশ

রোসালিণ্ড। চুপ! সিলিয়া যেন কি পড়তে পড়তে আসছে মনে হচ্ছে। পাশে সরে দাঁড়া।

সিলিয়া। (পাঠ) এ জায়গা কেন মরুভূমির মত হবে? লোকজন নেই, তাই? একে আমি প্রতিটি পদক্ষেপে মুখর করে তুলব। সবেতে কবিতা লেখা থাকবে, নানা রকমের। কোনটা বলবে, কত অল্প আমাদের মনুষ্য জীবন; পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই শেষ হয়ে যায়। যে কটা বছর নিয়ে মানবীয় কল্প তা যেন আঙুলে গুণতেই ফুরিয়ে যায়। কোনটা আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা শোনাবে। প্রতি গাছের গায়ে লিখে রাখব, অথবা প্রতিটি কথার শেষে—রোসালিণ্ডের নাম মহিমা। যে পড়তে জানে আমি তাকে শেখাবই যে প্রতি হৃদয়ের গুণ-গরিমা যেহেতু বিধাতা ছোট করে দেখায়, তাই প্রকৃতিকে ভার দেন একটা দেহ এইভাবে গড়তে, যে দেহে সব গুণরাশিই থাকবে। এই সর্তেই প্রকৃতি মেলাল—হেলেনের রূপ; হৃদয় নয়, ক্লিওপেট্রার রাজগৌরব; দুঃখী লুক্রেশিয়ার বিনয় ও ভদ্রতা; আটালান্টার গুণ। রোসালিণ্ড তাই নানা অংশের মিলনে গঠিত। স্বর্গসভার পরামর্শে, চোখ-মুখ-হৃদয়ের বহুরূপ ভূষিতা—যা ভাল তা যেন তারই ওপরে বর্ষিত হয়েছে। বিধাতার করুণায় তার এত সম্পদ। আর আমি, বাঁচি মরি—তবু তার দুই চরণ সেবা করবই।

রোসালিণ্ড। এই যে স্থির প্রচারক মশাই! প্রেমের একঘেয়ে উপদেশ দিয়ে আপনার শিষ্যমণ্ডলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছেন। কৈ একবারও তো বলছেন না যে 'হে ভদ্রমণ্ডলী, অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরে শ্রবণ করুন।'

সিলিয়া। আরে, আড়াল থেকে সব কিছু শুনছিস! মেষপালক, একটু যাও তো। তুইও যা ওর সঙ্গে।

টাচস্টোন। চল মেষপালক, সসম্মানে আমরা কেটে পড়ি। যদিও মালপত্তর কিছু নেই; তবে কাগজপত্তরগুলো নিয়েই যাই, চল। [টাচস্টোন ও করিনের প্রস্থান

সিলিয়া। ছড়াগুলো শুনলি তো?

রোসালিণ্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওগুলো তো শুনেছিই. আরো কত শুনেছি। কতকগুলোর

আবার ছত্র এত বড় যে ছন্দের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

সিলিয়া। তাতে কি এসে যায়; মাত্রা ছন্দে মিল থাকলেই হল।

রোসালিণ্ড। কিন্তু ছত্রগুলো যে খোঁড়া। ছড়ার বাইরে তারা নিজেদেরই বহন করতে পারে না। ছড়ার ভিতর তাই দাঁড়িয়ে থাকে অন্যকে ভর করে।

সিলিয়া। কিন্তু তোর নাম কেমন করে গাছে গাছে খোদাই করে ঝুলিয়ে রাখা হবে তা শুনে তোর অবাক লাগল না?

রোসালিণ্ড। তোর আসবার আগেই অবাক ভাবটা আমি কাটিয়ে উঠেছি। এই যে, একটা খেজুর গাছে আমি কি পেয়েছি দেখ, 'পাইথাগোরাসের সময় থেকে,—তখন, আমার একটু একটু মনে পড়ছে, আমি ছিলাম একটা আইরিশ ইঁদুর,—তখন থেকে আমায় নিয়ে এত ছড়া কাটা আর কখনো হয়নি।'

সিলিয়া। বলতে পারিস কে এমন করেছে?

রোসালিণ্ড। নিশ্চয়ই কোন যুবক।

সিলিয়া। গলায় যার একটি হার,—যে হারটি তুমিই তার গলায় কোন এক সময়ে পরিয়ে দিয়েছিলে। কি রে লজ্জা পাচ্ছিস যে!

রোসালিণ্ড। সত্যি, কে বল না রে?

সিলিয়া। হা ভগবান! বন্ধুদের দেখা হওয়া কি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পর্বতও তো ভূমিকম্পে নড়তে পারে, পর্বতও তো মিলতে পারে।

রোসালিণ্ড। হেঁয়ালী ছাড়, বল না ভাই, কে লিখেছে?

সিলিয়া। এও কি সম্ভব!

রোসালিণ্ড। তোর পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, বল আমাকে, কে সে?

সিলিয়া। কি অবাক, কি বিস্ময়, কি আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য। তা সত্ত্বেও আবার বিস্ময়, তারপরে একেবারে বাকরোধ।

রোসালিণ্ড। দোহাই তোর! মনে করছিস যে পুরুষের সাজ পরে আছি বলে আমার মনটাও ছেলে হয়ে গেছে? আর এক মুহূর্ত যদি দেরী করিস, তাহলে আমার হাল হবে অজানা প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার মত। দোহাই তোর, কে সে, তাড়াতাড়ি বল। কেন তুই তোতলা হলি না, তাহলে হয়ত এই গোপন মানুষটার কথা তোর মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। সরু-মুখো বোতল থেকে যেমন একসঙ্গে অনেকটা মদ বেরিয়ে আসে অথবা একেবারেই আসে না। দোহাই, তোর মুখ থেকে ছিপিটা একবার খোল, আমি খবরটা গিলে নিই, লক্ষ্মী বোনটি আমার।

সিলিয়া। তাহলে তোকে গোটা একটা পুরুষকে গিলে নিতে হবে।

রোসালিণ্ড। লোকটা কি সত্যি সত্যি পুরুষ? কি ধরনের লোক? তার মাথাটা কি টুপি পরার উপযোগী? তার থুতনীতে কি দাড়ি মানায়?

সিলিয়া। দাড়ি আছে, তবে তা অল্প।

রোসালিণ্ড। যা আছে তার জন্যে যদি কৃতজ্ঞ থাকে তবে ভাবনা নেই। ঈশ্বর আরও দেবেন। তার দাড়ি গজানো অবধি আমি অপেক্ষা করতে রাজী, যদি ওই থুতনীটা কার সেই খবরটা দিতে তুই দেরী না করিস।

সিলিয়া। যুবক অরল্যাণ্ডো—যে একই সঙ্গে কুস্তিগিরের পা আর তোর হৃদয় এ দু'টোকেই জয় করেছে।

রোসালিণ্ড। ইয়ার্কি রাখ। ভাল মেয়ের মত সত্যি কথাটা খুলে বল।

সিলিয়া! সত্যি বলছি, সে-ই।

রোসালিণ্ড। অরল্যাণ্ডো? হায়রে অদৃষ্ট! এখন আমার এই কোটপ্যান্ট নিয়ে কী করি? যখন তাকে দেখলি সে কি করছিল? কিছু বলছিল কি? কেমন দেখলি তাকে? পরনে কি ছিল? এখানে কেন এসেছে? আমার কথা জিজ্ঞেস করল কিছু? এখন কোথায় কি ভাবে সে তোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল? আবার তোর সঙ্গে কখন দেখা হবে? আমায় সব বল; দেরী করিস না।

সিলিয়া। আমাকে তবে গারগানতুয়া রাক্ষসীর মুখটা আগে ধার করে এনে দে। ওই একটা কথা এত বড় যে, আমার মত মানুষের মুখে তা কুলোবে না। এত শত প্রশ্নের শুধু হ্যাঁ কিংবা না জবাব দেওয়া আদালতের জেরার জবাব দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কষ্টকর।

রোসালিণ্ড। কিন্তু সে কি জানে যে আমি এই বনে রয়েছি, আর পুরুষের পোষাক পরে আছি? লড়াইয়ের দিনে তাকে যেমন সজীব দেখাচ্ছিল এখনো কি তাকে তেমনিই দেখাচ্ছে?

সিলিয়া। প্রেমিকের কাছে জবানবন্দী দেয়া থেকে রোদে ধূলিকণা গোনা বোধ হয় অনেক সোজা। তবে কিভাবে তার দেখা পেলাম শুধু তাই বলছি। মন দিয়ে শুনে আপাততঃ খুশী হ। একটা গাছের তলায় দেখি সে খসে-পড়া ফলের মত পড়ে রয়েছে।

রোসালিণ্ড। সে গাছকে কল্পতরু বলা উচিৎ—যে গাছ থেকে এমন ফল খসে পড়ে।

সিলিয়া। ভদ্রে, আমি চাই আপনি মন দিয়ে শুনুন।

রোসালিণ্ড। ও, তাই তো; বলে যাও।

সিলিয়া। আহত নাইটের মত সর্বাঙ্গ এলিয়ে সেখানে সে শুয়েছিল।

রোসালিণ্ড। এ দৃশ্য করুণ বটে। তবে মাটির শোভা সে ভাল মতই বাড়িয়েছে বলা চলে।

সিলিয়া। দোহাই, কথা না বলে শোন। মুখটা তোর অস্থির হয়ে উঠেছে। সে শিকারীর পোষাক পড়ে ছিল।

রোসালিণ্ড। কী অলক্ষণ! নিশ্চয় আমার হৃদয় বিদ্ধ করতে এসেছে।

সিলিয়া। ধুয়ো ছাড়াই আমি আমার গান গাইতে চাই। তুই আমায় বেসুরো করে দিচ্ছিস্ কিন্তু।

রোসালিণ্ড। তুই কি জানিস্ না, আমি মেয়ে? যা ভাবি আমাকে সেটা বলতেই হবে। লক্ষ্মীটি, বলে যা তুই।

সিলিয়া। তোর জন্যেই তো বলতে পারছি না। চুপ! সেই তো এখানে আসছে, না?

[অরল্যাণ্ডো ও জ্যাকস্‌এর প্রবেশ। সিলিয়া ও রোসালিণ্ড নেপথ্যে চলে গেল

জ্যাকস্। সঙ্গ দিলেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু, সত্যি কথা কি জানেন, একা থাকলেও আমি এমনি খুশী হতাম।

অরল্যাণ্ডো। আমিও। কিন্তু কি আর করা যাবে বলুন? এটা ভদ্রতা। আপনার সঙ্গদানের জন্যে ধন্যবাদ।

জ্যাকস্। নমস্কার, তাহলে চলি। আমাদের দু'জনের মধ্যে যত কম দেখা হয়

ততই ভাল।

অরল্যাণ্ডো। আমারও তাই ইচ্ছে, পরস্পরের কাছে আমাদের অচেনা হয়ে থাকাটাই মঙ্গলের।

জ্যাকস্। একটা অনুরোধ, এইসব প্রেমের কবিতা লিখে গাছগুলোর আর ক্ষতি করবেন না।

অরল্যাণ্ডো। আমারও অনুরোধ, এমন বে-দরদীর মন নিয়ে আমার কবিতাগুলো পড়ে সেগুলোর আর ক্ষতি করবেন না।

জ্যাকস্। আপনার প্রেমিকার নাম রোসালিণ্ড ?

অরল্যাণ্ডো। আজ্ঞে তাই।

জ্যাকস্। তার নামটা আমার ভাল লাগল না!

অরল্যাণ্ডো। তার নামকরণের সময় আপনার ভাললাগার কথাটা কারো মনে ছিল না নিশ্চয়।

জ্যাকস্। সে লম্বায় কতটা ?

অরল্যাণ্ডো। যতটা লম্বা হলে আমার হৃদয়ে পৌঁছতে পারে, ঠিক ততটাই।

জ্যাকস্। বেশ চোস্ত জবাবে আপনার দেখছি কোন ঘাটতি নেই। স্বর্ণকারদের বৌদের সাথে আপনার বুঝি খুব জানাশোনা ? তাই নানা রকমের আংটিতে লেখা যুৎসই কথাগুলো খুব মুখস্থ করে রেখেছেন ?

অরল্যাণ্ডো। না, না, ভুল করছেন। এই যে সস্তার রঙিন পর্দাগুলো রয়েছে সেখান থেকেই আমি আমার উত্তরগুলো পেয়েছি।

জ্যাকস্। আপনার বুদ্ধিটা বেশ চটপটে মনে হচ্ছে। দৌড়ে পটিয়সী আটলান্টার পা জোড়া আপনার বুদ্ধিতে ভর করেছে। আমার সঙ্গে একটু বসুন না! এই ধরিত্রী, যে আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, আর এই যে আমাদের জীবনভর দুর্ভোগ, আসুন এদের নিয়ে মনের ঝাল মেটাই।

অরল্যাণ্ডো। দেখুন, নিজের ওপরে ছাড়া আর কারো ওপরে আমি রাগ করতে পারব না। আমি জানি, বেশির ভাগ দোষ ত্রুটি, আমার নিজেরই।

জ্যাকস্। আপনি প্রেমে পড়েছেন—এটাই আপনার সব চেয়ে বড় দোষ।

অরল্যাণ্ডো। এ দোষ আপনার সব থেকে সেরা গুণের বদলেও আমি ছাড়তে রাজী নই। আপনাকে আমার আর পছন্দ হচ্ছে না।

জ্যাকস্। সত্যি বলছি, আমি একটা বুদ্ধুর খোঁজ করতে করতে আপনার দেখা পেয়ে গেলাম।

অরল্যাণ্ডো। বুদ্ধু ওই নদীটায় ডুবে গেছে; নদীর জলে তাকিয়ে দেখুন, তাকে দেখতে পাবেন।

জ্যাকস্। সেখানে তো আমার নিজের চেহারাটাই দেখতে পাব!

অরল্যাণ্ডো। সেটাকেই আমি ধরে নিচ্ছি একটা আস্ত বুদ্ধু।

জ্যাকস্। আপনার সঙ্গে থেকে আর সময় নষ্ট করতে চাই না; নমস্কার, হে প্রেমিক রতন।

অরল্যাণ্ডো। আপনার যাওয়াতেও আমি বিশেষ খুশী। এবার তাহলে আসুন, বেরসিক মশাই, নমস্কার।

[জ্যাকসের প্রস্থান, সিলিয়া ও রোসালিণ্ডের সামনে আগমন

রোসালিণ্ড। (সিলিয়াকে চুপি চুপি) ফাজিল ছোকরা, চাকরের মত আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। ওইভাবে ওকে জব্দ করে ছাড়ব। ও বনবাসী মশাই, শুনছেন ?

অরল্যাণ্ডো। ভালই শুনছি। কি চাও, বল ?

রোসালিণ্ড। ক'টা বেজেছে, বলবেন কি ?

অরল্যাণ্ডো। জিগ্‌গেস করলে পারতে, বেলা কত। জঙ্গলে তো ঘড়ি নিয়ে কেউ বসে থাকে না।

রোসালিণ্ড। জঙ্গলে তাহলে সত্যিকারের প্রেমিকও থাকে না! থাকলে মিনিটে মিনিটে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাতরিয়ে ঢিমে তালে চলা সময়ের চাল ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত ধরতে পারত।

অরল্যাণ্ডো। সময়ের গতি ছুটে চলার মত নয়—এটুকু বললেই কি তা হয়ে যেত না ?

রোসালিণ্ড। মোটেই না, মশায়। নানা লোকের কাছে সময় নানা ভাবে চলে। আমি আপনাকে বলছি, সময় কারো কাছে চলে হেলে দুলে, কারো কাছে চলে জোর কদমে, কারো কাছে টগবগিয়ে, আবার কারো কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

অরল্যাণ্ডো। আচ্ছা, কার কাছে হেলে দুলে চলে বলতো ?

রোসালিণ্ড। কেন, কুমারী মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হওয়া থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত সময় যেন আর চলতে চায় না। মাঝখানে যদি সাতটা রাতও থাকে, সময় তখন এমনি চলে যে, মনে হয় যেন সাত বছর।

অরল্যাণ্ডো। আর জোর কদমে চলে কার কাছে ?

রোসালিণ্ড। যে পাদ্রী ল্যাটিন জানে না, আর যে বড়লোক বাতে ভোগে না—ঠিক তাদের কাছে। কারণ একজন পড়তে পারে না বলে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়; আর অন্যজন যন্ত্রণা পায় না বলে খোসমেজাজে থাকে। একজনের বিদ্যের বোঝা বইতে হয় না, যে-বিদ্যে রোগা পটকা করে শরীরের আর কিছুই বাকি রাখে না; আর অন্যকে—দৈন্য দশার অস্বস্তিকর বোঝা বয়ে বেড়তে হয় না—সময় এদের কাছে জোর কদমে চলে।

অরল্যাণ্ডো। আর চলে টগবগিয়ে কার কাছে ?

রোসালিণ্ড। কেন, যে আসামী ফাঁসীর যাত্রী, তার কাছে। কারণ, যদিও সে এত আস্তে পা ফেলে—যত আস্তে ফেলা যায় সে ভাবে—তবু সে বড় তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছয়।

অরল্যাণ্ডো। কার কাছে তা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ?

রোসালিণ্ড। ছুটির সময় উকিলদের কাছে। তারা খালি এক দায়রা থেকে আরেক দায়রা অবধি ঘুমোয়,—তাই তারা বুঝতেই পারে না যে সময় কি ভাবে চলছে।

অরল্যাণ্ডো। বাঃ খুব ভাল। তুমি থাক কোথায় ?

রোসালিণ্ড। আমার এই মেষপালিকা বোনের সঙ্গে থাকি। বনের এই যে কুটিরটা, আমাদের বাস ওখানেই।

অরল্যাণ্ডো। তোমরা কি এখানে সব সময়েই থাক ?

রোসালিণ্ড। ওই যে খরগোসটা দেখছেন, ওটা যেমন, যেখানে জন্মায় সেখানেই বাস করে, আমাদের অবস্থাটা ঠিক তেমনি আর কি—

অরল্যাণ্ডো। তোমার কথা বলার ধরন তো বেশ ভদ্র। জনবসতি থেকে এত দূরে

থেকে এরকমটি কিভাবে হল ?

রোসালিণ্ড। একথা আমাকে অনেকেই বলেন। আসলে কিন্তু আমার এক ধার্মিক বুড়ো কাকা ছিলেন, তিনিই আমাকে কি করে কথাবার্তা বলতে হয় তা শিখিয়েছেন। বয়সকালে তিনি শহরে বাস করতেন। শহরে নাগর পনা তার ভালই জানা ছিল। কারণ শহরে থাকতেই তিনি প্রেমে পড়েন। প্রেমকে বাজে এই বলে কত বক্তৃতাই না তিনি দিয়েছেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। ভাগ্য ভাল, আমি মেয়ে নই। তাই, ঠুনকো মনের নানা দোষের জন্যে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে তিনি যে রকম ঢালাওভাবে দায়ী করতেন, তা আমার গায়েই লাগত না।

অরল্যাণ্ডো। সাধারণত যে সব অন্যায়ের জন্যে তিনি মেয়েদের দায়ী করতেন, তার কোনটা কি তোমার মনে আছে এখনো ?

রোসালিণ্ড। কোনটাই তেমন গুরুতর নয়। সেগুলো সব এক ধরনেরই—একটা আধুলী যেমন আরেকটা আধুলীর মত। প্রতিটি দোষ ভীষণ মনে হয়, যতক্ষণ না তার মতন আরেকটা দোষ তার সঙ্গে এসে জোটে।

অরল্যাণ্ডো। কয়েকটা বলই না ?

রোসালিণ্ড। উঁহু, যে এরোগে কাবু তাকে ছাড়া অন্য কাকেও আমি আমার ওষুধের কথা বলি না। এই বনে একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটা আমাদের সুন্দর গাছগুলোর ছালে 'রোসালিণ্ড' লিখে লিখে গাছগুলোকে নষ্ট করছে। কন্টিকারিতে গান আর ধুতরো গাছে কবিতা টাঙিয়ে রাখছে। আর, সত্যি বলছি, সবগুলোতে রোসালিণ্ডের নামলেখার কি ঘটা! প্রেমে পাগল এই লোকটার সঙ্গে আমার যদি দেখা হত, আমি তাকে কিছু ভাল পরামর্শ দিতে পারতাম। কেননা, যতদূর মনে হচ্ছে, লোকটা প্রেমরোগে ভুগছে।

অরল্যাণ্ডো। আমিই সেই লোক যে প্রেমে পাগল হয়েছে। দোহাই তোমার, আমাকে বল তোমার কাছে কি ওষুধ আছে ?

রোসালিণ্ড। কৈ, আমার শেখা চিহ্নগুলোর কোনটাই তো আপনার মধ্যে দেখছি না। প্রেমে পড়া মানুষকে কি করে চিনতে হয়, তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন। প্রেমের ঐ ফাঁদে নিশ্চয় আপনি বন্দী হন নি।

অরল্যাণ্ডো। তাঁর চিহ্নগুলো কি কি বল তো ?

রোসালিণ্ড। প্রথমতঃ গাল শুকনো ; কিন্তু আপনার তা নেই। চোখ বসা—কালিপড়া ; তাও আপনার নেই। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বোকা বোকা ভাব ; আপনার তাও নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ; তাওনা। অবশ্য এর জন্যে আপনাকে মাফ করা যেতে পারে, কারণ আপনার দাড়ির পরিমাণ অতিসামান্য। এছাড়াও আপনার মোজায় গার্টার থাকা উচিত নয় ; আপনার টুপিতে ফিতে থাকা উচিত নয়—অথচ আছে। জামার হাত খোলা নেই ; জুতোর ফিতে বাঁধা রয়েছে। এক কথায় আপনার সব কিছুর মধ্যে থাকবে হতাশাগ্রস্ত একটা আলোথাল ভাব। কিন্তু আপনি তো সেরকম নন। বরঞ্চ সাজপোষাকে আপনি একটু অতিরিক্ত ফিটফাট। এতে মনে হয় আপনি অন্যের চেয়ে নিজেকেই বেশি ভালবাসেন।

অরল্যাণ্ডো। ওহে ছোকরা, কি করে তোমাকে আমি বিশ্বাস করাই যে সত্যিই আমি প্রেমে পড়েছি।

রোসালিণ্ড। আমাকে বিশ্বাস করাবেন! তার চেয়ে যাকে আপনি ভালবাসেন তাকেই তাড়াতাড়ি বোঝাতে পারবেন। সে-মহিলা কিন্তু, আমি কথা দিচ্ছি, যত চটপট বিশ্বাস করবে তত তাড়াতাড়ি স্বীকার করবে না যে সে আপনার কথা বিশ্বাস করেছে। এও আবার মেয়েদের একটা স্বভাব, যাতে তারা নিজেরা নিজেদেরই ছলনা করে। কিন্তু সত্যি বলুন তো, আপনিই কি সেই লোক যে গাছে গাছে রোসালিণ্ডের গুণগানে মুখর কবিতা ঝুলিয়ে রাখে?

অরল্যাণ্ডো। রোসালিণ্ডের ধবধবে সাদা হাতখানার দিব্যি, আমিই সেই হতভাগা।

রোসালিণ্ড। কবিতার মিলে যতটা বোঝাতে চেয়েছেন, সত্যিই কি তাকে ততটা ভালবাসেন?

অরল্যাণ্ডো। কবিতার হাজার মাধুর্য সত্ত্বেও কিছুতেই বোঝান যাবে না, যে আমি তাকে কতটা ভালবাসি।

রোসালিণ্ড। ভালবাসা নিছক একটা পাগলামি। আর, একথা আমি বলে দিচ্ছি, পাগলদের মতই প্রেমিকদেরও অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে চাবুক মারা উচিত। তবু তাদের কেন এরকম শাস্তি দিয়ে সারান হয় না, তার কারণ, এই পাগলামিটা এতই মামুলি যে যারা চাবুক লাগাবে তারাও প্রেমে কাহিল। তবু কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে এ রোগ সারিয়ে দিতে পারি।

অরল্যাণ্ডো। কখনো এভাবে সারিয়েছ কাউকে?

রোসালিণ্ড। হ্যাঁ, একজনকে। তাকে ভাবতে হয়েছিল আমিই যেন তার প্রিয়তমা— প্রেয়সী। তাকে বলা ছিল, রোজ এসে সে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে। যখন সে আসত তখন আমি, আমার যা খেয়ালখুশী স্বভাব, কখনো আপসোস করতাম, কখনো মেয়েদের মত ছলনা করতাম, কখনো অস্থির, কখনো উড়ুউড়ু ভাব, কখনো আবার প্রেমে হাবুডুবু। এই সব করেছি। এই খামখেয়ালী, এই চঞ্চল অস্থির, এই দু-চোখ কান্নায় ছলছল করে উঠল, এই আবার হাসিতে ভরিয়ে দিলাম। ছোকরা ছেলে মেয়েদের যা স্বভাব, মনে কোন ভাব জাগলেই কিছুটা মেতে উঠেছি—অথচ বাস্তবিক কোন ভাবই মনে রেখাপাত করেনি। এই তাকে ভাল লাগত, এই তাকে দেখে ঘৃণা হত। আবার হয়ত আদর করে কাছে ডাকলাম, পরক্ষণেই সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। এই কাঁদছি, পরক্ষণেই দূর দূর করে দিচ্ছি। এইভাবে আমি আমার প্রেমিককে প্রেমের পাগলামি থেকে একেবারে আদৎ পাগলামির মধ্যে নিয়ে যাই। তার মানে এই সংসারের হৈ চৈ থেকে একেবারে নিরালার সন্ন্যাসী জীবনে। এইভাবে আমি তাকে সারিয়েছি। আপনারও মনটাকে এরকম পরিষ্কার করে দেবার ভার নিতে পারি আমি, যাতে তা ভেড়ার প্রাণের মত পাক্কা শক্ত হয়ে ওঠে। দেখবেন, তখন প্রেমের ছিটে ফোঁটাও আর থাকবে না।

অরল্যাণ্ডো। না, থাক, আমি সেরে উঠতে চাই না।

রোসালিণ্ড। ঠিক আছে অত কিছু করতে হবে না আমি সারিয়ে দিতে পারি, যদি আপনি আমাকে রোসালিণ্ড বলে ডাকেন, আর রোজ রোজ আমার কাছে এসে প্রেম নিবেদন করেন।

অরল্যাণ্ডো। তাহলে আমি আসবই। বল, কোথায় আসতে হবে?

রোসালিণ্ড। আমার সঙ্গে আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি নিজে এই বনের

মধ্যে কোথায় থাকেন, তা আমাকে বলতে হবে। কি, বলবেন তো ?

অরল্যাণ্ডো। নিশ্চয়।

রোসালিণ্ড। উঁহু, আমাকে ডাকবেন রোসালিণ্ড বলে। চল বোন, যাবি তো চল। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। আর্ডেনের বনভূমি

[টাচস্টোন ও অড্রের প্রবেশ ; পিছনে জ্যাকস্]

টাচস্টোন। দোহাই অড্রে, দেরী না করে চলে এস। আমি তোমার ছাগলগুলো নিয়ে আসছি। তারপর অড্রে, কি বল ? আমাকে তোমার পছন্দ তো ? আমার এই সাদামাটা চেহারাটা তোমার মনে ধরেছে তো ?

অড্রে। তোমার চেহারাটা ! ঐ তো ছিরি ! তোমাকে আমার মনে ধরেছে !

টাচস্টোন। ছাগলগুলো নিয়ে তুমি আর আমি এই যে গোষ্ঠে রয়েছি, এ যেন ঠিক সেই আত্ম ভোলা কবি ওভিড—যে ছিল 'গোঠ'-বিহারী।

জ্যাকস্। অপাত্রে জ্ঞান দিচ্ছে পোড়াকপাল। এ যেন ভাঙ্গা ঘরে দেবতার বাস।

টাচস্টোন। কবির কাব্য যখন পাঠক পায় না, সুন্দর রসিকতা যখন সজাগ বুদ্ধি রসিকের দেখা পায় না, মানুষের তখন এত খারাপ লাগে যে ভাঙা সরাইখানায় মস্ত বড় পাওনার ফিরিস্তি পেলেও সে যায় না।—সত্যিই, ভগবান যদি তোমায় মনে একটু কাব্যরস দিতেন !

অড্রে। কাব্যরস আবার কি, আমি তো তা জানি না। এতে কাজে আর কথায় এক থাকা যায় তো ? জিনিসটা খাঁটি কি ?

টাচস্টোন। সত্যি বলতে কি—তা নয়। সবচেয়ে খাঁটি কবিতা সবচেয়ে বাজে। প্রেমিকদের আবার কবিতা ! তাই তারা যখন কবিতার দোহাই পেড়ে বলে তারা ভালবাসে তখন বলা যেতে পারে, যে তারা মিথ্যে কথা বলছে।

অড্রে। তাহলে কি তুমি চাও ভগবান আমাকে কবিতার সমজদার করলে পারতেন ?

টাচস্টোন। হ্যাঁ, আমি তাই চাই। কেননা তুমি আমার কাছে দিব্যি করলে তুমি বিলকুল খাঁটি। এখন, তুমি যদি কবি হতে, আমার কিছুটা হয়ত সন্দেহ থাকত, তুমি ভান করছ।

অড্রে। আমি খাঁটি থাকি তুমি কি তা চাও না ?

টাচস্টোন। সত্যি, আমি চাই। অবশ্য তুমি যদি ভাল দেখতে হতে, তাহলে অবশ্য সেটা হত স্বতন্ত্র কথা। কারণ রূপের সঙ্গে সতীত্ব যোগ দেওয়ার অর্থ—চিনির স্বাদ বাড়াতে তার সঙ্গে মধু মেশানো।

জ্যাকস্। (জনান্তিকে) ইস্ বোকা ! অথচ ওদিকে পাজী বুদ্ধি তো বেশ আছে দেখছি।

অড্রে। নেহাৎ আমি যখন সুন্দরীই হলাম না, তখন ভগবানের ইচ্ছায় যেন খাঁটি থাকতে পারি।

টাচস্টোন। ঠিক কথা। তবে সতীত্বের মত এমন দামী জিনিস নোংরা একটা শাকচুন্নীর কাছে বিলোন আর নোংরা পাত্রে ভাল মাংস রাখা সমান।

অড্রে। আমি মোটেই নোংরা শাকচুন্নী নই, যদিও আমি দেখতে খারাপ ঠিকই, আর তার জন্যেই ভগবানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

টাচস্টোন। তাই ভাল, তোমার কুরূপের জন্যেই দেবলোককে প্রণতি জানাই। অবশ্য খারাপ হতেই বা কতটুকু সময় লাগে ? মরুক গিয়ে। আমি তোমা কে

বিয়ে করছি। তার জন্যে পাশের গাঁয়ের পাদ্রী স্যার অলিভার মারটেক্সটের সঙ্গে আমি দেখাও করেছি। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে বনের এই জায়গাটায় আমার সঙ্গে দেখা করে তিনি আমাদের বিয়ে দেবেন।

জ্যাকস্‌। এই সাক্ষাৎকারটা দেখতে পেলে ভালই লাগত।

অড্রে। ভগবান আমাদের সুখী করুন।

টাচস্টোন। তাই হোক। একটু ভীরু লোক হলেই সে এ রকম একটা কাজ করতে কত দ্বিধা করত। কারণ এখানে গির্জা বলতে তো কিছুই নেই, আছে শুধু অরণ্য; আর বিয়ের সভায় যোগ দিতে কতকগুলো শিঙওয়ালা জানোয়ার। কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি? সাহস, সাহস চাই। হরিণের শিঙ দেখতে মোটেই ভাল নয়, তবুও তার প্রয়োজন আছে। লোকে বলে, 'অনেক লোকই তার ধনসম্পত্তির নাগাল পায় না।' বটেই তো। অনেক হরিণেরই ভাল ভাল শিঙ আছে, সেগুলো এত বড় যে খালি হাতে তার নাগাল পাওয়া যায় না। সে যাক, এই শিঙ তো তার স্ত্রীর দেওয়া যৌতুক; এ তো তার নিজের চেষ্টায় গজায় না। শিঙ? হোক শিঙ, ক্ষতি কি! গরীব লোকদেরই কি শিঙ গজায়? মোটেই না, রোগা লিকপিকে হরিণের যেমন, কুঁদো কুঁদো হরিণদেরও তেমনি শিঙের বহর বিরাট। তাহলে অবিবাহিতরাই কি সুখী? তাও তো মনে হয় না। গাঁয়ের থেকে পাঁচিল ঘেরা নগরের ইজ্জৎ যেমন অনেক বেশি, তেমনি অবিবাহিতদের থেকে বৌওয়ালা স্ত্রৈণের কপালের ইজ্জৎ অনেক বেশি। নিজের জান বাঁচাতে লড়াইয়ের কসরৎ জানা কিছু না-জানার থেকে যতটা ভাল, ঠিক ততটা ভাল শিঙ থাকা, একেবারে শিঙ না-থাকার চেয়ে।……এই যে পাদ্রী অলিভার আসছেন! [স্যার অলিভার মারটেক্সট্‌-এর প্রবেশ] স্যার অলিভার মারটেক্সট, আপনি এসেছেন, আমরা খুব খুশী হয়েছি। এই গাছের ছায়ায় কি কাজটা সমাধা করবেন, না, আমাদের আপনার সঙ্গে আপনার চার্চে যেতে হবে?

স্যার অলিভার। পাত্রীকে সম্প্রদান করতেই হবে, নইলে তো বিয়েই সিদ্ধ হবে না।

জ্যাকস্‌। [এগিয়ে এসে] ঠিক আছে, কোই বাত নেহি। আমিই সম্প্রদান করছি।

টাচস্টোন। নমস্কার, নমস্কার, তারপর মশাইয়ের শরীর ভাল তো? বেশ সময়মত আপনার দেখা পাওয়া গেছে। আগের বার আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় যা উপকার হয়েছিল তার জন্যে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। আপনাকে দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছে—এই এখনকার ব্যাপারটা তেমন কিছু না—আরে আরে, থাক থাক, টুপী খুলে অত ভদ্রতা দেখাবার কি দরকার?

জ্যাকস। বিয়ে করছ নাকি, চালিয়াৎ?

টাচস্টোন। মশাই, বলদের কাঁধে যেমন জোয়াল, ঘোড়ার মুখে মুখস, আর বাজ-পাখীর পায়ে ঘন্টি, তেমনি মানুষের মনে থাকে ইচ্ছে। পায়রা যেমন ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোকরায়, বিয়েটাও ওই ধরনের একটা ঠোকরাণো। কি বলেন?

জ্যাকস্‌। কিন্তু তুমি এ রকম একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক হয়ে শেষে কিনা ভিখিরীর মত গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিয়ে করবে? চার্চে যাও। সেখান থেকে বিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারে এমন একজন পুরোহিতকে ডেকে আন। এ ভদ্রলোক তোমাদের দু'জনের হাতে হাত মিলিয়ে দেবেন, ছুতোররা

যেমন কপাটের তক্তা মেলায়। তারপরে দেখা যাবে একটা তক্তা বেঁকে ছোট হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা কাঠের মত দু'জনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

টাচস্টোন। (স্বগতি) এই লোকটা ছাড়া অন্য যে কাউকে দিয়ে বিয়েটা সারলেই আমার ভাল হবে। একে কিছুতেই আমার মনে ধরছে না। কারণ এ আমাকে ঠিক বিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য ভালভাবে বিয়ে যদি না হয়, পরে আমার বৌকে তালাক দেওয়ার ভালমত একটা অজুহাতও পাওয়া যাবে।

জ্যাকস্। আমার সঙ্গে চল, তোমাকে ঠিকঠাক উপদেশ দিয়ে দিই।

টাচস্টোন। প্রিয়তমা অড্রে, এস, চলে এস। আমরা বিয়ে করব—নইলে একসঙ্গে লুকিয়ে থাকতে হবে। বিদায়, মহাশয় অলিভার, আপনিও আসুন। প্রিয় অলিভার, বীর অলিভার—আপনি দয়া করে কেটে পড়ুন। মানে, এবার আপনি আসুন। আপনার কাছে বিয়ে করছি না। [জ্যাকস্, টাচস্টোন ও অড্রের প্রস্থান

স্যার অলিভার। এতে কিছুই আমার এসে যাবে না। খামখেয়ালী বাঁদরগুলো যতই পেছনে লাগুক না কেন, আমাকে আমার কাজে মারে কে? [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। বনের অন্য প্রান্তে একটা কুটিরের সামনে

[রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার প্রবেশ]

রোসালিণ্ড। আমার সঙ্গে কথা বলবি না, এখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে!

সিলিয়া। বেশ তো, কাঁদ না। তবে একটা কথা মনে রাখিস, ছেলেদের চোখে জল মানায় না!

রোসালিণ্ড। কিন্তু আমার কান্নার কি কোন কারণ ঘটে নি?

সিলিয়া। নিশ্চয়ই ঘটেছে। খুবই ঘটেছে। অতএব এবার কাঁদ।

রোসালিণ্ড। তার মাথার চুলেব রঙটা দেখলেও বোঝা যায় লোকটা কত ফালতু।

সিলিয়া। যা বলেছিস। ওর চুল জুডাসেব চুলের থেকে বাদামী। আর তার চুমুগুলো—সে তো একেবারে জুডাসের মুখের চুমু।

রোসালিণ্ড। যাই বলিস, তার চুলের রঙটা কিন্তু বেশ।

সিলিয়া। চমৎকার রঙ। ওই বাদামী রঙই তো আসল রঙ।

রোসালিণ্ড। আর তার অধরের চুম্বন এত স্নিগ্ধ, এত পবিত্র যে, মনে হয় যেন মহাপ্রসাদ মুখে লাগছে।

সিলিয়া। তা বোধহয় জানিস না যে, ও স্বর্গ থেকে ডায়না দেবীর এক জোড়া ঠোঁট সংগ্রহ করে এনেছে। একজন সন্ন্যাসিনীও শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এমন পবিত্র চুম্বন করে না।

রোসালিণ্ড। কিন্তু আজ সে সকালে আসবে বলে কথা দিয়েও এল না কেন?

সিলিয়া। নাঃ; দেখছি লোকটার হৃদয় বলতে কিছুই নেই।

রোসালিণ্ড। তাও ভাবছিস নাকি?

সিলিয়া। হ্যাঁ, লোকটা হয়ত পকেটমার নয়, ঘোড়াচোরও নয়; কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে তার সততার কথাও যদি বলিস, আমি মনে করি, সে ঢাকা দেওয়া ভাঁড়ের মত কিংবা পোকা খাওয়া বাদামের মত ফাঁপা।

রোসালিণ্ড। তার প্রেমে সত্যি কিছু নেই?

সিলিয়া। থাকবে না কেন, অবশ্য প্রেমে পড়লে—কিন্তু আমার মনে হয় সে প্রেমে

পড়েছে নি।

রোসালিণ্ড। কেন, নিজের কানেই তো শুনলি যে সে শপথ করে বললে যে সে প্রেমে পড়েছিল।

সিলিয়া। 'পড়েছিল' তো 'পড়েছে' নয়। তাছাড়া জানবি, প্রেমিকের শপথ মাতালের কথার থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। দু'জনেই মিথ্যে হিসেব চালাতে ওস্তাদ। এখানে, এই বনে, সে তোর বাবার কাছে, মানে, ডিউকের কাছে কাজ করে।

রোসালিণ্ড। কাল আমার ডিউকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে অনেক কথাও হল। তিনি আমাকে আমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমিও বললাম, তাঁর মতই আমিও উচ্চবংশের। একথা শুনে তিনি হেসে উঠে আমাকে বললেন—যাও। কিন্তু—যখন অরল্যাণ্ডোর মত অমন পুরুষ রয়েছে তখন আর অন্য কাউকে নিয়ে কি কথা বলছি।

সিলিয়া। আহা, কি চমৎকার লোক। কি সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখে। কি ভাল ভাল কথা বলে, কি রকম বড় বড় প্রতিজ্ঞা করে। কি রকম বীরের মত আবার তা ভাঙে একেবারে সরাসরি তার প্রেমিকার হৃদয়ে বিঁধিয়ে দেয়। ঠিক যেন এক বর্শাধারী, যে একধারে কাত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়, তারপরে টাল রাখতে না পেরে আনাড়ী নাইটের মত বর্শাখানাই ভেঙে ফেলে। কিন্তু যৌবন যখন সওয়ারী, তখন বোকাবুদ্ধি যতই তাকে কানে ধরে চালাক না, তার সবই সুন্দর। কেউ আসছে মনে হচ্ছে। [কোরিনের প্রবেশ

কোরিন। দিদিমণি, এই যে মেষপালক দাদাবাবু, যার কথা আপনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, যিনি ভালবাসা দিয়ে আর ফিরে পাননি; ঘাসের ওপরে যাকে আমার সঙ্গে একসঙ্গে—দেমাকী রাখালী মেয়ে, যাকে তিনি ভালবেসেছেন, তার গুনগান করতে দেখেছেন।

সিলিয়া। হ্যাঁ, তার কি হয়েছে?

কোরিন। সত্যিকার নাটকে রঙ্গ যদি দেখতে চান, যার একদিকে ফ্যাকাসে খাঁটি ভালবাসা, আর অন্যদিকে আগুনে দর্প—তবে চলুন আমার সঙ্গে।

রোসালিণ্ড। চল, তবে যাই। হয়তো যুগল-প্রেমিক দেখে প্রেমার্তের মনের খোরাক পেতে পারি। সে-দৃশ্য দেখাতে নিয়ে চল; পরে প্রয়োজন হলে আমিও সে নাটকে যোগ দেব। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য। অরণ্যের অন্য প্রান্ত

[সিলভিয়াস ও ফিবির প্রবেশ]

সিলভিয়াস। ফিবি, আমার ফিবি। তুমি আমাকে দূরে ঠেল না। বল, তুমি আমাকে ভালবাস না—তাও সইব। তবে তা সরাসরি বোল না। পেশাদার ঘাতকেরা, যারা রোজ হত্যা করে, হত্যা দেখে যাদের মন কঠিন, তারাও দণ্ডিতের কাঁধে প্রথমেই কুড়ুল মারে না। সেও আগে ক্ষমা চায়। কিন্তু তুমি কি রক্তপাতে যারা অভ্যস্ত তাদের থেকেও নিষ্ঠুর হবে?

[রোসালিণ্ড, সিলিয়া ও কোরিনের অলক্ষ্যে প্রবেশ

ফিবি। তোমার ঘাতক হতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। তোমাকে আঘাত দিতে চাই না বলে দূরে সরে থাকি। [illegible] কি যেন বলছিলে তুমি? আমার চোখেতে খুন আছে, [illegible]

চুলকো দুর্বল আর কিছু নেই,—যে চোখ ধুলোর ভয়ে পাতা বুজিয়ে ফেলে সবাই তাকে বলবে, কসাই, হত্যাকারী। এখন কিন্তু তোমাকে আমি মনে প্রাণে কটাক্ষ করছি। যদি এই চোখদু'টো জখম করতে পারে, তবে তা তোমাকে হত্যা করুক না। কই, ভিরমি যাওয়ার ভাণ কর। একি, উল্টে পড়নি এখনো। যদি তা না পার তবে ছিঃ, মিথ্যে কথা বোল না যে আমার চোখ দু'টো খুনী। আচ্ছা দেখাও দেখি, কোনখানে কোথায় আমার চোখ তোমাকে বিঁধেছে। সামান্য আলপিন দিয়ে খোঁচা দিলে, তারও কিছু কাটা দাগ থাকে। যদি সামান্য কঞ্চিতে হেলান দাও তাতেও স্পষ্টই জখমের দাগ থাকবে। তাহলে এখন দেখছ তো আমার এ চোখ দিয়ে আমি তোমায় একটুও বিঁধিনি। আমি তো ঠিকই জানি, আমার চোখে সে শক্তিই নেই, যা তোমার বুকে বিঁধতে পারে।

সিলিয়া। ফিবি, প্রিয়তমে, যদি কোনদিন,—সেদিন হয়ত সমাগত—প্রেমের কি শক্তি দেখতে পাও কোন তরুণের মুখে, তাহলে জানতে পারবে, প্রেম তীক্ষ্ণ তীরে কত অজ্ঞাত ক্ষত সৃষ্টি করে।

ফিবি। তবে ততদিন এস না আমার কাছে। সেদিন যদি বা আসে, তাহলে আমায় ঠাট্টার শেলে বিদ্ধ কোর। করুণা চাই না। যেমন তোমাকেও আমি তদ্দিন কোন করুণা করব না।

রোসালিণ্ড। (এগিয়ে এসে) কেন, তা বলবে কি? বলি, কোন মার মেয়ে তুমি, যার জন্যে অপমান করে একই সঙ্গে গর্ব করছ এই হতভাগ্যকে নিয়ে? কেন এত? ওই তো রূপের ছিরি! সত্যি বলতে কি, তোমার যা-রূপ তাতে কারো প্রবৃত্তি হবে না তোমাকে আলো জ্বেলে দেখবার; বরঞ্চ সে অন্ধকারেই শোবে।—তাতেই এত অহংকার? এতখানি নিষ্ঠুরতা? এসবের অর্থ কি? আমার দিকে কেন তাকিয়ে রয়েছ? দুনিয়ার চলতি হাটে সাধারণ পণ্যের চেয়ে তোমাতে আমি বেশি কিছু দেখছি না তো! বোধ হয় গোল্লায় গেলাম। আমাকেও চোখেতে দেখছি ও ধাঁধাঁ লাগাতে চাইছে। ওহে গর্বিতা নারী, শোন, তোমার সে গুড়ে বালি; কালিমাখা ওই ভুরু, রেশমী চুলের গোছা, কালো গোল গোল চোখ আর নরম গাল তবু কোনদিন এই বান্দাকে তোমার পায়ে লোটাতে পারবে না। বোকা মেষপালক ওর পিছে পিছে ঘুরছ কেন? হলহলে প্রচণ্ড বর্ষার মত ঝড়জলে ফোঁসফোঁস করে বলে? নারী হয়ে ও যা, তার চেয়ে পুরুষ হিসেবে হাজার হাজার গুণ ভাল তুমি। তোমরা বোকারা আছ বলে এ জগৎ কুৎসিৎ যত ছেলে-মেয়েতে ভর্তি হয়ে গেল। আয়নায় দেখে নয়, তোমারি দয়ায় ওর এত অহংকার। তোমারি হাতে ভাবে, সত্যি ওকে যা দেখতে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী সে নিজেকে ভাবে। কিন্তু মেয়ে, নিজের কদরটুকু জেন; উপবাসী থেকে, দেবতাকে নতি কর। কারণ, ভদ্রলোকের ভালবাসা পেয়েছ। বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি তোমায়, শোন,—পারলে পায়ে ধর এ লোকের—ওকেই ভালবাস; রাজী হও ও যা বলছে—তাতেই। সবেতে যদি ভুরু কোঁচকাও সেটা কুৎসিত কদর্য হয়। তাহলে মেষপালক, একে বিয়ে কর; সুখে থাক। এবার আসি।

ফিবি। শুনো প্রিয়, পায়ে পড়ি, আমায় [illegible] বকে।

তোমার প্রেমালাপ থাক, বকুনি যেন শুনতে পাই সারাটা জীবন।

রোসালিণ্ড। বেচারা তোমার মত কুরূপার প্রেমে পাগল আর তুমি কিনা আমার মত আমার প্রেমে পড়তে চাও আমার এই বদ্‌মেজাজ দেখেও। যদি তাই হয়, তাহলে যখনি সে ভুরু কুঁচকিয়ে তোমার কথার জবাব দেবে, আমিও তখনি তাকে কথার খোঁচায় বিঁধব! কেন তুমি আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ?

ফিবি। খারাপ কিছু মনে করে তাকাই নি।

রোসালিণ্ড। দোহাই, আমার প্রেমে পোড় না। জানবে মাতালের শপথের থেকেও আমি আরো বেশি মিথ্যুক; তাছাড়া তোমাকে তো আমার পছন্দই হয়নি। কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করছ? এই কাছাকাছি জলপাই বনেতে আমার বাস। কি বোন, যাবি না তুই? ওহে মেষপালক, জোরসে লেগে থাক। আয় বোন। মেষপালিকা গো, ভাল চোখে দেখো ওকে, অহংকার ছাড়। যদিও দুনিয়া-সুদ্ধ লোক দেখছে তোমায়, তবু ওর মত কেউ চোখের দেখায় ঠকেনি। ভেঁড়াগুলো যেখানে চরছে সেখানেই যাই চল। [রোসালিণ্ড, সিলিয়া ও কোরিনের প্রস্থান

ফিবি। এবার বুঝতে পারছি তোমার কথায় কতখানি সত্য ছিল! প্রথম দর্শনে সে আর কি ভালটা বাসল?

সিলভিয়াস। প্রিয়তমা ফিবি।

ফিবি। ও সিলভিয়াস নাকি? বল, কি বলছ।

সিলভিয়াস। ফিবি, তোমার করুণা কি পাব না?

ফিবি। সিলভিয়াস, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে।

সিলভিয়াস। যেখানে দুঃখ আছে সেখানেই দুঃখের আসান। আমাকে প্রেমার্ত দেখে যদি তুমি দুঃখ বোধ কর, তবে ভালবেসে তোমার আর আমার দু'জনেরই মনের দুঃখ দূর করতে পার।

ফিবি। তোমাকে প্রীতির চোখে দেখি, এ ঠিক বন্ধুকে ভালবাসার মত।

সিলভিয়াস। তোমাকে যে পেতে চাই।

ফিবি। ছিঃ ছিঃ, এ চাওয়া নিছক লোভ। সিলভিয়াস, এককালে তুমি ছিলে চক্ষুশূল! এখনো যে তোমাকে আমি ভালবাসি তাও বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু তুমি অত ভাল প্রেমালাপ কর, তোমার সংসর্গ, আগে যা বিরক্তিকর ছিল, এখন থেকে তা সহ্য করব। কাজেতেও লাগাব তোমাকে। কাজ করতে পাচ্ছ বলে তুমি যে আনন্দ পাবে, তার বেশি কিছু প্রতিদান প্রত্যাশা কোর না।

সিলভিয়াস। কি পবিত্র নিরঙ্কুশ আমার এ ভালবাসা, অথচ তোমার কৃপাদৃষ্টি থেকে আমি কি বঞ্চিত! ভাবব, আমি যেন ক্ষেতের অঢেল ফসল লাভ করেছি। কখনো সখনো ছড়িয়ে দিও এক আধ টুকরো; বেঁচে থাকব সেই ভরসায়।

ফিবি। যে ছোকরা আমার সঙ্গে কথা বলছিল তাকে জান নাকি?

সিলভিয়াস। খুব ভাল চিনি না, তবে দেখি মাঝে মাঝে। ও-ই তো ঘরদোর জমিজমা সব কিনে নিয়েছে, এককালে যার মালিকানা ছিল বুড়ো চাষীর।

ফিবি। তার কথা জানতে চাই বলে ভেব না যে তাকে আমার ভালবাসি। বয়সে সে ছোকরা তবু কথা বলে কিন্তু বেশ। তবে আমি কি কারো কথার ধার ধারি? তবুও কথাই মনে দাগ রেখে যায়। যখন কেউ কথা বলে, যে কথা শোনে তার মন ভোলায়। ছোকরাকে দেখতে ভাল; যদিও আহামরি কিছু নয়। কিন্তু দম্ভ

আছে। ওর দেমাকটা জানিয়ে যায় সব সময়। বড় হলে সুপুরুষ হবে। ওর গায়ের রঙটা ভাল। তার মুখের কথার ধার যত আগে বেঁধে, তারও আগে তার চোখ তা সারিয়ে দেয়। খুব বেশি লম্বা নয়, তবে বয়স আন্দাজে ঠিক। পা দু'খানা মোটামুটি, তবে মন্দ নয়। দেখলাম ঠোঁট দুটো সুন্দর-লাল; গালেতে যে লাল আভা আছে তার থেকে একটু গাঢ়। অনেকটা লালে আর দুধে আলতায় যেমন পার্থক্য—তেমনি। সিলভিয়াস, এমন অনেক মেয়ে রয়েছে যারা আমার মতন করে ওকে খুঁটিয়ে দেখলে প্রায় ওর প্রেমে পড়ে যেত। তবে আমার বেলায় মাঝামাঝি। আমি ওকে ভালওবাসিনা আবার ঘৃণাও করিনা, যদিও আমার পক্ষে ভালবাসার থেকে হেনস্তা করাই বেশি উচিত হত। কারণ, কিসের জন্যে আমাকে সে বকুনি দিয়ে গেল? বললে, আমার চোখ কালো, আমার চুল বাজে। এখন বুঝতে পারছি, আমাকে সে তাচ্ছিল্য করতে চায়। ভেবে অবাক লাগছে, কেন তাকে উত্তর দিইনি। যাক, সব একই কথা। হয় ভুলে যাওয়া নয়তো নিজে ভোলা। একখানা চিঠি লিখতে হবে ওকে খোঁচা দিয়ে; তুমি সেটা নিয়ে যাবে। যাবে তো, সিলভিয়াস?

সিলভিয়াস। ফিবি, আনন্দ করেই নিয়ে যাব।

ফিবি। সরাসরি লিখে ফেলি তবে। যা লিখব, তার কিছুটা এখনি মাথায় এসেছে। কঠিন কথা বিনা ভনিতায় শোনাব। চলে এস, সিলভিয়াস। [প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। আর্ডেনের বনভূমি

[রোসালিণ্ড, সিলিয়া ও জ্যাকসের প্রবেশ]

জ্যাকস্। এস হে সুশ্রী যুবক, তোমার সঙ্গে একটু জমিয়ে আলাপ করি।

রোসালিণ্ড। লোকে বলে, আপনি নাকি সব সময় মুখ হাঁড়ি করে থাকেন।

জ্যাকস্। হ্যাঁ, হে হুল্লোড়ের চেয়ে গম্ভীর হয়ে থাকতে আমার ভাল লাগে।

রোসালিণ্ড। এ দু'টোর যে-কোনটায় যারা বাড়াবাড়ি করে তারা খারাপ লোক, সাধারণত লোকে তাদের মাতালদের থেকেও খারাপ চোখে দেখে।

জ্যাকস্। কেন, মুখ বুজে গম্ভীর হয়ে থাকা ভাল নয় কি?

রোসালিণ্ড। তাই যদি, তাহলে তো একটা পাথরের পিলার হওয়াও ভাল।

জ্যাকস্। আমার গাম্ভীর্য পণ্ডিতদের মত নয়, যার মূলে আছে হিংসে; ওস্তাদ গাইয়ের মতও নয়, যার গাম্ভীর্য খামখেয়ালীপনা; সভাসদদের মতও নয়, অহংকার থেকে যার জন্ম; সৈনিকদের মতও নয়, যার গোড়ায় থাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা; উকিলদের মতও নয়, যারা সুবিধা বুঝে গম্ভীর হয়; মেয়েদের মতও নয়, যার কারণ তাদের খুঁতখুঁতে স্বভাব; কিংবা প্রেমিকদের মতও নয় যাদের মধ্যে এসব কারণই থাকে। আমার গাম্ভীর্য আমার নিজের। অনেক কিছু থেকে একটু একটু আহরণ করে তা তৈরী। আসলে, নানা জায়গায় আমি যে ঘুরে বেড়িয়েছি তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে করতে আমার মন এমনি বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে ভরে যায়।

রোসালিণ্ড। ও, আপনি খুব ঘুরে বেড়ান বুঝি? তাহলে অবশ্য আপনার মুখ হাঁড়ি করে থাকার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাবছি, আপনি অপরের জমিজমা দেখবার জন্যে নিজের সব জমিজমা বিক্রী করে দেন নি তো। তাহলে, এই

অন্যের দেখা অথচ নিজের বলতে কিছুই না থাকা, এতো বাদশাহী চোখ কিন্তু ভিখিরীর হাতের মতই মনে হচ্ছে।

জ্যাকস্। হ্যাঁ, সে দিক থেকে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

রোসালিণ্ড। আর এই অভিজ্ঞতার ফল হয়েছে আপনার হাঁড়ি মুখ। আমি বরং হাসি-খুশী থাকতে একটা নিরেট বোকা হয়ে থাকব, তবু অভিজ্ঞতার ফলে হাঁড়িমুখ হব না; সুতরাং সেই অভিজ্ঞতার জন্যে আমার ঘুরে বেড়িয়েও কাজ নেই। [অরল্যাণ্ডোর প্রবেশ

অরল্যাণ্ডো। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নাও, প্রিয়তমা রোসালিণ্ড। সুখী হও।

জ্যাকস্। যদি তোমরা কাব্য করতে থাক তবে আমার আর দরকার নেই বাবা, আমি এখান থেকে সরে পড়ি।

রোসালিণ্ড। বিদায় মরশুমী পর্যটক; নমস্কার। দেখবেন, কথা বলার ধরনটা যেন ভাঙা ভাঙা হয়, পোষাক পরবেন অদ্ভুত, নিজের দেশের কোন কিছুকেই ভাল বলে স্বীকার করবেন না, যে দেশে জন্মেছেন সে দেশকে ভুলেও ভালবাসবেন না, আর আপনাকে ঐ রূপ দিয়েছেন বলে বিধাতাকে অভিশাপ করতে ছাড়বেন না। যদি তা না করেন তা হলে আমি ভাবতেই পারব না যে আপনি দেশ বিদেশে ঘুরেছেন। [জ্যাকসের প্রস্থান] তারপর, কি খবর অরল্যাণ্ডো? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি না প্রেমিক! আবার যদি এরকম বেয়াদপি কর তাহলে আমার চোখের সামনে কখনো এস না।

অরল্যাণ্ডো। সুন্দরী রোসালিণ্ড, যখন আসব কথা দিয়েছিলাম সে সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যেই তো এসেছি।

রোসালিণ্ড। প্রেমের কথায় এক ঘণ্টা দেরী! একটা মিনিটকে হাজার অংশে ভাগ করে সেই হাজার অংশের সামান্য একটা অংশও যে প্রেমের ব্যাপারে দেরী করে বলা যেতে পারে কামদেবের তীর তার ঘাড় ঘেঁষে গেছে। আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে সে তীর তার হৃদয়ে বেঁধেনি।

অরল্যাণ্ডো। প্রেয়সী রোসালিণ্ড, আমাকে মাপ করে দাও।

রোসালিণ্ড। উঁহু, অত যদি কুঁড়ে হও, তাহলে আমার সামনে আর আসবে না। তোমার বদলে একটা শামুক যদি আমায় ভালবাসতে আসে তবে সেও আমার কাছে ভাল।

অরল্যাণ্ডো। শামুক!

রোসালিণ্ড। হ্যাঁ, শামুকই তো। যদিও সে আসে আস্তে আস্তে, তবু তার আস্তানাটা সে সঙ্গে নিয়েই আসে। তোমরা মেয়েদের যা দিতে পার তার থেকে আমার তো মনে হয় এ উপহার অনেক ভাল। তাছাড়া তার নিজের ভাগ্যটাকেও সে সঙ্গে করেই আনে।

অরল্যাণ্ডো। সে কি রকম?

রোসালিণ্ড। কেন, হরিণের শিঙ্। তোমার মত হরিণরা নিজেদের স্ত্রীদের দয়ায় তা পেয়ে খুশী হয়। অথচ শামুক আসে তার ভাগ্যফল কপালে সেঁটে। তার স্ত্রীর বদনামের জন্যে সে তৈরি হয়েই থাকে।

অরল্যাণ্ডো। সতীত্বে শিঙ্ গজায় না, আর আমার রোসালিণ্ড তো সতীসাধ্বী।

রোসালিণ্ড। এবং আমিই তোমার রোসালিণ্ড।

সিলিয়া। ইয়ার্কি; ও তোকে ওই বলে ডাকছে, কিন্তু আসলে তোর থেকে

অনেক ভাল দেখতে একজন রোসালিণ্ড ওর আছে।

রোসালিণ্ড। কৈ এস; প্রেম নিবেদন শুরু কর। আমি এখন ভাল মেজাজে আছি, হয়ত তোমার অনেক আবদারেই রাজী হয়ে যেতে পারি। আচ্ছা, আমিই যদি তোমার সেই রোসালিণ্ড হতাম তাহলে এখন আমায় কি বলতে?

অরল্যাণ্ডো। প্রথমেই তোমাকে একবার চুমু খেতাম।

রোসালিণ্ড। না না, চুমু নয়; আগে কিছু কথা বল। তারপর যখন বলার মত কথা আর খুঁজে পাবে না, তখন না হয় চুমু খেও। দেখনি, খুব ভাল ভাল বক্তারাও যখন কথার খেই হারিয়ে ফেলে, তখন থুতু ফেলতে থাকে। ভগবান না করুন, প্রেমিক-দের মুখে যখন কথা যোগায় না তখন সব থেকে সহজ কাজ হচ্ছে চুমু খাওয়া।

অরল্যাণ্ডো। যদি চুমু খেতে না দেয়?

রোসালিণ্ড। না দিলে তোমাকে মিনতি জানাতে হবে। আর তাহলেই কথা বলার নতুন অছিলা পেয়ে যাবে।

অরল্যাণ্ডো। নিজের প্রেয়সীর সামনে দাঁড়িয়ে কে আর বোকা হয়ে যায়?

রোসালিণ্ড। কেন, আমি যদি তোমার প্রেয়সী হতাম, তাহলে তুমিই বোকা হতে। তা না হলে আমি ভাবতাম হয়তো আমি যতটা সাধ্বী ততটা রসিকা নই।

অরল্যাণ্ডো। সে কি, আমি বোকা হয়ে যেতাম!

রোসালিণ্ড। যদিও একেবারে নির্বোধ হতে না তবে ক্যাবলা হতে ঠিকই। কি, আমি তোমার রোসালিণ্ড নই?

অরল্যাণ্ডো। তোমাকে সে বলে ভাবতেও খানিকটা আনন্দ হয়; কারণ আমার মন চায় সব সময় তার বিষয়ে কথা বলতে।

রোসালিণ্ড। তাহলে তার হয়ে আমি বলছি, তোমাকে আমি চাই না।

অরল্যাণ্ডো। তাহলে আমার হয়ে আমাকেই মরতে হচ্ছে।

রোসালিণ্ড। উঁহু, তা হচ্ছে না, মরবার জন্যে অন্য কাউকে চাই। এই পৃথিবীটার বয়স হল, হাজার ছয়েক বছর এর মধ্যে একজন লোকও মরেনি; মানে শুধুমাত্র ভালবাসার জন্যে মরেনি। গ্রীকদের গদার ঘায়ে ট্রয়লাসের মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে গেল; অথচ আগে মরবার জন্যে সে তার যথাসাধ্য করেছিল। ওই ট্রয়লাসও ছিল আদর্শ প্রেমিক। আর লিয়াণ্ডার হিরো সন্ন্যাসিনী হবার পরও বহু বছর ভালভাবেই বেঁচে থাকতে পারত যদি না গ্রীষ্মের সেই গুমোট গরমের রাতটা আসত, যেদিন অসহ্য গরমে সে হেলেসপন্টে স্নান করতে যায়, সেখানে তার আয়ু আসে ফুরিয়ে। ফলে সে জলে ডুবে মরে। আর সে যুগের আহম্মক পুরাণকারেরা সেস্টস'এর হিরোকেই তার মরবার কারণ বলে রটাল। এ সব কিন্তু বাজে কথা। সময়ে সময়ে লোকেরা মরেছে ঠিকই, পোকা-মাকড়ের খোরাক যুগিয়েছে, তাও ঠিক—তবে তা ভালবাসার জন্যে মোটেই নয়।

অরল্যাণ্ডো। আমার সত্যিকারের রোসালিণ্ডের কাছ থেকে এইরকম মনোভাব আমি মোটেই চাই না। এ কথা আমি জোর দিয়ে বলছি যে, সে একটু ভুরু কোঁচকালেই আমার প্রাণ যাবে।

রোসালিণ্ড। আমি ভালভাবেই জানি, তাতে একটা মাছিও মারা পড়বে না। এবারে চলি; এখন আমি অনেক খোস মেজাজের রোসালিণ্ড হচ্ছি। বল, কি চাও? আমি মঞ্জুর করে দিচ্ছি।

অরল্যাণ্ডো। আমাকে তবে ভালবাস রোসালিণ্ড।

রোসালিণ্ড। আচ্ছা, বেশ। বাসব, শুক্র, শনি সব, সব বারে। বারে বারে বাসব।

অরল্যাণ্ডো। তুমি কি আমায় গ্রহণ করবে?

রোসালিণ্ড। হ্যাঁ করব, তোমার মত বিশজন অরল্যাণ্ডো এলেও গ্রহণ করব।

অরল্যাণ্ডো। সে কি কথা?

রোসালিণ্ড। কেন, তুমি কি ভাল লোক নও?

অরল্যাণ্ডো। আশা করি তো।

রোসালিণ্ড। ভাল জিনিস তাহলে বেশি করে চাইতে বাধা কিসের? আয় বোন, তুই আমাদের পুরুত হয়ে বিয়ে দিয়ে দে। অরল্যাণ্ডো, তোমার হাতখানা দাও।

অরল্যাণ্ডো। দোহাই তোমাকে, আমাদের বিয়ে দাও।

সিলিয়া। আমি যে মন্তর জানি না।

রোসালিণ্ড। শুরু করবি এভাবে 'অরল্যাণ্ডো, তুমি কি—'

সিলিয়া। আচ্ছা, ঠিক আছে। অরল্যাণ্ডো, তুমি কি এই রোসালিণ্ডকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে?

অরল্যাণ্ডো। হ্যাঁ করব।

রোসালিণ্ড। করবে তো বুঝলাম, কিন্তু কি করে করবে?

অরল্যাণ্ডো। এখনি। যত তাড়াতাড়ি ও আমাদের বিয়ে দিতে পারবে।

রোসালিণ্ড। তাহলে তোমার বলা উচিৎ,—'রোসালিণ্ড, তোমাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করছি।'

অরল্যাণ্ডো। রোসালিণ্ড, তোমাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করছি।

রোসালিণ্ড। তোমার গ্রহণ করার কি অধিকার আছে একথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম; কিন্তু থাক। অরল্যাণ্ডো তোমাকে আমি পতিরূপেই গ্রহণ করলাম। দেখলে এ পাত্রী পুরুতের আগে চলে। আর সত্যই তো মেয়েরা কাজ করার অনেক আগেই ভেবে রাখে।

অরল্যাণ্ডো। ভাবনা মাত্রই তাই; ভাবনার যে ডানা আছে।

রোসালিণ্ড। এবারে বল দেখি, তাকে পাবার পর কতদিন তাকে বুকের কাছে রেখে দেবে?

অরল্যাণ্ডো। কেন অনন্তকাল ধরে।

রোসালিণ্ড। 'অনন্তকাল'টা বাদ দিয়ে শুধু বল 'আজ'। না, না, অরল্যাণ্ডো, পূর্বরাগের সময় পুরুষেরা হয় ফাগুন মাস, আর বিয়ের পরই হয়ে যায় পৌষ মাস। কুমারী বেলায় মেয়েদের মনে বসন্ত ভর করে, কিন্তু বধূ হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রঙ পালটে যায়। একটা কাকাতুয়া পায়রা তার বৌকে সব সময় যেমন চোখে চোখে রাখে, আমি তার থেকেও বেশি সতর্ক দৃষ্টি তোমার ওপর রাখব। বৃষ্টি আসতে দেখে টিয়া যেমন চেঁচামেচি করতে থাকে, তেমনি আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচাব। নতুন হুজুগে মেতে উঠতে বাঁদরের চেয়েও বেশি চিৎকার করব; আর মনের ইচ্ছে পূরণ করতে মর্কটদের থেকেও কাণ্ডজ্ঞানহীন হব। শুধু শুধুই কাঁদব, যেমন কাঁদে ফোয়ারায় বসানো ডায়নার মূর্তি। আর কাঁদব তখনি, যখন তুমি বেশ হাসি-খুশী থাকবে: হায়নার মত হাঃ হ্যাঃ করে হাসব, আর হাসব তখনি, যখন তোমার চোখ জড়িয়ে ঘুম আসবে।

অরল্যাণ্ডো। কিন্তু তোমার রোসালিণ্ডও কি তাই করবে ?

রোসালিণ্ড। আমার মনের দিব্যি, সেও ঠিক আমার মতই করবে।

অরল্যাণ্ডো। কিন্তু সে তো চতুরা।

রোসালিণ্ড। তা হলে এসব করার মত বুদ্ধিই তো তার থাকত না। যার যত বুদ্ধি সে ততই পাগল। মেয়েদের বুদ্ধিকে দরজা বন্ধ করে রাখ, দেখবে তা জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জানালা বন্ধ করবে, তা দরজার চাবির ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সেটাও বন্ধ কর, চিমনি দিয়ে ধোঁয়ার মত উড়ে আসবে।

অরল্যাণ্ডো। রোসালিণ্ড, ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি।

রোসালিণ্ড। না, না! প্রিয়তম, দু'ঘণ্টা তোমাকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারব না।

অরল্যাণ্ডো। ডিউকের খাবার সময় আমায় হাজির থাকতে হবে। দু'ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে আসব।

রোসালিণ্ড। যাও, যেখানে খুশী যাও। শেষ পর্যন্ত তুমি কি দাঁড়াবে তা আমি জানতাম। আমার বন্ধুরাও তাই বলাবলি করছিল; আমিও তোমাকে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করিনি। তোমার তোষামুদি-বুলিতে আমি ভুলেছিলাম মাত্র। আরও একজনের কপাল পুড়ল, এই যা। আর কেন, এবার মরে জ্বালা জুড়োই! দু'টোর সময় আসছ তো ?

অরল্যাণ্ডো। হ্যাঁ রোসালিণ্ড, প্রিয়তমা।

রোসালিণ্ড। তাহলে শোন, ভগবানের দিব্যি, সত্যি সত্যি বুকে হাত দিয়ে বলছি, মারাত্মক নয়, এমন যত দিব্যি আছে, সব দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি যদি কণামাত্র তোমার কথা ভঙ্গ কর, কিংবা যে সময় বললে তার এক মিনিটও দেরী কর, তাহলে আমি ভাবব তোমার মত এমন নিষ্ঠুর, মিথ্যুক, এমন অন্তঃসারশূন্য প্রেমিক দুনিয়ায় আর একটিও নেই। ভাবব, যাকে তুমি রোসালিণ্ড বলে ডাক মোটেই তুমি তার উপযুক্ত নও; ভাবব, সাধারণ পুরুষেরা যেমন অবিশ্বাসী তুমিও তেমনি। অতএব আমার অভিশাপের কথা মনে রেখে যা কথা দিয়ে যাচ্ছ তা রাখতে চেষ্টা কোর।

অরল্যাণ্ডো। তুমি যদি সত্যি আমার রোসালিণ্ড হতে তাহলে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে কথা রাখতাম তার চেয়ে কিছু কম রাখব না। তাহলে এখন আসি, কেমন।

রোসালিণ্ড। ঈশ্বরই আদিম বিচারক, এই ধরনের অপরাধীদের তিনিই বিচার করেন, তিনিই বিচার করুন। বেশ, তবে এস। [অরল্যাণ্ডোর প্রস্থান

সিলিয়া। প্রেম নিয়ে যা সব আজেবাজে বকলি তাতে আমাদের নারীত্বেরই অপমান। তোর ওই কোট প্যাণ্টগুলো খুলে ফেলা দরকার। পৃথিবী দেখুক তুই মেয়ে হয়ে মেয়েজাতের মুখে কিরকম চুন-কালি দিচ্ছিস।

রোসালিণ্ড। বটে! ওরে আমার ছোট্ট বোনটিরে; যদি জানতিস, আমার এ প্রেম কত গভীর! কিন্তু এর গভীরতা যে মাপা যাবে না। ওরে, আমার এ প্রেমসাগরের তল কোথায় তা কেউ বলতে পারবে না, ঠিক পোর্তুগাল উপসাগরের মত।

সিলিয়া। কিংবা তার তল বলে কিছুই নেই। তাই যত তাড়াতাড়িই প্রেমবারি সিঞ্চন কর না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তা তলিয়ে যাচ্ছে।

রোসালিণ্ড। না, মোটেই তা নয়। আমি যে কি গভীর প্রেমে পড়েছি তা বিচার

করুক ভেনাসের সেই বজ্জাত ছেলেটা, যার জন্মলগ্নে খামখেয়াল, বিষাদ আর পাগলামি মিশে ছিল ; সেই পাজী কানা ছোঁড়াটা, যার নিজের চোখ নেই বলে আর সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াত। আলিএনা, আমি তোকে বলে দিচ্ছি, অরল্যাণ্ডোকে চোখের বাইরে রেখে আমি থাকতে পারব না। উঃ একটু ছায়ার সন্ধানে যাই ; যতক্ষণ সে না আসে, বসে বসে দুঃখ করি।

সিলিয়া। আমি একটু শুতে চললাম। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি

[জ্যাকস্, লর্ডগণ ও বনবাসীদের প্রবেশ]

জ্যাকস্। হরিণটা মারল কে?

একজন লর্ড। আমিই মেরেছি, মশাই।

জ্যাকস্। বিজয়ী রোমান বীরের মত ওকে নিয়ে ডিউকের কাছে যাই চল। জয়চিহ্ন হিসাবে হরিণের শিঙ দুটো ওর মাথায় গেঁথে দিলে আরো ভাল হয়। কি হে ছোকরা, এই উপলক্ষ্যে তোমাদের কোন গান নেই?

বনবাসী। হ্যাঁ, আছে।

জ্যাকস্। তবে গাও। সুর যেমন তেমন হোক, একটা চেঁচামেচি হলেই চলবে। [গান গাইতে গাইতে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি

[রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার প্রবেশ]

রোসালিণ্ড। এখন তো দু'টোই বাজে, না? দেখলি, অরল্যাণ্ডো এল না।

সিলিয়া। আমি তোকে বলে দিলাম বুক ভর্তি খাঁটি ভালবাসা আর মগজ ভর্তি দুর্ভাবনা নিয়ে তীর-ধনুক হাতে সে বেরিয়ে গেছে ; বেরিয়ে গিয়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। [সিলভিয়াসের প্রবেশ

সিলভিয়াস। সুশ্রী যুবক, আমি আপনারই কাছে এলাম—আমার প্রেমিকা ফিবি বলেছে আপনাকে এটা দিতে। (পত্রদান) অবশ্য, জানি না, এতে কি লেখা আছে। তার কোঁচকানো ভুরু আর রুক্ষভাব দেখে—চিঠিটা লিখতে গিয়ে যা ফুটে উঠছিল—তা থেকে বুঝেছি এই চিঠি রাগ করে লেখা। আমাকে মাপ করবেন, নির্দোষ দূত ছাড়া আমি আর কিছুই নই।

রোসালিণ্ড। ধৈর্য নিজেই এই চিঠি পেয়ে হতবাক হত। এ সহ্য করা মানে তো সবই সয়ে যাওয়া। সংযম বাঁধ মানছে না। লিখেছে সে, আমি কুশ্রী, ব্যবহার জানি না। বলেছে; আমি দাম্ভিক, আমাকে সে ভালবাসতে পারবে না। আশ্চর্য, তার প্রেম যেচে যেচে পাগল হইনি তো আমি। তবে কেন আমাকে এভাবে লেখা ; মেষপালক, বুঝেছি, এ কোন ছেলের ষড়যন্ত্র ; এ লেখা পুরুষের হাতের।

সিলভিয়াস। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না কি এতে লেখা আছে। তাছাড়া এ চিঠি ফিবিরই লেখা।

রোসালিণ্ড। ঢের হয়েছে, তুমি একটা আস্ত ছাগল। প্রেমে পড়ে একেবারে গোল্লায় গেছ। আমি নিজে দেখেছি তার হাত চড়াপড়া চৌয়াড়ে লালচে চামড়ার মত। আমি ভেবেছিলাম, বুঝি পুরনো দস্তানা পড়ে আছে, কিন্তু তা না, ওর হাতই ঐ রকম। ও হাত গিন্নীর হাত। থাক যা হবার হোক গে। আমি বলি, এ

চিঠি ও মেয়ের মাথা থেকে কখনো আসেনি ; এ কোন ছেলের ষড়যন্ত্র ; এ লেখা পুরুষের হাতের।

সিলভিয়াস। বলছি তো তারই লেখা।

রোসালিণ্ড। কি নিষ্ঠুর, কি রূঢ় এই লেখার ধরন ; যেন যুদ্ধে আহ্বান করছে। তাড়া করছে আমাকে--যেন খৃষ্টানদের তাড়াচ্ছে তুর্কীরা। মেয়েদের ঠাণ্ডা মাথা থেকে এই রূঢ় ভাষা পাষণ্ডের মত কখনো হতে পারে না। কালিমাখা এইসব কথা, কার্যত যা বেশি কালো। চিঠিটা শুনবে তুমি ?

সিলভিয়াস। বলেন তো শুনি ; তবে আমি জানিই না যে কি আছে এ চিঠিতে। অবশ্য ফিবির নির্মম কথা অনেকবার শুনেছি।

রোসালিণ্ড। আমার ওপরে মাতব্বরী। পিশাচী কি লিখেছে দেখ।

'রাখালের রূপধারী কে তুমি দেবতা
কুমারী হৃদয় দহ এ কি গো শঠতা ?'

কোন নারী এভাবে গালাগালি লিখতে পারে ?

সিলভিয়াস। গালাগালি বলছেন একে ?

রোসালিণ্ড। (পাঠ) "দেবতার স্বভাবটা ত্যাগ করে কেন
রমণীর হৃদয়েতে হানো শেল হেন ?"

এ রকম গালিগালাজ শুনেছ নাকি ?

'মানুষের আঁখি যবে সেধেছে আমাকে
পড়িনি তখন আমি কোনই বিপাকে।'--

বলতে চাইছে আমি জন্তু।

'ও আঁখির ঘৃণা-বিষ যদি তাহা পারে
আমার পরানে যদি প্রেম জাগাবারে ;
না জানি, তাহলে হায় আশ্চর্য অপার
প্রীতিকরা দৃষ্টি—কি সে করিত আমার।
তুমি কহ রূঢ় ভাষা—আমি ভালবাসি
কি হত— কহিলে কথা মিশাইয়া হাসি।
প্রেমপত্র লয়ে দিন যে যায় বহিয়া
কে জানে কাহার প্রেমে পূর্ণ এই হিয়া।
তার কাছে পত্রে মোরে জানাইও প্রিয়
কামনা তোমার আর এ প্রেম মথিয়।
নেবে কিনা পাত্রভরে মোর দেহ মন
সর্বস্ব তোমারে আজ করিনু অপণ।
না নিলে জানিয়ে দিও ওরই হাতে হাতে
তাহলে মরণ চিন্তা করব দিনে রাতে।"

সিলভিয়াস। একে খারাপ বলছেন কেন ?

সিলিয়া। ওরে বোকা মেষপালক—

রোসালিণ্ড। ওর জন্যে তোমার মায়া হচ্ছে ? কোন সহানুভূতি ওর প্রাপ্য নয়। এই ধরনের মেয়েকে তুমি ভালবেসেই চলবে ? তোমাকে দিয়ে যে যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নিচ্ছে, সমানে তোমার সঙ্গে যে মিথ্যাচার করে চলেছে, তাকে

ভালবাসতেই হবে! এ অসহনীয়। শোন, তার কাছে চলে যাও,—যাবে তো বটেই—কারণ প্রেমের দৌলতে তোমার পরিণতি হয়েছে তো একটা পোষা হেলে সাপের মত। ফিরে গিয়ে ত'কে বলবে, যদি সে আমাকে ভালবাসে তাহলে আমার আদেশে তোমাকে যেন সে ভালবাসে; যদি সে না ভালবাসে তাহলে, তাকে আমি কখনো পাত্তা দেব না, যদি না তুমি এসে তার জন্যে ধরাধরি কর। যদি তুমি সত্যিকারের প্রেমিক হও—আর কোন কথা নয়, চট্‌পট্‌ ভেগে পড়। কারণ এদিকে কে যেন আসছে। [সিলভিয়াসের প্রস্থান। অলিভারের প্রবেশ

অলিভার। নমস্কার সুহৃদবর্গ। এ বনের ধারে পাশে কোথায় জলপাই গাছে ঘেরা রাখালের কুটির আছে বলতে পারেন?

সিলিয়া। এখান থেকে পশ্চিমে, পাশের ও খাদটার নিচেই আছে। কুলকুল নদীর ধারে বেতের যে ঝাড়গুলো দেখবেন, তা যদি ডানহাতি রেখে যান, তবে সোজা গিয়ে পৌঁছবেন। কিন্তু সেই কুটির তো খালি; ভেতরে তো কেউ নেই।

অলিভার। মুখের কথার সূত্রে যদি ঠিক মত চেনা উচিত হয় তাহলে বর্ণনামত আপনাদেরই চেনা উচিত। তেমনি সাজ, বয়সও ঠিক ঠিক।—'ছেলেটি সুন্দর, মুখে মেয়েলী আদল, হাবেভাবে দেখায় যেন সে বড় দিদি। সঙ্গের মেয়েটির রং একটু কালো। তার ভাইয়ের থেকে সে মাথায় কিছুটা খাটো।' আচ্ছা আমি যে বাড়ী খুঁজছি আপনারাই কি তার মালিক।

সিলিয়া। যখন জানতেই চাইছেন তখন স্বীকার করতেই হচ্ছে।

অলিভার। আপনাদের উভয়কে অরল্যাণ্ডো স্মরণ করেছে। আর যে তরুণটিকে রোসালিণ্ড বলে সে ডাকত—তাকে এই রক্তাক্ত রুমাল পাঠিয়ে দিয়েছে। আপনিই কি সেই?

রোসালিণ্ড। হ্যাঁ, আমিই সে। কিন্তু কি বুঝব এর থেকে?

অলিভার। আমার কিছু কলঙ্ক। যদি আমার বিষয়ে জানতে চান তাহলে বলছি; কি রকম লোক আমি, কি করে, কোথায়, কেন এ রুমাল রক্তমাখা হল।

সিলিয়া। অনুগ্রহ করে তা বলুন।

অলিভার। শেষবার অরল্যাণ্ডোযখন আপনাদের ছেড়ে গেছে তখন কথা দিয়ে গিয়েছিল যে দু' ঘণ্টার মধ্যে আবার সে ফিরে আসবে; তাই তো? সে বনের ভেতরে ঘুরে ফিরে তিক্ত ও মধুর ভাবনায় মশগুল ছিল। একপাশে চাইতেই দেখে,—চোখের সামনে সে কি দৃশ্য দেখা দিল! এক ওক গাছ, তার ডালপালা বয়সের শেওলায় ভরা, শুকনো বার্ধক্যের চাপে উঁচুতে তার মাথাটা একেবারে ন্যাড়া। তার নীচে জীর্ণবাস, শুকনো মুখ নিয়ে চুলদাড়ি ভর্তি এক হতভাগা চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার গলায় জড়ানো এক ডোরাকাটা সোনালী সবুজ সাপ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে দংশনের অপেক্ষায়। কিন্তু হঠাৎ অরল্যাণ্ডোকে দেখতে পেয়ে গলা থেকে পাক খুলে এঁকে বেঁকে সেটা পালিয়ে গেল একটা ঝোপের মধ্যে। সে ঝোপের ছায়ার আড়ালে খিদেতে পালান একটা শুকনো সিংহী বসেছিল গুড়ি মেরে, মাথাটা মাটিতে রেখে, বেড়ালের মত ওত পেতে,—ঘুমন্ত লোকটা নড়ে উঠবে কখন. সেই আশায়। কেননা, পশুজাতের এমনি এটা একটা রাজসিক স্বভাব যে মড়ার মত কেউ পড়ে থাকলে সে তাকে ছোঁয় না। এই সব লক্ষ্য করে অরল্যাণ্ডো লোকটার কাছে গিয়ে দেখে যে সে তার

নিজেরই ভাই—বড় দাদা।

সিলিয়া। বুঝেছি, সে ভাইয়ের কথা তাকে বলতে শুনেছি। তার বর্ণনায় সে তো অতি অমানুষ ;

অলিভার। ঠিক তাই, সে যে অমানুষ ছিল তা আমি ভালমত জানি।

রোসালিণ্ড। অরল্যাণ্ডোর কথা বলুন ; ক্ষুধার্ত সিংহীটার খাদ্য হিসাবে তাকে রেখে সে কি পালিয়ে গেল ?

অলিভার। দু'দুবার তাই হোক ভেবে সে ফিরেছে। প্রতিহিংসা থেকে যা মহৎ, সেই দয়ার টানে এবং রক্তের টানে, অবশেষে তাকে লড়াইয়ে নামাল সিংহীটার সাথে। কিন্তু অচিরেই ওটা ধায়েল হল ; আর সেই চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল ঘোর বিষাদের মধ্যে।

সিলিয়া। আপনিই কি তার ভাই নাকি ?

রোসালিণ্ড। আপনাকে সে বাঁচিয়েছে ?

সিলিয়া। আপনিই না তাকে কতবার মারবার ফন্দী এঁটেছিলেন ?

অলিভার। আমিই সে, অথচ সে আমি নই ! যা ছিলাম তা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই। এ নবজন্মে আমি যা হয়েছি তার স্বাদ সত্যি আলাদা।

রোসালিণ্ড। কিন্তু এই রক্তমাখা রুমাল কিসের ?

অলিভার। বলছি। আমরা দু'জনে মিলে আদ্যপান্ত ঘটনা দু'জনকে বললাম। চোখের জলে ভেজা বিবরণ। কি করে আমি এলাম এ নির্জন বনে তাই। মোট কথা, আমাকে সে ডিউকের কাছে নিয়ে গেল। নতুন পোষাক আর প্রচুর খাবার দিয়ে তিনি আমাকে ভাইয়ের সেবা যত্নের ভার দিলেন। আমাকে সে তৎক্ষণাৎ তার গুহায় নিয়ে গেল। সেখানে জামাটা খুলে দেখে যে সিংহীটা তার হাতের খানিকটা মাংস তুলে নিয়েছে আর সেই ক্ষত থেকে অনবরত রক্ত ঝরছে। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল—সে মুহূর্তে শুধু 'রোসালিণ্ড' নামটা উচ্চারণ করেছিল। অল্প কথায়, তাকে সুস্থ করে ক্ষতটা বেঁধে দিলাম। একটুবাদে প্রাণে, কিছুটা বল পেয়ে যদিও আমি অচেনা, তবু সে আমাকে এখানে পাঠাল এই কথা বলার জন্য, যাতে আপনারা তাকে কিছুটা ক্ষমা করেন তার কথা না রাখার জন্য ; আর তার এ রক্তমাখা রুমাল সেই মেষপালককে দিতে যে তাকে সে খেলাচ্ছলে রোসালিণ্ড বলে ডাকে।

সিলিয়া। কি হল ! কি হল গানিমিড ! ভাই গানিমিড। (রোসালিণ্ডের মূর্চ্ছা)

অলিভার। রক্ত দেখে অনেকেই অজ্ঞান হয় বটে।

সিলিয়া। অবশ্য অন্য কারণও আছে ! ভাই গানিমিড !

অলিভার। দেখুন, সুস্থ হচ্ছে !

রোসালিণ্ড। বাড়ী ফিরে যাই চল।

সিলিয়া। চল, আমরা যাই। দয়া করে আপনি কি ওর হাতটা ধরবেন ?

অলিভার। মন থেকে ভয় কাটিয়ে উঠুন, আপনি না পুরুষ ! অথচ পুরুষের মত মনের জোর নেই কেন ?

রোসালিণ্ড। স্বীকার করছি সত্যিই আমার তা নেই। কিন্তু মশাই, যে কেউ এটা দেখে মনে করত, আমি ভালই অভিনয় করেছি। দয়া করে আপনি আপনার ভাইকে বলবেন যে কত ভাল অভিনয়টা করলাম। উঃ—ওঃ—।

অলিভার। এ তো অভিনয় নয়। আপনার মুখের ভাবে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে এ হৃদয়ের তাড়না।

রোসালিণ্ড। বলছি শুনুন, এটা নিছক অভিনয়।

অলিভার। বেশ, তাই যদি, তাহলে মনে জোর এনে পুরুষের অভিনয় করুন।

রোসালিণ্ড। তাইতো করি। তবে কি জানেন, সত্যিই আমার মেয়ে হওয়াই উচিত ছিল।

সিলিয়া। চল, চলে আয়, তোর মুখটা যেন ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। চল, তাড়াতাড়ি বাড়ীমুখো যাই। আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন না।

অলিভার। আমি তো যাবই, রোসালিণ্ড আমার ভাইকে কি ভাবে ক্ষমা করলেন আমাকে তা জেনে যেতে হবে।

রোসালিণ্ড। কিছু একটা ভেবে বলতে হবে। দয়া করে আপনি কিন্তু তাকে আমার অভিনয়ের কথা বলবেন। আপনি আসছেন তো? [প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি

[টাচস্টোন ও অড্রের প্রবেশ]

টাচস্টোন। অড্রে, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই; শিগগিরই দিনক্ষণ ঠিক করছি।

অড্রে। সত্যি, ঐ বুড়ো ভদ্রলোক যাই বলুন, পুরুতমশাই বেশ ভাল লোকই ছিলেন।

টাচস্টোন। না, না, স্যার অলিভার একের নম্বরের শয়তান। জান না অড্রে, ও রীতিমত ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু অড্রে,এই বনের এক ছোকরা তোমাকে যে দাবিকরছে।

অড্রে। ও, জানি আমি, কে সে। আমার ওপরে তার সামান্য অধিকারও নেই। যার কথা বলছ সে এদিকেই আসছে।

টাচস্টোন। এই ধরনের চাষা দেখতে আমি অভ্যস্ত। সত্যিই, আমাদের মত যাদের ঘটে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তাদের অনেক বুঝে-সুঝে চলতে হয়। তবে আমি খোঁচা মারার সুযোগ পেলে আর ছাড়ি না; মুখ বন্ধ করে থাকা আমার পোষায় না। [উইলিয়ামের প্রবেশ

উইলিয়াম। ভাল আছ তো অড্রে?

অড্রে। তুমি ভাল তো?

উইলিয়াম। আপনিও ভাল তো হুজুর?

টাচস্টোন। ভাল ভাই, ভাল। টুপি পর, টুপি পর; আরে, আমি বলছি মাথাটাই ঢাক। বন্ধু, তোমার বয়স কত?

উইলিয়াম। পঁচিশ।

টাচস্টোন। বয়সটা বেশ ডাঁশালো। তোমার নাম কি, উইলিয়ম?

উইলিয়াম। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

টাচস্টোন। বেশ নাম। এই বনে জন্ম?

উইলিয়াম। হ্যাঁ হুজুর, ভগবানের আশীর্বাদে, তাই।

টাচস্টোন। 'ভগবানের আশীর্বাদ'। খাসা জবাব। মালকড়ি আছে?

উইলিয়াম। তা, হুজুর, এই চলনসই আর কি।

টাচস্টোন। চলনসই! ভাল, খুব ভাল, বেশ ভালরকমের ভাল; তবুও কিন্তু ততটা নয়

—যেহেতু তা চলনসই। মগজে কিছু আছে তো?

উইলিয়াম। হ্যাঁ, হুজুর, তা বেশ আছে।

টাচস্টোন। বাঃ বাঃ, বেশ বলেছ। এই মাত্র আমার একটা প্রবাদ মনে পড়ল, 'বোকা নিজেকে ভাবে বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিমান নিজেকে ভাবে বোকা।' কাফের পণ্ডিতেরা কি করত জান? যখন তাদের আঙুর খাবার ইচ্ছে হত, তখন তারা ঠোঁটদু'টো একটু ফাঁক করে মুখের ভেতর আঙুরটা পুরে দিত; তার দ্বারা তারা এ কথাই বোঝাতে চাইত যে, ঠোঁটজোড়া আঙুর ফল খাবার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। তুমি কি এই মেয়েটিকে ভালবাস?

উইলিয়াম। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর!

টাচস্টোন। তাহলে আমার হাতে হাত মেলাও। লেখাপড়া কতদূর শিখেছ?

উইলিয়াম। শিখিনি হুজুর।

টাচস্টোন। তাহলে আমার কাছ থেকে এইটুকু শিখে নাও যে, যা পেতে চাইবে তা সাথে সাথে নিয়ে নেবে। শব্দশাস্ত্রে একটা অলংকার আছে, যদি জল একটা পেয়ালা থেকে আর একটা পেয়ালায় ঢাল, তাহলে তা একটাকে খালি করে আরেকটাকে ভর্তি করে তুলবে। কারণ, লেখকমাত্রেই একমত যে 'অহং' মানে 'তিনি'। এখন কথা হচ্ছে যে তুমি 'অহং' নও; কারণ আমিই হচ্ছি 'তিনি'।

উইলিয়াম। কোন 'তিনি'র কথা বলছেন, হুজুর?

টাচস্টোন। সেই 'তিনি'র কথা যে এই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সুতরাং ওরে বুদ্ধু, দূর হ, কেটে পড়—এই নারীর চলিত কথায় যাকে বলে মেয়ের কাছে থেকে—গেঁয়ো কথায় যাকে বলে সঙ্গ। মোদ্দা কথা, দূর হ, এই নারীর সংসর্গ থেকে। নাহলে, ওরে ব্যাটা তোকে আমি লণ্ডভণ্ড করব। তোর বুঝতে যাতে সুবিধা হয় তাই বলছি, তুই মরবি; অথবা আরো পরিষ্কার করে বলছি, তোকে আমি খুন করে ফেলব; গুম করব জীবদ্দশা থেকে মরণদশায়, স্বাধীনতা থেকে বন্দীদশায়—তোকে চালান করে ছাড়ব। তোকে আমি বিষ খাওয়াব, ছুরি মারব, ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। আমি ফন্দী আঁটব তোকে মারবার। কারসাজি করে তোকে হারিয়ে দেব। শ'দেড়েক উপায়ে তোকে আমি খতম করব। অতএব কাঁপতে কাঁপতে চটপট কেটে পড়।

অড্রে। উইলিয়ম, তুমি বড় ভাল, যাও তো।

উইলিয়াম। হুজুর, ভগবান আপনাকে সুখী করুন। [প্রস্থান। কোরিনের প্রবেশ

কোরিন। আপনাকে দাদাবাবু আর দিদিমণি খুঁজছেন। জলদি আসুন।

টাচস্টোন। চল অড্রে, চল। আমি আসছি। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি

[অরল্যাণ্ডো ও অলিভারের প্রবেশ]

অরল্যাণ্ডো। এও কি সম্ভব, এটুকু সামান্য জেনেই তুমি তাকে পছন্দ করে ফেললে? একবার দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলে? আর প্রেমে পড়েই তার সম্মতি পেয়ে গেলে? তাকে পুরোপুরি না পাওয়া অবধি কি এইভাবে চালিয়ে যাবে?

অলিভার। কিছু জানতে চাস না; এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রেম সম্পর্কে, তার দীনহীন অবস্থাকে, আমাদের সামান্য পরিচয়কে, আমার আকস্মিক প্রেম-নিবেদনকে, আর হঠাৎ সম্মতিকে, প্রশ্ন করিস না। শুধু আমার সঙ্গে বল, আলিএনাকে

আমি ভালবাসি ; তার সঙ্গে শুধু বল, সে আমাকে ভালবাসে ; আমাদের দু'জনের সঙ্গে সায় দিয়ে বল, আমরা পরস্পরে যেন সুখী হতে পারি। এতে তোরই ভাল হবে। বাবার বাড়ীঘর, বুড়ো স্যার রোল্যাণ্ডের যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি সবই তোকে আমি দিয়ে দেব ; আর আমি নিজে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে থেকে রাখালের জীবনযাপন করব।

অরল্যাণ্ডো। বেশ, আমি রাজী। কালই তবে তোমার বিয়ে হোক। বিয়েতে আমি ডিউককে ও তাঁর পাগলা সাঙ্গপাঙ্গদের নেমন্তন্ন করব। তুমি যাও, আলিএনাকে তৈরি হতে বল। কারণ দেখছ তো, আমার রোসালিণ্ড আসছে।

[রোসালিণ্ডের প্রবেশ

রোসালিণ্ড। এই যে দাদা, ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।

অলিভার। আমাকেও তাই করুন। [প্রস্থান

রোসালিণ্ড। প্রিয়তম অরল্যাণ্ডো, তোমার হৃদয়টাকে এক টুকরো কাপড়ে বেঁধে রেখেছ দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

অরল্যাণ্ডো। এটা আমার হাত।

রোসালিণ্ড। ভেবেছিলাম সিংহের থাবায় তোমার হৃদপিণ্ডটাই বুঝি জখম হল।

অরল্যাণ্ডো। জখম ঠিকই হয়েছে, তবে এক নারীর চাহনিতে।

রোসালিণ্ড। তোমার দাদা কি বলেছেন, তিনি আমাকে তোমার রুমালটা দেখাতে আমি কি রকম মূর্চ্ছা যাওয়ার ভান করেছিলাম !

অরল্যাণ্ডো। তা তো বলেছেনই, আরো অনেক আশ্চর্য ঘটনার কথা বলেছেন।

রোসালিণ্ড। ও বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছ। কিন্তু না, এ সত্যি ! একজোড়া ভেড়ার লড়াই, অথবা সিজারের হামবড়িয়া কথা—'আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম,—' এ ছাড়া তো হঠাৎ কিছু ঘটতেই পারে না। কারণ তোমার ভাই ও আমার বোন যেই একসঙ্গে জুটেছে অমনি তারা পরস্পরকে দেখেছে ; ভালবেসেছে। যেই ভালবেসেছে অমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। যেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে অমনি তারা পরস্পরকে তার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেছে। যেই তারা কারণটা জেনেছে, অমনি তার সমাধানের জন্যে তৈরী হয়েছে। এইভাবেই বিয়ের দিকে বেশ কয়েকটা ধাপ তারা এগিয়ে গেছে, বিয়ের ধাপটাও শিগ্‌গিরই তারা পার হয়ে যাবে। এখন তারা প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা জোড় বেঁধে থাকবেই ; লাঠির জোরেও তাদের আলাদা করা যাবে না।

অরল্যাণ্ডো। কাল ওদের বিয়ে হচ্ছে, বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্যে আমি ডিউককে বলছি। কিন্তু, হায়রে, চেয়ে চেয়ে অন্যের সুখ দেখাটা কি কষ্টকর। আমার ভাই তার মনের মত পাত্রী পেয়ে সুখী হয়েছে,—আগামী কাল এই কথাটা আমি যত ভাবব ততই আমার মন ভার হয়ে উঠবে।

রোসালিণ্ড। কেন, আমি কি কাল রোসালিণ্ড হয়ে তোমার বৌ সাজতে পারব না ?

অরল্যাণ্ডো। কল্পনা নিয়ে আমি আর পারি না।

রোসালিণ্ড। অযথা কথায় আমি তোমাকে আর বিরক্ত করব না। তাহলে, আমার থেকে এইটুকু জেনে রাখ,—এখন আমি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই একথা বলছি। আমি জানি, তুমি বেশ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রলোক। মনে কোর না, আমি একথা জানি বলে আমি কত জানি সে সম্পর্কে তোমার মনে উচ্চ ধারণা

সৃষ্টির চেষ্টা করছি। আমার সম্বন্ধে যতটুকু ভাল ধারণা থাকলে আমার ওপর সামান্য একটু বিশ্বাস রাখতে পার আমার শুধু সেইটুকুই চেষ্টা। এ চেষ্টা আমার নামের জন্যে ততটা নয়, যতটা তোমারই ভালর জন্যে। তাই, যদি বিশ্বাস কর তো বলি, আমি আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটাতে পারি। আমার যখন তিন বছর বয়স তখন থেকে এক যাদুকরের সঙ্গে আমার আলাপ। যাদুবিদ্যায় তার মত ওস্তাদ দেখা যায় না, অথচ সেই বিদ্যা কারো ক্ষতিও করে না। তোমার হাবেভাবে যতটা বোঝাতে চাইছ রোসালিণ্ডকে, যদি ততটা আন্তরিকভাবে বাস্তবিক ভালবাস, তাহলে আলিএনার সঙ্গে তোমার ভাইয়ের যখন বিয়ে হবে, তুমিও তখন রোসালিণ্ডকে বিয়ে করবে। আমি জানি, রোসালিণ্ড কি দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে কাল তাকে রক্তমাংসের শরীরে তোমার সামনে হাজির করানো আমার কাছে মোটেই অসম্ভব হবে না। অবশ্য এর ফলে তার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।

অরল্যাণ্ডো। তুমি কি সত্যিই একথা বলছ?

রোসালিণ্ড। দিব্যি করে বলছি। যদিও আমি নিজেকে যাদুকর বললাম তবুও আমার বেশ প্রাণের মায়া আছে। অতএব, তোমার যা সেরা সাজপোষাক, তাই পরে তৈরী হও। বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন কর; কারণ, কাল যদি তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে থাকে, কালই তা হবে; আর যদি রোসালিণ্ডের সঙ্গে চাও, তাই-ই হবে। ঐ দেখ, আমার এক প্রেয়সী, আর প্রেয়সীর এক প্রেমিক আসছে। [সিলভিয়াস্ ও ফিবির প্রবেশ

ফিবি। তোমাকে লেখা আমার চিঠিখানা ফাঁস করে তুমি আমাকে দুঃখ দিয়েছ।

রোসালিণ্ড। যদি তাই হয়, তবে তোয়াক্কা করি না। তোমার কাছেতে নির্মম বা উদাসীন হওয়া—সে আমার ইচ্ছাকৃত। ঐ তোমার অনুরক্ত সেবক ফিরছে। ওর দিকে তাকাও, তাকে ভালবাস; সে তোমার ভক্ত।

ফিবি। হে রাখাল, এ যুবককে প্রেম কাকে বলে তুমি বুঝিয়ে দাও।

সিলভিয়াস। হা হুতাশে অশ্রুজলে চোখ ভরে থাকাকেই বলে প্রেম। অর্থাৎ ফিবির জন্যে আমি যে রকম করছি।

ফিবি। গানিমিডের জন্যে আমি যে রকম করছি।

অরল্যাণ্ডো। রোসালিণ্ডের জন্যে আমি যে রকম।

রোসালিণ্ড। কোন নারীর জন্যেই আমি করছি না।

সিলভিয়াস। বিশ্বাসে সেবায় ভরে থাকলেই তাকে বলা চলে প্রেম, অর্থাৎ ফিবির জন্যে আমি যেমন আছি।

ফিবি। গানিমিডের জন্যে আমি যেমন রয়েছি।

অরল্যাণ্ডো। রোসালিণ্ডের জন্যে আমি যেমন।

রোসালিণ্ড। আমি কিন্তু কোন নারীর জন্যেই নেই।

সিলভিয়াস। কল্পনার ফানুস হয়ে আবেগে শুধু শূন্যে ওড়া, ভরাট খেয়ালে, গুণগান করা। কর্তব্য, আর তা পালন করা পরম বিনয়। শুধু ধৈর্য, শুধু অধৈর্য, শুধু একজন, শুধু পরীক্ষা ও আদেশ পালন করা—ফিবির জন্যে আমি তাই।

ফিবি। গানিমিডের জন্যে আমি তাই।

অরল্যাণ্ডো। আমি রোসালিণ্ডের জ…

রোসালিণ্ড। আমি কারো জন্যেই নই।

ফিবি। তাই যদি, তবে তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমাকে দোষী বলছ কেন ?

সিলভিয়াস। তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমাকেই বা দোষী বলছ কেন ?

অরল্যাণ্ডো। তাই যদি, তবে তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমাকে দোষী বলছ কেন ?

রোসালিণ্ড। কাকে তুমি বলছ—'তোমাকে ভালবাসার জন্যে আমাকে দোষী বলছ কেন ?'

অরল্যাণ্ডো। যে এখানে নেই. এ কথা তার উদ্দেশ্যে বলছি।

রোসালিণ্ড। যে এখানে নেই, এ কথা সে কানে শুনছে না।

রোসালিণ্ড। দোহাই এবার, অনেক হয়েছে। ঠিক মনে হচ্ছে একপাল নেকড়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে। (সিলভিয়াসকে) পারি তো তোমাকে সাহায্য করব। (ফিবিকে) পারতাম তো তোমাকে ভালবাসতাম। কাল সবাই মিলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। (ফিবিকে) কখনো যদি কোন নারীকে বিয়ে করি, তাহলে তোমাকেই করব, এবং কালই আমার বিয়ে হবে। (অরল্যাণ্ডোকে) যদি কোন পুরুষকে খুশী করে থাকি, তবে তোমাকেই করব (সিলভিয়াসকে) তোমাকেও আমি খুশী করে দেব, যদি তোমার মন যা চায় তা পেয়ে তুমি খুশী হও। তোমারও কাল বিয়ে হচ্ছে। (অরল্যাণ্ডোকে) রোসালিণ্ডকে যদি ভালবাস, দেখা কোর। (সিলভিয়াসকে) ফিবিকে যদি ভালবাস, দেখা কোর। আর যেহেতু আমি কোন নারীকেই ভালবাসি না, আমিও দেখা করব। এখন তাহলে এস, যা বলার তোমাদের বলে দিয়েছি।

সিলভিয়াস। বেঁচে থাকলে আমার এতে নড়চড় হবে না।

ফিবি। আমারও না।

অরল্যাণ্ডো। আমারও নয়। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি

[টাচস্টোন ও অড্রের প্রবেশ]

টাচস্টোন। অড্রে, কাল সেই আনন্দের দিন, কাল আমাদের বিয়ে।

অড্রে। মনে-প্রাণে আমি তারই আশায় রয়েছি। কোন মেয়ের যদি সংসার করতে ইচ্ছে হয় আশা করি কেউ তাকে অন্যায় বলবে না।। বনবাসী ডিউকের দু'জন অনুচর আসছে। [দু'জন অনুচরের প্রবেশ

প্রথম অনুচর। এই যে মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বেশ খুশী হলাম।

টাচস্টোন। আমিও খুশী। বসুন, একটা গান শুরু করুন।

দ্বিতীয় অনুচর। বেশ, বলছেন যখন রাজী। আসুন, মাঝখানে বসুন।

প্রথম অনুচর। গলা না ঝেড়ে, না কেসে, গলা ভেঙেছে এসব অজুহাত না দেখিয়ে —সরাসরি গান ধরব তো ?

দ্বিতীয় অনুচর। নিশ্চয়, নিশ্চয়। একসুরে দু'জনেই ধরছি, দুই যাযাবরে যেমন এক ঘোড়ায় চেপে চলে। (গান গাইল)

টাচস্টোন। এ গানের কথাগুলোয় তেমন কোন বক্তব্যই নেই, নিতান্তই বেসুরো।

প্রথম অনুচর। আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমরা ঠিক তালে তালেই গেয়েছি। আমাদের তো তাল কাটে নি।

টাচস্টোন। নিশ্চয়ই কেটেছে। এইরকম বাজে গান শুনে আমার সব কিছু বেতাল

হয়ে গেল। আচ্ছা আসুন, ভগবান যেন আপনাদের গলাগুলো একটু সুরেলা করেন। এস অড্রে, চল [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। বনভূমি

[জ্যেষ্ঠ ডিউক, আমিয়েন্স, জ্যাকস্, অরল্যাণ্ডো, অলিভার ও সিলিয়ার প্রবেশ]

জ্যেষ্ঠ ডিউক। অরল্যাণ্ডো, তুমি কি মনে কর তরুণ যুবক যা বলেছে তা পারবে ?

অরল্যাণ্ডো। কখনো মনে হয় পারবে, কখনো মনে হয় পারবে না। যেমন ভীরু লোক মনে মনে নিজের আশংকা বুঝতে পারে। [রোসালিণ্ড, সিলভিয়াস ও ফিবির প্রবেশ

রোসালিণ্ড। একবার ধৈর্য ধরে শুনুন আমাদের চুক্তি, (ডিউককে) বলুন আপনি, এখানে রোসালিণ্ড হাজির হলে কি তাকে অরলাণ্ডোর হাতে সঁপে দেবেন ?

জ্যেষ্ঠ ডিউক। সানন্দে, সেই সঙ্গে রাজত্বও দিতে হলে, রাজী।

রোসালিণ্ড। (অরল্যাণ্ডোকে) তুমিও তাহলে বল, তাকে যদি আনি তবে গ্রহণ করবে কি ?

অরল্যাণ্ডো। আমি যদি রাজ-রাজেশ্বরও হই, তবুও গ্রহণ করব।

রোসালিণ্ড। (ফিবিকে) তুমি বল, আমি রাজী হলে আমাকে বিয়ে করবে ?

ফিবি। যদি পর মুহূর্তেই মরি, তবুও করব।

রোসালিণ্ড। কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়েতে যদি রাজী না হও তবে নিজেকে এই অনুরক্ত মেষপালকের কাছে সমর্পণ করবে ?

ফিবি। বেশ, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

রোসালিণ্ড। (সিলভিয়াসকে) তুমি বল, ফিবি যদি রাজী হয় তবে ফিবিকে নেবেই ?

সিলভিয়াস। তাকে আর মৃত্যুকে পাওয়া একই যদি হয়—তবু রাজী।

রোসালিণ্ড। এই সব সমস্যার সমাধান করা ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। ডিউক, আপনি আপনার কথা রাখুন—মেয়েকে সঁপে দিন। অরল্যাণ্ডো তোমার কথামত তাঁর মেয়েকে গ্রহণ কর। ফিবি, তুমি কথা রাখ, আমাকে তুমি বিয়ে করবে। যদি তা না কর তবে মালা দাও মেষপালকের গলায়। সিলভিয়াস, কথা রেখো, তুমি ওকেই বিয়ে করবে যদি ও আমাকে না চায়। এখন আমি যাচ্ছি এই সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দিতে। [রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার প্রস্থান

জ্যেষ্ঠ ডিউক। এ ছেলেটির চেহারা দেখে মনে হয় আমার মেয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

অরল্যাণ্ডো। মাননীয়বর, প্রথম যখন আমি ছেলেটিকে দেখি, তখন তাকে আপনারই মেয়ের কোন ভাই বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু প্রভু, এ বনেই ছেলেটির জন্ম। তার কাকার কাছে নানা গুহ্য শাস্ত্র পাঠে মোটামুটি শিক্ষা। সে বলে, সে নাকি বড় যাদুকর, যদিও এ বনের মধ্যেই তার খ্যাতি সীমাবদ্ধ। [টাচস্টোন ও অড্রের প্রবেশ

জ্যাকস্। নির্ঘাৎ আরেকটা প্রলয় আসন্ন। এই যুগলটি তাই প্রলয়পয়োধি জলে আশ্রয় নিতে আসছে। যুগলটি দেখছি বড় অদ্ভুত জীব—যে জীবকে সবাই নির্বোধ বলে জানে।

টাচস্টোন। উপস্থিত সকলে আমার প্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জ্যাকস্। প্রভু, ওকে স্বাগত জানান। এই সেই বহুরূপী ভদ্রলোক যার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। ও শপথ করে বলেছে, এককালে ও নাকি সভাসদ ছিল।

টাচস্টোন। কারো যদি তাতে সন্দেহ থাকে তবে সে আমায় পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আমি তালে তালে নেচেছি; ভদ্রমহিলাকে খোসামোদ করেছি।

আমি বন্ধুর কাছে চাল মেরেছি, শত্রুর মন বুঝে চলেছি। তিন তিনটে দর্জীর বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছি। চার চারবার ঝগড়া করেছি, এবং একবার প্রায় লড়াই বাধিয়েছি।

জ্যাকস্‌। তা মিটে গেল কেমন করে?

টাচস্টোন। লড়ব বলে হাজির হয়ে আমরা দেখলাম আমাদের ঝগড়ার কারণটা সপ্তম স্তরের।

জ্যাকস্‌। সপ্তম স্তরের। সে কি? প্রভু, লোকটাকে পছন্দ হয় না?

জ্যেষ্ঠ ডিউক। আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।

টাচস্টোন। হুজুর, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনার কাছে এটুকুই চেয়েছিলাম আমি। হুজুর, এখানে এই গেঁয়ো জোড়গুলোর সঙ্গে আমিও এসে জুটেছি শপথ নিতে, আবার তা ভাঙতে। বিয়ের বাঁধনে যেমন শপথ নেওয়া, আবার রক্তের তাড়নে তেমনি শপথ ভাঙা। মেয়েটা বড়ই গরীব হুজুর, রূপ বলতে ওর কিছুই নেই; তবু ও একান্ত আমারই। এই আমার এক বদ অভ্যাস হুজুর, যাকে কেউ নেবে না, তাকেই আমি নিতে চাই। হুজুর, জানবেন মহামূল্য সতীত্ব কৃপণের মত জীর্ণ কুটিরে বাস করে; ঠিক আপনার মুক্তোগুলো যেমন থাকে বিকট শামুকের ভেতর।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। কথায় দেখছি দুরন্ত চালাক। কথাগুলোও বেশ জুতসই।

টাচস্টোন। ক্যাবলা মানুষ জানেনই তো হুজুর, ঠোঁটটা আমাদের আলগা। এই রকম মজাদার আরো কত রোগই যে আমাদের আছে।

জ্যাকস্‌। কিন্তু তোমার সেই সপ্তম স্তরটা কি হল? কি করে বুঝলে ঝগড়ার কারণটা সপ্তম স্তরের?

টাচস্টোন। ঝগড়াটা এমন একটা অপবাদ নিয়ে যা সাত দফা জটিল হয়ে উঠেছিল। অড্রে, ভদ্রভাবে দাঁড়াও। দরবারের কোন লোকের দাড়ির ছাঁটটা হয়তো আমার পছন্দ হল না। যদি আমি বলি তার দাড়ি ভালমত ছাঁটা হয়নি, সে আমাকে তৎক্ষনাৎ জানিয়ে দেবে যে তার মতে ঠিকই হয়েছে। একে বলা হয় 'জবাব ভদ্র'। আবার যদি আমি বলে পাঠাই দাড়িটা ঠিকমত ছাঁটা হয়নি, সে সাথে সাথে আমাকে জানাবে, সে তার খুশী মত ছেঁটেছে। একে বলা হয় 'উত্তর বিনীত।' আবার যদি বলা হয় ভালমত ছাঁটা হয়নি, সে আমার বিচারকে অস্বীকার করবে; একে বলা হয় 'প্রতিবাদ কঠোর'। আবার যদি বলা হয় ভালমত ছাঁটা হয়নি, তখনি সে উত্তর দেবে, আমি সত্যি কথা বলিনি। একে বলা হয় 'তিরস্কার কঠিন'। আবার যদি বলা হয় ভালভাবে ছাঁটা হয়নি, সে বলবে আমি মিথ্যে বলছি। একে বলা হয় 'বিসংবাদ বিবাদী'। এর পরে আসে 'অপবাদ আপেক্ষিক,' তারপরে 'অপবাদ প্রত্যক্ষ'।

জ্যাকস্‌। কতবার তুমি বলেছিলে তার দাড়ি ভালভাবে ছাঁটা হয়নি?

টাচস্টোন। 'অপবাদ আপেক্ষিক' এর চেয়ে বেশি আর এগোতে সাহস করিনি, অবশ্য তারও সাহসে কুলোয়নি আমাকে 'অপবাদ প্রত্যক্ষ' দিতে। তাই এর ওর তলোয়ারের মাপটা নিয়েই আমরা বিদায় নিলাম।

জ্যাকস্‌। আচ্ছা, এখন তুমি মাত্রানুযায়ী অপবাদের নাম করে যেতে পার?

টাচস্টোন। আলবৎ পারি। আমরা ঝগড়া করি রীতিমত বই দেখে ছাপার

অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে। আপনাদের যেমন আদবকায়দার ওপরে বই আছে, আমাদেরও আছে তেমনি ঝগড়ার ওপরে। পর পর আমি নাম করে যাচ্ছি, শুনুন। প্রথম, 'জবাব ভদ্র' দ্বিতীয়, 'উত্তর বিনীত'; তৃতীয়, 'প্রতিবাদ কঠোর'; চতুর্থ, 'তিরস্কার কঠিন', পঞ্চম, 'বিসংবাদ বিবাদী'; ষষ্ঠ, 'অপবাদ সাপেক্ষিক,' সপ্তম, 'অপবাদ প্রত্যক্ষ'। একমাত্র 'অপবাদ প্রত্যক্ষ' ছাড়া আর সবগুলোকেই আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন; আবার সেটাকে ঠেকাতে পারেন একটা 'যদি' দিয়ে। এমন একটা ঘটনার কথা আমি জানি যখন সাত সাতটা জাঁদরেল বিচারক একটা ঝগড়া মেটাতে পারেননি; অথচ উভয় পক্ষ লড়বে বলে যখন হাজির হল, তখন একজনের মাথায় খেলে গেল শুধু একটা 'যদি'। যেমন, 'তুমি যদি এই বলে থাক তাহলে আমিও এই বলেছি।' তারপরেই তারা হাতে হাত মিলিয়ে একেবারে ভাই-ভাই। আপনার 'যদি'টাই শুধু শান্তি স্থাপন করতে পারে। 'যদি'র অনেক গুণ।

জ্যাকস্। প্রভু লোকটা কি অসাধারণ নয়? যাতে বলবেন তাতেই ও ওস্তাদ, অথচ ও একটা ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। ওর ভাঁড়ামিটা মেকি ঘোড়ার মত, সেটাকে সামনে রেখে ও ওর বুদ্ধির তীরগুলো ছুঁড়তে থাকে। [হাইমেন, রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার প্রবেশ। নেপথ্যে বাজনা

হাইমেন। স্বর্গে প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে; পৃথিবীর লোক দ্বন্দ্ব ভুলে গেছে; সবাই এক সাথে মিলেছে। হে ডিউক, আমি স্বর্গ থেকে এ মেয়েকে এনেছি; একে তুমি অর্পন কর।

রোসালিণ্ড। (জ্যেষ্ঠ ডিউককে) পিতা, আমি তো তোমারই, তাই তোমার কাছেই নিজেকে অর্পন করলাম। (অরল্যাণ্ডোকে) আমি তো তোমারই, তাই তোমার কাছেই নিজেকে বিলোলাম।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। যদি ঠিক দেখতে পাই, তাহলে তুমিই আমার মেয়ে।

অরল্যাণ্ডো। চোখ যদি সত্য বলে তবে তুমি আমারই রোসালিণ্ড!

ফিবি। রূপ আর চোখের দেখা যদি ঠিক হয় তাহলে বিদায়, আমার প্রেম।

রোসালিণ্ড। (জ্যেষ্ঠ ডিউককে) তুমি যদি পিতা নাই হও তবে আমার পিতা নেই। (অরল্যাণ্ডোকে) তুমি যদি স্বামী না হও তবে আমি স্বামীহীন। (ফিবিকে) বিয়ে তোমাকেই যদি না করি তবে কোন নারীকেই করব না।

হাইমেন। শান্ত হও সবাই। আমাকে অদ্ভুত এই সব ঘটনার শেষ সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এখানে বিয়ের উপযুক্ত আটজন আছে, তারা সবাই প্রজাপতির উপযুক্ত হবে—যদি প্রেমাসক্তিতে কোন ভেজাল না থাকে। (অরল্যাণ্ডো ও রোসালিণ্ডকে) তোমাদের হাত কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। (অলিভার ও সিলিয়াকে) মনে মনে তোমাদের ভেদ নেই। (ফিবিকে) তুমি ওর প্রেমে বন্দী হও। (সিলভিয়াসকে) না হলে তুমি সঙ্গী খুঁজে নাও। (টাচস্টোন ও অড্রেকে) তুমি আর তুমি আজ থেকে একাত্মা। এ যেন হিমের সঙ্গে ঝড় এসেছে। আমরা বাসরের গান গাইছি। তোমরা প্রশ্ন করে আনন্দ পাও; বিস্ময় কমাও। কি করে আমরা ঝামেলা মিটিয়ে ফেললাম সেটা ভাব।

দেবতার প্রিয় বিবাহ ভূষণ
গড়ে পুণ্য শয়ন।
প্রজাপতি প্রজনন—জয় প্রজাপতি

বিবাহের জয়ধ্বনি শুচির প্রণতি
মান গৌরব—পুলক বারতা
প্রজাপতি, ধন্য জনপদ দেবতা।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সাদর আহ্বান জানাই, তোমাকে; আয় রোসালিণ্ড তুইও আয় মা, আমার কাছে তোরও সমাদর কম নয়।

ফিবি। (সিলভিয়াসকে) কথার খেলাপ নয়। মানলাম, তুমিই আমার। তোমার নিষ্ঠার জন্যে তুমি আমাকে পেলে। [জ্যাকস্‌ দ্য বয়েসের প্রবেশ

জ্যাকস্‌ দ্য বয়েস। যদি অনুমতি পাই, তাহলে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। আমি বৃদ্ধ স্যার রোলাণ্ডের মেজ ছেলে। এই শুভ সমাবেশে সামান্য সংবাদ এনেছি। সব গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিদিন এই বনে আসে—এ খবর শুনে, ডিউক ফ্রেডারিক এক বিপুল বাহিনী জুটিয়েছেন। সেই বাহিনী, পায়ে হেঁটে আসছিল। উদ্দেশ্য, তাঁর ভাইকে এখানে বন্দী করা; পরে হত্যা। এই দুর্গম বনের সীমান্তে এক বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর ডিউক একাজ থেকে নিবৃত্ত হন; তিনি সংসারের ওপর বীতরাগ হয়ে পড়েন। নির্বাসিত ভাইকে তিনি রাজমুকুট দিয়ে যান। ডিউকের সঙ্গে যারা নির্বাসিত ছিল তাদেরও সব কিছু ফিরিয়ে দেন। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ আমি।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। স্বাগত, যুবক, দু'ভায়ের বিয়েতে তুমি চমৎকার উপহার দিয়েছ। একজন পেল তার হৃদরাজ্য, আরেকজন প্রচুর সম্পত্তি—ডিউকের রাজ্য-পাট। প্রথমে চল, এ বনের কাজগুলো সেরে নি। তারপরে, এখানকার আনন্দিত বন্ধুরা, যারা সবাই একত্রে দিনে রাতে নানান দুর্যোগ সহ্য করেছেন, তাদের প্রত্যেকেই ফিরে পাওয়া সৌভাগ্যের ভাগ পাবেন। পদমর্যাদা অনুযায়ী আপাতত সদ্য-প্রাপ্ত মর্যাদার কথা ভুলে উৎসব আনন্দের মধ্যে মেতে উঠি। বাজাও বাজনা! আর তোমরা যারা বর-বধূ, তোমরা সকলে আনন্দে বাজনার তালে তালে হৃদয় ভরে নাচো, গাও।

জ্যাকস্‌। মশাই, শুনবেন কি? আমি যদি ঠিকমত শুনে থাকি, ডিউক তাহলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। রাজসভা, আড়ম্বর—সবকিছু তিনি বিসর্জন দিয়েছেন।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। সত্যি কথা।

জ্যাকস্‌। তাঁরই কাছে আমি যাচ্ছি। সেখানেই অনেক কিছু শেখার, অনেক কিছু জানার আছে। (জ্যেষ্ঠ ডিউককে) আপনাকে প্রাক্তন পদমর্যাদায় রেখে গেলাম; ক্ষমা-ধর্মে, ধৈর্যে আপনি উপযুক্ত রাজা। (অরলাণ্ডোকে) তোমাকে এ কন্যা দিলাম যা তোমার যথার্থ নিষ্ঠায় অর্জিত। সত্যিই তুমি যোগ্য পাত্র। (অলিভারকে) তুমি তোমার যোগ্য পত্নী পেলে আর (সিলভিয়াসকে) তুমি পেলে তোমারই চির-ইপ্সিতাকে। (টাচস্টোনকে) আর তর্কবাগীশ, তুমি পরশ পাথর পেয়েছ। তোমার প্রেমযাত্রা দু'মাসেই শেষ। অতএব আনন্দে থাক। নাচগান হৈ হুল্লোড় এসবের মধ্যে আমি নেই।

জ্যেষ্ঠ ডিউক। যেওনা জ্যাকস্‌, থাক—আনন্দ খেলায় যোগ দাও।

জ্যাকস্‌। এ সব খেলা আমার ভাল লাগে না। আপনার যদি কিছু বলার থাকে জানাবেন—আমি আপনাদের পরিত্যক্ত গুহাতেই যাচ্ছি। [প্রস্থান

জ্যেষ্ঠ ডিউক। চলুক, চলুক আমাদের উৎসব আনন্দ; সফল হোক আমাদের

বিশ্বাস ; এ জীবন শেষও হবে আনন্দে। [নৃত্য

উপসংহার

রোসালিণ্ড। নায়িকার নাটকের শেষে পাঠের রেওয়াজ নেই। কিন্তু নায়ককে প্রস্তাবনায় দেখা এর চেয়েও অধিক বিসদৃশ। একথা যদি সত্যি হয় যে, ভাল মদের জন্য খড়ের ঢাকনির দরকার হয় না, তাহলে একথাও সত্যি যে ভাল নাটকের শেষ কথাও অবান্তর। তবু কিন্তু ভাল মদের বোতল খড় দিয়ে পাকানো হয়ে থাকে, এবং ভাল নাটক ভাল উপসংহারের সাহায্যে আরো ভাল নাটক বলে গণ্য হয়। তাহলে আমার কি বলছি, উপসংহার পাঠেও আমি অপরাগ? নাটক ভাল হয়েছে বলে আপনাদের সঙ্গে তর্ক করছি। আমি ভিখিরী নই, তাই আমার ভিক্ষে করা মানাবে না। আমার কাজ, আপনাদের ভালবাসার দোহাই, এই নাটকের যতটুকু আপনাদের ভাল লাগে ততটা যেন আপনাদের খুশী করে। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, নারীদের প্রতি আপনাদের ভালবাসার দোহাই—আপনাদের হাসি হাসি মুখ দেখে বুঝতে পারছি কেউই তাদের ঘৃণা করেন না—আপনারা ও মহিলারা ভাগাভাগি করে পুরো নাটকটাকে ভাল বলুন। আমি যদি মেয়ে হতাম, তাহলে আপনাদের মধ্যে যাদের বড় দাড়ি আমাকে খুশী করে, যাদের গায়ের রঙ আমার পছন্দসই, যাদের মুখের গন্ধ আমার সহনসই, তাদের সকলকে আমি চুমু খেতাম। তাছাড়া, আমার এ বিশ্বাস আছে, যাদের দাড়ি ভাল, মুখ ভাল, মুখের গন্ধ ভাল, তাঁরা আমাকে, আমার এই উদার প্রস্তাবের জন্যে শুভেচ্ছা জানাবেন, যখন আমি নমস্কার করে আপনাদের অভিবাদন জানাব। [প্রস্থান

কিং লীয়র

চরিত্র

লীয়র/ব্রিটেনের রাজা
ফ্রান্সের রাজা
বার্গাণ্ডীর ডিউক
কর্ণওয়ালের ডিউক
অ্যালবানীর ডিউক
কেন্টের আর্ল
গ্লষ্টারের আর্ল
এডগার/গ্লষ্টারের পুত্র
এডমাণ্ড/গ্লষ্টারের অবৈধ পুত্র
কিউরান/সভাসদ
চিকিৎসক
জনৈক বৃদ্ধ/গ্লষ্টারের আর্লের বাড়ীর ভাড়াটে
বিদূষক
অসওয়াল্ড/গণারিলের চাকর
এডমাণ্ড নিযুক্ত জনৈক ক্যাপটেন
জনৈক ভদ্রলোক/কর্ডেলিয়ার দেখাশোনা করে
জনৈক ঘোষক
কর্ণওয়ালের চাকরবৃন্দ
গণারিল, রিগ্যান, কর্ডেলিয়া/লীয়রের কন্যাবৃন্দ

লীয়রের নাইটগণ, অফিসারেরা, সংবাদ বাহকবৃন্দ, সৈনিকবৃন্দ এবং অনুচরগণ।

ঘটনাস্থল/ব্রিটেন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। রাজা লীয়রের প্রাসাদ

[কেন্ট, গ্লষ্টার এবং এডমাণ্ডের প্রবেশ]

কেন্ট। আমি ভেবেছিলাম কর্ণওয়ালের থেকে অ্যালবাণীর ডিউককে রাজা বেশি ভালবাসেন।

গ্লষ্টার। আমাদেরও সব সময় তাই মনে হত। কিন্তু এখন রাজ্য ভাগের ব্যাপার দেখে বোঝা গেল না কোন ডিউককে রাজা বেশি ভালবাসেন। এমন সমান-ভাবে ভাগ করেছেন যে খুব খুঁটিয়ে দেখলে একজন আর অন্যর অংশটা চাইবার কারণ পাবে না।

কেন্ট। এটি তো আপনারি ছেলে?

গ্লষ্টার। ওর জন্মের দায়িত্ব আমারই। সেই পরিচয় দিতে দিতে আমি এতবার লজ্জা পেয়েছি যে এখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

কেন্ট। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গ্লষ্টার। এর মা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়, আর এই সন্তান প্রসব করে। কি, পাপের গন্ধ পাচ্ছেন তো?

কেন্ট। ছেলেটি দেখতে এমন সুন্দর হয়েছে যে, পাপটা না হলেই ভাল হত, একথা আর মনে হয় না।

গ্লষ্টার। তবে আমার একটি বৈধ সন্তানও আছে—এর থেকে কয়েক বছরের বড়। সে অবশ্য আমার কাছে এর চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। এ শ্রীমান কিছুটা উদ্ধত-ভাবে অযাচিত পৃথিবীতে এসে গেছে তা ঠিক, তবে এর মা ছিল দেখতে খাসা। এর জন্মের আগে অনেক ফূর্তি করা গেছে। এখন এই জারজকে মেনে নিতেই হবে। এডমাণ্ড, তুমি এই ভদ্রলোককে চেন?

এডমাণ্ড। আজ্ঞে না।

গ্লষ্টার। ইনি হলেন কেন্টের ডিউক। এখন থেকে এঁকে আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলে জানবে।

এডমাণ্ড। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

কেন্ট। তুমি আমার স্নেহভাজন। তোমার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় বাড়বে।

এডমাণ্ড। আমি আপনার ভালবাসার যোগ্য হয়ে উঠব।

গ্লষ্টার। ও ন বছর বাইরে ছিল। আবার শীঘ্রই যাবে। (বাজনার শব্দ) মহারাজ আসছেন। [মুকুট হাতে এক ব্যক্তি, রাজা লীয়র, কর্ণ-ওয়াল, অ্যালবাণী, গণারিল, রিগ্যান, কর্ডেলিয়া এবং পরিচারকবৃন্দের প্রবেশ

লীয়র। গ্লষ্টার, ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডীর যুবরাজদের অভ্যর্থনা করুন।

গ্লষ্টার। আমি যাচ্ছি মহারাজ। [গ্লষ্টার ও এডমাণ্ডের প্রস্থান

লীয়র। ইতিমধ্যে আমার কিছু গোপন উদ্দেশ্যের কথা তোমাদের জানাই। ম্যাপটা দাও দেখি। আমার রাজ্য আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। এখন যারা তরুণ তাদের ওপর দায় দায়িত্ব ন্যস্ত করে বৃদ্ধ বয়সে আমি মুক্ত হতে চাই। এই ভাবে ভারমুক্ত হয়ে আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাব। তুমি কর্ণওয়াল, আর তুমি অ্যালবাণী, যাকে আমি কম ভালবাসি এমন নয়, তোমরা আমার

পুত্রবৎ। এখন আমার কোন মেয়ে কি পারে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করছি ; তাহলে ভবিষ্যতে নিজেদের মধ্যে কলহ হবে না। ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডীর রাজকুমারদ্বয়, যারা আমার ছোট মেয়ের পাণিপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী, তারাও দীর্ঘকাল হল আমার রাজসভায় রয়েছেন! তাঁদেরো এখন মতামত জানাতে হবে। অতএব আমার কন্যাগণ, যেহেতু আমি শাসনভার, রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা, সাম্রাজ্যের দায়িত্ব সব থেকে মুক্তি নেব—তোমরা বল, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাস, যাতে করে যার আমার প্রতি ভালবাসা আর যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি তাকেই আমি সবচেয়ে বেশি দিয়ে যেতে পারি। গণারিল, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, তুমি সর্বাগ্রে বল।

গণারিল। পিতা, ভাষা দ্বারা যতটা প্রকাশ করা সম্ভব আমি আপনাকে ততোধিক ভালবাসি। নিজের চোখের জন্য, সমস্ত পৃথিবীর জন্য, স্বাধীনতার জন্য যে ভালবাসা এ তার চেয়েও অধিক। আপনি আমার কাছে দুর্লভ ঐশ্বর্যের চেয়েও বড়। মাধুর্য, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সম্মানে ভরা যে জীবন—আপনি আমার কাছে তার থেকে কম নন। সন্তান যতটা ভালবাসা দিতে পারে অথবা পিতা যতটা ভালবাসা পেতে পারে আমি আপনাকে ততটাই ভালবাসি। এ এমন এক ভালবাসা যার কাছে প্রাণ তুচ্ছ, যা ভাষায় অপ্রকাশ্য। সকল ভালবাসার চেয়ে বড় এই ভালবাসা।

কর্ডেলিয়া। (স্বগতঃ) আমি তাহলে কি বলব? আমি বাবাকে নীরবে ভালবাসি?

লীয়র। (ম্যাপ দেখিয়ে) এই সমস্ত এলাকাগুলো, এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত—এই যে ঘন অরণ্য, বহু নদী ও বিস্তৃত উপত্যকায় ভরা এই প্রান্তর, এসব তোমাকে দিলাম। তোমার ও অ্যালবাণীর পুত্রসন্তান চিরকালের জন্য এগুলো পাবে। এবার তুমি, দ্বিতীয় কন্যা, প্রিয় রিগ্যান, কর্ণওয়ালের স্ত্রী, তুমি কি বলবে? বল দেখি।

রিগ্যান। দিদি যেভাবে তৈরি আমিও তাই। অতএব ওরই মতন আমাকে দেখবেন। আপনাকে ভালবাসা সম্বন্ধে ও যা যা বলেছে সেগুলো সব আমারই মনের কথা। শুধু একটা ব্যাপারে ও একটু কম আছে। আমি ঘোষণা করছি যে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কোন আনন্দই আমি চাইনা, আমার আনন্দ কেবলমাত্র আপনাকে ভালবাসার মধ্যে।

কর্ডেলিয়া। (স্বগতঃ) তাহলে কর্ডেলিয়া! কিন্তু কি হয়েছে? আমার ভালবাসা তো মুখের ভালবাসার চেয়ে অনেক খাঁটি।

লীয়র। তোমার এবং তোমার পুত্রকন্যাদের জন্য এই রাজত্বের বিরাট তৃতীয়াংশ থাক। গণারিলের চেয়ে পরিমাপে ও ঐশ্বর্যে এটা কম নয়। এবার আমাদের পরম আদরের ছোট মেয়ে, ছোট হলেও তুচ্ছ নয়, যার ভালবাসার জন্য ফ্রান্সের দ্রাক্ষারস এবং বার্গাণ্ডীর দুগ্ধধারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, তুমি কি বলতে পার, দেখি যাতে তোমার দিদিদের চেয়ে আরও মূল্যবান তৃতীয়াংশ তোমায় দেওয়া যেতে পারে। বল।

কর্ডেলিয়া। আমার কিছু বলার নেই।

লীয়র। কিছু না!

কর্ডেলিয়া। কিছু না।

লীয়র। কিছু না বললে কিছু পাবেনা। আবার বল।

কর্ডেলিয়া। আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমার মনের কথা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারিনা। আপনার সঙ্গে কন্যা হিসেবে আমার যে সম্পর্ক সেই মতই আমি আপনাকে ভালবাসি। তার বেশি নয়, তার কমও নয়।

লীয়র। কি বলছ কর্ডেলিয়া! তোমার বক্তব্য সংশোধিত কর, তা না হলে তোমার অংশ তুমি হারাবে।

কর্ডেলিয়া। পিতা, আপনি আমার জন্মদাতা, আপনি আমায় মানুষ করেছেন, আমায় স্নেহ করেন। এই সবের জন্য কর্তব্য অনুযায়ী আমি আপনার আদেশ পালন করি, ভালবাসি ও সম্মান করি। দিদিরা যদি আপনাকেই সব ভালবাসা দিয়ে দেয়, তবে ওরা বিয়ে করেছে কেন? সম্ভবতঃ আমি যখন বিয়ে করব, তখন যে আমার স্বামী হবে সে পাণিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ আমার অর্ধেক ভালবাসা, অর্ধেক সেবাযত্ন, কর্তব্য এগুলোও পাবে। এটা নিশ্চিত যে, সমস্ত ভালবাসা পিতাকে দেবার জন্য আমার দিদিদের মত ওরকম বিয়ে আমি করব না।

লীয়র। এসব কি তোমার মনের কথা?

কর্ডেলিয়া। হ্যাঁ, পিতা।

লীয়র। এই বয়সে তুমি এত কঠোর!

কর্ডেলিয়া। হ্যাঁ পিতা, এই বয়সে আমি এত খাঁটি।

লীয়র। তবে তাই হোক। ঐ খাঁটি হয়েই থাক। উজ্জ্বল সূর্যের নামে, রহস্যময় রাত্রি ও হেকেটের নামে, আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ নক্ষত্রের নামে শপথ নিয়ে বলছি, এখন থেকে তুমি আমার পিতৃস্নেহ, রক্তের সম্পর্ক ও সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে এবং তুমি আমার সম্পূর্ণ অনাত্মীয় বলে গণ্য হবে। বর্বর সিথীয়াবাসী অথবা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে সন্তানভুক্, সে পর্যন্ত আমার কাছে যতটুকু প্রতিবেশীসুলভ ব্যবহার পাবে অথবা করুণা বা সাহায্য পাবে তুমি আমার একদা-কন্যা হিসেবে সেটুকুও পাবে না।

কেন্ট। মহারাজ!

লীয়র। চুপ কর কেন্ট! ক্রুদ্ধ ড্রাগনের সামনে এস না। আমি ওকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতাম! ভেবেছিলাম ওর সেবাযত্নের ওপরই এখন নির্ভর করে থাকব। দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে। আমার হৃদয় আমি ওর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলাম, কবরে আমি শান্তি পাব। ডাক ফ্রান্সের যুবরাজকে। কে আছ, বার্গাণ্ডীর রাজপুত্রকেও ডাক। কর্ণওয়াল আর অ্যালবার্ণী, তোমাদের দুই ভাগের সঙ্গে এই তৃতীয়াংশও বুঝে নাও। তার দম্ভ, যাকে সে সারল্য বলছে, তারই সঙ্গে তার মিলন হোক। আমি তোমাদের আমার ক্ষমতা, গৌরব এবং রাজার অন্যান্য ঐশ্বর্য সব দিলাম। আমি মাসে মাসে একশ' অনুচর নিয়ে পর্যায়ক্রমে তোমাদের কাছে থাকব। আমি শুধু নামে রাজা থাকব। আমার অন্যান্য খেতাবগুলোও থাকবে, কিন্তু ক্ষমতা ভোগ এবং রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কাজকর্ম তোমরা করবে। এর স্বীকৃতি হিসেবে এই মুকুট তোমরা ভাগ করে নাও। (মুকুট প্রদান)

কেন্ট। মহারাজ লীয়র, আপনাকে আমি বরাবর রাজার মত সম্মান করেছি, নিজের পিতার মত ভালবেসেছি, প্রভুর মত অনুসরণ করেছি, আমার উপাসনার সময়ও আপনাকে প্রভু হিসেবে স্মরণ করেছি—

লীয়র। ধনুক প্রস্তুত, ছিলা টানা হয়েছে, সামনে থেকে সরে দাঁড়াও।

কেন্ট। তাই যদি হয় তো আঘাত আসুক। ঐ তীরের ফলা আমার বুকে এসে লাগুক। কেন্ট, রাজা যদি পাগল হয়ে গিয়ে থাকে তবে তোমার উদ্ধত হওয়া দরকার। আপনি আমাকে কি করবেন মহারাজ? ক্ষমতা তোষামোদের কাছে মাথা নীচু করলে ভয় পেয়ে চুপ করে থাকাটা কর্তব্য নয়। যখন রাজা নিজে ভুল করছেন, তখন স্পষ্ট কথা বলাটাই সম্মানের কাজ। আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। সুবিবেচনার মাধ্যমে এই নির্মম হঠকারিতা থামান। আমার জীবনের বিনিময়ে আমি একথা বলতে পারি যে, আপনার কনিষ্ঠা কন্যা আপনাকে কম ভালবাসে না। যারা চুপ করে থাকে, ফাঁকা বুলি আওড়ায় না; তাদের হৃদয়ে ভালবাসা নেই এমন কথা মনে করা ঠিক না।

লীয়র। কেন্ট, যদি প্রাণের মায়া থাকে তো চুপ কর।

কেন্ট। আমার জীবনকে আমি আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে বন্ধকী ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি। অথবা এ প্রাণ হারাবার ভয় করিনি! আপনার নিরাপত্তাই বরাবর আমার লক্ষ্য ছিল।

লীয়র। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

কেন্ট। আপনি আমার যুক্তি মেনে চলুন। আমি আপনার কাছেই থাকব।

লীয়র। আমি অ্যাপোলোর নামে শপথ নিয়ে বলছি—

কেন্ট। আমিও অ্যাপোলোর নামে বলছি, মহারাজা আপনি শুধু শুধুই দেবতার নাম উচ্চারণ করছেন।

লীয়র। ক্রীতদাস, দুর্বিনীত! (তরবারিতে হাত দিয়ে)

অ্যালবাণী ও কর্ণওয়াল। মহারাজা, থামুন।

কেন্ট। আপনি চিকিৎসককে মেরে ফেলে নোংরা রোগের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বেশ, তাই হোক। হয় আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন, নতুবা যতক্ষণ আমি চিৎকার করতে পারব, ততক্ষণই আমি বলব যে আপনি অন্যায় করছেন।

লীয়র। শোন কাপুরুষ! আমি কোনদিন যা করি না, তুমি আমার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে চাইছ, আমার বিচারের পথে তুমি বাধা দিতে চাইছ। এসব আমার কাছে অসহ্য। তাই আমার ক্ষমতাবলে আমি তোমার উপযুক্ত পুরস্কার দিচ্ছি। পাঁচদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে জরুরী দরকারগুলোর ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। তারপর ছ'দিনের দিন এ রাজত্বে আর থাকবে না। যদি নির্বাসনের দশদিন পর তোমাকে এ রাজ্যে কোথাও পাওয়া যায় তক্ষুণি তোমাকে হত্যা করা হবে। যাও, জুপিটারের নামে শপথ নিয়ে বলছি এর ব্যত্যয় হবে না।

কেন্ট। বিদায় রাজা। এই যখন আপনার মনের ইচ্ছে, তখন বলব, এখানে স্বাধীনতা নেই। এখানে থাকাটাই হল নির্বাসন। (কর্ডেলিয়াকে) তুমি সঠিক চিন্তা করে খাঁটি কথাই বলেছ, সেজন্য দেবতারা তোমাকে আশ্রয় দেবেন। (রিগ্যান ও গণারিলকে) আর তোমরা তোমাদের বড় বড় কথা কাজ দিয়ে প্রমাণ কোর। তোমাদের ঐ ভালবাসার কথা থেকে যেন ভাল ফলই বের হয়। কেন্ট এই ভাবে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে—নতুন দেশে গিয়ে সে তার বার্ধক্য অতিবাহিত করবে।

—। গ্লস্টারের পুনঃপ্রবেশ, সঙ্গে ফ্রান্স, বার্গাণ্ডী এবং অনুচরবৃন্দ।

গ্লস্টার। মহারাজ, এই যে ফ্রান্স ও বার্গাণ্ডী।

লীয়র। বার্গাণ্ডীর ডিউক, প্রথমে আমি আপনাকেই বলছি। আপনি আমার কন্যার জন্য এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আপনি কম পক্ষে কি যৌতুক চান যা না পেলে আপনি একে আর গ্রহণ করবেন না ?

বার্গাণ্ডী। মহারাজ, আপনি যা দেবেন বলেছিলেন আমি তার বেশি কিছুই চাই না। আর আপনি নিশ্চয় তার কম দেবেন না।

লীয়র। শুনুন বার্গাণ্ডী, যখন এ মেয়ে আমার প্রিয় ছিল, তখন আমি সেকথা বলেছিলাম। কিন্তু এখন এর মূল্য কমে গেছে। ঐ ও দাঁড়িয়ে আছে। এখন ও আমার সব অসন্তোষের পাত্রী। তা সত্ত্বেও যদি ঐ ক্ষুদ্রাকৃতি, প্রতারণায় ভরা মেয়েকে আপনার ভাল লাগে তাহলে ওকে আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

বার্গাণ্ডী। আমার কিছু বলার নেই।

লীয়র। ও এখন বন্ধুহীন, আমার সদ্যোজাত ঘৃণার পাত্রী, অভিশপ্তা। যা দেব বলেছিলাম তা ওকে দেবনা। এই মেয়েকে আপনি গ্রহণ করবেন, না ত্যাগ করবেন ?

বার্গাণ্ডী। আমাকে মাপ করবেন মহারাজ। এই সর্তে আমার ওকে পছন্দ হতে পারেনা।

লীয়র। তাহলে ওকে ছেড়ে দিন। কারণ, আমি আমার ক্ষমতাবলে আপনাকে জানালাম ওর কি সম্পত্তি থাকছে। (ফ্রান্সকে) আমি চাইনা যে আমার ঘৃণার পাত্রীকে আপনি অহেতুক ভালবাসবেন ও বিয়ে করবেন। আপনি বরং এমন কাউকে পছন্দ করুন, যে এই হতভাগা মেয়ের চেয়ে যোগ্যতর। প্রকৃতি পর্যন্ত একে নিজের সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে লজ্জা পায়।

ফ্রান্স। এটা খুব আশ্চর্য লাগছে যে কিছুক্ষণ আগেও উনি আপনার কাছে ভাল ছিলেন। উনি ছিলেন আপনার প্রশংসার পাত্রী, বার্ধক্যের সান্ত্বনা, ভীষণ ভাল, ভীষণ প্রিয়। আর এত স্বল্পকালের মধ্যে উনি কি এমন বীভৎস কাজ করলেন যে, উনি আপনার কৃপাদৃষ্টি থেকে একেবারে বঞ্চিত হলেন! নিশ্চয়ই উনি এমন কোন হীন কাজ করেছেন, যাতে আপনার এতদিনের ভালবাসা বিষিয়ে গেছে। কিন্তু এসব কথা ওনার সম্বন্ধে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে এতই শক্ত যে কোন দৈব সাহায্য ছাড়া যুক্তি দিয়ে এটা আমার মনে ঢোকান যাবেনা।

কর্ডেলিয়া। পিতা, আমার তোষামোদ করার ভাষা জানা নেই। যেটা ভাল বলে আমার মনে হয়, মুখে না বলে আমি সেটা কাজে করি। তাই আপনি এ কথাটা ঘোষণা করুন যে কোন কুকর্ম, নরহত্যা, পাপ অথবা অন্য কোন অসম্মানজনক কাজের জন্য আমি আপনার ভালবাসা থেকে ত বঞ্চিত হইনি। হীন ভিখিরীর মত ভাবভঙ্গী করে তোষামোদ করতে পারিনা বলেই আমি খাঁটি। শুধু এই জন্যেই আমি আজ আপনার অপছন্দের পাত্রী হয়েছি।

লীয়র। আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারনি বলে এ পৃথিবীতে তুমি না জন্মালেই ভাল হত।

ফ্রান্স। ব্যাপারটা এই মাত্র! শুধু অলসতার জন্য মনের কথা মুখে প্রকাশ না করা। বার্গাণ্ডী, এই রাজকন্যার প্রতি এখন আপনার কি বক্তব্য? ভালবাসা যখন

ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন তা তো আর ভালবাসা থাকেনা। আপনি কি একে গ্রহণ করবেন?

বার্গাণ্ডী। মহারাজ লীয়র, আপনি নিজে যে অংশ দেবেন বলেছিলেন সেটা দিন, আমি কর্ডেলিয়াকে বিয়ে করে বার্গাণ্ডীর ডাচেস্ করছি।

লীয়র। কিছু না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি সংকল্পে স্থির।

বার্গাণ্ডী। তাহলে আমি দুঃখিত। যেহেতু আপনি আপনার পিতাকে হারিয়েছেন সেহেতু স্বামীও পাচ্ছেন না।

কর্ডেলিয়া। বার্গাণ্ডী সুখে থাকুন। টাকার লোভই যখন তার ভালবাসা, আমি তাঁর স্ত্রী হবনা।

ফ্রান্স। কর্ডেলিয়া, দরিদ্র হলেও তুমি সবচেয়ে ধনী। রাজা তোমাকে পরিত্যাগ করলেও তোমাকেই আমার পছন্দ। তুমি অবহেলিত, কিন্তু তোমাকে আমি সবচেয়ে ভালবাসি। তোমার সব গুণসহ তোমাকে আমি গ্রহণ করলাম। যাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, আমি তাকেই ন্যায়সংগত ভাবে গ্রহণ করছি। কি আশ্চর্য, ওরা অবহেলা করেছে বলেই আমার এই সশ্রদ্ধ ভালবাসা জেগে উঠল। মহারাজ, আপনার কন্যা, যার জন্য আপনি কোন যৌতুক দেবেন না এবং যাকে ভাগ্যক্রমে আমি পেয়েছি, সে আমার রাণী হল। আমার, আর সমগ্র ফ্রান্সের রাণী। বার্গাণ্ডীর সব হৃদয়হীন ডিউকেরা এসেও এই অবহেলিত কিন্তু দুর্মূল্য রাজকুমারীকে কিনতে পারবেনা। কর্ডেলিয়া, ওদের বিদায় জানাও, যদিও ওরা তোমার প্রতি নিষ্ঠুর। চল এই জায়গা ছেড়ে, এর চেয়ে অনেক ভাল জায়গায় চল।

লীয়র। ফ্রান্স, আপনি ওকে গ্রহণ করছেন—বেশ, ও আপনারই হোক। ও আমার মেয়ে নয়, আমি জীবনে আর কখনো ওর মুখ দেখবনা। আমার স্নেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ—সব থেকে বঞ্চিত হয়ে চলে যাও। আসুন মহান্ বার্গাণ্ডী।

[বাজনা। লীয়র, বার্গাণ্ডী, কর্ণওয়াল, অ্যালবানী, গ্লষ্টার ও অনুচরবৃন্দের প্রস্থান

ফ্রান্স। তোমার দিদিদের বিদায় জানাও।

কর্ডেলিয়া। তোমরা আমার বাবার চোখের মণি। অশ্রুভরা চোখে কর্ডেলিয়া তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। আমি তোমাদের স্বরূপ চিনি। তোমাদের অপরাধ যে কি সে কথা আমি বোন হয়ে বলতে চাইনা। বাবাকে দেখো। তোমাদের কপট হৃদয়ের কাছে তাঁকে ছেড়ে গেলাম। যদি আমি এভাবে তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হতাম, তাহলে তাকে ভাল জায়গায় রাখতে চাইতাম। যাই হোক, বিদায়।

রিগ্যান। আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবেনা।

গণারিল। তোমার স্বামীকে খুশী রাখতেই ব্যস্ত থেক। উনি তোমাকে দয়া করে গ্রহণ করেছেন। তুমি বাবার প্রতি অবাধ্য হয়েছ। তোমার ভালবাসা নেই বলে তা থেকে বঞ্চিত হওয়াই তোমার উচিৎ।

কর্ডেলিয়া। চালাকি দিয়ে যা ঢেকে রেখেছ ঠিক সময়ে তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। অপরাধ লুকিয়ে রাখলে শেষকালে তা ধরা পড়েই। আচ্ছা, সব সুখে থাক।

ফ্রান্স। চল, কর্ডেলিয়া। [ফ্রান্স ও কর্ডেলিয়ার প্রস্থান

গণারিল। আমাদের দু'জনের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা

বলতে চাই। আমার মনে হয় বাবা আজ এখান থেকে চলে যাবেন।

রিগ্যান। হ্যাঁ, তাই। আজ তোমার সঙ্গে যাবেন। পরের মাসে থাকবেন আ.াদের কাছে।

গণারিল। তুমি লক্ষ্য করেছ, আজকাল কিরকম মেজাজ বদলে যাচ্ছে। বাবার মেজাজ যা দেখলাম তা তো উড়িয়ে দেবার নয়। ছোট বোনকে বাবা সব সময় ভালবাসতেন আর এখন কি অন্যায় ভাবে ওকে ত্যাগ করলে।।

রিগ্যান। এটা হল ওঁর ভীমরতি। নিজের মন একদম বুঝতে পারেন না।

গণারিল। যখন সুস্থ ও স্বাভাবিক তখনো এরকম হঠকারী। তারপর চিরকেলে স্বভাব অনুযায়ী দুর্ব্যবহার তো আছেই। তার ওপরে আবার বুড়ো বয়সের যুক্তিহীন খেয়াল আর গরম মেজাজও সইতে হবে।

রিগ্যান। হ্যাঁ, যেমন কেণ্টকে নির্বাসিত করার মত বদ খেয়ালও আমাদের দেখতে হবে।

গণারিল। ফ্রান্স আর বাবার মধ্যে আবার বিদায় সম্ভাষণ চলছে। শোন, আমরা দু'জন একসঙ্গে চলব, বাবা যদি নিজের খেয়ালমত অধিকার চালিয়ে যেতে থাকেন, তাহলে তাঁর এই ক্ষমতা ত্যাগে আমাদের ক্ষতিই হবে।

রিগ্যান। এ নিয়ে আরও ভেবে দেখতে হবে।

গণারিল। আমাদের একটা কিছু করতে হবে ; আর তা উত্তেজনা কমবার আগেই।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। গ্লষ্টারের আর্লের প্রাসাদ

[এডমাণ্ডের প্রবেশ, হাতে একটা চিঠি]।

এড্‌মাণ্ড। প্রকৃতি, তুমিই হলে আমার দেবী। তোমার নির্দেশেই আমার সব কাজ। কেন আমি সব রীতিনীতি মানব? আর আমি আমার ভাই এর চেয়ে বার কি চোদ্দ মাস পরে জন্মেছি বলেই আমার প্রাপ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে এটা আমি কেন হতে দেব? জারজ বলে? কি জন্যে আমি হেয়? যখন সতী সাধ্বীর ছেলের মতই আমার চেহারা ভাল, মন উদার এবং দেখতে সুন্দর? আমাকে সবাই নীচ বলে চিহ্নিত করে কেন? নীচতা? জারজ? বেশ, বৈধ এডগার, আমি তোমার রাজ্য ছিনিয়ে নেব। বাবা অবৈধ এডমাণ্ডকে বৈধ সন্তানের মতই ভালবাসেন। বৈধ! কি কথা! ঠিক আছে, বৈধ সন্তান, এই চিঠিতে যদি কাজ হয়, আর আমার মতলব ফলে, তাহলে নীচ এডমাণ্ডই বৈধ সন্তানকে ছাড়িয়ে যাবে। আমার উন্নতি হবে, সমৃদ্ধি হবে— দেবতাগণ, তোমরা জারজদের সমর্থন কর। [গ্লষ্টারের প্রবেশ

গ্লষ্টার। এইভাবে কেণ্ট নির্বাসিত হল। ফ্রান্স ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেল আর রাজাও আজ চলে যাচ্ছেন। সব ক্ষমতা ত্যাগ করলেন, শুধু ভাতা পাবেন। এ সমস্তই এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। কি হে এডমাণ্ড, কি খবর?

এডমাণ্ড। (চিঠিটা লুকোতে লুকোতে) না, কিছু না।

গ্লষ্টার। অত ব্যস্ত হয়ে চিঠিটা লুকোলে কেন?

এডমাণ্ড। না এমনি, কোন খবর নেই।

গ্লষ্টার। ঐ কাগজটা কি পড়ছিলে?

এডমাণ্ড। কিছু না।

গ্লষ্টার। কিছু না? তাহলে ওটা তাড়াতাড়ি করে পকেটে পুরে ফেললে কেন? কিছু না হলে ওটা ওরকম লুকোবার দরকার হতনা। দেখি, নিয়ে এস—যদি কিছু নাই হয়, তাহলে আর আমাকে কষ্ট করে পড়তে হবেনা।

এডমাণ্ড। আমাকে মাপ করবেন। এটা দাদা লিখেছে; আমি এখনও পড়ে উঠিনি। তবে যেটুকু পড়েছি, তাতে মনে হয় এটা আপনার পড়া উচিত নয়।

গ্লষ্টার। দেখি চিঠিটা।

এডমাণ্ড। এটা দিলেও আমার অন্যায়; না দিলেও তাই। এর ভেতরে যা লেখা আছে, মনে হচ্ছে সেটা আপত্তিকর।

গ্লষ্টার। দেখি, আমাকে দাও দেখি।

এডমাণ্ড। দাদার হয়ে বলতে পারি, আমার বিশ্বাস ও এটা আমাকে যাচাই করবে বলে কিংবা আমার সততার পরীক্ষা করবে বলে লিখেছে।

গ্লষ্টার। (পড়ছেন) বুড়োদের প্রতি এই ভয় আর সম্মানের জন্য আজকাল পৃথিবী আরও বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। যতদিন না বুড়ো হই, ততদিন সম্পত্তি ভোগ করা যাবেনা। বুড়োদের এই অত্যাচারের পেছনে আমাদের এক দুর্বল অলস দাসত্ব মনোভাব কাজ করছে। আমাদের থেকে ওদের ক্ষমতা বেশি বলে যে ওরা চালিয়ে যাচ্ছে এমন নয়—শুধু ওদের চালাতে দেওয়া হচ্ছে বলে ওরা চালাচ্ছে। আমার সঙ্গে দেখা কর। যাতে করে এ সম্বন্ধে আরও বলতে পারি। বাবাকে যদি একেবারে চিরনিদ্রিত করা যায়, তবে তুমি অর্ধেক সম্পত্তি ভোগ করবে। এবং আমার ভাই হিসেবে তুমি আমার আরও ঘনিষ্ঠ হবে—এডগার। হুঁ, ষড়যন্ত্র! 'যদি চিরনিদ্রিত করা যায় তবে তুমি অর্ধেক সম্পত্তি ভোগ করবে'—আমার নিজের ছেলে এডগার! ও এটা নিজে হাতে লিখেছে? নিজের মাথা থেকে, মন থেকে এই সব বেরিয়েছে? এটা কখন পেয়েছ? কে দিয়ে গেছে?

এডমাণ্ড। এটা কেউ দিয়ে যায়নি। সেখানেই তো এর চালাকি। কেউ আমার ঘরের জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

গ্লষ্টার। এই হাতের লেখা তোমার দাদার বলে চেন?

এডমাণ্ড। বিষয়টা আপত্তিকর না হলে নির্দ্বিধায় বলতাম যে এটা ওরই—কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছে হচ্ছে এটা যেন ওর না হয়।

গ্লষ্টার। ওরই এটা।

এডমাণ্ড। লেখাটা ওর, কিন্তু আমার আশা যে ও এসব মন থেকে লেখেনি।

গ্লষ্টার। ও কি এ সম্বন্ধে কোনদিন তোমার মত যাচাই করতে চেয়েছে?

এডমাণ্ড। কোনদিন না। তবে এ কথা ওকে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে, বয়স হলে বাবাদের উচিত ছেলেদের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেওয়া এবং ছেলেরাই তখন টাকা পয়সা দেখাশোনা করবে।

গ্লষ্টার। ওঃ শয়তান, শয়তান! চিঠিতে সেই মতই রয়েছে! নীচ! বদমাশ! একেবারে জানোয়ার কোথাকার—শয়তান! পশুরও অধম। যাও, ওকে খুঁজে নিয়ে এস। আমি ওকে বন্দী করে রাখব। শয়তান! ও কোথায়?

এডমাণ্ড। আমি ঠিক জানিনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওর মতলবের আরও পরিষ্কার প্রমাণ পান ততক্ষণ আপনার ক্রোধ সংযত রাখাই উচিত। ওর মতলব না

জেনে ওর বিরুদ্ধে মারাত্মক কিছু করলে সেটা আপনার নিজের পক্ষে অসম্মানজনক হবে। আর, হয়ত আপনার প্রতি ওর আনুগত্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমার নিজের জীবনের বিনিময়ে বলতে পারি যে, ও এটা লিখেছে আপনার প্রতি আমার কি রকম ভালবাসা সেটা যাচাই করার জন্য, অন্য কোন কুমতলবে নয়।

গ্লষ্টার। তোমার সেরকম মনে হয় ?

এডমাণ্ড। আপনি যদি উচিত মনে করেন, আমি আপনাকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখব আর আমরা দু'জনে আড়ালে এটা নিয়ে আলোচনা করব। তখন নিজে কানে শুনে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। দেরী না করে আজই সন্ধ্যায় এটা করা যেতে পারে।

গ্লষ্টার। ও নিশ্চয় রকম একটা জানোয়ার নয়।

এডমাণ্ড। ঠিকই, এরকম নিশ্চয় নয়।

গ্লষ্টার। যে বাপ ওকে এত ভালবাসে তার বিরুদ্ধে! হে ভগবান, হে পৃথিবী! এডমাণ্ড ওকে খুঁজে বের করে ওর সব কথা জান। আমি তোমাকে বলছি তোমার বিচার বুদ্ধি অনুসারে সব ব্যবস্থা কর। একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দরকার হলে আমার সব ক্ষমতা আমি পরিত্যাগ করব।

এডমাণ্ড : আমি এক্ষুণি ওকে খুঁজে বের করব। আমার নিজের ক্ষমতা মত আমি ব্যাপারটা দেখছি। তারপর আপনাকে সব কিছু জানাব।

গ্লষ্টার। সাম্প্রতিক এই সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ সব কুলক্ষণ। লোকে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে এগুলোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করছে বটে, কিন্তু যা সব ঘটছে তাতে প্রকৃতিই যেন পীড়িত হচ্ছে। ভালবাসা শীতল হয়ে যাচ্ছে, বন্ধুত্ব বিনষ্ট হচ্ছে, ভাইয়েরা আলাদা হয়ে যাচ্ছে ; শহরে বিদ্রোহ, গ্রামে দলাদলি, রাজ প্রাসাদে চক্রান্ত আর পিতা পুত্রের যে বন্ধন তাও ছিন্ন। এই দৈবের জন্যই আমার ছেলে শয়তান হয়ে গেছে। ছেলে বাপের বিরুদ্ধে, রাজা অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে, বাপ তার সন্তানের বিরুদ্ধে। আমরা সুদিন দেখেছি। আর এখন চারদিকে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা আর বিশৃঙ্খলা—সব নিয়ে আমরা কবরের দিকে এগুচ্ছি। এডমাণ্ড, ঐ শয়তানকে খুঁজে বের কর। এতে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা। সাবধানে কর—সৎ কেণ্টকে নির্বাসন দেওয়া হল, কি অপরাধ তার ? সততা—কি অদ্ভুত! [প্রস্থান

এডমাণ্ড। এযুগের এক মস্ত বোকামি হল এই যে, লোকেরা নিজেদের কৃতকর্মের দুর্ভাগ্যের জন্য সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রকে দায়ী করে। যেন ভাগ্যের নির্দেশে আমরা বদমাশ, ভগবানের ইচ্ছের জন্যই আমরা মূর্খ, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে জোচ্চোর বা বিশ্বাসঘাতক, মাতাল, মিথ্যাবাদী, লম্পট—সব অদৃষ্টের ফেরে। যেন আমাদের যা কিছু অমঙ্গল সব দৈবের জন্য। এসব হল নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে অদৃষ্টের ওপরে দায়িত্ব চাপানর সুন্দর উপায়। ফুঃ, আমার জন্ম মুহূর্তে যদি আকাশে একেবারে সবচেয়ে পবিত্র তারাও থাকত, তবুও আমি যা আমি তাই হতাম। এড়গার—[এডগারের প্রবেশ] ঐ যে আসছে সেকেলে নাটকের শেষ দৃশ্যের মত। আমি বরং পাগলা টমের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাণ করে দুঃখের কথা আওড়াব। ওঃ, এই গ্রহণগুলোর জন্যই যত সব বিশৃঙ্খলা। ফা, সো, লা, মি—

এডগার। কি খবর এডমাণ্ড ? কি গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন ?

এডমাণ্ড। সেদিন এক ভবিষ্যদ্বাণী পড়ছিলাম—এই গ্রহণের ফলে কি হবে। সেই কথা ভাবছি।

এডগার। আজকাল এসব নিয়ে আছ ?

এডমাণ্ড। আমি বলে দিলাম দেখো। যে সব পরিণতির কথা লেখা রয়েছে সেগুলো খুব খারাপ। বাপ ছেলেতে ঝগড়া, মৃত্যু, অনটন, রাজার সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষ, অকারণ সন্দেহ, বন্ধুদের নির্বাসন, রাজসভায় গলদ, দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল এই সব আরও অনেক কিছু।

এডগার। কদ্দিন হল তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী হয়েছ ?

এডমাণ্ড। আরে শোন, বাবাকে শেষ কখন দেখেছ ?

এডগার। গত রাত্রে।

এডমাণ্ড। কথা বলেছিলে ?

এডগার। হ্যাঁ, দু ঘণ্টা একসঙ্গে।

এডমাণ্ড। যখন চলে এসেছিলে রাগারাগি হয়নি তো ? বাবার কথায় বা মুখের ছাপে কোন অসন্তোষ লক্ষ্য করনি ?

এডগার। না, কিচ্ছু না।

এডমাণ্ড। ভেবে দেখ তো কোন রকম কিছু করেছ কিনা যেটা তার রাগের কারণ হতে পারে। আমার অনুরোধ বাবার অসন্তোষের উত্তাপ একটু ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত বাবাকে এড়িয়ে চল। এখন তিনি এত রেগে আছেন যে, তোমাকে আঘাত করেও তিনি সে রাগ কমাতে চাইতে পারেন।

এডগার। কোন বদমাশ আমার নামে কিছু বলেছে বোধ হয়।

এডমাণ্ড। আমারও তাই মনে হয়। আমার অনুরোধ, একটু জোর করে ধৈর্য ধরে থাক, যতক্ষণ না বাবার রাগ কমে। আর যা বলছি আমার সঙ্গে বাড়ীতে চল। তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখান থেকে তুমি বাবার কথা শুনতে পাবে। আমার অনুরোধ, এই চাবি নিয়ে যাও, বাইরে যদি বেরোও তো সশস্ত্র থেক।

এডগার। সশস্ত্র !

এডমাণ্ড। শোন, তোমার ভালর জন্যই বলছি। আমি খাঁটি লোক বলেই বলছি, এসবের পেছনে তোমার নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল আছে। যা দেখেছি এবং অল্প অল্প শুনেছি আমি তাই বলছি। আসল ব্যাপারটা হয়ত আরও ভয়ের। তাই বলছি—পালাও।

এডগার। তোমার কাছ থেকে আমি শীঘ্র সংবাদ পাব তো ?

এডমাণ্ড। এ ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। [এডগারের প্রস্থান বিশ্বাসী পিতা আর মহৎ ভাই, যার স্বভাব এতই নিষ্পাপ যে সে কাউকে সন্দেহ করেনা। ওর বোকামি আর সততার জন্যই আমার ষড়যন্ত্র কৃতকার্য হবে। আমি বুঝি কাজ। দেখি, যদি জন্ম-অধিকারে ভূসম্পত্তি না পাই তবে বুদ্ধি দিয়ে তা পাব। সুষ্ঠুভাবে যা আমি সম্পন্ন করতে পারব, তাই আমার কাছে ন্যায়।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। অ্যালবাণীর ডিউকের প্রাসাদ

[গণারিল ও অসওয়াল্ডের প্রবেশ]

গণারিল। বিদূষককে বকেছে বলে আমার এই লোককে বাবা মেরেছে ?

অসওয়াল্ড। হ্যাঁ।

গণারিল। দিন রাত্রি আমার প্রতি অন্যায় করে যাচ্ছেন। ঘন্টায় ঘন্টায় একটা ন একটা দোষ করে চলেছেন, ফলে আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যাচ্ছে আমি এ সহ্য করবনা। তাঁর অনুচরের দল বেয়াদপি করছে আর নিজে পা: থেকে চুন খসলেই চেঁচামেচি লাগাচ্ছেন। শিকার থেকে ফিরলে আমি কথ বলবনা। বলে দিও, আমার শরীর খারাপ। তোমার কাজে কর্মে যদি ঔদাসীন দেখাও তো ভালই হবে। দরকার হলে তার কৈফিয়ৎ আমি দেব। (ভেতরে বাজনার শব্দ

অসওয়াল্ড। রাজা আসছেন। আমি শব্দ শুনলাম।

গণারিল। যতটা পার তাচ্ছিল্য দেখাও। তুমি আর তোমার দলবল সবাই। আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই! যদি তার ভাল না লাগে তবে বোনের বাড়ী যাক। তার আর আমার দু'জনের মতিগতিই তো আমি জানি—কেউ অন্যে দাপট মানব না। আল্‌সে বুড়ো যে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে এখনও তা আঁকড়ে রাখছে। জীবনের দিব্যি দিয়ে বলছি, বুড়োরা আসলে ছেলেমানুষ। ওরা যখ বিগড়ে যায় ওদের শাসন আর তোষামোদ এই দু'টো দিয়ে সামলাতে হয়। য বললাম মনে রেখ।

অসওয়াল্ড। আচ্ছা।

গণারিল। আর রাজার ঐ অনুচরগুলোকে উপেক্ষা করবে। ফল যাই হোক ভেবনা। অন্য লোকদেরও জানিয়ে দিও। আমিই এখন থেকে ছুতো বে করব যাতে ওকে ডেকে বলতে পারি। আর বোনকেও লিখে জানিয়ে দিচ্ছি ও যেন আমার পথই ধরে। খাবারের ব্যবস্থা কর। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। অ্যালবাণীর ডিউকের প্রাসাদের সভাকক্ষ

[ছদ্মবেশে কেন্টের প্রবেশ]

কেন্ট। আমার গলার স্বরটাও বদলাতে পারলে আমার কথাও লুকোন যেত তাহলে যে জন্য আমি ছদ্মবেশ ধরেছি সেই সৎ অভিপ্রায় পূর্ণ করা যেত। এখন নির্বাসিত কেন্ট, যে রাজার চোখে তুমি খারাপ তারই যদি তুমি সেবা করতে পার তাহলে তোমার প্রিয় মনিব হয়ত একদিন বুঝবে যে তুমি তারই জন্য পরিশ্রম করেছ। [বাজনার শব্দ। লীয়র, নাইটগণ এবং অনুচরদের প্রবেশ

লীয়র। আমি রাত্রের খাবারের জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারবনা। যাও এখনই খেতে দাও। [একজন অনুচরের প্রস্থান] কি চাই ? তুমি কে ?

কেন্ট। আমি একজন সাধারণ লোক।

লীয়র। তুমি কি কাজ কর ? আমার কাছে কি চাও ?

কেন্ট। আমাকে দেখে যা মনে হয় আমি তাই করি। মানে যে আমাকে বিশ্বাস করে রাখবে বিশ্বস্তভাবেই আমি তার কাছে কাজ করতে চাই। যে সৎ ব্যক্তি আমি তাকে ভালবাসতে চাই, যে জ্ঞানী ও মিতভাষী তার সঙ্গে আলাপ করতে

চাই, ন্যায় বিচার মেনে চলতে চাই, অনন্যোপায় হলে তবেই লড়াই চাই। তবে ভোজনের বেলায় আমি কিন্তু মিতাহারী নই।

লীয়র। তুমি কেমন লোক ?

কেন্ট। মনের দিক থেকে আমি খাঁটি আর এদিকে আমাদের রাজার মতই দরিদ্র।

লীয়র। রাজা হয়েও তোমাদের রাজা যেমন দরিদ্র, প্রজাদের মধ্যে তুমি যদি তেমন দরিদ্র হও তবে তুমি সত্যিই দরিদ্র। তোমার কি প্রয়োজন ?

কেন্ট। চাকরী।

লীয়র। তুমি কার কাছে কাজ করবে ?

কেন্ট। আপনার।

লীয়র। তুমি কি আমাকে চেন নাকি ?

কেন্ট। না, কিন্তু আপনার চেহারায় এমন কিছু আছে যা দেখে আমি আপনাকে প্রভু বলতে পারি।

লীয়র। সেটা কি ?

কেন্ট। ক্ষমতার ছাপ।

লীয়র। তুমি কি কাজ করতে পার ?

কেন্ট। গোপন পরামর্শ আমি গোপন রাখতে জানি। ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান এসব জানি। একটা ভাল গল্প বলতে গিয়ে মাটি করে দিতে পারি, খুব বোকার মত সাধারণ সংবাদ পৌঁছে দিতে পারি ; আসলে সাধারণ লোকেরা যে সব কাজ পারে আমি সে রকম। আর আমার সব চেয়ে বড় গুণ হল পরিশ্রম করার ক্ষমতা।

লীয়র। তোমার বয়স কত ?

কেন্ট। এত তরুণ নই যে গান শুনেই কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে যাব, আর এত বৃদ্ধও নই যে প্রায় অকারণেই সেই মেয়ের জন্য তা নিঃশেষ করব—আমি আট চল্লিশ বছর পেরিয়ে এসেছি।

লীয়র। আমার সঙ্গে চল। তুমি আমার কাছে কাজ করবে। রাত্রের খাওয়া শেষ হবার পরে যদি তোমাকে আমার অপছন্দ না হয়, তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাবে। খেতে দাও—কই খেতে দাও। আমার চাকর কোথায় গেল—আমার বিদূষক ? যাও, আমার বিদূষককে এখানে ডেকে দাও। [একজন অনুচরের প্রস্থান। অসওয়াল্ডের প্রবেশ।] তুমি, তোমাকে বলছি, আমার মেয়ে কোথায় ?

অসওয়াল্ড। অমি এখন······ [প্রস্থান

লীয়র। লোকটা কি বলল ? ঐ হতচ্ছাড়াকে ডেকে আন। [একজন নাইটের প্রস্থান] আমার বিদূষক কোথায় গেল—কি হল, মনে হচ্ছে পৃথিবী শুদ্ধু সবাই ঘুমোচ্ছে। [নাইটের পুনঃপ্রবেশ] কি হল, সেই হারামজাদা কোথায় ?

নাইট। সে বলল আপনার কন্যার শরীর খারাপ।

লীয়র। আমি যখন ঐ বদমাশটাকে ডাকলাম ও এলনা কেন ?

নাইট। আমাকে ও নির্বিকার ভাবে বলল যে ও যাবে না।

লীয়র। যাবে না ?

নাইট। মহারাজ, আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে যে গভীর মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থিত হওয়ায় আপনি অভ্যস্ত এখানে

আপনাকে সেটা করা হচ্ছে না। চাকর বাকর থেকে শুরু করে স্বয়ং ডিউক এবং আপনার কন্যা সকলের মধ্যেই একটা বিনয়ী ও নম্র ব্যবহারের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

লীয়র। হুঁ, তুমি তাই বলছ?

নাইট। আপনি আমাকে মাপ করবেন যদি আমার ভুল হয়ে থাকে। তবে আপনার প্রতি অবিচার হচ্ছে দেখলে চুপ করে থাকাটা আমার কর্তব্য নয়।

লীয়র। আমার নিজের যা মনে হচ্ছিল তুমি সেটাকেই শুধু মনে করিয়ে দিলে। আমি সাম্প্রতিক কালে একটা সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য লক্ষ্য করছিলাম, ভেবেছিলাম ওটা বোধ হয় ওদের দিক থেকে ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য নয়—আমারই নিজের সন্দিগ্ধ স্বভাব। আরও ভাল করে লক্ষ্য করব। কিন্তু, আমার বিদূষক গেল কোথায়? দু'দিন হল আমি তাকে দেখছি না!

নাইট। যবে থেকে আমাদের ছোট রাজকুমারী ফ্রান্সে গেছে বিদূষক খুব বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে।

লীয়র। ও কথা থাক, ওসব আমি জানি। যাও, বড় মেয়েকে খবর দাও আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। [একজন অনুচরের প্রস্থান] তুমি যাও, বিদূষককে ডেকে আন। [অনুচরের প্রস্থান, অসওয়াল্ডের পুনরাবির্ভাব] ও এই যে আপনি, আসুন আসুন, মহাশয় আমি কে বলুন তো?

অসওয়াল্ড। আমার মনিবের বাবা।

লীয়র। 'আমার মনিবের বাবা', আমার প্রভুর চাকর, কুকুর, ক্রীতদাস। কুত্তা কোথাকার—

অসওয়াল্ড। আমি ওসব নয়, আপনাকে বলে দিচ্ছি।

লীয়র। কি, আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলা, হতচ্ছাড়া—(আঘাত)

অসওয়াল্ড। আমার গায়ে হাত দেবেন না বলে দিচ্ছি।

কেন্ট। হুঁ, তোমাকে ল্যাং মারাও যাবে না—কি বল হতভাগা ফুটবল খেলোয়াড়। (ল্যাং মেরে ফেলে দিল)

লীয়র। ধন্যবাদ। তুমি ঠিক করেছ, তুমি আমার ভালবাসা পাবে।

কেন্ট। এস, উঠে এস! কার সঙ্গে কার কি তফাৎ তোমাকে একটু শিখিয়ে দি। বেরোও, বেরোও, আর, যদি আর একবার মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়াতে চাও তো থাক। বেরো বলছি, দূর হ, একটু শিক্ষা হয়েছে? এতক্ষণে! (অসওয়াল্ডকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়)

লীয়র। তুমি আমার বন্ধুর মত, তোমায় ধন্যবাদ—তুমি ভালই কাজ করবে। (কেন্টকে অর্থ প্রদান) [বিদূষকের প্রবেশ

বিদূষক। আমিও একে কাজ দিতে চাই। এই নিন আমার টুপি। (কেন্টকে তার টুপি দিয়ে)

লীয়র। কি ব্যাপার, কেমন আছ?

বিদূষক। আপনি আমার টুপিটা নিন না।

কেন্ট। কেন?

বিদূষক কারণ আপনি এমন একজনের হয়ে কাজ করছেন যে এখন রিক্ত। না না, বাতাস যে দিকে বয় সে হিসেবে যদি না হাসতে পারেন, তো ঠাণ্ডা লাগবে।

এই নিন আমার টুপি—শুনুন, এই রাজা দুই মেয়েকে নির্বাসিত করেছে, আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৃতীয় মেয়ের উপকার করেছে। এখন এই রাজাকে যদি অনুসরণ করতে চান তবে আমার বোকার টুপি আপনার পরা উচিত। —কি খবর, খুড়ো যে ; আমার দু'টো বোকার টুপি থাকলে ভাল হত, আর সঙ্গে সঙ্গে দু'টো মেয়ে।

লীয়র। কেন হে, তাতে কি হত ?

বিদূষক। তাদের আমি যদি আমার সব কিছু দিয়েও দিতাম, নিজে বোকার টুপি দু'টো রেখে দিতাম। এটা তো আমার। যান মেয়েদের কাছ থেকে আর একটা চেয়ে আনুন।

লীয়র। সাবধান, মনে রেখ চাবুক আছে।

বিদূষক। সত্যি কথা হল এমন এক কুত্তা, যাকে তার কুকুরশালাতেই রেখে দিতে হবে। ঘর থেকে তাকে তো চাবকে বের করে দেওয়া উচিত—যাতে করে মাদী কুকুর আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে।

লীয়র। তুমি অত্যন্ত বিরক্তিকর।

বিদূষক। আচ্ছা হুজুর, আমি একটা কথা শেখাই।

লীয়র। বল।

বিদূষক। খুড়ো লক্ষ্য কর : তোমার যতটা দেখাবে তার থেকে বেশি যেন নিজের কাছে থাকে। যতটা জানবে তার কম বলবে ; যা আছে তার অনেক কম ধার দেবে। পায়ে হেঁটে যা যাবে ঘোড়ায় চেপে তার থেকে বেশি যেও, যা যা জেনেছ তার থেকে বেশি শিখবে, আর যতটা জেতার আশা তার থেকে অনেক কম ঝুঁকি নেবে। এসব যদি করে চল তবেই দেখবে দশের সঙ্গে দশ যোগ করলে কুড়ির বেশি পাচ্ছ।

কেন্ট। বিদূষক, এসব অর্থহীন কথা।

বিদূষক। তাহলে, যে উকিলকে পয়সা দাওনি, এ হল তার পরামর্শ। এজন্য তো আমাকে কিছু দাওনি। খুড়ো, তুমি শূন্যকে কাজে লাগাতে পার ?

লীয়র। না, শূন্য থেকে তো কিছুই হয় না।

বিদূষক। (কেন্টকে) আপনি ওকে বলুন তো, ওর যে সব রাজস্ব আসছে সেগুলো এখন ঠিক সেরকম—আমার কথা তো বিশ্বাস করবে না।

লীয়র। তুমি খুব তিক্তভাষী।

বিদূষক। ওহে, তেতো ভাঁড়ের সঙ্গে মিষ্টি ভাঁড়ের তফাৎ বোঝ না কি ?

লীয়র। না, বল।

বিদূষক। যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তোমাকে তোমার সব রাজত্ব দান করে দিতে উপদেশ দিল তাকে আমার সামনে দাঁড়াতে বল, মানে আর কি, তুমিই সে জায়গায় দাঁড়াও। মিষ্টি ভাঁড় আর তেতো ভাঁড় সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে। একজনের গায়ে চকর বকর পোষাক (নিজেকে দেখিয়ে) আর একজন এই যে দাঁড়িয়ে আছ (লীয়রকে দেখিয়ে)।

লীয়র। তুমি আমাকে একজন বোকা ভাঁড় বলছ ?

বিদূষক। আমার জন্মসূত্রে পাওয়া খেতাবগুলো তো আপনি পরিত্যাগ করেছেন।

কেন্ট। এ কিন্তু পুরোপুরি বোকা নয়।

বিদূষক। না, ঠিকই, বড় বড় লোকেরা আমাকে পুরো বোকা হতে দেবে না। আমি পাছে একাই সবটা হই তাই ওরা সবাই ভাগ চাইছে। শুধু ওরা না, মহিলারাও—ওরা আমাকে পুরো বোকা হতে দেবে না—কিছুটা ওরাও ছিনিয়ে নেবে। খুড়ো, একটা ডিম দাও দেখি—আমি তোমাকে দু'টো খোলা দেব—দু'টো মুকুট।

লীয়র। কি রকম দু'টো মুকুট ?

বিদূষক। কেন, দু'ভাগে ভাগ করে কুসুমটা খেয়ে নেব, ডিমের দু'টো খোলা পড়ে থাকবে। তুমি যখন তোমার মুকুট দু'ভাগে ভাগ করে দু'টো ভাগই দিয়ে দিলে তখন থেকে তুমি নিজের কাঁধে গাধাটাকে বহন করে নোংরা রাস্তা দিয়ে হেঁটেই চলতে লাগলে। যখন তোমার সোনার মুকুটটা দিয়ে দিলে তখন তোমার টেকো মাথায় বুদ্ধি বেশি ছিলনা। এসব কথা যদি আমি বোকা ভাঁড়ের মত বলছি এমন হয়, তবে যে সে বোকামি ধরবে তাকেই চাবুক মারা হোক। (সুর করে) বোকারা এখনকার চেয়ে কম সম্মান আগে কখনো পায়নি। এখন জ্ঞানীরা সব ফুলবাবু হয়েছে। বুদ্ধি কাজে লাগাতে জানেনা ; শুধু বাঁদরের মত নকল করছে।

লীয়র। তুমি আবার কবে থেকে এমন গান করছ ?

বিদূষক। খুড়ো, যবে থেকে কর্তৃত্বে মেয়েদের তুমি মা বানালে। ওদের হাতে তুমি চাবুক তুলে দিলে আর নিজে ছোট ছেলের মত প্যান্ট খুলে দাঁড়ালে তোমাকে চাবকাবে বলে, তবে থেকে—(সুর করে) 'আনন্দে লোকেরা লাগল কাঁদতে আর আমি দুঃখে শুরু করলাম গান গাইতে। এমন এক রাজা ছোটদের মত চোরপুলিশ খেলছে আর একেবারে বুদ্ধু বনে গেছে।' শোন খুড়ো, একজন মাষ্টার রাখ আমার জন্য যে আমাকে মিথ্যে বলতে শেখাবে। আমি মিথ্যে বলতে শিখব।

লীয়র। মিথ্যে কথা বললে তোমাকে চাবকান হবে।

বিদূষক। তোমার সঙ্গে তোমার মেয়েদের কি গভীর সম্পর্ক তাই ভাবি। সত্যি বললে ওরা চায় আমাকে চাবকাতে, আর মিথ্যে বললে তুমি চাও চাবকাতে ; আবার কখনো কখনো কিছু না বলার জন্যই আমাকে চাবুক মারা হয়। আমি দেখছি এখন ভাঁড় হওয়া ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু হব। কিন্তু তবুও খুড়ো, আমি তোমার মত হতে চাইনা। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি তুমি দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছ, মাঝখানে আর কিস্যু রাখনি। ঐ দু'ভাগের এক ভাগ আসছে যে—

[গণারিলের প্রবেশ

লীয়র। কি ব্যাপার, গণারিল ; তোমার মুখে ঐ ভ্রুকুটি কেন ? মনে হচ্ছে আজকাল প্রায়ই তুমি ভুরু কুঁচকে থাকছ।

বিদূষক। যখন তার ভ্রুকুটিতে আপনার কিছুই এসে যেতনা তখন আপনি ছিলেন ভাল। এখন যেহেতু আপনি একটি নিছক শূন্য ছাড়া আর কিছুই না আপনার থেকে আমারও দাম বেশি। আমি হলাম ভাঁড় আর আপনি শুধুই শূন্য। (গণারিলকে) হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, আমি চুপ করছি, আপনার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি, মুখে যদিও কিছু বলেননি তবু এই আপনার আদেশ। চুপচুপ—যে নিজের জন্য রুটির শক্ত বা নরম কোন অংশই রেখে দেয়না তার তো অভাব হবেই—উনি

হলেন একটা কড়াইশুঁটির শূন্য খোসা মাত্র। (লীয়রকে দেখিয়ে)

গণারিল। শুধু আপনার এই অতি-স্বাধীন ভাঁড়ই নয়, আপনার সব উদ্ধত অনুচরের দল সব সময় আমাদের ত্রুটি ধরছে, ঝগড়া করছে, অসহ্য আর ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা চালাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আপনার কাছে নালিশ করলে এর বিহিত হবে। কিন্তু আপনি নিজেই এখন যেরকম কথা বলছেন, ব্যবহার করছেন, তাতে আমার মনে হয় আপনার প্রশ্রয়েই এরা এরকম করছে—আপনিই এসবের অনুমতি দিয়েছেন। এরকম যদি চালিয়ে যান তো এ অন্যায় আমি সইবনা, নিজেই এর প্রতিকার করব। তখন ভালর জন্যই আমরা যা যা করব তাতে আপনার সম্মানে লাগবে। অন্য সময় হলে এ সব চক্ষু লজ্জার বলে মনে হত, কিন্তু এক্ষেত্রে দরকারের খাতিরেই আমাকে বিচক্ষণ হতে হবে।

বিদূষক। খুড়ো মনে রেখ, 'যে পাখী এদ্দিন কোকিলের বাচ্চাকে মানুষ করেছে খাইয়ে খাইয়ে, এখন কোকিলের বাচ্চাই তার মাথাটা খাচ্ছে।' এইভাবে বাতি নিভে গেল আর আমরা সবাই অন্ধকারে রইলাম।

লীয়র। তুমি কি আমার নিজের মেয়ে?

গণারিল। শুনুন, শুনুন। আপনার মধ্যে যে বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল বলে আমার বিশ্বাস সেগুলো প্রয়োগ করুন, আর আজকাল যে এক অদ্ভুত খেয়াল আপনাকে বদলে দিয়েছে সেটা ত্যাগ করুন।

বিদূষক। গর্দভ কি বুঝতে পারেনা কখন গাড়ীই ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যায়? আহা, সোনামণি! আমি তোমাকে ভালবাসি।

লীয়র। এখানে কি কেউ আছে যে আমাকে চেনে? আমি তো লীয়র নয়। লীয়র কি এইভাবে হাঁটে? এই ভাবে কথা বলে? কোথায় গেল তার চোখ? হয় সে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে অথবা মানুষে মানুষে তফাৎ সে আর বুঝতে পারেনা। সে কি জেগে আছে? না তা নয়। কে আছ যে বলতে পার আমি কে?

বিদূষক। লীয়রের ছায়ামাত্র।

লীয়র। তার অর্থ কি আমি জানতে চাই। কারণ আমার ক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আমি জানি যে আমার কন্যা আছে। কিন্তু আমাকে ভুল শেখান হয়েছে।

বিদূষক। ওরা আপনার ছায়ার অনুগত কন্যা।

লীয়র। ভদ্রমহিলা, আপনার নাম কি?

গণারিল। এই বিস্ময়ভাব আপনার অধুনালব্ধ খেয়ালেরই এক অংশ। আমি আপনাকে আমার কথা উপলব্ধি করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং সম্মানের পাত্র, তাই আপনার বোঝা উচিত এখানে আপনার একশ' জন নাইট ও অন্যান্য লোক রয়েছে—এরা সব এমন উচ্ছৃঙ্খল, বদলোক এবং হঠকারী যে আমাদের রাজসভা এদের কুসংসর্গে সংক্রামিত হয়ে একটা দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ সরাইখানার মত হয়ে উঠেছে। স্ফূর্তি আর বেলেল্লাপনা এটাকে একটা শুঁড়িখানা কি গণিকালয়ের মত করেছে—একটা সম্ভ্রান্ত প্রসাদ নয়। এই নোংরা অবস্থা এখনি বদলান দরকার। তাই আমার কথা শুনুন,

আমি যদিও আমার খুশীমতই চলি, তবু অনুরোধ জানাচ্ছি আপনার এই দলবলটাকে একটু কমিয়ে ফেলুন আর বাকীরা যারা থাকবে তারা যেন এমন লোক হয়, যা আপনার এই বয়সে মানায়, যারা নিজেদের আর আপনার সম্মানটা বোঝে।

লীয়র। অন্ধকার অন্ধকার, শয়তান। ঘোড়ায় জিন দাও। আমার লোকজনকে ডাক। অধঃপতিত জারজ মেয়ে! আমি তোমাকে আর কষ্ট দেবনা। আমার এখনো আর এক কন্যা আছে।

গণারিল। আপনি আমার লোকদের প্রহার করেছেন—আর আপনার লোকজন বড়দের একেবারে চাকরের মত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। [অ্যালবানীর প্রবেশ

লীয়র। যার অনুতাপ বোধ দেরীতে আসে সে হতভাগ্য। (অ্যালবানীকে) ও, তুমি এসেছ? এসব কি তোমার ইচ্ছা? বল—আমার ঘোড়া তৈরী কর। অকৃতজ্ঞতা! পাষাণের মত কঠোর তোমার হৃদয়, আর তুমি যখন নিজের মেয়ের মধ্যে দেখা দাও, তখন তুমি একটা সামুদ্রিক দৈত্যের চেয়েও বীভৎস।

অ্যালবানী। আমার অনুরোধ, আপনি শান্ত হন।

লীয়র। (গণারিলকে) নির্লজ্জ কোথাকার! তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমার লোকজন সব বাছাই করা, সব গুণী লোক, ওরা সব কর্তব্য বোঝে আর নিজেদের নামের মর্য্যাদা কি করে রাখতে হয়—তা জানে। হায় হায়, কত সামান্য ত্রুটি কর্ডেলিয়ার মধ্যে আমি কত বড় করে দেখেছিলাম, যে ত্রুটি একটা অত্যাচারের যন্ত্রের মত আমার সমস্ত প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক মোচড় দিয়েছিল, আমার হৃদয় থেকে সব ভালবাসা নিংড়ে নিয়েছিল, শুধু বিষ ঢেলে দিয়েছিল। ও লীয়র! লীয়র। এই প্রবেশদ্বারে আঘাত কর যে পথ দিয়ে আমার ভ্রান্তি প্রবেশ করেছিল (মাথায় আঘাত করে) আর আমার সুবিচার শক্তি বেরিয়ে গিয়েছিল। চল, আমার লোকেরা, চল চল।

অ্যালবানী। আমি নিরপরাধ—আমি জানিই না কি জন্যে আপনি এত বিচলিত হয়েছেন।

লীয়র। তা হতে পারে—হে প্রকৃতি, শোন, শোন। হে প্রিয় দেবী, শোন। তুমি যদি কখনো এই মেয়েকে সন্তানবতী করার কথা ভেবে থাক, তবে তোমার সে উদ্দেশ্য অপূর্ণ রাখ। ওর গর্ভে বন্ধ্যাত্ব প্রেরণ কর; ওর সেই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শুকিয়ে যাক যা সন্তান ধারণে সাহায্য করে। ওর এই কলঙ্কিত শরীর থেকে যেন কোন শিশু জন্ম নিয়ে ওকে সম্মানিত না করে। আর যদি সত্যিই ও জননী হয়, তবে এমন যন্ত্রণাদায়ক সন্তান হোক যে বেঁচে থেকে ওর প্রচণ্ড অশান্তির কারণ হবে। যেন তার জন্য ওর যৌবনেই কপালে কুঞ্চিত রেখা পড়ে আর গাল বেয়ে অশ্রুর প্লাবন বয়। সে যেন তার মায়ের দুঃখ আনন্দ সবকে উপহাস আর ঘৃণা করে যাতে করে ও বোঝে অকৃতজ্ঞ সন্তান সাপের দাঁতের থেকেও কি ভীষণ ধারাল! আমি চললাম—চললাম। [প্রস্থান

অ্যালবাণী। আমাদের উপাস্য দেবতাদের নামে জিজ্ঞেস করছি কি জন্য এ রকম হল?

গণারিল। এর কারণ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। এ হল বুড়ো বয়সের ভীমরতি—তার খেয়াল খুশী মতই তিনি চলুন। [লীয়রের পুনঃপ্রবেশ

লীয়র। এরই মধ্যে আমার পঞ্চাশজনকে তাড়িয়ে দিয়েছ ?

অ্যালবাণী। কি হয়েছে, আমাকে বলুন।

লীয়র। বলছি। (গণারিলকে) আমার জীবন ও মৃত্যুর নামে শপথ করে বলছি যে আমার পৌরুষকে তুমি এভাবে খর্ব করেছ বলে আমার লজ্জা হচ্ছে, লজ্জা হচ্ছে যে এই উষ্ণ অশ্রু যা আমার চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে তার কারণ হলে তুমি। ঝঞ্ঝা আর কুয়াশা তোমায় আবৃত করুক, পিতার অভিশাপের অচিকিৎস্য ক্ষত তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করুক। আমার প্রিয় চোখ, যদি এই কারণে আবার অশ্রুপাত কর, তবে আমি তোমাদের উৎপাটিত করে দূরে ছুঁড়ে ফেলব—তোমাদের অশ্রু দিয়ে কাদা তৈরী হবে বলে। কি, অবস্থাটা এইখানে দাঁড়িয়েছে ? তবে তাই ঘটুক। আমার এখনো এক কন্যা অবশিষ্ট আছে। আমি স্থিরনিশ্চয় যে সে সদয় এবং সান্ত্বনাদায়িনী। সে যখন তোমার এই কীর্তির কথা শুনবে তার নখরাঘাতে সে তোমার ঐ নেকড়ের মত জানোয়ারের মুখকে ছিঁড়ে ফেলবে। তুমি দেখবে যে, যে মূর্তি আমি চিরতরে ফেলে দিয়েছি বলে ভাবছ আবার আমি তা ধারণ করব। তুমি দেখে নিও। আমি নিশ্চিত বলে গেলাম। [লীয়র। কেন্ট এবং অনুচরদের প্রস্থান

গণারিল। দেখলে তো সব ?

অ্যালবাণী। তোমার প্রতি আমার যত ভালবাসাই থাক না কেন, আমি তোমার হয়ে এতটা পক্ষপাতিত্ব করতে পারছিনা যে---

গণারিল। দয়া করে চুপ কর তো। –এই যে অসওয়াল্ড, শোন! (বিদূষককে) আর আপনি, যতটা না ভাঁড়, তার থেকে বেশি শয়তান ; দূর হন আপনার প্রভুর সঙ্গে।

বিদূষক। খুড়ো লীয়র, খুড়ো লীয়র, দাঁড়াও বিদূষককে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমার টুপিটা বেচে যদি একটা ফাঁসির দড়ি কেনা যেত তাহলে পারলে একটা শেয়াল ধরে, আর এরকম এক মেয়েকে একেবারে কয়েদখানায় নিয়ে যেতাম। এখন রাজাকে অনুসরণ করা যাক। [প্রস্থান

গণারিল। একদিন তো তার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল—এখন বলে কিনা একশজন অনুচর। এটা কি কখনো পাকা কাজ, না নিরাপদ যে তার সঙ্গে একশজন নাইট থাকবে। তারা তো আর খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস্ করা মাত্রই, সামান্য ইঙ্গিতে। অভিযোগে, অপছন্দে এগিয়ে এসে তাদের শক্তি সামর্থ্য দিয়ে তার ভীমরতির প্রশ্রয় দিয়ে যাবে। ফলে আমাদের জীবন ওদের হাতের মুঠোয় থাকবে। অসওয়াল্ড, ডাকছি যে !

অ্যালবানী। আমার মনে হয় তুমি বেশি ভয় পাচ্ছ।

গণারিল। বেশী বিশ্বাস করার চেয়ে সেটাই নিরাপদ। আমি চাই, যা আমি ভয় পাই তা সরিয়ে দিতে, নইলে ঐ গুলোই হয়ত আমাকে সরিয়ে দেবে। আমি তার মন চিনি। যা যা বলেছে আমি বোনকে লিখে জানিয়েছি। যদি আমার দেখিয়ে দেওয়ার পরেও সে বাবাকে আর তার একশজন নাইটকে রাখতে চায়— [অসওয়াল্ডের পুনঃপ্রবেশ] কি খবর অসওয়াল্ড, ঐ চিঠিটা বোনকে লিখেছ ?

অসওয়াল্ড। হ্যাঁ।

গণারিল। কয়েকজনকে নিয়ে ঘোড়ায় করে চলে যাও। আমি যা ভয় পাচ্ছি তা

ওকে খুলে বল, আর তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধিতে আরও বাড়িয়ে বল। যাও, তাড়াতাড়ি ফিরবে। [অসওয়াল্ডের প্রস্থান] না না, তুমি শোন, যদিও তোমার এই মিনমিনে ভদ্রতা আর হাবভাব আমার খারাপ লাগেনা তবুও কিছু মনে কোর না তোমার ঐ নিষ্পাপ ভাল মানুষির জন্য তোমাকে যত প্রশংসা করা যায় তার বেশি নিন্দে করা উচিত তোমার বিচার বুদ্ধির অভাবের জন্য।

অ্যালবাণী। জানিনা, তুমি ভবিষ্যৎ কতদূর দেখতে পার, তবে আরো বেশি পাবার জন্য আমরা যা ভাল অনেক সময় তাও হারাই।

গণারিল। না। তাহলে—

অ্যালবাণী। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফলেন পরিচয়।

পঞ্চম দৃশ্য। অ্যালবাণীর প্রাসাদের সম্মুখের রাজসভা

[লীয়র, কেন্ট ও বিদূষকের প্রবেশ।]

লীয়র। এই চিঠিগুলো নিয়ে তুমি আগে আগে গ্লষ্টার শহরে যাও। তুমি যা জান তা আমার মেয়েকে আগে বোল না—শুধু চিঠি পড়ে ও যা জিগ্যেস করবে তাই বলবে। তুমি যদি তাড়াতাড়ি না যেতে পার। আমিই হয়ত তোমার আগে পৌঁছে যাব।

কেন্ট। যতক্ষণ না আপনার চিঠি পৌঁছে দিতে পারি, আমার ঘুম হবেনা। [প্রস্থান

বিদূষক। মানুষের মাথাটা যদি গোড়ালিতে থাকত, তবে সেখানে গোড়ালির ঘা হতনা?

লীয়র। হ্যাঁ হত।

বিদূষক। তুমি তাহলে আনন্দ করতে পার। তোমার বুদ্ধি কোনদিনই নষ্ট হবেনা।

লীয়র। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

বিদূষক। দেখবে, তোমার অন্য মেয়েও তোমার সঙ্গে অনুরূপ সদয় ব্যবহারই করবে। কারণ যদিও এর সঙ্গে তার ততটাই সাদৃশ্য যতটা এক ধরনের বুনো আপেলের সঙ্গে অন্য ধরনের আপেলের, তবুও আমি যা বলতে পারি, আমি তাই বলতে পারি।

লীয়র। তুমি কি বলতে পার?

বিদূষক। তার স্বাদ হবে এই বুনো আপেল যেমন আর এক বুনো আপেলের মত—ঠিক সে রকম: তুমি বলতে পার মানুষের নাক তার মুখের একেবারে মাঝখানে থাকে কেন?

লীয়র। না।

বিদূষক। কেন? যেন দু'টো চোখ নাকের দু'দিকে থাকতে পারে, যাতে করে মানুষ গন্ধ শুঁকে যেটা বুঝতে পারবেনা সেটা যেন চোখ দিয়ে দেখে।

লীয়র। আমি সেই মেয়ের প্রতি অন্যায় করেছি।

বিদূষক। বলতে পার, একটা ঝিনুক কি করে খোলা তৈরী করে?

লীয়র। না।

বিদূষক। আমিও জানিনা। কিন্তু আমি বলতে পারি শামুকের কেন একটা বাড়ী থাকে।

লীয়র। কেন?

বিদূষক। কেন—মাথাটা ঢুকিয়ে রাখবে বলে—বাড়ীটা মেয়েদের দিয়ে নিজের মাথাটা অনাবৃত রাখার জন্যে নয়।

লীয়র। আমার স্বাভাবিক প্রকৃতিটাই আমি ভুলে যাচ্ছি। আমি এত দয়ালু পিতা! আমার ঘোড়া তৈরী?

বিদূষক। আপনার গাধারা গেছে তাদের তৈরী করতে। সাতটা—তারা কেন সাতটার বেশি নয় এর কারণ, এক মজার কারণ।

লীয়র। কারণ তারা আটটা নয়?

বিদূষক। হ্যাঁ ঠিকই তো। তুমি দেখছি একজন দক্ষ ভাঁড় হবে।

লীয়র। জোর করে নিজের অধিকার নিতে হবে। পশুর মত অকৃতজ্ঞ!

বিদূষক। খুড়ো, তুমি যদি আমার ভাঁড় হতে তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বুড়ো হওয়ার জন্য তোমাকে আমি পিটোতাম।

লীয়র। তার মানে কি?

বিদূষক। বুদ্ধি হবার আগে তোমার বুড়ো হওয়া উচিত হয়নি।

লীয়র। হে ইশ্বর, আমি যেন পাগল না হয়ে যাই, পাগল না হই। আমার মেজাজ যেন ঠিক থাকে। আমি যেন পাগল না হই। [ভদ্রলোকের প্রবেশ] কি খবর, ঘোড়া তৈরী?

ভদ্রলোক। তৈরী, হুজুর।

লীয়র। চল। [প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। গ্লষ্টারের আর্লের প্রাসাদের সভাকক্ষ

[এডমাণ্ড ও কিউরানের প্রবেশ—ভিন্ন দিক হতে]

এডমাণ্ড। ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন, কিউরান।

কিউরান। আপনারও মঙ্গল হোক। আমি আপনার পিতার কাছে ছিলাম, তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে কর্ণওয়ালের ডিউক, ও ডাচেস্ রিগ্যান আজ রাত্রে এখানে আসবেন।

এডমাণ্ড। কি ব্যাপার বল তো?

কিউরান। আমি ঠিক জানি না। আপনি এখন খবর শুনেছেন তো? মানে আর কি, লোকে যা বলাবলি করছে। এখনো পর্যন্ত কানাকানি হচ্ছে যে বিষয়—সেটার কথা বলছি।

এডমাণ্ড। আমি তো শুনিনি। কি খবর বল তো দেখি।

কিউরান। কর্ণওয়ালের সঙ্গে অ্যালবানীর সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা শোনেন নি?

এডমাণ্ড। বিন্দুমাত্র না।

কিউরান। তাহলে সময় মত শুনবেন। আচ্ছা বিদায়। [প্রস্থান

এডমাণ্ড। ডিউক এখানে আসছেন! উত্তম! সর্বোত্তম! এটাই জোর করে আমার কাজে লাগাব। বাবা দাদাকে বন্দী করার জন্য লোক লাগিয়েছে। আমার হাতে একটা কাজ রয়েছে যেটা খুব সাবধানে করতে হবে। তাড়াতাড়ি অথচ বিবেচনার সঙ্গে করতে হবে। দাদা, শোন একটা কথা আছে, দাদা, আমি ডাকছি। [এডগারের প্রবেশ] বাবা এখানে নজর রেখেছে। তুমি এখান

থেকে পালিয়ে যাও। তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ সে খবর কেউ বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে। এখন রাত্রিবেলা, সুবিধে আছে। তুমি কর্ণওয়ালের ডিউকের বিরুদ্ধে কিছু বলনি তো? তিনি এখন এই রাত্রে ব্যস্ত হয়ে এখানে আসছেন। সঙ্গে আসছে রিগ্যান। ওরা অ্যালবানীর ডিউকের বিরুদ্ধে যে দল পাকিয়েছে তুমি সে কথা কিছু বলে দিয়েছ নাকি? ভেবে দেখ ত দেখি।

এডগার। আমি নিশ্চয় করে বলছি, কিছু বলিনি।

এডমাণ্ড। চুপ, বাবার আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মিথ্যে করে তরবারি দিয়ে আমি তোমায় আঘাত করব। তোমারো তরবারি বের কর—যেন আত্মরক্ষা করছ; আমার সঙ্গে ঠিক ঠিক ব্যবহার কর। নতি স্বীকার কর; চল বাবার কাছে—আলো নিয়ে এস—তুমি পালাও—মশাল নিয়ে এস!—তাহলে বিদায়। [এড্‌গারের প্রস্থান] আমার শরীর থেকে যদি একটু রক্ত বেরোয় তো মনে হবে যে আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলাম। আমি মাতালদের খেলার ছলে এর থেকেও বেশি করতে দেখেছি। (নিজের গায়ে আঘাত করে)—পিতা পিতা,—ধর ধর! সাহায্য করার কেউ নেই? [গ্লষ্টার এবং মশাল হাতে ভৃত্যদের প্রবেশ

গ্লষ্টার। এডমাণ্ড, সেই শয়তানটা কোথায় গেল?

এডমাণ্ড। এইখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল, খোলা তরবারি নিয়ে অস্পষ্ট স্বরে খারাপ মন্ত্র আওড়াচ্ছিল, চাঁদকে আহ্বান জানাচ্ছিল যেন মঙ্গল হয়।

গ্লষ্টার। কিন্তু গেল কোথায়?

এডমাণ্ড। এই দেখুন, আমার গা দিয়ে রক্ত পড়ছে।

গ্লষ্টার। এডমাণ্ড, সেই শয়তান কোথায়?

এডমাণ্ড। এই দিকে পালিয়েছে। যখন কোন উপায়েই—

গ্লষ্টার। তাকে অনুসরণ কর—যাও [কয়েকজন চাকরের প্রস্থান] কি বলছিলে? যখন কোন উপায়—কি?

এডমাণ্ড। যখন কোন উপায়েই আপনাকে হত্যা করতে আমাকে রাজী করাতে পারল না, আমি যখন বললাম, পিতৃহত্যার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ দেবতারা বজ্রাঘাত করেন, তাছাড়া কত দৃঢ় বন্ধনে পিতা পুত্রের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে—এক কথায় বলতে গেলে, ঐ অস্বাভাবিক প্রস্তাবকে আমি ঘৃণার সঙ্গে আপত্তি করছি দেখে হঠাৎ তার খোলা তরবারি নিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে আঘাত করল। আমার হাত কেটে গেল। কিন্তু তারপর আমার উত্তেজনা দেখে, সত্যের জন্য আমি নির্ভয়ে লড়তে প্রস্তুত দেখে, কিংবা হয়ত বা আমার চীৎকার শুনে হঠাৎ দৌড়ে পালাল।

গ্লষ্টার। পালাক সে অনেক দূরে। এই দেশে সে এলেই ধরা পড়বে, আর ধরা পড়লেই তাকে হত্যা করা হবে। আমার প্রভু শ্রদ্ধেয় মহান ডিউক আজ রাত্রে এখানে আসছেন। তার আদেশ নিয়ে আমি ঘোষণা করব যে, যে ঐ খুনে শয়তানকে শাস্তির জন্য ধরে আনতে পারবে তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হবে আর যদি কেউ তাকে লুকোতে সাহায্য করে তবে তার মৃত্যু হবে।

এডমাণ্ড। আমি ওকে ওর উদ্দেশ্য থেকে বিরত হবার কথা বলছিলাম কিন্তু যখন দেখলাম যে ও একেবারে স্থির সঙ্কল্প তখন রেগে গিয়ে আমি ওকে ধরিয়ে দেবার কথা বললাম। ও উত্তর দিল, 'তুমি হলে জারজ; যার সম্পত্তিতে অধিকার

নেই। তুমি কি ভেবেছ যে আমি যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তবে তোমার সততা, যোগ্যতা এসব সত্ত্বেও লোকে তোমার কথা শুনবে? মোটেই না। আমি যা অস্বীকার করব—যেমন এই ব্যাপারটা—যদি তুমি আমার সমস্ত স্বভাবটাই লোকের কাছে তুলে ধর, তবু আমি ঠিক বোঝাব যে এসব তোমার মতলব, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। আর তুমি মনে করেছ পৃথিবীটা বোকা। কিন্তু আমার মৃত্যুতে তোমার লাভ হবে জেনে লোকে মনে করবে যে তুমিই এটা চাইছ।

গ্লস্টার। বদমাস, সত্যিকারের শয়তান! ওকি ওর চিঠিটাও অস্বীকার করবে? ও কিছুতেই আমার ছেলে নয়। (বাজনার শব্দ) শোন, ঐ যে ডিউকের আগমনে বাজনা বাজছে। আমি ঠিক জানিনা তিনি কেন আসছেন। আমি সমস্ত বন্দরগুলো বন্ধ করে দেব; শয়তান যেন পালাতে না পারে। ডিউক আমাকে নিশ্চয়ই এই অনুমতি দেবেন। তাছাড়া সব জায়গায় আমি ওর ছবি পাঠিয়ে দেব। সমস্ত রাজ্যেই যেন ওর ওপর নজর রাখা যায়। আর তুমি হলে আমার অনুগত এবং সত্যিকারের ছেলে। তুমি যাতে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হও সে ব্যবস্থা করব। [কর্ণওয়াল, রিগ্যান এবং অনুচরবৃন্দের প্রবেশ

কর্ণওয়াল। কি সংবাদ বন্ধু? আমি এখানে এসেই সব অদ্ভুত খবর শুনছি।

রিগ্যান। এ যদি সত্যি হয়, ঐ অপরাধীর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিশোধও তার অপরাধের তুলনায় সামান্য বলে বিবেচিত হবে। কি ব্যাপার বলুন তো?

গ্লস্টার। শুনুন, আমার বুড়ো বয়সে ও আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে—আমার হৃদয় দুমড়ে যাচ্ছে।

রিগ্যান। এটা কি সত্যি নাকি যে আমার বাবার পালিত পুত্র, বাবা নিজে যার নাম রেখেছিল সেই এডগার আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল?

গ্লস্টার। উঃ, একথা বলতে আমার লজ্জা করছে।

রিগ্যান। ও কি বাবার ঐ দুর্বিনীত নাইটদের দলের একজন ছিল?

গ্লস্টার। আমি ঠিক জানিনা। ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ।

এডমাণ্ড। হ্যাঁ, ও ঐ দলে ছিল।

রিগ্যান। আশ্চর্য নয় যে ও কুকাজই করতে চাইবে। ঐ নাইটেরাই এই বৃদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিল যাতে করে তারাই এর টাকা পয়সা সব ওড়াতে পারে। আজ রাত্রেই আমি দিদির কাছ থেকে ওদের সম্বন্ধে খবর পেয়েছি। আমাকে সাবধান করে দিয়েছে যে ওরা যদি আমার ওখানে থাকতে আসে আমি যেন বাড়ীতে না থাকি।

কর্ণওয়াল। আমিও বাড়ীতে থাকব না, তোমাকে বলে দিচ্ছি রিগ্যান। এডমাণ্ড, আমি শুনেছি যে তুমি তোমার বাবার প্রতি ঠিক ছেলের মতই ব্যবহার করেছ।

এডমাণ্ড। আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র!

গ্লস্টার। ঐ আসলে তার ব্যাপারটা ধরিয়ে দিয়েছে। আর এই দেখুন ওকে ধরতে গিয়েছিল বলে কেমন আঘাত পেয়েছে।

কর্ণওয়াল। ওকে অনুসরণ করা হয়েছে তো?

গ্লস্টার। হ্যাঁ, হয়েছে।

কর্ণওয়াল। ও যদি ধরা পড়ে, আর কোনদিন ওর থেকে ভয়ের কারণ থাকবে না। আপনার যা সিদ্ধান্ত সেই অনুসারে কাজ করুন, আমি সে অধিকার দিচ্ছি।

আর তুমি এডমাণ্ড, তোমার সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা খুবই প্রশংসার। তুমি এখন থেকে আমাদের দলের হলে। তোমার মত বিশ্বাসী লোক আমাদের দরকার হবে। তোমাকে আমরা প্রথম্ পেলাম।

এডমাণ্ড। যে কোন অবস্থাতেই আপনার কাজ আমি সততার সঙ্গে করব।

গ্লষ্টার। ওর হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কর্ণওয়াল। আপনি তো জানেন না কেন আমরা এখানে এসেছি।

রিগ্যান। হ্যাঁ, এই অসময়ে, মাঝরাতে। কারণ এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যাতে আপনার সাহায্য দরকার। বাবা আর দিদি দু'জনেই ওদের মধ্যে ঝগড়ার কথা লিখেছে। আমি ভেবে দেখেছি বাড়ী থেকে চিঠি দিয়ে ওদের জানিয়ে দেওয়া ভাল। তাই আমাদের পত্রবাহকেরা অপেক্ষা করছে এখান থেকে আলাদা আলাদা উত্তর নিয়ে যাবে বলে। আপনি আমাদের পুরান বন্ধু। একটু শান্ত হয়ে নিন, তারপর আমাদের এই ব্যাপারে আপনার। জরুরী উপদেশ দেবেন।

গ্লষ্টার। আমি নিশ্চয় সাহায্য করব। আপনাদের এখানে যথাবিহিত স্বাগত জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য। গ্লষ্টারের প্রাসাদের সামনে

[কেন্ট এবং অসওয়াল্ডের আলাদা আলাদা প্রবেশ।]

অসওয়াল্ড। সুপ্রভাত বন্ধু! আপনি কি এ বাড়ীর লোক?

কেন্ট। হুঁ।

অসওয়াল্ড। আমরা ঘোড়া কোথায় রাখব?

কেন্ট। কাদার মধ্যে।

অসওয়াল্ড। আপনি যদি বন্ধু হন তাহলে বলুন।

কেন্ট। আমি বন্ধু নই।

অসওয়াল্ড। তবে বেশ, আমিও আপনার তোয়াক্কা করি না।

কেন্ট। যদি তোমায় অন্য জায়গায় পেতাম তবে দেখিয়ে দিতাম আমায় তোয়াক্কা কর কিনা।

অসওয়াল্ড। আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনি না।

কেন্ট। হতচ্ছাড়া, আমি কিন্তু তোকে চিনি।

অসওয়াল্ড। আপনি আমাকে কি ভাবে চেনেন?

কেন্ট। একজন ধূর্ত, বজ্জাত, আস্তাকুঁড়ে খায় এমন লোক বলে চিনি। নীচ, অহঙ্কারী, খেলো, ভিখিরী, ছেঁড়া জামা পরা, নিঃস্ব, নোংরা, ছেঁড়া মোজা পরা লোক। তুই হলি কাপুরুষ, মার খেলে আদালতে যাস, বাবু বাবু ভাব করিস, হামবাগ, খুঁতখুঁতে, ডাকাত, একটা বাক্সে সব সম্পত্তি ধরে যার এমন এক চাকর। তুই হলি ধূর্ত, ভিখিরী, ভীরু, কুকুরের বাচ্চা—এই সবের এক সংমিশ্রণ। তোকে এই যা যা বললাম এর একটাও যদি অস্বীকার করিস তো মেরে শেষ করে দেব।

অসওয়াল্ড। আপনি কেমন এক জন্তুর মত লোক—আপনি যাকে চেনেন না, আপনাকে যে চেনে না—তাকে এই ভাবে গালাগালি দিচ্ছেন?

কেন্ট। তুই মুখপোড়া হতচ্ছাড়া লোক যে আমাকে চিনিস না বলছিস। দু'দিন আগে

তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিলাম, প্রহার করেছিলাম রাজার সামনে। আয় তরবারি নিয়ে—রাত হলেও এখন চাঁদের আলো আছে, তোকে পিটিয়ে একেবারে তক্তা বানিয়ে দেব; বজ্জাত, ফুলবাবু কোথাকার। (তরবারি বের করে)

অসওয়াল্ড। যাব, আপনার কাছে আমার কোন দরকার নেই।

কেন্ট। তরবারি বের কর হতভাগা। রাজার বিরুদ্ধে চিঠি নিয়ে এখানে এসেছ আর অহঙ্কারী মেয়ের দলে গিয়ে ঢুকেছ তার বাপের বিরুদ্ধে। বের কর তরবারি হতভাগা। নইলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব একেবারে—বের কর, আয় এদিকে আয়।

অসওয়াল্ড। বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল।

কেন্ট। আয় হতচ্ছাড়া, দাঁড়া বদমাস, বাবু চাকর আয় (প্রহার করতে করতে)

অসওয়াল্ড। বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল! মেরে ফেলল।

[উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে এডমাণ্ডের প্রবেশ।]

এডমাণ্ড। আরে কি, হয়েছে কি? (দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে)

কেন্ট। তুমি লড়বে ভালমানুষ? ইচ্ছে হয় তো তুমিই এস—কচু কাটা করব, এস দেখি। [কর্ণওয়াল, রিগ্যান, গ্লস্টার এ[illegible] চাকরদের প্রবেশ

গ্লস্টার। অস্ত্র বের করেছ? অস্ত্রশস্ত্র! কি হয়েছে?

কর্ণওয়াল। সবাই থামাও। যে আবার আঘাত করবে তার মৃ[illegible] হবে। কি হয়েছে বল?

রিগ্যান। দিদির আর রাজার লোক।

কর্ণওয়াল। কি নিয়ে ঝগড়া, বল।

অসওয়াল্ড। আমি হাঁপাচ্ছি।

কেন্ট। ঠিক হয়েছে, এত শক্তি দেখিয়েছে! ভীতু হতভাগা, [illegible] মানুষ নয়—একটা দরজি তোকে তৈরী করেছে।

কর্ণওয়াল। তুমি তো অদ্ভুত লোক। দরজি একটা মানুষ তৈরী করে কি করে?

কেন্ট। হ্যাঁ, একজন দরজি। পাথরে মূর্তি করে যে কিংবা যে, ছবি আঁকে, সে দু'ঘণ্টা কাজ করে এমন রোগা পটকা লোক করে না।

কর্ণওয়াল। আচ্ছা বল, কি নিয়ে তোমাদের ঝগড়া হল?

অসওয়াল্ড। এই বুড়ো বদমাশ, বয়স বেশি বলে শুধু ছেড়ে দিলাম।

কেন্ট। তুই হলি এক অপদার্থ ফালতু লোক। আমায় যদি অনুমতি করেন এই হতভাগাকে আমি পায়ের তলায় পিষে মেরে চুন সুরকি করব, আর তাই দিয়ে দেয়ালে নক্সা আঁকব। বলে কিনা—'বয়স বেশি বলে ছেড়ে দিয়েছে'—তবু লেজ নাড়ছে!

কর্ণওয়াল। তুমি চুপ কর। আমি সামনে রয়েছি অথচ সম্মান দেখাতে শেখনি?

কেন্ট। আমি সম্মান দেখাতে পারি, তবে রেগে গেলে এটা স্বাভাবিক।

কর্ণওয়াল। তুমি কেন রেগেছ?

কেন্ট। আমার রাগ হয়েছে এই জন্যে যে এরকম একটা চাকর তরবারি বহন করছে অথচ একটু সততা জ্ঞান নেই। হাসি হাসি মুখ করে যাকে কিন্তু ধেড়ে ইঁদুরের মত কামড়ে দেয়। এরা সব পবিত্র সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে। প্রভুদের খারাপ মেজাজগুলোকে এরা তোষামোদ করে জিইয়ে রাখে, এরাই আগুনে ঘি এনে দেয়। আর যদি মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে তো তাকে আরও ঠাণ্ডা করে দেয়।

মণিবেরা যা হ্যাঁ বলে তাই এরাও হ্যাঁ বলে, যা অস্বীকার করে এরাও তাই করে। যেদিকে বাতাস বয়, এরা সেদিকেই যায়। নিজেরা কিছুই জানেনা শুধু মনিবের পেছনে কুকুরের মত ঘোরে। ব্যাটার ঐ মুখে যা হবে—দাঁত বের করে হাসছে—আমি যেন বোকার মত বকছি। তোকে যদি আমি হাতের মুঠোয় পেতাম তাহলে তোর প্যাঁক প্যাঁক করা দেখিয়ে দিতাম।

কর্ণওয়াল। তুমি কি পাগল নাকি?

গ্লষ্টার। তোমরা কি জন্য ঝগড়া করেছ তাই বল।

কেন্ট। আমি আর এই হতচ্ছাড়া আকাশ পাতাল আলাদা, তাই:

কর্ণওয়াল। তুমি ওকে হতচ্ছাড়া বলছ কেন? ও করেছে কি?

কেন্ট। ওর ঐ মুখখানা আমি দেখতে পারি না, তাই।

কর্ণওয়াল। সে তো তুমি আমার, কি এর, কি এর সম্বন্ধেও বলতে পার।

কেন্ট। শুনুন। আমি সহজ করে বলছি। আমার সামনে যে সব মুখ এখন আমি দেখছি তার চেয়ে অনেক ভাল ভাল মুখ আমি দেখেছি।

কর্ণওয়াল। এ এক ধরনের লোক যে স্পষ্ট বলে বলে লোকের প্রশংসা পায় কিন্তু আসলে উদ্ধত আর সব সময় একটা মুখোশ পরে থাকে। ও দেখায় যে ও খাঁটি লোক, কাউকে তোষামোদ করতে পারে না—তাই ও স্পষ্ট বলছে। লোকে যদি এর কথা নেয় তো ভাল, না নেয় তো কিছু এসে যায় না, যেন তবু ও স্পষ্ট বলবে—এই রকম ভাব। আমি এ ধরনের বদমাশদের চিনি। এরা ভাল মানুষির মুখোশ পরে এমন শয়তানি ও ধূর্তামি লুকিয়ে রাখতে পারে যা কুড়ি জন বোকা, বিনীত চাকরেও পারবে না।

কেন্ট। স্যার, শপথ করে বলছি, সত্যিকারের সততার সঙ্গে বলছি, আপনার মহান অধিকারের কাছে মাথা নীচু করে বলছি—আপনি, যার প্রভাব হল উজ্জ্বল আগুনের মালার মত, যে মালা সূর্য দেবতার কপালে দোলে—

কর্ণওয়াল। এ সবের মানে কি?

কেন্ট। মানে, আমার নিজের যে ভাষা তা আপনি অপছন্দ করছেন তাই সেই ভাষা ছেড়ে দিচ্ছি। আমি জানি যে আমি তোষামোদ করি না। আপনাকে যে সোজা ভাষায় ঠকিয়েছে সে একটা সোজা প্রবঞ্চক—যদি অসন্তুষ্টও হন তবু আমি সে রকম তোষামোদ করতে পারব না।

কর্ণওয়াল। তুমি এর প্রতি কি অন্যায় করেছ?

অসওয়াল্ড। আমি ওকে কিছুই করিনি। সেদিন রাজা যখন ভুল বুঝে আমাকে মারলেন এই লোকটা রাজাকে খুশী করবে বলে পেছন থেকে এসে আমাকে ল্যাং মারল। খারাপ লোক বলে ও আমাকে অপমান করল। গালাগাল দিল আর এমন সব পৌরুষের ভাব দেখাল যা দেখে রাজা ওর খুব প্রশংসা করল। এই ভাবে আমার মত ভাল মানুষ পেয়ে সেদিন ও আমাকে মারধর করল। এখন আবার সেদিনের কাজে খুব প্রশংসা পেয়ে আমাকে তরবারি নিয়ে মারতে এসেছে।

কেন্ট। এই সব বদমাশ আর কাপুরুষ লোকেরা নিজের কথা এমন বলে যেন যোদ্ধা অ্যাজাক্সও এদের কাছে মূর্খ মাত্র।

কর্ণওয়াল। এর জন্য বেঁধে রাখার যন্ত্র নিয়ে এস তো। গোঁয়ার, বদমাশ বুড়ো,

ভাল মানুষ। হামবাগ, তোমাকে একটু শিক্ষা দেব।

কেন্ট। আমার বয়েস অনেক, আমাকে কি শেখাবেন? আমার জন্য ঐ যন্ত্র আনাবেন না। আমি রাজার কাছে কাজ করি। রাজার কাজেই আপনার কাছে এসেছি। আমি, যে রাজার খবর এনেছি, সেই আমাকে যদি যন্ত্র দিয়ে বেঁধে রাখেন তবে সেটা রাজাকে সম্মান দেখান হবে না। তার প্রতি অবিচার করা হবে।

কর্ণওয়াল। যন্ত্র নিয়ে এস। ওকে দুপুর পর্যন্ত এখানে বেঁধে রাখা হবে।

রিগ্যান। দুপুর! সারারাত—চিরকালের জন্য।

কেন্ট। শুনুন, আমি যদি আপনার পিতার কুকুরও হতাম, আমার সঙ্গে এমন করতেন না।

রিগ্যান। কিন্তু বাবার চাকর বলে তোমাকে তাই করা হবে।

কর্ণওয়াল। দিদি যে সব লোকের কথা লিখেছে এ হল ঠিক সেই রকম একজন। কই নিয়ে এস যন্ত্র! (বাঁধার যন্ত্র আনা হল)

গ্লষ্টার। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—এটা করবেন না। ওর অপরাধ অনেক, তবে আমাদের রাজা, যে ওর মনিব, তিনিই ওকে শাসন করবেন। আপনি যে শাস্তি দিচ্ছেন তা দিয়ে চুরি বা সাধারণ অপরাধের জন্য বাজে ঘৃণিত লোকদের শাস্তি দেওয়া হয়। রাজা যখন দেখবেন তার লোককে বেঁধে রেখে দিয়ে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখান হয়েছে তখন তিনি খুব ক্রুদ্ধ হবেন।

কর্ণওয়াল। আমি সে কৈফিয়ৎ দেব।

রিগ্যান। আমার দিদি যদি দেখে তার কাজ করতে এসে তারই লোক অপমানিত ও প্রহৃত হয়েছে তাতে সে আরও খারাপ ভাবে নিতে পারে। ওর পা দুটো বাঁধ। কেন্টকে বাঁধা হল) চল, আমরা যাই। [গ্লষ্টার ও কেন্ট ছাড়া সকলের প্রস্থান

গ্লষ্টার। আমি তোমার জন্য দুঃখিত বন্ধু। এটা ডিউকের খেয়াল। পৃথিবী শুদ্ধ সবাই জানে যে ওর ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া কিংবা থামান সম্ভব নয়। আমি তোমার জন্য চেষ্টা করব।

কেন্ট। না, দয়া করে তা করবেন না। আমি অনেক দিন জেগে আছি, আমি অনেক ঘুরে ফিরেছি। এখন কিছু সময় আমি ঘুমিয়ে কাটাব, আর বাকী সময় শিস্ দেব। খাঁটি লোকের ভাগ্য খারাপই হয়। আচ্ছা, বিদায়!

গ্লষ্টার। এর জন্য ডিউকই দায়ী। এর ফল ভাল হবেনা। [প্রস্থান

কেন্ট। রাজা ঐ পরিচিত প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করলেন; খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাওয়া। হে সূর্য, তুমি এই পৃথিবীর আলো। তুমি এবার জেগে ওঠ—আমি এ চিঠিটা পড়তে চাই। পৃথিবীতে যে অপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটে তা কেবল দুঃখীরাই দেখে। আমি জানি এটা কর্ডেলিয়ার কাছ থেকে এসেছে। আমার গোপন অবস্থার কথা সে জেনেছে এবং সময়মত আমার দুর্দশা দূর করবে। আমার ক্লান্ত চোখ যা অনেকক্ষণ জেগে আছে, এই সুযোগে একটু ঘুমিয়ে নাও, যাতে করে এই নির্লজ্জ বাড়ীটাকে আর দেখতে না হয়। হে সৌভাগ্য, বিদায়! আর একবার শুধু হেঁস। আর একবার যেন চাকা ঘোরে। (ঘুম)

তৃতীয় দৃশ্য। উন্মুক্ত প্রান্তর

[এডগারের প্রবেশ]

এডগার। আমাকে বন্দী করার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে থেকে ধরা পড়া এড়িয়েছি। কোন বন্দর ফাঁকা নেই। সব জায়গাতেই আমাকে বন্দী করার জন্য সতর্ক প্রহরী রাখা হয়েছে। পালিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। আমি ঠিক করেছি, একটা নোংরা সাধারণ চেহারা করে, দারিদ্র্যে যেন পশুর মত হয়ে আছি এমন ভাবে থাকব। মুখটায় ময়লা ঘষে নেব, কোমরে ছেঁড়া কম্বল জড়াব। চুলগুলোকে জটার মত করব। এরকম অর্ধনগ্ন পোষাক পরে বাতাস আর খোলা আকাশের ভীষণতাকে সহ্য করতে হবে। গ্রামে ঐ ঘুরে-বেড়ান ভিখিরী, যাদের পাগলা ভিখিরী বলে, তাদের দেখেছি। এরা চেঁচামেচি করে, ওদের দুর্বল ও খোলা হাতে পিন, কাঠের খোঁচা, পেরেক, গাছের ডাল এইসব লাগায় আর এই বীভৎস চেহারা নিয়ে ছোট ছোট খামার, ছোট গ্রাম, ভেড়া থাকার জায়গা বা মিল এই সব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে কখনো গালাগাল দিয়ে, কখনো প্রার্থনা করে ভিক্ষে আদায় করে। তোমাদের নাম টার্লিগড, টম,—তোমরাও কিছুটা মূল্যবান—কিন্তু এডগার, আমি একেবারে কিচ্ছুনা।

চতুর্থ দৃশ্য। গ্লষ্টারের প্রাসাদের সম্মুখে

[বন্দী কেন্ট। লীয়র, বিদূষক এবং একজন লোকের প্রবেশ।)

লীয়র। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এরা বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, আর আমার লোককে ফেরত পাঠায়নি।

জনৈক ব্যক্তি। আমি যতদূর জানি, রাত্রের আগে তো তাদের এখান থেকে চলে যাবার কোন কথাই ছিল না।

কেন্ট। এই যে প্রভু, এদিকে আসুন।

লীয়র। আরে, তুমি এরকম নির্লজ্জভাবে থেকে কি ছেলেখেলা করছ নাকি?

কেন্ট। না, তা নয়।

বিদূষক। হাঃ হাঃ ও নিষ্ঠুর বন্ধনে আবদ্ধ। ঘোড়াদের মাথায় বাঁধে, কুকুর ভল্লুক এদের বাঁধে ঘাড়ে, বাঁদরকে কোমরে আর মানুষ বেঁধে রাখে পায়ে। যখন মানুষের পায়ে খুব ব্যস্ততা তখন সে কাঠের তৈরী ঐ শেকল পরে।

লীয়র। কে তোমাকে তোমার পদমর্যাদা না বুঝে এভাবে বেঁধে রেখেছে?

কেন্ট। দু'জনেই—আপনার জামাই এবং মেয়ে।

লীয়র। না না, তা নয়।

কেন্ট। হ্যাঁ, তাই।

লীয়র। আমি বলছি, না।

কেন্ট। আমি বলছি, হ্যাঁ।

লীয়র। না না, তারা এ করতে পারে না।

কেন্ট। হ্যাঁ, তারাই করেছে।

লীয়র। জুপিটারের নামে বলতে পারি, তা নয়।

কেন্ট। জুনোর নামে বলছি, তাই।

লীয়র। তারা এ করতে সাহস পাবেনা। তারা করেনি, তারা করতে পারে না। এইভাবে ইচ্ছে করে নিষ্ঠুরতা করা তো খুন করার চেয়েও অন্যায়। শীঘ্র বল তুমি কি করেছিলে যে জন্য আমার কাছ থেকে আসা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে এরা এরকম ব্যবহার করেছে, না কি শুধু শুধু তোমাকে এরকম করেছে?

কেন্ট। শুনুন, আমি যখন আপনার চিঠি নিয়ে ওদের বাড়ীতে গেলাম, তখন হাঁটু গেড়ে সম্মান দেখিয়ে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এক নোংরা পত্রবাহক এল। সে তাড়াতাড়ির জন্য ঘামছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে তার মনিব গণারিলের হয়ে অভিনন্দন জানাল এবং আমাকে ডিঙ্গিয়ে চিঠি এগিয়ে দিল। সেই চিঠি পড়ে তক্ষুণি ওরা লোকজনকে ডেকে ঘোড়ায় করে বেরিয়ে পড়ল। আমাকে ওদের অনুসরণ করতে বলল আর বলল, যতক্ষণ না উত্তর লেখা হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে। ওরা আমার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে তাকিয়েছিল। এখন এইখানে এই পত্রবাহককে দেখে—যার খাতিরের জন্যই আমাকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে—বুঝলাম যে এ সেই লোক যে সেদিন আপনাকে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। আমার মধ্যে বিচার বিবেচনার চেয়ে পৌরুষই বেশি, তাই আমি তরবারি বের করলাম। ও ভয়ে চিৎকারে বাড়ীশুদ্ধ জাগিয়ে তুলল। তখন আপনার মেয়ে জামাই আমার এই অপরাধের জন্য আমাকে এই শাস্তি দেওয়া উচিত মনে করল।

বিদূষক। বুনো হাঁস যদি ঐ দিকে ওড়ে তবে শীত এখনও যায়নি। যে সব বাপেরা ছেঁড়া কম্বল গায় দেয় তাদের ছেলেমেয়েরা অন্ধের মত চোখ বুজে থাকে। কিন্তু যে সব বাপেরা টাকার থলি নিয়ে চলে তারা দেখে যে তাদের ছেলেমেয়েরা কেমন সদয়। কিন্তু এ সবের জন্য একবছরে যত গোনা যায়, তোমার মেয়েদের দৌলতে তত দুঃখ পাবে!

লীয়র। উঃ, আমার বুক ঠেলে কি উত্তেজনা বেরিয়ে আসছে; হিষ্টিরিয়া রোগের মত এই উত্তেজনা। এটা যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে না আসে, নীচের দিকেই থাকে। আমার এ কন্যা কোথায়?

কেন্ট। আর্লের সঙ্গে ভেতরে রয়েছে।

লীয়র। তোমাদের আসতে হবেনা। এখানে থাক। [প্রস্থান

অনেক ব্যক্তি। যা বললেন তার বেশি কিছুই করেন নি?

কেন্ট। না। কিন্তু কি ব্যাপার, রাজা এত কম লোক নিয়ে এসেছেন?

বিদূষক। এই প্রশ্নের জন্য যদি তোমাকে বেঁধে রাখা হয় তো তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়।

কেন্ট। কেন বিদূষক?

বিদূষক। তোমাকে স্কুলে একটা পিঁপড়ের কাছে পাঠিয়ে দেব যে তোমাকে শেখাবে যে শীতকালে কাজ হয়না। যারা নাক দিয়ে শুঁকে শুঁকে চলে তারাও আসলে অন্ধ। কুড়ি জনের মধ্যে এমন একজনও নেই যে বিপদে পড়া লোককে বুঝতে পারে না। যখন একটা বড় চাকা গড়িয়ে পড়ে তখন সেটা ছেড়ে দিও—নইলে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যে পাহাড়ের ওপরে ওঠে সে তোমাকে টেনে নিয়ে চলুক। যদি কোন জ্ঞানী লোক এর থেকে ভাল পরামর্শ তোমাকে দিতে পারে তবে আমারটা ফেরৎ দিয়ে দিও। যেহেতু বোকা লোক এই উপদেশ

দিচ্ছে সেহেতু আমি চাইব যেন বদমাশরাই এটা অনুসরণ করে। যে মানুষ শুধু লাভের জন্য কাজ করে সে ঠিক নিয়ম মেনে চলে। বৃষ্টি নামলেই সে পালাবে আর তোমাকে ঝড়ের মধ্যে ফেলে রেখে যাবে। কিন্তু আমি থাকব। বোকা থেকে যাবে আর জ্ঞানীরা পালাবে। যে ধূর্ত পালাবে সে সত্যিকারের বোকা হবে আর বোকা কিন্তু ধূর্ত হবে না।

কেন্ট। বিদূষক, তুমি এসব শিখলে কোথায় ?

বিদূষক। বন্দী হয়ে নয় নিশ্চয়, বুদ্ধু। [লীয়র ও গ্লষ্টারের পুনঃপ্রবেশ]

লীয়র। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না ? তাদের শরীর খারাপ ? তারা সব ক্লান্ত ? সারা রাত্রি ধরে এসেছে ? সব ছুতো। এ হল বিদ্রোহ ও সম্পর্ক ছেদ করার নামান্তর। যাও, আরো ভাল জবাব নিয়ে এস।

গ্লষ্টার। শুনুন, আপনি তো ডিউকের গরম মেজাজ জানেন, তার সিদ্ধান্তে তিনি কেমন অবিচল।

লীয়র। প্রতিশোধ। মড়ক। মৃত্যু। বিভ্রান্তি। তিনি ক্রুদ্ধ ? কি, মেজাজ। কেন, গ্লষ্টার, গ্লষ্টার, আমি কর্ণওয়ালের ডিউক এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

গ্লষ্টার। ঠিক আছে। আমি তাদের জানিয়েছি।

লীয়র। জানিয়েছ ? তুমি আমার কথার মানে বোঝ ?

গ্লষ্টার। হ্যাঁ হুজুর।

লীয়র। রাজা কর্ণওয়ালের সঙ্গে কথা বলতে চায়, প্রিয় পিতা তার নিজের কন্যার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাকে দেখা করতে আদেশ দিচ্ছে—একথা তাদের জানান হয়েছে ? আমার নিজের রক্ত মাংস। গরম মেজাজ। ক্রুদ্ধ ডিউক। ঐ উত্তপ্ত ডিউককে গিয়ে জানাও যে—না থাক, এখনো থাক, হতে পারে হয়ত শরীর ভাল না। যে সব কাজ শরীর ভাল থাকলে করা উচিত, অসুস্থতা থাকলে মানুষ সেগুলো করে না। অসুখ হলে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনও অসুস্থ থাকে ; তখন আমাদের নিজস্বতা আর থাকে না। আমি ধৈর্য্য ধরব। হঠকারিতার জন্য হয়ত অসুস্থ লোককেও সুস্থ বলে মনে করেছি। আমার মৃত্যু হোক। কি জন্যে ও এখানে বাঁধা আছে ? (কেন্টকে দেখে) একে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে ডিউকের আর তার স্ত্রীর এইভাবে বাড়ী থেকে চলে আসাটা একটা ছুতো মাত্র। আমার চাকরকে ডাক। যাও, ডিউক ও তার পত্নীকে বল যে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখনি, এক্ষুনি। তাদের এখানে এসে আমার কথা শুনতে বল আর নইলে তাদের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে আমি ঢাক পেটাব যতক্ষণ না তাদের ঘুম ভাঙে।

গ্লষ্টার। আমি আপনাদের মধ্যে সব ঠিক করে দেব। [প্রস্থান

লীয়র। হে আমার হৃদয়, আমার আবেগ, প্রশমিত হও।

বিদূষক। একটু কাঁদ খুড়ো, যেমন সেই দাম্ভিক মহিলা জ্যান্ত মাছে বাটনা লাগাতে লাগাতে চেঁচিয়েছিল। লাঠি দিয়ে মাছের মাথায় মেরে বলেছিল, 'মর, মরগে যা হতচ্ছাড়ী।' তার ভাই এদিকে দয়া দেখিয়ে ঘোড়ার জন্যে খড়ে মাখন লাগিয়ে দিয়েছিল। [কর্ণওয়াল, রিগ্যান, গ্লষ্টার ও চাকরদের প্রবেশ

লীয়র। সুপ্রভাত, তোমাদের দু'জনকেই।

কর্ণওয়াল। রাজাকে অভ্যর্থনা জানাই। (কেন্টকে মুক্ত করা হল)

রিগ্যান। আপনাকে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।

লীয়র। রিগ্যান, আমার মনে হয় তুমি সত্যিই আনন্দিত হয়েছ। আমার এরকম ভাবার কারণ আছে। তুমি যদি আনন্দিত না হও তোমার মায়ের কবরের সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করব এই ভেবে যে, সেখানে এক অসতী নারী শুয়ে আছে। (কেন্টকে) ও, তুমি মুক্ত হয়েছ ? আচ্ছা, অন্য এক সময় এ ব্যাপারটা দেখা যাবে। প্রিয় রিগ্যান, তোমার দিদি অত্যন্ত খারাপ ; রিগ্যান, ও আমার এইখানে একটা শকুনের মত নির্দয় আঘাত দিয়েছে (বক্ষস্থল দেখিয়ে)। সেকথা আমি বলে উঠতে পারছিনা—তুমি ভাবতে পারবেনা কি নীচতা—ও রিগ্যান।

রিগ্যান। আমি আপনাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে অনুরোধ করছি। আমার মনে হয় আপনি ওর দাম না বুঝে শুধু ওর কর্তব্যবোধের নিন্দে করছেন।

লীয়র। তার মানে কি ?

রিগ্যান। আমি বিশ্বাস করিনা যে দিদি তার কর্তব্য করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে যদি আপনার ঐ অনুচরদের দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করে থেকে থাকে তার নিশ্চয় এমন কোন কারণ আছে, এমন ভালর জন্যই করেছে যে, তাকে দোষ দেওয়া যায়না।

লীয়র। তাকে আমি অভিশাপ দি।

রিগ্যান। আপনার বয়েস হয়েছে। আপনার স্বভাবও এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এখন উচিত এমন কেউ আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করুক, পরিচালিত করুক, যার বিচারবুদ্ধি আপনার চেয়ে বেশি। তাই আমার অনুরোধ, আপনি দিদির কাছে ফিরে যান। তাকে গিয়ে বলুন যে আপনি তার প্রতি অন্যায় করেছেন।

লীয়র। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব ? তুমি একবার দেখ এরকম হাঁটু গেড়ে রাজার পক্ষে সেটা কি রকম মানায়। (নতজানু হয়ে) "আমার প্রিয় কন্যা, আমি স্বীকার করছি যে আমি বৃদ্ধ। বার্ধক্য হল একটা বোঝা ; নতজানু হয়ে আমি ভিক্ষা চাইছি তুমি আমাকে অন্ন, বস্ত্র, শোবার জায়গা দাও।'

রিগ্যান। থাক, থাক, হয়েছে। এসব হল বিসদৃশ দৃশ্য সৃষ্টি করা। দিদির কাছে ফিরে যান।

লীয়র। (উঠে দাঁড়িয়ে) না কখনো না রিগ্যান। ও আমার অর্ধেক লোকজন কমিয়ে দিয়েছে, আমাকে অপমান করেছে, কুকথা বলেছে। সাপের মত ছোবল মেরেছে এই বুকে। তার অকৃতজ্ঞ মাথায় সমস্ত আকাশ জোড়া প্রতিশোধ ভেঙ্গে পড়ুক। হে বিষাক্ত বাতাস। তার যে পুত্র জন্মাবে সে যেন পঙ্গু হয়।

কর্ণওয়াল। ছিঃ। কি বলছেন।

লীয়র। হে চঞ্চল বিদ্যুৎ, তোমাদের যে আগুন চোখ অন্ধ করে দেয় তাই দিয়ে ওর চোখে আঘাত কর। নোংরা জলে জন্মে যে ব্যাং সূর্যের আলোয় বেঁচে ওঠে সেই ব্যাং ওর গায়ে এসে পড়ে রোগ সংক্রামিত করুক। ওর অহংকার শেষ হোক।

রিগ্যান। হে ভগবান, আপনার মেজাজ যখন উত্তেজিত হবে তখন আপনি আমাকেও এসব কথা বলবেন।

লীয়র। না রিগ্যান, তোমাকে আমি অভিশাপ দেবনা। তোমার ঐ কোমল স্বভাব নিশ্চয়ই তোমাকে কখনো কঠোর করবেনা। তার চোখ হল নির্মম, কিন্তু তোমার চোখের দিকে তাকালে জ্বালা করেনা, শান্তি আসে। তুমি নিশ্চয়ই আমার আনন্দ কমাতে চাওনা, আমার অনুচরদের বাতিল করতে বলনা, খারাপ কথা বলনা। আমার ভাতা কমিয়ে দাওনা—আর সবচেয়ে বড়, আমার মুখের ওপর দরজায় খিল দিয়ে দাওনা। তুমি স্বাভাবিক কর্তব্য, পিতাপুত্রের বন্ধন, সৌজন্যের প্রকাশ, কৃতজ্ঞতার মূল্য এসব বোঝ। তুমি নিশ্চয়ই ভোলনি আমার রাজ্যের অর্ধেক আমি তোমাকে দিয়েছি।

রিগ্যান। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন কাজের কথায় আসুন।

লীয়র। আমার লোককে কে বেঁধেছে? (বাজনার শব্দ)

কর্ণওয়াল। কি জন্য বাজনা বাজছে?

রিগ্যান। আমি জানিনা। ঐ যে দিদি আসছে। ও ওর চিঠিতে লিখেছে এখানে আসবে। সেইমত আসছে। [অসওয়াল্ডের প্রবেশ] তোমার মনিব এসেছে নাকি?

লীয়র। এই একটা চাকর। এর ধার করা গর্ব নিজের মনিবের কাছ থেকে পেয়েছে। বেরোও, হতচ্ছাড়া, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।

কর্ণওয়াল। এর মানে কি?

লীয়র। আমার লোককে কে বেঁধেছে? রিগ্যান, আমার আশা যে তুমি তা জাননা। কে আসছে এখানে? [গণারিলের প্রবেশ] হে দেবতাগণ, তোমরা যদি বৃদ্ধদের ভালবাস, যদি তোমাদের বিচারে আনুগত্যের কোন মূল্য থাকে, যদি তোমরা সব পুরোন হয়ে থাক তবে তোমরা আমাকে সমর্থনকর—নেমে এস এবং আমার পক্ষ অবলম্বন কর। (গণারিলকে) আমার দিকে তাকাতে তোমার লজ্জা করছেনা? রিগ্যান, তুমি ওকে হাত ধরে অভ্যর্থনা করছ?

গণারিল। কেন, হাত ধরবেনা কেন? আমি কি দোষ করেছি? অবিবেচক লোক বুড়ো বয়সে বললেই সব কিছু অপরাধ হয়ে যায়না।

লীয়র। উঃ, আমার সমস্ত শরীর, তুমি খুবই শক্ত। তোমার খুব শক্তি—তুমি এখনো ফেটে পড়ছনা? আমার লোক কি করে বন্দী হল বল।

কর্ণওয়াল। আমি ওকে বেঁধেছি। তবে ও এমন দুর্বিনীত যে ওকে আরও শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল।

লীয়র। তুমি, তুমি করেছ?

রিগ্যান। পিতা, আমি অনুরোধ করছি আপনি যখন দুর্বল, তখন দুর্বলের মতই থাকুন। আপনার অর্ধেক লোক বাতিল করে দিয়ে একমাস দিদির কাছে ফিরে গিয়ে থাকুন। তারপর আমাদের এখানে আসবেন। আমি তো এখন বাড়ী নেই; আর আপনার দেখা শোনা করার জন্য যা যা দরকার তারও কোন ব্যবস্থা নেই।

লীয়র। পঞ্চাশ জনকে বাতিল করে ওর কাছে ফিরে যাব? না। আমি বরং সব বাড়ীঘর ছেড়ে উন্মুক্ত স্থানের সব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হব, নেকড়ে এবং প্যাঁচার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব; অভাবের তীক্ষ্ণ আঘাত সইব। তার কাছে ফিরে যাব? আমি বরং আমার ছোট মেয়েকে বিনা যৌতুকে গ্রহণ করেছে যে ফ্রান্সের উত্তপ্ত তার সিংহাসনের সামনে নতজানু হয়ে একজন পরিচারকের মত এই হীন জীবন ধারণের জন্য সামান্য ভাতা ভিক্ষা চেয়ে নেব। ওর সঙ্গে ফিরে

যাব? বরং আমাকে বল, এই ঘৃণিত চাকরের (অসওয়াল্ডকে দেখিয়ে) কাছে ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

গণারিল। আপনার যা অভিপ্রায়।

লীয়র। আমি তোমায় বলছি শোন, আমাকে পাগল কোর না। যাও, আমি তোমার কোন অসুবিধে করতে চাইনা, বিদায়। আমাদের মধ্যে আর সাক্ষাৎ হবেনা। আর কেউ কাউকে দেখব না। কিন্তু তবুও তুমি আমারই রক্তমাংস, আমারই কন্যা কিংবা আমার শরীরের ওপরে কোন রোগ যেটাকে আমার নিজের বলতে হবে। তুমি একটা স্ফোটক, একটা ক্ষত, আমার দূষিত রক্তে একটা স্ফীতকায় স্ফোটক। কিন্তু আমি তোমাকে তিরস্কার করব না। যেদিন তোমার লজ্জা হবে সেদিন আপনিই আসুক। আমি তাকে আহ্বান করছি না। আমি বজ্রবাহী দেবতাকে বজ্রঘাত করতে বলছি না, অথবা তোমার কীর্তিকলাপের কাহিনী দেবতা জোভকে শোনাতে চাইনা। যেদিন পারবে তুমি সংশোধিত হয়ো। তোমার অবকাশ মত একটু ভাল হয়ো। আমি ধৈর্য্য ধরে থাকব। আমি রিগ্যানের কাছে থাকতে পারব। আমি আর আমার একশ জন নাইট।

রিগ্যান। না, তা হবে না। আমি জানতাম না আপনি এখন আসবেন। আপনার দেখাশোনার জন্য আমার প্রস্তুতি নেই। দিদি যা বলছে শুনুন, কেননা আপনার খেয়ালকে যুক্তি দিয়ে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে আপনার বয়েস হয়েছে বলে আপনি—যাকগে ওর কথা ওই বলবে।

লীয়র। তোমার এরকম বলা ঠিক হচ্ছে?

রিগ্যান। আমি ঠিকই বলছি। উঃ, পঞ্চাশজন অনুচর। তা কি যথেষ্ট নয়? আর আপনার কি হবে? এমন কি, খরচা আর ঝামেলার কথা ভাবলে এতজনও কি বেশি নয়? একটা বাড়ীতে কি করে এতগুলো লোক দু'জনের নেতৃত্বে মিলে মিশে থাকবে? এটা শক্ত ব্যাপার, একেবারে অসম্ভব।

গণারিল। আমার বা ওর চাকরেরা আপনার কাজ করে দেবে এতে কেন আপনার পোষায় না?

রিগ্যান। হ্যাঁ ঠিকই তো। তারা যদি আপনাকে তাচ্ছিল্য করে আমরাই তাদের শাসন করতে পারি। আপনি আমার কাছে যদি থাকেন—এখন ত একটা বিপদের আশংকা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনি পঁচিশ জনকে নিয়ে আসবেন—তার বেশি লোককে আমি রাখতে পারব না।

লীয়র। আমি তোমাদের আমার সব কিছু দিয়ে দিয়েছি।

রিগ্যান। ঠিক সময়েই আপনি সব ছেড়েছেন।

লীয়র। আমি তোমাদের আমার অভিভাবক, আমার রক্ষণাবেক্ষণকারী করেছি ঠিকই; কিন্তু অতজন লোককে সঙ্গে রাখার অধিকার তো আমি রেখেছি। রিগ্যান, তুমি বলছ যে আমি তোমার কাছে মাত্র পঁচিশ জনকে নিয়ে থাকব? তুমি তাই বলছ?

রিগ্যান। হ্যাঁ, আবার তাই বলছি। এর বেশি আমার কাছে চলবেনা।

লীয়র। যারা দুষ্ট প্রকৃতি তারা বেশি বদমাশের চেয়ে একটু ভাল বলে মনে হয়। যে একেবারে জঘন্যতম নয় তার মধ্যেও প্রশংসনীয় কিছু অবশিষ্ট থাকে।

(গণারিলকে) আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমার পঞ্চাশ ওর পঁচিশের দ্বিগুণ এবং তোমার ভালবাসাও ওর দ্বিগুণ।

গণারিল। শুনুন। আপনার পঁচিশজন, কি দশজন কিংবা পাঁচজনের কি দরকার, যখন আমার বাড়ীতে আপনার দেখাশোনা করার তার দ্বিগুণ লোক থাকছে?

রিগ্যান। একজনেরই বা কি দরকার?

লীয়র। দরকার কিনা সে নিয়ে তর্ক করোনা। আমাদের নিঃস্ব ভিখারীরও এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা অপ্রয়োজনীয়। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই যদি আমাদের না থাকে তবে মানুষের জীবন পশুর মতই সস্তা হয়ে যাবে। তুমি তো একজন মহিলা, যদি পোষাকে শরীর গরম রাখাই যথেষ্ট হত, তবে তোমার এত দামী পোষাকে পরার দরকার হতনা। সত্যিকারের প্রয়োজন—হে দেবতাগণ, আমায় ধৈর্য্য দাও, আমার ধৈর্য্য প্রয়োজন। হে দেবতাগণ, তোমরা আমাকে এখানে দেখছ একজন বিজ্ঞ, বৃদ্ধ হিসেবে বয়স আর বেদনা দুইই বেশি; দু'টোতেই আমি ভাগ্যাহত। যদি তোমরাই পিতার বিরুদ্ধে কন্যাদের হৃদয়কে উত্তেজিত করে থাক, তাহলে আমাকে দিয়ে তা ভীরুতার সঙ্গে সহ্য করতে বাধ্য করোনা। আমার মধ্যে মহৎ ক্রোধের স্পর্শ দাও, যেন স্ত্রীলোকের অস্ত্র চোখের জল আমার পুরুষ মানুষের গাল সিক্ত না করে। না, তোমরা অপ্রাকৃত ডাইনী, আমি তোমাদের এমন প্রতিশোধ নেব যে সমস্ত পৃথিবী—আমি এমন এক কাজ করব—আমি কি করব আমি তা জানিনা—কিন্তু এমন কাজ করব যে সেগুলি সমস্ত পৃথিবীতে ভয়াবহ হবে। তোমরা ভাবছ আমি কাঁদব, না আমি কাঁদবনা। আমার কান্নার পূর্ণ কারণ আছে, কিন্তু আমার কান্নার আগে এ হৃদয় শত সহস্র অংশে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। বিদূষক, আমি উন্মাদ হয়ে যাব।

[লীয়র, বিদূষক, গ্লষ্টার, এবং কেন্টের প্রস্থান। দূরে ঝড়ের শব্দ

কর্ণওয়াল। চল, আমরা যাই; ঝড় আসছে।

রিগ্যান। এই বাড়ীটা ছোট। এখানে ঐ বুড়ো আর তার লোকজনদের জায়গা হবেনা।

গণারিল। তার নিজেরই দোষ, নিজের দোষেই সব কিছু হারিয়েছে—এখন ভুলের মাশুল দিন।

রিগ্যান। নিজে একা যদি থাকতে চায় আমি সানন্দে তাকে জায়গা দেব। কিন্তু একজন অনুচরকেও রাখবনা।

গণারিল। আমারও তাই সিদ্ধান্ত। গ্লষ্টার কোথায় গেলেন?

কর্ণওয়াল। এখান থেকে ওই বৃদ্ধের সঙ্গে গেছে। এই যে ফিরছে।

[গ্লষ্টারের পুনঃপ্রবেশ

গ্লষ্টার। রাজা খুব রেগে গেছেন।

কর্ণওয়াল। কোথায় যাচ্ছেন তিনি?

গ্লষ্টার। ঘোড়া ঠিক করতে বলেছেন, কিন্তু কোথায় যাবেন জানি না।

কর্ণওয়াল। ওর যা ইচ্ছে করুন—উনি কারুর কথা শোনার পাত্র নন।

গণারিল। ওকে থাকতে অনুরোধ করতে হবে না।

গ্লষ্টার। হায় হায়। রাত ঘনিয়ে আসছে, ঠাণ্ডা বাতাস উন্মত্ত হয়ে বইছে—অনেক

মাইল পর্যন্ত কোথাও একটা···ঝোপও নেই।

রিগ্যান। যারা নিজেদের ইচ্ছায় কষ্ট কুড়িয়ে আনে তাদের শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি দরজা বন্ধ করে রাখুন। ওর সঙ্গে বিপজ্জনক সব সঙ্গী আছে। ওরা যে ওকে কি মন্ত্র দেবে আমাদের তাই ভয়। আর কুমন্ত্রণা শোনায় উনি অভ্যস্ত।

কর্ণওয়াল। দরজা বন্ধ করে দিন। রাত বড় ভীষণ।

রিগ্যান। ঠিকই বলেছে। ঝড়ের কাছ থেকে চলে এস। [প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। প্রান্তর

[বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়। ভিন্ন দিক হতে কেণ্ট ও জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।]

কেণ্ট। এই দুর্যোগে কে ওখানে?

জনৈক ব্যক্তি। এমন একজন যার অবস্থা এই দুর্যোগের মত, অশান্ত।

কেণ্ট। আমি তোমাকে চিনি। রাজা কোথায়?

জনৈক ব্যক্তি। উন্মত্ত প্রকৃতির সংগে সংগে লড়াই করছেন। ঝড়কে আদেশ করছেন যেন সমস্ত পৃথিবীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয় অথবা ঢেউ যেন পৃথিবীর ওপর উঠে আসে যাতে করে সব কিছু পরিবর্তিত হয় অথবা স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজের পাকা চুল ছিঁড়ছেন যা উদ্দাম ঝড় অন্ধ আক্রোশে ধরে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। মানুষের সীমিত শক্তি নিয়ে তিনি ইতস্তত বিক্ষুব্ধ ঝড় ও বৃষ্টির ক্রোধকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এই রাতে যখন ক্ষুধার্ত ভল্লুকও চুপ করে শুয়ে আছে, সিংহ এবং ক্ষুধার্ত নেকড়েও বাইরে এসে তাদের দেহ সিক্ত করছেনা তখন রাজা উন্মুক্ত মস্তকে দৌড়োদৌড়ি করছেন এবং চিৎকার করছেন।

কেণ্ট। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কে আছে?

জনৈক ব্যক্তি। কেউ না, বিদূষক ছাড়া। সে তার হৃদয়ের গভীর ক্ষতগুলি হেসে তাড়াবার চেষ্টা করছে।

কেণ্ট। আমি আপনাকে চিনি। এক সংবাদের জোরে আমি আপনাকে একটা জরুরী ব্যাপার জানাচ্ছি। নিজেদের ধূর্ততা দিয়ে চেপে রাখলেও অ্যালবানী ও কর্ণওয়ালের মধ্যে ঝগড়া আছে সেটা জেনেছি। এদের এমন সব চাকর আছে যারা নিজেদের বরাত ফেরাতে চায়। তারা সব আসলে ফ্রান্সের গুপ্তচর, আমাদের দেশের খোঁজ খবর সংগ্রহ করছে। ডিউকদের মধ্যে যে ঝগড়া বা ষড়যন্ত্র চলছে সেজন্য কিংবা বৃদ্ধ রাজার বিরুদ্ধে দু'জনেই যে দুর্ব্যবহার করছে সেজন্য অথবা এই জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণে ফ্রান্স থেকে আমাদের এই খণ্ডিত রাজ্যে সৈন্য আসছে। আমাদের উদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে তারা এরই মধ্যে আমাদের কয়েকটা জরুরী বন্দরে গোপনে পা রেখেছে এবং তারা প্রায় তাদের পতাকা উত্তোলন করতে প্রস্তুত। এখন আপনি শুনুন, আমি যা বললাম আপনি যদি তা বিশ্বাস করে ডোভারে গিয়ে একজনকে রাজার ভীষণ দুঃখ ও অভিযোগের খবর জানান তো সে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আমি সদ্বংশজাত এক ভদ্রলোক। আমি কিন্তু খবর রাখি বলেই আপনাকে এই কাজ দিচ্ছি।

জনৈক ব্যক্তি। এই সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা করব।

কেন্ট। না, তা নয়। আমাকে দেখে যা ভাবছেন আমি তার থেকেও বড় কেউ। আমার এই ব্যাগ খুললেই তা বুঝতে পারবেন। এর ভেতর যা আছে নিন। যদি কর্ডেলিয়ার দেখা পান, যদি নয়, নিশ্চয় দেখা পাবেন তবে তাকে এই আংটিটা দেখাবেন। তাহলে সে বলে দেবে আমি কে। আমাকে আপনি এখনো চেনেন না। কি বিচ্ছিরি এই ঝড়! আমি যাই রাজার সন্ধান করি।

জনৈক ব্যক্তি। আপনার হাত মেলান। আপনার আর কিছু বলার আছে?

কেন্ট। অল্প কটা কথা। কিন্তু যা বলেছি তার থেকেও মূল্যবান। আপনি ঐদিকে যান. আমি এদিকে দেখছি। রাজাকে যে প্রথম দেখতে পাবে সে অন্যকে ডেকে জানাবে। [প্রস্থান—আলাদা আলাদা

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রান্তরের অন্য দিক। ঝড়

[লীয়র ও বিদূষকের প্রবেশ]

লীয়র। ঝড় বয়ে চল এবং তোমাদের গাল ফেটে ভেঙ্গে যাক। উদ্দাম হও! বয়ে চল! হে বৃষ্টি ও জলধারা, তোমরা উপ্‌চে পড় যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের গীর্জার চূড়া নিমজ্জিত হয়. হাওয়া নির্দেশক যন্ত্র ডুবে যায়। হে বিদ্যুৎ, তোমরা গন্ধকে ভরা। চিন্তার মত দ্রুত জ্বলে ওঠ। তোমরা হলে বৃক্ষচ্ছেদী বজ্রের অগ্রগামী তো, আমার পক্ক কেশ দগ্ধ কর। আর, হে বজ্র তুমি সব কাঁপিয়ে তোল। তুমি এই গোল পৃথিবীকে সমতল করে ফেল, প্রকৃতির সব আকার ধূলিস্যাৎ কর, সমস্ত বীজ ধ্বংস কর যেখান থেকে অকৃতজ্ঞ মানুষের জন্ম হয়।

বিদূষক। ওহে খুড়ো, শুকনো বাড়ীতে তোষামোদের যে বিশুদ্ধ জল সে যে বাইরের এই বৃষ্টির জলের থেকে ভাল। চল খুড়ো, ভেতরে চল। তোমার মেয়েদের আশীর্বাদ প্রার্থনা কর—এ এমন এক রাত যা জ্ঞানী কি মূর্খ কাউকেই করুণা করেনা।

লীয়র। যত পার গর্জন কর! বিদ্যুৎ ঝলকাও! বৃষ্টি পড়! এই বৃষ্টি, ঝড়, বজ্র, বিদ্যুৎ এরা কেউ আমার মেয়ে নয়। আমি স্পষ্ট বলছি, হে নির্মম প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ, আমি তোমাদের আমার রাজত্ব দান করিনি, নিজের সন্তান বলে ডাকিনি। আমার প্রতি তো তোমাদের কোন কর্তব্য নেই। তাহলে তোমাদের সব নির্মম আনন্দ ঝরে পড়ুক। আমি এখানে তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছি—একজন দরিদ্র জীর্ণ, দুর্বল এবং ঘৃণ্য বৃদ্ধ লোক হিসেবে। কিন্তু তবু আমি তোমাদের নীচ সাহায্যকারী বলেই ডাকছি। তোমরা আমর দুই পাপী মেয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন এক পক্ককেশ বৃদ্ধের মস্তকের ওপর আকাশ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছ। ওঃ, ওঃ এ সমস্ত অবিচার।

বিদূষক। মাথা গোঁজার যার বাড়ী আছে তার ভালই মাথার আবরণ আছে। যেটা হৃদয়ের করা উচিত, সেটা যে মানুষ নিজের পা দিয়ে করে তার পায়ে কড়া হবে বলে কাঁদতে হবে এবং তার ঘুম হবেনা, জেগে থাকতে হবে। এমন কোন সুন্দরী মেয়েই নেই যে আয়নার সামনে মুখ না ভ্যাংচায়।

লীয়র। না, আমি সমস্ত ধৈর্যের আদর্শ হব। আমি কিছু বলব না। [কেন্টের প্রবেশ

কেন্ট। ওখানে কে?

বিদূষক। এখানে একজন জ্ঞানী লোক আর একজন বোকা লোক।

কেন্ট। হায়, আপনি এখানে ? যে সব প্রাণীরা রাত্রি ভালবাসে তারাও এরকম রাত্রি চায় না। এই ক্রুদ্ধ আকাশ নিশাচরদেরও ভয় পাইয়ে দেয়, তাদের গুহায় থাকতে বাধ্য করে। আমি বড় হবার পর কোনদিন এমন বিদ্যুতের ঝলকানি, ভীষণ বজ্রের এমন আঘাত, ঝড় ও জলের এমন গর্জন ও কাতরানি শুনেছি বলে মনে করতে পারিনা। মানুষের প্রকৃতি এত যন্ত্রণা বা ভয় সহ্য করতে পারেনা।

লীয়র। যে মহান্ দেবতাগণ আমাদের মাথার ওপর এই প্রলয় বাধিয়েছে তারা এখন তাদের শত্রু খুঁজে নিক। যে মানুষ অপকর্ম লুকিয়ে রেখেছে, যার এখনো বিচার বা শাস্তি হয়নি সে এখন ভয়ে কাঁপুক, তার রক্তমাখা হাত লুকিয়ে রাখুক। তুমি, যে মিথ্যা শপথ নাও, মিথ্যা ধার্মিকের ভান কর, আসলে যে লম্পট, কাপুরুষ, ছলনার আড়ালে মানুষের জীবনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর, তুমিও ভয়ে কাঁপতে থাক। গোপন অপরাধীর দল, তোমাদের বাইরের আবরণ উন্মোচিত করে এই ভয়াবহ শমনধারীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। আমি যতটা না অপরাধ করেছি তার থেকেও বেশি অন্যায় করা হয়েছে আমার ওপর।

কেন্ট। হায়, আপনার মস্তক উন্মুক্ত। শুনুন, কাছেই একটা চালা রয়েছে। এই ঝড়ের মধ্যে কিছু বন্ধু লোক আপনাকে সেখানে থাকতে দেবে। সেইখানে বিশ্রাম নিন। ততক্ষণ আমি পাষাণের চেয়ে নিষ্ঠুর ঐ প্রস্তর নির্মিত বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছি। ঐ বাড়ীতে একটু আগে আপনার খোঁজে গেলে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। সেখানে গিয়ে আমি জোর করে ওদের একটু ভদ্রতা আদায় করে নেব।

লীয়র। আমি পাগল হতে শুরু করেছি। চল বিদূষক, তুমি চল। কি হল তোমার ? ঠাণ্ডা লেগেছে ? আমি নিজেই শীতল হয়ে গেছি। কোথায় ঐ খড়ের আশ্রয় ? প্রয়োজন জিনিসটা এমনি যে বাজে জিনিসও তখন মূল্যবান হয়ে ওঠে। চল তোমার কুটিরে। হতভাগা বিদূষক, আমার হৃদয়ের একটা অংশ এখনো অবশিষ্ট আছে, সেখানে তোমার জন্য কষ্ট হয়।

বিদূষক। (গান গেয়ে) যার সামান্য বুদ্ধিও আছে সে ঐ বাতাস ও বৃষ্টি নিয়ে সন্তুষ্ট হবে, কেননা বৃষ্টি তো রোজই পড়ে চলে।

লীয়র। ঠিকই বলছ। চল, আমাদের কুটিরে নিয়ে চল।

[লীয়র ও কেন্টের বিদায়

বিদূষক। এ হল এক ভীষণ রাত। যাবার আগে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব—যখন পুরুতেরা কাজের চেয়ে মুখে বেশি কথা বলবে, যারা মদ তৈরী করে তারা যখন জল ঢেলে তা নষ্ট করবে, যখন মহৎ ব্যক্তিগণ নিজেদের দরজির মাস্টার হয়ে উঠবে, ধর্মবিদ্বেষীর বদলে মেয়েদের প্রেমিকদেরই পুড়িয়ে মারা হবে, যখন আইনের চোখে সব ঘটনাই ঠিক বলে বিবেচিত হবে, যখন কোন জমিদারেরই ধার থাকবে না অথবা কোন নাইটই দরিদ্র হবে না ; যখন লোকের মুখে পরনিন্দা শোনা যাবে না ; যখন চোরেরা আর ভীড়ের কাছে আসবে না তখন ইংল্যাণ্ডের রাজ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেবে। তখন ঠিক সময় আসবে। আর সে সময় যে বেঁচে থাকবে সে দেখবে যে মানুষ ঠিক পা দিয়েই হাঁটছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটা যাদুকর মার্লিন এসে বলবে, কেননা আমি তো তার আগের যুগের লোক। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। গ্লষ্টারের প্রাসাদ

[গ্লষ্টার ও এডমাণ্ডের প্রবেশ]

গ্লষ্টার। হায় হায়! এডমাণ্ড, আমার এই অস্বাভাবিক ব্যবহার ভাল লাগছে না। আমি যখন রাজাকে সহানুভূতি জানাবার জন্য তাদের অনুমতি চাইলাম, তারা আমার কাছ থেকে এই বাড়ীর অধিকারই ছিনিয়ে নিল। আদেশের সুরে আমাকে বলল, আমি যেন তার কথা উচ্চারণ না করি, তার জন্য অনুনয় না করি, অথবা অন্য কোন ভাবে তাকে সমর্থন না করি। এ আদেশ অমান্য করলে তারা অসন্তুষ্ট হবে।

এডমাণ্ড। খুব খারাপ ও অস্বাভাবিক।

গ্লষ্টার। চুপ কর। তুমি যেন কিছু বোল না। ডিউক দু'জনের মধ্যে মতান্তর হয়েছে। আরও খারাপ একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমি আজ রাতে একটা চিঠি পেয়েছি। এটার কথা প্রকাশ করা বিপজ্জনক। আমি চিঠিটা আমার সিন্দুকে তালা দিয়ে রেখেছি। রাজা এখন যে সব দুর্ব্যবহার সহ্য করছেন তার পূর্ণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। একদল সৈন্য ইতিমধ্যে এসে গেছে। আমরা নিশ্চয় রাজার দলেই যাব। আমি তাঁর খোঁজ করব এবং গোপনে সাহায্য করব। তুমি যাও, ডিউকের সঙ্গে কথা বলতে থাক। আমার এই নিজস্ব মতের কথা যেন না জানে। যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করে বোল আমি অসুস্থ এবং শুয়ে পড়েছি। হুমকি অনুসারে যদি আমার মৃত্যুও ঘটে তবু রাজাকে সাহায্য করতেই হবে। অদ্ভুত সব কাণ্ড চলছে এডমাণ্ড। তোমাকে বলে রাখছি, সাবধানে থেকো। [প্রস্থান

এডমাণ্ড। এই নিষিদ্ধ আনুগত্যের কথা ডিউককে এক্ষুণি জানিয়ে দেব। ঐ চিঠির কথাও বলব। এটা একটা ভাল সুযোগ। যা হারাতে যাচ্ছে এর ফলে আমি তা অর্জন করব। এইটাই হবে আমার সর্বস্ব। যখন বৃদ্ধদের পতন ঘটে, তখনই তরুণেরা ওঠে। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। প্রান্তর। কুটিরের সম্মুখে।

[এখনো ঝড়। লীয়র, কেণ্ট ও বিদূষকের প্রবেশ]

কেণ্ট। এই সেই জায়গা। আসুন, ভেতরে প্রবেশ করুন। ফাঁকা রাত্রির এই অত্যাচার এত তীক্ষ্ণ যে মানুষের প্রকৃতি তা সহ্য করতে পারে না।

লীয়র। আমাকে একা থাকতে দাও।

কেণ্ট। আপনি ভেতরে প্রবেশ করুন।

লীয়র। তুমি কি আমার হৃদয় ভেঙ্গে ফেলতে চাও?

কেণ্ট। আমি চাই আমারই হৃদয় বরং ভেঙ্গে যাক। আপনি ভেতরে যান।

লীয়র। তুমি মনে করছ এই শত্রু ঝড় আমাদের চামড়ায় যে আঘাত দিচ্ছে তা খুব বেশি। তোমার কাছে এটা তাই। কিন্তু যেখানে বড় ক্ষত থাকে ছোট আঘাত সেখানে অনুভবই করা যায়না। তুমি একটা ভল্লুক দেখলে পালাবে, কিন্তু তোমাকে যদি পালিয়ে একটা গর্জনমুখর সমুদ্রের সামনে আসতে হয় তুমি তখন ভল্লুকের মুখোমুখি হবে। মন যখন ফাঁকা থাকে, শরীর তখনই স্পর্শকাতর হয়। আমার মনের ভেতরের ঝড় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে অন্য সব অনুভূতি কেড়ে নিয়েছে, শুধু এইখানে যা স্পন্দিত হচ্ছে তা আছে। সন্তানের অকৃতজ্ঞতা।

এই হাত মুখে খাবার তুলে দেয় বলে মুখ দিয়ে এই হাতকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার মত নয় কি এটা। কিন্তু আমি সব শোধ নেব। না, আমি আর কাঁদবনা—এমন এক রাতে আমার মুখের ওপর দরজা দিয়ে দেওয়া। জল ঝরতে থাকুক। আমি সহ্য করব। এমন এক রাতে! ওঃ রিগ্যান। গণারিল! তোমাদের সদয় পিতাকে, যে সরলভাবে তোমাদের সব দিয়ে দিয়েছিল—ওঃ এইভাবে ভাবা উন্মাদের লক্ষণ, এসব আমি ভুলতে চাই। এসব থাক।

কেন্ট। চলুন, আপনি ভেতরে চলুন।

লীয়র। আমি তোমায় ভেতরে যেতে বলছি। নিজের আরাম খুঁজে নাও। এই ঝড় আমাকে সে সব কথা ভাবতে দেবেনা যেগুলো আমাকে আরও আঘাত করবে। কিন্তু আমি ভেতরে যাব। (বিদূষককে) তুমি আগে ভেতরে চল। আমি প্রার্থনা করব, তার পর ঘুমোব। [বিদূষকের ভিতরে প্রবেশ] সব দরিদ্র, বস্ত্রহীন, হতভাগ্য লোকেরা এই নির্দয় ঝড়ে ও ধারাবর্ষণে কষ্ট পাচ্ছি। তোমাদের মাথার ওপরে কোন আবরণ নেই। তোমাদের শরীর অর্ধভুক্ত, তোমাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন কম্বল। এই রকম দুর্যোগে কি করে তোমরা বাঁচবে? ওঃ! আমি এদ্দিন এসব কথা ভাবিনি। পৃথিবীর ঐশ্বর্যবানেরা, তোমরা নিজেদের পরিবর্তিত কর। দরিদ্রেরা যা অনুভব করে তা বুঝতে শেখ। যাতে করে তোমাদের উদ্বৃত্ত অংশগুলো তাদের দিতে পার, এইভাবে প্রমাণ করতে পার যে দেবতারা সুবিচার করেন। এডগার (ভিতরে) দেড় ফ্যাদম্। দেড় ফ্যাদম্। হত ভাগা টম। বিদূষক কুটিরের ভিতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে।

বিদূষক। খুড়ো। ভেতরে এসনা—এখানে ভূত আছে। বাঁচাও! বাঁচাও!

কেন্ট। আমার হাত ধর— কে আছে ওখানে?

বিদূষক! ভূত! ভূত—বলছে ওর নাম হল বেচারা টম।

কেন্ট। কে তুমি ওখানে চালার ভেতরে বিড়বিড় করছ? বেরিয়ে এস।

[পাগলের ছদ্মবেশে এডগারের প্রবেশ

এডগার। সরে যাও। ব্যাটা শয়তান আমাকে তাড়া করেছে। হথর্ণের ঝোপের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হুঁ, বিছানায় গিয়ে শরীর গরম কর।

লীয়র। তোমার সব কিছু তোমার মেয়েদের দিয়ে দিয়েছ? এখন তোমার এই অবস্থা?

এডগার। গরীব টমকে কে কি দেবে? তাকে ব্যাটা শয়তান আগুন, ছোট নদী, ঘূর্ণি, জলা জায়গা, কাদা—এসবের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে এসেছে, বালিশের নীচে ছুরি রেখেছে, ঘুমের ব্যাঘাত করেছে, গীর্জায় বসার জায়গায় ফাঁসির দড়ি রেখে দিয়েছে। পরিজের মধ্যে ইঁদুর মারা বিষ মিশিয়েছে, একটা চার ইঞ্চি সরু সাঁকোর ওপর দিয়ে লালচে ঘোড়া করে লাফাতে লাফাতে পার হতে মনে সাহস দিয়েছে আর নিজের ছায়াকেই নিজের শত্রু ভাবিয়ে তাড়া করিয়েছে। তোমার সাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধি টিঁকে থাক। টমের ঠাণ্ডা লেগেছে। ও, ডো, ডে, ডো, ডে, ডো, ডে—যে সব ঘূর্ণি দুর্ভাগ্যের কারণ তাদের হাত থেকে তোমায় রক্ষা করুক। গরীব টমকে কিছু দাওনা। ঐ শয়তান ব্যাটা যে তাকে

জ্বালাচ্ছে ঐখানে ব্যাটাকে পাব,—ঐখানে—আবার ওখানে। ঐ ওখানে। (ঝড় বইছে)

লীয়র। কি, ওর মেয়েরা ওর এই অবস্থা করেছে ? তুমি কিছুই রাখতে পারনি ? তাদের সব দিয়ে দিয়েছ ?

বিদ্‌ষক। না, ও অন্ততঃ একটা কম্বল রেখেছে; তা না হলে আমরা সবাই লজ্জায় পড়ে যেতাম।

লীয়র। মানুষের সর্বনাশের কারণ বাতাসে দোদুল্যমান সমস্ত অভিশাপ তোমার মেয়েদের ওপর পড়ুক।

কেণ্ট। ওর কোন মেয়ে নেই।

লীয়র। মিথ্যেবাদী, তোমার মৃত্যু হবে। ওর নির্দয় মেয়েরা ছাড়া অন্য কেউই ওর এই হীন অবস্থা করতে পারে না। পিতারা যে নিজেদের কন্যার কাছে এরকম দয়া পায়না এটা কি আজকালকার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে ? উপযুক্ত শাস্তি। এই শরীরই কিন্তু ঐ পিতৃভুক্ মেয়েদের জন্ম দিয়েছে।

এডগার। পিলিকক্ পাহাড়ে পিলিকক্ বলেছিল হেই হেই হো হো।

বিদ্‌ষক। এই ঠাণ্ডা রাত্রি আমাদের সবাইকে হয় ভাঁড় না হয় পাগলা করে ফেলবে।

এডগার। ব্যাটা শয়তানের কাছ থেকে সাবধান। বাবা-মার কথা শুনবে। ঠিক কথা রাখবে, প্রতিজ্ঞা করবে না। খুব দামী দামী পোষাকে নিজের ঐ পবিত্র হৃদয় ঢেকে রেখনা। টমের ঠাণ্ডা লেগেছে।

লীয়র। তুমি কি করতে ?

এডগার। চাকরী করতাম। হৃদয়ে অহঙ্কার ছিল। চুলে টেরি কাটতাম, প্রেমিকার প্রশ্রয় পেতাম, অন্ধকার পেলে তার সঙ্গে কাজ করতাম, যত ভাল কথা বলতাম তার চেয়ে বেশি দিব্যি গালতাম। তারপর ভগবানের সামনেই শপথ ভঙ্গ করতাম, কামচিন্তা করতে করতে শুতে যেতাম আর জেগে উঠে ঐ সব করতাম। মদ ভালবাসতাম, পাশা খেলতে ভালবাসতাম, আর মেয়েছেলের ব্যাপারে বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার জন্য তুর্কীদেরও ছাড়িয়ে যেতাম। মনে মনে অসৎ ছিলাম, সবার সব কথায় কান দি াম, হাত রক্তাক্ত ছিল, আলস্যে শূওরের মত, চৌর্য্যবৃত্তিতে খেঁকশিয়ালের মত, লোভে নেকড়ের মত, পাগলামিতে কুকুরের মত আর শিকারের ব্যাপারে সিংহের মত ছিলাম। মেয়েদের জুতোর শব্দে কি সিল্কের শাড়ীর খস্‌খস্ শুনেই যেন হৃদয় দিয়ে দিও না। যে টাকা ধার দেয় তার খাতায় কলম দিয়ে কিছু লিখ না আর সব সময় ব্যাটা শয়তানকে এড়িয়ে চলবে। হথর্ণের ঝোপের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে বইতে বলছে সাম্ মান্ হা নো নানি। ডলফিন্, বাছা আমার, বাছারে, যাই যাই। দৌড়ে চলে যাক। (ঝড় বইছে)

লীয়র। ঐ খালি গায়ে এই উদ্দাম আকাশের নীচে থাকার চেয়ে তুমি থাকলেই ভাল করতে। মানুষ কি এইটুকুর বেশি কিছু না ? ভাল করে তাকে ভেবে দেখ। গুটিপোকাকে তোমার কোন সিল্কের কাপড় দেবার কথা নেই, পশুকে কোন আবরণ, ভেড়াকে লোম, বিড়ালকে কোন সুগন্ধ দেবার কথা নেই। আমরা তিন জন এখানে সভ্য মানুষ। তুমিই তো আসল জিনিষ। নগ্ন মানুষ তো আসলে

তোমারই মত দরিদ্র, উন্মুক্ত, দু'পেয়ে একটা জীব। খুলে ফেল এই সব আবরণ। কই, এইখানেই পোষাক খুলে ফেলি।

[নিজের পোষাক ছিঁড়ে গ্লষ্টারের মশাল নিয়ে প্রবেশ

বিদূষক। খুড়ো থাক থাক। এই রাত্রে সাঁতার কাটা যাবে না। এখন এরকম ফাঁকা প্রান্তরে একটু আগুন পাওয়া হচ্ছে লম্পটের হৃদয়ের মত—একটু আগুন, আর শরীরের বাকী অংশ একেবারে ঠাণ্ডা। দেখ, আগুন এগিয়ে আসছে।

এডগার। এই সেই শয়তান ব্যাটা ফ্লিবারটিবিগেট। সন্ধ্যে বেলায় শুরু করে, ভোর পর্যন্ত হেঁটে চলে; চোখে ছানি এনে দেয়, চোখ ট্যারা করে দেয়, গন্নাকাটা করে, পরিষ্কার গম ময়লা করে দেয়, আর গরীব লোকদের মারে। সাধু উইঠোল্ড উঁচু ঢিপি তিনবার হাটল, নবার দুঃস্বপ্ন দেখল, তাকে নেবে যেতে বলল, তাকে দিব্যি গালল এবং ডাইনী চলে গেল, চলে গেল।

কেন্ট। আপনি কেমন আছেন?

লীয়র। এ কে?

কেন্ট। কেন্ট ওখানে? আপনি কি চান?

গ্লষ্টার। তোমরা কারা? তোমাদের নাম কি?

এডগার। বেচারা টম। সে সাঁতার কাটা কোলা ব্যাং, ব্যাঙ্গাচি, টিকটিকি আর আর শুধু জল খায়। প্রচণ্ড রাগে যখন শয়তান ব্যাটা চেঁচামেচি করে তখন চাটনির মত করে গোবর খায়, ধেড়ে ইঁদুর আর খানায় পড়ে থাকা কুকুর গোগ্রাসে গেলে, স্থির পুকুরের সবুজ পানা চুষে খায়, গ্রামের একদিক থেকে অন্য দিকে তাকে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া যায়, যন্ত্রে বেঁধে রেখে শাস্তি দেওয়া হয়। বন্দী করে রাখা হয়। তার তিনটে সুট ছিল, ছ'টা জামা ছিল, চড়বার ঘোড়া ছিল, অস্ত্র ছিল। কিন্তু ছোট আর ধেড়ে ইঁদুর আর অন্য সব প্রাণী সাত বছর ধরে টমের খাবার হয়েছে। আমাকে যে অনুসরণ করছে তার সম্বন্ধে সাবধান। চুপ, স্মালকিন্, চুপ শয়তান।

গ্লষ্টার। মহারাজ আপনার কি এদের থেকে ভাল সঙ্গী নেই?

এডগার। নরকের যুবরাজ তো একজন ভদ্রলোক। তার নাম হল মোদো, আবার মাহুও।

গ্লষ্টার। আমাদের ছেলেরা এমনি দুর্বিনীত যে তারা নিজেদের বাপকে ঘৃণা করে।

এডগার। বেচারা টমের শীত করছে।

গ্লষ্টার। আমার সঙ্গে ভেতরে চলুন। আপনার মেয়েদের নিষ্ঠুর আদেশ সত্ত্বেও আমি আপনার কর্তব্য কর্ম না করে পারিনা। ওরা যদিও আমার বাড়ীর দরজা বন্ধ রাখতে বলেছে আর এই ভীষণ রাত আপনাকে গ্রাস করুক এটা চেয়েছে, তবুও আমি আপনাকে সাহস করে খুঁজতে বেরিয়েছি। যেখানে আগুন ও খাবার আছে সেখানে নিয়ে যেতে চাই।

লীয়র। প্রথমে এই দার্শনিকের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। এই বজ্রপাতের কারণ কি?

কেন্ট। মহারাজ, উনি যা বলছেন শুনুন। বাড়ীর ভেতরে চলুন।

লীয়র। আমি এই পণ্ডিত দার্শনিকের সঙ্গে একটা কথা বলে নিই। আপনার পড়াশুনোর বিষয় কি?

•এডগার। কি করে শয়তানকে ঠেকিয়ে রাখা যায় আর কি করে উকুন মারতে হয়।

লীয়র। আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা জিগ্যেস করতে চাই।

কেন্ট। ওনাকে ভেতরে আসতে বলুন। ওনার বিচার বুদ্ধি নষ্ট হতে বসেছে।

গ্লষ্টার। সেজন্য ওর দোষ কি? ওর মেয়েরা ওর মৃত্যু চায়। হায়, সেই সৎ কেন্ট—যিনি বলেছিলেন এরকম হবে,—হতভাগ্য এখন নির্বাসিত। তুমি বলছ রাজা পাগল হয়ে যাচ্ছেন। আমি তোমায় বলছি, আমি নিজেই প্রায় পাগল হয়ে গেছি। আমার এক ছেলে ছিল। সে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল; তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কিছুদিন আগেও এই তো সেদিনও আমি তাকে ভালবাসতাম—কোন পিতা তার পুত্রকে এত বেশি ভালবাসত না বন্ধু। সত্যি বলতে কি, ঐ দুঃখে আমি পাগল হয়ে গেছি। (ঝড় বইছে) উঃ! কি রাত! আমি আপনাকে অনুরোধ করছি মহারাজ—

লীয়র। আমাকে মাপ কর। হে দার্শনিক, আমি তোমার সঙ্গ বেশি পছন্দ করি।

এডগার। টমের শীত করছে।

গ্লষ্টার। চল, চালার ভেতরে। শরীর গরম করবে।

লীয়র। চল সবাই ভেতরে যাই।

কেন্ট। এদিকে হুজুর।

লীয়র। ওর সঙ্গে। আমি আমার দার্শনিকের সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

কেন্ট। ওর ইচ্ছে মত হোক। ঐ লোকটাকে সঙ্গে নিতে দিন।

গ্লষ্টার। ওকে আপনার সঙ্গে নিন।

কেন্ট। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।

লীয়র। চল দার্শনিক।

গ্লষ্টার। চুপ, চুপ, কথা বলতে হবে না।

এডগার। রোলাণ্ড সেই অন্ধকার গম্বুজে ঢুকল। তার কথা চুপ হয়ে গেল—হাঁউ মাউ কাউ। আমি ইংরেজের রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য। গ্লষ্টারের প্রাসাদ

[কর্নওয়াল ও এডমাণ্ডের প্রবেশ]

কর্নওয়াল। এই বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।

এডমাণ্ড। আমাকে কি ভাবে দেখবেন জানিনা। আপনার প্রতি আমি অনুগত বলে আমার ব্যবহার পিতার বিরুদ্ধে যাচ্ছে; তাই আমার ভয় হচ্ছে।

কর্নওয়াল। এখন আমি বুঝছি তোমার ভাই নিজের খারাপ স্বভাবের জন্যই যে তোমার বাবাকে মারতে চেয়েছিল তাই নয়—তোমার বাবার স্বভাবের জন্যই সে এটা করেছে।

এডমাণ্ড। আমার দুর্ভাগ্য যে ন্যায্য কাজ করার জন্যই আমাকে অনুতাপ করতে হবে। এই চিঠির কথাই উনি বলেছিলেন। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে ফ্রান্সের সুবিধে করে দেবার জন্য উনি কাজ করেছেন। হে ঈশ্বর, উনি এমন বিশ্বাসঘাতকতা কেন করলেন, আর আমার হাতেই বা কেন এটা পড়ল!

কর্নওয়াল। আমার সঙ্গে ডাচেসের কাছে চল।

এডমাণ্ড। এই চিঠিতে যা লেখা আছে তা যদি ঠিক হয়, তাহলে আপনাকে অনেক

জরুরী কাজ করতে হবে।

কর্নওয়াল। ঠিক হোক আর নাই হোক, এর জন্য তুমি গ্লষ্টারের আর্ল হলে। খুঁজে বের কর কোথায় তোমার বাবা ; তাকে যেন বন্দী করা হয়।

এডমাণ্ড। (একান্তে) যদি দেখি বাবা রাজাকে সান্তনা দিচ্ছে, তাহলে সেটা এর সন্দেহকে দৃঢ় করবে। আমার অনুগত্য আমি দেখিয়ে যাব যদিও তা আমার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিন্ন করাবে।

কর্নওয়াল। আমি তোমার ওপর সব আস্থা রাখব—তুমি আমাকে তোমার বাবার মত মনে করতে পারবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য। গ্লষ্টারের প্রাসাদের কাছে একটা বাড়ীর একটা ঘর

[গ্লষ্টার, লীয়র, কেন্ট, বিদূষক ও এডগারের প্রবেশ]

গ্লষ্টার। ফাঁকা জায়গার থেকে এখানটা ভাল। এইখানে খুশীমনে থাকুন। অন্ত কি পাওয়া যায় আমি নিয়ে আসছি ; আমার দেরী হবেনা।

কেন্ট। ওর সমস্ত বিচারবুদ্ধি অধৈর্য্যের জন্য নষ্ট হয়েছে। আপনার সদয় ব্যবহারের জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। [গ্লষ্টারের প্রস্থান

এডগার। ফ্রাটেরেট্টো আমায় ডাকছে আর বলছে যে নীরো নরকের হ্রদে মাছ ধরে। তোমরা সরল লোকেরা শয়তান ব্যাটার কাছ থেকে সাবধান।

বিদূষক। খুড়ো, বলতো পাগল কি ভদ্রলোক না চাষা ?

লীয়র। রাজা রাজা।

বিদূষক। না, সে হল চাষা, তার ছেলে হল ভদ্রলোক। যে চাষা নিজের ছেলেকে একজন ভদ্রলোক হিসেবে দেখে সে পাগল।

লীয়র। আমার যদি হাজারটা লাল গরম লোহার রড থাকত আমি তাই দিয়ে ওদের আঘাত করতাম।

এডগার। শয়তান আমার পিঠে মারল।

বিদূষক। যে লোক নেকড়ের ভালবাসা, ঘোরার স্বাস্থ্য, ছোটছেলের প্রেম কিংবা বাঈজীর শপথে বিশ্বাস করে সে হল মূর্খ।

লীয়র। তাই করা হবে। আমি ওদের সরাসরি বিচার করব। (এডগারকে) এস, তুমি এখানে বস ; তুমি হলে পণ্ডিত বিচারক। (বিদূষককে) তুমি জ্ঞানের ভান কর। তুমি এখানে বস। —হু, তোমরা মেয়ে শেয়াল।

এডগার। দেখ কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। মহাশয়া, আপনি কি বিচারে প্রশংসা চান ? ও বেসি! আমার সঙ্গে নদীর ধারে চল।

বিদূষক। ওর নৌকোয় ফুটো আছে। ও এখন বলবেইনা, কেন এখন ওর তোমার কাছে যাবার সাহস নেই।

এডগার। ব্যাটা শয়তান। নাইটিঙ্গেলের গলা করে বেচারা টমের কাছে এসেছে। হপ্‌ডান্স্‌ দুটো তাজা হেরিংমাছ খাবে বলে টমের পেটে চেঁচাচ্ছে। এই কালরঙের দেবদূত, ব্যাং এর মত ডাকিসনা—এখন খাবার নেই।

কেন্ট। আপনার কি হয়েছে ? আপনি অমনভাবে তাকাবেন না। আপনি কি এই কুশানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন ?

লীয়র। আমি প্রথমে ওদের বিচার দেখব। কই, সাক্ষি নিয়ে এস। (এডগারকে)

আপনি বিচারকের পোষাক পরিধান করেছেন ; আপনার আসন গ্রহণ করুন। (বিদূষককে) আর আপনি এঁর সঙ্গী, এঁর পাশে বেঞ্চে বসুন (কেন্টকে) আপনিও এই বিচারকদের দলের। আপনিও বসুন।

এডগার। আমরা যেন ঠিক বিচার করি। স্ফূর্তিবাজ রাখাল, তুমি জেগে, না ঘুমিয়ে? তোমার ভেড়াগুলো তো মাঠে গেছে। যদি তোমার সুন্দর মুখে একটু জোরে বাঁশী বাজাও তো ওদের কোন ক্ষতি হবেনা। পারব, বেড়ালটা ধূসর রঙের।

লীয়র। প্রথমে ওকে অভিযুক্ত কর। ঐ তো গণারিল! আমি এই মাননীয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কাছে শপথ নিয়ে বলছি ও তার পিতা অসহায় রাজাকে লাথি মেরেছে।

বিদূষক। মহাশয়া, আপনি এদিকে আসুন। আপনার নাম গণারিল?

লীয়র। ও তা অস্বীকার করতে পারেনা।

বিদূষক। ওগো, মাপ করবেন, আমি আপনাকে একটা বসার টুল ভেবেছিলাম।

লীয়র। আর এই যে আর একজন। এর বিকৃত মুখ দেখেই বোঝা যায় কি দিয়ে এর হৃদয় তৈরী। ওকে ধর, ধর। অস্ত্র, অস্ত্র, তরবারি, আগুন। এখানে দুর্নীতি চলছে। ভণ্ড বিচারক, আপনি ওকে পালাতে দিলেন কেন?

এডগার। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ না পায়।

কেন্ট। উঃ কি কষ্ট! হুজুর, আপনি প্রায়ই যে আপনার ধৈর্য্য আছে বলে বলতেন, সেই ধৈর্য্য এখন কোথায় গেল?

এডগার। (একান্তে) এনার জন্য আমার চোখ দিয়ে যে জল বেরোচ্ছে তাতে বোধহয় আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাবে।

লীয়র। এমন কি আমার সব প্রিয় কুকুর—ট্রে, ব্লাঞ্চ, সুইট্‌হার্ট—এরাও আমার দিকে ঘেউ ঘেউ করছে।

এডগার। টম তাদের তাড়িয়ে দেবে। দূর হ, হতভাগা কুকুর,—তোদের মুখ কালো কিংবা সাদা যাই হোক, তোরা কামড়ালে দাঁতে বিষ থাক বা না-ই থাক মাস্টিফ্‌, গ্রেহাউণ্ড, ভয়ঙ্কর মনগ্রিল, হাউণ্ড কি সোনিয়েল, মাদী কুকুর কি রক্ত খেকো কুকুর, লেজকাটা কি কুঁচকানো লেজওলা—তোরা যাই হোস্‌না কেন, টম তোদের সব কাঁদিয়ে ছাড়বে। এইভাবে মাথা দুলিয়ে তাড়ালে কুকুরগুলো সব দরজা ডিঙ্গিয়ে পালাবে। ডো, ডে, ডে, ডে, সেসা! চল সব, মেলায় আর বাজারে যাই। বেচারা টম, তোমার শিং এখন শুকিয়ে গেছে।

লীয়র। তাহলে ওরা রিগ্যানকে ছিঁড়ে খাক্‌। ওরা দেখুক কি দিয়ে ওর হৃদয় তৈরী। প্রকৃতি কি জন্য এরকম কঠিন হৃদয় তৈরী করেছে? (এডগারকে) আপনাকে আমার এক শ' জন নাইটের একজন করলাম। শুধু আপনার ঐ পোষাক আমার পছন্দ হচ্ছে না। আপনি হয়তো বলবেন যে এগুলো পারস্য দেশের, কিন্তু আমি চাই যে এগুলো বদলে ফেলবেন।

কেন্ট। এখন আপনি এখানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

লীয়র। গণ্ডগোল কোরনা। শব্দ কোরনা। পর্দা টেনে দাও। হুঁ, হুঁ, হুঁ, আমরা সকালেই রাত্রের খাওয়া খাব। হু, হু, হু।

বিদূষক। আর আমি দুপুরেই বিছানায় শুতে যাব। [গ্লষ্টারের পুনঃপ্রবেশ

গ্লস্টার। এদিকে আসুন। আমার প্রভু রাজা কোথায়?

কেন্ট। এইখানে, কিন্তু ওকে বিরক্ত করবেন না; উনি পাগল হয়ে গেছেন।

গ্লস্টার। ওঁকে কোলে করে নিয়ে চলুন। আমি ওঁকে হত্যা করার এক চক্রান্তের কথা শুনেছি। একটা গাড়ী এখানে তৈরী আছে। ওঁকে তাতে শুইয়ে দিন—ডোভারের দিকে ওঁকে নিয়ে চলুন সেখানে খাতির ও আশ্রয় পাবেন। ওঁকে তুলে নিন। যদি আধ ঘন্টা দেরী করেন, তবে ওঁকে ও আপনাকে, আর তার সঙ্গে যারা আগে ওঁকে বাঁচাতে চেয়েছে সবাইকে মরতে হবে। তুলে নিন, তুলে নিন। আমার পেছনে পেছনে চলুন। আমি আপনাদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

কেন্ট। ঐ যন্ত্রণার পর একটু ঘুমোচ্ছেন। এই বিশ্রাম হয়তো ওনার বিক্ষুব্ধ স্নায়ুকে একটু শান্ত রাখত। কিন্তু সে সুযোগ না পেলে তা সারা আরো শক্ত হবে। (বিদূষকে) এস, তোমার মনিবকে তুলতে সাহায্য কর। তুমি পেছনে পড়ে থেকো না।

গ্লস্টার। চল, চল তাড়াতাড়ি। [এডগার ছাড়া সকলের প্রস্থান

এডগার। যারা আমাদের থেকে বড় তাদের কষ্ট পেতে দেখলে নিজেদের দুর্ভাগ্যকে আর শত্রু বলে মনে হয় না। নিজের সুখের পরিবেশ ও সৌভাগ্য ছেড়ে যদি কেউ একা কষ্ট পায়, তবে সে কষ্ট মনে আরো তীব্র লাগে। আর যদি দুঃখ দুর্দশা অন্য অনেকের সঙ্গে এক সঙ্গে পাওয়া যায়, তবে অনেক দুঃখই সহ্য করা যায়। যে দুঃখে আমি পীড়িত, তাই যখন রাজাকে কাতর করেছে তখন সে দুঃখ সহ্য করা আমার পক্ষে কত সহজ হয়ে গেছে। আমার যেমন বাবা, ওনার সে রকম মেয়েরা। টম, তুমি এবার চলে যাও। যে সব বড় বড় ব্যাপার হচ্ছে সেগুলো লক্ষ্য কর। ভুল ধারণার জন্য তোমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তা যখন শেষ হচ্ছে, যখন সত্যিকারের প্রমাণ দিলে তুমি আবার বাবার সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পার, তখন তোমার উচিত, নিজের পরিচয় দেওয়া। আজ যা ঘটে ঘটুক, রাজা যেন নিরাপদে পালাতে পারেন। লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য। গ্লস্টারের প্রাসাদ

[কর্নওয়াল, রিগ্যান, গণারিল, এডমাণ্ড এবং চাকরদের প্রবেশ]

কর্নওয়াল। তোমার স্বামীর কাছে তাড়াতাড়ি একজন লোক পাঠিয়ে দাও। তাকে এই চিঠি দেখাবে। ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী এসে গেছে। বিশ্বাসঘাতক গ্লস্টারকে খুঁজে বের কর। [কয়েকজন চাকরের প্রস্থান

রিগ্যান। ওকে এক্ষুনি ফাঁসি দাও।

গণারিল। ওর চোখ দু'টো উপড়ে তুলে নাও।

কর্নওয়াল। আমার ওপর শাস্তি দেবার ভার ছেড়ে দাও। এডমাণ্ড, তুমি দিদির সঙ্গে থাক। আমরা তোমার বিশ্বাসঘাতক পিতাকে যে ভাবে প্রতিশোধ নেব তোমার তা দেখা ঠিক নয়। ডিউককে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিও। আমরাও ঠিক ঠিক কাজ করব। আমাদের সংবাদবাহকেরা যেন খোঁজ খবর তাড়াতাড়ি দিতে পারে। দিদি যাচ্ছি, গ্লস্টারের ডিউক, তোমাকেও বিদায়।

[অসওয়াল্ডের প্রবেশ] কি খবর: রাজা কোথায়?

অসওয়াল্ড। গ্লষ্টার তাকে এখান থেকে নিয়ে গেছে। পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ জন নাইট তাকে খুঁজতে গিয়ে দরজার কাছে পেয়েছে, তারা সবাই আরো কয়েকজন অনুগত লোকের সঙ্গে ডোভারের দিকে গেছে। সেখানে ওরা বলছিল, ওদের লোকেরা একেবারে অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত হয়ে আছে।

কর্ণওয়াল। তোমার মনিবের জন্য ঘোড়া তৈরী কর।

গণারিল। আমি তাহলে চললাম ; বোন যাচ্ছি।

কর্ণওয়াল। এডমাণ্ড, বিদায়। [গণারিল, এডমাণ্ড এবং অসওয়াল্ডের প্রস্থান] যাও, বিশ্বাসঘাতক গ্লষ্টারকে খোঁজ গে। হাত বেঁধে একেবারে চোরের মত আমার সামনে নিয়ে এস। [অন্যান্য চাকরদের প্রস্থান] যদিও বিচারের ভান করে মৃত্যু দণ্ড দিতে পারি না, তবুও যে ক্ষমতা আছে তাতেই ইচ্ছে মত ক্রোধ প্রকাশ করতে পারি। লোকে নিন্দে করবে ঠিক, কিন্তু আমাকে থামাতে পারবে না। কে ওখানে? ঐ বিশ্বাসঘাতক নাকি? [গ্লষ্টারের সঙ্গে চাকরদের প্রবেশ।

রিগ্যান। অকৃতজ্ঞ শৃগাল! হ্যাঁ, সেই।

কর্ণওয়াল। ওর ঐ কুঁচকে যাওয়া হাত কষে বাঁধ।

গ্লষ্টার। আপনারা কি বলছেন? মনে রাখবেন, আপনারা আমার অতিথি। আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করবেন না।

কর্ণওয়াল। আমি বলছি বাঁধ। (চাকরেরা বাঁধে)

রিগ্যান। জোরে, আরো জোরে। নোংরা বিশ্বাসঘাতক!

গ্লষ্টার। আপনি নিষ্ঠুর ; আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

কর্ণওয়াল। এই চেয়ারটার সঙ্গে বাঁধ, শয়তান, তুমি এবার বুঝবে—(রিগ্যান দাড়ি উপড়ে ফেলে)

গ্লষ্টার। হে ভগবান, আমার দাড়ি উপড়ান অত্যন্ত নির্মম কাজ।

রিগ্যান। এত পাকা দাড়ি, অথচ তুমি বিশ্বাসঘাতক!

গ্লষ্টার। দুর্বৃত্ত মহিলা তুমি; আমার গাল থেকে ঐ যে দাড়ি উপড়েছ, সেই দাড়ি প্রাণ পেয়ে তোমায় অভিশাপ দেবে। আমার বাড়ীতে তোমরা এসেছ, এই ভাবে ডাকাতের হাত দিয়ে আমার আতিথেয়তাকে অসম্মান কোরনা। তোমরা কি চাও?

কর্ণওয়াল। শুনুন, আপনি সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন?

রিগ্যান। খোলাখুলি বলুন, কেন না আমরা আসল কথা জানি।

কর্ণওয়াল। আর যে বিশ্বাসঘাতকরা আমাদের রাজ্যে এসে পৌঁছেছে তাদের সঙ্গে আপনার কি চক্রান্ত আছে?

রিগ্যান। পাগলা রাজাকে আপনি কাদের কাছে পাঠিয়েছেন? বলুন।

গ্লষ্টার। আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে লেখা একটা চিঠি আমি পেয়েছি। আর যে লিখেছে সে কোন দলের নয়; আপনার শত্রুও নয়।

কর্ণওয়াল। ধূর্ত—

রিগ্যান। এবং মিথ্যাবাদী।

কর্ণওয়াল। রাজাকে কোথায় পাঠিয়েছ?

গ্লষ্টার। ডোভারে।

রিগ্যান। ডোভারে কেন? আপনাকে কি আলাদা করে আদেশ দেওয়া হয়নি যে—

কর্ণওয়াল। কেন, ডোভারে কেন ? আগে সেটার উত্তর দিতে দাও।
গ্লষ্টার। আমাকে যন্ত্র দিয়ে যখন বেঁধেই রেখেছ তখন তোমাদের যা ইচ্ছে কর।
রিগ্যান। কেন ডোভারে, বল।
গ্লষ্টার। কারণ ঐ নিষ্ঠুর নখ দিয়ে তোমরা বুড়ো বয়সে তার চোখ উপড়ে ফেলবে তা আমি দেখতে চাইনা ;—কিংবা তোমার ঐ নির্দয় বোন তার শূকরীর দাঁত দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহ ছিঁড়বে—আমি তা চাইনা। এই নারকীয় রাত্রে তিনি ফাঁকা মাথায় যে ঝড় সহ্য করলেন, সমুদ্র সে রকম ঝড়ে ফুলে উঠে সব উজ্জ্বল নক্ষত্রদের পর্যন্ত ডুবিয়ে দিত। তবুও তিনি সমস্ত দেবতাদের বৃষ্টি ঝরাতেই বলছেন। সেই ভীষণ সময়ে যদি নেকড়েরাও তোমাদের দ্বারে এসে ডাকত তোমরা তখন বলতে 'ওহে দ্বার রক্ষক, দরজা খুলে দাও', আর তাদের সব নিষ্ঠুর কাজকেও ক্ষমা করতে। কিন্তু আমি শীঘ্রই দেখব তোমাদের মত সন্তানের ওপর কেমন প্রতিশোধ নেওয়া হবে।
কর্ণওয়াল। তা আর তুমি কোনদিন দেখবেনা। —এই লোকেরা, চেয়ারটা ধরতো—তোমার ঐ চোখ আমি পা দিয়ে গেলে দেব।
গ্লষ্টার। কে আছ, যদি কেউ বুড়ো বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকবে ভাব, তো আমাকে বাঁচাও। ও, কি নিষ্ঠুর। হে ভগবান।
রিগ্যান। একটা দিক অন্য দিকটাকে ঠাট্টা করবে, ঐটাও দাও।
কর্ণওয়াল। যদি তুমি এর প্রতিশোধ দেখ—
প্রথম ভৃত্য। আপনি থামুন প্রভু। আমি আমার শৈশব থেকে আপনার কাছে কাজ করেছি। কিন্তু এখন আপনাকে এই থামতে বলার চেয়ে ভাল কাজ আর কখনো করিনি।
রিগ্যান। কি আস্পর্ধা, কুকুর।
প্রথম ভৃত্য। আপনার গালে যদি দাড়ি থাকত, তো এই কারণে আমি তা উপড়ে ফেলতাম। আপনি কি বলতে চান ?
কর্ণওয়াল। শয়তান। (দুজনে তরবারি বের করে লড়াই করে)
প্রথম চাকর। বেশ আসুন, আপনার এই ক্রোধের ফলে যা প্রাপ্য তা পাবেন।
রিগ্যান। আমাকে তোমার তরবারি দাও, দেখি, একটা গেঁয়ো লোকের এতবড় সাহস। (একটা তরবারি নিয়ে পিছন হতে আক্রমণ)
প্রথম ভৃত্য। ও, আমি মরছি। হুজুর, আপনার অন্ততঃ একটা চোখ আছে যা দিয়ে দেখতেন যে ওর বিরুদ্ধে অন্ততঃ কেউ লড়েছে।—ও। (মৃত্যু)
কর্ণওয়াল। পাছে এই চোখ আরো দেখে তাই এটাকেও শেষ করে দিচ্ছি। বেরিয়ে আয় পচা চোখের মনি। কোথায় গেল তোর উজ্জ্বলতা ?
গ্লষ্টার। সব অন্ধকার, সান্ত্বনাহীন আমার ছেলে এডমাণ্ড কোথায় ? এডমাণ্ড, এই নির্মম কাজের প্রতিশোধ নেবার জন্য তোমার সমস্ত ক্রোধের আগুন জ্বালাও।
রিগ্যান। দূর হ, বিশ্বাসঘাতক, শয়তান। তুই তাকে ডাকছিস, যে তোকে ঘৃণা করে। তোমার ঐ বিশ্বাস ঘাতকতার খবর সেই আমাদের জানিয়েছে। সে এত সৎ যে তোমাকে করুনাও করবে না।
গ্লষ্টার। ও, আমার কি মূর্খতা। তাহলে এডগারের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। হে সদয় দেবতাবৃন্দ, আমাকে ক্ষমা কর, তার যেন মঙ্গল হয়।

রিগ্যান। যাও, ওকে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে এস। ও এখন গন্ধ শুঁকে শুঁকে ডোভার যাক। [গ্লষ্টারকে নিয়ে একজনের প্রস্থান] তোমায় কি হয়েছে? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

কর্ণওয়াল। আমায় আঘাত লেগেছে। তুমি আমার সঙ্গে চল—ঐ অন্ধ শয়তানটাকে দূর করে দাও। এই চাকরটাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও রিগ্যান, আমার খুব রক্ত বেরোচ্ছে। এই আঘাত বড় অসময়ে এল, দেখি তোমার হাত ধরি। [কর্ণওয়ালকে নিয়ে রিগ্যানের প্রস্থান

দ্বিতীয় ভৃত্য। এই লোক যদি বেঁচে ওঠে, তাহলে আমি যে কোন পাপই করতে কুণ্ঠিত হবনা।

তৃতীয় চাকর। যদি এই মেয়ে বেশি দিন বাঁচে, আর, আর স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধবয়সে মারা যায়, তবে সব মেয়েরা একেবারে ডাইনী বনে যাবে।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আমরা এই বৃদ্ধ আর্লের সঙ্গে যাই, আর ঐ পাগলা যেখানে পারুক তাকে নিয়ে যাক। তার ঐ অলস পাগলামি দিয়ে সে যা খুশী করতে পারে।

তৃতীয় ভৃত্য। তুমি যাও, আমি ওর রক্তাক্ত চোখে লাগাবার জন্য ডিমের সাদা অংশ আর পাতা আনছি। এখন দেবতারা ওঁকে বাঁচান। [আলাদা আলাদা প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। প্রান্তর

[এডগারের প্রবেশ]

এডগার। সব সময় ঘৃণা আর তোষামোদ এ দু'টো একসঙ্গে পাবার চেয়ে বরং এই ভাবে জেনে শুনে উপেক্ষিত হওয়াটাই ভাল। একেবারে দীন ও ভাগ্য রিক্ত হলে একটা কোন আশা মনে সব সময় থাকে। ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়না। ভাল থেকে অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে সে দুঃখের আর সীমা থাকেনা। আর খারাপ অবস্থায় থাকলে কোন একদিন সুদিনের মুখ দেখবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব আমি এই বাতাসকেই আলিঙ্গন করি, স্বাগত জানাই। আমার মত হতভাগ্য লোককে এই ঝড় আর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু কে আসছে? [একজন বৃদ্ধ কর্তৃক গ্লষ্টারকে আনয়ন। উভয়ের প্রবেশ।] আমার বাবা? একজন সাধারণ লোক তাকে নিয়ে আসছে? হে পৃথিবী, তোমার এই সব অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ যদি আমরা না মেনে নিতাম তো কেউই বার্দ্ধক্য পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতাম না।

বৃদ্ধব্যক্তি। হুজুর, আমি আপনার এবং আপনার পিতারও প্রজা ছিলাম—এই আশী বছর ধরে।

গ্লষ্টার। যাও, তুমি চলে যাও। তোমার সেবাতে আমার আর কোন মঙ্গল হবেনা। তাছাড়া অন্যেরা তোমাকে মারতে পারে।

বৃদ্ধ। হায় হায়, আপনি যে পথ দেখতে পাচ্ছেন না।

গ্লষ্টার। আমার কোন পথই নেই, তাই চোখের প্রয়োজনও নেই। যখন আমার চোখ ছিল তখন আমি অনেকবার হোঁচট খেয়েছি। আমাদের যদি উপায় থাকে তো আমরা বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ে থাকি, আর যদি অসুবিধে থাকে তবেই সত্যিকারের কাজ হয়। আমার প্রিয় ছেলে এডগার—আমি প্রতারিত

হয়েছি, তোমার ওপর অন্যায় রাগ করেছি। যদি শুধু বেঁচে থেকে তোমার শরীরের স্পর্শ কোনদিন পাই তো আমি মনে করব যে আমার চোখ ফিরে পেয়েছি।

বৃদ্ধ। কে ওখানে ?

এডগার। (একান্তে) হে ঈশ্বর, কে এমন আছে যে বলতে পারে যে তার নিজের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। আমি নিজেকে যত হতভাগ্য ভেবেছিলাম, এখন দেখছি যে আমি তার থেকেও বেশি।

বৃদ্ধ। ও হল পাগলা টম।

এডগার। (একান্তে) আর হয়ত আমার ভাগ্য আরও খারাপ হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না বলতে পারি যে 'এইটেই শেষ সর্বনাশ' ততক্ষণ শেষ সর্বনাশ আসেনা।

বৃদ্ধ। এই কোথায় যাচ্ছ ?

গ্লস্টার। ও কি একজন ভিখিরী ?

বৃদ্ধ। পাগলা ভিখিরী, ও।

গ্লস্টার। ওর কিছুটা বুদ্ধি এখনো আছে। তা না হলে ভিক্ষে করতে পারত না। গত রাত্রের ঝড়ে আমি এমন একটা লোক দেখেছিলাম। তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল মানুষ একটা কীট ছাড়া আর কিছুই না। তারপর আমার পুত্রের কথা মনে হল। তখন ওর প্রতি আমার মনে ভাল ভাব ছিলনা—পরে আমি সব খবর পেয়েছি। বদমাশ ছেলেদের হাতে ফড়িং-এর যা অবস্থা দেবতাদের কাছে আমরা তাই। তাঁরা খেলাচ্ছলে আমাদের হত্যা করেন।

এডগার। (একান্তে)-এর মানে কি ? দুঃখের কাছে ধরা দেওয়া ঠিক না। এটা শুধু তাকেই কষ্ট দেয় না, অন্যদেরও দেয়। আপনার মঙ্গল হোক।

গ্লস্টার। এই কি সেই প্রায় উলংগ লোকটি ?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, হুজুর।

গ্লস্টার। তাহলে এবার তুমি যাও। যদি এখান থেকে ডোভারের দু এক মাইল দূরে তুমি আমাদের ধরতে পার, তবে তাই কর। আর এই লোকটার জন্য কিছু জামা-কাপড় এন—একে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলব।

বৃদ্ধ। কিন্তু হুজুর, ও যে পাগল।

গ্লস্টার। এখন যা যুগ পড়েছে পাগলেরাই অন্ধদের পথ দেখায়। আমি যা বলছি তাই কর অথবা তোমার যা ইচ্ছে কর। তবে এখান থেকে যাও।

বৃদ্ধ। যাই ঘটুক না কেন, আমার যা সবচেয়ে ভাল পোষাক, আমি একে তাই এনে দেব। [প্রস্থান

গ্লস্টার। শোন তুমি—

এডগার। টমের ঠাণ্ডা লেগেছে (একান্তে) আমি আর লুকিয়ে থাকতে পারছিনা।

গ্লস্টার। শোন হে, এদিকে এস।

এডগার। (একান্তে) কিন্তু তবুও আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বর ওর চোখে আশীর্বাদ করুন। চোখ দিয়ে যে রক্ত পড়ছে।

গ্লস্টার। তুমি ডোভার যাবার পথ চেন ?

এডগার। সিঁড়ি আর দরজা সব চিনি। ঘোড়া যাবার পথ আর পায়ে হাঁটা পথ।

বেচারা টমের বুদ্ধি শুদ্ধি ভয়ে লোপ পেয়ে গেছে। ঈশ্বর তোমায় শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন। আপনি ভালমানুষের ছেলে। পাঁচটা শয়তান একসঙ্গে বেচারা টমকে তাড়া করেছে। কামের ওবিডিকাট, বোবার রাজপুত্তুর হবিডিড্যান্স, চোরের শয়তান মাহু, খুনের মোদো, আর মুখ ভেঙ্গানোর ফ্লিবারটি-গিবেট। অতএব, ভগবান আপনাকে বাঁচান।

গ্লস্টার। এই নাও টাকা। তোমাকে ভাগ্য একেবারে পর্য্যুদস্ত করেছে। আমি নিজেও হতভাগ্য। এইটা তোমাকে তবু সুখী রাখতে পারে। দেবতারা সব এরকম ব্যবস্থা করে। যে সব ভোগী লোকের অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে, তারা তোমাকে চাকর তৈরী করেছে। তারা অন্যের দুঃখ দেখবেনা কারণ নিজেদের কোন দুঃখ নেই। সেই সব লোক তোমাকে এখন বুঝতে পারুক। এইভাবে ভাগ করে দিলে কেউ আর বড়লোক থাকবে না—সব লোকেরই যথেষ্ট থাকবে। তুমি ডোভার চেন ?

এডগার—হ্যাঁ চিনি।

গ্লস্টার। ওদিকে একটা পাহাড়ের চূড়ো আছে। তার উঁচু ঠেকান মাথা ঝুঁকে আছে নীচে সমুদ্রের দিকে। আমাকে ওর শেষ প্রান্তে পৌঁছে দাও। তা যদি কর, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেব যা পেলে তোমার সমস্ত কষ্ট থেকে রেহাই পাবে। সেখানে পৌঁছে দিলে আমি আর তোমার সাহায্য চাইব না।

এডগার। দাও দেখি তোমার হাত। বেচারা টম তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য। এ্যালবাণীর ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখে

[গণারিল ও এডমাণ্ডের প্রবেশ]

গণারিল। এস, ভেতরে এস। আমার আশ্চর্য লাগছে যে আমার নিরীহ স্বামীটি আমার সঙ্গে মাঝপথে দেখা করল না কেন। [অসওয়াল্ডের প্রবেশ] তোমার মণিব কোথায় ?

অসওয়াল্ড। উনি ভেতরে আছেন। কিন্তু তাকে তো এত বদলাতে দেখিনি এর আগে। সৈন্যবাহিনী যে এসে পৌঁছেছে, সে কথা তাকে আমি বলেছিলাম। শুনে একটু হাসলেন শুধু। আমি আপনার আসার খবর দিলাম—উনি তখন বললেন 'তাহলে তো আরো খারাপ'। গ্লস্টারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তার অনুগত পুত্রের উপকারের কথা বলায় আমাকে মূর্খ বললেন। আরো বললেন যে আমি সব ভুল এবং বেঠিক খবর দিয়েছি। যা যা শুনে তার বিরক্তি হওয়া উচিত ছিল মনে হল সেগুলোই তার ভাল লাগল। আর যেগুলো ভাল খবর সেগুলোই তার কাছে খারাপ।

গণারিল। (এডমাণ্ডকে) তাহলে তুমি ভেতরে এসনা। এটা হল ওর চরিত্রের সেই কাপুরুষোচিত ভয় যে জন্য ও কোন সাহসের কাজ করতে পারে না। কৈফিয়ৎ দিতে হলেও আর কোন অন্যায় কাজ করবে না। আমরা আসতে আসতে যে সব মতলব করেছি তা পূর্ণ করা দরকার। এডমাণ্ড, তুমি আমার ভগ্নীপতির কাছে ফিরে যাও। তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাড়াতাড়ি আসবে। বাড়ীর কাজে আমাকে অনেক বদলাবদলি করতে হবে। মেয়েদের করণীয় কাজ কর্মের দায়িত্ব স্বামীকে ছেড়ে দেব। এই বিশ্বস্ত চাকর আমাদের মধ্যে যোগাযোগ রাখবে। তুমি যদি নিজের জন্য এর মধ্যে কিছু কর, আমার কাছ থেকে শীঘ্রই

নির্দেশ পাবে। এই নাও পত্র, কোন কথা বলতে হবে না। (একটা ছোট অলংকার দিয়ে) মাথা নামাও দেখি। এই চুম্বনের যদি ভাষা থাকত তো এ তোমার মনের জোর বাড়াতে বলত। আমার কথা বুঝে দেখ। আচ্ছা, বিদায়।

এডমাণ্ড। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমারই।

গণারিল। তুমি আমার প্রিয়তম গ্লষ্টার। (এডমাণ্ডের প্রস্থান) ওঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের কি পার্থক্য। নারীর ভালবাসা তোমাকেই দেওয়া যায় যদিও আমার বোকা স্বামী আমার শরীরটার অধিকারী হয়ে রয়েছে।

অসওয়াল্ড। হুজুর এখানে আসছেন। [অ্যালবাণীর প্রবেশ

গণারিল। অবশেষে তোমার মনে হল আমার কাছে আসা উচিত।

অ্যালবাণী। ওঃ গণারিল, উদ্দাম বাতাসে যে ধুলো উড়ে এসে তোমার মুখে লাগে তুমি সে ধুলিকণারও সমান নও। তোমার মনের গঠনকে আমার ভয় হয়। তোমার যে প্রকৃতির জন্য তুমি নিজের পিতাকে পর্যন্ত উপেক্ষা কর সেই প্রকৃতি নিজেই টিকে থাকতে পারবে না। যে গাছের শাখা গাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় তার রস আপনি শুকিয়ে যায় এবং কেবল জ্বালানী হিসেবে তা কাজে লাগে।

গণারিল। হয়েছে, হয়েছে। তোমার কথাগুলো বোকার মত।

অ্যালবাণী। নিজে যে নীচ। ভাল কথা তার কাছে নীচতা মনে হয়। নোংরার কাছে নোংরাই ভাল লাগে। তোমরা কি করেছ ? তোমরা বাঘিনী, তোমরা মেয়ে নও। তোমরা কি করেছ? নিষ্ঠুর এবং নীচ! বাবা এবং একজন সম্মানিত ব্যক্তি যার সামনে যে কোন সাধারণ লোক সসম্মানে মাথা ধুলোয় মিশিয়ে রাখবে—তাদের তোমরা পাগল করেছ। আমার ভাইয়েরা তোমাদের এটা করতে দিল ? সে একজন রাজপুত্র, তার কাছ থেকে কত উপকার পেয়েছে। দেবতারা যদি এই সব পাপ বন্ধ করার জন্য প্রতিনিধি না পাঠান তাহলে সামুদ্রিক জন্তুর মত মানুষ পরস্পরকে আক্রমণ করবে।

গণারিল। ভীরু মানুষ কোথাকার। তোমার শুধু মার খাওয়া দরকার। তোমার মাথায় কতকগুলো ভ্রান্ত ধারনা জমে আছে। তোমার এমন চোখও নেই যা দিয়ে দেখবে তোমার সম্মান বিকিয়ে কি করে সব সহ্য করছ। তুমি জাননা যে বোকারাই বদমাশদের সহানুভূতি দেখায়। এই বদমাশেরা আবার কুকার্য করে ওঠার আগেই ধরা পড়ে শাস্তি পায়। তোমার ঢাক কোথায় ? আমাদের এই অপ্রস্তুত দেশে ফ্রান্স এসে তার পতাকা তুলেছে। মাথায় পালক লাগান শিরস্ত্রান পরে তার সৈন্যরা তোমার রাজ্য জিতে নেবার হুমকি দিচ্ছে। আর তুমি নীতি-বাগীশ মূর্খ চুপচাপ বসে কেঁদে কেঁদে বলছ "হায় হায়, সে এমন করছে কেন ?'

অ্যালবাণী। ভাইনী, নিজের দিকে তাকাও। মেয়েছেলের মধ্যে যেমন ভয়াবহ নীচতা থাকে, স্বয়ং শয়তানেরও তা নেই।

গণারিল। উঃ, দাম্ভিক মূর্খ।

অ্যালবাণী। তুমি একদম বদলে গেছ এবং নিজের আসল রূপ লুকিয়ে রেখেছ। তোমার বাইরের ঐ রূপকে দৈত্যের মত কোরানা। আমার যা ইচ্ছে হচ্ছে তা যদি নিজ হাতে করাটা অন্যায় না হত তো তোমার হাড়মাস আলাদা করে

তোমাকে ছিঁড়ে ফেলতাম। তুমি যত বড় শয়তানই হও না কেন তোমার ঐ মেয়েছেলের চেহারাটা তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

গণারিল। মেরীর নামে বলছি, তোমার পৌরুষ জেগে উঠেছে?

[একজন পত্রবাহকের প্রবেশ

অ্যালবানী। কি খবর?

পত্রবাহক। কর্নওয়ালের ডিউক মারা গেছেন। গ্লস্টারের অন্য চোখ উপড়ে ফেলবার তার চাকর তাকে হত্যা করে।

অ্যালবানী। গ্লস্টারের চোখ।

পত্রবাহক। তারই এক চাকর যাকে সে মানুষ করে সে করুণায় বিচলিত হয়ে ঐ কাজের বিরোধিতা করে। নিজে তরবারি নিয়ে প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তিনি তখন রেগে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলেন। কিন্তু তখন তার গায়ে আঘাত লাগে যার ফলে পরে তিনি নিজেই মারা যান।

অ্যালবানী। এতে বোঝা যাচ্ছে, তোমরা বিচারকেরা স্বর্গে ঠিকই আছ। তাই আমাদের পৃথিবীতে এসব কাজের এত তাড়াতাড়ি প্রতিশোধ নেওয়া হয়। কিন্তু হতভাগ্য গ্লস্টার, তার অন্য চোখও গেছে?

পত্রবাহক। দুটোই, প্রভু। এই চিঠিটা আপনার বোন আপনাকে দিয়েছে। শীঘ্র উত্তর দিতে বলেছেন।

গণারিল। (একান্তে) একদিকে ভালই হল। কিন্তু বিধবা হয়েছে বলে আর আমার প্রিয় এডমাণ্ড ওর কাছে রয়েছে বলে ও আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে পারে। আমার জীবন নষ্ট করে দিতে পারে। সে দিক দিয়ে ভাবতে গেলে খবর খুবই খারাপ। দেখি, পড়ে দেখি, তারপর উত্তর দেব। [প্রস্থান

অ্যালবানী। যখন ওরা তার চোখ উপড়ে নিচ্ছিল তখন তার ছেলে কোথায় ছিল?

পত্রবাহক। তখন তিনি আমার প্রভু পত্নীর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন।

অ্যালবানী। সে তো এখানে আসেনি।

পত্রবাহক। না হুজুর, আমি তাকে ফিরে যেতে দেখলাম।

অ্যালবানী। সে এই নিষ্ঠুরতার কথা জানে?

পত্রবাহক। হ্যাঁ, হুজুর। তিনিই তো ওঁর কথা বলে দিয়েছেন। এবং ইচ্ছে করেই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছেন যাতে করে তারা আরও স্বাধীন ভাবে শাস্তি দিতে পারে।

অ্যালবানী। গ্লস্টার, আপনি রাজাকে যে ভালবাসা দেখিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আপনার ঐ চোখের জন্য প্রতিশোধ নিতে আমি বেঁচে আছি। তুমি আমার বন্ধু। এদিকে এস। আর যা যা জান আমাকে বল। [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য। ডোভারের কাছে ফরাসী শিবির

[কেন্ট ও জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

কেন্ট। ফ্রান্সের রাজা এতো তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন কেন, জান?

ভদ্রলোক। নিজের রাজ্যের কোন অসম্পূর্ণ কাজের জন্য—চলে আসার পর মনে পড়েছে। সেটা রাজ্যের পক্ষে বিপদের, তাই সেখানে তাঁর নিজের উপস্থিতি একান্ত দরকার।

কেন্ট। এখানে তিনি কাকে সেনাপতি করে রেখে গেছেন?

ভদ্রলোক। ফ্রান্সের মার্শাল ম'সিয়ে লা ফার।

কেন্ট। তোমার চিঠি পেয়ে রাণী কি কোন দুঃখ প্রকাশ করলেন ?

ভদ্রলোক। হাঁা। তিনি চিঠি নিয়ে আমার সামনেই পড়লেন। মাঝে মাঝে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে তার সুন্দর গালে পড়তে লাগল। মনে হল তার আবেগ তিনি রাণীর মত সংযত রেখেছিলেন, কিন্তু সেই আবেগ যেন বিদ্রোহীর মত মাঝে মাঝে প্রাধান্য পাচ্ছিল।

কেন্ট। ও, তাহলে এগুলো তাকে বিচলিত করেছে।

ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হননি। একদিকে ধৈর্য, অনাদিকে দুঃখ—কে জিতবে সে জন্যে যেন লড়াই চলছিল। আপনি একসঙ্গে রোদ আর বৃষ্টি দেখেছেন। তাঁর হাসি আর কান্না সেরকম। কিংবা আরও ভাল। তার সুন্দর ঠোঁটে লেগে থাকা মধুর হাসি দেখে বোঝা যায়নি তার চোখে তখন কি অশ্রু ছিল। তার পর হীরা থেকে মুক্তো খসে পড়ার মত তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল। সংক্ষেপে বলতে গেলে দুঃখ যদি ঐরকম সবাইকে মানাত তো পৃথিবীতে দুঃখ অতি দুর্লভ সুন্দর বস্তু হয়ে যেত।

কেন্ট। মুখে কিছু প্রশ্ন করেননি ?

ভদ্রলোক। দু'একবার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন 'বাবা'—সেটা যেন তার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত দিচ্ছিল। আর বলছিলেন 'দিদিরা! দিদিরা! মেয়ে জাতের কলংক তোমরা! কেন্ট! বাবা! দিদি কি! ঝড়ের মধ্যে? রাত্রিবেলা? দয়ামায়া সংসার থেকে চলে গেছে ?' এই বলার পর তার চোখ দিয়ে পবিত্র জল গড়িয়ে পড়ল। তার পর দুঃখে অভিভূত হয়ে তিনি এক জায়গায় সরে গেলেন।

কেন্ট। যে সব গ্রহযন্ত্র আমাদের ওপরে রয়েছে তারাই আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে; নইলে, একই লোকের এমন ভিন্ন ভিন্ন সন্তান হয়না। আপনি তারপর আর তার সঙ্গে কথা বলেননি ?

ভদ্রলোক। না।

কেন্ট। এসব কি রাজা ফেরার আগে হয়েছে ?

ভদ্রলোক। না তারপর।

কেন্ট। হতভাগ্য লীয়র এখন শহরে রয়েছেন। যখন সুস্থ থাকেন মাঝে মাঝে বুঝতে পারেন আমরা এখানে কেন এসেছি। কিছুতেই তাঁকে তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে রাজী করান যাচ্ছেনা।

ভদ্রলোক। কেন ?

কেন্ট। ভীষণ এক লজ্জা তাকে সব সময় পীড়ন করে। তিনি নিষ্ঠুর ভাবে কর্ডেলিয়াকে সব আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে বিদেশে সমস্ত বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন আর খারাপ মেয়েদেরই সব ক্ষমতা দিয়ে দিলেন। এই সব কথা তার মনে এমন বিষাক্ত হুল ফোটায় যে লজ্জায় তিনি কর্ডেলিয়ার সম্মুখে আসতে চাননা।

ভদ্রলোক। হতভাগ্য!

কেন্ট। আপনি কি অ্যালবানী এবং কর্নওয়ালের বাহিনীর কথা শোনেননি ?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, শুনেছি। তারা তো তৈরী।

কেন্ট। আপনাকে আমি আমার প্রভু লীয়রের কাছে নিয়ে যাব। আপনি তাঁর দেখাশোনা করবেন। আমি ততক্ষণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নিজেকে লুকিয়ে রাখব। যখন সবাই আমার আসল পরিচয় জানবে তখন আর আমাকে উপকার করার জন্য আপনার কোন আফশোষ থাকবেনা। এখন দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন। [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য। পূর্বের স্থান। একটি তাঁবু।

[ঢাক ও পতাকা সহ কর্ডেলিয়া, চিকিৎসক এবং সৈন্যদের প্রবেশ]

কর্ডেলিয়া। হায়, হায়! এ যে উনি। একটু আগে তাকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত পাগল দেখা গেছে। উচ্চকণ্ঠে গান করছেন। শস্য ক্ষেত্রের আশেপাশে জঙ্গলায় যে সব গাছপালা, লতাপাতা, বুনোফুল—এসব মাথায় দিয়েছেন। সব মাঠে মাঠে লোক পাঠাও। তাকে আমার কাছে খুঁজে নিয়ে এস। [একজন অফিসারের প্রস্থান] তাঁর এই উন্মাদ মস্তিষ্ক সারাবার জন্য মানুষের পক্ষে কি করা সম্ভব? যে তাকে সারাতে পারবে, সে আমার সমস্ত সম্পত্তি পাবে।

চিকিৎসক। উপায় আছে মহারাণী। বিশ্রামই হল আমাদের প্রকৃতির ধাত্রীসুলভ। তাঁর সেই বিশ্রাম দরকার। এই বিশ্রাম আনার জন্য অনেক গাছ গাছড়া আছে যা দিয়ে তার যন্ত্রনা লাঘব করা যাবে।

কর্ডেলিয়া। যেখানে যত গোপন উপায় আছে, পৃথিবীর যত অজ্ঞাত ক্ষমতা আছে, সে সব আমার এই চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে আসুক। তোমরা সবাই তাঁর যন্ত্রণা সারিয়ে তুলতে সাহায্য কর। যাও, তাকে খুঁজে আন। নইলে তাঁর বাঁধন হারা ক্রোধ হতে তাঁর জীবনই নষ্ট করে দেবে—ওঁর জীবনকে এখন বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাহায্য দরকার। [একজন পত্রবাহকের প্রবেশ

পত্রবাহক। সংবাদ আছে মহারাণী, ইংরেজের বাহিনী এগিয়ে আসছে।

কর্ডেলিয়া। এ সংবাদ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। সেই অনুসারে আমরা প্রস্তুত হয়েছি। হে প্রিয় পিতা আমার, তোমার জন্যই আমি একাজ করছি। তোমার জন্য আমার দুঃখ দেখে ফ্রান্সের রাজার কষ্ট হয়েছে। কোন উচ্চাকাঙ্খার জন্য আমরা লড়ছিনা; আমরা শুধু ভালবাসা, আমার পিতার প্রতি ভালবাসা এবং তার অধিকার রক্ষার জন্য লড়ছি। শীঘ্রই তার সংগে দেখা হবে আশা করি। [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য। গ্লষ্টারের প্রাসাদ

[রিগ্যান এবং অসওয়াল্ডের প্রবেশ]

রিগ্যান। কিন্তু জামাইবাবুর সৈন্যরা নেমেছে?

অসওয়াল্ড। হ্যাঁ।

রিগ্যান। তিনি নিজে আছেন তো?

অসওয়াল্ড। তিনি অনেক কিছু ঝামেলা করছেন। আপনার দিদি হলেন দু'জনের মধ্যে বেশি কাজের।

রিগ্যান। এডমাণ্ড, তোমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলেনি?

অসওয়াল্ড। না।

রিগ্যান। দিদির তাকে চিঠি দেওয়ার মানে কি?

অসওয়াল্ড। আমি জানিনা।

রিগ্যান। তাকে জরুরী কাজে এখান থেকে সরান হল। গ্লস্টারের চোখ উপড়ে ফেলার পর তাকে বাঁচতে দেওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। যেখানেই সে যাবে সেখানেই আমাদের বিরুদ্ধে সে সবাইকে উত্তেজিত করতে পারবে। এডমাণ্ড বোধহয় বাবার দুঃখে কাতর হয়ে তাকে হত্যা করতে গেছে যাতে অন্ধ হয়ে আর বেঁচে থাকতে না হয়, কিংবা হয়তো শত্রুর শক্তি কতটা তা আন্দাজ করবার জন্য গেছে।

অসওয়াল্ড। আমি এই চিঠি দিতে তাকে খুঁজতে যাব।

রিগ্যান। আমাদের সৈন্যবাহিনী কাল এগোবে। আমাদের সঙ্গে তুমি থাক—এখানকার রাস্তাঘাট বিপজ্জনক।

অসওয়াল্ড। না, আমাকে আমার মণিব-পত্নী দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছে।

রিগ্যান। সে এডমাণ্ডকে চিঠি লিখবে কেন? তুমি তার বক্তব্য তাকে মুখে জানাতে পারনা? নিশ্চয়ই ভেতরে কিছু ব্যাপার আছে। ঠিক বুঝতে পারছিনা। আমি তোমার উপকার করব, তুমি চিঠিটা খুলতে দাও।

অসওয়াল্ড। এঁ্যা, আমি বরং—

রিগ্যান। আমি জানি দিদি তার স্বামীকে ভালবাসেনা। আমি তা নিশ্চিত জানি। আর ইদানীং এখানে সে এডমাণ্ডের দিকে কটাক্ষ করত, অর্থপূর্ণ চাহনি ছুঁড়ত। আমি জানি, তুমি তার সব খবর রাখ।

অসওয়াল্ড। আমি?

রিগ্যান। আমি জানি বলেই বলছি—হ্যাঁ তুমি। তাই, যা বলছি শোন। আমার স্বামী মারা গেছে। এডমাণ্ডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে তোমার মণিবের বদলে আমাকেই বিয়ে করতে পারবে এটাই আরও স্বাভাবিক। বাকীটা তুমি আন্দাজ করতে পার। তাকে যদি তুমি পাও এই চিঠিটা তাকে দিও। আর তোমাকে যা বললাম তা যদি দিদি শুনে থেকে থাকে তাকে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে বোল। যাও, বিদায়। আর যদি ওই অন্ধ বিশ্বাসঘাতকের পাত্তা মেলে, তাহলে যে তাকে হত্যা করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

অসওয়াল্ড। তাকে যদি সত্যিই পেতাম তো দেখিয়ে দিতাম আমি সত্যি কাদের দলের লোক।

রিগ্যান। আচ্ছা বিদায়। [প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য। ডোভারের কাছের এলাকা

[গ্লস্টার এবং কৃষকের সাজে এডগারের প্রবেশ।]

গ্লস্টার। ঐ পাহাড়ের চূড়োয় কখন পৌঁছব?

এডগার। আপনি তো এখন ওপরে উঠছেন। দেখছেন না কেমন কষ্ট হচ্ছে।

গ্লস্টার। আমার তো মনে হচ্ছে এটা সমতলই।

এডগার। খাড়া উঁচু! শুনুন, সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন?

গ্লস্টার। কই, না তো।

এডগার। তাহলে আপনার ঐ চোখের জন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোও খারাপ হয়ে গেছে।

গ্লষ্টার। বোধহয় তাই হবে। আমার মনে হচ্ছে তোমার গলার স্বরও বদলে গেছে আর তুমি আগে যেভাবে কথা বলতে এখন তার থেকে স্পষ্ট ও ভালভাবে কথা বলছ।

এডগার। আপনার ভুল হচ্ছে। আমার পোষাক ছাড়া আর কোন কিছুই বদলাইনি।

গ্লষ্টার। আমার মনে হচ্ছে তোমার কথাবার্তা আগের থেকে বেশ ভাল বলছ।

এডগার। আসুন আসুন। এই সেই জায়গা। এইখানে চুপচাপ দাঁড়ান। উঃ, নীচের দিকে তাকালে কি ভয় করে আর মাথা ঘোরে। যে সব চিল, শকুনি মাঝ আকাশে উড়ে বেড়ায় এখান থেকে তাদের বড় জোর গুবরে পোকার মত দেখাচ্ছে। প্রায় অর্ধেক নীচে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ও একটা পাহাড়ে গাছ সংগ্রহ করছে। কি ভয়ানক ব্যবসা। মনে হচ্ছে লোকটার মাথাটা যত বড় ওকে তার থেকে বড় দেখাচ্ছে না। আর যে জেলেগুলো সমুদ্রের ধারে হাঁটছে তাদের ইঁদুরের মত দেখাচ্ছে। আর দূরে নোঙরফেলা জাহাজটা তার সঙ্গের ডিঙ্গিটার মত দেখাচ্ছে; আর ডিঙ্গিটা দেখাচ্ছে বয়ার মত—এতো ছোট যে প্রায় দেখাই যাচ্ছেনা। যে ঢেউগুলো পড়ে থাকা অসংখ্য নুড়ির ওপর আছড়ে পড়ছে তাদের গর্জন এত দূর থেকে প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। আমি আর তাকাবনা। আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে। ঝাপসা দৃষ্টির জন্য একেবারে উল্টে নীচে পড়ে যেতে পারি।

গ্লষ্টার। তুমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছ আমাকে সেখানটায় নিয়ে চল।

এডগার। আমার হাত ধরুন। আপনি এখন ধার থেকে মাত্র এক ফুট দূরে। যাই ঘটুক না কেন আমি কিছুতেই এখান থেকে নীচে ঝাঁপ দিতে পারব না।

গ্লষ্টার। এবার আমার হাত ছেড়ে দাও। তুমি আমার বন্ধু, এই ব্যাগটা নাও। এর মধ্যে গরীব লোকের কাজে লাগবে এমন এক দামী গয়না আছে। এটা নাও, দেবতারা তোমায় বড়লোক করবেন। তুমি এখান থেকে চলে যাও। দূরে গিয়ে আমাকে বিদায় জানাও। আমি যেন তোমার দূর থেকে কথা বলা শুনতে পাই।

এডগার। আচ্ছা, বিদায়।

গ্লষ্টার। সর্বান্তঃকরণে বিদায় জানালাম।

এডগার। (স্বগতঃ) সমস্ত দুঃখ দুর্দশা সত্বেও ওঁকে এইভাবে বোকা বানাচ্ছি, কারণ আমি ওর মনের হতাশা দূর করতে চাই।

গ্লষ্টার। (নতজানু হয়ে) হে শক্তিমান দেবতাগণ, আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমাদেরই চোখের সামনে ধৈর্যসহকারে আমার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটাচ্ছি। আমি যদি আরো দীর্ঘদিন তোমাদের অলঙ্ঘনীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে না গিয়ে এই সব যন্ত্রণা সয়ে যেতে পারতাম, তাহলে আমার জীবনের যে রিক্ত অবশিষ্ট অংশ আছে তাই আমাকে পুরোপুরি বধ করত। এডগার যদি বেঁচে থাকে তার মঙ্গল কর। এবার বিদায়।

এডগার। আমি চলে যাচ্ছি, বিদায়। (গ্লষ্টার সামনে ঝাঁপ দিতে গিয়ে পড়ে যায়) (স্বগতঃ) কি জানি। মানুষ যখন ভীষণ দুর্ভাগ্যের মধ্যে থাকে তখন মৃত্যুর চিন্তা মাত্রই হয়তো মানুষকে একেবারে মেরে ফেলতে পারে। উনি যেখানে ছিলেন

বলে ভেবেছিলেন, সেখানে যদি সত্যিই থাকতেন তবে এতক্ষণে উনি সব ভাবনা চিন্তার ঊর্ধে উঠে যেতেন। বেঁচে আছেন না মরে আছেন ? এই যে শুনছেন, শুনতে পাচ্ছেন ? উত্তর দিন।' (স্বগতঃ) এই ভাবেই শেষ হয়ে যেতেন। কিন্তু না বেঁচে আছেন। আপনি কেমন আছেন ?

গ্লস্টার। সরে যান, আমাকে মরতে দিন।

এডগার। মাকড়সার জাল। কি পালক, কি বাতাস এসব ছাড়া অন্য যাহোক কিছু হলে অত উঁচু থেকে ঝাঁপ দিলে তো আপনি একেবারে ডিমের মত থেতলে যেতেন। কিন্তু আপনি তো বেঁচে আছেন। আপনি কঠিন পদার্থে তৈরী তবু তো রক্ত বেরোচ্ছে না, কথা বলছেন, সুস্থ রয়েছেন। দশটা মাস্তুল এক করলে যতটা উঁচু হয় আপনি তার থেকেও উঁচু জায়গা থেকে সরাসরি পড়েছেন। আপনার জীবন তো অলৌকিক। কই, কথা বলুন।

গ্লস্টার। আমি কি পড়েছি না পড়িনি ?

এডগার। এই চক পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে পড়েছেন। ওপরে তাকিয়ে দেখুন, যে লার্ক পাখী অত জোরে চেঁচায় তাকে এখান থেকে দেখা যায় না কিংবা তার স্বর শোনা যায় না। আপনি শুধু তাকিয়ে দেখুন।

গ্লস্টার। হায় হায়, আমার চোখ নেই। মরলে শান্তি পেতাম. আমার দুর্ভাগ্য আমাকে মৃত্যু থেকেও বঞ্চিত করল। মৃত্যু হলে এটুকু হত যে অত্যাচারীর ক্রোধ এড়াতে পারতাম, সে তো তার দর্পিত বাসনা পূরণ করতে পারত না।

এডগার। আমার হাত ধরুন। উঠুন, এই তো। কি হয়েছে ? পায়ে জোর পাচ্ছেন ? দাঁড়াতে পারবেন ?

গ্লস্টার। হ্যাঁ, ভালই পারছি তো।

এডগার। এটা খুবই আশ্চর্য। ঐ পাহাড়ের চূড়োয় আপনার সঙ্গে কে যেন ছিল— আলাদা হয়ে গেল।

গ্লস্টার। এক হতভাগা ভিখিরী।

এডগার। আমার এখান থেকে মনে হচ্ছিল ওর চোখ দুটো যেন দুটো গোল চাঁদের মত। ওর হাজারটা নাক দেখা যাচ্ছিল, পেঁচাল শিং ছিল মাথায়, তার ওপরে যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঁচু নীচু ভাঁজ ছিল। এটা কোন শয়তান হবে। তা হলে আপনার সৌভাগ্য যে দেবতারা যারা অসাধ্য সাধন করেন তারাই আপনাকে বাঁচিয়েছেন।

গ্লস্টার। এখন আমার মনে পড়ছে। যে পর্যন্ত না সমস্ত দুঃখ কষ্ট পেতে পেতে আপনিই সব শেষ হয় সে পর্যন্ত আমি সহ্য করে যাব। তুমি যার কথা বললে, তাকে আমি মানুষ ভেবেছিলাম, ও প্রায়ই বলত 'শয়তান, শয়তান'। সেই আমাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল।

এডগার। মন হাল্কা করুন এবং শান্তির কথা চিন্তা করুন। কিন্তু কে এখানে আসছে ? [বুনো ফুলে অদ্ভুতভাবে সেজে লীয়রের প্রবেশ।] কোন লোকের মাথা স্বাভাবিক থাকলে এভাবে সাজে না।

লীয়র। না, জাল মুদ্রা তৈরী করার জন্ত আমাকে কেউ বন্দী করতে পারে না। আমি স্বয়ং রাজা।

এডগার। উঃ, কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

লীয়র। এ ব্যাপারে রাজা কারিকরের চেয়ে অনেক বড়। জোর করে সৈন্যদলে তোমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে এই নাও টাকা। ঐ লোকটা ধনুক ধরেছে মাঠ থেকে কাক তাড়াবার মত করে। আমার দিকে একটা তীর ছোঁড় দেখি। —দেখ, দেখ একটা ইঁদুর। চুপ চুপ এই ভাজা পনীরেই হবে। এই আমি চ্যালেঞ্জ করছি, দৈত্যর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করব। অস্ত্র নিয়ে এস। হুঁ। ভাল ছুঁড়ে একেবারে লক্ষ্যে, একেবারে মাঝখানে। হুইস। সংকেতশব্দ বল।

এডগার। মারজোরাম গাছ।

লীয়র। ঠিক আছে, যেতে পার।

গ্লস্টার। আমি ঐ কাঠ চিনি।

লীয়র। ও গণারিল। পাকা দাড়ি মুখে। ওরা আমার সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করেছে। আমার দাড়ি গজাবার আগেই দাড়ি পেকে গেছে বলেছিল। আমি যা যা বলতাম, তাই ওরা 'হ্যাঁ' আর 'না' বলত। হ্যাঁ আর না বললেও ভাল ধর্মতত্ত্ব হয় না। একবার যখন বৃষ্টি আমাকে ভেজাতে এল আর বাতাস এল কাঁপাতে, যখন বজ্র আমার আদেশে স্তব্ধ হল না তখনই আমি তাদের চিনলাম, তখন তাদের বুঝতে পারলাম। যাও, যাও তাদের কথার দাম নেই। ওরা বলেছিল যে আমিই হলাম সব। এটা মিথ্যে কথা। আমিও জ্বরের হাত থেকে রেহাই পাই না।

গ্লস্টার। ওই কণ্ঠস্বর আমার মনে আছে। উনি কি রাজা নন?

লীয়র। হ্যাঁ, প্রতি ইঙ্গিতে আমি রাজা। আমি যখন তাকাই, দেখ, প্রজারা কেমন কাঁপে। আমি ওর প্রাণদণ্ড মকুব করে দিলাম। তোমার কি অপরাধ ছিল? লাম্পট্য? লাম্পট্যর জন্য তুমি মরবে না, লাম্পট্যর জন্য মৃত্যু? না। রেন পাখীও তো তাই করে। আর ছোট সোনালী ফড়িং আমার চোখের সামনে ব্যভিচার করে। মৈথুন বেড়ে চলুক। আমার বৈধ কন্যারা আমার প্রতি যতটা সদয় তার চেয়েও গ্লস্টারের জারজ ছেলে নিজের পিতার প্রতি বেশি সদয়। চালিয়ে যাও নির্বিচারে। কারণ আমার বেশি সৈন্য নেই। ওই যে কচি কচি মুখ করে মেয়েটা বসে আছে, ওর মুখ দেখলে মনে হয় ওর দু'পায়ের মাঝখানের জায়গাটা একেবারে বরফের মত।—ভঙ্গী দেখলে মনে হয় সতীলক্ষ্মী—। ভোগের নাম শুনলেই আপত্তিতে মাথা নাড়বে। কিন্তু খাটাশ কিংবা তেজী ঘোড়া পর্যন্ত ওর মত লালসা নিয়ে এসব কাজ করে না। কোমরের নীচের অংশে ওর মনুষ্যদেহধারী অংশ যদিও ঊর্দ্ধাঙ্গ মেয়েদের। শুধু কটি পর্যন্ত দেবতাদের কাছ থেকে পাওয়া, নীচের দিকটা সব শয়তানের। সেখানে নরক, অন্ধকার, গন্ধকে ভরা গর্ত, আগুন, ঘা, পচা গন্ধ, লোংরা। ছিঃ ছিঃ, থুঃ থুঃ। ওষুধ প্রস্তুতকারী, আমাকে এক আউন্স সেন্ট দাও তো—আমার চিন্তাটা বিশুদ্ধ করে নেব—এই নাও পয়সা।

গ্লস্টার। আমাকে আপনার হাতে চুমু খেতে দিন।

লীয়র। প্রথমে এটা মুছে নিতে দাও—এতে মানুষের গন্ধ লেগে আছে।

গ্লস্টার। ওঃ, সমস্ত স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। এইভাবে এই বিরাট পৃথিবী একদিন অর্থহীন হয়ে পড়বে। আপনি আমাকে চেনেন?

লীয়র। আমি তোমার চোখ দুটো স্পষ্ট মনে করতে পারছি। তুমি আমাকে চোখ

টিপছ। নানা, অন্ধ কিউপিড, যাই কর না কেন, আমি প্রেমে পড়ব না। তুমি এই চ্যালেঞ্জ পড়ে দেখ—লেখাটা লক্ষ্য কর।

গ্লস্টার। সমস্ত অক্ষরগুলো যদি সূর্যের মত উজ্জ্বলও হয় তবু আমি দেখতে পাব না।

এডগার। (একান্তে) আমাকে যদি কেউ এ দৃশ্যের বর্ণনা দিত আমি সত্যি বলে বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু এটাই ঘটছে। আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে।

লীয়র। পড়।

গ্লস্টার। কি, চোখের শুধু গর্ত দুটো দিয়ে পড়ব ?

লীয়র। ও হো, তুমি তাই বলছ ? তোমার মুখের ওপর কোন চোখ নেই, ব্যাগে একদম টাকা পয়সা নেই। তোমার চোখের অবস্থা মারাত্মক, আর ব্যাগ একেবারে খালি—তবু তুমি দেখতে পাচ্ছ পৃথিবী কিভাবে চলছে।

গ্লস্টার। সেটা আমি অনুভবে দেখছি।

লীয়র। তুমি কি পাগল ? চোখ না থাকলেও মানুষ দেখতে পায় কি ভাবে দুনিয়া চলছে। তোমার কান দিয়ে দেখ। ঐ দেখ ওখানে একজন বিচারক ঐ চোরকে কেমন গালাগাল করছে। নিজে কানে শোন : তোমার কান তোমার চোখের জায়গা নিক—তারপর চোর চোর খেল। কে চোর বলত ? তুমি দেখেছ চাষার কুত্তা ভিখিরীকে দেখে কেমন ঘেউ ঘেউ করে ?

গ্লস্টার। হ্যাঁ দেখেছি।

লীয়র। আর লোকটা কুকুর দেখে পালায়। এর মধ্যেই তুমি দেখবে ক্ষমতার কি বিরাট রূপ। দায়িত্বে আছে যে কুকুর সবাই তাকে মেনে চলে। যে টাকা ধার দেয় সে প্রতারককে ধরে ফাঁসি দেয়। ছেঁড়া জামা কাপড়ের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট পাপ চেনা যায় কিন্তু দামী দামী উলের গাউন সব পাপ লুকিয়ে রাখতে পারে। সোনা দিয়ে তোমার পাপ মুড়িয়ে দাও, তখন সব বিচারই অকেজো হয়ে যায়। আর তা ছেঁড়া কম্বলে ঢেকে রাখ। একটা ছোট পিগ্‌মি যে খড় ব্যবহার করে তাই দিয়েই ওই কম্বল ফুটো করে দেওয়া যাবে। কেউই অপরাধ করে না, কেউ না। আমি বলছি, কেউ না। আমি তাদের হয়ে বলব। আমার ক্ষমতা আছে অভিযোগকারীর মুখ বন্ধ করে দেবার, আমার কথা বিশ্বাস কর। কাঁচের চশমা লাগাও আর নীচ চক্রান্তকারীর মত যা দেখতে পাচ্ছনা তাও দেখতে পাচ্ছ এমন ভাণ কর। এখনি আমার জুতো খুলে ফেল : জোরে, আরও জোরে, হ্যাঁ হয়েছে।

এডগার। (একান্তে) বাজে কথার সঙ্গে অনেক সত্যি কথা মিশে আছে। পাগলামির মধ্যে মধ্যে যুক্তি আছে।

লীয়র। আমার জন্য যদি তোমার দুঃখ হয় তো আমার এই চোখ দুটো তুমি নাও। আমি তোমাকে ভালভাবে চিনি। তোমার নাম হল গ্লস্টার ; তুমি ধৈর্য ধর। আমরা সবাই কাঁদতে কাঁদতে এই পৃথিবীতে এসেছি ! জানই তো প্রথম যখন আমরা নিশ্বাস নি তখন চেঁচিয়ে কেঁদেছিলাম। আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোন।

গ্লস্টার। হায় হায়, কি অবস্থা !

লীয়র। আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখনি আমরা বোকাদের এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে এলাম বলে কাঁদি। এটা তো একটা ভাল টুপি। অনেকগুলি ঘোড়াকে টুপি

পরালে বেশ হয়—আমি তা প্রমণ করব ; আর আমি যখন ঐসব জামাইদের চুপি চুপি ধরতে পারব তখন হত্যা, হত্যা, হত্যা, হত্যা, হত্যা।

[পরিচারকদের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।

ভদ্রলোক। ও, উনি এখানে। আমরা ওনাকে চাই। হুজুর—আপনার সবচেয়ে প্রিয় কন্যা—

লীয়র। উদ্ধার নেই? কি বন্দী? আমি এখনো ভাগ্যের হাতের পুতুল। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর ; তোমার বন্দীমুক্তির টাকা দেওয়া হবে। আমার একজন শল্য চিকিৎসক চাই। আমার মাথায় আঘাত লেগেছে।

ভদ্রলোক। আপনি সব কিছুই পাবেন।

লীয়র। আমার সমর্থক কেউ নেই? আমি একা? তাই যদি হয় তো একটা মানুষ শুধু চোখের জল ছাড়া আর কিছুই না। তার চোখ দুটো যেন বাগানে জল ছিটোবার পাত্র—শরৎকালে সেখান থেকে জল নিয়ে ধূলোতে ছিটোবে।

ভদ্রলোক। আপনি হুজুর—

লীয়র। আমি নির্ভয়ে মরব। আমি যেন ছিমছাম একজন বর। কি! আমি হাসিখুশী থাকব। শোন শোন, আমি একজন রাজা, আমার প্রভুরা, তোমরা সেটা মনে রেখ।

ভদ্রলোক। আপনি রাজা, আমরা আপনার আদেশ পালন করি।

লীয়র। তাহলে এর এখনো আশা আছে। না, যদি তোমরা পাও তো দৌড়েই পাবে। সা, সা, সা, সা। [দৌড়ে প্রস্থান। অনুচরগণের অনুসরণ

ভদ্রলোক। একজন সাধারণ হতভাগ্য লোকের ক্ষেত্রেও এ দৃশ্য দুঃখের ; আর রাজার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। আপনার একটি মেয়ে আছে যে অন্য দুই মেয়ের দেওয়া দুঃখ নিজের গুণে জয় করেছে।

এডগার। স্বাগতম্ মহাশয়।

ভদ্রলোক। মঙ্গল হোক। কি বলছেন?

এডগার। আপনি কি এখানে কোন যুদ্ধ হবার কথা জানেন?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, সবাই তো জানে। যার বোধশক্তি আছে সেই এ খবর জানে।

এডগার। ওদের সৈন্য কতদূর এসেছে?

ভদ্রলোক। এসেছে কাছেই, আর তাড়াতাড়ি আসছে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে আসল অংশ এসে পড়বে।

এডগার। আচ্ছা ধন্যবাদ। [ভদ্রলোকের প্রস্থান

গ্লস্টার। হে দেবতাগণ! তোমরা সদাই দয়ালু, আমায় মৃত্যু দাও। তোমাদের ইচ্ছের আগেই আবার যেন আমার কু-প্রবৃত্তি আমাকে আত্মহত্যা করতে প্রলুব্ধ না করে।

এডগার। আপনি ভাল প্রার্থনা করেছেন।

গ্লস্টার। আপনি কে?

এডগার। আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি। ভাগ্যের আঘাতে আমি বিপর্যস্ত। বেদনা পেয়ে পেয়ে আমার এমন হয়েছে যে অন্যের কষ্ট দেখলে সহানুভূতি জাগে। আমার হাত ধরুন। আপনাকে একটা ভাল জায়গায় নিয়ে যাব।

গ্লস্টার। আন্তরিক ধন্যবাদ। স্বর্গের ঐশ্বর্য আর আশীর্বাদ পাবেন।

[অসওয়াল্ডের প্রবেশ

অসওয়াল্ড। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কি সৌভাগ্য। তোমার ঐ চক্ষুবিহীন মুণ্ডটি আমার বরাত খুলে দেবার জন্যই তৈরী হয়েছিল। হতভাগ্য বুড়ো, বিশ্বাসঘাতক। তোমার দোষের কথা স্মরণ কর—এই তরবারি দিয়ে তোমায় শেষ করব।

গ্লস্টার। তোমার ঐ হাতে যেন অনেক জোর এসে হাজির হয়। [এডগার বাধা দেয়

অসওয়াল্ড। দুঃসাহসী চাষা, তুই একটা বিশ্বাসঘাতক লোক। যাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, তুই তাকে সমর্থন করছিস কেন? সরে যা, নইলে ওর দুর্ভাগ্যর ছোঁয়া তোরও গায়ে লাগবে। ওর হাত ছেড়ে দে।

এডগার। সত্যিকারের কোন কারন না থাকলে আমি ওকে ছাড়বনা।

অসওয়াল্ড। ছেড়ে দে বলছি, নইলে মরবি।

এডগার। শোন, তুমি নিজের পথ দেখ। সাধারণ লোকেরা নিজের নিজের মত যাবে। তোমার মত লোকের ঔদ্ধত্যের ফলে যদি আমার প্রাণ যাবার হত তো এ পৃথিবীতে পনের দিনও আমি টিকতাম না। এই বুড়ো লোকের কাছে এসমর। আমি সাবধান করে বলছি, সরে যাও। নইলে দেখতেই পাবে তোমার মাথাটা বেশি শক্ত না আমার এই কুড়ুল—আমি সরাসরি বলে দিচ্ছি।

অসওয়াল্ড। সরে যা, গোবর কোথাকার।

এডগার। তোমার দাঁত খুলে নেব। এস, তোমার ঐ তরবারির ঘা এর তোয়াক্কা করি না। (লড়াই। অসওয়াল্ডের পতন)

অসওয়াল্ড। চাকর, তুই আমাকে হত্যা করলি। শয়তান, এই নে আমার ব্যাগ। যদি কোন দিন বড় হতে চাস্ তো আমাকে কবর চাপা দিস্। আর আমার কাছে যে চিঠিগুলো আছে সেগুলো গ্লস্টারের আর্ল এডমাণ্ডকে দিস্। ইংরেজদের দলের মধ্য থেকে তাকে খুঁজে বের করিস্। উঃ, কি অসময়ের মৃত্যু। (মারা যায়)

এডগার। আমি তোমাকে চিনি—একটা শয়তান চাকর। সমস্ত রকমে খারাপ; প্রভুপত্নীর প্রতি একেবারে কর্তব্যপরায়ণ।

গ্লস্টার। কি। ওকি মারা গেছে?

এডগার। আপনি এখানে বসুন, বিশ্রাম নিন। দেখি এর পকেটে কি আছে। যে সব চিঠির কথা বলল আমার কাজে লাগতে পারে। ওতো মরে গেছে, শুধু আমার হাতে মরল বলে যা দুঃখ। দেখি কি আছে। হে মোমবাতির আলো, তোমার অনুমতি নিয়ে এই অশোভন কাজ করছি, নিন্দে কোরনা। শত্রুর মনের কথা জানার জন্য তার হৃৎপিণ্ডও কাটতে হয়—চিঠি খুলে পড়া অনেক আইনসম্মত। (পাঠ) 'আমাদের পারস্পরিক শপথের কথা স্মরণে রেখ। তুমি ওকে কেটে ফেলার অনেক সুযোগ পাবে—শুধু যদি তোমার অনিচ্ছে না থাকে—ঠিক জায়গায় সুবিধে পাবে। ও যদি যুদ্ধে জিতে ফেরে তো কিছু করার থাকবে না। তাহলে আমাকে বন্দী করবে—ওর শয্যাই হবে আমার জেলখানা। সেই শয্যার ঘৃণ্য স্পর্শ থেকে আমাকে উদ্ধার করে তোমার কাছে রাখ।—(তোমার স্ত্রী লেখাই উচিত)—অতি প্রিয় গণারিল।' উঃ মেয়েছেলের লালসার কি সীমাহীন পরিধি। নিজের সৎ স্বামীর জীবন শেষ করার ষড়যন্ত্র। আর তার বদলে স্থান নেবে আমার ভাই। খুনী চরিত্রহীনা মনিবের পাপী পত্রবাহক, তোমাকে এখানে বালি চাপা দিয়ে দেব। আর সময় এলে ঐ চক্রান্তের চিঠি

দিয়ে উইকের চোখ খুলে দেব। তোমার মৃত্যু আর এই দুতিয়ালীর খবর তাকে দিতে পারলে তার ভালই হবে।

গ্লস্টার। রাজা পাগল হয়ে গেছে। আর আমার অনুভূতি এমনি স্থুল যে আমি সমস্ত দুঃখ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সইতে পারছি। যদি পাগল হয়ে যেতাম ভাল হত। আমার দুঃখের সঙ্গে চিন্তা শক্তি হারিয়ে যেত। আর অনুভব করতে না পারলে দুঃখ এত তীব্র মনে হয় না।

এডগার। আমার হাত ধরুন। (দূরে ঢাকের শব্দ) আমার মনে হচ্ছে দূরে ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আসুন, আপনাকে একজন বন্ধুর কাছে রেখে আসব। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য। ফরাসী শিবিরে এক তাঁবু

[লীয়র বিছানায় নিদ্রিত। মৃদু বাজনা বাজছে। জনৈক ভদ্রলোক এবং অন্যান্যরা দেখাশোনা করছেন। কর্ডেলিয়া, কেন্ট এবং চিকিৎসকের প্রবেশ।]

কর্ডেলিয়া। কেন্ট, আপনার মত ভাল আমি কি ভাবে হব? সমস্ত জীবন ধরেও আপনার গুণ মাপা যায় না।

কেন্ট। কেউ যদি গুণের স্বীকৃতি দেয় তো তাতেই সব প্রাপ্যের বেশি পাওয়া হয়ে যায়। আমি যা যা সংবাদ দিয়েছি তা সব সত্য—কিছু অতিরঞ্জিত নয়, কিছু বাদ দিয়ে বলাও নয়।

কর্ডেলিয়া। আপনি ভাল পোষাক পরুন। এই সব পোষাক দুর্দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার অনুরোধ এগুলো বদলান।

কেন্ট। মাফ করবেন্। এখনি পরিচয় দিলে আমার কিছু উদ্দেশ্য বাকি থেকে যাবে। আমার অনুরোধ যতদিন না পর্যন্ত আমি নিজে উচিত মনে করি, ততদিন আপনি যে আমাকে চেনেন, এটা বলবেন না।

কর্ডেলিয়া। ঠিক আছে, তাই হবে। (চিকিৎসককে) রাজা কেমন আছেন?

চিকিৎসক। এখনো ঘুমোচ্ছেন।

কর্ডেলিয়া। হে দেবতাগণ, তাঁর বিভ্রান্ত প্রকৃতি সারিয়ে দাও। নিজের মেয়েদের জন্য তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল এবং সঙ্গতিহীন হয়ে গেছে। তাকে সারিয়ে তোল।

চিকিৎসক। আপনি যদি বলেন তো রাজাকে এখন আমরা জাগাতে পারি। উনি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

কর্ডেলিয়া। যা উচিত তাই করুন—আপনার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কাজ করুন। উনি পোষাক বদলেছেন?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, উনি যখন খুব ঘুমচ্ছিলেন তখন আমরা নতুন পোষাক পরিয়েছি।

চিকিৎসক। আমরা যখন জাগাব, আপনি কাছে থাকবেন। কতটা শান্ত থাকবেন বলা যায় না।

কর্ডেলিয়া। ঠিক আছে।

চিকিৎসক। আপনি কাছে আসুন। বাজনাটা জোরে বাজাও।

কর্ডেলিয়া। বাবা আমার। তোমাকে সারিয়ে তোলার ওষুধ যেন আমার ঠোঁটে থাকে যাতে করে এই চুমু দিয়ে তোমার প্রতি দিদিরা যে নির্দয় ব্যবহার করেছে তা একেবারে ভুলিয়ে দিতে পারি।

কেন্ট। সদয়, প্রিয় রাজ কন্যা।

কর্ডেলিয়া। তুমি যদি ওদের বাবা নাও হতে, তোমার এই পাকা দাড়ি দেখে তাদের

কষ্ট হওয়া উচিত ছিল। এই মুখ কি ঝঞ্ঝা বাতাসের প্রতিকূলতা সইবার মত ? একি ঐ প্রচণ্ড উদ্দাম বজ্রের সামনে দাঁড়াবার ? কিংবা তীক্ষ্ণ চঞ্চল বাঁকা বিদ্যুতের বীভৎসতার সম্মুখীন হবার ? একি প্রায় কেশহীন মস্তকে সাস্ত্রীর মত দাঁড়িয়ে পাহারা দেবার উপযুক্ত ? আমার শত্রুর কুকুর যদি আমাকে কামড়েও দিত তবু সে-রাত্রে তাকে আমার বাড়ীর অগ্নিকুণ্ডের পাশে আশ্রয় দিতাম। আর বাবা, তুমি কিনা কতকগুলো ভবঘুরে বাজে লোকের সঙ্গে খড়ের বিছানায় সে রাত্রে সানন্দে একটা চালার মধ্যে কাটিয়েছ ? হায় হায়, আশ্চর্য যে তোমার বুদ্ধির সঙ্গে তোমার জীবনও নষ্ট হয়নি। উনি জাগছেন—কথা বলুন।

চিকিৎসক। আপনিই বলুন—সেটাই ভাল।

কর্ডেলিয়া। আপনি কেমন আছেন ? মহারাজ কেমন আছেন ?

লীয়র। তুমি কবর থেকে আমাকে তুলে এনে অন্যায় করেছ। তুমি হলে এক পবিত্র আত্মা, কিন্তু আগুনের এক চাকার সঙ্গে আমি বাঁধা আছি। আমার নিজের চোখের জল গলা সিসের মত ফুটছে।

কর্ডেলিয়া। আপনি আমায় চিনতে পারছেন ?

লীয়র। তুমি একটা আত্মা। তুমি কবে মারা গেছ ?

কর্ডেলিয়া। এখনো একদম উন্মাদ।

চিকিৎসক। উনি তো এই মাত্র জেগেছেন। কিছুক্ষণ একা থাকুন।

লীয়র। আমি এখন কোথায় ? আমি কোথায় ? সুন্দর দিনের আলো ? আমাকে খুব ঠকানো হয়েছে। এ অবস্থায় যদি কাউকে দেখি তো কষ্টে মারা যাব। কি বলার আছে আমি জানি না। এগুলো কি আমার হাত, নিশ্চয় করে বলতে পারি না। দেখি এই পিনের আঘাত তো লাগছে। যদি নিজের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারতাম।

কর্ডেলিয়া। আমার দিকে দেখুন—আপনার ঐ হাত দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন। না, না আপনি নতজানু হবেন না।

লীয়র। আমার অনুরোধ, আমাকে ঠাট্টা কোর না। আমি বোকা, সরল, বুড়ো মানুষ —আশীরও বেশি বয়েস—তার এক ঘণ্টা বেশি বা কম নয়। আমার মনে হয় আমার মনের অবস্থা ঠিক নেই। আমার মনে হয় আমি তোমাকে চিনি। এই লোককেও চিনি—কিন্তু তবু সন্দেহ হচ্ছে—কারণ আমি বুঝতে পারছি না আমি কোথায় আছি। তা ছাড়া খুব চেষ্টা করেও এই পোষাক চিনতে পারছি না। কিংবা মনে পড়ছে না কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম। আমাকে ঠাট্টা কোর না। আমি নিশ্চিত যে এই মেয়ে হল আমার মেয়ে কর্ডেলিয়া।

কর্ডেলিয়া। হ্যাঁ, আমি ত তাই।

লীয়র। তোমার চোখ জলে ভিজে রয়েছে ? হ্যাঁ, তাই ত। আমি বলছি কেঁদনা —তুমি যদি আমাকে বিষও এনে দাও আমি তা খাব। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস না। তোমার দিদিরা, আমার মনে আছে, আমার প্রতি অন্যায় করেছে। আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু ক্ষোভের কারণ আছে। তাদের কিছু নেই।

কর্ডেলিয়া। আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই, কোন ক্ষোভ নেই।

লীয়র। আমি কি ফ্রান্সে ?

কেণ্ট। আপনার নিজেরই রাজ্যে হুজুর।

লীয়র। আমাকে ঠকিও না।

চিকিৎসক। আপনি শান্তিতে থাকুন—দেখতে পাচ্ছেন ওর প্রচণ্ড রাগ পড়ে গেছে। তবে পুরোন সব দিনের কথা যা এখন ভুলে গেছেন তা মনে করিয়ে দেওয়া বিপদের। ওঁকে ভিতরে নিয়ে যান—আর একটু ভাল না হওয়া পর্যন্ত ওঁকে আর কিছু বলবেন না।

কর্ডেলিয়া। আপনি কি একটু পায়চারী করবেন?

লীয়র। তুমি আমাকে সহ্য কর। আমার অনুরোধ, সব ভুলে যাও, আমাকে ক্ষমা কর—আমার বয়েস হয়েছে, আমি মূর্খ। [কেণ্ট এবং ভদ্রলোক ছাড়া সকলের প্রস্থান

ভদ্রলোক। এটা কি ঠিক নাকি, যে কর্ণওয়ালের ডিউক এই ভাবে মারা গেছে?

কেণ্ট। পুরোপুরি ঠিক।

ভদ্রলোক। তার প্রজাদের কে চালাচ্ছে?

কেণ্ট। সবাই বলছে গ্লষ্টারের জারজ ছেলে।

ভদ্রলোক। শোনা যাচ্ছে তার নির্বাসিত পুত্র এডগার জার্মানিতে কেন্টের আর্লের সঙ্গে রয়েছে।

কেণ্ট। উল্টোপাল্টা খবর আসে। আমাদের এখন নজর রাখা দরকার। সৈন্য বাহিনী দ্রুত এগোচ্ছে।

ভদ্রলোক। অনেক রক্তক্ষয়ের পর সব শেষ হবে। আচ্ছা বিদায়। [প্রস্থান

কেণ্ট। এই যুদ্ধের পরিণতির মতই লাভ হোক, আর নাই হোক, আমার মতলব অনুযায়ী কাজ ঠিক ভাবে করে যেতে হবে। [প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ডোভারের কাছে বৃটিশ শিবির

[এডমাণ্ড, রিগ্যান, অফিসারগণ, সৈনিকগণ এবং অন্যান্যের প্রবেশ।]

এডমাণ্ড। ডিউকের কাছ থেকে জেনে এস তার সর্বশেষ ইচ্ছেটা এখনো বজায় আছে, নাকি এরই মধ্যে কোন কারণে আবার তা বদলাতে চান। তিনি সব সময় মত বদলান, আর আত্মবিশ্লেষণ করেন। তার সঠিক সিদ্ধান্ত কি জেনে এস। [একজন ভদ্রলোককে—তার প্রস্থান

রিগ্যান। দিদির ঐ চাকর নিশ্চয়ই ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারেনি।

এডমাণ্ড। আমারো তাই মনে হচ্ছে।

রিগ্যান। তবে এখন শোন, তুমি জান আমি তোমার ভালই চাই। আমাকে সত্য করে বল—ঠিক সত্য বলবে কিন্তু—তুমি আমার দিদিকে ভালবাসনা?

এডমাণ্ড। সশ্রদ্ধ ভালবাসা।

রিগ্যান। আমার কিন্তু মনে হয় যে তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে—আর তোমরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছ। মানে, একেবারে যতদূর হওয়া যায় আর কি।

এডমাণ্ড। নানা, তা নয়।

রিগ্যান। আমি কিন্তু ওকে সহ্য করতে পারবনা। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়োনা।

এডমাণ্ড। ভয় কোরনা—ঐতো তিনি এবং তার স্বামী ডিউক।

[বাজনা, পতাকা সহ অ্যালবানী, গনারিল ও সৈনিকদের প্রবেশ।

গণারিল। (একান্তে) রিগ্যান যে ওর আর আমার সম্পর্ক নষ্ট করে দেবে এর চেয়ে আমি বরং যুদ্ধে হেরে যেতে রাজী।

অ্যালবাণী। প্রিয় বোন, দেখা হয়ে ভালই হল। (এডমাণ্ডকে) আমি শুনেছি যে রাজা তার ছোট মেয়ের কাছে গেছেন—সঙ্গে আর সবাই আছে যারা আমাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। অন্যায় কারণে আমি কোন দিনই যুদ্ধ করতে পারিনি। কিন্তু এই ব্যাপারটাতে ফ্রান্স যে আর কয়েকজনকে নিয়ে আমাদের এই রাজ্য আক্রমণ করেছে—এটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। রাজাকেই সে যে সমর্থন করেছে সেটা দোষের নয়, কারণ আমার মনে হয় একেবারে যুক্তিপূর্ণ এবং খাঁটি কারণেই সে আমাদের বিরুদ্ধে গেছে।

এডমাণ্ড। আপনি ঠিকই বলছেন।

রিগ্যান। এসব আলোচনার কি দরকার ?

গণারিল। শত্রুর বিরুদ্ধে এক হও। এখন এই ঘরোয়া ঝগড়ার সময় নয়।

অ্যালবাণী। তাহলে সব বড় বড় সৈনিক নিয়ে আমাদের কাজ কর্ম ঠিক করা যাক।

এডমাণ্ড। আমি একটু পরেই আপনার তাঁবুতে আসছি।

রিগ্যান। দিদি আমাদের সঙ্গে যাবে ?

গণারিল। না।

রিগ্যান। সেটাই ভাল হবে। আমার অনুরোধ, আমাদের সঙ্গে চল।

গণারিল। (স্বগতঃ) ও, বুঝেছি মতলব।—আচ্ছা যাব।

[তারা চলে যাচ্ছে এমন সময় ছদ্মবেশে এডগারের প্রবেশ

এডগার। আপনি যদি কখনো আমার মত দরিদ্র কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে থাকেন তো একবার আমার কথা শুনুন।

অ্যালবাণী। আমি তোমাদের ঠিক ধরে নেব।—হ্যাঁ বল।

[অ্যালবানী ও এডগার ছাড়া সকলের প্রস্থান

এডগার। আপনি যুদ্ধে যাবার আগে এই চিঠিটা পড়ে নেবেন। যদি জেতেন, যার জন্য জিতবেন, তার গৌরবেই বাজনা যেন বাজে। যদিও আমি এমন দীন, তবুও সত্যর জন্য আমি লড়াই করব—আর ঐ চিঠিতে যা লেখা আছে তা ঠিক বলে প্রমাণ দেব। আর যদি আপনি মারা যান, তবে আপনার সব কাজের শেষ হবে আর আপনার বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রেরও হবে অবসান। আপনার সৌভাগ্য হোক।

অ্যালবাণী। যতক্ষণ না আমি চিঠিটা পড়ি, দাঁড়াও।

এডগার। না, আমার তাতে নিষেধ আছে। যখন সময় আসবে তখন ঘোষণার সংগে সংগেই আমি সামনে এসে দাঁড়াব।

অ্যালবাণী। বেশ, বিদায়। তোমারদেওয়া চিঠি আমি পড়ব। [এডমাণ্ডের পুনঃপ্রবেশ

এডমাণ্ড। শত্রুদের দেখা গেছে। আপনার সৈন্য প্রস্তুত করুন। ওদের কত ক্ষমতা আছে, তা খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে। কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি করুন।

অ্যালবানী। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

এডমাণ্ড। এই দুই বোনকেই আমি ভালবাসি বলেছি। দু'জনেই দু'জনকে ঈর্ষা করে যেন দু'জনকে একই বিষাক্ত সাপ কামড়েছে। কাকে আমি রাখব ? দু'জনকেই ? একজনকে ? না কাউকেই না ? যদি দু'জনেই থাকে তো কাউকেই ভোগ করা

যাবেনা। বিধবাকে যদি নেওয়া যায় তবে তার দিদি গণারিল ক্ষেপে যাবে, এদিকে তার স্বামী বেঁচে থাকতে তো আমার মতলব হাঁসিল করা যাবেনা। যুদ্ধক্ষেত্রে ওর সাহায্য কাজে লাগাতে হবে। গণারিল, যে তাকে সরাতে চায়, কি করে তাড়াতাড়ি সরাবে সেই ব্যবস্থা সেই করুক। আর তারও যে ইচ্ছে, কর্ডেলিয়া আর রাজাকে ক্ষমা করবে—যুদ্ধ হোক, একবার তাদের হাতের মুঠোয় পাই—সেই ক্ষমা আর করতে দিচ্ছিনা। এখন আমার যা অবস্থা তবে বিচার বিশ্লেষণ নয়, আত্মরক্ষাই সবচেয়ে বড় দরকার।

দ্বিতীয় দৃশ্য। দুই শিবিরের মধ্যে মাঠ

[ঘন্টাধ্বনি। ঢাক ও পতাকা সহ লীয়র, কর্ডেলিয়া, এবং সৈন্যদের মঞ্চের ওপরে প্রবেশ ও অন্যদিক দিয়ে প্রস্থান। তারপর এডগার ও গ্লষ্টারের প্রবেশ]

এডগার। আপনি আসুন। এই গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিন। প্রার্থনা করুন যে ন্যায়ের যেন জয় হয়। আমি যদি ফিরে আসি তো সুখবর আনব।

গ্লষ্টার। তোমার মঙ্গল হোক। [এডগারের প্রস্থান। ঘন্টাধ্বনি এবং সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ। এডগারের পুনঃপ্রবেশ।

এডগার। পালিয়ে চলুন। আমার হাত ধরুন। চলুন। রাজা লীয়র হেরে গেছেন। তিনি ও তাঁর কন্যা বন্দী হয়েছেন। আমার হাত ধরুন। চলুন।

গ্লষ্টার। আর না—আমি এখানেই মরতে চাই।

এডগার। আবার আজে বাজে ভাবছেন? এই পৃথিবীতে আসা এবং এখান থেকে চলে যাওয়া দুটোই মানুষকে সহ্য করতে হবে। আমাদের প্রস্তুতিই হল সব। চলুন।

গ্লষ্টার। সে কথা খুবই ঠিক। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য। ডোভারের কাছে ইংরেজ শিবির

[ঢাক ও পতাকা সহ বিজেতার মত এডগার, বন্দী অবস্থায় লীয়র ও কর্ডেলিয়া এবং ক্যাপটেন ও সৈন্যবৃন্দের প্রবেশ।

এডমাণ্ড। কয়েকজন অফিসার এসে এদের নিয়ে যাক। যতক্ষন না পর্যন্ত ডিউক এসে এদের বিচার করে মত জানান হচ্ছে ততক্ষণ যেন এদের ভাল করে পাহারা দেওয়া হয়।

কর্ডেলিয়া। আমরাই যে প্রথম ভাল- কাজ করতে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছি এমন নয়। মহারাজ, আপনার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আপনার কষ্টের জন্যই আমি দুঃখবোধ করছি। আমি নিজে তা নাহলে ভাগ্যের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করতাম। আমরা কি আপনার সুযোগ্য কন্যা এবং আমার সুযোগ্য বোনদের সঙ্গে দেখা করবনা?

লীয়র। না, না, না, না। চল আমরা কারাগারে যাই। শুধু আমরা দুজনে খাঁচার পাখীর মত গান করব। তুমি যখন আমার আশীর্বাদ চাইবে আমি তখন নতজানু হয়ে তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করব। আমরা এইভাবে বেঁচে থাকব। আমরা প্রার্থনা করব আর গান করব, পুরোন দিনের গল্প বলব, সোনালী প্রজাপতিদের ঠাট্টা করব আর হতভাগা ভবঘুরেদের মুখে রাজসভার আলোচনা শুনব। যারা হারে আর যারা জেতে, যারা ক্ষমতায় বসে আর যারা ক্ষমতা

হারায় তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলব। আমরা যেন ভগবানের দূত। সেইভাবে পৃথিবীর সব রহস্য উন্মোচন করব। কারাগারের প্রাচীরের অন্তরালে থেকে আমরা সব বড় বড় লোকের ষড়যন্ত্র, দলাদলি-যা নিয়মিত জোয়ার ভাঁটার মত বাড়ে আর কমে, সেসব কথা বলব।

এডমাণ্ড। এদের নিয়ে যাও।

লীয়র। কর্ডেলিয়া, এরকম ত্যাগের জন্য দেবতারা স্বয়ং স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করেন। আমি তোমাকে ধরে রেখেছি। আমাদের এখন আলাদা করতে হলে যেভাবে আলো দেখিয়ে জন্তুদের তাড়ান হয় সেভাবে স্বর্গ থেকে মশাল এনে চেষ্টা করতে হবে। তোমার চোখ মোছ। আমাদের কাঁদাবার আগেই একটা বড় রকমের রোগ এসে ওদের একদম শেষ করে ফেলবে—একেবারে ওদের গায়ের মাংস, চামড়া সব। আমরা দেখব যে ওরা না খেতে পেয়ে মরছে। চল।

[প্রহরীর তত্ত্বাবধানে থেকে লীয়র ও কর্ডেলিয়ার প্রস্থান

এডমাণ্ড। ক্যাপটেন, এদিকে এস। শোন, এই চিঠিটা নাও (একটা কাগজ দিয়ে) যাও, ওদের কারাগারে অনুসরণ কর। আমি তোমার একটা উন্নতি করে দিয়েছি। এ চিঠিতে যা করতে বলা হয়েছে তা যদি কর তাহলে তোমার সৌভাগ্য আরো বাড়বে। মনে রেখ যেরকম দিনকাল পড়ে, মানুষ সেইরকমই হয়। যে তরবারি বহন করে তার পক্ষে কোমল-হৃদয় হওয়া সাজে না। তোমার এই বিরাট কাজের কথা কেউ আলোচনাই করবে না। এখন বল এটা করবে না কি অন্য উপায়ে নিজের উন্নতির পথ দেখবে ?

ক্যাপটেন। আমি এ কাজ করব।

এডমাণ্ড। কাজ হয়ে গেলে এ সম্বন্ধে লিখে জানিও, আর জেন তোমার ভাগ্য খুলে গেছে। মনে রেখ আমি চাই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি করবে। আর যে ভাবে লেখা আছে সেই ভাবে করবে।

ক্যাপটেন। আমি তো আর গাড়ী টানি না কিংবা শুকনো ঘাস চিবোই না। এটা যদি মানুষের সাধ্য কাজ হয় তো আমি ঠিকই করব। [প্রস্থান বাজনা। অ্যালবাণী, গণারিল, রিগ্যান অন্য একজন ক্যাপটেন এবং সৈন্যদের প্রবেশ।

অ্যালবাণী। আজ আপনি নিজেকে সত্যিকারের সাহসী প্রমাণ করেছেন। ভাগ্যও আপনার অনুকূল ছিল। যারা আপনার বিরুদ্ধে ছিল, তাদের আপনি বন্দী করেছেন। এখন তাদের আমার হাতে ছেড়ে দিন—আমাদের রাজ্যের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাদের বিচার করতে হবে।

এডমাণ্ড। আমি বৃদ্ধ হতভাগ্য রাজাকে প্রহরীর তত্ত্বাবধানে আটকে রেখে দেওয়া সমীচীন মনে করেছিলাম। তার বয়সের একটা সুবিধে আছে, তাছাড়া রাজা উপাধির জন্য আরও বেশি। এগুলি সাধারণ লোকের মন জয় করে এবং ফলে যারা আমাদের হয়ে কাজ করে তারাও আমাদের বিপক্ষে চলে যায়। তার সঙ্গে আমি রাজকন্যাকেও পাঠিয়েছি—একই কারণে। তারা কাল কিংবা তারপর যেখানে আপনি বিচার করবেন সেখানে পৌঁছে যাবে। এখন আমরা সব ক্লান্ত, বন্ধু বন্ধুকে হারিয়েছে। এরকম যুদ্ধের তিক্ততা থাকার ফলে যে কোন স্বাভাবিক ঝগড়াও সাঙ্ঘাতিক মনে হয়। তাই কর্ডেলিয়া ও তার পিতার

বিচার আরো ঠাণ্ডা পরিস্থিতিতে করা ভাল।

অ্যালবাণী। শুনুন, আপনাকে আমি আমার অধীনস্থ বলেই মনে করি—এই যুদ্ধের ব্যাপারে আপনি ও আমি সমান অধিকার সম্পন্ন এমন মনে করি না।

রিগ্যান। না, আমরা ওকে আমাদের সমকক্ষ বলেই সম্মান দিতে চাই। আপনি ওকে একথা বলার আগ আমাদের সঙ্গে আপনার আলোচনা করা উচিত ছিল। উনি আমাদের সৈন্য পরিচালনা করেছেন, আমার নাম ও ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন—সেই অধিকারেই ওকে সমান অধিকারী বলা যেতে পারে।

গণারিল। এত বোল না। ওর নিজের যোগ্যতাতেই ও নিজের জায়গা ছাড়িয়ে গেছে—তোমার নামের জোরে নয়।

রিগ্যান। আমার দেওয়া অধিকারেই ও এখানকার সব শ্রেষ্ঠ লোকের সমান

গণারিল। একথা মানতো, ও তোমার স্বামী হলে।

রিগ্যান। অনেক ঠাট্টার কথাও অনেক সময় সত্যি হয়ে যায়।

গণারিল। বাঃ বাঃ। যে দৃষ্টিতে দেখেছ বলে তোমার এমন মনে হয়েছে সে দৃষ্টিতে ভুল ছিল।

রিগ্যান। আমার শরীর ভাল নেই, নইলে তোমার একথার উপযুক্ত জবাব দিতাম। এডমাণ্ড, এই মুহূর্তেই আমার সৈন্যবাহিনী, বন্দী, পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্ত তুমি গ্রহণ কর। এসবের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ কর। সব কিছুই তোমার। সমস্ত পৃথিবী দেখুক যে এখানে আমি তোমাকে আমার স্বামী বলে ঘোষণা করছি।

গণারিল। তুমি ওকে গ্রহণ করতে চাও?

অ্যালবাণী। আপনার ইচ্ছের ওপরেই কিন্তু এটা করার অধিকার নির্ভর করছে না।

এডমাণ্ড। আপনার ইচ্ছেতেও নয়।

অ্যালবাণী। জারজ! হ্যাঁ তাই।

রিগ্যান। (এডমাণ্ডকে) আমার ক্ষমতা যে তোমারই তুমি সেটা ঘোষণা কর—আমি বাজনা বাজাতে বলছি।

অ্যালবাণী। চুপ কর। আমি যা বলছি শোন। এডমাণ্ড, আমি তোমাকে বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগে বন্দী করছি এবং তোমার সঙ্গে এই প্রতারক শয়তানেরও (গণারিলকে দেখিয়ে) বিচার হবে। আর সুন্দরী ভগিনী আমার, তোমার দাবির ব্যাপারে বলছি শোন, আমার স্ত্রীর স্বার্থে আমি ঐ বিয়ে বন্ধ করছি। আমার স্ত্রী এই মহাপুরুষের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-তাই তোমার আর তাকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। তুমি যদি বিয়ে করতে চাও তো আমাকে প্রেম নিবেদন কর কেননা আমার নিজের দেবীতো ইতিমধ্যেই বাক্‌দত্তা।

গণারিল। নাটক!

অ্যালবাণী। এডমাণ্ড, তুমি তো সশস্ত্র রয়েছ। ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হোক, যদি কেউ তোমার সঙ্গে লড়াই করে তোমার ঐ ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিতে না চায়, তবে আমিই তোমার সঙ্গে লড়ব (দস্তানা ছুঁড়ে আহ্বান জানায়)। তোমাকে আমি যা যা বলে বর্ণনা করলাম তুমি যে তা থেকে কোন অংশে কম নও সেই প্রমাণ দেবার আগে আমি জলস্পর্শ করব না।

রিগ্যান। আমার শরীর খারাপ লাগছে, উঃ, আমি অসুস্থ। গণারিল (একান্তে) তা যদি না হয় তো আমি বিষের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলব।

এডমাণ্ড। আমিও আপনার চ্যালেঞ্জের উত্তর জানাচ্ছি. (দস্তানা ছুঁড়ে) এ পৃথিবীতে যে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সে মিথ্যেবাদী। ঢাক পেটান হোক। যার আমার সঙ্গে লড়ার সাহস আছে, সে যেই হোক, তার কাছে আমার সম্মান রক্ষা করব।

অ্যালবাণী। ঘোষক, কই।

এডমাণ্ড। একজন ঘোষক চাই।

অ্যালবাণী। তোমার নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে লড়বে—কারণ আমার নাম করে যে সব সৈন্য নিযুক্ত করেছিলে তাদের ছাড়িয়ে দিয়েছি।

রিগ্যান। আমার শরীর খারাপ বেড়ে চলছে।

অ্যালবাণী। ও অসুস্থ, ওকে আমার তাঁবুতে নিয়ে যাও [রিগ্যানকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘোষকের প্রবেশ] তুমি এদিকে এস। ঢাক পেটান হোক। আর এইটে ঘোষণা কর।

ক্যাপ্টেন। ঢাক বাজাও। (ঢাকের শব্দ)

ঘোষক। (পড়ে) যোগ্যতা বা পদমর্যাদাসম্পন্ন সৈন্যবাহিনীর কোন ব্যক্তি যদি গ্লষ্টারের আর্ল বলে পরিচিত এডমাণ্ডকে সরাসরি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করে তবে সে তিন বার ঢাক বাজানর সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসুক। এডমাণ্ড নিজকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

এডমাণ্ড। বাজাও। (প্রথম শব্দ)

ঘোষক। অবার। (দ্বিতীয় শব্দ) আবার।

[তৃতীয় শব্দ। সশস্ত্র এডগারের প্রবেশ। তার সামনে একটা ঢাক।

ঘোষক। আপনি কে? আপনার নাম? যোগ্যতা? আর এই ঘোষণার উত্তরে আপনি এসেছেন কেন?

এডগার। মনে কর আমার নাম হারিয়ে গেছে। বিশ্বাসঘাতকতার দাঁত তা একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছে—তা একেবারে কীটদষ্ট হয়ে গেছে। তবু জেন যার বিরোধিতা করতে আমি এসেছি তারই মত আমি সদ্বংশজাত।

অ্যালবাণী। তুমি তার বিরুদ্ধে লড়বে?

এডগার। গ্লষ্টারের আর্ল এডমাণ্ডের প্রতিনিধি কে?

এডমাণ্ড। আমি নিজেই। তুমি আমাকে কি বলতে চাও?

এডগার। তরবারি উন্মুক্ত কর। আমার বক্তব্য যদি তোমার সম্মানে লাগে অস্ত্র দিয়ে যেন তার শোধ নিতে পার! এই আমার অস্ত্র। শোন, আমার সম্মান-বোধ, আমার প্রতিজ্ঞা, আমার বৃত্তি—এ সবের কথা ভেবে বলছি, আমি ঘোষণা করছি যে তোমার শক্তি, যৌবন, সম্মান, ক্ষমতা সব থাকা সত্ত্বেও, তোমার বিজয়গর্ব, তোমার এই সদ্যপ্রাপ্ত সৌভাগ্য এসব সত্ত্বেও তুমি একজন বিশ্বাস-ঘাতক। তুমি দেবতাদের কাছে, তোমার ভাই ও তোমার বাবার কাছে অসৎ, তুমি এই রাজপুত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছ, তুমি আপাদমস্তক একজন নোংরা প্রতারক। এ কথার তুমি যদি প্রতিবাদ কর আমার সমস্ত শক্তি ও এই তরবারি দিয়ে আমি প্রমান দেব যে তুমি মিথ্যে বলছ।

এডমাণ্ড। আমার উচিত তোমার নাম জানা। কিন্তু তোমার চেহারা সম্ভ্রান্ত এবং যোদ্ধসুলভ এবং তোমার কথায় শিক্ষার ছাপ আছে বলে তোমার পরিচয় জানার ছুঁতো করে আমি লড়াই পিছিয়ে দিতে চাইনা। এ সমস্ত অভিযোগ আমি তোমার বিরুদ্ধেই আনলাম। তুমি যে সব ঘৃণ্য মিথ্যা নীচ কথা বলেছ সে সব আমি তোমার ওপর চাপাচ্ছি। যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুমি আমার বিরুদ্ধে এনেছ সেগুলো আমাকে স্পর্শ করে না। আমার তরবারি এখনি সেগুলোর জবাব দেবে, এবং সে সব অভিযোগের সেখানেই অবসান হবে। বাজনা বাজাও। (বাজনা, লড়াই, এডমাণ্ডের পতন)

অ্যালবাণী। ওকে বাঁচাও, বাঁচাও।

গণারিল। এর মধ্যে চক্রান্ত রয়েছে। লড়াইয়ের আইন অনুসারে তুমি তো একজন অজ্ঞাত শত্রুর সঙ্গে লড়তে বাধ্য নও, তোমাকে ওরা হারাতে পারে নি কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হয়েছে।

অ্যালবাণী। তুমি চুপ কর। নইলে এই কাগজটা দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করে দেব। এই নিন, অপদার্থ, নিজের পাপের কথা পড়ুন। গণারিল, এটা ছিঁড়তে চেষ্টা কর না, আমি দেখছি, এতেকি লেখা আছে তুমি জান! (এডমাণ্ডকে চিঠিটা দেয়)

গণারিল। আমি যদি ছিঁড়ি, আই যেহেতু তোমার হাতে নয়, আমার হাতে, এ জন্য কে আমাকে অভিযুক্ত করবে? [প্রস্থান]

অ্যালবাণী। একেবারে শয়তান। ওঃ! আপনি এ কাগজটা চেনেন?

এডমাণ্ড। আমি যা জানি আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

অ্যালবাণী। ওর পেছনে পেছনে যাও। ও ক্ষেপে গেছে। ওকে সামলাও।

এডমাণ্ড। তুমি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছ তা এবং আরো অনেক আস্তে আস্তে প্রকাশিত হবে। এসব অতীতের কথা এবং আমিও এখন অতীত। তুমি, যে আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী, তোমার পরিচয় কি? তুমি যদি বড় বংশের কেউ হও তো আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।

এডগার। আমিও তোমাকে ক্ষমা করছি। এডমাণ্ড, তোমার যে বংশ পরিচয়, আমার তা থেকে কম নয়। যদি আমারটা আরো বড় হয়ে থাকে তবে তুমি আমার প্রতি আরো অপরাধ করেছ। আমি হলাম এডগার, তোমারই পিতার পুত্র। দেবতারা ঠিকই বিচার করেন। যে সুখের জন্য আমরা পাপ করি সেই পাপই পরে আমাদের যন্ত্রণার কারণ হয়। অন্ধকার পঙ্কিল জায়গায় তিনি তোমার জন্মের কারণ হয়েছিলেন বলে তোমারই জন্য তিনি চোখ হারালেন।

এডমাণ্ড। তুমি ঠিকই বলেছ। এ কথা ঠিক। চাকা সবটা ঘুরে গেছে, তাই আমার এখন এই অবস্থা।

অ্যালবাণী। আপনার ভাব-ভঙ্গী দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে আপনি রাজ-বংশের কেউ। আসুন আলিঙ্গন করি। আমি যদি কখনো আপনাকে বা আপনার পিতাকে অবজ্ঞা করে থাকি তবে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাক।

এডগার। আপনি রাজ পুত্র হবার উপযুক্ত, তা আমি জানি।

অ্যালবাণী। আপনি কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? আপনার বাবার দুর্দশার কথা

আপনি কি ভাবে জানলেন ?

এডগার। বাবাকে সেবা শুশ্রূষা করে। একটা ছোট কাহিনী শুনুন। এ কাহিনী যখন শেষ হবে আমার বুক বোধহয় একেবারে ফেটে যাবে। আমার নামে মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করা হলে তো আমি পালিয়ে গেলাম। উঃ, আমরা জীবনকে কি ভালই না বাসি! কেন না, তিল তিল করে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু যন্ত্রণাও আমরা একেবারে মারা যাওয়ার চেয়ে ভালবাসি। সেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে পাগলের সাজ সাজতে হল। আমি এমন এক চেহারা করলাম যা কুকুরেও ঘৃণা করত। এবং ঐ রকম পোষাকে আমি বাবাকে চোখ দিয়ে রক্ত পড়া অবস্থায় দেখতে পেলাম। সেই চোখের দুর্মূল্য মণি সবে খুচলে নিয়েছে। তখন আমি তাকে পথ দেখালাম, চলতে সাহায্য করলাম, তার জন্য ভিক্ষা করলাম, হতাশার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলাম। কি ভুলই না করেছি, কখনো নিজের পরিচয় দিই নি। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে যখন অস্ত্র তুলে নিলাম, তখনো জিতব কি না জানি না—শুধু মনে আশা ছিল, সেই সময় তার আশীর্বাদ চাইলাম—আর প্রথম থেকে শেষ অবধি আমার এই ঘুরে বেড়ানর কথা বললাম। কিন্তু তার দুর্বল হৃদয় আনন্দ আর দুঃখ—এই দু'য়ের সংঘর্ষ সইতে না পারায় তিনি ভেঙ্গে পড়লেন।

এডমাণ্ড। তোমার এই কথাতে আমি বিচলিত বোধ করছি। এর ফলে হয়তো আমার মঙ্গল হবে। তারপর বলে যাও। তোমার দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় তোমার আরো কিছু বলার আছে।

অ্যালবাণী। আরো যদি দুঃখের কাহিনী থাকে থামুন, কেন না এই শুনেই আমি আর থাকতে পারছি না।

এডগার। যারা দুঃখের কাহিনী ভালবাসে না তাদের কাছে এ গল্পের এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আর একটু আছে যা এতক্ষণ খুবই দুঃখের মনে হয়েছে —তার চেয়ে অনেক বেশি এবং সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যখন ঘোষক ঢাক পেটাচ্ছিল তখন একজন লোক আমার কাছে আসে। সে আমাকে দুর্দশার মধ্যে দেখে, আমার নোংরা সঙ্গ পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখন সে বোঝে আমি কে, আমি কত কষ্ট সয়েছি—তখন তার শক্ত বাহু সে আমার কাঁধে রাখে এবং যেন আকাশকে ভেঙে ফেলবে এমন ভাবে শোক প্রকাশ করতে থাকে। সে আমার বাবার কাছে গেল এবং তাঁকে রাজা লীয়র এবং নিজের কথা শোনাল —যে দুঃখের কথা মানুষের কান আগে কখনো শোনে নি। সেই কাহিনী বলতে বলতে তার নিজের বেদনা আরো বাড়তে লাগল এবং তার জীবন প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছল। ঢাকের শব্দ দু'বার বেজে ওঠায় আমি তাকে সেখানে অচৈতন্য অবস্থায় রেখে চলে এসেছি।

অ্যালবাণী। কিন্তু কে সে ?

এডগার। কেন্ট, নির্বাসিত কেন্ট, যে ছদ্মবেশে ক্রুদ্ধ রাজাকে অনুসরণ করেছে এবং তার এমন সেবা করেছে যে ক্রীতদাসও তা করে না।

[রক্তাক্ত ছুরি হাতে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ

ভদ্রলোক। সাহায্য করুন, সাহায্য।

এডগার। কি সাহায্য ?

অ্যালবাণী। বল।

এডগার। এই রক্তাক্ত ছুরি কেন?

ভদ্রলোক। এটা গরম, এ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এ এক্ষুণি তার বুকের ভেতর থেকে বের হয়েছে—ও, তিনি মারা গেছেন।

অ্যালবাণী। কে মারা গেছে, বল।

ভদ্রলোক। আপনার স্ত্রী, আপনার স্ত্রী। নিজের বোনকে তিনি বিষ খাইয়ে মেরেছেন। একথা তিনি স্বীকার করেছেন।

এডমাণ্ড। আমি ওদের দু'জনকেই বিয়ে করব বলেছিলাম। এখন তিনজন একই সঙ্গে মিলিত হব।

এডগার। এই যে কেন্ট আসছে।

অ্যালবাণী। ওদের এখানে নিয়ে এস জীবিত অথবা মৃত। দেবতাগণের এই বিচারে আমরা ভয়ে কাঁপছি ঠিকই কিন্তু এক্ষেত্রে মনে করুণা জাগছে না। [ভদ্রলোকের প্রস্থান। কেন্টের প্রবেশ] উঃ এই যে উনি। যে সম্মান এঁকে দেওয়া উচিত তা দেওয়ার আমাদের সময় নেই।

কেন্ট। আমি আমার প্রভু রাজাকে বিদায় জানাতে এসেছি। তিনি এখানে নেই।

অ্যালবাণী। আসল ব্যাপারটাই আমরা ভুলে গেছি। এডমাণ্ড, বল রাজা কোথায়, কর্ডেলিয়াই বা কোথায়? (গণারিল ও রিগ্যানের দেহ আনা হল)

কেন্ট। এই দৃশ্য দেখছেন? ইস্‌, এ কি করে হল?

এডমাণ্ড। তবু এডমাণ্ড এদের প্রিয় ছিল। একজন আমারই জন্য অন্যকে বিষ খাইয়েছে, তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছে।

অ্যালবাণী। হ্যাঁ তাই। ওদের মুখ ঢেকে দাও।

এডমাণ্ড। আমি শ্বাস নিতে পারছি না। আমার নিজের এ অবস্থা সত্ত্বেও আমি একটা ভাল কাজ করতে চাই। শীঘ্র প্রাসাদে লোক পাঠান; দেরী করবেন না, আমি রাজা ও কর্ডেলিয়ার জীবননাশের আদেশ দিয়েছি। দেরী করবেন না, এখনি লোক পাঠান।

অ্যালবাণী। দৌড়ে যাও, দৌড়ে।

এডগার। কাকে আদেশ দিয়েছ? কার ওপর দায়িত্ব আছে? রেহাই দেবে যে সেজন্য কি বলতে হবে, বল।

এডমাণ্ড। ঠিক বলেছ। আমার তরবারি নিয়ে যাও। এটা ক্যাপটেনকে দেবে, তা হলেই হবে।

অ্যালবাণী। তাড়াতাড়ি যান। [এডগারের প্রস্থান

এডমাণ্ড। আপনার স্ত্রী এবং আমি বিশেষ আদেশ দিয়েছি কর্ডেলিয়াকে কারাগারে ফাঁসি দিতে আর তার ঘাড়ে দোষ চাপাতে যে সে নিজেই হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছে।

অ্যালবাণী। দেবতারা তাঁকে বাঁচান। একে এখান থেকে এখন নিয়ে যাও। [এডমাণ্ডকে নিয়ে যাওয়া হল। মৃত কর্ডেলিয়াকে দু'হাতে নিয়ে লীয়রের প্রবেশ। সঙ্গে এডগার ক্যাপটেন ও অন্যান্যরা]

লীয়র। গর্জন কর, গর্জন কর, গর্জন কর, গর্জন কর। ও, তোমরা সব পাথরের মানুষ। আমার যদি তোমাদের সকলের কণ্ঠ ও চক্ষু থাকত আমি তাদের এত

কাজে লাগাতাম যে আকাশের খিলানে ফাটল ধরে যেত। ও একেবারে চলে গেল। কেউ মারা গেলে আমি তা বুঝতে পারি, কেউ বেঁচে থাকলেও আমি বুঝতে পারি। ও এখন পৃথিবীর মত মৃত। আমাকে একটা আয়না এনে দাও। যদি সেটাতে ওর নিঃশ্বাসের বাষ্প লাগে বা নিঃশ্বাস লাগলে রঙ একটু মলিন হয় তবে বুঝব ও বেঁচে আছে।

কেন্ট। এই শেষই কি আমরা চেয়েছিলাম ?

এডগার। অথবা এটা সেই ভয়ংকর শেষের প্রতিচ্ছবি ?

অ্যালবাণী। আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক, সব কিছু থেমে যাক।

লীয়র। এই পালকটা তো পড়ছে, ও বেঁচে উঠেছে তা যদি সত্য হত, আমি যত দুঃখ পেয়েছি সব থেকে মুক্তি পেতাম।

কেন্ট। হুজুর। (নতজানু হয়ে)

লীয়র। সরে যাও বলছি।

এডগার। ইনি হলেন মহান কেন্ট, আপনার বন্ধু।

লীয়র। তোমাদের সর্ব্বনাশ হোক, সব খুনে বিশ্বাসঘাতক, আমি ওকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু এখন চিরতরে চলে গেছে। কর্ডেলিয়া, কর্ডেলিয়া—একটু থাক। হায়! তুমি কি বললে ? ওর কণ্ঠস্বর সব সময় মৃদু ও কোমল ছিল—সব ব্যাপারে ও ছিল নারীসুলভ। যে চাকর ওকে ফাঁসি দিচ্ছিল আমি তাকে হত্যা করেছি।

ক্যাপটেন। হ্যাঁ হুজুর, এ কথা ঠিক, উনি তাই করেছেন।

লীয়র। আমি তা করি নি, বল ? এমন দিন ছিল যখন আমার তরবারি দিয়ে ওসব লোককে লাফাতে বাধ্য করতাম। এখন আমি বুড়ো হয়েছি—আর এইসব দুঃখ কষ্ট আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। তুমি কে ? আমার চোখ দুটো ভাল নেই : আমি বলছি।

কেন্ট। যদি দু'জন লোকের নাম করা যায় যাদের প্রথমে খুব সৌভাগ্য ছিল তারপর যারা দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়েছে, তবে আমাদের সামনে তাদেরই একজন রয়েছে।

লীয়র। আমি ভাল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কেন্ট না ?

কেন্ট। হ্যাঁ তাই, আপনার অনুগত কেন্ট। আপনার চাকর কেইয়াস কোথায় ?

লীয়র। সে ভাল লোক আমি একথা বলতে পারি। সে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে, তাড়াতাড়িই করবে : ও এখন মরে শেষ হয়ে গেছে।

কেন্ট। না হুজুর, আমিই সেই লোক।

লীয়র। আমি সেটা স্পষ্ট করে দেখব।

কেন্ট। আপনার দুরবস্থার শুরু থেকে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি।

লীয়র। তোমাকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি।

কেন্ট। না, এখানে কেউই স্বাগত নয়, সব নিরানন্দ, অন্ধকার, মৃত্যুর মত। আপনার বড় দুই মেয়ে নির্ম্মম হতাশার জন্য আত্মহত্যা করেছে।

লীয়র। হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।

অ্যালবাণী। উনি যে কি বলছেন তা উনি জানেন না। অতএব ওঁর কাছে আমাদের পরিচয় দেবার কোন মানে হয় না।

এডগার। একেবারেই অর্থহীন। [ক্যাপটেনের প্রবেশ

ক্যাপটেন। এডমাণ্ড মারা গেছেন হুজুর।

অ্যালবানী। এ সংবাদ গুরুত্বহীন। আপনারা সব লর্ড এবং আমার বন্ধুর দল, আমার অভিপ্রায় শুনুন। সব শেষ হবার পরও এনাকে যেটুকু সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব তা দেওয়া হবে। আমার নিজের কথা বলতে গেলে বলছি যে, এই বৃদ্ধ রাজা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন সমস্ত ক্ষমতা এনাকে দিয়ে আমি পদত্যাগ করব। (এডগার ও কেণ্টকে) আপনারা আপনাদের অধিকার ফিরে পাবেন আর তার সঙ্গে আপনাদের যোগ্যতা অনুসারে আরো যা যা বেশি প্রাপ্য তাও পাবেন। যারা বন্ধু তাদের গুণের পুরস্কার পাবেন আর যারা শত্রু তারা পাবে তাদের যা প্রাপ্য তাই।—ওঃ দেখুন, দেখুন।

লীয়র। আমার বাছাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। না, না, না, জীবন! কেন একটা কুকুর, ঘোড়া, ইঁদুরের প্রাণ থাকবে আর তোমার কোন নিঃশ্বাস বেরোবে না? তুমি আর ফিরে আসবে না—কোনদিন না; কোনদিন না। তোমায় অনুরোধ এই বোতামটা খুলে দাও। ধন্যবাদ। একে দেখেছ? এর দিকে তাকাও; দেখ—এই ঠোঁট, এইখানটা দেখ—এইখানে তাকাও (মারা যান)

এডগার। উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন—মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ!

কেণ্ট। হে হৃদয়, ভেঙ্গে যাক, আমি বলছি ভেঙ্গে যাও।

এডগার। মহারাজ, তাকিয়ে দেখুন।

কেণ্ট। ওনার আত্মাকে বিরক্ত কোর না। ওকে যেতে দাও। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর যন্ত্রণার মধ্যে ওকে যে আরো রাখতে চায় তিনি তাকে অপছন্দই করবেন।

এডগার। সত্যই উনি মারা গেছেন।

কেণ্ট। উনি যে এতদিন সহ্য করলেন এটাই আশ্চর্যের। উনি যেন জোর করে জীবনকে ধরে রেখেছিলেন।

অ্যালবানী। এদের সব এখান থেকে নিয়ে যাও। এখন আমাদের সমস্ত কাজই দুঃখের। (কেণ্ট ও এডগারকে) আপনারা আমার হৃদয়ের বন্ধু, আপনারা দু'জন এখন শাসন করুন ও এই যুদ্ধক্ষত রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখুন।

কেণ্ট। আমাকে এখনি এক যাত্রা শুরু করতে হবে—আমার মনিব আমাকে ডাকছেন—আমি না বলব না।

এডগার। এই বিষণ্ণ সময়ের সমস্ত ভার আমাদের সইতে হবে। আমরা যা অনুভব করছি সে কথাই বলা হোক, যা বলা উচিত—সে কথা নয়। আমাদের মধ্যে যাঁর বয়েস সব চেয়ে বেশি ছিল তিনিই সব চেয়ে বেশি সহ্য করলেন। আর আমরা যারা তরুণ, এত বেশি কোনদিন দেখতে পাব না, এত দীর্ঘদিন বাঁচবও না। [মৃত দেহগুলি বহন করে নিয়ে যাওয়া হল। মৃত্যু সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রস্থান]

যবনিকা।